এক আল্লাহ্ এক বার্তা

রহস্য আবিষ্কার করুন
যাত্রায় অংশগ্রহণ করুন

পি.ডি. ব্রামসেন

আপনি কি এইরকম চিন্তা করেন?

To:
CC:
Attach
Send
Subject: the bible

হাই। ঈসা এসেছিলেন মসীহ্‌ হিসেবে এবং আমি তা বিশ্বাস করি, কিন্তু তিনি কখনই বলেননি যে, তিনি আল্লাহ্‌ ছিলেন। ঈসা মসীহ্‌ কখনই ক্রুশে। এমন কি যদি তিনি ক্রুশে মারাও যান, এর অর্থ এমন নয় যে, এর ফলে সমস্ত লোকের পাপ মুছে ফেলা হয়েছে। পাপের মুক্তির এই পুরো বিষয়টি আমার কাছে কোন অর্থ বহন করে না। আমি যা বিশ্বাস করি এবং জানি তা হল কিতাবুল মোকাদ্দস হচ্ছে সবচেয়ে মিথ্যা ও বিকৃত গ্রন্থ। যেহেতু এর সমস্ত কিতাবগুলোকে নিজস্বার্থে ব্যবহারের জন্য কারসাজি করা হয়েছে...

আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক,

আহমেদ

- বিশ্বের সর্বকালের সর্বাধিক বিক্রিত কিতাবের উপর কি নির্ভর করা উচিৎ?
- কি এর কাহিনী এবং বার্তাকে এত মনোমুগ্ধকর করে তোলে, তবুও বিতর্কিত করে তোলে?
- বিশ্বব্যাপী ১০,০০০ টি ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বিভ্রান্তিই কি আমাদের একমাত্র বিকল্প?

খুঁজে বের করুন। মৃত্যুর আগেই আপনি বর্তমান সময় থেকে অনন্তকালে যাত্রা করুন।

"এই বইটি কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেয়, এবং ঈমানকে শক্তিশালী করে। এটি সম্পূর্ন আধ্যাত্মিক একটি যাত্রায় উৎসাহিত করে। কিছু রহস্যময় উপায়ে, আল্লাহ্‌র স্পর্শের জন্য এটি আমাদের আত্মার গভীরতম অংশে পৌঁছায়।" — উত্তর আমেরিকার পাঠক

"খুবই আকর্ষণীয়। এটি যেভাবে আল্লাহ্‌র অনন্তকালীন বিষয় বর্ণনা করেছে তা বিস্ময়কর। আমি বেহেশ্তে থাকতে চাই।" — মধ্য প্রাচ্যের পাঠক

পি.ডি. ব্রামসেন এবং তাঁর স্ত্রী সাহারার প্রান্তে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির মধ্যে থেকে তাদের পরিবার গড়ে তুলেছিলেন। ব্রামসেনের লিখিত বই লেখা হয়েছে পবিত্র ধর্মগ্রন্থের প্রতি অনুরাগ এবং মুসলিম বন্ধু, প্রতিবেশী ও সংবাদ দাতাদের সাথে হাজার হাজার সংলাপ থেকে। তিনি সমস্ত বয়সের মানুষের জন্য রচিত চিত্রগ্রন্থ ও চলচ্চিত্র "গৌরবের বাদশাহ্‌" এবং ১০০ টি ধারাবাহিক রেডিও সিরিজ "ধার্মিকতার পথ" এর রচয়িতা যা আফ্রিকা, এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে সম্প্রচারের জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

ISBN 978-1-62041-023-3
9 781620 410233 >
www.one-god-one-message.com

এক আল্লাহ্ এক বার্তা

রহস্য আবিষ্কার করুন
যাত্রায় অংশগ্রহণ করুন

এক আল্লাহ্
এক বার্তা

পি.ডি. ব্রামসেন
ডি.সি. ব্রামসেন
কর্তৃক চিত্রণ সহকারে

Relief Opportunity & Care for Kids · ROCK INTERNATIONAL · Resources Of Crucial Knowledge

এক আল্লাহ্ এক বার্তা
পি.ডি. ব্রামসেন
ডি.সি. ব্রামসেন কর্তৃক চিত্রণ সহকারে

কপিরাইট © ২০২২ রক ইন্টারন্যাশনাল
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
Bengali Edition of
ONE GOD ONE MESSAGE
Copyright © 2007, 2022
by ROCK International

ISBN 978-1-62041-023-3
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ROCK INTERNATIONAL

• Relief, Opportunity & Care for Kids
• Resources Of Crucial Knowledge
P.O. Box 4766, Greenville, SC 29608, USA
www.rockintl.org • resources@rockintl.org

এই বইয়ের সমস্ত উদধৃতি বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটির (বি.বি.এস)
কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে নেয়া হয়েছে।

কিতাবুল মোকাদ্দস পবিত্র বাইবেলের মূল ভাষা থেকে অনুবাদ করা।

কিতাবুল মোকাদ্দসে উদধৃত পুরাতন নিয়মের অংশগুলো Biblia
Hebraica (Masoretic Text in Hebrew) থেকে নেওয়া হয়েছে।
কিতাবুল মোকাদ্দসে উদধৃত নতুন নিয়মের অংশগুলো UBS Greek
New Testament থেকে নেওয়া হয়েছে।

কিতাবুল মোকাদ্দস কপিরাইট © বি.বি.এস কিতাবুল মোকাদ্দস,
২০০৬। সিএলভি-৭৭-২০১০-৫এম-বি.বি.এস
প্রচ্ছদ অলংকরণ এবং ছবি : ডি. সি. ব্রামসেন

পৃষ্ঠা অলংকরণ : ক্রিস্টেন গোলসন,
জারিয়েফ মিনা, পি. ডি. ব্রামসেন

এক আল্লাহ্ এক বার্তা অন্যান্য ভাষাতেও পাওয়া যাচ্ছে–
www.one-god-one-message.com

এই বইটি অনুবাদ করার জন্য অনুমতি নিতে যোগাযোগ করুন –
pdbramsen@rockintl.org

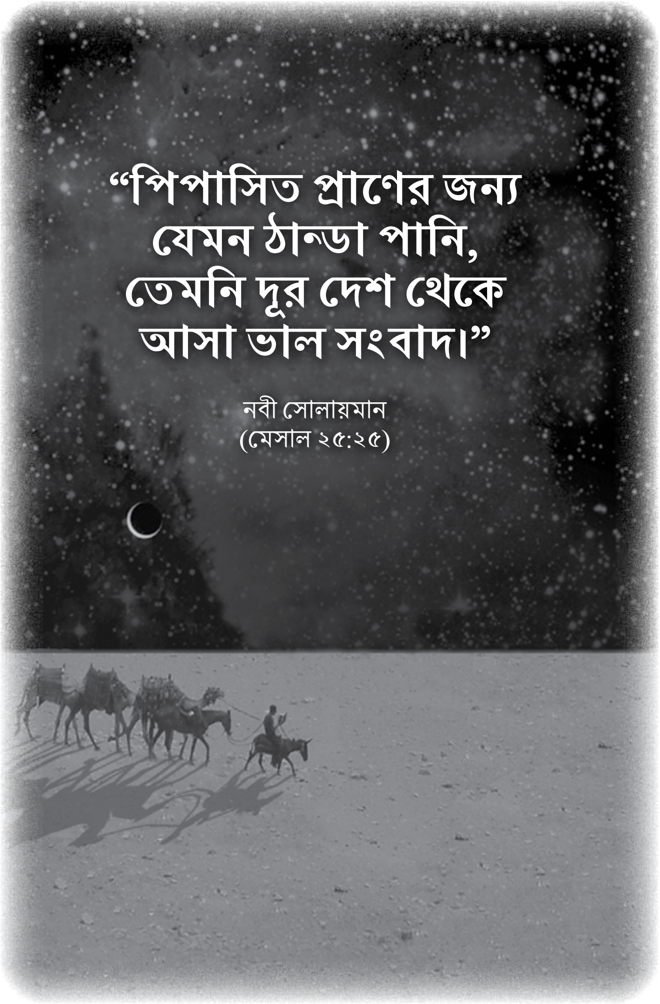
“পিপাসিত প্রাণের জন্য
যেমন ঠান্ডা পানি,
তেমনি দূর দেশ থেকে
আসা ভাল সংবাদ।”
নবী সোলায়মান
(মেসাল ২৫:২৫)

ার

সূচীপত্র

মুখবন্ধ ১

১ম খন্ড – াত্রার প্রস্তুতি
বাধার সম্মুখীন হওয়া

১. সত্য ক্রয় করুন ৭
২. বাধাকে অতিক্রম করা ১৯
৩. বিকৃত নাকি সংরক্ষিত? ৩৪
৪. বিজ্ঞান ও কিতাব ৪৭
৫. আল্লাহ্‌র সীলমোহর ৫৭
৬. ধারাবাহিক সাক্ষ্য ৬৮
৭. ভিত্তিমূল ৭৮

২য় খন্ড
যাত্রা
রহস্য উৎঘাটন

৮. আল্লাহ্‌ কেমন ৮৭
৯. আল্লাহ্‌র মত কেউ নেই ১০৩
১০. একটি বিশেষ সৃষ্টি ১১৮
১১. ইবলিসের প্রবেশ ১৩১
১২. গুনাহ্‌ ও মৃত্যুর শরীয়ত ১৪২
১৩. রহমত ও বিচার ১৫১
১৪. বদ্‌দোয়া ১৫৮
১৫. দ্বিগুণ সমস্যা ১৬৬

১৬. নারীর বংশ ১৭৯
১৭. ইনি কে হতে পারেন? ১৯০
১৮. আল্লাহ্‌র অনন্তকালীন পরিকল্পনা ২১০
১৯. কোরবানীর নিয়ম ২১৯
২০. একটি স্মরণীয় কোরবানী ২২৯
২১. আরও রক্তপাত ২৪০
২২. মেষ ২৫১
২৩. কিতাবের পূর্ণতা ২৬৪
২৪. সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ ২৭৪
২৫. মৃত্যু পরাভূত হয়েছে ২৮৬
২৬. ধর্ম এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে অবস্থান ২৯৯

তৃতীয় খন্ড
যাত্রার শেষ

অভিশাপ মুক্ত করা

২৭. ১ম ধাপ: আল্লাহ্‌র অতীত কার্যাবলী ৩১৯
২৮. ২য় ধাপ: আল্লাহ্‌র বর্তমান কার্যাবলী ৩৪১
২৯. ধাপ ৩: আল্লাহ্‌র ভবিষ্যৎ কার্যাবলী ৩৬১
৩০. বেহেশ্তের একটি রূপরেখা ৩৮১
উপসংহার ৩৯৬
শেষ টিকা ৩৯৮
যাত্রার প্রতিফলন আলোচনা নির্দেশিকা ৪৩৬

মুখবন্ধ

“যে ভাল কাজ তুমি করেছ তার জন্য তুমি বেহেশ্তে যাওয়ার যোগ্য, কিন্তু যে সংবাদ-এর বিষয়ে তুমি তবলিগ করছ তার জন্য তুমি জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য!” এই কথাটি আমার বন্ধুকে গ্রামের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বলেছেন।

বিগত দশ বছর ধরে আমার এই বন্ধু ও তার স্ত্রী সাহারার প্রান্তে এই প্রাচীন লোকের গ্রামে বাস করে আসছেন। তারা একটি পানি সেচের প্রকল্প ও একটি মেডিকেল কিলনিক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যারা শুনতে চেয়েছেন তাদের কাছে তারা নবীদের গল্প ও বাণীগুলো পড়ে শুনিয়েছিলেন।

সেই গ্রামের প্রাচীনের মতে, আমার বন্ধু কি করেছেন যার জন্য সে “বেহেশ্তে যাওয়ার যোগ্য”? তিনি ভাল কাজ করেছেন।

আর তিনি কি কাজ করেছেন যার জন্য তিনি “দোজখে যাওয়ার যোগ্য?” তিনি কিতাবে লিখিত নবীদের কথা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ঐ গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি আমার বন্ধুর কাজ ও তথ্যের বিষয় মূল্যায়নে কি সঠিক ছিলেন? তিনি কি অর্ধেক সঠিক ছিলেন? নাকি তিনি সম্পূর্ণরূপে ভুল অবস্থানে ছিলেন?

আপনি যদি নিশ্চিত না হয়ে থাকেন যে কি ভাববেন, তাহলে এই বইটি আপনারই জন্যে।

কোথায়?

আমি আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেছি, কিন্তু আফ্রিকাতে এই বইটির সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানঃ পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগাল দেশের সাহেল[১] নামক একটি অঞ্চল।

অবস্থানঃ প্রাতঃকালীন মুনাজাত শেষ হয়েছে। সকালবেলার গোলাপী ও কমলা রঙের একগুচ্ছ আলো বালুময় দিগন্তের উপর পড়েছে যার ফলে দূরে কাটা গাছের ছায়ামূর্তি ফুটে উঠেছে। তাপমাত্রা তৃপ্তিজনকরূপ শীতল, কিন্তু তা খুব তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হয়ে যাবে। আমি আমার ল্যাপটপ কম্পিউটার নিয়ে গ্রামের বাড়ীর বারান্দায়

বসলাম। একটি পরিষ্কার প্লাস্টিকের অংশ দিয়ে কিবোর্ডটি ঢাকা ছিল কারণ সাহারার বাতাসে অনেক ধুলা ছিল। মাঝে মাঝে গাধা ও মোরগের ডাক ছাড়া গ্রামটি একেবারে নীরব ছিল। যে শবদটি আমি এখন শুনতে পাচ্ছি তা হল আমার কিবোর্ডের উপর আঙগুলের আওয়াজ, কারণ চিন্তাগুলো শবেদ এবং শবেদর পর শবদ একসঙেগ যুক্ত হয়ে লেখায় পরিণত হচেছ।

কেন?

যিনি আমার জীবনে রহমত, আনন্দ, শান্তি ও উদ্দেশ্য দিয়েছেন আমি তাঁর জন্যই কিছু লেখার চেষ্টা করি।

আমি শ্রদ্ধার সাথে হৃদয় দিয়ে এবং ভালবাসার সাথে আমার মুসলমান ভাইদের কাছে লিখছি, বিশেষত সেনেগালের লোকদের কাছে যেখানে আমি ও আমার স্ত্রী আমাদের তিন সন্তানকে বড় করেছি এবং আমাদের পরিণত জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছি।

আমি লিখছি কারণ বিগত বছরগুলোতে আমি প্রায় এক হাজারেরও বেশি ইমেইল পেয়েছি যা বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিমদের কাছ থেকে এসেছে। তাদের মন্তব্য এবং প্রশ্নগুলোকে কোন ভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

আমি সেই সমস্ত ধর্মীয় নেতাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য লিখছি যারা এইধরণের গতানুগতিক ব্যাখ্যার চেয়ে একটু বেশি দেওয়ার চেষ্ঠা করেছেন, যেমন- “কিতাবুল মোকাদ্দস সত্য কারণ এটি তাই বলে!” অথবা, “কোরআন সত্য কারণ কোন ব্যক্তি এই রকম পুস্তক লিখতে পারে না!”

আমি এই জন্য লিখছি কারণ একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌র ধারাবাহিক বার্তা ব্যতীত অন্য যে কোন কিছু বিশ্বাস করার দিকে মানুষের হৃদয়ে যে ঝোঁক দেখতে পাই এবং তা দ্বারা আমি প্রভাবিত হই।

কি?

এক আল্লাহ্‌ এক বার্তা আজীবনের জন্য সর্বকালের সর্বাধিক বিক্রিত কিতাবের মধ্য দিয়ে একটি ধীরস্থির যাত্রায় অংশ নিতে এবং নবীদের লেখা বাণীগুলোকে আবিষ্কার করতে সুযোগ প্রদান করে। যারা এই তীর্থযাত্রায় অংশ নেবেন তাদেরকে এই সুযোগ দেওয়া হবে যেন তারা জীবনে অগণিত বাধা অতিক্রম করতে পারেন (১ম অংশ), রহস্যময় রাজ্যকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারেন (২য় অংশ) এবং গৌরবময় রাজ্যের পরিদৃশ্যে প্রবেশ করতে ও সত্য দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারেন (৩য় অংশ)।

যাদের জন্য

এই যাত্রাটি প্রাথমিকভাবে সেই সমস্ত একেশ্বরবাদীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে—যারা একজন আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করেন। তবুও এটি বহুশ্বরবাদী, সর্বেশ্বরবাদী, মানবতাবাদী এবং নাস্তিক[২] সবার জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। এটি যেকোন ব্যক্তির জন্য যিনি তার অনন্তকালের জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করাকে যোগ্য মনে করেন। এটি সেই সময় যা এই বইটিকে উচ্চস্বরে পড়ার জন্য প্রয়োজন।

আপনার পটভূমি যাই হোক না কেন, আপনি যাই বিশ্বাস করেন বা না করেন, আপনি পাক-কিতাবের মধ্যে দিয়ে এই যাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত—যে কিতাবকে অনেকে সম্মান করে বলে দাবি করেন, কিন্তু অল্প লোকই এটি নিয়ে চিন্তা করে।

তিন হাজার বছর আগে, একজন নবী এই মুনাজাতটি তাঁর সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বভ্রম্মান্ডের মালিকের কাছে করেছিলেন—"আমার চোখ খুলে দাও যাতে তোমার শিক্ষার মধ্যে আমি আশ্চর্য আশ্চর্য বিষয় দেখতে পাই।" জবুর শরীফ ১১৯:১৮)

যদিও আমরা যা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তার সবকিছুই হয়ত পছন্দ করছি না, তাই আসুন আমরা চেষ্টা করি যেন দেখতে ব্যর্থ না হই।

আপনার সহ তীর্থযাত্রী,
পি. ডি. ব্রামসেন

১ম খণ্ড – াত্রার প্রস্তুতি

বাধার সম্মুখীন হওয়া

১ সত্য ক্রয় করুন
২ বাধাকে অতিক্রম করা
৩ বিকৃত নাকি সংরক্ষিত?
৪ বিজ্ঞান ও কিতাব
৫ আল্লাহ্‌র সীলমোহর
৬ ধারাবাহিক সাক্ষ্য
৭ ভিত্তিমূল

১

সত্য ক্রয় করুন

“সত্য ক্রয় কর, বিক্রয় কর না…”

— নবী সোলায়মান (মেসাল ২৩:২৩)[৩]

কল্পনা করুন যে আপনি একটি জনাকীর্ণ বাজারের মধ্যে দিয়ে হাটছেন যেখানে শতকোটি মানুষ আপনার চারপাশে রয়েছে।

হ্যাঁ, শতকোটি।

চারদিকে চোখ মেলে তাকালে হাজার হাজার দোকান ও বুথ দেখতে পাওয়া যায়। চারিদিক থেকে দোকান উদ্যোগী বিক্রেতারা ডাকছে, চিৎকার করছে, স্লোগান দিচ্ছে, তর্ক করছে, ওকালতি করছে, মুনাজাত করছে—কেউ খুব আস্তে আস্তে, আবার কেউ খুব উঁচু স্বরে, প্রত্যেকেই ঠিক সেই জিনিসটাই দেয়ার কথা বলছে যা আপনি কিনতে এসেছেন:

সত্য!

হাসবেন না। অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তাদের একটি এনসাইকেলোপিডিয়াতে একটি বিষয় প্রকাশ করেছে যেখানে সারা বিশ্বে প্রায় দশ হাজার ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের পরিচিতি রয়েছে এবং তাতে ঐ ধর্মগুলোর মধ্যে যে হাজার হাজার দল বা ধর্ম সম্প্রদায় আছে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[৪]

তাহলে আমরা কি ক্রয় করব? আমরা কার উপর ঈমান আনব?

যদি একজন মাত্র সত্য আল্লাহ্‌ থেকে থাকেন এবং যদি তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে সত্য প্রকাশ করে থাকেন ও তিনি যদি মানব জাতির জন্য তাঁর পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে কিভাবে আমরা তা সনাক্ত করতে পারব?

প্রায় চার হাজার বছর আগে, নবী আইয়ুব একই ধরনের প্রশ্ন তুলেছিলেন:

> "কিন্তু জ্ঞান কোথায় পাওয়া যায়? আর বুদ্ধিই বা কোথায় থাকে? লোকে তার মূল্য জানে না; ... খাঁটি সোনা দিয়েও তা কেনা যায় না, অনেক রূপা দিয়েও তার দাম দেওয়া যায় না।... জ্ঞানের মূল্য বেশী।" (আইয়ুব ২৮:১২-১৩, ১৫, ১৮)

আমরা কি সারা জীবন এই বিষয়ে দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার মধ্যেই কাটিয়ে দেব? নাকি আমরা সেই প্রজ্ঞা এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্য সম্পর্কে জানতে পারব?

আমরা সেটাই খুঁজে বের করতে চলেছি। আমরা কি সারা জীবন এই বিষয়ে দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার মধ্যেই কাটিয়ে দেব? নাকি আমরা সেই প্রজ্ঞা এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্য সম্পর্কে জানতে পারব?

আমরা সেটাই খুঁজে বের করতে চলেছি।

কিতাবগুলোর কিতাব

বাইবেল/কিতাবুল মোকাদ্দস গ্রীক শব্দ বিবলিয়া থেকে এসেছে, যার অর্থ হল কিতাবগুলোর কিতাব অথবা গ্রন্থাগার।

প্রায় দুই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে আদম, নূহ, এবং ইব্রাহিমের মত লোকদের মধ্যে দিয়ে মৌখিক আলাপ করার পর, আল্লাহ্‌ ১৫০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ৪০ জন লোককে ব্যবহার করেছেন তাঁর সংবাদ লিখে রাখার জন্য। এই সংবাদ বাহকদেরকে বলা হয় নবী বা প্রেরিত। নবী শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল এমন ব্যক্তি যিনি কথা বলেন। প্রেরিত অর্থ হল সংবাদ বাহক। তারা যা লিখে গেছেন সেগুলো সব মিলিয়ে আজকে আমরা যা পেয়েছি তার নাম হল—কিতাবুল মোকাদ্দস। বিভিন্ন ধরনের শব্দ যেমন—পাক-কিতাবের অংশ, নবীদের লেখা, এবং আল্লাহ্‌র কালাম ইত্যাদি শব্দগুলোও কিতাবুল মোকাদ্দসকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। তৌরাত, জবুর শরীফ এবং ইঞ্জিল শরীফ কিতাবের ভিতরের সুনির্দিষ্ট ভাগ নির্দেশ করে। আরবী ভাষায় এই কিতাবের অংশগুলোকে বলা হয় কিতাবুল মোকাদ্দস, যার অর্থ হল পাক-কিতাব।

শত শত বছর ধরে, সমস্ত পৃথিবীতে কিতাবুল মোকাদ্দস অন্যান্য বইয়ের থেকে বেশি বিক্রি হয়েছে। আজকের দিন পর্যন্ত, আংশিক হোক বা সম্পূর্ণ, কিতাবুল মোকাদ্দস প্রায় ২৪০০ এর বেশি ভাষায় অনুদিত

হয়েছে, সাথে প্রায় ১৯৪০টি ভাষায় এই বইয়ের অনুবাদ কাজ চলছে।[৫] এত বেশি ভাষায় অনুবাদ আর কোন কিতাবের ক্ষেত্রে হয়নি।

এর অসাধারণ জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও মানব ইতিহাসে কিতাবুল মোকাদ্দসকে অনেকেই ঘৃণার চোখে দেখে এবং ভয় পায়। বিভিন্ন দেশের সরকার এবং বিশ্বনেতারা, সে ধর্ম বিশ্বাসী বা ধর্ম নিরপেক্ষ হোক না কেন, প্রত্যেকেই সর্বকালের সেরা বিক্রিত কিতাবটিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে, এবং যাদের কাছে এই কিতাবটি ছিল তাদের অত্যাচার করা হয়েছে এবং এমনকি অনেক নাগরিকদের মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়েছিল।[৬] আজকের দিনেও কোন কোন জাতি এই নীতিমালা জারি করেছে। এমনকি কোন কোন খ্রীষ্টিয়ান/ঈসায়ী দেশের,[৭] জনসম্মুখে কোন ক্লাসে বা প্রতিষ্ঠানে কিতাব পড়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নির্যাতন

যখন আমি বড় পাচ্ছিলাম সেই সময়ে আমার বাবার একজন বন্ধু ছিলেন যার নাম ছিল রিচার্ড, তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট কারাগারে প্রতিনিয়ত অনিদ্রা ও ক্ষুধায় চৌদ্দ বছর কাটিয়েছেন, তাকে উল্টো করে ঝুলিয়ে পেটানো হয়েছে, হিমায়িত কারাগারের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে, তার শরীরে জ্বলন্ত লোহা দিয়ে ছ্যাকা দেয়া হয়েছে এবং ছুরি দিয়ে আঁচড় কেটে কষ্ট দেয়া হয়েছে। আমি আমার নিজের চোখে তার শরীরের কিছু গভীর ক্ষত ও ভয়ানক দাগ দেখেছি। রিচার্ডের স্ত্রীকেও আটক করা হয়েছিল এবং তাকে তার স্বামীর মত একই “অপরাধমূলক কাজের” জন্য জেলখানায় জোর করে শ্রমিকের কাজ করানো হত।[৮]

নাস্তিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের অপরাধ কি ছিল?

তারা অন্যদের কিতাবুল মোকাদ্দস শিক্ষা দেয়ার সময় ধরা পড়েছিলেন।

একঘরে করে রাখা

আমার বন্ধু আলি একটি বড় সমস্যার মধ্যে ছিল। তার বাবা পরিবারের পুরুষদের নিয়ে একটি পারিবারিক সভার আয়োজন করেছিলেন।

বড় চাচা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ছোট ভাইদেরকে ভিতরে ডাকা হয়েছিল।

বড় ছেলে আলিকে মাঝখানে বসানো হলো।

আলির বাবা একটি হৃদয় স্পর্শী বক্তব্য দিলেন এবং এই রকম কিছু বলে শেষ করলেন: “তুমি আমাদের পরিবারকে লজ্জায় ফেলেছ! তুমি

আমাদের ধর্মের সাথে প্রতারণা করেছ! তোমাকে অবশ্যই এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং আর কোনদিন তুমি ফিরে আসবে না। আমি আর কোনদিন তোমার মুখ দেখতে চাই না!"

কথার মাঝখানে চাচা বললেন, "হ্যাঁ, তুমি যদি কালকের মধ্যে চলে না যাও তাহলে আমি তোমার সমস্ত কিছু ধরে রাস্তায় ফেলে দেব!"

এত রাগ প্রকাশ কিসের জন্য?

প্রায় এক বছর ধরে কিতাবুল মোকাদ্দস পাঠ করার পর আলি কিতাবুল মোকাদ্দসের উপর ঈমান আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

জীবন্ত কালাম

এমনকি আছে যা কিতাবুল মোকাদ্দসকে একটি বিতর্কিত কিতাব করে তুলল?

এমনকি কারণ রয়েছে যার জন্য সরকার এটিকে নিষিদ্ধ করে দেয় এবং এর উপর ঈমান আনার ফলে পিতামাতারা পর্যন্ত তাদের সন্তানদেরকে ত্যাজ্য করে দেয়?

কোটি কোটি একেশ্বরবাদীদেরকে কোন বিষয়টি পরিচালনা করছে, যার জন্য তারা এই প্রাচীন লেখাকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করে নাস্তিকদের সাথে তাদের স্থান ভাগাভাগি করছে?

কিতাবুল মোকাদ্দসের কালাম জীবন্ত ও সক্রিয়, এবং তা অন্তর ভেদ করে ও বিচার করে। তাই এই কালামের যে দাবি তার সাথে এই বিদ্রোহপূর্ণ আচরণের কি কোন যোগাযোগ রয়েছে?

> "আল্লাহ্‌র কালাম জীবন্ত ও কার্যকর এবং দু'দিকেই ধার আছে এমন ছোরার চেয়েও ধারালো। এই কালাম মানুষের দিল-রূহ্‌ ও অস্থি-মজ্জার গভীরে কেটে বসে এবং মানুষের দিলের সমস্ত ইচ্ছা ও চিন্তা পরীক্ষা করে দেখে।" (ইবরানী ৪:১২)

কিতাবের কালামে স্থির থাকা

আমি এবং আমার স্ত্রী ও সন্তান, আমাদের জীবনের বিগত ২৫ বছর পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগালে কাটিয়েছি। আমাদের প্রতিবেশীরা ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করতেন। ইসলাম মানে হল সমর্পিত বা আত্মসমর্পন করা। মুসলিম অর্থ হল এমন ব্যক্তি যিনি সমর্পিত। মুসলিমরা যে কিতাবকে প্রচুর পরিমাণে সম্মান করে তা হল কুরআন (অনেকে কোরআনও বলেন)। আমি যা লিখছি তা সেনেগাল ও সমগ্র বিশ্বের হাজার হাজার মুসলিম বন্ধু ও পরিচিতদের সাথে ব্যক্তিগত আলাপ থেকে সংগ্রহ করা।

যদিও আমি কিতাবুল মোকাদ্দস ও কোরআন উভয়ই অধ্যয়ন

করেছি, কিন্তু এক আল্লাহ্ এক বার্তা কিতাবুল মোকাদ্দসের উপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে। অনেক বছর আগে, একজন সেনেগালীয় বন্ধু এবং আমি সেনেগালের উলফ ভাষায় ১০০টি কালানুক্রমিক রেডিও সিরিজ-এর একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছিলাম।[৯] প্রত্যেকটি সম্প্রচারে একটি গল্প এবং কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে নবীদের একটি বার্তা থাকত। কোন কোন শ্রোতা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমরা কেন কোরআন থেকেও শিক্ষা দেই না?" এখানে আমার উত্তর দেয়া হলো:

> এই দেশে, শিশুরা কোরআন পড়তে শুরু করে যখন তাদের বয়স মাত্র তিন কি চার বছর। কোরআনের শিক্ষক এবং স্কুল প্রত্যেকটি প্রতিবেশী এলাকায় পাওয়া যাবে। কিন্তু তৌরাত শরীফ, জবুর শরীফ এবং ইঞ্জিল শরীফ থেকে গল্প এবং বার্তাগুলোকে শিক্ষা দিতে সমর্থ্য এবং আগ্রহী? আপনি জানেন যে, কোরআন এই কথা বলে যে কিতাবুল মোকাদ্দসের এই কিতাবগুলো আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে যা সমস্ত মানবজাতির জন্য "**পথ প্রদর্শন** ও **আলো** দান করে... এবং **উপদেশকারী** হিসাবে কাজ করে।" (সূরা ৫:৪৬[১০])। কোরআন আরও বলে যে, "সুতরাং তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মূখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর **যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব** (কিতাবুল মোকাদ্দস) **পাঠ করছে।**" (সূরা ১০:৯৪[১১])এবং যারা কিতাবুল মোকাদ্দস বিশ্বাস করেন তাদের প্রতি কোরআন এই কথা বলে, "হে **আহলে কিতাবীগণ**, তোমরা কোন পথেই নও, যে পর্যন্ত না **তোমরা তওরাত, ইঞ্জিল এবং যে গ্রন্থ' তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে** তা পুরোপুরি পালন না কর।" (সূরা ৫:৭১)। একজন আহলে কিতাবী হিসেবে, যিনি প্রায় তিন দশকের বেশি সময় ধরে এই কিতাব পড়েছেন এবং এতে অবিচল রয়েছেন, এটি আমার জন্য সুযোগ যাতে আমি আপনাদেরকে নবীদের এই গল্প ও বার্তাগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি যা আপনারা কদাচিৎ শোনেন। এই শাস্ত্রাংশের অনেকগুলো অংশ আছে যা কোরআন নাযিল হওয়ার প্রায় ২০০০ বছর আগে লেখা হয়েছে এবং এই সত্য যা অন্য আর কোথাও পাওয়া যায় না।

তাঁর কাহিনী

আপনার বাবা-মা হয়ত আপনাকে শিখিয়েছেন যে, "অপরিচিত লোককে কখনই বিশ্বাস করবে না।" তারা জানেন যে কোন ব্যক্তিকে

আপনি বিশ্বাস করার আগে তার ইতিহাস সম্পর্কে আপনার কিছু জানা দরকার।

যাদেরকে আপনি বিশ্বাস করেন এমন কয়েকজন লোকের কথা চিন্তা করুন।

আপনি কেন তাদেরকে বিশ্বাস করেন?

আপনি তাদেরকে বিশ্বাস করেন কারণ অনেক সময় ধরে আপনি তাদেরকে বিশ্বস্ত হিসাবে জেনে এসেছেন। তারা আপনার প্রতি ভাল ব্যবহার করেছে, খারাপ নয়। যখন তারা আপনাকে বলেছেন যে তারা আপনার জন্য কিছু করবেন, তারা তা করে দেখিয়েছেন। যখন তারা আপনাকে কোন কিছু দেয়ার ওয়াদা করেছেন, তারা দিয়েছেন। আপনি জানেন যে তারা বিশ্বস্ত কারণ আপনি তাদের ইতিহাস জানেন।

আল্লাহ্ বিভিন্ন পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের সাথে কথা বলেছেন এমন শতশত ঐতিহাসিক বর্ণনা কিতাবুল মোকাদ্দসে উল্লেখ রয়েছে। প্রত্যেকটি কাহিনীই আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাণকর্তার সাথে যোগাযোগ, তাঁর কালাম শোনা এবং হাজার বছর ধরে মানব ইতিহাসে তিনি যে কাজ করেছেন তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি অনন্য সুযোগ প্রদান করে। তিনি কেমন? হ্যাঁ, তিনি মহান, কিন্তু কোন দিক দিয়ে তিনি মহান? তিনি কি সঙ্গতিপূর্ণ? তিনি কি কখনও নিজ বিরোধি কিছু করেছেন? তিনি কি তাঁর ওয়াদায় বিশ্বস্ত? তিনি কি আমাদের সাথে প্রতারণা করবেন? তাঁর উপর কি নির্ভর করা উচিত?

তাঁর কাহিনী এই সমস্ত প্রশ্নের এমনকি এর চেয়েও হাজারো বেশি প্রশ্নের উত্তর দেয়।

কিতাবুল মোকাদ্দস হচ্ছে আল্লাহ্‌তা'লার কাহিনী যা শুধুমাত্র মানব ইতিহাসকেই বিশদভাবে বর্ণনা করে না; এটি **তাঁর কাহিনীর** কথা বলে।

চূড়ান্ত কাহিনী

প্রত্যেকেই ভাল কাহিনী পছন্দ করে।

কিতাবুল মোকাদ্দস শত শত কাহিনীতে পূর্ণ, যেগুলো একত্র হয়ে একটি কাহিনীতে পরিণত হয়—যা এখন পর্যন্ত বলা সবচেয়ে মনমুগ্ধকর কাহিনী। কিতাবুল মোকাদ্দসে আল্লাহ্ এবং মানুষ সম্পর্কে যে বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে চূড়ান্ত রহস্যজনক কাহিনী, যেখানে আছে ভালবাসা ও যুদ্ধ, ভাল ও মন্দ, দ্বন্দ্ব ও বিজয়ের কাহিনী। সকল কিছুর শুরুর উৎস থেকে ভবিষ্যতে যে ঘটনা ঘটবে সেই পর্যন্ত জীবনের সমস্ত বড় প্রশ্নের সন্তুষ্টিজনক ও যৌক্তিক উত্তর কিতাবুল মোকাদ্দস দিয়ে থাকে। এর রয়েছে একটি চূড়ান্ত পর্যায় ও উপসংহার যা অন্য কিছুর মত নয়।

কয়েক বছর আগে, যখন আমি আমাদের সেনেগালের বাড়ীতে

একটি দলের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাহিনী বলা শেষ করলাম, সেই দলের একজন মহিলা তার অশ্রুসিক্ত চোখে আমাকে বললেন, "ওয়াও! কি দারুন কাহিনী! এমনকি লোকেরা যদি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান নাও আনে, তারপরেও তাদের এই কথা স্বীকার করা উচিত যে তিনি সর্বকালের সেরা কাহিনী লেখক!" এই মহিলা এমনই একটি আভাস পেয়েছিলেন কিভাবে পাক-কিতাবের কতগুলো অংশ একসাথে হয়ে যুগের শ্রেষ্ঠ কাহিনীতে উপস্থাপিত হয়েছে যেখানে আল্লাহ্‌ নিজেই এর লেখক এবং নায়ক উভয়ই।

সর্বসেরা বার্তা

কিতাবুল মোকাদ্দসে সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর কাহিনী ছাড়াও বেশি কিছু রয়েছে। এখন পর্যন্ত বিতরণ করা সবচেয়ে আকর্ষণীয় বার্তা এর বিবরণে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, আর তা হচ্ছে—আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা বার্তা।

অনেক বছর ধরে, হাজার হাজার মুসলিমদের সাথে আমি কিতাবুল মোকাদ্দসের বার্তা নিয়ে আলোচনা করেছি। তাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা আমার ব্যক্তিগত বন্ধু, অন্যদেরকে আমি শুধুমাত্র ইমেইল-এর মধ্য দিয়ে জানতে পেরেছি। উভয় ক্ষেত্রেই, আমাদের বেশিরভাগ আলোচনাই একটি মাত্র প্রশ্ন দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে:

একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌র সংবাদ বা বার্তাটা কি?

ইমেইলে সাড়া প্রদান

এই প্রশ্নটির মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন রয়েছে।

নিচের ইমেইলটি আহমেদ নামের একজন লোক মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমার কাছে লিখেছেন।[১২]

প্রেরণ করা বিষয় ইমেইলের মতামত

হাই। ঈসা এসেছিলেন মসীহ্‌ হিসেবে এবং আমি তা বিশ্বাস করি, কিন্তু তিনি কখনই বলেননি যে তিনি আল্লাহ্‌ ছিলেন। মুহাম্মদ (সাঃ[১৩])আসার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার একটি উপায় বা রাস্তা, কিন্তু তার পরবর্তীতে, সমস্ত ঈসায়ীদের মুসলিম হতে হবে কারণ যখন শেষ সময়ে ঈসা মসীহ্‌ ফিরে আসবেন তখন তিনি কোরআন অনুসারে রাজত্ব করবেন আপনাদের ইঞ্জিল শরীফ অনুসারে নয়।

ঈসা মসীহ্‌ কখনই ক্রুশে মরেন নাই। আপনি যদি যুক্তিবাদী হন, সেইক্ষেত্রে এমন কি যদি তিনি ক্রুশে মারাও

যান, এর অর্থ এমন নয় যে এর ফলে সমস্ত লোকের গুনাহ্ মুছে ফেলা হয়েছে। এটি আমার কাছে বোকামীর কথাবার্তার মত। তাছাড়াও আপনি যদি এটা বলেন যে আল্লাহ্ তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্রকে কোরবানী দিয়েছেন, তাহলে আমি আপনাকে বলব যে, আল্লাহ্ তার "প্রিয় পুত্রকে" কোরবানী না করে, তাঁকে কষ্ট না দিয়ে বরং এই কথা লোকদের কাছে তাঁর ইচছার কথা প্রকাশ করার মত কি যথেষ্ট মহান তিনি ছিলেন না যে তিনি তাদের সকল গুনাহ্ মাফ করতে চান???! পাপের মুক্তির এই পুরো বিষয়টি আমার কাছে কোন অর্থ বহন করে না।

ইসলামই হচ্ছে একমাত্র খাঁটি ধর্ম যা এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে, এবং এই কারণেই আমি মনে করি যে এটি সত্য এবং এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র দ্বারা পাঠান সর্বশেষ ধর্ম। এটাই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যেখানে জীবনের সমস্ত বিষয়ের সমাধান রয়েছে। কোন একটি বিষয়ে আল্লাহ্‌র মতামত কি হবে সেই বিষয় নিয়ে অনুমানের কোন স্থান এতে রাখা হয়নি।

কোরআন হচ্ছে নবীদের কাছে পাঠানো অলৌকিক বিষয়গুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ! আচছা, কোরআনের সমান বা এর কাছাকাছি কোন একটি আয়াত সৃষ্টি করে দেখান!! আপনি কখনই তা পারবেন না, এমনকি যদি আপনি উচচমানের আরবীতে সবচেয়ে সাবলীলও হন তবুও তা সম্ভব নয়...

তাছাড়া আপনার যেটি আসল কিতাবুল মোকাদ্দস, তাতে মুহাম্মদের আসার সম্পর্কে বলা হয়েছে...

আমি যা বিশ্বাস করি এবং জানি তা হল কিতাবুল মোকাদ্দস হচ্ছে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে মিথ্যা ও বিকৃত গ্রন্থ যার পুস্তকগুলো নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ এর সমস্ত কিতাবগুলোকে নিজস্বার্থে ব্যবহারের জন্য কারসাজি করা হয়েছে...

বন্ধু, আপনাকে জানানোর জন্য বলছি যে, আমি ইঞ্জিল শরীফ পাঠ করেছি। কোন সত্য খোঁজার জন্য নয় বরং ব্যক্তিগত ইচছা থেকে এবং একবার নয় দুই দুই বার পড়েছি এবং আমি দেখেছি যে পৃথিবীতে আর কোন কিছুই নেই যা কোরআনের মহত্ত্বের সামনে দাঁড়াতে পারে, যা আসলে আল্লাহ্‌র কালাম এবং তাঁর ফেরেস্তা দ্বারা মুহাম্মদের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং আপনি যদি এর বিপক্ষে কোন কিছু প্রমাণ করতে পারেন তাহলে করে দেখান। [sic[১৪]]

আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, "আহমেদ"

আহমেদ যে চ্যালেঞ্জ ও মনতব্য করেছেন তা কোন ভাবেই অবজ্ঞা করা যায় না।

আমাদের সৃষ্টিকর্তা এই ধরনের বিষয়কে হালকা ভাবে নেন না, আর তাই আমাদেরও হালকা ভাবে নেয়া উচিত হবে না। আহমেদ যে সমস্ত বিষয় উত্থাপন করেছেন তা নবীদের প্রাচীন কিতাবে তার সবগুলোর খুব পরিষ্কার উত্তর আল্লাহ্ দিয়েছেন, কারণ প্রত্যেকটি বিষয়ই অনন্তকালীন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সাথে সম্পর্কযুক্তঃ

একমাত্র সত্য আল্লাহ্র বার্তাটা **কি?**

নবী আইয়ুব একই ধরনের কিছু প্রশ্ন করেছিলেন:

“কিন্তু জ্ঞান **কোথায়** পাওয়া যাবে?” (আইয়ুব ২৮:১২)

“কিন্তু আল্লাহ্র চোখে কেমন করে মানুষ নির্দোষ হতে পারে?” (আইয়ুব ৯:২)

যাত্রা

হাজার হাজার বিঘ্নজনক উত্তরে ভরা এই বিভ্রান্ত পৃথিবীতে, আমার এমন কোন উদ্দেশ্য নাই যে আমি আমার নিজস্ব মতামত যোগ করি। কিন্তু তার পরিবর্তে, আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই আমার সঙেগ এই যাত্রায় অংশ নিতে যেখানে আমরা কিতাবগুলোর মধ্যদিয়ে গিয়ে জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ চূড়ান্ত প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কার করব। যখন আমরা এক সাথে এই যাত্রায় ভ্রমণ করব, তখন আমরা দেখতে পাব যে কিতাব অনুসারে কোনটি সত্য এবং আহমেদ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের দ্বারা উত্থাপিত চ্যালেঞ্জগুলোর বিষয়ে নবীদের উত্তরগুলোর উপর প্রতিফলন করব।

এই ভূমিকা/পরিচিতির অংশে (১ম খন্ড: অধ্যায় ১-৭), আমাদের যাত্রা শুরু হবে যেখান থেকে কিতাবুল মোকাদ্দস শুরু হয়েছে: পৃথিবীর সৃষ্টির গোড়ার ইতিহাস থেকে। সেখান থেকে আমরা সময়ের সাথে ভ্রমণ করব এবং অনন্তকালে প্রবেশ করব (২য় ও ৩য় খন্ড: অধ্যায় ৮-৩০)।

যাত্রার শেষ হবে বেহেশ্ত দর্শনের মধ্যে দিয়ে।

যাত্রার বিকল্প/পছন্দ

এক আল্লাহ্ এক বার্তা পুস্তকটিকে তিনটি অংশ হিসাবে দেখা যেতে পারে। ১ম অংশ হচেছ বাধার মুখোমুখি হওয়া যা বেশির ভাগ লোকদেরকে কিতাবুল মোকাদদস বুঝতে বাধা প্রদান করে থাকে। ২য় অংশ হচেছ মূল বার্তার আবিষ্কার করা, যা এই পর্যন্ত বলা সবচেয়ে উত্তম কাহিনী। ৩য় অংশটি ঠিক পর্দার পিছনের কথা বলে যেখানে

আমরা মানুষের জীবনে আল্লাহ্‌র মহৎ উদ্দেশ্যে কি তার একটি পরিষ্কার ধারণা পাব।

কোন কোন ভ্রমণকারী ১ম অংশটিকে তাদের যাত্রার প্রস্তুতির জন্য খুবই দরকারী হিসাবে পাবেন। তবুও, যদি আপনি ইতিমধ্যেই জানেন যে নবীদের কিতাব বিশ্বাসযোগ্য, অথবা আপনি যদি আল্লাহ্‌র কাহিনী গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনতে চান এবং তাঁর বার্তা বুঝতে দেরি না করতে চান, তাহলে আপনি সরাসরি ২য় অংশে যেতে পারেন। যখন আপনি সম্পূর্ণ যাত্রাটি শেষ করবেন তারপর আপনি ১ম অংশে ফিরে আসতে পারেন।

আপনি যদি ধীর গতিতে ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন তাহলে এক মাস ধরে আপনি বইটির ৩০টি অধ্যায় পড়তে পারেন, দিনে একটি করে অধ্যায় পড়বেন। যদি আপনি মুসলিম হয়ে থাকেন তাহলে এই তীর্থযাত্রাটি আপনি রমজান মাসের ৩০ দিনে করতে পারেন। আপনি নিশ্চিন্তে এই নিয়ম অনুযায়ী পড়া চালিয়ে যেতে পারেন কারণ কোরআনে বলা হয়েছে—"ধর্মের/দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়েত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে।" এবং "হে মুসলিম, তোমরা বল যেঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎ সমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।" (কোরআন, সূরা ২:২৫৬, ১৩৬ Pickthall[১৫])

যাত্রার জন্য আপনি যে রাস্তাই অবলম্বন করেন না কেন এখানে একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে আর তা হলো—যখন আপনি শুরু করবেন, এই যাত্রার কোন অংশই আপনি বাদ দিবেন না।

প্রত্যেকটি নতুন ধাপ পূর্ববর্তী ধাপের উপর ভিত্তি করে তৈরী। এমনকি যদি আপনি তাৎক্ষনিকভাবে যা দেখছেন তা বুঝতে না পারেন, কোন সমস্যা নেই, শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়া চালিয়ে যান। যাত্রার কোন কোন অংশ খুব অদ্ভুত মনে হবে এবং কোন কোন অংশ অনেক কঠিন মনে হবে, কিন্তু পথে সতেজ হবার জন্য খাবারও পাবেন।

এটি কোন বিষয় না যে কতগুলো বাধার সম্মুখীন আপনি হলেন, আপনি যাত্রা চালিয়ে যান।

সত্য

পৃথিবীতে অনেকে মনে করেন যে জীবনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের উত্তর কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা তা কেউ জানে না, যেমন—মানব জাতির উৎস কোথা থেকে? কেন আমি এই পৃথিবীতে? আমার শেষ কোথায়? কোনটি ঠিক আর কোনটি ভুল?

বর্তমান সময়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে এটি খুবই জনপ্রিয় বিবৃত্তি যে—“সবকিছুই আপেক্ষিক,” অথবা “এটা ভাবা ভুল যে একজন মানুষ পরম সত্য জানতে পারে।” এই বিবৃতিগুলো নিয়ে চিন্তা করতে কোন ব্যক্তির পিএইচডি ডিগ্রীধারী হওয়ার দরকার নেই। যদি কোন পরম সত্য না-ই থাকে, তাহলে কিভাবে ঐ ব্যক্তিরা, যারা এই মত পোষণ করে, তারা “সবকিছুর” বিষয়ে দাবি করতে পারে অথবা কোন কিছু যে “ভুল” সেই বিষয়ে জোর করতে পারে?

আমরা এইজন্য কৃতজ্ঞ থাকতে পারি যে এই বিশ্বভ্রম্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা, যিনি মানবজাতির কাছে তাঁর সত্যকে প্রকাশ করেছেন, তিনি কোন জনপ্রিয় মতামত ব্যক্ত করেন নাই। যারা সরল হৃদয়ে তাঁর খোঁজ করে, তাদেরকে তিনি বলেছেন:

> “তা ছাড়া আপনারা সত্যকে জানতে পারবেন, আর সেই সত্যই আপনাদের মুক্ত করবে।” (ইউহোন্না ৮:৩২)

সঠিক সিদ্ধান্ত

কয়েক বছর আগে, আমার প্রতিবেশী মূসা, যিনি ৭৯ বছর বয়সী একজন রোগা স্বাস্থ্যের অধিকারী বৃদ্ধ, আমাকে বললেন যেন সপ্তাহে তিনদিন আমি তাকে কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পর্কে শিক্ষা দিতে তার বাড়ীতে যাই। মূসা তার সমস্ত জীবন ধরে কোরআন পড়ে গেছেন কিন্তু তিনি কখনই মূসার তওরাত শরীফ, দাউদের জবুর শরীফ ও ঈসা মসীহের ইঞ্জিল শরীফ পড়ার ব্যাপারে সময় নিয়ে বিবেচনা করেন নাই—যেসব কিতাবকে গ্রহণ ও বিশ্বাস করার জন্য কোরআন কঠোরভাবে সমস্ত মুসলিমদেরকে উপদেশ দেয়।[১৬]

যখন আমরা প্রধান প্রধান কাহিনীগুলো ক্রমানুসারে তাকে বলছিলাম, তখন মূসা একাগ্রচিত্তে শুনছিলেন এবং তিনি জানলেন যে কিভাবে নোংরা বা দূষিত গুনাহ্‌গারদেরকে তাদের সৃষ্টিকর্তা ও ন্যায় বিচারক ধার্মিক বলে গণ্য করেছেন। প্রত্যেকটি অংশেই মূসা আমাকে বলেছেন, “প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে, আমি মনে করি না যে আমি শুধু এটি অধ্যয়ন করেছি, আমি এটি ধ্যান করেছি!”

একদিন, কিতাব থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য জানার পর, স্পষ্ট দৃশ্যমান হতাশা সহকারে, মূসা তার পাশে বসে থাকা স্ত্রী ও মেয়েকে বললেন, “কেন কেউ কখনও এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা দেয় নাই?”

পরবর্তীতে, যখন মূসার প্রতিবেশী জানতে পারল যে মূসা একজন বিদেশীর সাথে বসে কিতাবুল মোকাদ্দস অধ্যয়ন করছে, তখন সমালোচনা শুরু হয়ে গেল। আমার সেই বৃদ্ধ বন্ধুর প্রতি চাপ এত বেশি

আসতে লাগলো যে তিনি আমাকে বললেন যেন আমি আপাতত তার বাড়ীতে আসা বন্ধ করি, আর তিনি বললেন, “আমি সত্যকে প্রত্যাখান করছি না, কিন্তু আমার পরিবারের উপর যে চাপ আছে তা সহ্যের অতিরিক্ত।”

প্রায় ছয় সপ্তাহ অপেক্ষা করার পর (যাথে সমালোচনা ধীরে ধীরে থেমে যায়), আমার স্ত্রী ও আমি মূসার পরিবারে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি আমাদেরকে উষ্ণ স্বাগতম জানালেন এবং চিন্তা করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। আমাদের ফিরে আসার আগে তিনি বললেন, “গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে আমার মৃত্যুর পূর্বে আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি!”

মূসা বুঝতে পেরেছিলেন যে “সত্য ক্রয় কর এবং… তা বিক্রি কর না” বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ।[১৭] চার মাস পরে আমার সেই বন্ধু মারা গিয়েছিলেন।

আমরা একসাথে যে সময় কাটিয়েছিলাম, সেটি স্মরণ করতে গিয়ে তার দেওয়া একটি প্রশ্নের উত্তর আমি কখনও ভুলব না, “মূসা আপনি যদি আজকে মারা যান তাহলে অনন্তকালটি কোথায় কাটাবেন?”

কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তিনি উত্তর দিলেন, “আমি বেহেশ্তে যাব।”

“আপনি কিভাবে জানেন?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

দুই হাতে কিতাবখানা আঁকড়ে ধরে তিনি উত্তর দিলেন, “কারণ আমি এটি বিশ্বাস করি!”

প্রতিজ্ঞা

আমি এই যাত্রাটি তাদের জন্যই উৎসর্গ করছি যারা মূসার মত মৃত্যুর আগে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চান। একমাত্র সত্য আল্লাহ্ আপনাদেরকে রহমত দান করুন, তিনি নিজ হাতে আপনাদেরকে বহন করুন এবং সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করতে সাহায্য করুন, এবং একটি সঠিক ও পরিষ্কার বোধশক্তি দান করুন যেন আপনি তাঁকে চিনতে পারেন এবং তিনি আপনার জন্য কি করেছেন তা বুঝতে পারেন।

> “যখন তোমরা আমাকে গভীরভাবে জানতে আগ্রহী হবে তখন আমাকে জানতে পারবে।” (ইয়ারমিয়া ২৯:১৩)

এটিই হচ্ছে আপনার জন্য আল্লাহ্‌র নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা।

২

বাধাকে অতিক্রম করা

“জানার আগে, অজ্ঞতা আপনাকে মেরে ফেলবে।”
— উলফ প্রবাদ

প্রায় তিন হাজার বছর আগে, আল্লাহ্ বলেছিলেন, “আল্লাহ্ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে আমার বান্দারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।” (হোসিয়া ৪:৬)। বর্তমান সময়েও বেশিরভাগ লোক, এমনকি যারা কলেজে পড়াশুনা করছে, তারা কিতাবুল মোকাদ্দসে নবীরা কি লিখেছেন সেই সম্পর্কে কোন জ্ঞান রেখেই বেঁচে থাকে এবং মারা যায়।

কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রাচীনতা ও তার প্রভাব বিবেচনা করে কোন ব্যক্তিকে কি সত্যিই উচ্চ শিক্ষিত বলা যেতে পারে, যদি না কিতাবুল মোকাদ্দস যা বলে সেই সম্পর্কে তার মৌলিক ধারণা থাকে?

ঠিক যেভাবে সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে হাজার হাজার ধর্ম রয়েছে ঠিক একই ভাবে কিতাবকে অবজ্ঞা করারও হাজার হাজার কারণ রয়েছে। এই অধ্যায় এবং এর পরবর্তীতে আমরা এই বিষয়ে দশটি কারণ বিবেচনা করব এবং যখন আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করব তখন আমরা আরও অনেক বাধার সম্মুখীন হব এবং তা অতিক্রম করতে থাকব।

কিতাবুল মোকাদ্দসকে প্রত্যাখ্যান করার দশটি “কারণ”:

১. “রূপকথা”

ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে অনেকেই বলে থাকেন যে কিতাবুল মোকাদ্দস হচ্ছে উত্তেজক রূপকথা মানুষের মুখের বলা কিছু সুন্দর বাক্যের সমারোহ। বেশির ভাগ লোকই এই

মন্তব্য করে থাকেন যারা কেউই কিতাবকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে দেখেন নি।

স্যার আর্থার ক্যানন ডয়েলি-এর কাল্পনিক কল্যাসিক, দি সেলিব্রেটেড কেইসেস অফ শার্লক হোমস্—এর গোয়েন্দা সহযোগী ডাঃ ওয়াটসন, হোমস্ কে একটি ক্রিমিনাল কেস নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন:

"তুমি এর থেকে কি অনুমান করতে পার?"

হোমস্ উত্তরে বলেছিলেন, "আমার কাছে এখন পর্যন্ত কোন তথ্য নেই।" "তথ্যবিহীন তত্ত্ব তৈরী করা একটি গুরুতর ভুল। তত্ত্বকে তথ্যের সাথে খাপ খাওয়ানোর বদলে মানুষ তথ্যকে পেঁচিয়ে তত্ত্বের সাথে অযৌক্তিকভাবে খাপ খাওয়াতে চায়।"[১৮]

অনেক লোকই কিতাব বা শাস্ত্রাংশের সাথেও এই একই ধরনের "গুরুতর ভুল" করে থাকে। যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত তথ্য ছাড়াই তারা উপসংহার টানতে শুরু করে এবং তথ্যসমূহকে পেঁচিয়ে বিষয়গুলোকে এমন তাত্ত্বিক রূপ দিতে থাকে যা তাদের বিশ্বদর্শন ও জীবনাচরণে সমস্যা সৃষ্টি করবে না।

২. "বহু ব্যাখ্যা"

কিছু লোক আছেন যারা কিতাব পড়েন না কারণ তারা শোনেন যে একদল বলছে, "কিতাবুল মোকাদ্দস এই কথা বলছে!" আবার আরেক দল বলছে, "না, এর অর্থ এইরকম নয়! এটি এই কথা বলে!" তাই কিতাব বুঝতে পারা যায় না এই অনুমান শুনতে পারাটা খুব একটা আশ্চর্যের বিষয় নয়।

যদিও কিতাব জীবনের কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে,[১৯] কিন্তু যখন অনন্তকালীন ফলাফলের বিষয় আসে তখন ভুল ব্যাখ্যার কোন স্থান থাকে না। আল্লাহ্‌র কালাম বুঝতে পারা যেতে পারে কিন্তু আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এটি কি বলে।

বিখ্যাত শার্লক হোমস্‌ও ওয়াটসনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি দেখছ, কিন্তু তুমি লক্ষ্য করছ না। পার্থক্যটা একেবারে পরিষ্কার। উদাহরণ স্বরূপ, তুমি হল থেকে এই রুম পর্যন্ত চলে আসা সিঁড়িগুলো বার বার দেখেছ।"

"বার বার"

"কত বার?" হোমস্ জিজ্ঞাসা করলেন।

"আচ্ছা, প্রায় শত শত বার," ওয়াটসন উত্তর দিলেন।

"তাহলে কতগুলো সিঁড়ি আছে এখানে?"

"কতগুলো! আমি জানি না।"

"ঠিক তাই! তুমি লক্ষ্য কর নি! এমনকি যদিও তুমি দেখেছ। ঠিক

এটাই আমার বিষয়বস্তু। এখন, আমি জানি যে সেখানে সতেরটি সিড়ি আছে, কারণ আমি দেখা ও লক্ষ্য করা এই উভয় কাজই করেছি।”[২০]

ঠিক একইভাবে, অনেকেই কিতাবুল মোকাদ্দসের বিভিন্ন ধরনের বিবৃত্তিগুলো দেখে থাকে কিন্তু খুব কমই লক্ষ্য করে বা পর্যবেক্ষণ করে যে আসলে তা কি বলছে। অতএব, মানুষের বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা নিয়ে আসাটা কোন বিষ্ময়কর বিষয় নয়।

বিষয়টি আরও পরিষ্কার হওয়ার জন্য এখানে একটি প্রশ্ন করা হলো: আমি কি সত্যিই আল্লাহ্‌র বার্তা বুঝতে চাই? গুপ্তধন খোঁজার জন্য যে ধৈর্য্য ও সুবিবেচনা ব্যবহার করতাম, আমি কি আল্লাহ্‌র সত্য খোঁজার জন্য সেইভাবে প্রস্তুত আছি?

রাজা সোলায়মান লিখেছেন: “৩ যদি বিবেচনা-শক্তিকে ডাক আর চিৎকার করে ডাক বিচারবুদ্ধিকে, যদি রূপা খুঁজবার মত করে সুবুদ্ধির তালাশ কর আর গুপ্তধনের মত তা তালাশ করে দেখ, তাহলে মাবুদের প্রতি ভয় কি, তা তুমি বুঝতে পারবে আর আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে জ্ঞান পাবে।” (মেসাল ২:৩-৫)

৩. “ঈসায়ী”

যারা নিজেদেরকে ঈসায়ী বলে দাবি করেন তাদের অনেকের মন্দ উপস্থাপনার জন্য অনেক লোক কিতাবুল মোকাদ্দসকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাদের প্রশ্ন হলো, “তাহলে সেই ধর্মযুদ্ধের কি হবে, যেখানে “কাফেররা” ক্রুশের ব্যানারে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল?” “ধর্মবিচার-সভা কি? যারা দাবি করেন যে তারা কিতাবুল মোকাদ্দস বিশ্বাস করেন তারা বর্তমানে যে অন্যায় কাজ করছেন তাদের কি হবে?” সত্য কথাটি হচ্ছে যারা নিজেদেরকে ঈসায়ী (যার অর্থ ঈসার মত) বলে দাবি করেন কিন্তু ঈসার ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন, তারা হচ্ছেন ঈসার শিক্ষার ও তাঁর বিভিন্ন উদাহরণের বিপরীত চিত্র। ঈসা তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন: “তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, ‘তোমার প্রতিবেশীকে মহব্বত করবে এবং তোমার দুশমনকে ঘৃণা করবে।’ কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি তোমরা নিজ নিজ দুশমনদেরকে মহব্বত করো এবং যারা তোমাদেরকে নির্যাতন করে, তাদের জন্য মুনাজাত করো।” (মথি ৫:৪৩-৪৪ কিতাবুল মোকাদ্দস)

কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেন, “সেই ঈসায়ীরা কেমন যারা তাদের জীবনকে অসততা, মদ্যপান ও অনৈতিকতায় পরিচালনা করছে?” পুনরায়, যদি কোন ব্যক্তি নৈতিকভাবে অপরিষ্কার জীবন যাপন করে তাহলে সে সরাসরি কিতাবের শিক্ষার অবাধ্য হচ্ছে যেখানে লেখা আছে: “যারা অন্যায় করে তারা যে আল্লাহ্র রাজ্যের অধিকারী হবে না, তা কি তোমরা জান না? তোমরা ভুল কোরো না। যাদের চরিত্র খারাপ,

যারা মূর্তি পূজা করে, যারা জেনা করে, যারা পুরুষ-বেশ্যা, যে পুরুষেরা সমকামী, যারা চোর, লোভী, মাতাল, যারা পরের নিন্দা করে এবং যারা জোচ্চোর তারা আল্লাহ্‌র রাজ্যের অধিকারী হবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই রকমই ছিলে, কিন্তু হযরত ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে আর আমাদের আল্লাহ্‌র রূহের মধ্য দিয়ে তোমাদের ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে, পবিত্র করা হয়েছে এবং ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে।" (১ম করিন্থীয় ৬:৯-১১) "সৎ হওয়া" (সমর্থনযোগ্য হওয়া)-এর অর্থ হল ধার্মিক গণিত হওয়া। পরবর্তীতে, কিতাবের মধ্যে দিয়ে আমাদের যাত্রায় আমরা আবিষ্কার করব যে কিভাবে গুনাহগারেরা ক্ষমা পেতে এবং আল্লাহ্‌র দ্বারা ধার্মিক হিসাবে পরিগণিত হতে পারেন।

তারপরেও কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, "কিন্তু সেই ঈসায়ীদের বিষয়টা কেমন যারা মূর্তির সামনে সেজদা করে এবং মরিয়ম ও সাধুদের কাছে মুনাজাত করে?" সংক্ষিপ্তভাবে, যারা এই বিষয়গুলো অনুশীলন করেন তারা আল্লাহ্‌ তাঁর কালামে যা বলেছেন তার পরিবর্তে তাদের মন্ডলীতে যে প্রথা রয়েছে সেটা অনুসরণ করছেন: "কোন রকম দেব-দেবীর মূর্তি তোমাদের তৈরী করা চলবে না। নিজেদের জন্য কাঠে খোদাই করা মূর্তি কিংবা কোন পূজার পাথর তোমাদের স্থাপন করা চলবে না। পূজা করবার জন্য তোমরা পাথরে খোদাই করা কোন মূর্তি তোমাদের দেশে রাখবে না। আমি আল্লাহ্‌ তোমাদের মাবুদ।" (লেবীয় ২৬:১)।

মূর্তির সামনে সেজদা করা, আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের উপর মানুষের কর্তৃত্বকে উন্নত করা, এবং যান্ত্রিক উপায়ে মুনাজাত করা হল সত্য আল্লাহ্‌কে না জেনে মুনাজাত করা, ইত্যাদি সকলই হচ্ছে প্রতিমাপূজার বিভিন্ন রূপ। অনেকেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেন কারণ তারা মনে করেন যে ঈসায়ী এবং ক্যাথলিক হচ্ছে অভিন্ন শবদ। তারা অভিন্ন নয়। এমনকি ঈসায়ী এবং প্রোটেস্ট্যান্ট শবদ দুটিও অভিন্ন নয়। যেভাবে গোলাঘরে যাওয়া আসা করলেই মানুষ একটি ঘোড়া হয়ে যায় না ঠিক তেমনিভাবে মন্ডলীতে আসা-যাওয়া করলেই একজন মানুষ ঈসায়ী হিসেবে পরিণত হয় না।

৪."ভন্ড"

"সমস্ত ভন্ডরা" আরেকটি কারণ, যার জন্য অনেক লোক কিতাবুল মোকাদ্দস অধ্যয়ন করতে চায় না। দুঃখজনকভাবে, অনেকেই রয়েছেন যারা দাবি করে যে কিতাবের উপর তাদের ঈমান রয়েছে, কিন্তু তারা কথায় বলে এক রকম আর কাজে করে আরেক রকম। তারা আল্লাহ্‌র বার্তাকে সুতার মত পেঁচায় এবং তাঁর নামকে নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। অনেক প্রচারককে দেখা গেছে যে তারা নিজেরা অসংযত ও অনৈতিক। কেউ কেউ আপনাকে বলে যে যদি

আপনি তাদের অর্থ পাঠান তাহলে আপনি স্বাস্থ্যে ও সম্পদে রহমত প্রাপ্ত হবেন। কিতাবুল মোকাদ্দস এই ধরনের লোকদেরকে ভণ্ড হিসাবে গণ্য করে। “আর নীচমনা লোকদের মধ্যে অনবরত গোলমাল। এই লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র সত্য নেই; তারা ঈসায়ী ঈমানকে একটা জাগতিক লাভের উপায় বলে মনে করে।” (১ম তীমথিয় ৬:৫)

ঈসা সেই সময়কার স্বার্থান্বেষী ও লোক দেখানো ধর্মীয় নেতাদের এই কথা বলেছিলেন:

> “ভণ্ডেরা! আপনাদের সম্বন্ধে ইশাইয়া নবী ঠিক কথাই বলেছিলেন যে, এই লোকেরা মুখেই আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের দিল আমার কাছ থেকে দূরে থাকে। তারা মিথ্যাই আমার এবাদত করে; তাদের দেওয়া শিক্ষা মানুষের তৈরী কতগুলো নিয়ম মাত্র।” (মথি ১৫:৭-৯)

এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি ঈসা বলেছেন,

> “তোমরা যখন মুনাজাত কর তখন ভণ্ডদের মত কোরো না, কারণ তারা লোকদের কাছে নিজেদের দেখাবার জন্য মজলিস-খানায় ও রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মুনাজাত করতে ভালবাসে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে।” (মথি ৬:৫)

যেহেতু আমাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন ভন্ডামীতে (যা আমরা নই তাই হবার অভিনয় করা) দোষী, তাহলে কি আমরা আরেকটি ভন্ডামীকে সুযোগ দেব যেন সে আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও তাঁর কালাম অনুসরণ করে সেই লোকে পরিণত হতে বাধা দেয় যে রূপে তিনি আমাদেরকে দেখতে চান?

৫. “বর্ণবাদ”

কেউ কেউ কিতাবুল মোকাদ্দস প্রত্যাখ্যান করে কারণ তারা এটিকে এভাবে দেখে যে কিতাবে কিছু সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে এবং অন্যদের প্রাধান্য দেয়া হয় নি। যদিও আমাদের বেশিরভাগই কোন না কোন ধরনের বর্ণবাদ বা নৃ-কেন্দ্রীকতার দোষে দোষী, কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দস স্পষ্টভাবে এই কথা বলে যে: “আল্লাহ্র চোখে সবাই সমান।” (প্রেরিত ১০:৩৪)

উদাহরণ স্বরূপ, আপনি কি জানেন যে নবী মূসা একজন ইথিয়পিয়ান (কৃষ্ণাঙ্গ) মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন?[২১] কখনও কি

আপনি এই কাহিনী পড়েছেন যে আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়ার পর কিভাবে আল্লাহ্ নবী আল-ইয়াসার মধ্যে দিয়ে সিরিয়ার সেনাপতির কুষ্ঠরোগ ভাল করেছিলেন? [২২]অথবা আপনি কি এই কথা শুনেছেন যে আল্লাহ্ ইহুদী নবী ইউনুসকে আদেশ করলেন যেন তিনি তাঁর অনুতাপ ও নাজাতের বার্তা নিনেভ শহরে (ইরাকে) ঘোষণা করেন? ইউনুস নিনেভের লোকদেরকে ঘৃণা করতেন এবং কামনা করতেন যেন আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করে ফেলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মহব্বত করলেন এবং তাদের প্রতি রহমত দেখালেন। [২৩] দুনিয়ার নাজাতের জন্য আল্লাহ্‌র যে অপ্রকাশিত কাহিনী রয়েছে সেখানে পারস্যের (ইরান)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা কি আপনি জানেন? [২৪] একজন গুনাহগার শমরীয় নারীর কাছে ঈসার দেওয়া অনন্ত জীবনের বার্তার কাহিনী কি আপনি কখনও বিবেচনা করে দেখেছেন, যেখানে ইহুদীরা শমরীয়দেরকে এড়িয়ে চলত এবং তারা এই মানত যে সমস্ত শমরীয়েরা "অপবিত্র"? [২৫]

আমাদের পৃথিবী বর্ণবাদে পরিপূর্ণ, কিন্তু আমাদের সৃষ্টিকর্তা নন। তাঁর দৃষ্টিতে শুধুমাত্র একটিই জাতিগোষ্ঠী রয়েছে—তা হল মানবজাতি।

> "আল্লাহ্, যিনি এই দুনিয়া ও তার মধ্যে যা আছে সব কিছু তৈরী করেছেন, তিনিই বেহেশত ও দুনিয়ার মালিক। তিনি হাতে তৈরী কোন মন্দিরে বাস করেন না। তাঁর কোন অভাব নেই, সেজন্য মানুষের হাত থেকে সেবা গ্রহণ করবারও তাঁর দরকার নেই, কারণ তিনিই সব মানুষকে জীবন, প্রাণবায়ু আর অন্যান্য সব কিছু দান করেন। তিনি একজন মানুষ থেকে সমস্ত জাতির লোক সৃষ্টি করেছেন যেন তারা সারা দুনিয়াতে বাস করে। তারা কখন কোথায় বাস করবে তাও তিনি ঠিক করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ এই কাজ করেছেন যেন মানুষ হাতড়াতে হাতড়াতে তাঁকে পেয়ে যাবার আশায় তাঁর তালাশ করে। কিন্তু আসলে তিনি আমাদের কারও কাছ থেকে দূরে নন, কারণ তাঁর শক্তিতেই আমরা জীবন কাটাই ও চলাফেরা করি এবং বেঁচেও আছি। আপনাদের কয়েকজন কবিও বলেছেন, 'আমরাও তাঁর সন্তান।"
>
> (প্রেরিত ১৭:২৪-২৮)

এটি এই ঘোষণা দেয় যে আল্লাহ্ সমস্ত মানুষকে "একজনের রক্ত থেকে" সৃষ্টি করেছেন যা আধুনিক বিজ্ঞান নিশ্চিত করেছে, যা বলে: "মানব জেনেটিক কোড বা জিনোম, সারা বিশ্বজুড়ে ৯৯.৯ শতাংশই একই রকম। বাকি যা থাকে তা হল ডিএনএ যা আমাদের প্রত্যেককে আলাদা করে থাকে, যেমন—আমাদের চোখের রঙ অথবা রোগের ঝুঁকি

ইত্যাদি।”[২৬]

“বেহেশ্ত ও দুনিয়ার” সৃষ্টিকর্তা ও মালিক যিনি “আমাদের কাছ থেকে দূরে নন,” তিনি আমাদের যত্ন নেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন যেন “সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমরা তাঁকে খুঁজি” এবং তাঁর বার্তাকে বুঝতে পারি। আমাদের জন্মের সমস্ত তথ্য তাঁর কাছে আছে। তিনি সমস্ত জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি ও রঙের মানুষকে ভালবাসেন এবং তিনি চান যেন আমরা আমাদের মাতৃভাষায় তাঁর নামের এবাদত করি।

৬. “কিতাবুল মোকাদ্দসের আল্লাহ্ খুন করার অনুমোদন দেন”

একজন নাস্তিক (বা ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতাবাদী, যেভাবে তিনি বলতে পছন্দ করেন) বন্ধুর কাছ থেকে এই ইমেইলটি এসেছিলঃ

পাঠানো করা বিষয় ইমেইলের মতামত

> কিতাবুল মোকাদ্দসের বলে যে, “আমিই, মাবুদ আল্লাহ্, যিনি স্নেহশীল ও কৃপাময় আল্লাহ্, ক্রোধে ধীর এবং অটল মহব্বতে ও বিশ্বস্ততায় মহান।” আত্মপ্রশংসার জন্য অনেক সুন্দর কথা, কিন্তু এর কোনটাই তাঁর কাজে প্রকাশ পায়না। আল্লাহ্ যে ভালবাসার মাবুদ তা প্রকাশিত হয় না যখন তিনি দক্ষিণ এশিয়ায় ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সুনামিতে প্রায় তিন লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর মুখে যেতে দিলেন... একইভাবে কেনান দেশে প্রবেশের সময় অনেক শান্তিপ্রিয় ও নিষ্পাপ পুরুষ, মহিলা, শিশু ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদের হত্যার অনুমোদন কিতাবের এই আল্লাহ্ই প্রদান করেছেন... এমন কেন মনে হয় যে, আমার তথাকথিত সৃষ্টিকর্তার থেকে আমি যে একজন মরণশীল মানুষ, সেই আমারই বেশি সহানুভূতি রয়েছে? আমার যদি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকত তাহলে আমি কখনই এই রকম দ্বন্দ্ব, ঘৃণা, যুদ্ধ, হত্যা, দুর্যোগ, দারিদ্রতা, ক্ষুধা, অসুস্থতা, যন্ত্রণা, দুঃখ এবং দুর্দশা এই পৃথিবীতে আসতে দিতাম না। আমি আমার আঙুলের তুড়িতে সবকিছু এখই বন্ধ করে দিতাম!

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, “যদি আল্লাহ্ ভাল ও সর্বশক্তিমান উভয়ই হয়ে থাকেন তাহলে কেন তিনি ইবলিসকে থামাচ্ছেন না?” এমনকি কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, “যদি আল্লাহ্ ভাল ও সর্বশক্তিমান হন, তাহলে কেন তিনি আমাকে থামিয়ে দেন না যখন আমি মন্দ কাজ করতে যাই?” আমরা চাই যেন আল্লাহ্ ইবলিসের

বিচার করেন, কিন্তু আমরা চাই না যেন তিনি আমাদের বিচার করেন।

এই অসামঞ্জস্যতা বিবেচনা করে আমরা এটা স্বীকার করতে পারি যে, আমাদের মানবতাবাদী বন্ধু কিছু কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। যখন কোন প্রশ্নের সাধারণ উত্তর থাকে না, তখন সন্তোষজনক উত্তর থাকে। পরবর্তীতে কিতাবের মধ্য দিয়ে আমাদের এই যাত্রায় যখন আমরা আল্লাহ্‌র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মুখোমুখি হব এবং গুনাহের সুদূর প্রসারিত পরিণতির মুখোমুখী হবো, তখন আল্লাহ্‌র সমস্ত উত্তর পরিষ্কার হয়ে উঠবে। এখানে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা যখন তিনি বিভিন্ন দূর্যোগকে অনুমোদন বা আদেশ দেন যা কিনা পুরুষ, মহিলা, শিশুদের জীবন কেড়ে নেয়, তখন তাঁকে বিচার না করার জন্য তিনটি নীতিমালা রয়েছে:

১) মানুষ শুধুমাত্র একটি অংশ/খণ্ডকে দেখতে পায়, কিন্তু আল্লাহ্‌ তিনি সম্পূর্ণ ছবিটা দেখতে পান।

লোকেরা যেটাকে "অন্যায্য" হিসাবে বিবেচনা করে, যাতে বিভিন্ন দূর্ঘটনায় "নিষ্পাপ" ব্যক্তিরা "তাদের সময়ের পূর্বেই" মারা যাচ্ছে, সেই সকল বিষয়গুলোকে আল্লাহ্‌ অনন্তকালীন দৃষ্টিভঙিগতে দেখে থাকেন। তাঁর কাছে একজন মানুষের পৃথিবীতে ক্ষণকালীন জীবন হচ্ছে শুধুমাত্র প্রধান ঘটনার পূর্বপ্রস্তুতি মাত্র।[২৭] চোখ যা দেখতে পায় জীবন তার থেকে অনেক বেশি কিছু। উদাহরণস্বরূপ, মায়ের গর্ভের একটি ভ্রুণের কথা চিন্তা করুন। যদি সে তার সীমিত জ্ঞান অনুসারে মাবুদকে এই কথা বলে যে: "আমি এবং অন্যান্য শিশু যারা এখনও জন্মগ্রহণ করেনি, কেন আমরা এই ভ্রুণ থলির মধ্যে বন্দি? আমরা শুনতে পাচ্ছি যে বাইরে শিশুরা হাসাহাসি করছে, খেলাধুলা করছে, এবং আমরা এখানে অন্ধকারে পানি ভর্তি একটি স্থানে আবদ্ধ আছি! এটা তো ঠিক না! একটি ভ্রুণ হিসেবে কেন আমি আমার সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে বেশি সহানুভূতি পাব না?"

স্পষ্টভাবে, জন্মগ্রহণ করেনি এমন কোন শিশু তাদের সৃষ্টিকর্তাকে এইভাবে চ্যালেঞ্জ করবে না, কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্করা করেন। "তার জবাবে আমি বলব যে, তুমি মানুষ; আল্লাহ্‌র কথার উপর কথা বলবার তুমি কে? কোন লোক যদি একটা জিনিস তৈরী করে তবে সেই তৈরী করা জিনিসটা কি তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে, "কেন আমাকে এই রকম তৈরী করলে?" (রোমীয় ৯:২০)

২) মানুষের জন্য যেটা ভুল সেটা যে মাবুদ আল্লাহ্‌র জন্যও যে ভুল এমন নয়।

জীবনের উৎস এবং প্রতিপালক হিসাবে তাঁর এই অধিকারও আছে যে তিনি চাইলে তা শেষ করে দিতে পারেন। নবী আইয়ুব, যিনি দূর্ঘটনায় তার সমস্ত সম্পত্তি ও দশ ছেলেমেয়েকে হারিয়েছেন, তিনি

বলেছেন: "মায়ের পেট থেকে আমি উলংগ এসেছি আর উলংগই চলে যাব। মাবুদই দিয়েছিলেন আর মাবুদই নিয়ে গেছেন; মাবুদের প্রশংসা হোক। এই সব হলেও আইয়ুব গুনাহ্ করলেন না কিংবা আল্লাহ্‌কে দোষী করলেন না।" (আইয়ুব ১:২১-২২)

পরবর্তীতে আমাদের যাত্রায় আল্লাহ্‌র কাজের অদভুত কিন্তু জ্ঞানপূর্ণ নকশার কিছু অন্তর্দৃষ্টি লাভ করব।[২৮] আমরা বিশ্বব্রহ্মান্ডের সার্বভৌম রাজার সম্মুখীন হতে যাচ্ছি যিনি তাঁকে ভালবাসার এবং তাঁর বাধ্য থাকার জন্য মানুষকে কখনই জোর করেন না। যেন তারা সেই সাথে আমরা এটাও আবিষ্কার করব যে কেন পৃথিবী তাঁর এই বর্তমান ভয়ানক অবস্থায় রয়েছে।

৩) শেষ দিনে, আল্লাহ্ সবার জন্য ন্যায্য বিচার কার্যকর করবেন।

যেহেতু আমরা আমাদের অতীত ও বর্তমানের ঘটনাগুলো বুঝতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি, তাই এটি মনে রাখা খুবই সহায়ক যে আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রত্যেকটি প্রাণের তথ্য রয়েছে যা আমাদের কাছে নেই। আল্লাহ্ আমাদের নৈতিক মানদন্ড নয়, কিন্তু তাঁর নৈতিক মানদন্ড নিয়ে অনুসারে কাজ করেন। কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল আমরা তাঁকে বলে দেই না বরং তিনি আমাদের বলেন। যদিও আল্লাহ্ মানুষকে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুমতি দেন যা অন্যদের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরী করে, কিন্তু তিনি মন্দতার প্রতি উদাসীন নন। বিচারের দিন আসছে যখন আল্লাহ্ প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদেরকে তাঁর ধার্মিকতার মানদন্ড অনুসারে বিচার করবেন। তাঁর ভালবাসা এবং ন্যায্যতার কোন সীমা নেই।[২৯] "মাবুদ ন্যায়বিচারের আল্লাহ্; ধন্য তারা, যারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করে।" (ইশাইয়া ৩০:১৮)

যদি আপনি, আমাদের ইমেইলে যোগাযোগ পছন্দ করেন, তাহলে নিজেকে "সৃষ্টিকর্তার চেয়ে বেশি সহানুভূতিশীল" মনে করুন, পড়া চালিয়ে যান। মাবুদ তাঁর গোপন বিষয় তাদের কাছেই প্রকাশ করেন যারা নম্র ও ধৈর্য্য সহকারে তাঁর কথা শোনে।

> "গোপন সব কিছু আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র ব্যাপার, কিন্তু প্রকাশিত সব কিছু চিরকালের জন্য আমাদের ও আমাদের সন্তানদের..." (দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৯)

৭. "আল্লাহ্‌র কিতাবে এগুলো এগুলো থাকবে না..."

কেউ কেউ কিতাবকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, "যদি কিতাবুল মোকাদ্দস আল্লাহ্‌র দ্বারা অনুপ্রাণিত হত তাহলে এখানে মানুষের ঘৃণ্য বা বিরক্তিকর কাহিনী থাকত না যেমন জেনা করা, ভাইবোনের মধ্যে

যৌন সংসর্গ, গণহত্যা, প্রতারণা, প্রতিমাপূজা এবং এই রকম আরও অনেক কিছু।” তাদের প্রত্যাদেশ ও দৈববাণীর ধারণা অনুসারে আল্লাহ্‌র কিতাব এমন হতে হবে যেখানে আল্লাহ্‌র সরাসরি বলা কথা থাকতে হবে।

যাহোক, যেহেতু কিতাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কাছে ইতিহাসের কাঠামো অনুসারে তাদের কাছে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তুলে ধরা, তাহলে কি এটি একটি বিস্ময়কর বিষয় হওয়া উচিত যে, কিতাবুল মোকাদ্দস শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কাজ ও কথাকেই লিপিবদ্ধ করে না কিন্তু সেই সাথে গুনাহ্‌ এবং মানবজাতির যে দুর্বলতা সমূহ আছে তাও লিপিবদ্ধ করে? মানবজাতির পতনের যে কালো অধ্যায় রয়েছে সেখানে কিভাবে আল্লাহ্‌ তাঁর মহিমা, পবিত্রতা, ন্যায্যতা, রহমত, এবং বিশ্বস্ততা দেখিয়েছেন তা প্রকাশ করার অধিকার কি আল্লাহ্‌র নাই? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ কিভাবে নিজেকে ও তাঁর বার্তাকে প্রকাশ করবেন তা বলে দেয়ার সাহস কি আমরা করতে পারি?

> “তোমাদের কেমন উল্টা বুদ্ধি! তোমরা তো কুমার আর মাটিকে একই সমান ধরছ! যে তৈরী করছে তার তৈরী জিনিস কি তার বিষয় বলতে পারে, ‘সে আমাকে তৈরী করে নি’? পাত্র কি কুমারের বিষয়ে বলবে, “সে কিছুই জানে না”? (ইশাইয়া ২৯:১৬)

কিতাবে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা আছে যা আল্লাহ্‌ অনুমোদন দিয়েছেন কিন্তু সমর্থন করেন নাই। সত্য এবং জীবন্ত আল্লাহ্‌ তিনিই, যিনি মন্দ বিষয় ভালোতে পরিণত হলে আনন্দ করেন। সম্ভবত আপনি ইয়াকুবের এগারতম ছেলে ইউসুফের ঘটনা পড়েছেন (পয়দায়েশ ৩৭-৫০)। তাঁর বড় দশ ভাই তাঁকে ঘৃণা করত এবং তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করত, এবং ইসমায়েলীয়দের কাছে দাস হিসাবে বিক্রি করে দিয়েছিল। অন্যায়ভাবে ইউসুফকে জেলে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এই দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে দিয়ে ইউসুফ মিশরের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং দুর্ভিক্ষ থেকে মিশরীয়দের, তাঁর ভাইদের এবং প্রতিবেশী দেশগুলোকে বাঁচিয়েছিলেন। পরবর্তীতে যখন তার ভাইদের হৃদয় দারুণভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল, তখন ইউসুফ তাদের বলেছিলেন: “তোমরা আমার ক্ষতি করতে চেয়েছিলে, কিন্তু আল্লাহ্‌ তার ভিতর দিয়ে ভালোর পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা পায়; আর আজ তা-ই হচ্ছে।” (পয়দায়েশ ৫০:২০)

৮. “অসঙ্গতি দিয়ে পূর্ণ”

অনেকেই দৃঢ়তার সাথে এটি বলেন যে কিতাবুল মোকাদ্দস অনেক অসঙ্গতিমূলক বিষয় দিয়ে পূর্ণ, কিন্তু অল্প লোকই বস্তুনিষ্ঠভাবে এটি পড়ার জন্য সময় নিয়ে থাকেন। অন্যেরা কি বলল তার উপর

ভিত্তি করে কি কিতাবকে দোষারোপ করা ঠিক হবে? কোন কিতাবের এক স্থানের একটু অংশ, আরেক স্থানের একটু অংশ এভাবে পড়ে কি কিতাব সম্পর্কে বুঝতে পারা সম্ভব? একটি মহান কিতাবকে কি শুধুমাত্র এর মুদ্রণগত ভুল বা বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যহীনতা খুঁজে বের করার জন্য পড়া উচিত? অবশ্যই না। যদিও অনেক লোক এভাবেই কিতাব পড়ে থাকেন।

অনেক বছর আগে, আমি একটি ইমেইল পেয়েছিলাম যেখানে কিতাবুল মোকাদ্দসের ভুল ও অসঙ্গতি সম্বলিত একটি বিশাল তালিকা ছিল, যা ঐ লেখক বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সংকলন করেছিলেন।

এখানে তার অংশ বিশেষ দেয়া হলোঃ

প্রেরণ করা | বিষয় | ইমেইলের মতামত

আপনার কিতাব নিজেই নিজের বিপরীতে কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ:

- প্রথম দিনে, আল্লাহ্ আলো সৃষ্টি করলেন, তারপর তিনি আলো ও অন্ধকারকে আলাদা করলেন (পয়দায়েশ ১:৩-৫)। সূর্য, যা রাত ও দিনকে আলাদা করে তা কি চতুর্থ দিনের আগে সৃষ্টি হয়নি। (পয়দায়েশ ১:১৪-১৯)।
- আদমের সেই দিনই মারা যাওয়া উচিত ছিল যেদিন তিনি নিষেধ করা ফল খেয়েছিলেন (পয়দায়েশ ২:১৭)। আদম ৯৩০ বছর বেঁচে ছিলেন (পয়দায়েশ ৫:৫)।
- ঈসা দুনিয়ার বিচার করতে আসেন নাই (ইউহোন্না ৩:১৭; ৮:১৫; ১২:৪৭)। ঈসা বিচার করেন (ইউহোন্না ৫:২২,২৭-৩০; ৯:৩৯; প্রেরিত ১০:৪২; ২ করিন্থীয় ৫:১০)।
- ইত্যাদি।

এখন আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই: বিশ্বাস করার পূর্বে আপনার ধর্ম কি আমাকে প্রশ্ন করার ও আমার মেধা ব্যবহার করার সুযোগ দেয়, নাকি এটি আমাকে চোখ বন্ধ করতে এবং মেধা ব্যবহার করে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে বলে? কারণ আমার প্রশ্ন হল এটা কি সম্ভব যে আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে এত ভুল করবেন, আমার সাধারণ উত্তর হল না!? [sic]

হ্যাঁ, সেই একই আল্লাহ্ বলেছেন, "এসো আমরা বোঝাপড়া করি" (ইসাইয়া ১:১৮), তিনি চান যেন "আমরা প্রশ্ন করি এবং আমাদের মেধা ব্যবহার করি।" আল্লাহ্ আমাদের প্রত্যেককে তাঁর কালাম বিচার বিবেচনা করে দেখতে বলেন। অন্য কারও "অসঙ্গতির" তালিকা নকল করে প্রকাশ করার মধ্যে দিয়ে এটি করা সম্ভব নয়। সোলায়মান

বলেছেন, "বোকা লোক সব কথাই বিশ্বাস করে, কিন্তু সতর্ক লোক বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে চলে।" (মেসাল ১৪:১৫)

যখন আমরা কিতাবের মধ্যে দিয়ে যেতে থাকব তখন ইমেইল প্রেরকের "অসঙ্গতিগুলো" সমাধান করা হবে।[৩০] এখন, যাহোক, সম্ভবত আমরা সবাই এই বিষয়ে একমত হতে পারি যে; পার্থিব জীবন অনেক সংক্ষিপ্ত এবং আন্তরিকভাবে আমাদের নিজেদের গবেষণা না করার জন্য অনন্তকাল খুবই দীর্ঘ।

আপনি যদি কখনও একটি সুস্বাদু, রসালো আম খেয়ে থাকেন, তাহলে আপনি জানবেন যে কারও কাছে এর স্বাদ বর্ণনা করে বোঝানোটা যথেষ্ট নয়। এটিকে অবশ্যই স্বাদ গ্রহণ করে বুঝতে হবে। ঠিক একইভাবে, আল্লাহ্‌র কালাম সম্পর্কে অন্যেরা আপনার কাছে কি বলল তা গ্রহণ করাটাই যথেষ্ট নয়। আপনাকে নিজেকেও তার স্বাদ গ্রহণ করে দেখতে হবে।

> "স্বাদ নিয়ে দেখ মাবুদ মেহেরবান; ধন্য সেই লোক, যে তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়।" (জবুর শরীফ ৩৪:৮)

কিতাবের একজন যত্নশীল ছাত্র হওয়া কোন ব্যক্তির নিজের অনন্তকালীন স্বার্থগত বিষয়। তিনি এমন ব্যক্তি "যার লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই" এবং তিনি "সত্যের কালাম যথার্থভাবে ব্যবহার করতে জানে" (২ তীমথিয় ২:১৫)। যিনি এই প্রসঙ্গে মনোযোগ দিবেন না তার পক্ষে সঠিকভাবে সত্য কালামকে ব্যবহার করতে পারা কঠিন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কিতাবের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যেন আমরা বিচার না করি, যেখানে অন্যস্থানে আমাদের এই নির্দেশ দেয় যেন আমরা বিচার করি।[৩১] কিতাবের এই অংশগুলো কি পরস্পর বিরোধী কালাম? না, এরা একে অন্যের পরিপূরক। একদিকে আল্লাহ্‌র কিতাব আমাকে এই শিক্ষা দেয় যে, সৃষ্ট জীব হিসাবে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকায় আমরা যেন অন্যদের কাজ বা উদ্দেশ্যকে আমাদের নিজের ধার্মিকতা ও দোষ ধরার মনোভাব নিয়ে বিচার (নিন্দা করা) না করি। অন্যদিকে, কিতাব এই শিক্ষা দেয় যেন আমরা কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ (উপলব্ধি করে) তা বিচার করে দেখি এবং কিতাব অনুসারে মিথ্যা থেকে সত্যকে আলাদা করি।

সুতরাং কিতাবের অসঙ্গতি সম্পর্কে কি বলা যায়?

ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত সম্ভাব্য অসঙ্গতিগুলো সম্পর্কে আমি সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে পেয়েছি। আমি এও দেখেছি যে লোকেরা যতক্ষণ না পর্যন্ত কিতাব বুঝতে চায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের পাওয়া পুরাতন অসঙ্গতিটি পরিস্কার হওয়ার সাথে সাথে নতুন আরেকটি

অসঙগতি খুঁজে নিয়ে আসবে।[৩২]

আপনি কি আল্লাহ্‌র বার্তা বুঝতে চান? তাহলে আল্লাহ্‌র কিতাবের কাছে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে যাবেন না, তাঁর জ্ঞানের অন্বেষণ করুন। কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রত্যেকটি কিতাব পড়ুন। আপনি যা পড়ছেন তার কঠিন কোন ব্যাখ্যা দিতে যাবেন না। কিতাবের কালামকে নিজেকেই ব্যাখ্যা দিতে দিন। কিতাব, শতশত বছর ধরে বিভিন্ন নবীদের দ্বারা লিখিত, যাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাল ব্যাখ্যা রয়েছে।[৩৩]

> “তিনি গভীর ও লুকানো বিষয় প্রকাশ করেন; তিনি জানেন অন্ধকারের মধ্যে কি আছে; তাঁর সংগে আলো বাস করে।”
> (দানিয়াল ২:২২)

৯. “নতুন নিয়ম বা ইঞ্জিল শরীফে আমি বিশ্বাস করি না”

কিছুদিন আগে একজন মহিলার কাছ থেকে আমি এই ইমেইলটি পেয়েছি:

> পুনরায় করা বিষয় ইমেইলের মতামত
>
> নতুন নিয়ম বা ইঞ্জিল শরীফে আমি বিশ্বাস করি না। আমি শুধুমাত্র খাঁটি অংশটাই বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি না যে আল্লাহ্‌র কোন কালাম পরিবর্তিত হতে এবং নতুন সময়ের জন্য পুনরায় লিখিত হতে পারে। [sic]

অনেকের মতই, এই লেখকও বুঝতে পারেননি যে কেন আল্লাহ্‌র কিতাবকে নতুন ও পুরাতন নিয়মে ভাগ করা হয়েছে। কিতাবের এই দুটি মৌলিক অংশ এটা প্রকাশ করে না যে আল্লাহ্‌র কালাম “পরিবর্তিত এবং নতুনভাবে লেখা হয়েছে”, বরং তার পরিবর্তে মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র যে পরিকল্পনা যা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা পূরণ হয়েছে এবং হচ্ছে।

ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো যখন ঘটে তখনকার তারিখ ও সময় দিয়ে উল্লেখ করা থাকে। উদাহরণস্বরূপ, নবী ইব্রাহিমের জন্ম তারিখ প্রায় ২০০০ **খ্রীষ্টপূর্ব** সময়ে, কিন্তু নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের তারিখ হচ্ছে ২০০১ **খ্রীষ্টাব্দ**।[৩৪] পৃথিবীর ইতিহাস দুই অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। একইভাবে আল্লাহ্‌র কিতাবকেও দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে।

কিতাবের একটি অংশ হচ্ছে পুরাতন নিয়ম অন্য অংশটি হলো নতুন নিয়ম। কোন বৈধ কাগজপত্র, কন্ট্রাক্ট বা চুকিতর আরেকটি শব্দ হচ্ছে টেষ্টামেন্ট বা নিয়ম।[৩৫] এখন আসুন আমরা কিতাবের অংশ দুটিকে এক পলকে দেখে নিই। যখন আমরা নতুন ও পুরাতন নিয়মের মধ্যে

দিয়ে যাত্রা করব তখন এই দুটি অংশের উদ্দেশ্য ও ক্ষমতা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১ম অংশ: পুরাতন নিয়ম। পুরাতন নিয়ম হিব্রু ও অরামীয় ভাষায় লেখা হয়েছে, যেখানে রয়েছে "মূসার শরীয়ত [একে তৌরাত শরীফও বলা হয়] এবং নবীদের কিতাব ও জবুর শরীফ।" (লূক ২৪:৪৪)। এই লেখাগুলো, আল্লাহ্‌র দ্বারা প্রায় ত্রিশ জন নবীর কাছে এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রেরিত হয়েছে যা মানব ইতিহাসে-আদমের সৃষ্টি থেকে শুরু করে পারস্য সম্রাজ্যের সময় পর্যন্ত (প্রায় ৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব) আল্লাহ্ যা কিছু করেছেন তার নথি প্রদান করে।

ভবিষ্যদ্বাণীর দিক থেকে দেখলে, পুরাতন নিয়ম হচ্ছে পূর্বে ইতিহাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো থেকে পৃথিবীর শেষ সময় পর্যন্ত ঘটনাগুলোর বিবরণ, যা শেষ কালের শত শত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো ঘটার পূর্বেই তা ঘোষণা করেছে। [৩৬]

ঈসা মসীহের জন্মের পূর্বে (খ্রীষ্টপূর্ব) লোকদের কাছে আল্লাহ্ যে চুক্তি করেছেন পুরাতন নিয়ম তার বর্ণনা প্রদান করে। হিব্রুশব্দ মসীহের গ্রীক শব্দ হল খ্রীষ্ট যার অর্থ হল অভিষিক্ত ব্যক্তি অথবা মনোনীত ব্যক্তি। প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো যা এখনও ঘটেনি সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার মধ্য দিয়ে এই কালাম বা শাস্ত্রাংশগুলো মসীহ্‌কে নির্দেশ করে যিনি এই দুনিয়াতে লোকদের গুনাহ্ এবং তার ফলাফলের হাত থেকে নাজাত দিতে আসবেন। সেই সাথে পুরাতন নিয়মে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞার কথাও উল্লিখিত রয়েছে:

> "মাবুদ বলছেন, "সময় আসছে যখন আমি ইসরাইল ও এহুদার লোকদের জন্য একটা নতুন ব্যবস্থা স্থাপন করব।"
>
> (ইয়ারমিয়া ৩১:৩১)

২য় অংশ: নতুন নিয়ম। নতুন নিয়ম গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছে। নূতন নিয়মকে সুসমাচারও বলা হয়ে থাকে (অথবা ইঞ্জিল শরীফ, যা "সুখবর"-এর আরবীয় শব্দ)। প্রথম শতাব্দীর দিকে প্রায় আট জন লোকেরও বেশি লেখক লিখেছেন। নতুন নিয়মে পৃথিবীতে মসীহের প্রাথমিক আগমন সম্পর্কে লেখা আছে। সেই সাথে এটি পুরাতন নিয়ম ও কিভাবে পৃথিবীর ইতিহাস শেষ হবে সেই সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়া আছে তার একটি বেহেশতী ব্যাখ্যা প্রদান করে। এর প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে পুরাতন নিয়মের একটি পরিপূর্ণ সাদৃশ্য/ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়।

মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র মহান প্রস্তাব হিসাবে মসীহের আগমন (খ্রীষ্টাব্দ) সম্পর্কে নতুন নিয়ম বর্ণনা করে থাকে। কিতাবের এই অংশটি পূর্বের বিষয়গুলোকে নির্দেশ করে যেখানে নবীদের দ্বারা শত শত প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা দেখতে

পাওয়া যায়।

পুরাতন নিয়মের মত, নতুন নিয়মও সেই দিনের কথা নির্দেশ করে যেদিন মসীহ্ পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। মহৎ উদ্দেশ্যে মসীহ্ এই কথা বলেছেন, "এই কথা মনে কোরো না, আমি তৌরাত কিতাব আর নবীদের কিতাব বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসি নি বরং পূর্ণ করতে এসেছি।" (মথি ৫:১৭)

নতুন নিয়ম ও পুরাতন নিয়মের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই। যেভাবে একটি বীজ অঙ্কুরীত হয় এবং বৃদ্ধি পেয়ে একটি পরিপূর্ণ গাছে পরিণত হয়, ঠিক একই ভাবে মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা পুরাতন নিয়মে গাছের শেকড় হিসাবে কাজ করে এবং নতুন নিয়মে বৃদ্ধি পেয়ে পরিপূর্ণতা পায়। আল্লাহ্ চান যেন আমরা এটা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের সমস্ত অংশই তাঁর বার্তাকে নির্দেশ করে।

সেই মহিলা যিনি আমার কাছে ইমেইল করেছিলেন তিনি তার ঈমানের দিক থেকে সঠিক যে "নতুন সময়ের জন্য আল্লাহ্‌র কোন কালামই পরিবর্তিত ও নতুনভাবে লিখিত হতে পারে না।" তিনি যে বিষয়টি চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন তা হল "আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা কালাম" পূর্ণ হতে পারে এবং পূর্ণ হবে।

১০. "কলুষিত বা বিকৃত"

এই পর্যন্ত আমরা নয়টি বাধার সম্মুখীন হয়েছি যা লোকদেরকে কিতাব পড়তে ও তাতে ঈমান আনতে বাধাগ্রস্থ করে। কিন্তু আমি আমার মুসলিম বন্ধুদের কাছ থেকে যে আপত্তিকর বিষয়টি সবচেয়ে বেশি শুনতে পাই তার সাথে এখনও পরিচিত হই নাই। আহমেদ ইতিমধ্যেই তার ইমেইলে বিষয়টি প্রকাশ করে গেছেনঃ

> প্রেরণ করা বিষয় ইমেইলের মতামত
>
> আমি যা বিশ্বাস করি এবং জানি তা হল কিতাবুল মোকাদ্দস হচ্ছে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে মিথ্যা ও বিকৃত একটি গ্রন্থ, কারণ এর সমস্ত কিতাবগুলোকে কাজে ব্যবহারের জন্য কারসাজি করা হয়েছে…

আহমেদ কি ঠিক বলেছেন? প্রকৃত কিতাব কি সত্যিই বিকৃত হয়েছে? পরবর্তী ধাপে আমরা এর উত্তর পাব।

৩

বিকৃত নাকি সংরক্ষিত?

“ঘাস শুকিয়ে যায় আর ফুলও ঝরে যায়, কিন্তু আমাদের আল্লাহ্‌র কালাম চিরকাল থাকে।”

নবী ইশাইয়া (ইশাইয়া ৪০:৮)

বিশ্বের চারটি ভিন্ন প্রান্ত থেকে নিম্নলিখিত ই-মেইলের উদধৃতিগুলো বিশ্বব্যাপী এক’শ কোটিরও বেশি মানুষের চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করে:

প্রেরণ করা | বিষয় | ইমেইলের মতামত

আমরা সমস্ত বেহেশতী কিতাবে বিশ্বাস করি, কিন্তু অবশ্যই তা খাঁটি হতে হবে।

প্রেরণ করা | বিষয় | ইমেইলের মতামত

যে পুরাতন ও নতুন নিয়ম আপনি পেয়েছেন তার অনেক শবদ পরিবর্তন হয়েছে তা ভুলে যাবেন না। কোরআন বছরের পর বছর ধরে কোন পরিবর্তন হয় নাই।

প্রেরণ করা | বিষয় | ইমেইলের মতামত

আপনাদের কিতাবটি একটি দূষিত পুস্তক, যেখানে নতুন করে লেখা হয়েছে, শবদ যোগ করা হয়েছে এবং আপনাদের অসুস্থ বিশ্বাসের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রথম থেকে পরিবর্তন করে লেখা হয়েছে।

প্রেরণ করা বিষয় ইমেইলের মতামত

আমি মনে করি যে, কয়েক শতাবদী আগে এমনকি হাজার বছর আগে কিতাবুল মোকাদ্দাস বিকৃত হয়েছিল এবং ইঞ্জিল শরীফের পুরোটাই, যদি তা না-ও হয় তবে অনেকটাই পৌল নামে একজন ভ্রান্ত নবী দ্বারা নির্মিত একটি সম্পূর্ণ অর্থহীন পুস্তক। সেই কারণে, আমার কাছে কিতাবুল মোকাদ্দাসের উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে টাইপ করা এবং কপি ও পেস্টের অপচয়।

এই অভিযোগগুলো কি ঠিক? অসীম ক্ষমতাবান আল্লাহ্ কি সামান্য মানুষকে তাঁর কিতাব বিকৃত করতে এবং নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে অনুমতি দেবেন যা তিনি অনেক বছর আগে তাঁর নবীদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন?

মুসলিমদের প্রতি একটি ব্যক্তিগত কথা

এখানে আমি আমার সম্মানিত মুসলিম পাঠকদের কাছে সরাসরি কথা বলতে চাই।

আপনি হয়ত জানেন, কোরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, কিতাবুল মোকাদ্দসের পুস্তকগুলো, যথা- তৌরাত শরীফ, জবুর শরীফ এবং ইঞ্জিল শরীফ—মাবুদ আল্লাহ্‌র দ্বারা **"পথ প্রদর্শনকারী ও নূর"** হিসাবে পাঠানো হয়েছে। (সূরা ৫:৪৪-৫১) এটি আরও বলে যে, "তোমার কাছে [মুহাম্মদ] আমরা [আল্লাহ্] সত্যের কিতাব [কোরআন] পাঠালাম, **যা পূর্বের কিতাবের সমর্থনকারী/সত্যায়নকারী** [কিতাবুল মোকাদ্দস] **যা পূর্বে এসেছে এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণকারী**" (সূরা ৫:৪৮) এবং "তোমার পূর্বে আমি মানুষই প্রেরণ করেছি, **যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম।** অতএব তোমরা যদি না জান তবে যারা স্মরণ রাখে [কিতাবুল মোকাদ্দস] **তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর"** (সূরা ২১:৭) কোরআন আরও বলে যে: "যারা **কিতাবের প্রতি ও যে বিষয় দিয়ে** আমি **পয়গম্বরগণকে** প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে… তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে।" (সূরা ৪০:৭০-৭২)

কোরআন বারবার স্পষ্টভাবে এই কথা ঘোষণা করছে যে, কিতাবুল মোকাদ্দসের পুস্তকগুলো আল্লাহ্‌র দ্বারা প্রেরিত এবং যারা সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করবে তাদেরকে দোজখে পাঠান হবে। এই বিষয়গুলোই কোরআন উল্লেখ করে।[৩৭]

কোরআনের এই ধরনের বিষয়গুলো সব জায়গায় মুসলিমদের মধ্যে একটি মারাত্মক উভয়-সংকট সৃষ্টি করে, কারণ কিতাবুল মোকাদ্দস ও কোরআন মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ও আল্লাহ্‌র

চরিত্র সম্পর্কে দুটি মৌলিক ভিন্ন বার্তা তুলে ধরে। এই কারণেই বেশির ভাগ মুসলিমরা এটা বলে শেষ করেন যে কিতাব বিকৃত হয়ে গেছে।

নিচের প্রশ্নগুলো অনেক ব্যক্তিকেই এই উপসংহারের মধ্যে দিয়ে চিন্তা করতে সাহায্য করেছে।

প্রশ্ন বিশেষত মুসলমানদের জন্য:

- আপনি কি মনে করেন যে আল্লাহ্ তাঁর কালাম রক্ষা করতে সমর্থ্য?
- যদি তাই হয়, তাহলে আপনি মনে করেন যে তিনি এটি রক্ষা করতে ইচ্ছুক?
- আপনি যদি এটি বিশ্বাস করেন যে নবীদের কিতাব বিকৃত হয়েছে:
  - তাহলে তা কখন বিকৃত হয়েছে?
  - তা কোথায় বিকৃত হয়েছে?
  - কে সেগুলোকে বিকৃত করেছে? যদি আপনি মনে করেন যে ঈসায়ীগণ বা ইহুদীরা কিতাবের রদবদল করেছেন, তাহলে কেন আপনার এমন মনে হচ্ছে যে তারা এই পবিত্র কিতাবগুলোকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে যেখানে এর জন্য তাদের অনেকেই স্ব-ইচ্ছায় তাদের প্রাণ দিয়েছেন?[৩৮]
  - আপনার যুক্তির পিছনে কি প্রমাণ আপনি দিতে পারেন?
  - সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কেন সাধারণ মানুষকে তাঁর লিখিত কালামকে বিকৃত করতে অনুমোদন দেবেন যা তিনি মানব জাতির কাছে প্রকাশ করেছেন?
- যদি আল্লাহ্ মানুষকে অনুমতি দেন যেন তারা নবীদের কিতাব যেমন মূসা ও দাউদের কিতাবগুলোকে বিকৃত করেন, তাহলে কিভাবে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনি যে কিতাবে ঈমান আনছেন তা একইভাবে বিকৃত হয় নাই?

প্রশ্ন দিয়ে কাউকে বিড়ম্বনায় ফেলা বা অভিভূত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু যেহেতু এই বিকৃত হওয়ার বিষয়টি অনেক লোকের ঈমানের সাথে এমনকি অনন্তকালীন বা আখেরী ফলাফলের সাথে জড়িত, তাই আর একটি প্রশ্ন এখানে করা হলো:

- আপনি কি মনে করেন যে কিতাবুল মোকাদ্দস কোরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে বা পরে ক্ষতিগ্রস্থ বা বিকৃত হয়েছিল?

পরবর্তী বিষয়গুলো পড়ার আগে, একটু সময় নিন এবং পূর্বের বা পরের যে প্রশ্ন আছে তার প্রতি আপনি কি সাড়া প্রদান করবেন তা চিন্তা করুন। পরবর্তী অংশে যাওয়ার আগে হয়ত আপনি চাইলে আপনার উত্তর লিখে রাখতে পারেন।

পূর্বে?

আপনার উত্তর যদি এই হয় যে, কোরআন লেখার আগেই কিতাবের কালাম বিকৃত হয়েছে, তাহলে কেন কোরআন এই বিষয়ে ঘোষণা দেয় যে, এই কিতাবগুলো হচ্ছে মানব জাতির জন্য "পথ প্রদর্শনকারী" এবং "নূর", প্রতারক বা অন্ধকার নয়? কেন কোরআন এই কথা বলে যে, "ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে ফয়সালা করা?" (সূরা ৫:৪৬-৪৭) এবং এটি ঘোষণা করে যে: "আল্লাহ্র কথার কোন হের-ফের হয় না"? (সূরা ১০:৬৪)

যদি কিতাবের কালাম অবিশ্বাস্য বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে, তাহলে কোরআন কেন এই আদেশ দেয়: "যদি তুমি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে?" (সূরা ১০:৯৪ সাকির[৩৯]) এবং "তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ কর"? (সূরা ৩:৯৩)

কিতাবগুলোকে অবিকৃত এবং অক্ষত বলে বিবেচনা করার পাশাপাশি, কাউকে কাউকে এই দোষে দোষারোপ করা হয়েছে যে তারা "বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাকিয়ে কিতাব পাঠ করে" (সূরা ৩:৭৮)।

পরে?

অন্যদিকে, আপনার উত্তর যদি এই হয় যে কোরআন লেখার পরে কিতাবের কালাম বিকৃত হয়েছে, তাহলে অবশ্যই এটি উল্লেখ করতে হয় যে কিতাব যা আজকের দিনে প্রচলিত আছে তা প্রাচীন পান্ডুলিপি থেকে অনূদিত হয়েছে যা কোরআনের অনেক শতাব্দী পূর্বে লেখা হয়েছে।

কোরআন যখন প্রথম পড়া হয়, তখন কিতাবগুলো ইতিমধ্যেই ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে বিতরণ হয়ে গেছে এবং অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে যেমন ল্যাটিন, সিরিয়াক, কপ্টিক, গোথিক, ইথিওপীয় এবং অরামীয় ভাষায়।[৪০]

এই বিষয়ে একটু চিন্তা করুন যে কিভাবে মানুষের একটি দল এই খ্যাতিসম্পন্ন কিতাবের মধ্যে বিকৃতি বা পরিবর্তন প্রবেশ করাতে পারে যা ইতিমধ্যে অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং খুব দ্রুতই সমস্ত পৃথিবীতে শত শত ও হাজার হাজার কপি বিতরণ হয়েছে? চিন্তা করে দেখুন যে, তাদেরকে সমস্ত ভাষায় অনূদিত কপিটির মূল কপি সংগ্রহ করতে হবে এবং তারপর সেই প্রত্যেকটি কপিতে একই রকম পরিবর্তন আনতে হবে যদি তা আজকের দিনের অনুবাদে আনতে হয়। এটি একটি অসম্ভব কাজ হবে।

উপসংহারটি খুবই পরিষ্কার:

- কিতাবুল মোকাদ্দস কোরআন লেখার পূর্বে বিকৃত হয়েছে এই দাবি করার অর্থ হল কোরআনের প্রায় ডজনখানেক আয়াত অস্বীকার করা।[৪১]
- কিতাবুল মোকাদ্দস কোরআন নাযিল হওয়ার পরে বিকৃত হয়েছে এটা দাবি করার অর্থ হল সেই সমস্ত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণগুলো অস্বীকার করা যেগুলো হাজার হাজার পুরাতন পান্ডুলিপি দ্বারা প্রমাণিত।

এই উপসংহারটি নতুন আরেক সেট প্রশ্ন তৈরী করে।

কিতাবের এই হাজার হাজার পান্ডুলিপি এবং অনুবাদ কোথা থেকে এসেছে?

মূল লেখাগুলো তাহলে কোথায়?

মূল লেখা এবং তাদের "হুবহু কপি"

যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত কিছু, এমনকি কিতাবসমূহ বিবর্ণ ও ক্ষয় হয়ে যায়, তাই কিতাবের মূল যে পান্ডুলিপি (যাকে স্বহস্তলিপিও বলা হয়) সেটিও আর নেই। যাহোক, সারাবিশ্বে মিউজিয়াম ও ইউনিভার্সিটিগুলোতে যে হাজার হাজার কপি সংরক্ষিত আছে তা প্রাথমিক সময়কার নবীদের লেখা মূল কিতাব থেকে "হুবহু" কপি করা।

তৌরাত শরীফ, ইঞ্জিল শরীফ, দার্শনিক এরিসটটল, ইতিহাসবিদ ফ্লাভিয়াস যোসেফাস এবং সবার শেষে আসা কোরআন শরীফের[৪২] সমস্ত মূল কপিগুলো ক্ষয় হয়ে হারিয়ে গেছে। সুতরাং পুরানো সমস্ত কিতাবের সাথে এমনটা হয়েছে। শুধুমাত্র মূল কপি থেকে "যেগুলো লিখে রাখা হয়েছিল" সেগুলো রয়ে গেছে।

সেনেগালের বেশিরভাগ লোকেরা এটা বিশ্বাস করে যে কিতাবুল মোকাদ্দসকে জাল করা হয়েছে। তারা এটাতে বিশ্বাস করে না। স্ববিরোধী হলেও তারা তাদের গ্রিয়টস-এ বিশ্বাস করে। গ্রিয়ট হল একজন মৌখিক ইতিহাসবিদ যার প্রধান কাজ হল পরিবার, বংশ ও গ্রাম ইত্যাদির মৌখিক ইতিহাস ও বংশতালিকা মুখস্থ রাখা এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা তুলে ধরা। একজন গ্রিয়টের সক্ষমতা হল পরিবারের সমস্ত তথ্য মনে রাখা এবং হুবহু তা জানানো। একজন গ্রিয়ট তাদের কাজে যতটাই পারদর্শী হোক না কেন সময়ের সাথে তার বিস্তারিত বর্ণনা ও নির্ভুলতা হারিয়ে যেতে থাকে। সত্য সংরক্ষণের জন্য মৌখিক যে পদ্ধতি তা কোনভাবেই লিখিত পদ্ধতির মত নির্ভুল হতে পারে না।

কেন লোকেরা মানুষের মুখের সাক্ষ্যে খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করে কিন্তু আল্লাহ্‌র লিখিত সাক্ষ্যে সহজে বিশ্বাস করে না?

এটা কি বুদ্দিধমানের কাজ?

“আমরা মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করে থাকি, কিন্তু আল্লাহ্র সাক্ষ্য তার চেয়েও বড়; আর তিনি তাঁর পুত্রের বিষয়ে সেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইবনুল্লাহ্র উপর যে ঈমান আনে তার অন্তরে সেই সাক্ষ্য আছে। যারা আল্লাহ্র কথায় ঈমান আনে নি তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বানিয়েছে, কারণ আল্লাহ্ তাঁর পুত্রের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তা তারা ঈমান আনে নি।”

(১ ইউহোন্না ৫:৯-১০)

স্ক্রোল ও ধর্ম-শিক্ষক

কাগজ, প্রিন্টিং প্রেস এবং কম্পিউটার আসার অনেক আগে কিতাব লেখা হয়েছিল। নবীরা আল্লাহ্র কালামকে স্ক্রোলে লিখে রাখতেন যা পশুর চামড়া বা প্যাপিরাস নামক গাছের বাকল দিয়ে তৈরী। এই মূল স্ক্রলগুলো তখনকার দিনের লিপিকারদের হাতে লেখা হত। লিপিকাররা খুবই পেশাদার ব্যক্তি ছিলেন যারা কোন আইনি কাগজ বা দলিলপত্র হুবহু লিখতে, পড়তে এবং আঁকতে পারতেন। কোন কোন লিপিকাররা কিতাবের কালামও হুবহু কপি করেছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল সেগুলোর নিখুঁত অনুলিপি তৈরি করা। “কোন কোন কিতাবের শেষে লিপিকাররা কিতাবের মোট শবদ সংখ্যা লিখে রাখতেন এবং কোন শবদটি ঠিক মাঝখানে তা বলে দিতেন, যাতে তারা উভয় দিক থেকেই নিশ্চিত হতে পারতেন যে কোন শবদই বাদ যায়নি।”[৪৩]

তাদের এত যত্নের সাথে কাজ করা স্বত্ত্বেও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্নতা খুঁজে পাওয়া যেত, যেমন: একটি শবদ, শবদগুচ্ছ বা অনুচ্ছেদ বাদ পড়ে যাওয়া, অথবা কোন নম্বরকে ভুলভাবে কপি করা।[৪৪] যাহোক, পুরাতন পান্ডুলিপিতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য দেখা যায় তার দ্বারা কোন মূল সত্য পরিবর্তন হয় নাই।

আত্মিক বা জাগতিক যে কোন কিতাবের এই ক্ষুদ্র ভুল নিয়ে বিশেষজ্ঞদের কোন রকম সমস্যা হয়নি। হাতে লেখার সময় এই সামান্য ভিন্নতা থাকাটা কিতাবুল মোকাদ্দসের বিষয়ে আরও শক্তিশালী করে যে এর সাথে কোন রকম কাটছাট করা বা অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হয়নি। কোরআনের মত কিতাবুল মোকাদ্দসের এই রকম কোন ইতিহাস নেই যে, কোনব্যক্তি “একটি নিখুঁত কপি” করার চেষ্টা করেছেন এবং বাকি সব পান্ডুলিপি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছেন।[৪৫]

আল্লাহ্ আমাদের জন্য তাঁর বার্তাকে সংরক্ষণ করেছেন। কিন্তু কিভাবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে বর্তমানে যে কিতাব আমাদের কাছে আছে তা সত্যিই নবীদের ও প্রেরিতদের দ্বারা লেখা সেই কিতাব?

মৃত সাগরের কাছে পাওয়া স্ক্রলসমূহ

বর্তমান সময় পর্যন্ত, কিতাবের পুরাতন নিয়মের (যা নবীদের দ্বারা ১৫০০ এবং ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাবেদ লেখা হয়েছিল) প্রাথমিক পরিচিত কপিগুলোর তারিখ বলা হয়েছে প্রায় ৯০০ খ্রীষ্টাবদ। মূল স্ক্রল ও শতশত বছর ধরে অনুলিপি করা স্ক্রলগুলোর মধ্যে সময়ের এত পার্থক্য থাকার কারণে অনেক সমালোচকগণ এটি দাবি করেন যে এটা নিশ্চিত করে জানা প্রায় অসম্ভব যে নবীরা আসলে কি লিখেছিলেন।[৪৬]

তারপর মৃত সাগরের কাছে পাওয়া স্ক্রলগুলো আবিষ্কার হল।

বছরটি হলো: ১৯৪৭

স্থান: মৃত সাগরের কাছে ক্ষিরবেট কুমরান নামক স্থান।

বিশেষ খবর: একজন বেদুইন রাখাল বালক তার হারানো ছাগল খুঁজতে গিয়ে একটি গুহার মধ্যে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় যেখানে একটি মাটির পাত্রে অনেকগুলো পুরানো স্ক্রল ঢুকানো ছিল যা হীব্রু, অরামীয় ও গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে এগারোটি গুহার মধ্যে প্রায় ২২৫টি কিতাবুল মোকাদ্দসের স্ক্রল খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে এই স্ক্রলগুলো ২৫০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ৬৮ খ্রীষ্টাবেদর মধ্যে লেখা হয়েছিল। এই স্ক্রলগুলোর বেশিরভাগই প্রায় ২০০০ বছর পুরানো ছিল। কি অদভুত আবিষ্কার!

কুমরানের গুহার মধ্যে আনুমানিক ৭০ খ্রীষ্টাবেদর সময়ে (ঐ বছরে রোমীয়েরা জেরুজালেমে রাজত্ব করত) এক দল ইহুদী যারা এসেনিস নামে পরিচিত, তারা স্ক্রলগুলো লুকিয়ে রেখেছিলেন। এই লোকেরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল যে তাদের যাই হোক না কেন এই লেখাগুলো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। যখন ইহুদীদেরকে মেরে ফেলা হচ্ছিল বা তারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন কিতাবের স্ক্রলগুলো সুরক্ষিত করা হয়েছিল। প্রায় ১৯০০ বছর প্যাপিরাস এবং চামড়ার তৈরি স্ক্রলগুলো মৃত সাগরের শুষ্ক স্থানে মাটির পাত্রের মধ্যে লুকানো ছিল।

এই পুরাতন স্ক্রলগুলোর আবিষ্কার সম্পর্কে সমস্ত পৃথিবীতে খবর ছড়িয়ে পড়ল, অনেকেই মনে করেছিল যে বর্তমান পান্ডুলিপির সাথে এই পুরানো পান্ডুলিপির অনেক বড় পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

সম্ভবত, "কিতাবুল মোকাদ্দস পরিবর্তিত হয়ে গেছে" এই দাবিটি নিশ্চিত হওয়া যাবে!

নাস্তিক বা অবিশ্বাসীরা খুবই হতাশ হয়ে পড়ল। শুধুমাত্র কিছু বানান ভুল ও গ্রামারের ভুল খুঁজে পাওয়া গেল। এই পুরাতন পান্ডুলিপির সমস্ত তথ্য বর্তমান কিতাবের মত একই রয়েছে।

কিতাবুল মোকাদ্দস যে পরিবর্তন বা বিকৃত হয়েছে সেই সম্পর্কে মৃত সাগরের স্ক্রল বিশেষজ্ঞদের অফিসিয়াল রায় কি? "আজ পর্যন্ত যা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তা এটা নিশ্চিত করে যে এই ধরনের কোন পরিবর্তন সংঘঠিত হয়নি।"[৪৭]

ইতিহাসের সবচেয়ে সেরা সংরক্ষিত পুস্তক

নতুন নিয়মের ক্ষেত্রে প্রায় ২৪,০০০ এর বেশি প্রাচীন পান্ডুলিপি রয়েছে, যার মধ্যে ৫,৩০০টি মূল গ্রীক ভাষায় এবং সেগুলোর মধ্যে ২৩০টি ৬ষ্ঠ খ্রীষ্টাবেদর পূর্বে। এগুলো প্রমাণ করে যে নতুন নিয়ম হল ইতিহাসের সেরা নথিভুকত পুস্তক।

তুলনা করার স্বার্থে, গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের লেখা বিবেচনা করুন, যিনি ৩৮৪ ও ৩২২ খ্রীষ্টপূর্ব সময়ে বেঁচে ছিলেন। অ্যারিস্টটল সর্বকালের অন্যতম প্রভাবশালী চিন্তাবিদ। তবুও আমরা জানি যে তার দর্শন ও যুকিত যা জানি তা অলপ কিছু পান্ডলিপি থেকে আসে,

যার প্রাচীনত তারিখ হচ্ছে ১১০০ খ্রীষ্টাবদ এবং মূল লেখা থেকে যার ব্যবধানে প্রায় ১৪০০শ বছরের। কিন্তু তার পরেও কেউই অ্যারিস্টটলের চিন্তা ও কথার সত্যতা বা সংরক্ষণের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করে না।

নতুন নিয়মের হাজার হাজার পান্ডুলিপি ছাড়াও বিশেষজ্ঞরা কিতাবুল মোকাদ্দসের বাইরেও নতুন নিয়ম থেকে হাজার হাজার উদ্বৃতি খুঁজে পেয়েছেন যা লেখা হয়েছিল প্রায় ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে (টিকে থাকা সম্পূর্ণ নতুন নিয়মের পান্ডুলিপির প্রাচীনতম তারিখ)। এই উদধৃতিগুলো এতটাই বিশাল পরিমাণে ছিল যে শুধুমাত্র এই লেখা দিয়েই সম্পূর্ণ নতুন নিয়মটি পুনঃস্থাপিত করা যেত।[৪৮]

এই সমস্ত প্রমাণগুলো থেকে এটা দেখা যায় যে নতুন নিয়ম হল প্রাচীন সময়ের সর্বোত্তম সংরক্ষিত পুস্তক।

ভিন্ন ভিন্ন কিতাবুল মোকাদ্দস?

সম্ভবত: আপনি কাউকে কাউকে বলতে শুনেছেন যে, “কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অনেকগুলো কিতাবুল মোকাদ্দস আছে! কোন অনুবাদ বা সংস্করণটি সঠিক?”

কিতাবুল মোকাদ্দসের পুরাতন পান্ডুলিপি এবং সেই লেখার বিভিন্ন ধরনের অনুবাদগুলোর মধ্যকার যে পার্থক্য তা বুঝতে পারাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক অনেক বছর এমনকি কোরআন আসারও কয়েক শতাবদী আগে লিপিকাররা এই পান্ডুলিপিগুলোর অনুলিপি তৈরি করেছেন। বর্তমানে মুদ্রিত যে কিতাবগুলো আমরা পাই তা এই প্রাচীন পাঠ্যাংশগুলো থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।[৪৯] সম্পূর্ণ হোক বা অংশ বিশেষ, কিতাব এর মূল যে ভাষা (হিব্রু, অরামিক এবং গ্রীক) তা থেকে প্রায় ২৪০০র বেশি ভাষায় কিতাব অনূদিত হয়েছে।

সেই ভাষাগুলোর মধ্যে ইংরেজী একটি ভাষা।

কিতাব প্রায় ডজন ডজন চমৎকার ইংরেজী অনুবাদে পাওয়া যাচ্ছে যাকে সংস্করণ বলা হয়। প্রত্যেকটি সংস্করণেই কিছুটা ভিন্নতা আছে যা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ হওয়ার সময়ে ঘটেছে। অনুবাদকারীদের পছন্দনীয় শবদ ভিন্ন হতে পারে কিন্তু যখন তারা বিশ্বস্তভাবে অনুবাদ করেছেন তখন এর অর্থ এবং বার্তা একই রয়ে গেছে।

এই পুস্তকে বিবিএস কতৃক অনুবাদিত “কিতাবুল মোকাদ্দস” সংস্করণটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটি ব্যবহার করার কারণ হল যেন এর পাঠকেরা পাক-কিতাবকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে।

এখানে একটি উদাহরণ দেয়া হল যা একই আয়াতের দুইটি ভিন্ন সংস্করণ:

কেরি ভার্সন: "আর তোমরা যখন উপবাস কর, তখন কপটীদের ন্যায় বিষন্ন-বদন হইও না; কেননা তাহারা লোককে রোজা দেখাইবার নিমিত্ত আপনাদের মুখ মলিন করে; আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরষ্কার পাইয়াছে।" (মথি ৬:১৬)

কিতাবুল মোকাদ্দস ভার্সন: "আর তোমরা যখন রোজা রাখ, তখন ভন্ডদের মত মুখ কালো করে রেখ না, কেননা তারা লোককে রোজা দেখাবার জন্য নিজেদের মুখ কালো করে রাখে; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা তাদের পুরষ্কার পেয়ে গেছে।" (মথি ৬:১৬)

যদিও এখানে শব্দের ভিন্নতা আছে কিন্তু অর্থ একই।

আল্লাহ্ মহান

হাস্যকরভাবে, মানুষ আল্লাহ্‌র লিখিত কালামকে জাল করেছে—এই অভিযোগটির সম্ভবত সেরা খন্ডনটি সমস্ত বিশ্বের মসজিদগুলোতে সারাদিন ধরে ঘোষণা করা হয়।

আমি আজকে সকালেও তা শুনেছি।

"আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর!"

(আল্লাহ্ মহান! আল্লাহ্ মহান!)

হ্যাঁ, আল্লাহ্ মহান—মানুষের চেয়ে বেশি মহান এবং সমস্ত যুগের চেয়ে মহান। সমস্ত জাতির রহমতের জন্য এবং আল্লাহ্‌র নিজের সম্মান/গৌরব রক্ষার জন্য, সত্য ও জীবন্ত আল্লাহ্ তাঁর বার্তাকে সমস্ত প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত করে রেখেছেন।

আল্লাহ্ শুধুমাত্র এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালকই নন; তিনি তাঁর কালামের লেখক এবং রক্ষাকর্তাও বটে।

"হে মাবুদ, তোমার কালাম বেহেশতে চিরকাল স্থির আছে।" (জবুর শরীফ ১১৯:৮৯)

সীমাহীন বাধাসমূহ

এই সময়ে এটি চিন্তা করতে খুবই ভাল লাগছে যে, প্রত্যেকেই যারা যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা আল্লাহ্‌র কালাম শোনা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখার জন্য যে বাধা তা অতিক্রম করতে শুরু করেছেন। যদিও অভিজ্ঞতা ভিন্ন বিষয় প্রকাশ করে। কোন কোন

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সবসময়ই সত্যের পথে একটি না একটি বাধা থাকবেই এবং আজকে একটি তো কালকে আরেকটি।[৫০] কয়েকদিন আগে আমি এই ইমেইলটি পেয়েছি:

> প্রেরণ করা বিষয় ইমেইলের মতামত
>
> আপনার উত্তরের জন্য ধন্যবাদ। আমি স্মরণ করতে পারি যে কোন এক স্থানে আল্লাহ্ বলেছেন: "আমরা আমাদের মত করে এবং আমাদের সংগে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরী করি।" আমি সব সময় এই চিন্তা করি যে 'আমাদের' বলতে আসলে কাকে বোঝানো হয়েছে। কিতাবের কি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ রয়েছে? কোনটা আসলে সঠিক? সেখানে কি অনেকগুলো ধর্ম রয়েছে? যদি কোন ধর্মই না থাকত তাহলে কি এখনও টুইন টাওয়ার টিকে থাকত না? ঈসায়ী ধর্ম কি অনেকের মৃত্যুর জন্য দায়ী নয়? এবং আপনি যা বিশ্বাস করেন তার উপর আপনি এত নিশ্চিত কিভাবে? কেন, কেন, কেন, কেন? আমরা চিরকাল ধরে একটি পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে প্রশ্ন করতে পারি এবং এর জন্য উত্তর উদ্ভাবন করতে পারি, যেভাবে অনেক প্রচারকেরা করে থাকেন যাতে টাকা-পয়সা আসতে থাকে। আর আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছেন? আমি ভুলে গিয়েছি। ধন্যবাদ।

যদিও আল্লাহ্‌র কিতাব মানুষের কঠিন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর সরবরাহ করে থাকে, তবুও এক পর্যায়ে যারা জীবনে অনন্তকালীন সত্যকে খোঁজার চেষ্টা করে, তাদেরকে অবশ্যই মানুষের **কেনগুলোর** প্রতি মনোনিবেশ করা বন্ধ করে বরং আল্লাহ্‌র **কালামের উপর আলোকপাত করা শুরু করা উচিত।**

লোকদের কিতাবুল মোকাদ্দস উপেক্ষা করার সত্যিকারের কারণ

লোকেরা কেন আল্লাহ্‌র সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তার সত্যিকারের কারণগুলো আল্লাহ্‌র কিতাবে পাওয়া যায়।

এখানে তিনটি কারণ উল্লেখ করা হলো:

১. দূষিত হৃদয়

কোন কোন লোক কখনই কিতাব পড়তে চায় না যার সাধারণ কারণ হল তারা সত্যিকার ভাবে তাদের সৃষ্টিকর্তা-মালিককে জানতে চায় না।

মানুষের হৃদয় (এটি কোন হৃদয়প্রণালীর পাম্প নয়, কিন্তু

আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন কেন্দ্র—আত্মা) সম্পর্কে কিতাব এই কথা ঘোষণা করে: [বিপথগামী] “মাবুদ বেহেশত থেকে নীচে মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, দেখতে চাইলেন কেউ সত্যিকারের জ্ঞান নিয়ে চলে কিনা, দেখতে চাইলেন কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত কাজ করে কিনা। তিনি দেখলেন, সবাই ঠিক পথ থেকে সরে গেছে, …” (জবুর শরীফ ১৪:১-৩)

মানুষের কিতাবকে প্রত্যাখ্যানের সাথে বিকৃত কিতাবের কোন সম্পর্ক নেই; কিন্তু বিকৃত হৃদয়ের সাথে এর পূর্ণ যোগাযোগ রয়েছে।

বাদশাহ্‌ সোলায়মান লিখেছেন: “আল্লাহ্‌ মানুষকে খাঁটিই তৈরী করেছিলেন, কিন্তু মানুষ নানা চালাকির পিছনে চলে গেছে।” (হেদায়েতকারী ৭:২৯)। যদি আমাদের স্বভাবগত যে বৈশিষ্ট্য সেই অনুসারে চলি, তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের পছন্দ করা পথেই চলব, নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করব এবং আমাদের পিতামাতার ধর্ম অনুসারেই বাঁচব ও মরব। তখন আমরা আসলে আল্লাহ্‌কে জানার জন্য অনুসন্ধান না করার কারণ খুঁজতে থাকব। খুব শীঘ্রই যখন আমরা কিতাবের মধ্যে দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করব, আমরা আবিষ্কার করতে পারব যে কেন আমরা এই রকম। এখন, এটা জানবেন যে আল্লাহ্‌র কিতাবে বারবার সতর্ক করার পিছনে নিশ্চয়ই কোন মহৎ কারণ রয়েছে: “যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।” (মথি ১৩:৯) [৫১]

২. দুশ্চিন্তা ও ধন-সম্পদ

অনেক লোক তারা আল্লাহ্‌র বার্তা বুঝতে ব্যর্থ হয় কারণ তাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা বর্তমানকে কেন্দ্র করেই হয়ে থাকে। “কিন্তু সংসারের চিন্তা-ভাবনা এবং ধন-সম্পত্তির মায়া সেই কথাকে চেপে রাখে।” (মথি ১৩:২২)

নাসরতীয় ঈসা একজন ধনী লোকের গল্প বলেছিলেন যিনি তার সমস্ত জীবনে নবীদের কিতাবগুলো অবহেলা করে এসেছিলেন। সম্ভবত এই লোকটি তার বিবেককে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল যে কিতাব অবিশ্বাস্য। কারণ যেটাই হোক না কেন, লোকটি মারা গেলেন এবং তিনি নিজেকে দোজখে দেখতে পেলেন। যারা বেঁচে আছেন তাদের জন্য সতর্কতাস্বরূপ আল্লাহ্‌ এই লোকটিকে বেহেশ্তে নবী ইব্রাহিমের সাথে কথা বলার অনুমতি দিলেন। ধনী লোকটি তার জিহ্বাকে ঠান্ডা করার জন্য এক ফোটা পানি চাইলেন কিন্তু কিছুই পেলেন না। যখন এই লোকটি বুঝতে পারল যে সে সারাজীবন আশাবিহীন ছিলেন, তাই তিনি ইব্রাহিমের কাছে ভিক্ষা চাইলেন যেন তিনি মৃতদের মধ্যে থেকে কাউকে পাঠান যিনি তার জীবিত পাঁচ ভাইকে সতর্ক করতে পারেন, “যেন তাদেরকে এই যন্ত্রণার স্থানে আসতে না হয়!”

ইব্রাহিমের উত্তর ছিল খুবই পরিষ্কার।

> “ইব্রাহিম তাকে বললেন, ‘তাদের কাছে মূসার শরীয়ত ও নবীদের কিতাব রয়েছে; তাদেরই কথায় তারা মনোযোগ দিক্, তখন সে বলল, ‘তা নয়, পিতা ইব্রাহিম; কিন্তু যদি মৃতদের মধ্যে থেকে কেউ তাদের কাছে যায়, তাহলে তারা মন ফিরাবে।’ কিন্তু তিনি তাকে বললেন, ‘যদি তারা মূসা ও নবীদের কিতাবে মনোযোগ না দেয়, তবে মৃতদের মধ্য থেকে কেউ উঠলেও তারা মন ফিরাবে না।’ ” (লূক ১৬:২৭-৩১)

আল্লাহ্‌র সত্য সম্পর্কে অধিক নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি আশ্চর্য কাজ ও চিহ্নের চেয়েও তাঁর লিখিত কালামকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি তাঁর নবীদের কিতাব আমাদের জন্য দিয়েছেন এবং সংরক্ষণ করেছেন এবং তিনি প্রত্যাশা করেন যেন আমরা “তা শুনি”।

৩. মানুষের ভয়

কিছু লোক আছেন যারা কখনই কিতাব পড়েন না কারণ তারা ভয় পায় যে অন্য লোকেরা কি বলবে।

আমার একজন প্রতিবেশী একদিন আমাকে বললেন, “যদি আমার পরিবার না থাকত তাহলে আমি কিতাবুল মোকাদ্দস পড়তাম!” তখনই কিতাব আমাকে এই কালাম দিলেন, “মানুষকে যে ভয় করে সেই ভয় তার পক্ষে ফাঁদ হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু যে মাবুদের উপর ভরসা করে সে নিরাপদে থাকে।” (মেসাল ২৯:২৫)

আপনি কোন অবস্থানে আছেন? আপনি কি পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব কি চিন্তা করবে, কি বলবে, অথবা যদি তারা আপনাকে কিতাব পড়তে দেখে তাহলে কি হবে সেই ভয়ে ভীত?

ভয় পাবেন না। “আল্লাহ্‌র উপর যে বিশ্বাস করে সে রক্ষা পাবে।”

আল্লাহ্‌র দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, তাঁর বার্তা অবহেলা বা প্রত্যাখ্যান করার মত বৈধ কোন কারণ নেই।

৪

বিজ্ঞান ও কিতাব

> “তিনি শূন্যে উত্তরের আসমান বিছিয়ে দিয়েছেন; শূন্যের মধ্যে দুনিয়াকে ঝুলিয়ে রেখেছেন।
>
> — নবী আইয়ুব (আইয়ুব ২৬:৭)

বেশ কয়েক বছর আগে, আমি ও আমার স্ত্রী একটি গভীর গুহাতে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম। যখন আমাদের গাইড/পথ প্রদর্শক চিত্তাকর্ষক কিছু শিলা পাথরের গঠন এবং শিলা থেকে ঝুলন্ত চুনাপাথর পাথরগুলো দেখাচ্ছিলেন তখন তিনি এই রকম কিছু বললেন: “এই যা কিছু দেখছেন তা শুরু হয়েছে এক ফোটা পানি থেকে। প্রায় ৩৩০ মিলিয়ন বছর আগে একটি অগভীর আভ্যন্তরীণ সমুদ্র এই স্থানটিকে আবৃত করেছিল, এবং পলিমাটির স্তর পরতে পরতে ক্রমে ক্রমে এই চুনাপাথরের অবস্থায় এসে পৌছায়…”

এটা শুনতে খুবই বিজ্ঞানসম্মত মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যে এর শুরুর দিকে মানুষ সেখানে পর্যবেক্ষক হিসেবে ছিল। সে যখন কথা বলেই যাচ্ছিল, তখন নবী আইয়ুব এর কাছে বলা আল্লাহ্‌র কালামের কথাগুলো আমার মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো: “আমি দুনিয়ার ভিত্তি স্থাপন করবার সময় তুমি কোথায় ছিলে? যদি তোমার বুদ্ধি থাকে তবে বল” (আইয়ুব ৩৮:৪)। ভ্রমণের শেষের দিকে, আমি আমাদের গাইড/পথ প্রদর্শককে ধন্যবাদ জানালাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কিভাবে ভূবিজ্ঞানীরা জানলেন যে, এই গুহাটি লক্ষ লক্ষ বছরের পুরানো। তিনি বললেন যে, তিনি আসলে জানেন না এবং তারপর তনি বললেন, “আমি শুধুমাত্র আপনাকে তাই বলেছি যা আমি বলার জন্য প্রশিক্ষণ পেয়েছি।”

প্রকৃত বিজ্ঞান

সায়েন্স বা বিজ্ঞান শবদটি ল্যাটিন শবদ সায়েনটিয়া থেকে এসেছে যার অর্থ হল জ্ঞান।[৫২] সায়েন্সের ক্রিয়াপদ সাইরি শবেদর অর্থ হল জানা। কোন কিছু জানা হচেছ সন্দেহ ছাড়াই তা সত্য বলে গণ্য করা। যখন কোন বিজ্ঞানী অনুমানকে বিজ্ঞান হিসেবে ধরে নেন, সেটি তখন বিজ্ঞান হয়ে যায় না।

১৯৭০ এর মাঝামাঝি সময়ে, ফরাসি ডাকতার মরিস বুকাইল, যিনি রাজা ফয়সালের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন, তিনি একটি বই লিখেছিলেন যার নাম হল কিতাবুল মোকাদদস, কোরআন এবং বিজ্ঞান। এই বইটি, মুসলিম বিশ্বের বইয়ের দোকানগুলোর সামনের দিকে এবং মসজিদগুলোতে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছিল, যা দাবি করেছিল যে কিতাবুল মোকাদদস আধুনিক বিজ্ঞানের বিপরীত। বুকাইল বলেছেন যে কিতাবুল মোকাদদসের প্রথম পৃষ্ঠায় সৃষ্টির যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা “সম্ভবত পুরানো কোন রূপকথা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে,” কারণ এটি মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে মানুষের পরিবর্তিত তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়।[৫৩] অনেকের মতই, বুকাইলও ভুলভাবে বিবর্তণীয় তত্ত্বকে প্রকৃত বিজ্ঞানের সমতুল্য করেছেন।[৫৪]

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, কিতাবকে ভৌত বিজ্ঞান শেখানোর জন্য দেওয়া হয়নি, বরং আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান প্রকাশ করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তাঁর কিতাব আমাদেরকে দিয়েছেন যেন আমরা জানতে পারি যে তিনি কে, তিনি কেমন এবং আমাদের জন্য তিনি কি করেছেন। সেই সাথে তিনি কিতাব দিয়েছেন যেন আমরা এটাও জানতে পারি যে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, কেন আমরা এই পৃথিবীতে আছি এবং আমরা কোথায় যাব। এই তথ্য কোন গবেষণা কেন্দ্রে যাচাই করা বা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। অধিকন্তু, কিতাব যেহেতু জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তাই এতে অবাক হওয়ার মত কিছু নেই যে কিতাবে প্রাকৃতিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা মানুষের কাছে অজানা ছিল যখন কিতাব লেখা হয়েছিল।

প্রথমে আল্লাহ্ বলেছিলেন

আসুন আমরা সাতটি বৈজ্ঞানিক উদাহরণ দেখি যা বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার করার পূর্বেই আল্লাহ্র কিতাবে লিপিবদধ করা রয়েছে। পরবর্তীতে, যখন আমরা কিতাবের যাত্রার বিষয়ে চিন্তা করতে শুরু করব তখন কিতাবের বেশ কিছু আকর্ষণীয় বৈজ্ঞানিক উদাহরণের সম্মুখীন আমরা হব।

১. **গোলাকার পৃথিবী** আধুনিক ইতিহাসের কিতাবগুলো এই শিক্ষা

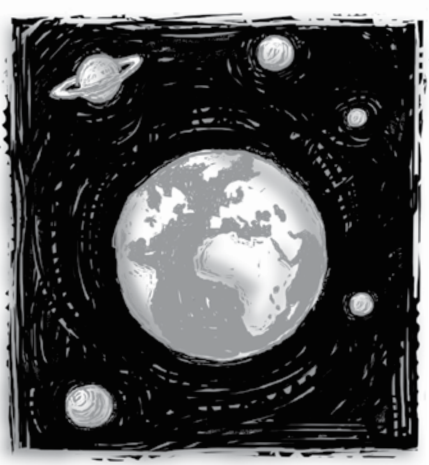

দেয় যে, ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, "গ্রীক লোকেরা প্রথম এই তত্ত্ব প্রদান করেন যে পৃথিবী গোলাকার…। সেই সাথে গ্রীক দার্শনিকেরা এই সারাংশও টানেন যে পৃথিবিই শুধুমাত্র একটি গোলক হতে পারে, কারণ, তাদের মতে, এটাই ছিল 'সবচেয়ে নিখুঁত' আকার।"[৫৫] যদিও প্রায় হাজার বছর আগে, নবী আইয়ুব ইতিমধ্যেই এই কথা ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ্ যিনি **"তিনি শূন্যে উত্তরের আসমান বিছিয়ে দিয়েছেন; শূন্যের মধ্যে দুনিয়াকে ঝুলিয়ে রেখেছেন। … আলো ও অন্ধকার যেখানে গিয়ে মিলিত হয় সেখানে তিনি আকাশ ও সাগরের মধ্যে সীমানা টেনেছেন।"** (আইয়ুব ২৬:৭,১০) এবং গ্রীকদেরও প্রায় ৪০০ বছর আগে নবী সোলায়মান এই কথা বলেছেন যে আল্লাহ্ "তিনি যখন সাগরের উপরে চারদিকের সীমানা ঠিক করছিলেন," (মেসাল ৮:২৭)। এবং ৭০০ খ্রীষ্টপূর্ব, যা গ্রীক দার্শনিকদের আসার ২০০ বছর আগে, ইশাইয়া ঘোষণা করেছেন: "দুনিয়ার গোল আসমানের উপরে তিনিই সিংহাসনে বসে আছেন" (ইশাইয়া ৪০:২২)। গ্রীক শবদ সার্কেল বা গোলাকার শবদটিকে গোলক হিসাবে অনুবাদ করা যায়। সুতরাং পৃথিবীর গোলাকার রূপ সম্পর্কে কে প্রথমে বলেছেন—গ্রীক দার্শনিকেরা নাকি আল্লাহ্? অবশ্যই, এটি আল্লাহ্ ছিলেন, যিনি দুনিয়ার নির্মাণকর্তা/স্থপতি।

২. পানির চক্র সেই সাথে নবী আইয়ুব কিতাব পানি চক্রের কথাও বর্ণনা করে: **"তিনি পানির ফোঁটা টেনে নেন, সেগুলো বাস্প হয় এবং বৃষ্টি হয়ে পড়ে। মেঘ তা ঢেলে দেয়, আর মানুষের উপর প্রচুর বৃষ্টি পড়ে। কে বুঝতে পারে তিনি কেমন্ করে মেঘ বিছিয়ে দেন? কিংবা তাঁর বাসস্থান থেকে মেঘের গর্জন করেন?"** (আইয়ুব ৩৬:২৭-২৯) এভাবে, কিতাব বৃষ্টির চক্রের বর্ণনা করে, যেখানে তরল পদার্থ প্রথমে বাষ্পে পরিণত হয়, বিন্দু বিন্দু পানির আকার ধারণ করে মেঘমালায় পরিণত হয়, এবং তারপর বিন্দু কণাগুলো একসাথে হয়ে বড় আকার ধারণ করে এবং মেঘের মধ্যে আটকে থাকে। নবী আইয়ুবও বলেছেন যে মেঘ অনেক পানিকে আটকে রাখতে পারে: "তাঁর মেঘের মধ্যে তিনি পানি আটকে রাখেন, কিন্তু তার ভারে মেঘ ফেটে যায় না।" (আইয়ুব ২৬:৮)[৫৬]

৩. একই বংশ প্রায় তিন হাজার পাঁচ শত বছর আগে, নবী মূসা লিখেছেন: “পরে আদম তার স্ত্রীর নাম হাওয়া (জীবিত) রাখলেন, কেননা **তিনি জীবিত সকলের মা হলেন।**” (পয়দায়েশ ৩:২০)। কিতাব অনুসারে, সমস্ত মানব জাতি একজন মা থেকে এসেছে। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে ছিলেন বা একমত ছিলেন না। এরপর, সমস্ত বিশ্বের থেকে মাতৃগর্ভের ডিম্বাণু নিয়ে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ (মানুষের জীণগত সংকেতের একটি অংশ যা মায়ের কাছ থেকে সন্তানের মধ্যে প্রবেশ করে)-এর এক বিশাল গবেষণার পর গবেষকেরা এই উপসংহারে এসেছেন যে বর্তমানে যে মানব সমাজ রয়েছে তা একই পূর্ব পুরুষ মহিলা থেকে এসেছে।[৫৭] এর বেশ কয়েক বছর পর, গবেষণায় দেখা গেছে যে মানব জাতি একই পূর্ব পুরুষ থেকেই এসেছে।[৫৮] পরবর্তীতে এই গবেষকগণ এটা বুঝতে পেরেছেন যে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও খরচ কিতাবের সত্যতাকেই নিশ্চিত করে।

৪. রক্তেতই জীবন মূসাও এই কথা বলেছেন যে: “কেননা **রক্তের মধ্যেই** শরীরের প্রাণ থাকে।” (লেবীয় ১৭:১১) উনবিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত অনেক রক্তপাতের সম্ভাব্য মারাত্বক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সম্প্রতি শুধুমাত্র চিকিৎসা সম্প্রদায় বিষয়টি বুঝতে পেরেছে।[৫৯]

৫. পৃথিবীর পরিপককতা তিন হাজার বছর আগে, নবী দাউদ লিখেছেন যে পৃথিবী একদিন **“ধ্বংস”** হবে, এবং “**পুরানো কাপড়ের মত** নষ্ট হয়ে যাবে।” (জবুর শরীফ ১০২:২৬) আধুনিক বিজ্ঞানও একমত হয়েছে যে আমাদের পৃথিবী ধীরে ধীরে পুরানো হয়ে যাচ্ছে, এর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষমতা কমে আসছে এবং প্রতিরক্ষামূলক ওজোন স্তর পাতলা হয়ে আসছে।

৬. সমুদ্র বিজ্ঞান নবী দাউদ “সমুদ্রের **পথ**” সম্পর্কে লিখেছেন। (জবুর শরীফ ৮:৮)। এটি ছিল সেই ছোট বাক্য যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নৌ সেনাপতি ম্যাথিউ ফনটেইন ম্যাউরি (১৮০৬-১৮৭৩) তার জীবন সমুদ্রের স্রোতের তথ্য আবিষ্কার করার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে যেহেতু আল্লাহ্ সমুদ্রের “পথ” সম্পর্কে বলেছেন, সেহেতু তিনি এর মানচিত্র তৈরী করতে সক্ষম হবেন। ম্যাউরি তাই করলেন এবং “সমুদ্রবিজ্ঞানের জনক” হিসাবে পরিচিত হলেন।[৬০]

৭. জ্যোতিষবিদ্যা প্রায় ২০০০ বছর আগে, প্রেরিত পৌল লিখেছেন: “সূর্যের উজ্জ্বলতা এক রকম, চাঁদের এক রকম এবং তারাগুলোর আর এক রকম। এমন কি, উজ্জ্বলতার দিক থেকে একটা

তারা অন্য আর একটার চেয়ে আলাদা।” (১ করিন্থীয় ১৫:৪১) খালি চোখে সব তারা-নক্ষত্র একই রকম মনে হয়। তবুও বর্তমান সময়ে, জ্যোতিষবিজ্ঞানীরা টেলিস্কোপ ও আলোক বর্ণালী বিশ্লেষণ করে বলেন যে: “রঙ ও উজ্জ্বলতার দিক থেকে তারা-নক্ষত্র ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোন কোন তারা দেখতে হলুদ, সূর্যের মত। অন্যটা হয় নীল অথবা লাল।”[৬১] “প্রত্যেকটি তারাই আলাদাভাবে ভিন্ন প্রকৃতির।”[৬২] কিভাবে প্রেরিত পৌল প্রথম শতাব্দীর সময়ে এই বিষয়ে জেনেছিলেন?

অন্ধ বিশ্বাস?

যদিও কিতাবে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আরও অনেক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে কিন্তু এই সাতটি উদাহরনের যে সাধারণ শিক্ষা তা হলোঃ যদিও কিতাব কোন বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক নয়, তারপরও এটি বিজ্ঞান সম্পর্কে বলে এবং তা পরিপূর্ণ সত্য ও নিখুঁত।

কেউ কেউ কিতাবকে “অন্ধের মত বিশ্বাস” করেন। তাই না? নাকি এটি সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্বাস যা সুনিশ্চিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরী? কিতাবে ধারাবাহিকভাবে লিখিত যে প্রমাণগুলো উঠে এসেছে, তাতে বিশ্বাস আনার জন্য আমরা বোকা হই বা চালাকই হই এই লেখাগুলো সত্যি—এমনকি যখন এর শিক্ষা আমরা পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে বা প্রমাণ করতেও পারি না?

আল্লাহ্ চান না যেন আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মহত্যার পথ বেছে নেই। তিনি আমাদের কাছে “অনেক সুনিশ্চিত প্রমাণ” (প্রেরিত ১:৩) দিয়েছেন যা তাঁর কিতাবের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করে।

ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে কিছু কিছু প্রমাণ রয়েছে যা প্রমাণ করে যে পুরাতন ও নতুন নিয়ম হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সংরক্ষিত কিতাব। কিন্তু এই কিতাবগুলোতে থাকা প্রকৃত তথ্যের কী হবে? তা কি বিশ্বাস করা যায়?

কিতাবুল মোকাদ্দস পন্ডিত এবং সন্দেহবাদীদেরকে এর নির্ভুলতা পরীক্ষা করার জন্য হাজার হাজার সুযোগ প্রদান করে, যেহেতু এর প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, স্থান বা ঘটনার নাম রয়েছে।

ইতিহাস, ভুগোল ও প্রত্নতত্ত্ব কি প্রকাশ করে?

শত শত বছর ধরে অনেক লোক কিতাবের ঐতিহাসিক সত্যতাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। সেই রকমই একজন সন্দেহবাদীর নাম হচ্ছে স্যার উইলিয়াম মিচেল র্যামসে (১৮৫১-১৯৩৯), যিনি বিশ্বের

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে অন্যতম। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে র‌্যামসে কিতাবের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ করতেন। কিন্তু তার আবিষ্কার ধীরে ধীরে তার চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করতে লাগল এবং প্রায় ৩০ বছর অধ্যয়ন করার পর তিনি লিখেছেন, "লূক হচ্ছেন একজন প্রথম শ্রেণীর ইতিহাসবিদ; তার বিবৃতিগুলো শুধুমাত্র বিশ্বাসযোগ্যই নয়... এই লেখককে প্রধান প্রধান ইতিহাসবিদদের সাথে গণনা করা উচিত।"[৬৩]

লূক ছিলেন একজন ডাক্তার, একজন ইতিহাসবিদ, ঈসার একজন অনুসারী এবং ইঞ্জিল শরীফের লূক লিখিত সুসমাচার ও প্রেরিতদের কার্যাবলীর লেখক। কিতাবের এই দুটি পুস্তকে প্রায় ৯৫ টি ভৌগলিক স্থানের কথা উল্লেখ আছে (৩২টি দেশ, ৫৪টি শহর এবং ৯টি দ্বীপ), এবং সেই সাথে অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও ঘটনার কথা উল্লেখ আছে। সমালোচকেরা অনেক কষ্ট করেছেন যেন লূক যা নথিবদ্ধ করেছেন তার সাথে প্রত্নতত্ত্ব, ভূগল ও কিতাবের বাহিরের ইতিহাসের মধ্যে তারা অসঙ্গতি খুঁজে পেতে পারেন। কিন্তু তারা হতাশ হয়েছেন। প্রত্যেকবারই লূকের লেখা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

লূকের লেখা সুসমাচারের একটি বাক্য এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করবে। এটি একটি শবদগুচ্ছ যা পৃথিবীতে নাসরতীয় ঈসার পরিচর্যা কাজকে ঐতিহাসিক ধারায় স্থাপন করার চেষ্টা করেছে।

> "**টিবেরিয়াস সম্রাটের** রাজত্বের পঞ্চদশ বছরে যখন **পন্তীয় পীলাত** এহুদিয়ার শাসনকর্তা, হেরোদ গালীলের বাদশাহ্, তার ভাই ফিলিপ যিতূরিয়া ও ত্রাখোনীতিয়া প্রদেশের বাদশাহ্ এবং **লুষাণিয়** অবিলীনীর বাদশাহ্, তখন হানন ও **কায়াফা** মহা ইমাম ছিলেন। ঠিক এই সময়ে আল্লাহ্‌র কালাম মরুভূমিতে জাকারিয়ার পুত্র ইয়াহিয়ার কাছে নাজেল হল।" (লূক ৩:১-২)

লূক কি সঠিক ছিলেন?

অনেক নাম ও বিস্তারিত বর্ণনা থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন লোকেরা করে যে, "লূক কি সত্যিই সঠিক ছিলেন?" পরীক্ষামূলকভাবে, আসুন চারজন লোকের বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখি যাদের নাম পূর্বের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত, লূক রোমান সম্রাট টিবেরিয়াস সিজার এবং এহুদার শাসনকর্তা পন্তীয় পীলাতের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা কি ঐতিহাসিক লোক ছিলেন? তারা কি একই সময়ে শাসন করতেন? **১৯৬১** সালে, কৈসরিয়ার যে স্থান থেকে হেরোদের নাট্যশালাটি পূনরুদধার করা হয়েছিল (লূকও একই বিষয় উল্লেখ করেছেন [প্রেরিত ১২:১৯-

২৪]), সেখানে একটি এক মিটার দৈর্ঘ্য পাথর আবিষ্কৃত হয় যেখানে একটি খোদাই করা লেখা আছে যা নিশ্চিত করে যে পন্তীয় পীলাত শাসনকর্তা ছিলেন যখন টিবেরিয়াস সিজার সম্রাট ছিলেন। অ-কিতাবীয় ইতিহাসবিদ যোসিফাস (৩৭-১০১ খ্রীষ্টাব্দ), তিনিও এই একই ব্যক্তি, স্থান ও ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন। [৬৪]

লূক সঠিক ছিলেন।

লূক সিরিয়া প্রদেশের অবিলীনির শাসনকর্তা (যৌথ গর্ভনর) লুষানীয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। অনেক বছর ধরে বিশেষজ্ঞরা এই প্রকৃত ভুলটা করত লূককে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য কারণ ইতিহাসবিদরা যে লুষাণিয়কে চিনত তিনি ছিলেন গ্রীস দেশের খ্যালসিসের শাসক, যিনি লূকের লেখার (প্রায় ২৭ খ্রীষ্টাব্দ) প্রায় ৬০ বছর আগে মারা গিয়েছিলেন। ইতিহাসবিদরা সিরিয়ার আবিলীনীর লুষাণিয় শাসনকর্তা সম্পর্কে কিছুই জানত না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা দামেস্কের কাছাকাছি একটি খোদাই করা লেখা খুঁজে পেয়েছিল, যার সময়কাল ছিল ১৪ থেকে ২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। সেখানে এই নামটি লেখা ছিল: শাসনকর্তা লুষাণিয়। [৬৫] সুতরাং সেখানে দুইজন লোক ছিলেন যাদের নাম ছিল লুষাণিয়।

লূক সঠিক ছিলেন।

লূক কায়াফা সম্পর্কেও লিখেছেন যিনি ঈসা পৃথিবীতে থাকাকালীন অবস্থায় ইহুদীদের মহা ইমাম ছিলেন। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে, কর্মীরা পুরাতন জেরুজালেমের দক্ষিণ দিকের রাস্তা মেরামত করতে গিয়ে ঘটনাক্রমে কায়াফার পরিবারের কবর আবিষ্কার করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদদেরকে সেখানে ডাকা হল। কবরের মধ্যে বারোটি অস্থি-আধার ছিল (চুনাপাথরের তৈরি হাড়ের বাক্স)। সবচেয়ে সুন্দর বাক্সের উপর লেখা ছিল কায়াফার পুত্র যোষেফ। সেটা ছিল মহা ইমামের সম্পূর্ণ নাম যিনি ঈসাকে গ্রেফতার করেছিলেন। [৬৬] বাক্সের ভিতরে ছিল ৬০ বছর বয়সী পুরুষ, যিনি নিশ্চিতভাবে ছিলেন নতুন নিয়মের কায়াফা। [৬৭]

লূক সঠিক ছিলেন।

প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ নেলসন গ্লুক বলেছেন: “এটা স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার কখনও কিতাবুল মোকাদ্দসের কোন রেফারেন্স নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। যতগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়েছে সেগুলো কিতাবের ঐতিহাসিক বিবৃতিগুলোর হুবহু বর্ণনা প্রদান করে অথবা স্পষ্ট রূপরেখা নিশ্চিত করে থাকে।” [৬৮] পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের কোন কিতাব সম্পর্কেই এমন কোন কথা বলা হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ, প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার দেখিয়েছে যে, মর্মোনদের কিতাব ইতিহাস ও ভূগোলের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। [৬৯]

হুইটন কলেজের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান—প্রত্নতত্ত্ববিদ যোষেফ ফ্রি, তার প্রত্নতত্ত্ব ও কিতাবুল মোকাদ্দসের ইতিহাস বইয়ের উপসংহারে এই কথা বলেছেন যে: "আমি পয়দায়েশ পুস্তকের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার মধ্যে দিয়ে গিয়েছি এবং এটা দেখেছি যে এর ৫০টি অধ্যায়ের প্রত্যেকটি অধ্যায় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে হয় আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে অথবা নিশ্চিত করা হয়েছে—এই বিষয়টি কিতাবের পুরাতন ও নতুন নিয়মের বাকি অধ্যায়গুলোর ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য।"[৭০]

যা বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারে না

যদিও প্রকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য ধারাবাহিকভাবে কিতাবের নির্ভরযোগ্যতাকে একটি নিখুঁত ঐতিহাসিক দলিল বলে নিশ্চিত করে আসছে, তবুও প্রত্নতত্ত্ব বেহেশতী অনুপ্রেরণাকে প্রমাণ করতে পারে না। এবং যদিও অনেক চিত্তকর্ষক বৈজ্ঞানিক বিবৃতি কিতাবে খুঁজে পাওয়া যাচেছ, তবুও কোন কিতাব সত্যই আল্লাহ্‌র কালাম কি না তা বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারে না। এটা বলা প্রয়োজন কারণ কেউ কেউ আছেন যারা অন্যদেরকে এই বলে বোঝানোর বা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করেন যে তাদের পাক-কিতাব আল্লাহ্‌র দ্বারা অনুপ্রাণিত কারণ এতে অনেক বৈজ্ঞানিক বিবৃতি রয়েছে।

আত্মিক সত্যকে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দিয়ে প্রমাণ করা যায় না, আবার কোন কিতাবে বৈজ্ঞানিক বিষয় থাকা এটা প্রমাণ করে না যে তা আল্লাহ্‌র কাছে থেকে এসেছে। শয়তান, যে অনেক আগে থেকেই আছে, সেও অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় জানে। কিতাবের যাত্রার প্রথম দিকে আমরা এই পুরানো বেহেশতী ফেরেস্তার সাথে সাক্ষাত করবো যাকে এখন শয়তান বা ইবলিস বলা হয়, যে আল্লাহ্‌র প্রতিপক্ষ হয়েছে। এখন, শুধুমাত্র এটা মনে রাখুন যে শয়তান খুবই চালাক এবং মানুষকে চমৎকার চমৎকার বিষয় লেখার জন্য অনুপ্রেরণা দিতে সক্ষম।

নবী দানিয়াল ছিলেন একজন জ্ঞানী লোক যাঁকে আল্লাহ্ তাঁর কিতাবের একটি অন্যতম গভীর জ্ঞান সম্পন্ন পুস্তক লেখার জন্য ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তবুও যখন প্রাকৃতিক সক্ষমতার বিষয় আসে তখন শয়তানও, যে আল্লাহ্‌র সত্যের বিপক্ষে, "দানিয়ালের চেয়েও জ্ঞানী" (ইহিস্কেল ২৮:৩)। মিথ্যা ধর্মের পিছনে যার প্রধান পরিকল্পনা সে হল শয়তান। প্রতারণায় সে পরিপূর্ণভাবে দক্ষ। শয়তান নামের অর্থ হল দোষারোপকারী অথবা নিন্দুক।

একটি আরবীয় প্রবাদে বিপদ কে এভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে: "সাবধান! কিছু মিথ্যাবাদী সত্য কথাও বলে।"

যা কোন কবিতা প্রমাণ করতে পারে না

কোন কোন ধর্ম এটি দাবি করে যে তাদের কিতাব আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে তা প্রমাণিত কারণ এটি এমনভাবে লেখা যে কোন সাধারণ মানুষ তা তৈরী করতে পারে না।[৭১] যেভাবে আহমেদ তার ইমেইলে লিখেছিল:

> প্রেরণ করা | বিষয় | ইমেইলের মতামত
>
> কোরআন হচ্ছে নবীদের কাছে পাঠানো অলৌকিক বিষয়গুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ! আচ্ছা, কোরআনের সমান বা এর কাছাকাছি কোন একটি আয়াত সৃষ্টি করে দেখান!! আপনি কখনই পারবেন না, এমনকি যদি আপনি উচচমানের আরবীতে সবচেয়ে সাবলীলও হন তবুও সম্ভব নয়… আর কোন কিছুই নেই যা কোরআনের মহত্ত্বের সামনে দাড়াতে পারে… আপনি যদি এর বিপক্ষে কিছু প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে করে দেখান।

আহমেদ যে চ্যালেঞ্জ করেছেন তা কোরআনের ২য় সূরাকে (অধ্যায়) কেন্দ্র করে, যেখানে লেখা আছে: "এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, **তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস**…" (সূরা ২:২৩)

এই দাবির যে অসুবিধা তা হল না এটি সত্য প্রমাণ করা যায়, না ভুল প্রমাণ করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, কল্পনা করুন যে আমি একটি চিত্র অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি, আমার নিজের আঁকা ছবি নিয়ে নিজেই বিচার করে, নিজেকে বিজয়ী বলে ঘোষণা দিলাম এবং তারপর অন্য প্রতিযোগীদের চ্যালেঞ্জ দিলাম যে, "কেউ আমার মত চিত্র অঙ্কন করতে পারবে না। আমিই যে পৃথিবীর সবচেয়ে মহান চিত্র শিল্পী তা নিয়ে যদি আপনাদের সন্দেহ থাকে তাহলে আমার মত একটি ছবি একে দেখান।"

এটা কি প্রমাণ করে যে আমার আঁকা ছবি সবচেয়ে ভাল? এটা কি প্রমাণ করে যে আমি একজন মহান চিত্রশিল্পী? না। তবুও এমনকি কেউ নেই যে আমাকে ভুল প্রমাণ করতে পারে! কেন নয়? দর্শকের চোখে থাকে সৌন্দর্য্য।

সুতরাং এটি ছন্দময়, সাহিত্যিক সৌন্দর্যের সাথে। এটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

কিতাবুল মোকাদ্দস দারুন দারুন হিব্রু কবিতা এবং চমকপ্রদ সংখ্যাসূচক নির্দশনে পূর্ণ।[৭২] তবুও এটি এই ধরণের সাহিত্যিক বাগ্মিতার

জন্য নয়, যার কারণে আল্লাহ্ প্রত্যাশা করেন যেন আমরা সবাই তাঁর কালামে বিশ্বাস করি।

যেভাবে বিজ্ঞান বেহেশতী বিষয়গুলো প্রমাণ করতে পারে না, একইভাবে কোন বইয়ের সুন্দর বিষয় এটা প্রমাণ করে না যে তা আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে এসেছে।

এটি মনে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে যে শয়তান, যে সবচেয়ে বড় চোরাকারবারী ও অনুকরণকারী, সে মন্ত্রমুগ্ধ কবিতাও অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং "তাদের মুখ মহাদম্ভের কথা বলে।" (এহুদা ১:১৬)। কিতাব আমাদেরকে সতর্ক করে দেয় যেন আমরা "সুন্দর কথা এবং স্তুতিবাদ দ্বারা সরল লোকদের মন ভুলানো কথায় প্রতারিত না হই" (রোমীয় ১৬:১৮), বিশেষ করে যখন ঐ কথাগুলো সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনা ও বার্তাগুলোর সাথে অসঙগতি করে।

বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, বা কবিতা কোন পুস্তককেই প্রমাণ করতে পারেনা যে তা আল্লাহ্‌র সত্য কালাম। বেহেশতী অনুপ্রেরণার এই প্রমাণগুলো অবশ্যই ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার এই ধরনের প্রমাণ অবশ্যই উচ্চতর আদালতের উপর ভিত্তি করে হতে হবে—যা হবে শক্তিশালী, অনস্বীকার্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে।

এটাই সেই প্রমাণ যা এখন আমরা বিবেচনা করব।

৫

আল্লাহ্‌র সীলমোহর

“সমস্ত জাতি একত্র হোক … শুনুক এবং বলুক যে,
‘এই কথা সত্যি।’”

—আল্লাহ্‌ (ইশাইয়া ৪৩:৯)

বেশির ভাগ বৈধ কাগজপত্রে একটি অফিসিয়াল স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। কিতাবুল মোকাদ্দসের নতুন ও পুরাতন নিয়ম যা আল্লাহ্‌র অনুমোদনে ও চুকিততে লেখা হয়েছে বলে দাবি করা হয় তা আল্লাহ্‌র দ্বারা স্বাক্ষরিত আছে, এই স্বাক্ষর কোন কলম দিয়ে হয়নি কিন্তু পূর্ন হওয়া ভবিষ্যদ্বাণী নামে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাক্ষর দিয়ে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

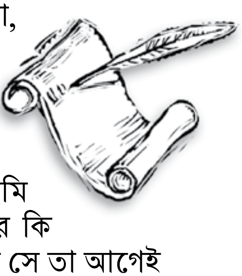

> “মাবুদ, যিনি ইসরাইলের বাদশাহ্‌ ও মুক্তিদাতা, যিনি আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন, তিনি এই কথা বলছেন, “আমিই প্রথম ও আমিই শেষ; আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তাহলে আমার মত আর কে আছে? সে তা ঘোষণা করুক। সে ঘোষণা করুক ও আমাকে বলুক যে, আমি পুরানো দিনের লোকদের স্থাপন করবার পর কি ঘটেছিল আর কি এখনও ঘটে নি; জ্বী, যা ঘটবে সে তা আগেই বলুক। … আমি মাবুদ কি করি নি?”
>
> (ইশাইয়া ৪৪:৬-৭; ৪৫:২১)

আসুন আমরা যেন আল্লাহ্‌র যুক্তি বুঝতে ব্যর্থ না হই। এর কারণ হল কিতাবের প্রচুর ভবিষ্যদ্বাণী—যা হুবহু রূপে পূর্ণ হয়েছে, যাতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যা কিছু ঘোষণা করা হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করতে পারি।

ইতিবাচক প্রমাণ

একমাত্র যিনি সময়ের উর্ধ্বে তিনিই কোনকিছু ঘটার পূর্বে তা ঘোষণা দিতে ও তার নথি রাখতে পারেন।

মরণশীল মানুষেরা মাঝে মাঝে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে কি হতে পারে তা অনুমান করতে পারে মাত্র, কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্‌ই ভবিষ্যৎ দেখেছেন যেমনটি ইতিমধ্যেই ঘটেছে। একমাত্র আল্লাহ্‌ই ভবিষ্যৎকে এমন ভাবে দেখেন যেন এটি ইতিমধ্যে ঘটেছে। এখন থেকে এক হাজার বছর পর কি ঘটবে তা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ই বলতে পারবেন। বেহেশতী প্রত্যাদেশ ছাড়া কোন মানুষ, এমনকি কোন ফেরেস্তা, শয়তান বা কেউই কর্তৃত্বপূর্ণভাবে ভবিষ্যতের একটি ঘটনাও আগে থেকে বলে দিতে পারে না।

অনেকেই বলবেন যে, "তাহলে মৃত আত্মাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনকারী ব্যক্তি, জাদুকর, এবং ভাগ্য-গণক এরা কি করে? তারা তো ভবিষ্যদ্বাণী বলে!"

প্রথমত, এটা বুঝতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে শয়তান তাদেরকে অতিরিক্ত পার্থিব জ্ঞান ও ক্ষমতা দিতে সক্ষম, যাদেরকে "সে তার ইচ্ছা পালন করার জন্য বন্দী করে রেখেছে।" (২য় তীমথিয় ২:২৬)

দ্বিতীয়ত, ইবলিশ—যে অনুকরণে এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ, সে মানব ইতিহাসকে হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষ্য করে আসছে এবং আল্লাহ্‌র "স্বাক্ষর" জাল করার বিষয়ে অনেকটা দক্ষ হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়ত, ইবলিশ নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা কিভাবে ঘটতে পারে সেই বিষয়ে পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে ভাল কিন্তু সে ভবিষ্যৎ জানে না। তার "ভবিষ্যদ্বাণী" প্রায়ই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অধিকন্তু, সেগুলো অস্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, একজন ভবিষ্যৎ গণনাকারী হয়ত একজন যুবতী মেয়েকে বলতে পারে, "আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আপনি বিবাহ করবেন এবং আপনি সত্যিকারের ভালবাসা খুঁজে পাবেন।" আপনি ও আমি, আমরা সবাই জানি যে এই ধরনের "ভবিষ্যদ্বাণী" কিছু পরিসরে যে সত্যি হবে এবং তার সম্ভাবনা বেশ ভাল। কিন্তু যখন আমরা কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার বিষয়ে কথা বলছি তখন এই ধরনের অস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী সেখানে কাজ করবে না।

আসুন কিতাবে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে চিন্তা করি—একটি স্থান সম্বন্ধে, একটি জাতি সম্বন্ধে এবং একটি ব্যক্তি সম্বন্ধে।

একটি স্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

প্রায় ৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব সময়ে, নবী ইহিস্কেল টায়ার দেশের ফৈনীকী শহরের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। প্রায় দুই হাজার বছর ধরে

টায়ার ছিল পৃথিবীর রাজধানী যা লেবানোনের উপকূলে অবস্থিত। এটি সমুদ্রের রাণী নামে পরিচিত ছিল। যদিও এটি ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করছিল কিন্তু টায়ারের উপরে যে বিপর্যয় আসতে যাচ্ছে সেই ব্যাপারে আল্লাহ্ নবী ইহিস্কেলকে ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করতে ও লিখে রাখতে বললেন কারণ তারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে পাপাচার ও অহংকার করেছিল।

নবী ইহিস্কেল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে:

১. টায়ারের বিরুদ্ধে অনেক জাতি উঠে দাড়াবে। (ইহিস্কেল ২৬:৩)
২. ব্যবিলন, যার রাজা বখতে-নাসার, প্রথমে আক্রমণ করবে। (আয়াত ৭)
৩. টায়ারের দেয়াল ও দূর্গ ভেঙেগ পড়বে। (আয়াত ৪, ৯)
৪. টায়ারের লোকেরা তলোয়ারের আঘাতে মারা যাবে। (আয়াত ১১)
৫. শহরের মাটি ও পাথর সাগরে ভেসে যাবে। (আয়াত ১২)
৬. এটিকে চেঁছে খালি করে ফেলা হবে "একটি পাথরের চূড়ার মত" করে (আয়াত ৪)
৭. এটি মৎস্যজীবীদের "জালফেলা স্থান" হিসাবে তাদের কাজের স্থান হয়ে যাবে। (আয়াত ৫, ১৪)
৮. টায়ার শহর আর কখনও "নির্মিত হবে না, কেননা আমি মাবুদ এই কথা বললাম।" (আয়াত ১৪)

ইতিহাসের নথিতে দেখা গেছে যে এই আটটি ভবিষ্যদ্বাণী সবগুলো সত্য হয়েছেঃ

১. অনেক জাতি টায়ারের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিল।
২. প্রথম যিনি আঘাত হানেন তিনি ছিলেন ব্যবিলনের রাজা বখতে-নাসার।
৩. ১৩ বছর (৫৮৫-৫৭২ খ্রীষ্টপূর্ব) অবরোধ করার পর বখতে-নাসার টায়ারের প্রধান দেয়াল ও দূর্গ ভেঙেগ ফেলেন যার মধ্যে দিয়ে ইহিস্কেলের প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।
৪. টায়ার দ্বীপ থেকে যারা পালাতে ব্যর্থ হয়েছিল বখতে-নাসার তাদেরকে হত্যা করেছিলেন, এবং তা ছিল ভূমধ্যসাগরের থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে।
৫. ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস ৩৩২ খ্রীষ্টপূর্ব সময়ে এই তথ্য দেয় যে, "আলেকজেন্ডার দ্যা গ্রেট টায়ারের দ্বীপ অঞ্চল জয় করেন। তিনি দ্বীপ জয় করার জন্য শহরের প্রধান অংশ ভেঙেগ ফেলেন এবং শহরের পাথরগুলোকে ব্যবহার করে দ্বীপের জন্য একটি রাস্তা নির্মাণ করেন।"[৭৩] এভাবে, তিনি ধ্বংসিত শহরের পাথরগুলো সমুদ্রে ফেলে দিয়ে অজ্ঞাতসারে ভবিষ্যদ্বাণীর

আরেকটি অংশপূর্ণ করেন। আলেকজান্ডারের বিজয় ফিনিশীয় রাজ্যের একটি স্থায়ী সমাপ্তি সূচনা করেছিল। [৭৪]

৬. শহরটি চেঁছে খালি করে ফেলা হয়েছিল "ঠিক পাথরের চূড়ার মত" করে।
৭. এটি "জাল ফেলার স্থানে" পরিণত হয়েছিল।
৮. পরবর্তী বছরগুলো টায়ারকে অনেকবার নির্মাণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু বার বার তা ধ্বংসই হয়েছিল। বর্তমানে লেবানোনে টায়ার নামে একটি আধুনিক শহর রয়েছে কিন্তু সেই পুরানো ফিনিশিয় শহর যার বিরুদ্ধে নবী ইহিস্কেল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা আর পুনরুদ্ধার করা যায় নাই। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনেরে এই শিরোনাম রয়েছে: "আজ ফৈনীকীয় টায়ার রোমান মহানগরীর এই প্রশস্ত পাথর এবং কলামের নীচে চাপা পড়ে আছে। কেবল মাত্র একটি ছোট খনন ফৈনীকীয়দের হারিয়ে যাওয়া জগতে পৌঁছে দেয়।" [৭৫]

ইহিস্কেল তার নিজের প্রজ্ঞার দ্বারা টায়ার শহরটির বিরুদ্ধে এই আটটি সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পারতেন—এর সম্ভাবনাটি কেমন হতে পারত?

যেহেতু শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ই কোন ঘটনা ঘটার আগে ইতিহাস দেখতে পান, তাই শুধুমাত্র তিনিই পারেন ইহিস্কেলকে এই তথ্য দিতে।

একটি জাতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

কিতাবে অনেক দেশ ও জাতির সম্পর্কে শত শত ভবিষ্যদ্বাণী বলা হয়েছে, যেমন: মিশর, ইথিয়পিয়া, আরব, পারস্য, রাশিয়া, ইসরাইল এবং আরও অন্যান্য।

আমরা যেমন পরবর্তী ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার উদাহরণটি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি, তাই আমরা এটা মনে রাখতে চাই যে, আমাদের এমন কোন উদ্দেশ্য নেই যেখানে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে দিয়ে সেই সমস্ত কথাগুলোকে বলানো যা আমরা যা শুনতে চাই অথবা কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কোন উদ্দেশ্যকে এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমাদের উদ্দেশ্য হল সেটাই আবিষ্কার করা যা কিতাব ঘোষণা করছে।

এটি অনুবাদ করা সহজ কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে এটি মেনে নেয়া খুবই কঠিন বিষয় যে একটি নিদির্ষ্ট জাতিকে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

প্রায় ১৯২০ খ্রীষ্টপূর্বে, আল্লাহ্ ইব্রাহিমের কাছে ওয়াদা করলেন, "তোমার বংশধরদেরকে আমি এই দেশ দেব।" (পয়দায়েশ ১২:৭)

পরবর্তীতে আল্লাহ্‌ ইসহাক ও ইয়াকুবের কাছে একই ওয়াদার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।[৭৬]

ইব্রাহিম, ইসহাক, ও ইয়াকুবের বংশধরকে প্রথমে ইব্রীয়, পরে ইস্রায়েলীয় এবং পরে ইহুদী বলা হয়েছে যা এখনও বলা হয়।

শত শত বছর পর, আল্লাহ্‌ মূসার কাছে বলেছেন যে যদি তারা তাদের আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনতে ও তাঁর বাধ্য হতে ব্যর্থ হয় তাহলে কি ঘটবে:

> "বিভিন্ন জাতির মধ্যে আমি তোমাদের ছড়িয়ে রাখব এবং তলোয়ার হাতে তোমাদের পিছনে পিছনে তাড়া করব। তোমাদের দেশের সব জমি, শহর ও গ্রাম ধ্বংস হয়ে পড়ে থাকবে।" (লেবীয় ২৬:৩৩)

> "মাবুদ তোমাদের যে সব জাতির মধ্যে তাড়িয়ে দেবেন তারা তোমাদের অবস্থা দেখে ভয়ে আঁতকে উঠবে, আর তারা তোমাদের ঠাট্টা-তামাশা করবে ও কটুকথায় বিঁধবে। ... সেই সব জাতির মধ্যে তোমরা শান্তি পাবে না, আর তোমাদের বিশ্রাম করবার নিজের কোন জায়গা থাকবে না। সেখানে মাবুদ তোমাদের মন দুশ্চিন্তায় ভরে তুলবেন এবং আশা করে চেয়ে থাকা চোখ তোমাদের কান্ত করে তুলবেন, আর তোমাদের অন্তর নিরাশায় ভরে দেবেন।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৩৭,৬৫)

পুরাতন নিয়মের এই রকম আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

প্রায় ৩০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে, নাসরতীয় ঈসাও নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর মত জেরুজালেমের ধ্বংসের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন: "তাঁরা যখন জেরুজালেমের কাছে আসলেন তখন ঈসা শহরটা দেখে কাঁদলেন। ... তারা তোমাকে ও তোমার ভিতরের সমস্ত লোকদের ধরে মাটিতে আছাড় মারবে এবং একটা পাথরের উপরে আর একটা পাথর রাখবে না, কারণ আল্লাহ্‌ যে সময়ে তোমার দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন সেই সময়টা তুমি চিনে নাও নি" (লূক ১৯:৪১-৪৪) এবং বায়তুল মোকাদ্দসের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন: তখন তিনি বললেন, "তোমরা তো এই সব দেখছ, কিন্তু এমন দিন আসবে যখন এর একটা পাথরের উপরে আর একটা পাথর থাকবে না; সমস্তই ভেংগে ফেলা হবে।" (লূক ২১:৬)

এই ঘটনা চল্লিশ বছর পর ঘটেছিল।

ইতিহাসবিদ ফ্ল্যাভিয়াস যোসিফাস যিনি ৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি এই ঘটনা নিজের চোখে দেখেছেন ও তা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সৈন্যরা

জেরুজালেম ঘিরে ফেলে, শহরের চারিপাশে একটি বাঁধ নির্মাণ করে, এবং, অবরোধের তিন বছর পর, রোমান সৈন্যরা জেরুজালেমকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। যদিও সিজার নিজে সৈন্যদের আদেশ দিয়েছিলেন যেন তারা মহান বায়তুল মোকাদ্দসকে ধ্বংস না করে, কিন্তু ক্ষেপে থাকা রোমান সৈন্যরা তাতে আগুণ ধরিয়ে দেয় এবং এর ভিতরে যারা লুকিয়ে ছিল তাদের প্রত্যেককে মেরে ফেলে। বায়তুল মোকাদ্দসের সোনা ও রুপা গলে যায় এবং পাথরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। যেভাবে ঈসা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঠিক সেভাবেই বায়তুল মোকাদ্দসকে উপড়ে ফেলা হয়। “একটা পাথরও অন্য পাথরের উপরে ছিল না।”[৭৭] এবং, মূসা ও নবীরা যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেভাবেই ইহুদীরা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। পরবর্তী দুই হাজার বছরে ইতিহাস সাক্ষী হয়েছে যে কিভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূর্ণ হয়েছিল এবং ইহুদীরা “সমস্ত জাতির কাছে অবজ্ঞা ও উপহাসের পাত্র হয়ে উঠেছিল” এবং “তাদের কোন বিশ্রামের স্থান ছিল না।”

আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতি যাই হোক না কেন, কিতাবের এই ভবিষ্যদ্বাণীর আরেকটি দিক রয়েছে যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ও তাঁর নবীদেরকে বলেছেন যে, সমস্ত মন্দতা স্বত্ত্বেও, ইহুদীরা সমস্ত জাতির মধ্যে একটি ভিন্ন জাতি হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে এবং একদিন তারা তাদের দেশে ফিরে আসবে যা আল্লাহ্ ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কাছে ওয়াদা করেছিলেন।

মূসা ইস্রায়েলীয়দের কাছে এই ওয়াদা করেছিলেন: “তখন মাবুদ বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে তোমাদের ফিরিয়ে আনবেন। তিনি তোমাদের প্রতি মমতা করবেন এবং যে সব জাতিদের মধ্যে তোমাদের ছড়িয়ে দেবেন তাদের মধ্য থেকে তিনি আবার তোমাদের কুড়িয়ে আনবেন।” (দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:৩) নবী আমোস বলেছেন: “বন্দীদশায় থাকা আমার বান্দা বনি-ইসরাইলদের আমি ফিরিয়ে আনব; তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরগুলো আবার তৈরী করবে এবং সেগুলোতে বাস করবে। তারা আংগুর ক্ষেত করে আংগুর-রস খাবে; তারা বাগান করে তার ফল খাবে। আমি বনি-ইসরাইলদের তাদের নিজের দেশে গাছের মত লাগিয়ে দেব; যে দেশ আমি তাদের দিয়েছি সেখান থেকে আর তাদের কখনও উপ্‌ড়ে ফেলা হবে না…” (আমোস ৯:১৪-১৫)

সারা বিশ্বের সংবাদ নেটওয়ার্ক এই ঘটনাগুলোর পূর্ণতা সম্পর্কে তথ্য দেয়/ রিপোর্ট করে।

হিব্রু জাতির সাথে যা ঘটেছিল তা বিশ্ব ইতিহাসে অনন্য। যেমন একটি বিষয় হলো, এটি সরাসরি আত্মীকরণের শরীয়তের বিরুদ্ধে। এই শরীয়ত লক্ষ্য করা যায় যখন কোন জাতি অন্য কোন জাতিকে জয় করে, তখন কয়েক প্রজন্ম পার হলেই তারা ঐ জাতির সাথে মিশে যায়।

তখন তারা নতুন ভাষা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করে, এবং তাদের আসল জাতীয় পরিচয় হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ইহুদীদের সাথে এমনটি ঘটে নাই। যদিও লক্ষ লক্ষ লোক নিদারুণভাবে চেষ্টা করেছে মিশে যাওয়ার এবং শোষিত হবার জন্য, তারা পারে নি। [৭৮]

পরিষ্কারভাবেই, অনেকেরই এই সত্যটিকে মেনে নিতে কষ্ট হয়। সম্প্রতি, লেবাননের একজন বন্ধু লিখেছেন: "ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার জন্য [আল্লাহ্ ইহুদী জাতিকে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার যে ওয়াদা করেছেন সেই বিষয়ে], এই ধরনের বিশ্বাসকে গ্রহণ করার প্রভাব আমি উপেক্ষা করতে পারি না। বিষয়টি গ্রহণ করা আমার জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠবে।"

আমাদের পরিষ্কার হওয়া দরকার। ইহুদী লোকদের বেঁচে থাকা এবং জাতি হিসাবে তাদের পূর্ণগঠনের অর্থ এই নয় যে আমাদেরকে অবশ্যই ইসরাইলীয়দের সরকারী নীতিমালা সমর্থন করতে হবে। আমি আমার লেবাননীয় বন্ধুকে বুঝতে পারি এবং সহানুভূতি প্রকাশ করছি। ১৯৪৮ সালে তার মায়ের পরিবার এবং প্রতিবেশী, সেই সাথে আরও অনেককে, তাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। তার দেশ নিদারুণভাবে ভুগেছিল। এছাড়া, যে বিষয়টা লক্ষ্য করা দরকার তাহলো: কিতাবের নবীদের দ্বারা যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে।

বর্তমান ইহুদীরা নবীদের বলা বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করছে, এই বিষয়টাও কিন্তু কিতাবের একটি পরিপূর্ণতা। জাতি হিসাবে তারা একটি অন্ধ জাতি। "কিন্তু আজও মূসার তৌরাত শরীফ [তাদের নিজস্ব তৌরাত!] তেলাওয়াত করবার সময় বনি-ইসরাইলদের দিল সেই পর্দায় ঢাকা থাকে।" (২য় করিন্থীয় ৩:১৫) জাতি হিসাবে তারা কখনই আল্লাহ্‌র পূর্ণ রহমতের মধ্যে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অনুতাপ করছে (মন এবং হৃদয়ের একটি আমূল পরিবর্তন হয়েছে) এবং আল্লাহ্‌র বহু বছরের পুরনো বার্তায় ঈমান আনছে। [৭৯]

আমাদের কিতাবের মধ্য দিয়ে যাত্রার শেষের দিকে আমরা লক্ষ্য করব যে কিভাবে এই ঘটনাগুলো শেষ সময়ে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। সেই সাথে আমরা আরও কিছু আল্লাহ্‌র রহমতের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শুনতে পাব যা আল্লাহ্ মধ্য প্রাচ্য ও সমস্ত পৃথিবীর জন্য সঞ্চয় করে রেখেছেন।

> "তোমাদের জন্য আমার পরিকল্পনার কথা আমিই জানি; তা তোমাদের উপকারের জন্য, অপকারের জন্য নয়। সেই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তোমাদের ভবিষ্যতের আশা পূর্ণ হবে।"
> (ইয়ারমিয়া ২৯:১১)

একজন ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে নাজাতদাতা মসীহের বিষয়ে শত শত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যাঁকে আল্লাহ্ এই দুনিয়ায় পাঠানোর ওয়াদা করেছিলেন। মৃত সাগর পান্ডুলিপি এটি নিশ্চিত করে যে এই কিতাব মসীহের জন্মের প্রায় শত শত বছর আগে লেখা হয়েছিল। এখানে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর কিছু নমুনা দেয়া হলো:

- ইব্রাহিমের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী, ১৯০০ খ্রীষ্টপূর্ব: **মসীহ্ ইব্রাহিম ও ইসহাকের বংশের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে আসবেন।** (পয়দায়েশ ১২:২-৩; ২২:১-১৮। পরিপূর্ণতা: মথি ১)
- নবী ইসাইয়ার কাছে ভবিষ্যদ্বাণী, ৭০০ খ্রীষ্টপূর্ব: **কুমারীর গর্ভে জন্ম নিবেন, যার পার্থিব কোন পিতা নাই।** (ইশাইয়া ৭:১৪; ৯:৬। পরিপূর্ণতা: লূক ১:২৬-৩৬; মথি ১:১৮-২৫)
- নবী মিকাহ্-এর কাছে ভবিষ্যদ্বাণী, ৭০০ খ্রীষ্টপূর্ব: **তিনি বেথেলহেমে জন্মগ্রহণ করবেন।** (মিকাহ্ ৫:২। পরিপূর্ণতা: লূক ২:১-২০; মথি ২:১-১২)
- নবী হোসিয়ার কাছে ভবিষ্যদ্বাণী, ৭০০ খ্রীষ্টপূর্ব: **মিশর থেকে তাঁকে ডেকে আনা হবে।** (হোসিয়া ১১:১। পরিপূর্ণতা: মথি ২:১৩-১৫)
- মালাখির কাছে ভবিষ্যদ্বাণী, ৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব: **একজন অগ্রদূত তাঁর জন্য পথ প্রস্তুত করবেন।** (মালাখি ৩:১; ইশাইয়া ৪০:৩-১১। পরিপূর্ণতা: লূক ১:১১-১৭; মথি ৩:১-১২)
- ইশাইয়ার কাছে ভবিষ্যদ্বাণী, ৭০০ খ্রীষ্টপূর্ব: **তিনি অন্ধদের দেখতে দেবেন, বধিরদের শুনতে দেবেন, নূলাদের হাঁটতে সাহায্য করবেন এবং দরিদ্রদের কাছে সুখবরের তবলিগ করবেন।** (ইশাইয়া ৩৫:৫-৬; ৬১:১। পরিপূর্ণতা: লূক ৭:২২; মথি ৯ ইত্যাদি।)
- ইশাইয়ার কাছে ভবিষ্যদ্বাণী, ৭০০ খ্রীষ্টপূর্ব: **নিজের লোকেরাই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে।** (ইশাইয়া ৫৩:২-৩; সেই সাথে: জবুর শরীফ ১১৮:২১-২২। পরিপূর্ণতা: ইউহোন্না ১:১১; মার্ক ৬:৩; মথি ২১:৪২-৪৬ ইত্যাদি।)
- জাকারিয়ার কাছে ভবিষ্যদ্বাণী, ৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব: **ত্রিশটি রৌপমুদ্রার বিনিময়ে তাঁকে বিক্রি করে দেয়া হবে, যা একটি জমি কিনতে ব্যবহার করা হবে।** (জাকারিয়া ১১:১২-১৩। পরিপূর্ণতা: মথি ২৬:১৪-১৬; ২৭:৩-১০)
- ইশাইয়ার কাছে ভবিষ্যদ্বাণী, ৭০০ খ্রীষ্টপূর্ব: **মসীহ্‌কে প্রত্যাখ্যান করা হবে, তাঁকে মিথ্যা দোষারোপ করা হবে, ইহুদী ও পরজাতীয়দের দ্বারা মৃত্যুদন্ড সাজা দেয়া হবে।** (ইশাইয়া ৫০:৬; ৫৩:১-১২; সেই সাথে: জবুর শরীফ ২ ও ২২ অধ্যায়; জাকারিয়া ১২:১০। পরিপর্ণূতা: ইউহোন্না ১:১১; ১১:৪৫-৫৭; মার্ক ১০:৩২-৩৪; মথি ২৬ এবং ২৭ অধ্যায়)

- দাউদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী, ১০০০ খ্রীষ্টপূর্ব: **তাঁর হাত পা বিদ্ধ হইবে, লোকরা তাঁকে নিয়ে তামাশা করবে এবং তাঁর গায়ের কাপড় নিয়ে গুলিবাট করা হবে, ইত্যাদি।** (জবুর শরীফ ২২:১৬,৮,১৮। পরিপূর্ণতা: লূক ২৩:৩৩-৩৭; ২৪:৩৯) (মনে রাখবেন যে এই ভবিষ্যদ্বাণী ক্রুশের উপর ঝুলিয়ে মারার যে রাজকীয় শাস্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল তারও অনেক পূর্বে করা হয়েছিল।)
- ইশাইয়ার কাছে ভবিষ্যদ্বাণী, ৭০০ খ্রীষ্টপূর্ব: **যদিও তাঁকে ঘৃণ্য একজন অপরাধীর মত মারা হবে, কিন্তু তিনি একজন ধনী লোকের কবরে কবরপ্রাপ্ত হবেন।** (ইশাইয়া ৫৩:৮-৯। পরিপূর্ণতা: মথি ২৭:৫৭-৬০)
- দাউদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী, ১০০০ খ্রীষ্টপূর্ব: **মসীহের শরীর কবরে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না, তিনি মৃত্যুকে জয় করবেন।** (জবুর শরীফ ১৬:৯-১১ [আরো দেখুন: মথি ১৬:২১-২৩; ১৭:২২-২৩; ২০:১৭-১৯; ইত্যাদি]। পরিপূর্ণতা: লূক ২৪; প্রেরিত ১ ও ২ অধ্যায়)

সম্ভাবনার নিয়ম অনুসারে কোন ব্যক্তি এত নির্দিষ্ট ও যাচাইযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে পারবে না।

তবুও তাই ঘটেছিল।

পরবর্তীতে, আপনি হয়ত এই তালিকাতে ফিরে আসতে চাইবেন তাই একটি কিতাবুল মোকাদ্দস নিন এবং পুরাতন নিয়মের প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণী পড়ুন এবং নতুন নিয়মের যেখানে তা পূর্ণ হয়েছে তা পড়ে নিন।

ভবিষ্যদ্বাণীর চিহ্ন এবং ধরণ

শত শত ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়াও, পুরাতন নিয়মে শত শত চিহ্ন ও ধরণ (এগুলোকে নমুনা, ছবি, ছায়া, পূর্বাকৃতি এবং দৃষ্টান্ত ইত্যাদি) ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আল্লাহ্‌ এই প্রত্যেকটি দর্শনীয় বিষয়কে পরিকল্পনা অনুযায়ী সাজিয়েছেন যেন তিনি সমস্ত পৃথিবীকে তাঁর নিজের বিষয়ে ও মানুষের জন্য তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারেন।

কিতাবের মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রায়, আমরা এই প্রকারের অনেক চিহ্ন ও ধরণের সম্মুখীন হব। উদাহরণস্বরূপ, একটি লক্ষণীয় চিহ্ন হল মেষশাবকের কোরবানী যা এই বইয়ের ১৯ থেকে ২৬ অধ্যায় পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

২১ অধ্যায়ে, আমরা একটি বিশেষ তাঁবু সম্পর্কে শিখব যাকে শরীয়ত-তাঁবু বলা হয়, যেটাকে আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে তৈরী করতে বলেছিলেন একটি নমুনা ধরন হিসাবে। শরীয়ত তাঁবু এবং এর মধ্যকার সমস্ত কিছু খুবই শক্তিশালী দর্শনীয় বিষয়বস্তু যা লোকদেরকে আল্লাহ্‌ কেমন এবং কিভাবে গুনাহগারদের মাফ করা হবে এবং

কিভাবে তারা তাঁর সাথে চিরদিন থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে সেই সম্পর্কে বুঝতে পারার ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

ইয়াকুবের ছেলে ইউসুফ এবং নাসরীয় ঈসার জীবন তুলনা করলে কিতাবে একটি আকর্ষণীয় পূর্বাকৃতির একটি উদাহরণ প্রকাশিত হয়। ইউসুফের জীবন এবং ঈসার জীবনের মধ্যে প্রায় একশ'র বেশি সাদৃশ্যতা রয়েছে। আল্লাহ্ ইউসুফের জীবনকে ঈসার জীবনের ছবি হিসাবে ব্যবহার করেছেন যিনি তাঁর সময় থেকে প্রায় ১৭০০ বছর পর এই পৃথিবীতে আসবেন।[৮০]

এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং ধরনের একটিই মাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা আছে: আল্লাহ্

ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য

পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে মসীহ্ বলেছেন:

> "এটা ঘটবার আগেই আমি তোমাদের বলছি, যেন ঘটলে পর তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে, আমিই সেই।" (ইউহোন্না ১৩:১৯)

ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সেই সময়ে আল্লাহ্‌র নবীদের এবং তাঁর বার্তার সত্যতা প্রমাণ করার একটি পদ্ধতি ছিল। তাঁর কালামের উপর আমাদের ঈমানকে আরও শক্তিশালী করার জন্য, সত্য এবং জীবন্ত আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি শেষ কালের বিষয় আগেই বলি আর যা এখনও হয় নি তা আগেই জানাই। আমি বলেছি যে, আমার উদ্দেশ্য স্থির থাকবে; আমার সমস্ত ইচ্ছা আমি পূরণ করব।" (ইশাইয়া ৪৬:১০)

আমাদের পরের যাত্রা শুরু হবে কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রথম কিতাব, পয়দায়েশ, দিয়ে যা আমাদেরকে কিভাবে দুনিয়ার শুরু হয়েছে সেই সম্পর্কে বলে। যাত্রাটি কিতাবুল মোকাদ্দসের শেষ কিতাব, প্রকাশিত কালাম দিয়ে শেষ হবে যেখানে পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ ঘটনাগুলোর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

কিভাবে আমরা নিশ্চিত হবো যে কিতাবের অপ্রমাণিত অতীত এবং অদেখা ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সত্য? যেখানে আমরা নিশ্চিত হই যে কালকে সূর্য উঠবে; ঠিক একই যুক্তি ব্যবহার করে আমরা এই বিষয়েও নিশ্চিত হতে পারি। হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের সৌরজগৎ একটি নিখুঁত রেকর্ড গড়ে আসছে। পৃথিবী একবারও ঘুরতে ব্যর্থ হয়নি। সূর্য প্রতিনিয়তই উদয় হয়েছে আবার অস্ত গিয়েছে। ঠিক কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো একই রকম। সমস্ত দিক থেকেই প্রমাণিত যে আল্লাহ্‌র কাছে কিতাবের একটি নিখুঁত রেকর্ড আছে।

আল্লাহ্‌র চ্যালেঞ্জ

কোন কোন ধার্মিক ব্যক্তি দাবি করেন যে তাদের পাক-কিতাবেও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা পূর্ণ হয়েছে। যদি আপনি দেখেন যে লোকেরা এই দাবি করছে, শ্রদ্ধার সাথে তাদেরকে বলুন যেন তারা তাদের পাক-কিতাব থেকে তিন কি চারটি গ্রহণযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণীর একটি তালিকা প্রদান করে। এর সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু যদি তারা দেয় তাহলে প্রথমেই যাচাই করুন যে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যেদিন ঘটেছে তার আগেই লেখা হয়েছিল কিনা এবং তাদের পরিপূর্ণতার সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ধর্ম-নিরপেক্ষ ইতিহাসের সাথে তুলনা করে দেখুন। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আমি শুনেছি তার মোটামুটি সবই সন্দেহপূর্ণ।

অন্য সমস্ত ধর্ম ও কল্পিত দেবতাদের সম্বন্ধে সত্য ও জীবন্ত আল্লাহ্‌র চিহ্নের এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন:

> "মাবুদ, অর্থাৎ ইয়াকুবের বাদশাহ্ বলছেন, "দেবতারা, তোমরা এবার তোমাদের পক্ষে কথা বল। তোমাদের সব যুক্তি দেখাও। তোমরা সেই সব যুক্তি নিয়ে এসে যা ঘটবে তা আমাদের বল। আগেকার ঘটনাগুলো স¤¦ন্ধে আমাদের জানাও, যাতে আমরা সেগুলোর বিষয় ভেবে দেখে তাদের শেষ ফল কি তা জানতে পারি; কিংবা কি কি ঘটবে সেই বিষয় আমাদের কাছে ঘোষণা কর। ভবিষ্যতে কি হবে তা আমাদের বল, তা হলে আমরা জানতে পারব যে, তোমরা দেবতা। ভাল হোক বা খারাপ হোক একটা কিছু কর যা দেখে আমরা হতভ¤¦ হব। কিন্তু আসলে তোমরা কিছুই না, আর তোমাদের কাজগুলোও কিছু না; যে তোমাদের বেছে নেয় সে ঘৃণার পাত্র।" (ইশাইয়া ৪১:২১-২৪)

যখন একাধিক, বিস্তারিত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আসে যা সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছে, তখন কিতাবুল মোকাদ্দস একা, অনন্যভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

সত্য এবং জীবন্ত আল্লাহ্ তাঁর বার্তাকে ঘটনা ঘটার আগেই তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করার মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে প্রমাণিত করেছেন।

ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা হল তাঁর স্বাক্ষর।

৬

ধারাবাহিক সাক্ষ্য

> “আপনি যদি জানতে চান পানি কিসের মত, তাহলে মাছকে এটি জিজ্ঞাসা করবেন না।” — চাইনিজ প্রবাদ

এটি কল্পনা করুন।

এক গরমের দিনে যখন আপনি নদীর পাশ দিয়ে হাঁটছেন তখন চিন্তা করুন যে, আপনি সেখানে সাঁতার কাটতে যাচ্ছেন। যাহোক, আপনি চিন্তা করছেন যে এর পানি কি আপনার পছন্দমত কি না। স্রোত কি অনেক বেশি? তাপমাত্রা কি খুব বেশি ঠান্ডা? নাকি যেমনটি দরকার পানি ঠিক তেমনই আছে?

চাইনিজ প্রবাদে বলা হয়েছে, “মাছকে জিজ্ঞাসা কোরো না।”

যে মাছেরা নদীর পানিতে বাস করে কেন তারা আপনাকে বলতে পারে না যে “পানি কিসের মত” (পাশাপাশি, তারা আপনার ভাষায় কথা বলতে পারে না)? মাছেরা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে অক্ষম, কারণ পানির সীমানার বাইরে তাদের কোন মানবিন্দু নেই। সেই সীমিত, অস্পষ্ট পৃথিবীই হচ্ছে সবকিছু, যা তারা জানে।

ঠিক সেইভাবে, যদি আমরা পৃথিবী সম্পর্কে এটা বুঝতে চেষ্টা করি যে, কেন আমরা এখানে আছি ও বাস করছি, তাহলে সেই তথ্য মানুষের এই সীমাবদ্ধ ও আত্মকেন্দ্রিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে থেকে আসতে হবে। সুখবর হল এই যে, বেহেশতী আল্লাহ্ এই তথ্য তাদের জন্য সরবরাহ করেছেন যারা তা চায়।

> “পাক-কিতাবের প্রত্যেকটি কথা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনা দান, সংশোধন এবং সৎ জীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারী,” (২ তীমথিয় ৩:১৬)

কিভাবে আমরা জানতে পারি যে কিতাবের কালাম "আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে", অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দ্বারা অনুপ্রাণিত? আগের অধ্যায়ে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে সৃষ্টিকর্তা শত শত ভবিষ্যদ্বাণী করার মধ্য দিয়ে তাঁর নিখুঁত স্বাক্ষর বা সীলমোহর কিতাবের পাতায় পাতায় স্থাপন করেছেন যা পরিপূর্ণ হয়ে আসছে। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ই পারেন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ১০০% নিশ্চয়তা দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে।

আল্লাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাকে স্থাপন করার আরেকটি উপায় হল আল্লাহ্‌ শতাবদীর পর শতাবদী ধরে বিভিন্ন নবীর কাছে তা প্রচার করেছেন বা প্রকাশ করেছেন।

একজন সাক্ষী যথেষ্ট নয়

আল্লাহ্‌ মূসাকে বললেন, "যদি কারও বিরুদ্ধে দোষ বা অন্যায় করবার নালিশ আনা হয়, তবে মাত্র একজন সাক্ষী দাঁড়ালে চলবে না; দুই বা তিনজন সাক্ষীর কথা ছাড়া কোন বিষয় সত্যি বলে প্রমাণিত হতে পারবে না।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৯:১৫)

এই নীতিমালা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত বা পরিচিত। কোর্টে সত্য স্থাপন করতে হলে একের অধিক সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। কোন বিবৃতি গ্রহণ করার আগে তার সত্যতা সম্পর্কে অবশ্যই কয়েকটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তা প্রমাণিত হতে হবে।

সত্য প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্‌ তাঁর নিজের শরীয়ত থেকে আলাদা হন নাই যেখানে লেখা আছে: "একজন সাক্ষী যথেষ্ট নয়।" কিতাব এই কথা বলে যে, "জীবন্ত আল্লাহ্‌, যিনি আসমান, জমিন, সমুদ্র এবং সেগুলোর মধ্যে যা আছে সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। ... তবুও তিনি সব সময় নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন ..." (প্রেরিত ১৪:১৫-১৭)

এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন উপজাতিদেরও সৃষ্টির বাহ্যিক সাক্ষী রয়েছে (তাদের সৃষ্টিকর্তা যা সৃষ্টি করেছেন তা দেখার মধ্য দিয়ে) এবং আভ্যন্তরীণ বিবেকের সাক্ষী রয়েছে (ঠিক, ভুল এবং অনন্তকাল সম্পর্কে একটি অন্তর্নিহিত বোধ)। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকেই কিছু আলো, কিছু সত্য দেয়া হয়েছে। এভাবেই, মানবজাতিকে ঈশ্বর "অজুহাত ছাড়া" হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।[৮১] তা সত্ত্বেও, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা প্রতিজ্ঞা করেন যে যারা স্বযত্নে তাঁকে জানতে ও তাঁর সত্য খুঁজতে চেষ্টা করে তাদেরকে আরও আলো প্রদান করবেন।

ধারাবাহিক সাক্ষ্য

আল্লাহ্‌ নিজেকে কখনই সাক্ষী বিহীন রাখেন নাই।

প্রারম্ভিক হাজার বছরের মানব ইতিহাসে, আল্লাহ্‌ হয় সরাসরি

লোকদের সাথে কথা বলেছিলেন নতুবা তিনি প্রাথমিক মানুষদের মৌখিক সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে তাঁর সত্য প্রকাশ করেছেন।

আদম, প্রথম মানুষ, যিনি ৯৩০ বছর বেঁচে ছিলেন। মানব ইতিহাসের প্রথম সহস্রাব্দের সময়ে যারা বেঁচে ছিলেন তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার সত্য সম্পর্কে না জানার বিষয়ে কোন অজুহাত দিতে পারতেন না কারণ তারা আসল সাক্ষী আদম ও হাওয়ার কাছ থেকে শুনেছেন।[৮২] প্রাথমিক সময়কার মানুষদের জীবনকাল বর্তমান সময়ের মানুষের চেয়ে প্রায় এগারো গুণ বেশি ছিল, যা পরবর্তীতে আল্লাহ্ পরিবর্তন করেন—"সত্তর বছর, অথবা শক্তি থাকলে বড় জোর আশি বছর।" (জবুর শরীফ ৯০:১০)

প্রায় ১৯২০ খ্রীষ্টপূর্বের দিকে, আল্লাহ্ একজন বয়স্ক মানুষকে বাছাই করলেন যাঁকে তিনি পরবর্তীতে ইব্রাহিম নাম দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ ইব্রাহিমের মধ্যে দিয়ে একটি জাতি উৎপন্ন করার ওয়াদা করলেন যার মধ্য দিয়ে তিনি পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে মানবজাতির জন্য তাঁর যে পরিকল্পনা এবং তাঁর নিজের সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিতে চাইলেন। সেই সঙ্গে এরা তাঁর বাঁছাই করা মনোনীত জাতি হবে যাদের মধ্য দিয়ে তিনি নবী, পাক-কিতাব এবং এই পৃথিবীতে মসীহকে পাঠাবেন। প্রায় ১৪৯০ খ্রীষ্টপূর্ব সময়ের দিকে, আল্লাহ্ সেই জাতির মধ্যে থেকে একজন লোককে ডাকলেন যিনি তাঁর মুখপাত্র হবেন। সেই লোকটির নাম হল মূসা।

লিখিত সাক্ষ্য

আল্লাহ্ মূসাকে অনুপ্রাণিত করলেন যেন তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রাথমিক অংশ লিখে রাখেন, যাকে তৌরাত বলা হয়। আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তাঁর সত্য লিখিত অবস্থায় থাকে—যুগের শেষ পর্যন্ত। তিনি মূসার অন্তরে তাঁর কালাম দিলেন যেন তিনি তা লিখে রাখেন। আল্লাহ্ মূসার দ্বারা আশ্চর্য কাজ করার মধ্য দিয়ে মানবজাতির কাছে তাঁর কালামের সত্যতা প্রমাণিত করলেন। সেই সাথে আল্লাহ্ কিছু ভবিষ্যৎ ঘটনাও উল্লেখ করেছিলেন যা মূসা ইসরাইল জাতি ও মিশরীয়দের কাছে ঘোষণা করেছিলেন। প্রত্যেকটি ঘটনা সেইভাবেই ঘটেছিল যেভাবে মূসা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আল্লাহ্ সন্দেহ করার মত কোন জায়গা রাখলেন না।

এমনকি সবচেয়ে কঠিন যে নাস্তিক ছিলেন তিনিও স্বীকার করেছিলেন যে আল্লাহ্ যিনি মূসার মধ্যে দিয়ে কথা বলেছিলেন তিনি সত্য ও জীবন্ত আল্লাহ্ ছিলেন।[৮৩]

মূসা ছিলেন নবীদের দীর্ঘ লাইনের মধ্যে প্রথম, যারা প্রায় ১৫০০ বছরের

আল্লাহ্‌র কালাম লিপিবদধ করেছিলেন।[৮৪] নবীরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকে এসেছেন। তাদের কারও কারও শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না।

যদিও তারা বিভিন্ন প্রজন্মের সময়ে বাস করতেন কিন্তু তারা যা লিখেছেন তা পরিপূর্ণভাবে একটি বার্তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থাপন করে।

আল্লাহ্‌ মূসা, দাউদ, সোলায়মান এবং আরও প্রায় ত্রিশ জন নবীকে কিতাবের পুরাতন নিয়ম লেখার জন্য পছন্দ করেছিলেন। তিনি তাঁর ওয়াদা ও ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করা এবং বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ ও চিহ্নের মধ্য দিয়ে তাঁর কালামের সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

নতুন নিয়মে ঈসার জন্ম, জীবন, কালাম, কাজ, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সবকিছু চারজন ব্যক্তির দ্বারা লিপিবদধ হয়েছিল, তারা হলেন: মথি, মার্ক, লূক এবং ইউহোন্না। এই চার ব্যক্তি সুসমাচার লিখেছেন (যাকে আরবীতে ইঞ্জিল শরীফ বলা হয়), যা পৃথিবীর কাছে চারটি আলাদা আলাদা সাক্ষ্য বহন করে। সেই সাথে আল্লাহ্‌ পিতরকে (একজন জেলে), ইয়াকুব এবং এহুদা (ঈসার ভাই), এবং পৌলকে (একজন পন্ডিত এবং প্রাকতন বিদ্রোহী ব্যক্তি) ব্যবহার করেছেন যেন তাঁরা মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিতাবের শেষ পুস্তকটি প্রেরিত ইউহোন্না লিখেছেন, যেখানে পৃথিবীর যে ইতিহাস সম্পর্কে আমরা জানি তা কিভাবে শেষ হবে তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

সামঞ্জস্যপূর্ণ সাক্ষী

সর্বোপরি, আল্লাহ্‌ মানব জাতির কাছে তাঁর কালাম প্রকাশ করার জন্য প্রায় চল্লিশজন লোককে পনের শতাবদীর বেশি সময় ধরে ব্যবহার করেছেন। যদিও এই সাক্ষীদের মধ্যে বেশিরভাগই কেউ কাউকে চিনতেন না, তবুও তারা যা কিছু লিখেছেন তা একসাথে একটি ধারাবাহিক গল্প ও বার্তা প্রকাশ করে।

কিন্তু এমন কে আছে, যিনি একক জীবদ্দশায় নিরপেক্ষভাবে এই রকম ধারাবাহিক বর্ণনা প্রেরণ করতে পারে?

> “কারণ নবীরা তাঁদের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন নি; পাক—রূহের দ্বারা পরিচালিত হয়েই তাঁরা আল্লাহ্র দেওয়া কথা বলেছেন।” (২ পিতর ১:২১)

শতাবদীর পর শতাবদী ধরে, অনেকেই নতুন নিয়মের লেখক ও তাদের বার্তাগুলোকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে প্রেরিত পৌলের লেখাগুলো বেশি করে আক্রান্ত হয়েছে।

প্রেরিত পিতর আমাদের উৎসাহিত করেছেন যেন আমরা পৌলের লেখাগুলোকে গুরুত্বের সাথে নেই:

“মনে রেখো, মানুষকে নাজাত পাবার সুযোগ দেবার জন্য আমাদের প্রভু ধৈর্য ধরে আছেন। এই একই কথা আমাদের প্রিয় ভাই পৌলও আল্লাহ্র দেওয়া জ্ঞানে তোমাদের কাছে লিখেছেন। … সেজন্য যারা উম্মত হবার শিক্ষা পায় নি ও যাদের মন অস্থির তারা অন্যান্য কিতাবের মত এগুলোর মানেও ঘুরিয়ে বলে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে।” (২ পিতর ৩:১৫-১৬)

হযরত পৌল যা কিছু লিখেছেন তা নবীদের লেখার সাথে সঙগতিপূর্ণ। যেভাবে পৌল নিজে সাক্ষ্য দিয়েছেন, “আল্লাহ্ আজ পর্যন্ত আমাকে সাহায্য করে আসছেন এবং সেজন্যই আমি এখানে দাড়িয়ে ছোট-বড় সবার কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি। **নবীরা এবং মূসা যা ঘটবার কথা বলে গেছেন তার বাইরে আমি কিছুই বলছি না… আপনি কি নবীদের কথা বিশ্বাস করেন?”** (প্রেরিত ২৬:২২,২৭)

সামঞ্জস্যপূর্ণ না অসামঞ্জস্যপূর্ণ?

একটি সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা বিচার করা হয় শুধুমাত্র একজন লোকের সাক্ষ্যের মাঝে এর কতটুকু সত্যতা রয়েছে তার দ্বারা নয় বরং কোন রকম অসঙগতির অনুপস্থিতির দ্বারা করা হয়। নিচের কাহিনীর মধ্য দিয়ে দৃষ্টান্ত দেয়া হলো:

> একটি রৌদ্রোজ্জল দিনে, চার জন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কোনভাবেই ক্লাস ফাঁকি দেয়ার প্রলোভন থেকে পালাতে পারল না। পরবর্তী সকালে তারা তাদের শিক্ষককে ব্যাখ্যা দিয়ে বলল যে তাদের ক্লাসে অনুপস্থিত থাকার কারণ হল তাদের গাড়ির টায়ার নষ্ট হয়ে যাওয়া। তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে, শিক্ষক হাসলেন এবং বললেন, “ভাল, তোমরা গতকাল একটি কুইজ মিস করেছ।” কিন্তু তারপর তিনি আরও বললেন, “তোমার আসনে গিয়ে বস এবং পেন্সিল ও কাগজ বের কর। প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে: কোন টায়ারটি নষ্ট হয়েছিল?”[৮৫]

ছাত্ররা ভিন্ন ভিন্ন উত্তর প্রকাশ করল কারণ তারা গল্পটি নিজের মত করে বানিয়েছিল।

এই চার ছেলের পরস্পরবিরোধী সাক্ষ্যের বিপরীতে আল্লাহ্র সাক্ষ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। ডজন ডজন সাক্ষীকে ব্যবহার করে এবং অগণিত প্রজন্মের লেখকদের ব্যবহার করে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা নিজেকে এবং ধারাবাহিকভাবে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন।

পরস্পর বিরোধী ধর্ম ও দার্শনিকদের ভিড়ে আল্লাহ্ একটি অটল পাথর স্থাপন করেছেন ও তা ধরে রেখেছেন যার উপর আমরা নির্ভর করতে পারি। সেই পাথরটি হল তাঁর কালাম।

> “কিতাবের মধ্যে **নবীরা যা বলেছেন তা আমাদের কাছে সত্যি বলে প্রমাণিত** হয়েছে। অন্ধকারে যেমন তোমাদের চোখ বাতির দিকে থাকে... কিন্তু **বনি-ইসরাইলদের মধ্যে যেমন ভন্ড নবী** ছিল তেমনি **তোমাদের মধ্যেও ভন্ড শিক্ষক থাকবে।** তারা চুপি চুপি এমন সব ভুল শিক্ষা নিয়ে আসবে যা মানুষকে ধ্বংস করে দেবে; এমন কি, যিনি তাদের কিনেছেন সেই প্রভুকে পর্যন্ত তারা অস্বীকার করবে... তাদের শাস্তি অনেক দিন ধরে তাদের উপরে ঝুলছে, আর তাদের ধ্বংস চুপচাপ বসে নেই।” (২ পিতর ১:১৯-২:৩)

ভন্ড নবীরা

এভাবে, আল্লাহ্র কালাম আমাদেরকে লোভী, স্বার্থপর নবী ও শিক্ষকদের বিষয়ে সতর্ক করে যারা “বিভ্রান্তিকর কথা দিয়ে আপনাকে নিজের কাজে ব্যবহার করবে।”[৮৬] কিতাবে অনেক ভ্রান্ত লোকদের কথা লেখা আছে যারা দাবি করে যে তারা আল্লাহ্র কালাম তবলিগ করছে, কিন্তু তাদের বার্তাগুলো মূলত “মিথ্যার আত্মা” দ্বারা অনুপ্রাণিত। (১ বাদশাহ্ নামা ২২:২২)

কিতাবে ইসরাইলীদের ইতিহাসে কোন এক সময় প্রায় ৮৫০ জন মিথ্যা বা ভন্ড নবীদের কথা উল্লেখ করা আছে এবং মাত্র একজন সত্যিকারের নবীর কথা বলা হয়েছে, যাঁর নাম ইলিয়াস। যখন ৭০০০ ইসরাইলীরা একমাত্র সত্য আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বস্ত রইলেন, তখন লক্ষ লক্ষ লোক স্বার্থবাদী, মিথ্যা সাক্ষীদের উপর বিশ্বাস করতে পছন্দ করল।[87]

মিকাহ্, আল্লাহ্র একজন বিশ্বস্ত নবী, তিনি লিখেছেন:

> “যে সব নবীরা আমার লোকদের বিপথে নিয়ে গেছে তাদের যদি কেউ খেতে দেয় তবে তারা “শান্তি” বলে ঘোষণা করে; কিন্তু যদি খেতে না দেয় তবে তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়।” (মিকাহ্ ৩:৫)

এই হচ্ছে ইতিহাসের ধরন, যার কারণে ঈসা সতর্ক করেছিলেন:

> “সরু দরজা দিয়ে ঢোকো, কারণ যে পথ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তার দরজাও বড় এবং রাস্তাও চওড়া। অনেকেই তার মধ্য দিয়ে

> ঢোকে। কিন্তু যে পথ জীবনের দিকে নিয়ে যায় তার দরজাও সরু, পথও সরু। খুব কম লোকই তা খুঁজে পায়। ভণ্ড নবীদের বিষয়ে সাবধান হও। তারা তোমাদের কাছে ভেড়ার চেহারায় আসে, অথচ ভিতরে তারা রাক্ষুসে নেকড়ে বাঘের মত। তাদের জীবনে যে ফল দেখা যায় তা দিয়েই তোমরা তাদের চিনতে পারবে। কাঁটাঝোপে কি আংগুর ফল কিংবা শিয়ালকাঁটায় কি ডুমুর ফল ধরে? ঠিক সেভাবে প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফলই ধরে আর খারাপ গাছে খারাপ ফলই ধরে।" (মথি ৭:১৩-১৭)

শতাবদীর পর শতাবদী ধরে অগণিত খারাপ নবী ও শিক্ষকেরা এসেছে আর গিয়েছে। "যে পথ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়" সেই পথে কেউ হয়ত শত শত এবং হাজার হাজার লোককে প্রভাবিত করেছে, আবার অন্যেরা হয়ত লক্ষ লক্ষ লোককে এবং এমন কি কোটি কোটি প্রাণকে সেই পথে পরিচালিত করেছে।

আপনি যদি সেই লোকদের মধ্যে একজন না হতে চান "যারা" অন্ধের মত ভন্ড নবীদের "ধ্বংসাত্বক" পথ অনুসরণ করেছেন, তাহলে ঐ লোকদের শিক্ষাকে নিচের ছাকনি দিয়ে ছেঁকে নিন:

> সত্য নবীর বার্তা সবসময়ই কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে নিশ্চিতভাবে মিলে যাবে যা তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

নিচে যারা নিজেকে আল্লাহ্‌র নবী হিসাবে দাবি করেছিলেন সেই লোকদের **তিনিটি কেস স্টাডিকে** বিবেচনা করুন। তারা কি সত্যিকারের নবী ছিলেন নাকি মিথ্যা নবী ছিলেন?

কেস-০১: কবরপ্রাপ্ত "মসীহ্‌"

ইতিহাসের তালিকায় দেখা যায় যে ডজন ডজন লোক আছে যারা নিজেদেরকে নবী এবং মসীহ্‌ বলে দাবি করে এবং তারা ঈসা মসীহের জীবনদশার পরেও বেঁচে ছিলেন।[৮৮] এদের মধ্যে একজন হচ্ছে আবু ঈসা।

পারস্যের আবু ঈসা ৭ম শতাবদীর শেষের দিকে জীবিত ছিলেন। তার অনুসারীরা তাকে মসীহ্‌ বলে বিশ্বাস করত কারণ তিনি বলেছিলেন যে তিনি তাদেরকে বিজয়ের পথে পরিচালনা করবেন এবং যদিও তিনি নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু তিনি বই লিখেছেন বলে জানা যায়। কিন্তু তার বার্তা কিতাবের পরিপন্থী।

আবু ঈসা তার অনুসারীদেরকে দিনে সাত বার মুনাজাত করতে শিক্ষা দিয়েছেন এবং যুদধক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করতে বলেছিলেন কারণ তিনি ওয়াদা করেছিলেন যে, তাদেরকে বেহেশতী সুরক্ষা দিবেন। যাহোক, আবু যুদেধ মারা যাওয়ার পর তাকে কবর দেয়া হয় এবং তিনি

পুনরায় জীবিত হয়ে উঠতে ব্যর্থ হন, এবং তার অনুসারীরা তখন স্বীকার করেন যে, তিনি মসীহ্ ছিলেন না।

আবু ঈসার অনেক সময় আগেই, ঈসা মসীহ্ তাঁর অনুসারীদের সতর্ক করে বলেছেন:

> "তখন অনেক ভন্ড মসীহ্ ও ভন্ড নবী আসবে এবং বড় বড় চিহ্ন-কাজ ও কুদরতি দেখাবে যাতে সম্ভব হলে আল্লাহ্‌র বাছাই করা বান্দাদেরও তারা ঠকাতে পারে। **দেখ, আমি আগেই তোমাদের এই সব বলে রাখলাম।"** (মথি ২৪:২৪-২৫)

কেস-০২: আত্মহত্যাকারী "নবী"

জিম জোন্স একটি উপাসনা ঘর স্থাপন করলেন যার নাম জনগণের মন্দির। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে, জোন্স ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ফ্রান্সিসকোর একজন নাম-করা প্রচারক ছিলেন। অনেক লোককে রাজনীতি করার জন্য উৎসাহিত করা এবং দরিদ্রদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রজেক্ট তৈরী করার সামর্থ্যের জন্য তিনি খুবই জনপ্রিয় লোক ছিলেন। জোন্স নিজেকে "একজন নবী "বলে পরিচয় দিতে শুরু করলেন এবং ক্যান্সার রোগ থেকে সুস্থ্য করা এবং মৃতদের জীবন দান করার ক্ষমতা তার আছে বলে দাবি করতে লাগলেন।

অবশেষে, জিম জোন্স দক্ষিণ আফ্রিকার ঘানা শহরের প্রায় এক হাজারেরও বেশি লোক তার অনুসারী হতে এবং তার "জোন্সটাউন"-এর দিকে অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করলেন। এই নতুন সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে "নবী জিম" একটি শান্তিময় ও সুখী জীবনের ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু এটা ছিল একটি বড় মিথ্যা।

জিম জোন্স মেষের পোষাকের নিচে লুকানো হিংস্র নেকড়ে ছাড়া আর কিছুই না। স্যান ফ্রান্সিসকো ক্রোনিক্যাল পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "নভেম্বর মাসের ১৮ তারিখ [১৯৭৮]: জোন্স তার অনুসারীদের আদেশ দিলেন যেন তারা সাইনাইড খেয়ে নিজেদেরকে মেরে ফেলে। যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে জোর করে বিষ খাইয়ে দেয়া হয়েছিল। শিশুদেরকে ইনজেকশন দেয়ার মাধ্যমে মারা হয়েছিল। অবশেষে, জোন্সটাউনে ৯১৪টি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে জোন্স নিজেও ছিলেন।"[৮৯]

কেস ০৩: একটি অসমর্থিত "পাক-কিতাব"

যোসেফ স্মিথ ১৮০৫ সালে উত্তর আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্রতা ও কুসংস্কারের মধ্যে পালিত হওয়ায়, ছোট বেলাতেই সে

লোকদেরকে এটা বলতে শুরু করল যে, সে আল্লাহ্‌র একজন নবী। সে দাবি করল যে, আল্লাহ্‌ অনেকবার একজন ফেরেস্তার দ্বারা দর্শন দেয়ার মাধ্যমে তার সাথে কথা বলেছেন, আর সেই ফেরেস্তার নাম ছিল মোরোনি।

স্মিথ লিখেছেন: "আমি এক অদভুত ক্ষমতার দ্বারা আবৃত ছিলাম যা সম্পূর্ণরূপে আমাকে ঘিরে রেখেছিল এবং আমার জিহ্বা এমনভাবে বেঁধে রেখেছিল যে আমি কোন কথাই বলতে পারছিলাম না। হালকা অন্ধকার আমার চারপাশে জড়ো হতে লাগল এবং আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে, আমি মনে হয় কিছু সময়ের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি।" পরবর্তীতে স্মিথ বলল যে, কিভাবে একটি "আলোর খুঁটি" তার মাথার উপরে উদয় হল যা "সূর্যের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল ছিল, এবং আস্তে আস্তে করে তার উপরে পড়ছিল।"[৯০] স্মিথ দাবি করল যে, আল্লাহ্‌ তার কাছে একটি নতুন পাক-কিতাব নাযিল করেছেন, যার নাম হল মর্মোন কিতাব। তিনি তার অনুসারীদের বললেন যে কিতাবুল মোকাদ্দস আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে, কিন্তু এটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র দেয়া নতুন কিতাব। স্মিথ লোকদের শিক্ষা দিতে লাগলেন যেন তারা মুনাজাত মুখস্ত করে, রোজা রাখে, ভিক্ষা দেয়, ভাল কাজ করে এবং তাকে নবী হিসাবে গ্রহণ করে। এদিকে, তিনি নিজেই একটি স্ব-সন্ধানী এবং কামুক জীবনযাত্রা অনুশীলন করেছিলেন এবং বৈধতা দিয়েছিলেন।

যদিও যোসেফ স্মিথের "দৈব বার্তা" অন্যান্য সাক্ষীদের দ্বারা অসমর্থিত ছিল (যদিও তিনি দাবি করেন যে, তিনজন সাক্ষী আছে), এবং তার কিতাবটি, কিতাবুল মোকাদ্দস, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিরোধী,[৯১] তবুও বর্তমান সময়ে লক্ষ লক্ষ লোক মর্মোনিজম ধর্মকে অনুসরণ করছে। সমৃদ্ধশালী মর্মোন মন্ডলী তার মিশনারীদেরকে সারা পৃথিবীতে পাঠাচ্ছে এবং প্রত্যেক দিন শত শত লোক মর্মোন ধর্ম গ্রহণ করছে (যাদেরকে পরবর্তী দিনের সাধুও বলা হয়)। বেশিরভাগ মর্মোন লোকেরা খুবই আন্তরিক, ভাল লোক, কিন্তু আপনি যদি "নবী যোষেফের" বার্তার সাথে কিতাবুল মোকাদ্দসের নবীদের দাবি করা ও লেখা বার্তার তুলনা করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, দুইটি একেবারে আলাদা ধরনের বার্তা।

অনন্তকালীন ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী, অসমর্থিত একজন স্বঘোষিত নবীদর বার্তা যতই স্পষ্ট বা বুদ্ধিপূর্ণ হোক না কেন—তা মূর্খতা। "কারণ শয়তানও নিজেকে নূরে পূর্ণ ফেরেশতা বলে দেখাবার উদ্দেশ্যে নিজেকে বদলে ফেলে।" (২ করিন্থীয় ১১:১৪)

একটি নিশ্চিত বা সমর্থিত বার্তা

দ্বিধাদ্বন্দ্বের এই পৃথিবীতে যেখানে দলে দলে লোকেরা "মিথ্যার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সত্যের পরিবর্তন করছে" (রোমীয় ১:২৫), সেখানে

একমাত্র সত্য আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে তাঁর সত্যকে এই শত শত লোকের থেকে আলাদা করেছেন।

একটি উপায়ে আল্লাহ্ তাঁর বার্তাকে স্পষ্ট করেছেন এবং সুনিশ্চিত করেছেন তা হল বহু প্রজন্ম ধরে অনেক নবীদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তিনি তাঁর কার্যক্রম প্রকাশ করেছেন।

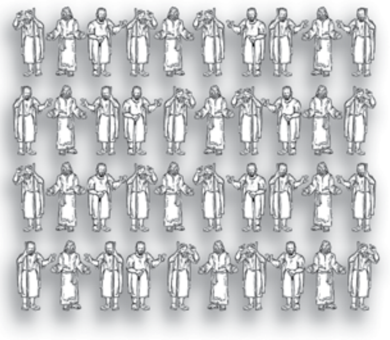

প্রায় চল্লিশ জন লোক এই বার্তাকে লিখেছেন যারা প্রায় ১৫০০ বছর ধরে তথাপি ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ্র কালাম লিপিবদ্ধ করেছেন ও সমর্থন করেছেন।

একক ব্যক্তি যখন কোন বার্তা উপস্থাপন করেন তা পরবর্তীতে দ্বন্দ্বযুক্ত ও অনিশ্চিত বার্তাতে রূপ নেয়।

বিগত কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা অনেক প্রমাণের সম্মুখীন হয়েছি যা কিতাবুল মোকাদ্দস আল্লাহ্র কালাম বলে দেখায়। যদিও এই প্রমাণ ও অন্যান্য যুক্তিগুলো বিশ্বাসযোগ্য, তবুও আল্লাহ্র বার্তার বিশ্বাসযোগ্যতার সবচেয়ে ভাল প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় তা শোনার, বোঝার এবং ধারণ করার মধ্য দিয়ে।

আল্লাহ্র কালামের উন্মোচিত ঘটনাগুলো সেই ব্যক্তিকে প্রকাশ করে যিনি সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে এবং আমাদের কল্পনাশক্তির বাইরে। এটি আমাদের সৃষ্টিকর্তার গৌরবময় ও পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতিকে প্রদর্শন করে। এটি লোকদেরকে মৃত্যুর ভয় থেকে নাজাত দান করে এবং একটি অনন্ত জীবনের নিশ্চিত প্রত্যাশা প্রদান করে। এটি তাদের চরিত্র ও আচার-ব্যবহারকে রূপান্তরিত করে। এটি তাদেরকে সত্য আল্লাহ্র দিকে পরিচালিত করে।

কোন শয়তান বা মানুষ এই রকম বার্তা নিয়ে আসতে পারে না।
কিন্তু এর জন্য আমার কথাতেই বিশ্বাস করবেন না।

“কিন্তু **সব বিষয় পরীক্ষা করে দেখ**; যা ভাল, তা ধরে রাখ।”
(১ থিষলনীকীয় ৫:২১)

৭

ভিত্‌তিমূল

“...একজন বুদ্ধিমান লোকের মত যে পাথরের উপরে তার বাড়ি নির্মাণ করল।” (মথি ৭:২৪)

নাসরতীয় ঈসা পাহাড়ের উপর দেওয়া উপদেশে এই কথা বলে শেষ করেছেন:

“সেইজন্য বলি, যে কেউ আমার এই সমস্ত কথা শুনে তা পালন করে সে এমন একজন বুদ্ধিমান লোকের মত, যে পাথরের উপরে তার ঘর তৈরী করল। পরে বৃষ্টি নামল, বন্যা আসল, ঝড় বইল এবং সেই ঘরের উপরে আঘাত করল; কিন্তু সেই ঘরটা পড়ল না কারণ তা পাথরের উপরে তৈরী করা হয়েছিল। যে কেউ আমার এই সমস্ত কথা শুনে তা পালন না করে সে এমন একজন মূর্খ লোকের মত, যে বালির উপরে তার ঘর তৈরী করল। পরে বৃষ্টি নামল, বন্যা আসল, ঝড় বইল এবং সেই ঘরের উপরে আঘাত করল; তাতে ঘরটা পড়ে গেল। কি ভীষণ ভাবেই না সেই ঘরটা পড়ে গেল!” (মথি ৭:২৪-২৭)

যে বাড়িটি টিকে রইল আর যে বাড়িটি ধ্বংস হয়ে গেল এই দুটির মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে?

ভিত্‌তিমূল

বুদ্ধিমান লোকটি পাথরের উপরে তার বাড়ি নির্মাণ করল; বোকা লোকটি বালু কণার উপরে তার বাড়ি নির্মাণ করল।

নবীদের কিতাবে, আল্লাহ্‌ তাঁর বার্তার জন্য একটি শক্ত পাথরের ভিত্‌তিমূল স্থাপন করেছেন যা তিনি চান যেন সবাই তা বুঝতে পারে

এবং তাতে ঈমান আনে। সেই ভিত্তিমূলটি হল তৌরাত শরীফ (এটা মূসার শরীয়ত, পেন্টাটিউখ বা তৌরাত নামেও পরিচিত)।

শুরুর কিতাব

মূসার তৌরাত শরীফে কিতাবের প্রথম পাঁচটি কিতাব রয়েছে। প্রথম কিতাবটিকে বলা হয় পয়দায়েশ, যার অর্থ হল উৎস। পয়দায়েশ হচ্ছে শুরুর কিতাব, যেটাকে আল্লাহ্ পৃথিবী, জীবন, মানুষ, বিবাহ, পরিবার, সমাজ, জাতি, এবং ভাষা সমস্ত কিছুর উৎস/শুরু হিসাবে প্রকাশ করেছেন। জীবনের সবচেয়ে বড় রহস্যের উত্তর পয়দায়েশে দেয়া আছে। আল্লাহ্ কেমন? মানুষ কোথা থেকে আসল? আমরা এখানে কেন? শয়তানের উৎস কোথায়? কেন লোকেরা যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যায়? কিভাবে একজন পাক-আল্লাহ্ নাপাক লোকদের গ্রহণ করেন?

যদিও এই সমস্ত এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পরে কিতাবে পরবর্তীতে বিকশিত হয়, কিন্তু পয়দায়েশে স্রষ্টা তাঁর উত্তরের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রথম পুস্তক হচ্ছে পরবর্তী সমস্ত কিছুর ভিত্তি প্রস্তর বা ভিত্তিমূল।

আল্লাহ্‌র কাহিনী

কিতাবে শত শত কাহিনী উল্লেখ রয়েছে যা প্রায় হাজার হাজার বছর ধরে ঘটেছে। সবকিছু মিলিয়ে এটি একটি মাত্র কাহিনী, যেটি হচ্ছে ইতিমধ্যে বলা কাহিনীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কাহিনী। এই কাহিনীতেই আল্লাহ্ একটি প্রধান বার্তা রচনা করেছেন, যেটি হল সবচেয়ে উত্তম সংবাদ বা বার্তা।

আল্লাহ্‌র কাহিনীতে অনেক আকর্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যখন আমরা কিতাবের মধ্য দিয়ে যাত্রা করব তখন আমাদেরকে সুসমাচারেরে একটি উচচ শিখরের মুখোমুখি হত হবে। আরেকটি উত্তেজনাকর বিষয় উন্মোচিত হবে কিতাবুল মোকাদ্দসের শেষ কিতাবের মধ্য দিয়ে যার নাম হল প্রকাশিত কালাম, যার অর্থ হল উন্মোচন।

মানুষের কাছে আল্লাহ্ তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করা স্বত্ত্বেও বেশির ভাগ লোকের কাছে তা রহস্যজনকই রয়ে গেছে।

প্রথম জিনিস প্রথমে

সম্পূর্ণ কিতাবুল মোকাদ্দসের ১১৮৯টি অধ্যায়ের মধ্যে পয়দায়েশে ৫০টি অধ্যায় রয়েছে।[৯২] সম্পূর্ণ কিতাবটি একটানা পড়তে তিন দিন ও তিন রাত প্রয়োজন।

সামনে যে যাত্রা আমাদের আসছে সেখানে আমরা অবশ্যই কিতাবের

বেশিরভাগ কাহিনীগুলোর মধ্যে দিয়ে যাব, যেখানে আমরা অনেক প্রথম স্তরের বিষয় পর্যবেক্ষণ করব, অনেক প্রধান প্রধান কাহিনীর মধ্যে দিয়ে যাব যা মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র "বড় পরিকল্পনা" প্রকাশ করে। আমাদের যাত্রার একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমরা কিতাবে প্রথম চারটি অধ্যায়ের সঙেগ কাটাব কারণ এই শুরুর পৃষ্ঠাগুলো আল্লাহ্‌র কালামের গভীর সত্য প্রকাশ করে যা কিতাবের অন্য কোথাও নেই।

কিতাবের এই শুরুর অধ্যায়গুলোর গুরুত্ব কোনভাবেই বলে শেষ করা যাবে না।

যখন আমরা শিশুদের কাছে কোন গল্প বলি বা পড়ে শুনাই তখন কোথা থেকে আমরা শুরু করি? আমরা কি গল্পের মাঝখান থেকে শুরু করি এবং এখান থেকে দুই লাইন আর ওখান থেকে দুই লাইন এভাবে পড়ে লাফ দিয়ে শেষের দিকে চলে যাই? না, প্রথম থেকেই শুরু করি। কিন্তু যখন কিতাবের বিষয় আসে তখন বেশির ভাগ পাঠকেরা শুরুটা বাদ দিয়ে যায়। আল্লাহ্‌র কাহিনী কিভাবে তাদের কাছে রহস্যময় উত্তেজনা তৈরী করতে পারে যখন তারা কিতাবের প্রথম পৃষ্ঠাগুলোকেই বাদ দিয়ে যাচেছ? এটি কি বিষ্ময়কর নয় যে, সবাই আহমেদের সাথে একমত পোষণ করছে, যিনি তার ইমেইলে লিখেছিলেন, "পাপের মুক্তির এই পুরো বিষয়টি আমার কাছে কোন অর্থ বহন করে না।" (১ম অধ্যায়)?

যদি আমরা আল্লাহ্‌র কাহিনীর শুরুর বিষয়গুলোর সাথে অপরিচিত থাকি তাহলে পরবর্তী বিষয়গুলো বুঝতে পারা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। যাহোক, যখনই আমরা প্রথম দিকের অধ্যায়গুলো বুঝতে পারব, পরবর্তী বিষয়গুলো আমাদের কাছে আশ্চর্যজনক জ্ঞান তৈরী করবে। [৯৩]

একটি বীজ বপনের স্থান/জমি

একটি গমের শস্য দানার কথা ভাবুন। হয়ত এটিকে তেমন বেশি কিছু মনে হবে না কিন্তু এই সাধারণ শস্য দানার মধ্যেই জটিল বিষয়গুলো লুকানো রয়েছে এবং এই লুকানো শক্তিই একটি পরিপূর্ণ গাছে পরিণত হয় যা শস্য দানায় পূর্ণ থাকে। এই একই প্রক্রিয়ায় কিতাবকে বর্ণনা করা যায়:

> "জমি নিজে নিজেই ফল জন্মাল—প্রথমে চারা, পরে শীষ এবং শীষের মাথায় পরিপূর্ণ শস্যের দানা।" (মার্ক ৪:২৮)

আল্লাহ্ এমনভাবে বিষয়টি সাজান নি যে শস্যদানা, ফলমূল, এবং শাক-সবজি তাৎক্ষণিক পেঁকে যাবে, একইভাবে তিনি এই পরিকল্পনাও করেননি যে তাঁর কাহিনী ও বার্তা সঙেগ সঙেগই প্রকাশিত হয়ে যাবে।

যেভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য খাবার সরবরাহ করতে গাছপালাকে দিয়েছেন যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধিপায়, ঠিক একই ভাবে তিনি মানুষের আত্মার জন্য রূহানী খাবার সরবরাহ করতেও পর্যায়ক্রমে সত্যকে প্রকাশ করেছেন।

> “তা হল, ‘এটা কর, ওটা কর, এই নিয়ম মান, ঐ নিয়ম মান, এখানে আছে, ওখানে আছে।” (ইশাইয়া ২৮:১০)

পয়দায়েশ পুস্তকটি হচ্ছে একটি উর্বর জমির মত যেখানে আল্লাহ্ সত্যের বীজ বপন করেছেন। সেই সত্য থেকে তাঁর বার্তা অঙ্কুরিত হয়েছে এবং পরবর্তী পুস্তকগুলোতে পরিপক্ক হয়েছে যা পৃথিবীকে জীবন দান করে।

একটি ভ্রূণ

আধুনিক প্রযুক্তিগুলোকে ধন্যবাদ কারণ যা আগে রহস্যের মধ্যে আবৃত ছিল তা এখন দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে আমরা মানুষের ভ্রূণের গঠন প্রক্রিয়ার ছবি একেবারে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই। বিষ্ময়কর ব্যাপার! আট সপ্তাহের মধ্যে, মায়ের গর্ভে যে ডিম্বাণু থাকে তা একটি চিনাবাদামের মত শরীরের রূপ নেয়, যেখানে চোখ, কান, নাক, মুখ, বাহু, হাত, পা এবং পায়ের পাতা সবকিছুই থাকে। এমনকি এর নিজের আঙুলের ছাপও থাকে। যদিও পরিপূর্ণভাবে গঠন হয় না কিন্তু এই অঙ্গগুলোর সবই বিদ্যমান থাকে।

একই রকমভাবে, বর্তমানে আমাদের সৃষ্টিকর্তার নিজের সম্পর্কে এবং মানব জাতির জন্য তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে যে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য প্রকাশিত হয়েছে তার প্রাথমিক বা আদিম স্তর পয়দায়েশ পুস্তকে পাওয়া যায়। যাহোক, পরিপূর্ণ কিতাবের বাকী অংশ জুড়ে “আল্লাহ্র নিগূঢ় তত্ত্ব” (প্রকাশিত কালাম ১০:৭) পরিপক্কতা লাভ করে।

আজকের দিন পর্যন্ত, আল্লাহ্র ব্যক্তিত্ব এবং উদ্দেশ্য বেশির ভাগ লোকের কাছে রহস্য হিসেবে রয়ে গেছে, কিন্তু এখন আর নয় কারণ, “**আল্লাহ্র কালামের মধ্যে যে গোপন সত্য আগেকার লোকদের কাছে যুগ যুগ ধরে লুকানো ছিল, এখন তাঁর বান্দাদের কাছে তা প্রকাশিত হয়েছে**।” (কলসীয় ১:২৬)

আল্লাহ্ আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যেন আমরা তাঁর নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে পারি কিন্তু আমাদেরকে তা অবশ্যই বুঝতে হবে।

টুকরো টুকরো

কিতাবুল মোকাদ্দস কিছুটা জিগসো পাজেলের টুকরোর মত।

কিছু টুকরো যেভাবে একসাথে মানানসই হয় তা স্পষ্ট, অন্যগুলি এতটা স্পষ্ট নয়। এখানে অনেক ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় দরকার। ঠিক একইভাবে, আল্লাহ্‌র কালামের দীর্ঘ সময় ধরে প্রতিফলন করার ফলে আমাদের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটে এবং আল্লাহ্‌র সুরেলা নকশাটি সুস্পষ্ট হয়।

সাম্প্রতিককালে, আমি লেবাননের একটি উচচ পর্যায়ের সাংবাদিকের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। যদিও আমরা তখনও সাক্ষাৎ করিনি, কিন্তু আমরা বন্ধু হয়েছি। তিনি আমার কাছে তার প্রথম ইমেইলে লিখেছেন:

প্রেরণ করা বিষয় ইমেইলের মতামত

> আমি বিশ্বাস করি না যে চূড়ান্ত বিশ্বাসের একটি ইতিবাচক-প্রমাণে পৌঁছানো সম্ভব।

আমি তাকে উৎসাহিত করেছি যেন তিনি তার পূর্ব পরিকল্পিত ধারণাগুলোকে একপাশে রাখেন এবং নিজের জন্য কিতাবুল মোকাদ্দস পড়েন, নিজের কাছে এটিকে কথা বলতে অনুমোদন দেন। তিনি যা করলেন তা একটি ইমেইল চিঠিতে প্রকাশ করেছেন:

প্রেরণ করা বিষয় ইমেইলের মতামত

> আমি আরবীতে ইঞ্জিল শরীফ পড়েছি এবং ভাবছি যে পুরাতন নিয়মটি পড়তে শুরু করব। পূর্বে আমি বিভিন্ন স্থান থেকে টুকরো টুকরো পড়তাম। এখন, আমি আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি... আমি এই কিতাব থেকে কি অর্জন করলাম? এর প্রতি গভীর ধারণা ও শ্রদ্ধা [কিতাবের বার্তা সম্বন্ধে], এটিকে এমন এক শক্তি হিসেবে দেখতে পাওয়া যা ব্যক্তিগত জীবন পরিবর্তন করে দেয়... বাহ্যিকভাবে একজন ব্যক্তিকে পরিবর্তন না করে... কতগুলো কঠোর দায়িত্ব পালনের আদেশ প্রদানের বদলে তা ব্যক্তির জীবনে সত্যিকারের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন নিয়ে আসে... আমি আবিষ্কার করলাম যে হয়ত আমাদের হাতে যা আছে সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় আছে।

অতি সম্প্রতি, সে লক্ষ্য করল:

বিষয় ইমেইলের মতামত

আমি একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি যা আমার আরও অনেক আগে নেয়া উচিত ছিল। আমি বুঝতে পেরেছি যে এটি বলা যথেষ্ট নয়, ‘আমি সম্পূর্ণ কিতাবুল মোকাদ্দস পড়েছি।’ এটি এমন একটি কিতাব যা বিরতিহীনভাবে পড়া উচিত। এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে আমার অনেক প্রশ্ন এই কিতাবের ছায়ার মধ্যে হারিয়ে গেল।

এই লোকটির জন্য, আল্লাহ্‌র বার্তা সুস্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

কিতাবের মধ্য দিয়ে আমাদের পরবর্তী যাত্রায়, আমাদের একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌র বার্তা এবং তাঁর কাহিনীগুলো পরিষ্কার হতে শুরু করবে যখনই আমরা ইতিহাসের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ পাজেলগুলোকে একসাথে জড়ো করতে শুরু করব। যখনই আমরা নিজেদের জন্য বিরতিহীনভাবে কিতাব পড়তে থাকব তখন আমরা আবিষ্কার করতে পারব যে কোথায় অন্যান্য “টুকরোগুলো” মানানসই হবে।

মহব্বতের চিঠি

একজন সৈনিকের গল্প যিনি একজন যুবতী মেয়েকে ভালবাসতেন। সেই মেয়ের জন্য যখন তার ভালবাসা অনেক গভীর হচ্ছিল, তখন সেই মেয়ে তার সম্পর্কে কি অনুভব করত তা অপরিষ্কার ছিল। সেই সময়ে, সৈনিককে দূর দেশে পাঠানো হলো। তিনি বিশ্বস্তভাবে সেই মেয়ের কাছে চিঠি লিখে যেতেন যদিও সেই মেয়ে কখনই তাকে কোন চিঠি পাঠান নি।

অবশেষে, সেই সৈনিকের ফিরে আসার দিন আসল। ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তার প্রথম পদক্ষেপ নিলেন সেই মেয়েকে দেখার জন্য, যাকে তিনি অনেক ভালবাসতেন। তিনি তাকে তার বাড়িতে পেলেন। যখন সেই মেয়েটি সেই সৈনিককে দেখে খুশি হওয়ার অভিনয় করল, তখন রুমের কোণায় একটি ময়লার বাকস সেই মেয়েটির হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করল।

এটি না-খোলা চিঠি দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল—যা সেই সৈনিক পাঠিয়েছিল।

বেহেশ্‌ত থেকে জমিনে

কিতাব হচ্ছে আপনার কাছে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাঠানো চিঠির মত। সৃষ্টিকর্তা যিনি বেহেশ্‌ত ও জমিনের মালিক তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে আপনার কাছে প্রকাশ করেছেন, তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেছেন, এবং আপনাকে বলেছেন যে কিভাবে আপনি গৌরব

এবং আনন্দের সাথে তাঁর সঙ্গে তাঁর অনন্তকালীন গৃহে বাস করবেন।

২৭০০ বছর আগে তাঁর পাঠানো একটি “চিঠির” অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো:

> “মাবুদ বলছেন, “হে পিপাসিত লোকেরা, তোমরা সবাই পানির কাছে এস; যার পয়সা নেই সেও এসে কিনে খেয়ে যাক। এস, বিনা পয়সায়, বিনামূল্যে আংগুর—রস আর দুধ কেনো। যা কোন খাবার নয় তার জন্য কেন পয়সা খরচ করবে? যা তৃপ্তি দেয় না তার জন্য কেন পরিশ্রম করবে? শোন, আমার কথা শোন, যা ভাল তা—ই খাও; তাতে সবচেয়ে ভাল খাবার পেয়ে তোমাদের প্রাণ আনন্দিত হবে। আমার কথায় কান দাও, আমার কাছে এস; আমার কথা শোন যেন তোমরা জীবিত থাক। আমার বিশ্বস্ততায় ভরা মহব্বতের দরুন আমি দাউদের কাছে যে ওয়াদা করেছি সেই অনুসারে আমি তোমাদের জন্য একটা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা স্থাপন করব। ... আসমান যেমন দুনিয়ার চেয়ে অনেক উঁচু, তেমনি আমার পথ তোমাদের পথের চেয়ে, আমার চিন্তা তোমাদের চিন্তার চেয়ে অনেক উঁচু।”
>
> (ইশাইয়া ৫৫:১-৩, ৯)

তোমাদের প্রতি ভালবাসা,
তোমার সৃষ্টিকর্তা

আপনি কি তাঁর লেখা চিঠি খুলেছেন? আপনি কি সেগুলো পড়েছেন? আপনি কি তাঁকে সাড়া দিয়েছেন বা উত্তর দিয়েছেন?

আসুন যাত্রা শুরু করি।

২য় খন্ড
যাত্রা

রহস্য উৎঘাটন

৮ আল্লাহ্‌ কেমন
৯ আল্লাহ্‌র মত কেউ নেই
১০ একটি বিশেষ সৃষ্টি
১১ ইবলিসের প্রবেশ
১২ গুনাহ্‌ ও মৃত্যুর শরীয়ত
১৩ রহমত ও বিচার
১৪ অভিশাপ
১৫ দ্বিগুণ সমস্যা
১৬ নারীর বংশ
১৭ ইনি কে হতে পারেন?
১৮ আল্লাহ্‌র অনন্তকালীন পরিকল্পনা
১৯ কোরবানীর নিয়ম
২০ একটি স্মরণীয় কোরবানী
২১ আরও রক্তপাত
২২ মেষ
২৩ কিতাবের পূর্ণতা
২৪ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ
২৫ মৃত্যু পরাভূত হয়েছে
২৬ ধর্ম এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে অবস্থান

৮

আল্লাহ্ কেমন

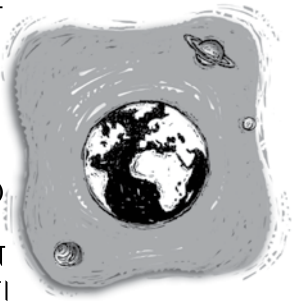

এই যাত্রাটির শুরু সেখান থেকেই যেখান থেকে আল্লাহ্‌র কিতাব শুরু হয়েছিল, যা সর্বকালীন এক শ্রেষ্ঠ ঘোষণা:

> "সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্ আসমান ও জমীন সৃষ্টি করলেন।" (পয়দায়েশ ১:১)

এখানে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য কোন চেষ্টা করা হয় নি। এটি স্ব-প্রমাণিত।

যদি আপনি একটি বালুর সৈকতে হাঁটতে থাকেন এবং বালুর মধ্যে কোন পায়ের ছাপ দেখতে পান, তাহলে আপনি স্বভাবতই বুঝতে পারবেন যে, আপনি একা নন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ঐ সমান দূরত্ব সম্পন্ন পায়ের ছাপগুলো নিজেরা একা একা তৈরী হয়নি। আপনি জানেন যে, বাতাস বা পানি এই কাঠামোগুলো তৈরী করে নি। কারো না কারো দ্বারাই ঐ পায়ের ছাপগুলো তৈরী হয়েছে।

আপনি এটা জানেন।

তারপরেও অনেক লোক তর্ক বিতর্ক করে যে তারা জানে না যে বালুতে পায়ের ছাপ কোথা থেকে আসলো এবং তারা এটা জানেনা যে, কোন না কোন মানুষের কারণেই এই পায়ের ছাপ তৈরী হয়েছে। একই ভাবে সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির ব্যাখ্যা দেয়ার সময় বিভিন্ন মানুষ তাদের বিভিন্ন ধরনের বিস্তারিত ধারণা বা থিওরি নিয়ে হাজির হয়, কেউ বলেন হাজার হাজার বছর আগে এটি দড়ির মত ছিল যা প্রসারিত হয়ে এই আকার ধারণ করেছে। কিন্তু যখন তারা "শুরুর" বিষয়ে কথা বলতে যায় তখন এই সত্যিকারের প্রশ্নটির জন্য তাদের আর কোন

উত্তর থাকে নাঃ এর কারণ কি?

পাক-কিতাব বলে যেঃ "১৯ আল্লাহ্ সম্বন্ধে যা জানা যেতে পারে তা মানুষের কাছে স্পষ্ট, কারণ আল্লাহ্ নিজেই তাদের কাছে তা প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্র যে সব গুণ চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তাঁর চিরস্থায়ী ক্ষমতা ও তাঁর খোদায়ী স্বভাব সৃষ্টির শুরু থেকেই পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর সৃষ্টি থেকেই মানুষ তা খুব বুঝতে পারে। এর পরে মানুষের আর কোন অজুহাত নেই।" (রোমীয় ১:১৯-২০)

যুক্তিসহ প্রাথমিক ব্যাখ্যাঃ নকশা করার জন্য একজন নকশাকারী প্রয়োজন।

যেভাবে এটি মানুষের তৈরী জিনিস যেমন গাড়ি, পায়ের ছাপ এবং কম্পিউটারের ক্ষেত্রে সত্য, ঠিক একই ভাবে এটি মেকানিজমের যেমন পা, কোষ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সত্য। আপনি খালি চোখে বা কোন মাইক্রোস্কোপ বা টেলিস্কোপ যা দিয়েই পর্যবেক্ষণ করেন না কেন মহাবিশ্বের এই জটিল অর্ডার ও জটিল বিষয়গুলো সরলীকরণের জন্য একজন সৃষ্টিকর্তা প্রয়োজন-যিনি স্থায়ী।

যেভাবে একটি পায়ের ছাপ তৈরীর জন্য একজন ছাপ তৈরীকারী প্রয়োজন, তেমনি মহাবিশ্বের সৃষ্টির জন্য একজন মহাবিশ্ব-সৃষ্টিকারী প্রয়োজন।

> "আসমান আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা করছে, আর আকাশ তুলে ধরছে তাঁর হাতের কাজ।" (জবুর শরীফ ১৯:১)

তাহলে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকারী কে? কিভাবে আমরা জানতে পারবো যে তিনি কিসের মত? আমরা জানতে পারি কারণ তিনি নিজেকে জানার জন্য প্রকাশ করেছেন। [৯৪]

অনন্তকালব্যাপী

পূর্বে একটি ইমেইল যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা শুনেছি যে একজন ব্যাঙগ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করেছেন? আমি ভুলে গেছি।" উত্তর হচ্ছেঃ কেউই না। আল্লাহ্ অনন্তকালব্যাপী রয়েছে। "শুরুতে **আল্লাহ্**" আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে আমাদের সৃষ্টিকর্তা কারো মতো নয় এবং কোন কিছুর মতই নয়।

> "যখন পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি হয় নি, জগৎ ও দুনিয়ার সৃষ্টি হয় নি, তার আগে থেকেই অনন্তকাল পর্যন্ত তুমিই আল্লাহ্।"
> (জবুর শরীফ ৯০:২)

আল্লাহ্র কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব একই রকম।

"সর্বশক্তিমান মাবুদ আল্লাহ্, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন।" (প্রকাশিত কালাম ৪:৮)

তিনি নিরবধি ও ধারণাতীত।

সৃষ্ট কোন কিছুই আল্লাহ্‌র সম্পর্কে সম্পূর্ণ জানতে পারবে না। তিনি হলেন, "যিনি মহান ও গৌরবে পূর্ণ, যিনি চিরকাল জীবিত।" (ইশাইয়া ৫৭:১৫)

তিনি অপরিবর্তনীয় "কিন্তু তুমি একই রকম থাকবে; তোমার জীবনকাল কখনও শেষ হবে না।" (জবুর শরীফ ১০২:২৭)

মহান

আমরা যা কিছু কল্পনা করতে পারি আল্লাহ্ তার থেকেও বেশি মহান।

যেভাবে অনন্তকালীন তিনি নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য কোন চেষ্টা করেন নি কারণ তা স্ব-প্রমাণিত, তেমনি তিনি তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দেয়ারও চেষ্টা করেন নি কারণ যা কিছু সময়, সীমা বা বিষয়ের উর্দ্ধে এমন কোন কিছু ধারন করা আমাদের এই সীমাবদ্ধ মস্তিস্কের দ্বারা সম্ভব নয়।

আমার ছোট সময়ে আমি স্মরণ করতে পারি যে, আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম এবং ভাবতাম, যদি আমি সবচেয়ে উঁচুতে এবং সবচেয়ে দূরে ভ্রমন করতে পারতাম, তাহলে আমি বিশ্বের উপরে এবং একেবারে শেষ প্রান্তে চলে যেতাম। যে বিষয়টি আমি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছি তা হল আমার কল্পনার ছাদ ও অসীম বা সীমাহীন মহাকাশ!

সৃষ্টিকর্তার প্রকাশিত কিছু কিছু বিষয় আছে যা শুধুমাত্র বিশ্বাস করার মধ্যে দিয়েই বুঝতে পারা সম্ভব।

আল্লাহ্‌র প্রমাণিত ও ধারাবাহিক কালামের উপর বিশ্বাস করা হচ্ছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার চুঁড়ায় পৌঁছানোর চাবিকাঠি।

> "ঈমান ছাড়া আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ আল্লাহ্‌র কাছে যে যায়, তাকে ঈমান আনতে হবে যে, আল্লাহ্ আছেন এবং যারা তাঁর ইচ্ছামত চলে তারা তাঁর হাত থেকে তাদের পাওনা পায়। ... **ঈমানের দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ্‌র মুখের কথাতে এই দুনিয়া সৃষ্ট হয়েছিল। তাতে বুঝা যায়, যা আমরা দেখতে পাই তা কোন দেখা জিনিস থেকে সৃষ্ট হয় নি।"** (ইবরানী ১১:৬, ৩ কিতাবুল মোকাদ্দস)

আধুনিক বিজ্ঞান নিশ্চিত করে যে "যা কিছু দেখা যায় তা কোন দৃশ্যমান জিনিস থেকে সৃষ্টি হয় নাই।" পদার্থবিদরা আমাদেরকে বলেন

যে বিষয়গুলো অদৃশ্য পরমানু থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যা ইলেকট্রন থেকে সৃষ্ট, যা নিউক্লিয়াসের চারিপাশে আর্বতনের ফলে প্রোটন ও নিউট্রন সৃষ্টি হয়, যা অতি মৌল কণা থেকে সৃষ্ট, যা… থেকে সৃষ্ট? মানবজাতি অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে যদিও আমরা খুবই কম জানি। যারা জ্ঞানী তারা মানুষের বুদ্দিধমত্তার সীমাবদধতা চিহ্নিত করতে পারে।

যা বিজ্ঞান কোন দিন প্রমাণ করতে বা ভুল প্রমাণ করতে পারবে না তা হল এই যে "এই বিশ্বভ্রমান্ড আল্লাহ্র আদেশে সৃষ্টি হয়েছিল।" এটি শুধুমাত্র আমরা আমাদের আল্লাহ্র দেয়া ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দ্বারাই বুঝতে পারি: ঈমান।

জীবনের যে রহস্য ও বিষয়বস্তু তা আমরা শুধুমাত্র "ঈমান দ্বারাই **বুঝতে পারি।**" এর কারণটা খুবই পরিষ্কারঃ

"আল্লাহ্ মানুষের থেকে মহান।" (আইয়ুব ৩৩:১২)

তাহলে এই মহান ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে আর কি প্রকাশ করেছেন?

অসীম বা সীমাহীন

তিনি সর্বশক্তিমান। "হে আল্লাহ্ মালিক, তুমি তোমার মহাশক্তি ও ক্ষমতাপূর্ণ হাত দিয়ে আসমান ও জমীন তৈরী করেছ। তোমার পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই।" (ইয়ারমিয়া ৩২:১৭)। সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা যা কল্পনা করতে পারি তিনি তার থেকেও উপরে ও আমাদের চিন্তার বাইরে।

তিনি সমস্ত কিছু জানেন। "হে মাবুদ, তুমি আমাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছ আর আমাকে জেনেছ। …" (জবুর শরীফ ১৩৯:২) সৃষ্টিকর্তা সমস্ত কিছু জানেন—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। সময়ের সাথে সাথে তাঁর জ্ঞান বৃদ্দিধ পায় না। "তাঁর বুদ্দিধর **সীমা নেই।**" (জবুর শরীফ ১৪৭:৫)

তিনি সমস্ত জায়গায় বর্তমান। "তোমার পাক-রূহের কাছ থেকে আমি কোথায় যেতে পারি? তোমার সামনে থেকে আমি কোথায় পালাতে পারি?" (জবুর শরীফ ১৩৯:৭) সীমাহীন এই ব্যক্তি আপনার সাথে থাকতে পারেন যখন একই সাথে তিনি আমার সাথেও আছেন। একই সময়ে যখন তিনি বেহেশতে ফেরেস্তাদের সাথে কথা বলেন তখন তিনি পৃথিবীতে মানুষের সাথে কথা বলতে পারেন।

তিনি সীমাহীন বা অসীম।

রূহ্

এখানে এই অসীম ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়া হলঃ

> “আল্লাহ্ **রূহ**।” (ইউহোন্না ৪:২৪)

আল্লাহ্ অদৃশ্য, অসীম, এবং ব্যক্তি রূহ্ যিনি একই সময়ে সমস্ত জায়গায় বর্তমান। যদিও তাঁর কোন শরীরের প্রয়োজন নেই, তবুও তিনি তাঁর পছন্দমত স্বাধীন ও স্পষ্টরূপে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম। কিতাবে বিভিন্ন ঘটনার কথা উল্লেখ রয়েছে যখন আল্লাহ্ পুরুষ ও মহিলাদের কাছে নিজেকে অনন্যরূপে প্রকাশ করেছেন, দৃশ্যরূপে, “মানুষ যেমন মুখোমুখি হয়ে বন্ধুর সংগে কথা বলে মাবুদ ঠিক তেমনি করেই মূসার সংগে কথা বলতেন।” (হিজরত ৩৩:১১)

আল্লাহ্ যিনি সর্বোচ্চ রূহ্, তিনি চান যেন সমস্ত লোক তাকে জানে, বিশ্বাস করে এবং তাঁর এবাদত করে, কারণ তিনি এই উদ্দেশ্য নিয়েই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

> “কিন্তু এমন সময় আসছে, এমন কি, এখনই সেই সময় এসে গেছে যখন আসল এবাদতকারীরা রূহে ও সত্যে পিতার এবাদত করবে। পিতাও এই রকম এবাদতকারীদেরই খোঁজেন। আল্লাহ্ রূহ্; যারা তাঁর এবাদত করে, রূহে ও সত্যে তাদের সেই এবাদত করতে হবে।” (ইউহোন্না ৪:২৩-২৪)

সমস্ত রূহের পিতা

আল্লাহ্‌র আরেকটি উপাধী হল “রূহ্ সকলের পিতা”। (ইবরানী ১২:৯)

দুনিয়া সৃষ্টির পূর্বে,[৯৫] আল্লাহ্ অগনিত লক্ষ লক্ষ শক্তিশালী, বিশাল রূহ্-বাহিনী সৃষ্টি করেছেন যাকে ফেরেস্তা বলা হয়। তিনি তাদেরকে তাঁর বেহেশতী বাড়িতে বাস করার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। ফেরেস্তা মানে হল বার্তাবাহক বা সেবক। আল্লাহ্, যিনি এমন একটি রাজ্য তৈরী করার অভিপ্রায় করেছিলেন যেখানে প্রেমময় প্রজারা থাকবেন, যাদের সাথে তিনি তাঁর অনন্তকালের অংশ ভাগ করতে পারেন, তাই তিনি এই রূহদের সৃষ্টি করলেন যেন তারা তাঁকে জানতে পারে, এবাদত করে, বাধ্য হয়, সেবা করে, এবং চিরকাল তাঁকে উপভোগ করতে পারে।

> “পরে আমি চেয়ে দেখলাম; আর আমি সেই সিংহাসন, প্রাণী ও নেতাদের চারদিকে অনেক ফেরেশতার কণ্ঠস্বর শুনলাম। সেই ফেরেশতারা ছিলেন সংখ্যায় হাজার হাজার, কোটি কোটি।” (প্রকাশিত কালাম ৫:১১)

শুরুতে, আল্লাহ্ যত ইচ্ছা তত ফেরেস্তা সৃষ্টি করেছিলেন কারণ তাদেরকে পুনরুৎপাদন করার ক্ষমতা দিয়ে তৈরী করা হয় নি। এই রূহ্‌গুলো কোনদিক থেকেই আল্লাহ্‌র সমান নয়, যদিও তারা তাদের

সৃষ্টিকর্তার কিছু নির্দিষ্ট চরিত্র ধারন করেন। আল্লাহ্ তাদেরকে উচচ পর্যায়ের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সেই সাথে তিনি তাদেরকে আবেগ, ইচছা, এবং তাঁর সাথে যোগাযোগ করার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাদের সৃষ্টিকর্তার মত, ফেরেস্তারাও মানুষের কাছে অদৃশ্য থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদেরকে কোন কাজ দিয়ে পাঠানো হয় যেখানে তার জন্য তাদের দৃশ্যমান হওয়ার প্রয়োজন হয়।[৯৬]

তাঁর রাজ্যে সৃষ্ট আধ্যাত্মিক যাত্রীর মধ্যে, আল্লাহ্ই একমাত্র রূহ্ যাঁকে কেউ সৃষ্টি করে নাই, যিনি অসীম, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী বা সবকিছু জানেন, যাঁর কোন সীমানা নেই।

সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে

> "দেহ এক এবং পাক-রূহও এক... প্রভু এক... আল্লাহ্ ও পিতা এক, তিনি **সকলের উপরে**..." (ইফিষীয় ৪:৪-৬)

যদিও তিনি "সকলের উপরে" এর অর্থ এই নয় যে তিনি সময় ও স্থানের মধ্যে আবদধ এবং মহাবিশ্বের কোন একটি সত্যিকারের স্থান রয়েছে যেখানে তিনি বাস করেন এবং রাজত্ব করেন। "মাবুদ বেহেশতে তাঁর সিংহাসন স্থাপন করেছেন, তাঁর রাজ্য কর্তৃত্ব করে সমস্ত কিছুর উপরে।" (জবুর শরীফ ১০৩:১৯) আল্লাহ্র মহত্ব ও নৈকট্য বা ঘনিষ্টতা ধ্যান করার সময় বাদশাহ্ সোলায়মান তার মুনাজাতের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার কাছে এই কথা বলেছেনঃ

> ""কিন্তু সত্যিই কি আল্লাহ্ দুনিয়াতে বাস করবেন? আসমানে, এমন কি, আসমানের সমস্ত জায়গা জুড়েও যখন তোমার স্থান অকুলান হয় তখন আমার তৈরী এই ঘরে কি তোমার জায়গা হবে?" (বাদশাহনামা ৮:২৭)

কিতাব তিন ধরনের বেহেশতের কথা বলে। দুইটি মানুষের কাছে দৃশ্যমান; আরেকটি অদৃশ্য।

একটি হচেছ বায়ুমন্ডলীয় আসমান—আমাদের মাথার উপরে যে নীল আকাশ।

একটি হল নক্ষত্রমন্ডলগত বা সৌরজগত সম্বন্ধীয় আসমান—কালো স্থান যেখানে আল্লাহ্ গ্রহ ও তারা স্থাপন করেছেন।

আরেকটি হল আসমানের সমস্ত জায়গা জুড়ে যাকে বেহেশতদের বেহেশত বলা হয়—সেটি উজ্জ্বল এক স্থান যেখানে আল্লাহ্ বাস করেন। আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর ফেরেস্তাদের এই রাজত্বকে শীর্ষস্থানীয় বেহেশত, তৃতীয় বেহেশত, পিতার বাড়ী, তাঁর বাসস্থান,

পরমরাজ্য, এবং সাধারণভাবে, বেহেশতও বলা হয়ে থাকে। [৯৭]

> "মাবুদ বেহেশত থেকে নীচে তাকিয়ে দেখেন আর সমস্ত মানুষকে লক্ষ্য করেন। যারা দুনিয়াতে বাস করে তাঁর বাসস্থান থেকে তিনি তাদের খেয়াল করেন। সকলের অন্তর তিনিই গড়েন; তারা যা কিছু করে তা তিনি বুঝতে পারেন।"
> (জবুর শরীফ ৩৩:১৩-১৫)

আল্লাহ্ এক

কিতাবের প্রথম আয়াতটি নিশ্চিত করে যে একমাত্র একজনই আল্লাহ্ আছেঃ "শুরুতেই **আল্লাহ্**।"

পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মই এই কথা ঘোষণা করেঃ "আমাদের আল্লাহ্ মাবুদ **একই মাবুদ**।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪) "কারণ আল্লাহ্ তো মাত্র একজন।" (রোমীয় ৩:৩০)

আল্লাহ্ এক।

তাঁর কোন প্রতিযোগী নেই। তাঁর সমান কেউ নেই।

এই নীতিমালাগুলোতে বিশ্বাস করাকে একেশ্বরবাদ বলা হয়, যা হলো, একমাত্র একজন আল্লাহে বিশ্বাস। একেশ্বরবাদ, বহুদেববাদ (অনেক দেব-দেবতায় বিশ্বাস করা) ও সর্বেশ্বরবাদের (বিশ্বাস করা যে আল্লাহ্ই সবকিছু আবার সবকিছুই আল্লাহ্) সম্পূর্ণ বিপরীত। বহুদেববাদ ও সর্বেশ্বরবাদ সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যে পার্থক্য তা ঘোলাটে করে দিয়েছে। ফলে, তারা অস্বীকার করে যে আল্লাহ্ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্ব।

জটিল

"শুরুতে **আল্লাহ্**" এটি একটি প্রাথমিক সত্য, কিন্তু এটি কোন সাধারণ সত্য নয়।

অসীম ব্যক্তিত্ব কোন সাধারণ বিষয় নয়। তিনি খুবই জটিল। তাঁর একত্ব বা অখন্ডতা হচ্ছে একটি বহু-মাত্রিক একত্ব বা অখন্ডতা।

"আল্লাহ্" শবদটির জন্য যে হিব্রু শবদ ব্যবহার করা হয়েছে তা হল এলোহিম যা একটি বহুবচন শবদ। হিব্রু ব্যাকরণে একবচন (এক), দ্বৈত (দুইজন মাত্র) এবং বহুবচন (তিন বা অধিক) নামের ধরন। এলোহিম ব্যাকরণগতভাবে বহুবচন শবদ, কিন্তু এর একবচন অর্থ আছে।

সত্য আল্লাহ্র প্রকৃতি হচ্ছে জটিল এবং তাঁর ক্ষমতায় তিনি অসীম। কিতাবের প্রথম তিনটি বাক্য ঘোষণা করে যেঃ

> "শুরুতে আল্লাহ্ [বহুবচন নাম] আসমান ও দুনিয়া **সৃষ্টি** [একবচন ক্রিয়া] **করলেন**। দুনিয়ার উপরটা তখনও কোন

আকার পায় নি, আর তার মধ্যে জীবন্ত কিছুই ছিল না। তার উপরে ছিল অন্ধকারে ঢাকা গভীর পানি, আর **আল্লাহ্‌র রূহ্‌ সেই**পানির উপরে চলাফেরা করছিলেন। **আল্লাহ্‌ বললেন**, ‘আলো হোক; তাতে আলো হল।’” (পয়দায়েশ ১:১-৩)

এভাবে, আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রথম বিবৃত্তি আমাদেরকে এই কথা বলে যে কিভাবে তিনি তাঁর সৃষ্টির কাজকে বহন করেছেন। তিনি এটিকে তাঁর রূহ্‌ এবং কালাম দ্বারাই সম্পন্ন করেছেন।

প্রথমত, আল্লাহ্‌র নিজের রূহকে বেহেশ্‌ত থেকে তাঁর আদেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। যেভাবে একটি কবুতর তার বাসার উপরে বিচরণ করতে থাকে, “**আল্লাহ্‌র রূহ**” ঠিক সেইভাবে নতুন জন্মপ্রাপ্ত দুনিয়ার “চলাফেরা করছিলেন”। “রূহ” শবদটির জন্য যে হিব্রু শবদ ব্যবহার করা হয়েছে তা হল রুয়াখ, যার অর্থ হল রূহ, শ্বাস-প্রশ্বাস, অথবা শকিত। “আল্লাহ্‌র রূহ” হচেছ সেই শকিত যা স্বয়ং আল্লাহ্‌র উপস্থিতি প্রদান করে।

“তুমি **নিজের রূহ্‌** [রুয়াখ]পাঠালে তাদের সৃষ্টি হয়।”
(জবুর শরীফ ১০৪:৩০)

পরে, আল্লাহ্‌ বললেন। পয়দায়েশের প্রথম অধ্যায়ে দশবার এই কথা বলা হয়েছেঃ “আল্লাহ্‌ **বললেন** ...” যখন আল্লাহ্‌ বললেন, তখন তিনি যা আদেশ করলেন তাই ঘটলো।

“মাবুদের কালামে আসমান তৈরী হয়েছে; তার মধ্যেকার সব কিছু তৈরী হয়েছে তাঁর মুখের শ্বাসে। [রুয়াখ]।”
(জবুর শরীফ ৩৩:৬)

আল্লাহ্‌ এই দুনিয়া তাঁর কালাম ও তাঁর রূহ্‌ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

যোগাযোগকারী

আল্লাহ্‌ তাঁর মুখের কথায় সবকিছু সৃষ্টি করলেন এই বিষয়টি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে আমাদেরকে আরও কিছু শিক্ষা দেয়ঃ

তিনি যোগাযোগ করেন।
সৃষ্টির পূর্বেই যোগাযোগ ছিল।

“প্রথমেই কালাম ছিলেন, কালাম আল্লাহ্‌র সংগে ছিলেন এবং কালাম নিজেই আল্লাহ্‌ ছিলেন। আর প্রথমেই তিনি আল্লাহ্‌র সংগে ছিলেন।” (ইউহোন্না ১:১-২)

কালাম, শবদটি গ্রীকশবদ লগস থেকে এসেছে যার অর্থ হলোঃ চিন্তাধারার প্রকাশ।[৯৮] কিতাবে, লগস হচেছ আল্লাহ্র আরেকটি ব্যক্তিগত উপাধী। আল্লাহ্ এবং তাঁর কালাম একই।

সমস্ত কিছুই কালাম দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।

আল্লাহ্ দুনিয়ার অস্তিত্বকে শুধুমাত্র চিন্তা করতে পারতেন এবং সঙেগ সঙেগ সবকিছু যার যার স্থান নিয়ে নিত এবং ঠিকভাবে কাজ করতো। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি তাঁর চিন্তাকে প্রকাশ করেছেন। তিনি কথা বলেছেন।

কালাম কথা বলার মধ্য দিয়ে ছয়টি সুশৃঙখল দিনে বিশ্বকে একটি অস্তিত্বে মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন।

সর্বশক্তিমানের কি এই কাজ সম্পন্ন করতে ছয়দিন প্রয়োজন?

না, যিনি সময়ের উর্ধ্বে তাঁর জন্য কোন সময়ের প্রয়োজন নেই। যাহোক, এভাবে দুনিয়া সৃষ্টি করার মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্ শুধুমাত্র সাতদিনের যে এক সপ্তাহ,[৯৯] তা স্থাপন করেন নি সেই সাথে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সম্পর্কে আমাদেরকে একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজন অচেনা আল্লাহ্ বিশ্বাসযোগ্য, মহব্বতের বা এবাদত করার যোগ্য হতে পারেন না।

আসুন এখন আমরা সৃষ্টির কাহিনী থেকে দেখি, শুনি এবং শিখি যে কিভাবে সৃষ্টিকর্তা নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

দিন ১: আলো এবং সময় –আল্লাহ্ পাক-পবিত্র

> "আল্লাহ্ বললেন, "আলো হোক।" আর তাতে আলো হল। তিনি দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। তিনি অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করে আলোর নাম দিলেন দিন আর অন্ধকারের নাম দিলেন রাত। এভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল প্রথম দিন।" (পয়দায়েশ ১:৩-৫)

প্রথম দিনে, সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ আলোকে নিয়ে আসলেন। সেই সাথে তিনি সময়কেও স্থাপন করলেন যার কারণে পৃথিবী ২৪-ঘন্টা আবর্তনে ঘুরতে শুরু করলো, যার ফলে রাত ও দিন শুরু হলো। এখনও আল্লাহ্ সূর্য, চাঁদ, এবং গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেন নি যতক্ষণ না চতুর্থ দিন না হলো।

কোন এক সময় ছিল যখন বিজ্ঞানীরা তর্ক করতো যে সূর্যের উপস্থিতির পূর্বে আলোর উপস্থিতি বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক নয়। এখন আর তা নেই। এমনকি বর্তমানে যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা সৃষ্টির রেকর্ড বিশ্বাস করেন না তারাও একমত যে সূর্যের পূর্বেও আলো বর্তমান ছিল।[১০০]

দুনিয়াতে আলো সৃষ্টি করার পূর্বে (চতুর্থ দিন) আলো সরবরাহ করার (প্রথম দিন) মধ্যে দিয়ে সৃষ্টিকর্তা এই দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে চেয়েছেন যে তিনিই আলোর উৎস—প্রাকৃতিক এবং আত্মিক উভয়েরই। তাঁকে ভিন্ন শুধুমাত্র অন্ধকারই অবশিষ্ট থাকে।

আমরা যখন কিতাবের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি,আলোর উৎসের সাথে আমাদের অনেকবার সাক্ষাৎ হবে, যতক্ষণ না আমরা বেহেশতের চূড়ান্ত সীমানা পর্যন্ত না পৌঁছাই যেখানে আল্লাহ্‌র লোকদের "রাত আর থাকবে না এবং তাদের আর বাতির আলো বা সূর্যের আলোর দরকার হবে না, কারণ মাবুদ আল্লাহ্‌ নিজেই তাদের আলো হবেন। তারা চিরকাল ধরে রাজত্ব করবে।" (প্রকাশিত কালাম ২২:৫)

আলো রহস্যই রয়ে গেল, এমনকি চিন্তাধারার সেরা লোকদের কাছেও। পদার্থবিদরা আলো সম্পর্কে একটু ভাল বোঝেন যে এটি কি করে, কিন্তু এটি কি সেই সম্পর্কে তাদের খুবই অল্প ধারণা আছে। বিজ্ঞানের ভাষায়, আলো হচ্ছে সীমাহীন। সেকেন্ডে এটি ৩০০০০০ কিলোমিটার (১৮৬০০০ মাইল) যেতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায়, যখন আলবার্ট আইনষ্টাইন ই= এমসি২ (শক্তি সমান ভর ও আলোর বেগের বর্গের গুণফল) আবিষ্কার করলেন, তখন থেকে আশ্চর্য ও ভয়ানক একটি আণবিক-পারমানবিক যুগ শুরু হয়ে গেল। আলো তার পরিবেশ দ্বারা অপ্রভাবিত। এটি ময়লা আবর্জনাযুক্ত ডাস্টবিনের মধ্যেও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে কিন্তু আলো সবসময়ই খাঁটি থাকে। অন্ধকার দিয়ে আলোর অস্তিত্বকে ঢেকে রাখা যায় না। আলো অন্ধকারকে দূরীভূত করে।

আল্লাহ্‌, যিনি আলোর উৎস, তিনি হলেন চূড়ান্ত পরম। তাঁর জাঁকজমক তাঁর উপস্থিতিতে বসবাসের জন্য অসজ্জিত যেকোন জীবের জন্য অতি ভয়ংকর বিষয়।

আল্লাহ্‌ নিখুঁত ও পাক-পবিত্র।

পবিত্র শবদটির অর্থ হলোঃ একজাত, আলাদাকৃত, অথবা ভিন্ন। আল্লাহ্‌ ভিন্ন। তাঁর মত আর কেহ নাই। ফেরেস্তারা তাঁর উজ্জ্বল সিংহাসনের চারিপাশে ঘুরে অনবরত চিৎকার করে বলছে, "আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র!" (ইশাইয়া ৬:৩) পবিত্রতা হচ্ছে আল্লাহ্‌র একমাত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা কিতাবে একবারে তিন বার উচচারণ করা হয়েছে—জোর প্রদান করার জন্য। তিনি পাক-পবিত্র, "তিনি এমন আলোয় বাস করেন যেখানে কোন মানুষ যেতে পারে না।" (১ তীমথিয় ৬:১৬)

আল্লাহ্‌ শয়তানের সাথে সহাবস্থান করতে পারেন না। তিনি অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করেছেন। শুধুমাত্র খাঁটি ও ধার্মিক ব্যক্তিই তাঁর সাথে বাস করতে পারে।

> **“আল্লাহ্ নূর; তাঁর মধ্যে অন্ধকার বলে কিছুই নেই। যদি আমরা বলি যে, আল্লাহ্ ও আমাদের মধ্যে যোগাযোগ–সম্বন্ধ আছে অথচ অন্ধকারে চলি তবে আমরা মিথ্যা কথা বলছি, সত্যের পথে চলছি না।”** (১ ইউহোন্না ১:৫-৬)

সৃষ্টির প্রথম দিন ঘোষণা করে যে, আল্লাহ্ **পবিত্র**।

দিন ২: বাতাস ও পানি-আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

> “তারপর আল্লাহ্ বললেন, ‘পানির মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হোক, আর তাতে পানি দু’ভাগ হয়ে যাক।’ …এইভাবে আল্লাহ্ পানির মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করলেন এবং নিচের পানি ও উপরের পানি আলাদা করলেন। তাতে উপরের পানি ও নিচের পানি আলাদা হয়ে গেল। আল্লাহ্ যে ফাঁকা জায়গা সৃষ্টি করেছিলেন তার নাম দিলেন আসমান। এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল দ্বিতীয় দিন।”
> (পয়দায়েশ ১:৬-৮)

সৃষ্টির দ্বিতীয় দিন দুইটি বিষয়ের উপর জোর দেয় যার উপর সমস্ত জীবন্ত প্রাণীরা নির্ভর করে থাকে: বাতাস ও পানি।

“ফাঁকা জায়গা”-এর হিব্রু শব্দ আমাদের মাথার উপরে যে ধনুকাকৃতির ফাঁকা স্থান রয়েছে তাকে নির্দেশ করে, যেখানে মেঘ এবং বায়ুমন্ডল থাকে, যেখান থেকে তারাগুলে দেখা যেতে পারে। চিন্তা করে দেখুন যে, বায়ুমন্ডল কত নিখুঁতভাবে গ্যাসের মিশ্রনে পূর্ণ, যেমন অকিসজেন এবং নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প ও কার্বনডাই অকসাইড, ওজোন ও আরও অনেক কিছু। এই মিশ্রনের যদি পরিবর্তন ঘটে তাহলে আমরা মারা পড়বো। আল্লাহ্ জানতেন যে, তিনি কি করছেন।

চিন্তা করে দেখুন, লক্ষ কোটি টন জলীয় বাষ্প আমাদের উপরে বায়ুমন্ডলে ঘুরে বেড়াচেছ। তাহলে ভেবে দেখুন, কি পরিমান প্রজ্ঞা ও শক্তি প্রয়োজন রয়েছে এই ভারী বিষয়টি সৃষ্টি করতে এবং তা রক্ষা করতে, যাতে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মিশ্রন সেখানে থাকে—তাও আবার শুধুমাত্র কথা বলার মধ্যে দিয়ে?

> “**তিনি বললেন আর সব কিছুর সৃষ্টি হল**; তিনি হুকুম দিলেন আর সব কিছু প্রতিষ্ঠিত হল।” (জবুর শরীফ ৩৩:৯)

সৃষ্টির অন্যান্য দিনের মত, দ্বিতীয় দিনটি আমাদেরকে স্মরণ করে দেয় যে, আমাদের আল্লাহ্ **সর্বশক্তিমান**।

দিন ৩: সমুদ্র, ভূমি, এবং গাছপালা–আল্লাহ্ মঙ্গলময়

> “এরপর আল্লাহ্ বললেন, ‘আসমানের নিচের সব পানি এক জায়গায় জমা হোক এবং শুকনা জায়গা দেখা দিক।’ আর তাই হল। আল্লাহ্ সেই শুকনা জায়গার নাম দিলেন ভূমি, আর সেই জমা হওয়া পানির নাম দিলেন সমুদ্র। আল্লাহ্ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ বললেন, ... আর সেই ফলের মধ্যে থাকবে তাদের নিজের নিজের বীজ। আর তাই হল। ভূমির মধ্যে ... আর সেই সব ফলের মধ্যে তাদের নিজের নিজের বীজ ছিল। আল্লাহ্ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।”
> (পয়দায়েশ ১:৯-১২)

তৃতীয় দিনে আল্লাহ্ সমুদ্র থেকে ভূমিকে আলাদা করলেন এবং বিভিন্ন জাতের শাক-সবজির গাছ সৃষ্টি করলেন। “আল্লাহ্ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।” আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু পরিমানে পানি রাখলেন। এরপর থেকে আর কখনোই তিনি অতিরিক্ত পানি যোগ করেন নি।[১০১]

আল্লাহ্ সমস্ত গাছপালাকে তাদের নিজের “নিজের ধরন অনুসারে” বীজ ধারন ও ফল বা সবজি উৎপাদন করার ক্ষমতা দিলেন। আল্লাহ্ কেন এই সব খাবার তৈরী করলেন? তিনি এগুলো তৈরী করলেন কারণ “আল্লাহ্ যিনি আসমান সৃষ্টি করলেন... লোকেরা যাতে বাস করতে পারে সেই ভাবেই তা সৃষ্টি করলেন।” (ইশাইয়া ৪৫:৮)। আমাদের সৌরজগতে পৃথিবী অনন্য। এটিই একমাত্র গ্রহ যা স্থায়ী ও জীবন সমৃদ্ধ করার জন্য উপযোগী।

বেশ কিছু উদাহরণের কথা চিন্তা করুন যে উপকারগুলো আমরা গাছপালার কাছ থেকে পেয়ে থাকি: অকিসজেন, পুষ্টিকর শাক-সবজি, সুস্বাদু ফলমূল, সজীব ছায়া, ব্যবহার উপযোগী কাঠ, প্রয়োজনীয় ঔষধ, রঙ্গীন ও সুগন্ধিযুক্ত ফুল, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, এবং এরকম আরও অনেক কিছু।

যখন ফলের বিষয় আসে, আল্লাহ্ চাইলে আমাদের খাওয়ার জন্য অল্প কিছু সৃষ্টি করতে পারতেন যেমন কলা, মটরশুটি এবং ধান-চাল। আমরা এগুলোতেই বেঁচে থাকতে পারতাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা করেন নি। বিজ্ঞান বলে যে, আমাদের পৃথিবীতে প্রায় বিশ লক্ষাধিক প্রজাতির গাছপালা আছে যা আমরা খাবার হিসাবে এবং ঘাস হিসাবে ব্যবহার করতে পারি।

পয়দায়েশ প্রথম অধ্যায়ে, আল্লাহ্ সাতবার ঘোষণা করেছেন যে তাঁর সৃষ্টি “চমৎকার” হয়েছে। আর কিতাবে সাতকে একটি খাঁটি বা বিশুদ্ধ সংখ্যা হিসাবে গণনা করা হয়। আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা চমৎকার ছিল।

এর কারণ তিনি নিজেই অতি চমৎকার।

“আল্লাহ্ ভো… গের জন্য সব জিনিস খোলা হাতে **আমাদের দান করেন**।” (১ তীমথিয় ৬:১৭)

তৃতীয় দিন আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে আল্লাহ্ মঙ্গলময়।

দিন ৪: মহাবিশ্বের আলো–আল্লাহ্ বিশ্বস্ত

“তারপর আল্লাহ্ বললেন, ‘আসমানের মধ্যে আলো দেয়া এমন সব কিছু দেখা দিক, আর রাত থেকে দিনকে আলাদা করুন। সেগুলো আলাদা আলাদা দিন, ঋতু আর বছরের জন্য চিহ্ন হয়ে থাকুক। আসমান থেকে… আর ছোটটিকে রাতের উপর রাজত্ব করবার জন্য তৈরী করলেন। তা ছাড়া তিনি তারাও তৈরী করলেন।” (পয়দায়েশ ১:১৪-১৬)

চতুর্থ দিন একজন শৃঙখলার আল্লাহ্কে প্রকাশ করে থাকে। তিনিই সেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, “যিনি দিনের বেলায় সূর্যকে আর রাতের বেলায় চাঁদ ও তারাকে আলো দেবার হুকুম দেন।” (ইয়ারমিয়া ৩১:৩৫) রাতে, তারাদের সুশৃঙখল অবস্থান ভূমি ও সমুদ্রের ভ্রমনকারীদের জন্য জন্য একটি নির্ভরযোগ্য মানচিত্র প্রকাশ করে। দিনের মধ্য দিয়ে, সূর্য নির্ভরযোগ্য ভাবে দিন ও বছর শেষ করে। চাঁদ মাস ও জোয়ার নিয়ন্ত্রণ করে।

সূর্য তারার মত, পৃথিবীর চাঁদও এর সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভর করার বিষয়ে ধারাবাহিক সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। আল্লাহ্ চাঁদকে বলেছেন, “আসমানের বিশ্বস্ত সাক্ষী।” (জবুর শরীফ ৮৯:৩৭) পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই দেখা যায় যে এই চন্দ্র গ্রহটি পৃথিবীর দিকে মুখ করে রয়েছে, এটি কখনোই এর পিছন দিকটা দেখায় না।[১০২] ঘড়ির কাটার মত এটি বৃদ্ধি এবং হ্রাস পায়। চাঁদ বিশ্বস্ত কারণ যিনি চাঁদ সৃষ্টি করেছেন তিনি বিশ্বস্ত।

যেহেতু আল্লাহ্ বিশ্বস্ত তাই কিছু বিষয় আছে যা তিনি করতে পারেন না। তিনি তাঁর নিজের চরিত্রের বিপরীতে যান না, এমনকি তিনি তাঁর নিজের দেওয়া শরীয়তকে অবহেলা করেন না। “তিনি বিশ্বস্ত থাকেন কারন তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না… আল্লাহ্র পক্ষে মিথ্যা বলা সম্ভব নয়।” (২য় তীমথিয় ২:১৩; ইবরানী ৬:১৮) কেউ কেউ মনে করেন যে আল্লাহ্ যেহেতু অনেক “মহান” তাই তিনি নিজের চরিত্রের বিরুদ্ধেও গিয়েও কিছু করতে পারেন অথবা তাঁর কালামের বিপরীতেও যেতে পারেন। এটি আল্লাহ্র মহত্ত্বের উদাহরণ নয়।

ঠকানো তাঁর চরিত্রের কোন অংশ নয়—বিশ্বস্ততা তাঁর চরিত্রের অংশ। গাছপালা ও গ্রহ নক্ষত্রের যেমন শৃঙখলা আছে তেমনি আমাদের সৃষ্টিকর্তাও নির্ভরযোগ্য।

আপনি তাঁকে বিশ্বাস করতে পারেন।

> "জীবনের প্রত্যেকটি সুন্দর ও নিখুঁত দান বেহেশ্‌ত থেকে আসে, আর তা আসে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে, যিনি সমস্ত **নূরের পিতা**। চঞ্চল ছায়ার মত করে তিনি **বদলে** যান না।"
> ইয়াকুব ১:১৭)

সৃষ্টির চতুর্থ দিন এই সাক্ষ্য বহন করে যে আল্লাহ্‌ **বিশ্বস্ত**।

দিন ৫: মাছ ও পশুপাখি—আল্লাহ্‌ হলেন জীবন

পঞ্চম দিনে, আল্লাহ্‌ তাঁর অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতা দ্বারা সমুদ্র ও আকাশের সমস্ত প্রজাতির প্রাণীদের সৃষ্টি করলেন, তাদেরকে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয়ার মত ক্ষমতা প্রদান করলেন—মাছ পানির মধ্যে তার পাখনা ও ফুসফুস দিয়ে চলাফেরা করে, এবং পাখী তাদের হালকা হাড় ও পালকের সাহায্যে আকাশে ঘুরে বেড়ায়।

> "তারপর আল্লাহ্‌ বললেন, 'পানি বিভিন্ন প্রাণীর ঝাঁকে ভরে উঠুক, আর দুনিয়ার উপরে আসমানের মধ্যে বিভিন্ন পাখী উড়ে বেড়াক।' এইভাবে আল্লাহ্‌ সমুদ্রের বড় বড় প্রাণী ও পানির মধ্যে ঝাঁক বেধে ঘুরে বেড়ানো বিভিন্ন জাতের প্রাণী সৃষ্টি করলেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন জাতের পাখীও সৃষ্টি করলেন। তাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের জাতি অনুসারে বংশ বৃদ্ধি করার ক্ষমতা রইল। আল্লাহ্‌ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।" (পয়দায়েশ ১:২০-২১)

শবদটি খেয়াল করেন, "পানির মধ্যে বিভিন্ন প্রাণীর ঝাঁক/দলে ভরে উঠুক।" ঝাঁক বা দল মানে হলো, "একেবারে গাদা গাদা করে রাখা, পরিপূর্ণ।" ক্ষুদ্র জীববিজ্ঞানীরা বলেন যে, একটি ছোট পুকুরের পানিতে লক্ষ লক্ষ জীবন্ত ক্ষুদ্রানু থাকতে পারে এবং সেই ক্ষুদ্রানুগুলো থেকেই বড় বড় প্রাণীর আকার ধারন করে। সমুদ্রের অবিশ্বাস্য বড় প্রাণী হচ্ছে নীল তিমি যা সমুদ্রে ভাসমান প্লাঙকটন খেয়ে বেঁচে থাকে—যেমন সমুদের উপরের ভেসে থাকা বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র শেওলা ও পশু।

মহাসমুদ্র আল্লাহ্‌র জীবন্ত আশ্চর্য কাজের এক মহা সংগ্রহ।

একই বিষয় আকাশের বিভিন্ন পাখী রাশিমালার ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে।

সেই সাথে আরেকটি শবদ খেয়াল করেন, “তাদের নিজ নিজ ধরন অনুসারে।” এই বাক্যটি প্রায় দশবার পয়দায়েশ কিতাবের প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যা প্রত্যেক জীবন্ত প্রজাতির স্থায়ীত্ব সম্পর্কে বলে। জীবনের মালিক তিনি হুকুম করেছেন যেন প্রত্যেক গাছপালা ও পশুপাখী তারা “তাদের ধরন অনুসারে” বংশবৃদ্ধি করে। মানুষের বিবর্তনের বা ক্রমবিকাশের যে ধারণা বা চিন্তা তা এই অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে চলে গেছে। যেখানে প্রত্যেকটি জীবন্ত প্রাণের মধ্যে ভিন্নতা, পরিবর্তন, এবং অভিযোজন আসতে পারতো, সেখানে সৃষ্টিকর্তার স্থাপন করা বিষয়কে কেউই “পরিবর্তন” করতে পারবে না। পুরানো রেকর্ডগুলো তার প্রমাণ।

একমাত্র আল্লাহ্‌ মাবুদই হলেন এই অনন্য শক্তির উৎস এবং প্রতিপালক যাকে জীবন বলা হয়। তাঁর থেকে পৃথকীকৃত হওয়ার অর্থ হল মৃত্যু।

> “সব কিছুই সেই কালামের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল, আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্টি হয় নাই। **তাঁর মধ্যেই জীবন ছিল**।” (ইউহোন্না ১:৩-৪)

৫ম দিনে যে জীবন্ত প্রাণীগুলো সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন জীবন।

দিন ৬: পশু এবং মানুষ–আল্লাহ্‌ মহব্বতের

ষষ্ঠ দিনের শুরুতে সৃষ্টিকর্তা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মনোমুগ্ধকর স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ প্রাণী এবং পোকামাকড় সৃষ্টি করলেন।

> “আল্লাহ্‌ দুনিয়ার সব রকমের বন্য, গৃহপালিত এবং বুকে-হাঁটা প্রাণী সৃষ্টি করলেন। এদের সকলেরই নিজের নিজের জাতকে বাড়িয়ে তুলবার ক্ষমতা রইল। আল্লাহ্‌ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।” (পয়দায়েশ ১:২৫)

আল্লাহ্‌ সমস্ত কিছু তৈরী করলেন, কোনটা বড় আবার কোনটাকে ছোট করে সৃষ্টি করলেন, তিনি তাদেরকে জীবন ধারনের জন্য এবং দুনিয়ায় অবদান রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান দিলেন, প্রত্যেকেই তাদের নিজের নিজের বংশ বৃদ্ধি করতে পারে, প্রত্যেকেই তাদের সন্তানদের যত্ন নিতে পারে।

যখন আল্লাহ্‌ পশুর রাজ্য সৃষ্টি করলেন সবকিছু “চমৎকার ছিল”। তখনও কোন ধরনের মন্দ বিষয় বা রক্তপাতের ঘটনা ঘটে

নি। পশুগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছিল শাক-সবজি খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য। আল্লাহ্ বললেন, "দুনিয়ার উপরের প্রত্যেকটি পশু, আসমানের প্রত্যেকটি পাখী এবং বুকে-হাঁটা প্রত্যেকটি প্রাণী, এক কথায় সমস্ত প্রাণীর খাবারের জন্য আমি সমস্ত শস্য ও শাক-সবজি দিলাম।" (পয়দায়েশ ১:৩০) তখন এমন কোন নিয়ম ছিল না যে, পশুরা পশুদের খাবে। শত্রুতা ও ভয়ের বিষয়টি অজানা ছিল। আল্লাহ্‌র দয়া ও করুণা সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছিল। সিংহ ভেড়ার সাথে একসাথে ঘাস খেত এবং বিড়াল ও পাখী একসাথে খেলাধুলা করতো। পৃথিবী ছিল পরিপূর্ণ শান্তির স্থান।

যখন আল্লাহ্ পশু সৃষ্টি করা শেষ করলেন, এখন সময় তার সেরা শিল্পকর্ম করার বা সৃষ্টি করারঃ পুরুষ ও মহিলা। আল্লাহ্‌র একটি পরিকল্পনা ছিল, যার মাধ্যমে মানুষ একটি মহিমান্বিত, আনন্দময়, চিরস্থায়ী প্রেমের রাজ্যে তাঁর অনুগত প্রজা হয়ে উঠবে।

আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে, মহব্বত হচ্ছে অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই হচ্ছে মহব্বত।

> "আল্লাহ্ নিজেই মহব্বত।" (১ ইউহোন্না ৪:৮)

ষষ্ঠ দিনে আল্লাহ্‌র সৃজনশীল সৃষ্টি প্রকাশ করে যে আল্লাহ্ **মহব্বত**।

"আসুন আমরা"

যেহেতু আল্লাহ্ নিজেই ভালবাসা তাই তিনি মানুষের জন্য একটি সুন্দর দুনিয়া সৃষ্টি করলেন যাতে এর মধ্যে দিয়ে তারা আল্লাহ্‌র ভালবাসা গ্রহণ করতে পারে। এবং তাই, ষষ্ঠ দিনেঃ

> "তারপর আল্লাহ্ বললেন, 'আমরা আমাদের মত করে এবং আমাদের সাথে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরী করি...'
> (পয়দায়েশ ১:২৬)

থামুন! এক মিনিট অপেক্ষা করুন! এটা কি ছিল? আল্লাহ্ কি সত্যিই বললেন, "**আমরা আমাদের** মত করে মানুষ সৃষ্টি করি"?

যদি আল্লাহ্ একক হন, তাহলে এই "আমরা কারা"?

কাদের সাথে তিনি কথা বললেন?

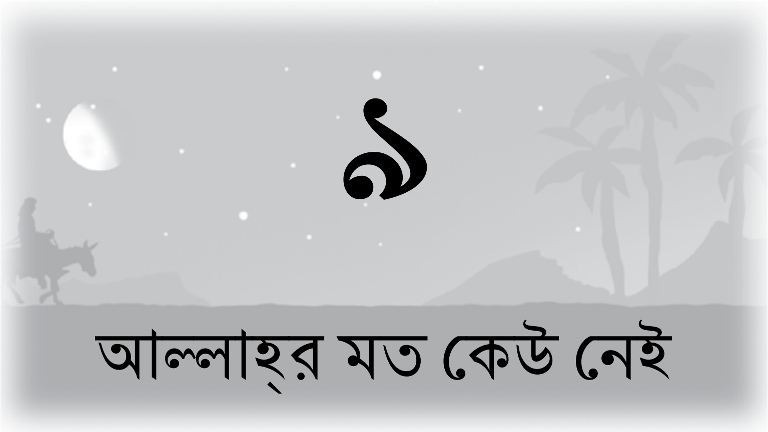

৯

আল্লাহ্‌র মত কেউ নেই

“মাবুদ আল্লাহ্ ... তিনি অসাধারণ,
শক্তিশালী এবং **মহান আল্লাহ্!**”
— নবী মূসা (দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১৭)

সতর্কবাণী: যাত্রার পরবর্তী ধাপটি যাত্রীদেরকে তাদের সুবিধাজনক স্থান থেকে বাইরে নিয়ে যাবে। মনের অনেক টানাপোড়ন ঘটবে এবং হৃদয়ের পরীক্ষা হবে। কিন্তু যতজন এই অংশটিকে অতিক্রম করতে পারবে তারা প্রত্যেকেই পরবর্তী চ্যালেঞ্জগুলো যা সামনে রয়েছে তা মোকাবেলা করার জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

আল্লাহ্‌ই আল্লাহ্

আমরা বেশিরভাগই বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ আমাদের স্বাভাবিক চিন্তাভাবনার চেয়েও বেশি মহান।

আমাদের বিশ্বাসের আন্তরিকতা বা অকপটতা পরীক্ষিত হতে যাচেছ।

সৃষ্টির ষষ্ঠ দিনে, আল্লাহ্ পশুপাখীদের রাজ্য তৈরী করার পর, তিনি বললেন, “আমরা আমাদের মত করে মানুষ তৈরী করি।” (পয়দায়েশ ১:২৬)

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা গভীরভাবে চিন্তা করবো যে, কিভাবে আল্লাহ্ তাঁর বৈশিষ্ট্যে এবং তাঁর মত করে সত্যিকারের পুরুষ ও মহিলা সৃষ্টি করলেন, কিন্তু প্রথমে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

যেহেতু আল্লাহ্ এক, তাহলে তিনি কেন বললেন, “আমরা আমাদের মত ...”? কেন তিনি বললেন না যে, “**আমি আমার** মত করে মানুষ তৈরী করবো?” কেন মাঝে মাঝে আল্লাহ্ নিজেকে বহুবচন আমরা, আমাদের ইত্যাদি রূপে প্রকাশ করেন? [১০৩]

কেউ কেউ তর্ক করে যে, আল্লাহ্‌র “আমাদের” এবং “আমরা”

ব্যবহার হচ্ছে "গৌরবপূর্ণ মহিমার বহুবচন", যেভাবে যখন একজন রাজা যিনি নিজেকে নিয়ে কথা বলার সময় "আমরা" বলে সম্বোধন করেন। যখন আল্লাহ্ অতুলনীয়ভাবে ক্ষমতায় ও গৌরবে মহান, হিব্রু ব্যাকরণ এই ব্যাখ্যার কোন পরিপূর্ণ ভিত্তি দিতে পারে না।

অন্যরা বিশ্বাস করে আল্লাহ্ ফেরেস্তাদের সাথে কথা বলছিলেন যখন তিনি বললেন, "আমরা আমাদের মত করে মানুষ তৈরী করি," যদিও কিতাবের কোথাও ফেরেস্তাদের কথা উল্লেখ করা নেই, এবং মানুষও ফেরেস্তাদের মত করে তৈরী হয় নি।

স্বাভাবিকভাবে কিতাব পড়লে এবং ব্যাকরণের বিষয়টি সুবিবেচনা করলে যে বিষয়টি পরিষ্কার তা হল আমাদের আল্লাহ্ নিজেকে বহুবচনে প্রকাশ করতে পছন্দ করেছেন যদিও তিনি একবচন।

> বহুবচনঃ "আল্লাহ্ বললেন, '**আমরা আমাদের মত করে** মানুষ তৈরী করি।'" একবচনঃ "পরে আল্লাহ্ **তাঁর মত** করেই মানুষ তৈরী করলেন।" (পয়দায়েশ ১:২৬-২৭)

আল্লাহ্‌র নিজেকে বহুবচন ও একবচন উভয়ভাবে ব্যাখ্যা দেয়াটা তিনি যেমন এবং তিনি সবসময় যেমন ছিলেন তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

আল্লাহ্‌র এককত্বের যে জটিলতা এবং বিশালতা তা মানুষের "একত্ব" নিয়ে যে ব্যাখ্যা বা চিন্তাভাবনা তার উর্ধ্বে। অসীম একককে কোনভাবেই মানুষের তৈরী ছাঁচে বসানো যাবে না।

আল্লাহ্‌ই আল্লাহ্।

> "**আগে** থেকে আখেরাত পর্যন্ত, **তুমিই আল্লাহ্**।" (জবুর শরীফ ৯০:২)

আল্লাহ্‌র জটিল একত্ব

আল্লাহ্‌র কিতাব এই কালামগুলো দিয়ে শুরু হয়েছেঃ

"শুরুতে **আল্লাহ্** [এলোহিম-পুংলিঙ্গ বহুবচন নাম] সৃষ্টি করলেন [একবচন ক্রিয়া]... এবং **আল্লাহ্‌র রূহ্** পানির উপর ঘোরাফেরা করছিলেন। তারপর **আল্লাহ্ বললেন**, 'আলো হোক'; এবং তাতে আলো হল।"[১০৪]

আল্লাহ্ সমস্ত কিছুই তাঁর কালাম ও তাঁর রূহ্ দ্বারা সৃষ্টি করলেন।

> "**মাবুদের কালামে** আসমান তৈরী হয়েছে; তার মধ্যেকার সব কিছু তৈরী হয়েছে **তাঁর মুখের শ্বাসে**।" (জবুর শরীফ ৩৩:৬)

তাঁর কালাম

যারা সৃষ্টিকর্তার জটিল চরিত্র সম্পর্কে জানতে চায় তাদের সবার জন্য কিতাব যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করে। উদাহরণস্বরূপ, ইউহোন্না সুখবর এই কালামগুলো দিয়ে শুরু হয়েছেঃ

> "প্রথমেই কালাম ছিলেন, কালাম আল্লাহ্‌র সংগে ছিলেন এবং কালাম নিজেই আল্লাহ্‌ ছিলেন। আর প্রথমেই তিনি আল্লাহ্‌র সংগে ছিলেন। সব কিছুই সেই কালামের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয় নি।" (ইউহোন্না ১:১-৩)

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, কালাম হচ্ছে আল্লাহ্‌র অভ্যন্তরীণ চিন্তার বাহ্যিক প্রকাশ। যেভাবে আপনি আপনার চিন্তা ও কথায় এক ঠিক একই ভাবে আল্লাহ্‌ নিজে এবং তাঁর কথায় এক। কালামকে উভয়ভাবেই প্রকাশ করা হয়েছে "আল্লাহ্‌র সাথে" (আল্লাহ্‌ থেকে আলাদা), এবং "আল্লাহ্‌" (তাঁর সঙেগ একসাথে এক)।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা আমাদের জন্য খুবই সাহায্যকারী হবে যে যখন কালামকে নির্দেশ করা হয়েছে তখন সর্বনাম হিসাবে "সে" এবং "তাঁর" ব্যবহার করা হয়েছে।

তাঁর রূহ

যেভাবে আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁর কালামকে একটি স্বাতন্ত্র ও ব্যক্তিগত ভাবে বর্ণনা করেছেন, ঠিক একইভাবে তাঁর রূহকেও তিনি সমানভাবে বর্ণনা করেছেন।

> "**তোমার রূহ্‌** পাঠালে তাদের সৃষ্টি হয়; **তুমি** নতুন নতুন প্রাণ দিয়ে দুনিয়াকে সাজাও।" (জবুর শরীফ ১০৪:৩০)

> "**তাঁর নিঃশ্বাসে** আসমান **পরিষ্কার হয়**।" (আইয়ুব ২৬:১৩)

> "**তোমার পাক-রূহের** কাছ থেকে আমি কোথায় যেতে পারি? **তোমার সামনে** থেকে আমি কোথায় পালাতে পারি?" (জবুর শরীফ ১৩৯:৭)

> "**সেই সাহায্যকারী**... **তিনি** সর্ববিষয়ে **তোমাদের শিক্ষা দেবেন**।" (ইউহোন্না ১৪:২৬)

আল্লাহ্‌র কালামের মত (যার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে), পাক-রূহ্‌ (যিনি আল্লাহ্‌র কালামের আদেশ বহন করেছেন) আল্লাহ্‌র সাথে পরিপূর্ণরূপে এক।

আল্লাহ্‌ মহান

বাদশাহ্‌ দায়ুদের যেসব মুনাজাত রয়েছে সেগুলো মধ্যে থেকে এই উদধৃত অংশটির সাথে একমত পোষণ করতে অনেক একেশ্বরবাদীদের কোন সমস্যা নেইঃ "হে আল্লাহ্‌ মাবুদ, তুমি কত মহান! তোমার মত আর কেউ নেই এবং তুমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই; সেই কথা আমরা নিজেদের কানেই শুনেছি।" (২ শামুয়েল ৭:২২)

অনেকেই যারা খুবই তাড়াতাড়ি শুকরিয়া বা প্রশংসা করে যে, "আল্লাহ্‌ মহান! আল্লাহ্‌ই আল্লাহ্‌, তাঁর মত আর কেউ নাই!" তারাই আবার খুব তাড়াতাড়ি আল্লাহ্‌র একক চরিত্রের মধ্যে যে বহুবচন প্রকাশিত হয় তা প্রত্যাখ্যান করে থাকে বা বিষয়টি মানতে নারাজ।

যেহেতু "তাঁর মত আর কেউ নাই," তাহলে আমরা কি বিষ্মিত হব যদি সর্বশক্তিমান নিজেকে আরও বেশি মহান ও অধিকতর জটিলরূপে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন যা আমরা স্বাভাবিক কল্পনার বাইরে? আল্লাহ্‌ চান যেন আমরা তাঁর সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করি।

"তুমি ভেবেছ আমি তোমারই মত একজন; কিন্তু আমি তোমার দোষ দেখিয়ে দেব!" (জবুর শরীফ ৫০:২১)

আল্লাহ্‌ এক

সনাতন ইহুদীরা প্রতিনিয়ত একটি মুনাজাত পুনরাবৃত্তি করেন যাকে হিব্রুতে শেমা বলা হয়, যা বর্ণনা করেঃ "আদোনাই এলোহিয়েনু, আদোনাই **এখাদ**," যার অর্থ হলো, "আল্লাহ্‌ই আমাদের মাবুদ, আল্লাহ্‌ এক।" এই মুনাজাতটি তৌরাত শরীফ থেকে নেয়া হয়েছেঃ "শুন [শেমা], ও ইসরাইল: আল্লাহ্‌ই [ইয়াহওয়ে] মাবুদ, আল্লাহ্‌ই **এক** [এখাদ]! (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪)

হিব্রু শবদ এখাদ ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহ্‌র এককত্ব বর্ণনা করার জন্য। এই শবদটি প্রায়ই একটি মিশ্রিত একতার বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে, যেমন এক গুচছ আঙুর। কিতাবের বিভিন্ন স্থানে, একহাদকে "একটি ইউনিট বা একক" হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে যা একজন সেনাপতি এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ করে থাকে।[১০৫] পরবর্তী অধ্যায়ে, এই একহাদ শবদটি প্রথম পুরুষ ও তার স্ত্রীর জন্য পুনরায় উঠে আসবে, তাহলো "এক শরীর হওয়া।" (পয়দায়েশ ২:২৪) এই হিব্রু শবদটি ব্যবহার হয়েছে এমন অন্য আয়াতগুলো দেখার মধ্যে দিয়ে এটি পরিষ্কার হয় যে আল্লাহ্‌ তাঁর এককত্ব ব্যাখ্যা করতে যে শবদ বা

পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তা একের অধিক সত্ত্বাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

পুরাতন নিয়মে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে এই রকম আল্লাহ্ একককত্ব অনেক বহুবচনে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়েছে[১০৬] এখানে একটি উদাহরণ দেয়া হলোঃ

> “**আমি** প্রথম থেকে … সেখানে ছিলাম। এখন **আল্লাহ্ মালিক তাঁর রূহ্** দিয়ে **আমাকে** পাঠিয়েছেন।” (ইশাইয়া ৪৮:১৬)

“আল্লাহ্ মাবুদ” কে?

“পাক-রূহ্” কে?

এই “আমি” কে যিনি শুরু থেকেই ছিলেন এবং “আমি” যাকে “মাবুদ আল্লাহ্ এবং তাঁর রূহ্” পাঠিয়েছেন?

যখন আমরা কিতাবে মধ্যে দিয়ে আমাদের চিন্তাগুলো নিয়ে যাবে তখন এই প্রশ্নগুলো উত্তর পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

ত্রিত্ব যাতে আমরা সম্মত হয়েছি

ইংরেজী শবদ ইউনিটি ল্যাটিন শবদ ইউনাস থেকে এসেছে যার অর্থ এক। যখন বেশিরভাগ লোকই আল্লাহ্র অনন্তকালীন ত্রিত্বের ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু তবুও কিছু লোক আছে যারা তিনের একত্বকে অস্বীকার করতে সাহস পায় না যা আমাদের দৈনন্দিক জীবনে বিদ্যমান আছে।

উদাহরণস্বরূপ, **সময়** তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে এক ধরনের ত্রিত্বতা সৃষ্টি করে।

স্থান যার মধ্যে আছে উচচতা, দৈর্য্য এবং প্রস্থ।

একজন মানুষ রূহ্, মন ও শরীর নিয়ে রচিত।

একজন ব্যক্তি যিনি পিতা হতে পারেন, পুত্র হতে পারেন এবং স্বামী হতে পারেন।

সূর্যও একটি ত্রিত্ব। এমনকি যদিও পৃথিবীর একটিই মাত্র সূর্য আছে তার পরেও আমরা বলতে পারি **সূর্য**—**মহাকাশে স্থাপিত একটি দেহ, সূর্য**—**সূর্যে**র আলো, এবং **সূর্য**—**সূর্যে**র তাপ।

এই তিনটি বিষয় কি তিনটি সূর্য তৈরী করে? না। সূর্য তিনটি নয়, কিন্তু একটি। সূর্যের তিনটি রুপ ধারন করার মধ্যে কোন অসঙগতি নেই। আল্লাহ্র ক্ষেত্রেও একই বিষয়। যেভাবে সূর্য থেকে আলো এবং তাপ বের হয়, ঠিক একই ভাবে আল্লাহ্র কাছ থেকে আল্লাহ্র কালাম এবং আল্লাহ্ রূহ প্রকাশিত হয়। তবুও তারা এক, যেভাবে সূর্য এক।

অবশ্যই, দুনিয়ার যে দৃষ্টান্তগুলো আছে তা সত্য আল্লাহ্র জটিলতা ব্যাখ্যা করতে পর্যাপ্ত নয়। সূর্যের বিপরীতে, তিনি একজন

মহব্বতের, ব্যক্তিগত, জানা সম্ভব এমন একটি ব্যক্তিতত্ব। এছাড়া, এই দৃষ্টান্তগুলো আমাদেরকে একটি সাধারণ স্থানের দিকে পরিচালিত করে যেখানে সবাই একমত যে সৃষ্টির মধ্যে ত্রিত্বতা উপস্থিত এবং বেশিরভাগই একমত যে সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টিকে অতিক্রম করে।

> "যে লোক ঘর তৈরী করে সে যেমন সেই ঘরের চেয়ে বেশি সম্মান লাভ করে, সেই অনুসারে আল্লাহ্ ঈসাকে মূসার চেয়ে আরও বেশি গৌরব পাবার অধিকারী বলে মনে করলেন। প্রত্যেকটা ঘর কেউ না কেউ তৈরী করে থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ই সবকিছু তৈরী করেছেন।" (ইবরানী ৩:৩-৪)

যদি আল্লাহ্র সৃষ্টিই এত জটিল ত্রিত্বতা দিয়ে পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে এই বিষয়টি কি আমাদের আশ্চর্য করবে যে আল্লাহ্ নিজেও একজন জটিল ত্রিত্ব? যদি, আমরা আমাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়েও আমাদের দুনিয়াকে বুঝতে না পারি যেখানে আমরা বাস করছি, তাহলে কতই না কম আমরা তাঁর সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারি যিনি এইসব সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ্ই আল্লাহ্।

> **"আল্লাহ্র গোপন বিষয়ের গভীরতা কতখানি তা কি তুমি বুঝতে পার? সর্বশক্তিমানের সীমা কতখানি তা কি তুমি তদন্ত করে দেখতে পার?** সেগুলো যে আসমানের চেয়েও উঁচু **তা কি তুমি বুঝতে পার?** সেগুলো কবরের গভীরতার চেয়েও গভীর, **তুমি কি তা জানতে পার?** মাপলে দেখা যাবে তা দুনিয়ার এক দিক থেকে অন্য দিকের চেয়েও লম্বা আর সাগরের চেয়েও চওড়া।" (আইয়ুব ১১:৭-৯)

আমরা যখন "আল্লাহ্র গুপ্ত রহস্য" অনুসন্ধান করব, তখন আমরা তাঁর চিরন্তন প্রকৃতির অন্যতম চমৎকার বৈশিষ্ট্যকে আবিষ্কার এবং এর অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ পাব, তা হলো:

> "আল্লাহ্ মহব্বত।" (১ ইউহোন্না ৪:৮)

আল্লাহ্ কাকে মহব্বত করলেন?

আল্লাহ্র ভালবাসা বুঝতে পারা কঠিন এবং গভীর মমতাপূর্ণ, যা তাঁর পিতৃ-হৃদয় থেকে বের হয়ে আসে এবং ব্যবহারিক উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করে।[১০৭] যেহেতু আল্লাহ্ নিজেই ভালবাসা, তাই তাঁর ভালবাসা বা মহব্বত যে পায় তার প্রেমময়তার উপরে নির্ভর করে না।

> “দেখ, পিতা আমাদের কত মহব্বত করেন! তিনি আমাদের তাঁর সন্তান বলে ডাকেন, আর সকলে আমরা তা-ই। এইজন্য দুনিয়া আমাদের জানে না, কারণ দুনিয়া পিতাকেও জানে নি।”
> (১ ইউহোন্না ৩:১)

এখানে চিন্তা করার কিছু বিষয় রয়েছে। ভালবাসা বা মহব্বতের একজন গ্রহীতা প্রয়োজন। আমি শুধু বলি না যে, “আমি ভালবাসি।” কিন্তু আমি বলতে পারি, “আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি, আমি আমার সন্তানকে ভালবাসি, আমি আমার প্রতিবেশীকে ভালবাসি,” এবং এই রকম আরও অনেক কিছু।

ভালবাসা একটি বিষয়কে ঘিরে হয়।

আল্লাহ্‌ যাকে ভালবাসেন সেই বিশেষ মানুষ সৃষ্টি করার পূর্বে **তাহলে তিনি কাকে ভালবাসতেন?** তাঁর কি ফেরেস্তা এবং মানুষ তৈরী করার প্রয়োজন ছিল? না, আমাদের সৃষ্টিকর্তা একাই যথেষ্ট। তিনি রূহ্‌ এবং মানুষ সৃষ্টি করেছেন এর কারণ এই না যে তাদের তাঁর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তিনি তাদের চেয়েছিলেন। বিষয়টি সম্পূর্ণই আলাদা।

আমরা ইতিমধ্যেই শিখেছি যে: **আল্লাহ্‌ কথা বলেন।**

কথা শুধুমাত্র একটি সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে একটি অর্থপূর্ণ উপায়ে বিদ্যমান থাকতে পারে। মানুষ বা ফেরেস্তা সৃষ্টি করার আগে **কার সাথে আল্লাহ্‌ কথা বলতেন**? তাঁর কথা বোঝার জন্য কি কোন মানুষের বা ফেরেস্তাদের সৃষ্টির প্রয়োজন তাঁর আছে? না, আল্লাহ্‌র যা “প্রয়োজন” তা হল শুধুমাত্র তাঁর নিজেকেই। তাঁর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌ নিজেই যথেষ্ট এবং তিনি পরিপূর্ণ। তবুও কথা বলতে চাওয়া, কথা শুনতে চাওয়া এবং ভালবাসতে চাওয়া, ভালবাসা পেতে চাওয়া তাঁর প্রকৃতির অংশ।

এটি আমাদেরকে আরেকটি সত্যের দিকে পরিচালিত করে, **আল্লাহ্‌ হচ্ছেন সম্পর্কের আল্লাহ্‌।**

সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালবাসা এবং কথা শুধুমাত্র একটি সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে অর্থপূর্ণ উপায়ে বিদ্যমান থাকতে পারে। মানুষ বা অন্যান্য অস্তিত্ব সৃষ্টি করার পূর্বে **আল্লাহ্‌ কার সাথে সম্পর্ককে উপভোগ করতেন?**

উত্তরটি আল্লাহ্‌র জটিল ত্রিত্বতার মধ্যে লুকায়িত।

বেহেশতে, ফেরেস্তা বা মানুষ তৈরী করার আগে আমাদের মহব্বতের আল্লাহ্‌ নিজের সাথেই ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ও যোগাযোগকে উপভোগ করেছেন—তাঁর ব্যক্তিগত কালামের সাথে এবং তাঁর রূহের সাথে।

স্তরগুলোর খোসা ছড়ানো

আল্লাহ্‌র বহুবচন, পারস্পরিক প্রকৃতি সম্বন্ধে এমন গভীর চিন্তার জবাবে একজন ইমেইলে লিখেছেন:

> পরেরণ করা বিষয় ইমেইলের মতামত
>
> আল্লাহ্‌ নবীদেরকে পাঠিয়েছেন এটি বলতে যে, তিনি এক এবং একমাত্র। তাহলে কেন আপনি তাঁর কালাম শোনেন না এবং গ্রহণ করেন না? কেন আপনি প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত করছেন এবং প্রত্যেক স্তরের খোসা ছাড়াচেছন যেখানে আপনি তাদেরকে সাধারণভাবেই এক হিসাবে একত্রিত করতে পারেন?

এটা সত্যি যে, আমরা কখনোই আমাদের অসীম সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে সবকিছু জানতে ও বুঝতে সক্ষম হবো না, তাহলে কি আমরা আল্লাহ্‌ তাঁর নিজের বিষয়ে নবীদের মধ্যে দিয়ে যা লিখেছেন তা কি বুঝতে চেষ্টা করবো না? আমাদেরকে যদি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে চিন্তা করতেই হয় তাহলে আমাদের উচিত যেন আমরা তাঁর সম্পর্কে সঠিকভাবে চিন্তা করি।

আমাদের বেশিরভাগই একমত যে আল্লাহ্‌ এক। কিন্তু এই এক আল্লাহ্‌ তাঁর নিজের সম্পর্কে কি প্রকাশ করেছেন? কিতাব থেকে তাঁর সম্পর্কে আমরা কি আবিষ্কার করতে পারি যখন আমরা "প্রত্যেক স্তরের খোসা ছাড়াই"?

আমরা একজন ব্যক্তিগত, জানা এবং বিশ্বস্ত আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হয়েছি যিনি তাঁর কালাম ও রূহে এক।

তাঁর অসীম মহিমায়, আল্লাহ্‌ নিজেকে চিহ্নিত করেছেন **পিতা** হিসাবে, তাঁর কালামকে **পুত্র** হিসাবে এবং তাঁর রূহকে পাক-রূহ্‌ সত্য আল্লাহ্‌র মধ্যে তিনটি ভিন্ন ব্যক্তিসত্তা বিদ্যমান রয়েছে।

আসুন কিছু কিতাবের অংশ দেখি যা এই সত্যকে "উন্মুক্ত করবে"।

আল্লাহ্‌র পুত্র

কিতাবে এই বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে, একই কালাম যা আদিতে আল্লাহ্‌র সাথে ছিল, একই সঙেগ তাঁকে আল্লাহ্‌র একমাত্র পুত্রও বলা হয়।

> "প্রথমেই কালাম ছিলেন, কালাম **আল্লাহ্‌র সঙেগ** ছিলেন এবং কালাম নিজেই **আল্লাহ্‌ ছিলেন**। ...আল্লাহ্‌কে কেউ কখনো দেখেনি কিন্তু **তাঁর সঙেগ থাকা সেই একমাত্র পুত্র, যিনি নিজেরই আল্লাহ্‌**, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন... সেই

> পুত্রের উপর যে ঈমান আনে তার কোন বিচার হয় না, কিন্তু যে ঈমান আনে না তাকে দোষী বলে আগেই স্থির করা হয়ে গেছে, কারণ সে **আল্লাহ্র একমাত্র পুত্রে**র উপরে ঈমান আনে নাই।”
> (ইউহোন্না ১:১, ১৮; ৩:১৮)

সেনেগালে, লোকেরা মাঝে মাঝে “আল্লাহ্র পুত্র” শবদটির প্রতিক্রিয়ায় বিড়বিড় করে “আস্তাকফেরুল্লাহ” বলে উচ্চারণ করে থাকে! এই আরবীয় সূত্রটি যে ধারণা বহন করেঃ “আল্লাহ্ নিন্দা উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন” (আল্লাহ্ নিন্দা বিষয়টিকে “আল্লাহ্র বিষয়ে উপহাস” করা হিসাবেও বর্ণনা করা হয়।) সময়ে সময়ে, আমি তাদেরকে তাদেরই একটি প্রবাদ উচ্চারণ করে তাদের তিরস্কারের প্রতি সাড়া প্রদান করেছিঃ “মেষপালকের মুখে থাপ্পড় মারার আগে, সে কি নিয়ে শিস মারছে তা আপনার খুঁজে দেখা উচিত।” তারা হাসে এবং তারপর আমি তাদেরকে বলি, ‘আল্লাহ্র পুত্র’ বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে আপনাদের খুঁজে দেখা উচিত যে, এর বিষয়ে আল্লাহ্ কি বলতে চেয়েছেন।”

কিতাবে একশতেরও বেশি আয়াত আছে যেখানে সরাসরি বলা হয়েছে আল্লাহ্র “পুত্র”, যেখানে কোন আয়াতই ইঙিগত করে না যে “একের অধিক আল্লাহ্ রয়েছে” বা সেখানে এটাও বলা হয় নাই যে, আল্লাহ্ “একজন স্ত্রী গ্রহণ করেছেন এবং তাদের একটি পুত্র হয়েছে”, যদিও কেউ কেউ এভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। এই ধরনের চিন্তা শুধুমাত্র আল্লাহ্র নিন্দাই নয়; সেই সাথে এটি কিতাবের বিষয়ে অগভীর উপলবিধও প্রকাশ করে। [১০৮]

আল্লাহ্ আমাদের আমন্ত্রন করেছেন যেন আমরা তাঁর চিন্তাধারা নিয়ে চিন্তা করি।

> “আসমান যেমন দুনিয়ার চেয়ে **অনেক উঁচু**, তেমনি আমার পথ তোমাদের পথের চেয়ে, আমার চিন্তা তোমাদের চিন্তার চেয়ে **অনেক উঁচু**।”
> (ইশাইয়া ৫৫:৯)

অনেক বছর আগে আমার একজন ভাল পরিচিত সেনেগালীয়ান ব্যবসায়ী মোটরগাড়ি দূর্ঘটনায় মারা যান। সেনেগালের জাতীয় পত্রিকায় প্রতিবেদন করা হয় যে, এই লোকের প্রায় ২০০জন কর্মচারী আছে যারা “তার নিজের সন্তানের মত” এবং তাকে “সেনেগালের একজন কৃতি সন্তান” বলে প্রশংসিত করা হয়। [১০৯] এই শবদগুলোর দ্বারা কি এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে সেনেগাল জাতির একজন মহিলার সাথে সম্পর্ক ছিল এবং তারা একটি সন্তান উৎপন্ন করেছে? অবশ্যই না! এই খেতাব দিয়ে একজন সুপ্রিয় নাগরিককে সম্মান জানাতে সেনেগালের জনগণের

কোনো সমস্যা নেই। “সেনেগালের সন্তান” কথাটির কি অর্থ তারা তা বুঝতে পেরেছিল। তারা এটাও জানে যে এর অর্থ কোনটি নয়।

সন্তান শবদটি বিভিন্নভাবে ব্যবহারিত হয়ে থাকে। যখন কোরআন ও আরবীয়রা একজন ভ্রমণকারী পথিককে “পথের সন্তান” বলে সম্বোধন করে (ইবনে আল-সাবিল [সূরা ২:১৭৭, ২১৫]), তখন আমরা জানি যে এর অর্থ কি। যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর কালামকে তাঁর সন্তান হিসাবে সম্বোধন করেছেন, আমরা জানি যে তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন।

আসুন আমরা শিরোনামটি নিয়ে তামাশা না করে বরং সৃষ্টিকর্তার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করি।

> “অনেকদিন আগে নবীদের মধ্যে দিয়ে **আল্লাহ্** আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে নানা ভাবে অনেক বার অল্প অল্প করে কথা বলেছিলেন। কিন্তু এই দিনগুলোর শেষে তিনি **তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কথা বলেছেন**। আল্লাহ্ তাঁর পুত্রকে সব কিছুর অধিকারী হওয়ার জন্য নিযুক্ত করলেন। পুত্রের মধ্যে দিয়েই তিনি সব কিছু সৃষ্টি করলেন। আল্লাহ্র সব গুণ সেই পুত্রের মধ্যেই রয়েছে; পুত্রই আল্লাহ্র পূর্ণ ছবি। পুত্র তাঁর শক্তিশালী **কালামের** দ্বারা সবকিছু ধরে রেখে পরিচালনা করেন ...” (ইবরানী ১:১-৩)

আল্লাহ্ আমাদেরকে জানাতে চান যে তিনি “**তাঁর পুত্রের** দ্বারা আমাদের সাথে কথা বলেছেন।” সেই সাথে তিনি আরও চান যেন আমরা বুঝতে পারি যে তাঁর পুত্রই হচ্ছেন সেই কালাম যার মধ্যে দিয়ে বেহেশ্ত ও দুনিয়ার সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং টিকে আছে। কিতাবের আরবীয় অনুবাদে পুত্রকে “আল্লাহ্র কালাম” বলে সম্বোধন করা হয়েছে যাকে “কালেমাতুল্লাহ” বলা হয় যা কিতাবুল মোকাদ্দস ও কোরআন উভয়েই এই উপাধিটি মসীহের উপর আরোপ করে। আমাদের পরবর্তী যাত্রায় আমরা এই বিষয়ে খুব গভীর ভাবে লক্ষ্য করবো।

আল্লাহ্র রূহ্

যেভাবে আল্লাহ্ তাঁর কালাম-পুত্রের সাথে এক, ঠিক একইভাবে তিনি তাঁর রূহের সাথেও এক।

আল্লাহ্র পাক-রূহ্ দুনিয়া সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ্র কালাম লেখার প্রতি অনুপ্রেরণা—উভয় ক্ষেত্রেই সম্পৃক্ত ছিলেন।

কিতাবের দ্বিতীয় বাক্যটি ঘোষণা করে যে, যখন আল্লাহ্ দুনিয়া সৃষ্টি করলেন, “**আল্লাহ্র রূহ্** পানির উপরে অবস্থান করছিলো।” এবং পরবর্তীতে কিতাব বর্ণনা করে যেঃ “কারণ নবীরা তাঁদের ইচ্ছামত

কোন কথা বলেন নি; **পাক-রূহের** দ্বারা পরিচালিত হয়েই তাঁরা আল্লাহ্‌র দেওয়া কথা বলেছেন।” (২ পিতর ১:২১)

অনেক লোক এই শিক্ষা দেন যে পাক-রূহ্ হচ্ছেন ফেরেস্তা জিবরাইল। অন্যরা নিজেদেরকে এই বলে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে যে পাক-রূহ্ হলেন একজন নবী। এই ধরনের উপসংহার নবীদের কিতাব থেকে আসে নাই। ফেরেস্তা ও মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাক-রূহ্ হচ্ছেন অসৃষ্ট বা যাকে সৃষ্টি করা হয় নাই, এমন “অনন্তকালীন রূহ”। (ইবরানী ৯:১৪) [১১০]

পাক-রূহ্ হচ্ছেন “সত্যের রূহ” (ইউহোন্না ১৪:১৭), যার দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর উদ্দেশ্যগুলো দুনিয়াতে সাধন করেছেন। তিনি হলেন “সাহায্যকারী” (ইউহোন্না ১৪:১৬) যিনি আল্লাহ্‌র বার্তাকে যারা বিশ্বাস করে তাদের কাছে আল্লাহ্‌কে ঘনিষ্ঠ ও অভিজ্ঞতামূলকভাবে প্রকাশ করেন। দুনিয়ার অনেক লোক বর্তমানে আল্লাহ্‌কে না জেনেই আল্লাহ্ সম্বন্ধে জানে। এই ধরনের জ্ঞান আল্লাহ্ অথবা মানুষ কাউকেই সন্তুষ্ট করে না। আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ককে উপভোগ করার বিষয়টি বাস্তবায়ন করা শুধুমাত্র পাক-রূহের দ্বারাই করা সম্ভব। পরবর্তীতে, আমরা আল্লাহ্‌র এই আশ্চর্য পাক-রূহ্ সম্পর্কে আরও জানতে পারবো। [১১১]

যাত্রা কেমন যাচ্ছে? একটু দুরূহ প্রকৃতির তাই না? এই তথ্যগুলো ধারন করা এত সহজ নয়। কোন কোন লোক তাদের ধর্মকে এবং আল্লাহ্‌র সংজ্ঞা সত্য বলে দাবি করে “কারণ এটি খুবই সহজ।” আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের সংজ্ঞা হয়তো অনেক সাধারণ, কিন্তু আল্লাহ্ সাধারণ নন।

> “মাবুদ বলছেন, “আমার চিন্তা তোমাদের চিন্তার মত নয়,
> আমার পথও তোমাদের পথের মত নয়।” (ইশাইয়া ৫৫:৮)

আজীবন এক

কিতাব খুবই পরিষ্কার। অনন্তকালে কখনোই এমন ছিল না যে পিতা, পুত্র এবং পাক-রূহ্ তারা একসাথে অবস্থান করেন নাই। [১১২] তারা সবসময়ই এক ছিলেন। মানব ইতিহাসে, কিতাব প্রকাশ করে যে এক পিতা যিনি বেহেশ্‌ত হতে কথা বলেন, এক পুত্র যিনি দুনিয়াতে কথা বলেছেন এবং এক পাক-রূহ যিনি হৃদয়ে কথা বলেন। [১১৩] প্রত্যেকেই তাঁরা তাদের ভূমিকায় পৃথক কিন্তু তারপরেও তাঁরা এক।

এটি এমন যে লোকেরা আল্লাহ্‌র প্রকাশিত জ্ঞানে যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন তারা তাঁর ঐশ্বর্য্যে আনন্দিত হতে শুরু করে যিনি নিজেই ভালবাসা এবং যিনি তাঁর অসীম ভালবাসাকে ব্যবহারিক রূপে দেখান।

শুধুমাত্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালবাসা অর্থপূর্ণভাবে বিদ্যমান

থাকে। পিতা, পুত্র এবং পাক-রূহ্ তারা সবসময়ই একটি পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বলিত পূর্ণ ও একত্রিত মহব্বতের সম্পর্ক উপভোগ করতেন। কিতাবের আরেকটি জায়গায় আমরা শুনতে পাই যে পুত্র বলেছেন, "আমি পিতাকে **মহব্বত** করি" এবং "পিতা পুত্রকে **মহব্বত** করেন।" সেই সাথে কিতাব আরও বলে যে "পাক-রূহের ফল হচ্ছে **মহব্বত**।" (ইউহোন্না ৫:২০; ১৪:৩১; গালাতীয় ৫:২২)

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সম্পর্ক যেমন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্ক অথবা পিতা, পুত্র এবং মায়ের মধ্যেকার যে সম্পর্ক তা আল্লাহ্ যা তার তুলনায় কিছুই নয়। এই ধরনের পার্থিব সম্পর্ক তা সবচেয়ে উত্তম হলেও আল্লাহ্র একত্ব ও মহব্বতের কাছে তা একেবারেই দুর্বল। আমাদের সৃষ্টিকর্তা হলেন সমস্ত ভাল বিষয়ের সত্যিকারে উৎস, ধরন এবং উদ্দেশ্য।

"আল্লাহ্ **মহব্বত**" (১ম ইউহোন্না ৪:৮)

"আল্লাহ্ মহব্বত" তাঁর সবচেয়ে উত্তম অংশটি হল এই যে তিনি আপনাকে এবং আমাকে তাঁর সাথে অনন্তকালের জন্য একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উপভোগ করতে আমন্ত্রন জানিয়েছেন! তিনি শুধুমাত্র আমাদের বিশ্বাস চান যদিও তাঁকে পরিপূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না।

আল্লাহ্ নির্ভরযোগ্য

সৃষ্টির ছয়দিনে আমরা কি কি লক্ষ্য করেছিলাম তা চিন্তা করুন। গানিতিক সমীকরণে এটি দেখতে এরকমঃ

দিন ১: আল্লাহ্ পবিত্র
+ দিন ২: আল্লাহ্ সর্বশকিতমান
+ দিন ৩: আল্লাহ্ মঙগলময়
+ দিন ৪: আল্লাহ্ বিশ্বস্ত
+ দিন ৫: আল্লাহ্ জীবন
+ দিন ৬: আল্লাহ্ মহব্বত

= নির্ভরযোগ্য আল্লাহ্

এটা কি অদভুত বিষয় নয় যে, আমরা লোকদেরকে কত তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করি যারা খুব সহজেই তাদের গুণাবলী থেকে পতিত হয় যেখানে আমরা সেই এক আল্লাহ্কে বিশ্বাস করতে অনিচ্ছুক যিনি এই চরিত্রগুলোকে নিখুঁতভাবে ধারন করেন, যিনি বিশ্বস্ত/নির্ভরযোগ্য?

যখন চিঠির বাকেস আমি চিঠি ফেলে যাই, আমি বিশ্বাস করি যে পিয়ন তা পৌঁছে দিবে। তাহলে আরও কতই না বেশি আমার নির্ভর করা

উচিত যে আমার সৃষ্টিকর্তা—প্রতিপালক-যিনি বিশ্বের মালিক তিনি তাঁর ওয়াদা রক্ষা করবেন!

> “আমরা মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করে থাকি, কিন্তু আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য তার চেয়েও বড়; আর তিনি তাঁর পুত্রের বিষয়ে সেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইবনুল্লাহর উপর যে ঈমান আনে তার অন্তরে সেই সাক্ষ্য আছে। যারা আল্লাহ্‌র কথায় ঈমান আনে নি তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বানিয়েছে, কারণ আল্লাহ্ তাঁর পুত্রের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তা তারা ঈমান আনে নি। (১ ইউহোন্না ৫:৯-১০)

আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত নাম

আল্লাহ্ চান যেন আমরা তাঁকে জানি, তাঁকে বিশ্বাস করি এবং তাঁর নাম ধরে ডাকি।

> “যারা তোমাকে জানে তারা যেন তোমার উপর ভরসা করে, কারণ হে মাবুদ, যারা তোমাকে গভীরভাবে জানতে চায় তাদের তুমি কখনও ত্যাগ কর নি।” (জবুর শরীফ ৯:১০)

অনেক লোক মনে করেন যে আল্লাহ্‌র নাম হচ্ছে শুধু আল্লাহ্- অথবা এলোহিম (হিব্রু) অথবা আল্লাহ্ (আরবীয়[১১৪]) অথবা আলাহা (অরামীয়) অথবা দিয়ু (ফ্রেন্চ) অথবা দিয়স (স্প্যানিস) অথবা গট্ (জার্মান), অথবা ভাষাগতভাবে যে নামে ডাকা হয় সেই নাম।

মূলত, আল্লাহ্ আল্লাহ্ই (পরম সত্ত্বা), কিন্তু আল্লাহ্ কি তাঁর নাম? এটি কি এমন মনে হচ্ছে না যে আমি বলছি আমার নাম মানুষ? আমি একজন মানুষ, কিন্তু আমার একটি ব্যক্তিগত নামও আছে। আল্লাহ্ আল্লাহ্ই, কিন্তু তাঁরও নাম আছে যার দ্বারা তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং যার দ্বারা তিনি আমাদের আমন্ত্রন জানান যেন তাঁকে আমরা একজন ব্যক্তি হিসাবে দেখি।

অনেকের ধারণা আল্লাহ্ কোন অজানা উৎসের শক্তি যেমন মহাকর্ষ এবং বাতাস, বা কোন বিজ্ঞান ভিত্তিক সিনেমার মত বর্ণিত কোন “শক্তি”। কিতাব আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কোন কিছু বলে না।

আল্লাহ্ হচ্ছেন একটি চূড়ান্ত ব্যক্তিত্ব যিনি চান যেন আপনি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন।

আল্লাহ্ একজন ব্যক্তিত্ব এটি শুধুমাত্র কিতাবীয় বিষয়ই নয় বরং এটি যৌক্তিক। মানুষ কোন মহাজাগতিক শক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি কোন বল নয়, এবং যিনি সমস্ত কিছু তৈরী করেছেন তিনিও তেমন নন। আল্লাহ্ একটি ব্যক্তিস্বত্ত্বা যাঁর একটি ব্যক্তিগত নাম আছে।

আল্লাহ্ প্রথম নাম পয়দায়েশ কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে।

> “সৃষ্টির পরে আসমান ও জমিনের কথা: **মাবুদ** আল্লাহ্ যখন আসমান ও জমিন তৈরী করলেন তখন দুনিয়ার বুকে কোন শস্য জাতীয় গাছপালা ছিল না।” (পয়দায়েশ ২:৪)

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন কি নাম দিয়ে আল্লাহ্ নিজেকে প্রকাশ করলেন?

তাঁর নাম হচ্ছে “মাবুদ” বাংলায় এটিকে এভাবেই অনুবাদ করা হয়েছে। আমরা কৃতজ্ঞ থাকতে পারি যে, আল্লাহ্ সমস্ত ভাষাই জানেন এবং তাঁকে চিহ্নিত করতে আমাদের কোন সুনির্দিষ্ট ভাষার প্রয়োজন নেই। তিনি চান যেন আমরা আমাদের মাতৃভাষায়, যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে, যেকোন দিক ফিরে, আমাদের হৃদয়ের ভাষায় তাঁর সাথে কথা বলি।

আমি আছি

হিব্রু ভাষায়, আল্লাহ্‌র প্রাথমিক ব্যক্তিগত নাম হচ্ছে, “মাবুদ,” যা চারটি ব্যঞ্জনবর্ণে লেখা হয়েছে: **ওয়াই-এইচ-ডবিলউ-এইচ** (YHWH)। যখন স্বরবর্ণ যুকত হয়, তখন এর উচচারণ হয় ইয়াওয়েহ্ অথবা ইয়েহোয়াহ্। এই নামটি হিব্রু ক্রিয়াপদ “হতে/হওয়া” থেকে আসছে এবং আক্ষরিকভাবে এর অর্থ হল “আমিই আছি” অথবা “তিনিই আছেন”। এটি আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে আল্লাহ্ স্ব-অস্তিত্বের অনন্তকালীন সত্ত্বা। অন্যান্য নামের চেয়ে আল্লাহ্‌র এই ব্যক্তিগত নামটি কিতাবের পুরাতন নিয়মে ৬,৫০০ বারেরও বেশি ব্যবহার করা হয়েছে।

লক্ষ্য করুন আল্লাহ্ মূসার কাছে কি ঘোষণা করেছেন যখন তিনি বহু-ঈশ্বরবাদ মিশরের কাছে নিজের নাম বলতে বলেছেন।

> “আল্লাহ্ মূসাকে বললেন, ‘যিনি আমি আছি আমিই তিনি’। তুমি বনি-ইসরাইলদের বলবে যে ‘**আমি আছি** তাদের কাছে তোমাকে পাঠিয়েছেন।’” (হিজরত ৩:১৪)

শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিস্বত্ত্বাই বলতে পারেন যে “আমি আছি”। আল্লাহ্ চান যেন লোকেরা বুঝতে পারেন যে তিনিই চূড়ান্ত ব্যক্তিত্ব। তাঁর নাম হচ্ছে আমি আছি।

তিনিই একমাত্র যিনি আছেন।

তাঁর কাছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কিছুই না। তাঁর অস্তিত্ত্ব সময় ও স্থানের উর্ধ্বে।

তিনি নিজেই যথেষ্ট।

আপনার এবং আমার বাতাস, পানি, খাবার, ঘুম, বাসস্থান, এবং জীবন ধারনের জন্য অন্যান্য উপাদানগুলো প্রয়োজন, কিন্তু তাঁর কিছুই প্রয়োজন নেই। তিনিই একমাত্র যার অস্তিত্বের কারণ তাঁর নিজের ক্ষমতা। তিনিই হচ্ছে মহান আমি আছি —মাবুদ। (নোটঃ ইংরেজী কিতাবে, যখনই মাবুদ নামটি LORD হিসেবে বড় হাতের অক্ষরে দেখা যায়, এর প্রকৃত হিব্রু শবদ হল ইয়াওয়েহ্‌, যার অর্থ হল স্ব-অস্তিত্বের অনন্তকালীন ব্যকিতত্ব।)

আল্লাহ্‌ তাঁকে সংজ্ঞায়িত ভার মানুষের উপর ছেড়ে দেননি।

তিনিই স্ব-সংজ্ঞায়িত ব্যকিত।

শত শত নাম

পিতা, পুত্র এবং পাক-রূহ্‌ হিসাবে অনন্তকালীন অস্তিত্ব প্রকাশ করতে মাবুদ শত শত নাম ও উপাধী বহন করেন। আল্লাহ্‌র নাম তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করে। প্রত্যেকটি উপাধীর লক্ষ্য হল যেন আমরা আরও ভালভাবে বুঝতে পারি যে আল্লাহ্‌ কে এবং তিনি কিসের মত। উদাহরণস্বরূপ, তাঁকে বলা হয়:

> আসমান ও দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা, জীবনের মালিক, উচচ-উন্নত, সত্যিকারের নূর/ আলো, পবিত্রজন, ধার্মিক বিচারক, মাবুদ যিনি যোগান দান করেন, মাবুদ যিনি সুস্থ করেন, মাবুদ আমাদের ধার্মিকতা, আমাদের শান্তিদাতা মাবুদ, আমাদের পালক মাবুদ, মহব্বতও শান্তির আল্লাহ্‌, সমস্ত অনুগ্রহের আল্লাহ্‌, অনন্ত জীবনের মালিক, আল্লাহ্‌ যিনি সন্নিকট…

আমাদের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আমাদের বর্তমান ধারণা যাই হোক না কেন, আমাদের প্রত্যেকের উচিত নম্রভাবে এটি স্বীকার করা যে তিনিই আল্লাহ্‌ এবং তাঁর মত আর কেউ নেই। এমনকি যদিও তাঁকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারা বা ব্যাখ্যা করা যায় না, তবুও তিনি চান যেন আমরা তাঁর নাম জানি এবং তাঁকে বিশ্বাস করি, মহব্বত করি, এবং তাঁর সাথে চিরকাল বাস করি। এটিই ছিল তাঁর অন্তরের উদ্দেশ্য যেদিন আল্লাহ্‌ সৃষ্টির ৬ষ্ঠ দিনে এই কথা বললেন:

> “আমরা আমাদের মত করে এবং আমাদের সাথে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরী করি।” (পয়দায়েশ ১:২৬)

এর দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছেন? কিভাবে একজন দৃশ্যমান মানুষ অদৃশ্য আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি বহন করতে পারে?

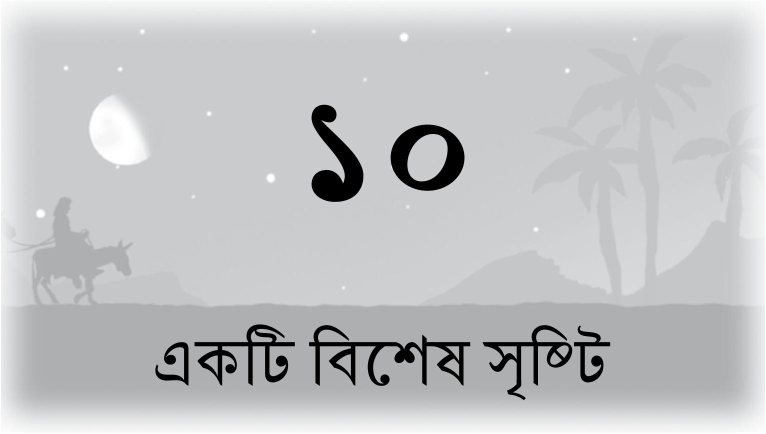

১০

একটি বিশেষ সৃষ্টি

দুই অধ্যায় আগে আমরা একটি মহান ঘোষণার প্রতি আলোকপাত করেছিলামঃ "আদিতে আল্লাহ্ আসমান ও দুনিয়া সৃষ্টি করলেন।" (পয়দায়েশ ১:১) এখানে আরেকটি দেওয়া হল:

> "আল্লাহ্ তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন।"
>
> (পয়দায়েশ ১:২৭)

আল্লাহ্ মানুষকে তৈরী করেছেন তাঁর সৃষ্টির উপরে রাজত্ব করার জন্য।

আল্লাহ্র মত করে

> "তারপর আল্লাহ্ বললেন, 'আমরা আমাদের মত করে এবং **আমাদের সঙ্গে মিল** রেখে এখন মানুষ করি তৈরী। তারা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী, পশু, বুকে-হাঁটা প্রাণী এবং সমস্ত দুনিয়ার উপর **রাজত্ব** করুক।' **পরে আল্লাহ্ তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে।"**
>
> (পয়দায়েশ ১:২৬-২৭)

আল্লাহ্র "তাঁর নিজের মত করে" মানুষ সৃষ্টি করার অর্থ এই নয় যে প্রথম মানুষ সবদিক থেকে আল্লাহ্র মত ছিলেন। আল্লাহ্র সমান কেউ নেই। "আল্লাহ্ **তাঁর নিজের মত** করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন" এর অর্থ এই যে মানুষ আল্লাহ্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট বহন করবে। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন তারা আল্লাহ্র চরিত্রকে প্রতিফলিত করে। আল্লাহ্ প্রথম পুরুষ ও স্ত্রীলোককে এই চরিত্র দিয়েছেন যেন তারা

তাঁর সাথে একটি অর্থপূর্ণ সম্পর্ক উপভোগ করতে পারে।

আল্লাহ্ মানুষকে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে রহমত দান করেছেন, তিনি তাদেরকে বড় বড় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, যুক্তিযুক্ত কারণ দেখাতে এবং সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে গভীর সত্য উপলব্দি করতে সামর্থ্য দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাদেরকে আবেগ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা অনুভুতিগুলো যেমন আনন্দ ও সহানুভুতির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

সেই সাথে তিনি তাঁদেরকে ইচ্ছাশক্তিও দিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতা এবং অনন্তকালীন ফলাফল সম্পর্কে পছন্দ করার দায়িত্ব দিয়েছেন।

এছাড়া, তিনি তাদেরকে যোগাযোগের শক্তি দিয়ে পূর্ণ করেছেন— কথা বলা, ইঙ্গিত করা, এবং গান করা। সেই সাথে তিনি তাদেরকে শক্তি দিয়েছেন যেন তারা দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা করতে পারে এবং সেই পরিকল্পনাকে বহন করার জন্য দারুন সৃজনশীলতা দিয়েছেন। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো, তিনি তাদেরকে একটি অনন্তকালীন হৃদয় ও রূহ্ দিয়ে নির্মাণ করেছেন যেন তারা তাঁর এবাদত করতে এবং চিরকাল তাদের সৃষ্টির্কতাকে উপভোগ করতে পারে। এই ধরনের গুণাবলি মানুষকে পশুর রাজ্য থেকে আলাদা করেছে।

আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ যিনি "মহব্বত" (১ ইউহোন্না ৪:৮) তিনি পুরুষ স্ত্রীলোককে সৃষ্টি করেছেন এই কারণ নয় যে, তাদেরকে তাঁর প্রয়োজন, কিন্তু এই কারনে যে তিনি তাদেরকে চেয়েছেন। মানুষ হবে তাঁর মহব্বতের গ্রহীতা এবং প্রতিফলক।

মানুষের দেহ

যখন পয়দায়েশ কিতাবের প্রথম অধ্যায় কিভাবে দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে, তখন দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানুষের পরিপূর্ণ বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে বিশেষ করে সৃষ্টির সাথে মানুষের সম্পর্কের বিষয়ে।

> "পরে মাবুদ আল্লাহ্ মাটি দিয়ে একটি পুরুষ মানুষ তৈরী করলেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার ভিতরে জীবন—বায়ু ঢুকিয়ে দিলেন। তাতে সেই মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণী হল।"
> (পয়দায়েশ ২:৭)

যদিও আল্লাহ্ মাবুদ আসমান ও দুনিয়া শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি প্রথম মানুষকে মাটি দিয়ে তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বর্তমান সময়ে জীববিজ্ঞানীরা এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন

যে “একদিকে, দেহকে মনে হয় একেবারে আকর্ষণহীন। একুশ ধরনের প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরী যার সবগুলোই পৃথিবীর শুকনা মাটিতে বিদ্যমান।”[১১৫]

যেখানে মানুষের দেহ এই ধরনের নিম্ন জাতের উপাদান দিয়ে গঠিত, কিন্তু এটি কারুশিল্পের একটি অলৌকিক কাজ যেখানে প্রায় পচাঁত্তর হাজার কোটি (৭৫,০০০,০০০,০০০,০০০) জীবন্ত কোষ একসাথে মিলে একটি দেহ তৈরী হয়েছে যাদের প্রত্যেকের কাজ ভিন্ন ভিন্ন।

জীবনের প্রধান একক হচেছ এই কোষ। একটি কোষ এত ছোট যে এটি শুধুমাত্র একটি শকিতশালী মাইক্রোস্কোপ দিয়েই দেখা যায় যদিও লক্ষ লক্ষ কাজের অংশ দিয়ে এটি পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটি কোষে দুই মিটার লম্বা (ছয় ফুট) আণুবীক্ষণিকভাবে পাকানো ডিএনএ বিদ্যমান, ডিএনএ হচেছ মানুষের জিনগত মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

বিল গেটস, বিখ্যাত কম্পিউটার সফটওয়ার গুরু, বলেছেন, “মানুষের ডিএনএ একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের মত কিন্তু সফটওয়ারের থেকে অনেক অনেক গুণ উন্নত।”[১১৬] মানব দেহে কমপক্ষে ২০০ ভিন্ন ধরনের কোষ বিদ্যমান। কোন কোন কোষ তরল পদার্থ তৈরী করে যেমন রকত; অন্যগুলো নরম টিস্যু ও অংগ তৈরী করে, যেখানে অন্যগুলো শকত হাড় সৃষ্টি করে। কিছু কোষ শরীরের বিভিন্ন অংশকে একত্রে ধরে রাখে, আবার অন্যগুলো শরীরের কাজ সংগঠিত করে, যেমন হজম করা এবং প্রজনন পদধতি।[১১৭]

আপনার শরীরের গঠন ও কাজের অংগগুলো সম্পর্কে চিন্তা করুনঃ মানুষের কংকালের সাথে যে ২০৬ টি হাড় রয়েছে তা একসাথে লিগামেন্ট/বন্ধনী, রগ, মাংস, চামড়া এবং চুল দিয়ে সাজানো ও আবদ্ধ; অথবা সারকুলেটরি সিস্টেমের সাথে ধমনী, রকত, জীবনের উপাদান সরবরাহ করে থাকে। তারপর রয়েছে অন্ত্র, পাকস্থলি, লিভার, এবং কিডনি। সেই সাথে মস্তিস্কের সাথে জড়িত আছে তারের মত যুকত নার্ভ বা স্বায়ুতন্ত্র পদধতি। আমাদের বিশ্বস্ত হৃদয়ের কথা ভুলে গেলে চলবে না, আবার সেই সাথে আল্লাহ্ আমাদেরকে চোখ, কান, একটি নাক, মুখ ও জিহ্বা, কণ্ঠস্বর, স্বাদ গ্রহণ করার অংগ এবং দাঁত ইত্যাদি দিয়েছেন! সেই সাথে আমাদের হাত ও পা খুবই কার্যকরী! এবং কখনো কি আপনি আল্লাহ্কে আপনার বৃদধাংগুলের জন্য ধন্যবাদ দিয়েছেন? বৃদধাংগুল ছাড়া ঝাড়ু বা হাতুড়ি ব্যবহার করে দেখেন! সেই সাথে আমাদের আংগুলের নখগুলোও কত সুন্দর…

নবী দাউদ লিখেছেন,

> “আমি তোমার প্রশংসা করি, কারণ আমি ভীষণ আশ্চর্যভাবে গড়া; আশ্চর্য তোমার সব কাজ, আমি তা ভাল করেই জানি।”
> (জবুর শরীফ ১৩৯:১৪)

অন্তর এবং আত্মা

মানুষের শরীর যতটা বিস্ময়কর, কিন্তু এই শরীর মানুষকে ততটা বিশেষ বা অসাধারণ করে তোলে না। পশু, পাখী এবং মাছ তাদেরও দারুন শরীর রয়েছে। মানুষের অনন্যতা খুঁজে পাওয়া যায় তার অন্তর ও অনন্তকালীন রূহের মধ্যে। অন্তর এবং রূহই প্রথম পুরুষ ও স্ত্রীলোকে বিশেষ মানুষ বা প্রাণী হিসাবে আলাদা করে যাকে বলা হয় “আল্লাহ্‌র মত করে সৃষ্ট”।

এভাবে, যখন আল্লাহ্‌ মাটি থেকে মানুষের শরীর গঠন করা শেষ করলেন, তিনি “তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার ভিতরে জীবনতবায়ু ঢুকিয়ে দিলেন; তাতে সেই মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণী হল।” (পয়দায়েশ ২:৭) আল্লাহ্‌ আদমের জন্য যে শরীর তৈরী করেছিলেন তা আসলে একটি ঘরের বা তাঁবুর মত ছিল যেখানে আল্লাহ্‌ আদমের অনন্তকালীন রূহ্‌ ও অন্তর স্থাপন করলেন।

আল্লাহ্‌ মানুষকে একটি শরীর দিলেন যেন সে তার আশেপাশের দুনিয়া সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারে, একটি অন্তর দিলেন যেন সে তার ভিতর সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারে, এবং একটি রূহ্‌ দিলেন যাতে সে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারে।

শরীর অন্তরের অধীনে ছিল,অন্তর রূহের অধীনে ছিল, আর রূহ স্বয়ং আল্লাহ্‌র অধীনে ছিল। [১১৮]

> “আল্লাহ্‌ রূহ; যারা তাঁর এবাদত করে, রূহে ও সত্যে তাদের সেই এবাদত করতে হবে।” (ইউহোন্না ৪:২৪)

একটি উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্ট

প্রধান কারিগর মানুষকে তৈরী করেছেন ত্রি-ঐকতা দিয়ে যেমন “রূহ, অন্তর ও শরীর” (১ থিষলনীকিয় ৫:২৩) এবং মানুষের জন্য এটি সম্ভব করে তুলছেন যেন তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বকে উপভোগ করতে পারে। আল্লাহ্‌ মানুষকে জীবন দিয়েছেন এবং এখন এটি মানুষের জন্য দারুন সুযোগ যেন তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার এবাদত ও সন্তুষ্টির জন্য জীবন যাপন করতে পারেন।

"আমার নামে যাদের ডাকা হয়, আমি যাদের আমার গৌরবের জন্য সৃষ্টি করেছি,... সেই বান্দাদের আমি নিজের জন্য তৈরী করেছি যাতে তারা আমার প্রশংসা ঘোষণা করতে পারে।"
(ইশাইয়া ৪৩:৭,২১)

মানুষকে তৈরী করা হয়েছে আল্লাহ্‌র গৌরবের জন্য।

দুনিয়া মানুষের জন্য তৈরী হয়েছিল কিন্তু মানুষ তৈরী হয়েছিল আল্লাহ্‌র জন্য। সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য ছিল যেন প্রথম মানুষ তাঁকে জানবে, তাঁকে উপভোগ করবে, এবং তাঁকে চিরকাল মহব্বত করবে। তাঁর এই একই উদ্দেশ্য আপনার ও আমার জন্যও প্রযোজ্য।

"তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত **দিল**, সমস্ত **প্রাণ**, সমস্ত **মন** ও সমস্ত **শকিত দিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে মহব্বত করবে**।" (মার্ক ১২:৩০)

একটি নিখুঁত পরিবেশ

আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করার পর, তিনি পরিকল্পনা করলেন এবং একটি প্রাচুর্যপূর্ণ একটি বাগান তৈরী করলেন যাকে আদন বাগান বলা হয়।

"এর আগে মাবুদ আল্লাহ্ পূর্ব দিকে আদন দেশে একটা বাগান করেছিলেন, আর সেখানেই তিনি তাঁর গড়া মানুষটিকে রাখলেন। সেখানকার মাটিতে তিনি এমন সব গাছ জন্মিয়েছেন যা দেখতেও সুন্দর এবং যার ফল খেতেও ভাল। তা ছাড়া বাগানের মাঝখানে তিনি 'জীবন-গাছ' ও 'নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছ' নামে দুটি গাছও জন্মিয়েছেন। সেই বাগানে পানির যোগান দিত এমন একটি নদী যেটা আদন দেশের মধ্য থেকে বের হয়েছিল এবং চারটা শাখা নদীতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল।" (পয়দায়েশ ২:৮-১০)

আদন, সম্ভবত সেই দেশ ছিল যাকে বর্তমানে ইরাক বলা হয়,[১১৯] যা একটি বড় বাগান ছিল যেখানে সীমাহীন আনন্দ ছিল, সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, শবদ ও গন্ধ দিয়ে পূর্ণ ছিল। একটি জ্বলজ্বলে নদী বাগানকে পানি দিত। সুমিষ্ট ফলের গাছ সেই নদীর তীরে লাগানো ছিল। স্বাদ গ্রহণ করার জন্য সেখানে অগণিত বৈচিত্রের ফল ছিল, সুন্দর গন্ধযুক্ত ফুল ছিল, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মাতাল হয়ে যাওয়ার মত উঁচু গাছ এবং তৃণভূমি, পশু, পাখী এবং গবেষণা করার জন্য পোকামাকড়, রহস্যময় বন/অরন্য, আবিষ্কারের জন্য স্বর্ণ ও মূল্যবান পাথর ইত্যাদি ছিল। মূলত, আল্লাহ্ আদমকে "উপভোগ করার জন্য সবকিছু খোলা হাতে দান করেছেন।" (১ তীমথিয় ৬:১৭)

সেই সাথে আল্লাহ্ বাগানের মাঝখানে দুইটি বিশেষ ধরনের গাছও সৃষ্টি করেছিলেনঃ জীবন গাছ এবং নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছ।

আদন মানে হল আনন্দ। আল্লাহ্ এই চমৎকার বাড়িটি সৃষ্টি করেছেন মানুষের আনন্দের জন্য, কিন্তু মানুষের সমস্ত আনন্দ আসবে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে সহভাগিতা উপভোগ করার মধ্যে দিয়ে।

আল্লাহ্‌কে ব্যক্তিগতভাবে জানতে পারা এবং তাঁর সাথে থাকার থেকে আর চমৎকার কিছু নেই। "**তোমার দরবারে থাকায়** আছে পরিপূর্ণ আনন্দ আর **তোমার ডান পাশে** রয়েছে চিরকালের সুখ।" (জবুর শরীফ ১৬:১১)

একটি তৃপ্তিদায়ক/সন্তুষ্টিজনক কাজ

যখন বাগান প্রস্তুত হয়েছিল, মাবুদ মানুষকে সেখানে রাখলেন। আল্লাহ্ আদমকে জিজ্ঞাসা করেন নাই যে তিনি সেখানে বাস করতে চান কি না। আল্লাহ্ ছিলেন প্রধান কারিগর এবং সর্বোপরি মানুষের মালিক। আল্লাহ্ জানতেন যে মানুষের জন্য কোনটা সবচেয়ে ভাল হবে এবং তিনি কি করছেন তার জন্য কারো কাছে কৈফিয়ত দেয়ার কিছু নাই।

> "মাবুদ আল্লাহ্ সেই মানুষটিকে নিয়ে আদন বাগানে রাখলেন যাতে তিনি চাষ করতে ও তার দেখাশোনা করতে পারেন।"
> (পয়দায়েশ ২:১৫)

আল্লাহ্ আদমকে তার নতুন বাড়িতে দুইটি দায়িত্ব দিলেন।

প্রথমত, তাকে বাগান "দেখাশোনা করতে" হবে, কিন্তু এর জন্য তার ঘাম, কঠোর খাটুনি ও পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না। এটি একটি আনন্দদায়ক কাজই হবে যেহেতু সেখানে সবকিছুই ভাল ছিল। সেখানে তোলার মত কোন কাটা এবং আগাছা ছিল না।

দ্বিতীয়ত, আদমকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল "এটি ধরে" রাখতে। এই শেষ বাক্যাংশটি কি মহাবিশ্বে লুকিয়ে থাকা কিছু অশুভ, বিপজ্জনক উপাদানের ইঙ্গিত করতে পারে?

খুব শীঘ্রই এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া হবে।

একটি সাধারণ নিয়ম

যেহেতু মানুষ একজন ব্যক্তি ছিল কোন পুতুল নয়, তাই আল্লাহ্ আদমকে একটি সোজা-সাপটা বা অকপট নিয়ম দিলেন যেন সে তাঁর বাধ্য থাকে।

> “পরে মাবুদ আল্লাহ্ তাকে হুকুম দিয়ে বললেন, ‘**তুমি তোমার খুশীমত** এই বাগানের যে কোন গাছের ফল **খেতে পার**, কিন্তু নেকী-বদী-জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল **তুমি খাবে না**, কারণ যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।” (পয়দায়েশ ২:১৬-১৭)

আল্লাহ্ পুরুষ লোকটিকে এই আদেশ দিয়েছিলেন স্ত্রীলোককে সৃষ্টি করার পূর্বে। আল্লাহ্ আদমকে মানবজাতির প্রধান হিসাবে নিয়োগ করেছেন এবং তিনি চেয়েছিলেন যেন আদম এই একটি নিয়ম পালন করে।

প্রথম স্ত্রীলোক

পরে আল্লাহ্ স্ত্রীলোককে সৃষ্টি করলেন। এবং সে কতই না বিশেষ সৃষ্টি ছিল!

> “পরে মাবুদ আল্লাহ্ বললেন, ‘মানুষটির পক্ষে একা থাকা ভাল নয়। আমি তার জন্য একজন উপযুক্ত সঙ্গী করব।’... সেই জন্য মাবুদ আল্লাহ্ আদমের উপর একটা গভীর ঘুম নিয়ে আসলেন, আর তাতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন তিনি তাঁর একটা পাঁজর তুলে নিয়ে সেই জায়গাটা বন্ধ করে দিলেন। আদম থেকে তুলে নেয়া সেই পাঁজরটা দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্ একজন স্ত্রীলোক তৈরী করে তাঁকে আদমের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে আদম বললেন, ‘এবার হয়েছে। এর হাড়-মাংস আমার হাড়-মাংস থেকেই তৈরী। পুরুষ লোকের শরীরের মধ্যে থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে বলে একে স্ত্রীলোক বলা হবে।’ এই জন্যই মানুষ পিতা-মাতাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে এক হয়ে থাকবে আর তারা দু’জন এক শরীর হবে। তখন আদম ও তাঁর স্ত্রী উলঙ্গ থাকতেন, কিন্তু তাতে তাদের কোন লজ্জাবোধ ছিল না।” (পয়দায়েশ ২:১৮, ২১-২৫)

আদমের মধ্যে থেকে একজন সুন্দরী ও চমৎকার স্ত্রী তৈরী করার মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রথম অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করলেন এবং তারপর তিনি আদমকে তা উপহার দিলেন।

“আল্লাহ্ যে “সাহায্যকারী” তাকে দিয়েছেন তার সাথে আদম কতই না ঘনিষ্ট ও ভালবাসাপূর্ণ সময় উপভোগ করেছেন! কিতাব বিশেষজ্ঞ ম্যাথিউ হেনরি (মৃত) লিখেছেন, “এই স্ত্রীলোক তৈরী হয়েছে... আদমের পাজর থেকে; তার মাথা থেকে নয় যে সে তার উপর

রাজত্ব করবে, অথবা তার পা থেকে নয় যে স্ত্রীলোক তার দ্বারা পদদলিত হবেন, কিন্তু তার পাজড় থেকে যেন তিনি তার সমান হন, তার হাতের নিচে যেন সুরক্ষিত থাকেন, এবং তার হৃদয়ের কাছে ভালবাসার মধ্যে থাকেন।"[১২০]

পুরুষের মত, স্ত্রীলোকও মাবুদের প্রতিমূর্তিতে এবং তাঁর মত করে সৃষ্টি হয়েছেন, যেন তিনি মাবুদের চরিত্র প্রতিফলিত করতে এবং তাঁর সাথে চিরকাল একটি রূহানিক একতার বন্ধনে থাকতে পারেন। যখন সৃষ্টিকর্তা পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ করেন তখন তিনি তাদের প্রত্যেককে সমান মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন।

বর্তমানে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যের বিপরীতে গিয়ে অনেক সমাজ স্ত্রীলোকদেরকে একটি সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। আমি দেখেছি যখন কোন পুরুষ সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন লোকেরা উৎসব করে থাকে কিন্তু যখন কোন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে। অনেক পুরুষ আছে যারা তাদের স্ত্রীদের থেকেও জীবন ধারনের জিনিসপত্রের প্রতি বেশি যত্নশীল এবং সতর্ক। কোন কোন সমাজ আল্লাহ্‌ পুরুষ ও স্ত্রীলোককে যে দায়িত্ব ও কাজ দিয়েছেন তার সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে। উভয়ই স্ত্রীলোকদের উপরে বেশি চড়াও হয়।

প্রথম বিবাহ

লক্ষ্য করুন কে প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন।

এটি ছিল মাবুদ নিজেই। কিতাবে বলা হয়েছে, "তিনি তাকে সেই পুরুষের কাছে আনলেন।" শুরু থেকেই সৃষ্টিকর্তা সরাসরি মানুষের জীবনে সম্পৃক্ত ছিলেন যাদেরকে তিনি নিজের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ঘোষণা করেছেন যে, "পুরুষ তার পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করবে এবং স্ত্রীর সাথে যুক্ত হবে, এবং তারা **এক** হবে।" "এক" শবদটির জন্য যে হিব্রু শবদ ব্যবহার হয়েছে তা হল ইখাদ, যা এককত্ব এবং একতার বিষয়ে বলে। আল্লাহ্‌ প্রথম পরিবার গঠন করলেন যেন তারা একে অন্যকে উপভোগ করতে ও সেবা করতে পারে এবং চিরকাল একটি নিখুঁত ঐক্যতার মধ্য দিয়ে মাবুদকে উপভোগ ও তাঁর সেবা করতে পারে। তিনি চেয়েছিলেন যেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাদের সৃষ্টিকর্তাকে তাদের জীবনের কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করে—ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে।

দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের বর্তমান বিশ্বে বেশিরভাগ লোক বিবাহ সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র যে সত্যিকারের নকশা এবং একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের মধ্যকার সম্পর্ক যে বছরের পর বছর ধরে কত

মধুর হতে পারে সেই বিষয়টি অগ্রাহ্য করেছে। ফলে, তারা মহব্বত, বিশ্বস্ততা, নিঃস্বার্থ এবং আনন্দপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয় যা মাবুদ আল্লাহ্ শুরু থেকেই একজন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য ঠিক করে রেখেছেন।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে বিবাহ সম্পর্কিত সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব তাঁর অসীম ও অপরিমেয় মহব্বতের হৃদয় প্রকাশ করে থাকে। বিবাহ বন্ধনের বিষয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন লোকেরা তাঁর সাথে বর্তমান ও অনন্তকালের জন্য একটি ঘনিষ্ট, অধিক চমৎকার, বৃদ্ধিশীল, রূহানিক সম্পর্ক তৈরী করার দৃষ্টান্ত বুঝতে পারে।

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে বিবাহের কর্তা কিভাবে বিবাহকে সংজ্ঞায়িত করেছেন? "এই কারণে পুরুষ তার নিজের মা-বাবাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সাথে এক হবে, এবং তারা একদেহ হবে।" এবং কিতাবে আরও বলা হয়েছে যেঃ "সেই পুরুষ ও তার স্ত্রী তারা উভয়ই উলঙ্গ থাকতেন এবং তাদের কোন **লজ্জাবোধ ছিল না**।"

বিবাহ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা হচ্ছে তারা একই উদ্দেশ্যে এবং একদেহে যুক্ত হবেন, তাদের কোন লজ্জা থাকবে না। যদি এটি উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয়, লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ছিল যেন তারা তাঁর সাথে একটি অনন্তকালীন লজ্জাহীন রূহানিক এককত্ব উপভোগ করতে পারে।

মানবজাতিকে সমস্ত কিছুর উপরে রাজত্ব দেয়া হয়

আল্লাহ্ পুরুষের কাছে সেই স্ত্রীলোককে দেয়ার পর, তিনি তাদের সাথে সরাসরি এবং ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন। এটি এমন মনে হচ্ছে যে আল্লাহ্ তাদের কাছে দৃশ্যমানভাবে প্রকাশিত হয়েছেন, যেহেতু কিতাব এই কথা বলে যে "মাবুদ বাগানের মধ্যে **চলাফেরা** করতে ছিলেন।" (পয়দায়েশ ৩:৮)

এখন কল্পনা করুন যে আল্লাহ্ মাবুদ সেই পুরুষ ও স্ত্রীকে একটি উচু পর্বতে পরিচালিত করছেন যেখান থেকে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার মহিমাপূর্ণ ও প্রথম সময়ের বা আদিম সৃষ্টি সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারবে…

> "আল্লাহ্ তাদের দোয়া করে বললেন, **'তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হও, আর নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে দুনিয়া ভরে তোলো এবং দুনিয়াকে নিজেদের শাসনের অধীনে আন।** এছাড়া তোমরা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী এবং মাটির উপরে ঘুরে বেড়ানো প্রত্যেকটি প্রাণীর উপরে রাজত্ব কর।' এরপর আল্লাহ্ বললেন, 'দেখ, দুনিয়ার উপরে প্রত্যেকটি শস্য

ও শাক-সবজী যার নিজের বীজ আছে এবং প্রত্যেকটি গাছ যার ফলের মধ্যে তার বীজ রয়েছে সেগুলো আমি তোমাদের দিলাম। এগুলোই তোমাদের খাবার হবে।’” (পয়দায়েশ ১:২৮-২৯)

আল্লাহ্ আদম ও হাওয়া[১২১] এবং তাদের বংশধরকে তাঁর সৃষ্টির উপরে রাজত্ব করতে দিলেন। তিনি তাদেরকে সুযোগ এবং দায়িত্ব দিলেন যেন তারা মানবজাতির মধ্যে “প্রথম দম্পত্তি” হতে পারেন। তিনি তাদেরকে সমস্ত সৃষ্টির উপরে রাজত্ব করতে দিলেন। এখানে রাজত্ব অর্থ হল কর্তৃত্ব করা এবং নিয়ন্ত্রন করা। আদম ও হাওয়া এবং তাদের বংশধরদেরকে এই দুনিয়া জ্ঞানের সাথে রাজত্ব করতে, যত্ন নিতে এবং উপভোগ করতে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে দেয়া হয়েছিল ব্যবহার করার জন্য অপব্যবহার করার জন্য নয়।

সৃষ্টিকর্তা এমনভাবে সৃষ্টিকে নকশা করেছেন যেন সেগুলো মানুষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। শুরুতে, মানুষ যা চাইত বা যা তার প্রয়োজন হত সেই বিষয়ে পৃথিবী তাদেরকে সহযোগীতা করত। আদম ও হাওয়াকে কখনোই এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হয় নি যে তাদের পরবর্তী খাবার কোথা থেকে আসবে। তাদেরকে যা করতে হতো তা হল তারা যেখানে খুশি যেতেন এবং যে কোন প্রজাতির গাছ থেকে ফল ছিড়তেন এবং খেতেন। শক্ত মাটি, আগাছা এবং কাটা, অসুস্থতা এবং মৃত্যু কোনটাই তখন ছিল না। সৃষ্টির সমস্ত জায়গা আদম ও হাওয়ার অধীনে ছিল। সৃষ্টির উপরে মানুষের রাজত্ব ছিল।

সৃষ্টি ততক্ষণ পর্যন্তই মানুষের অধীনে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সৃষ্টিকর্তার অধীনে থাকবে।

আল্লাহ্ এবং মানুষ একসাথে

শুরু থেকে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য হল মানুষ যেন তাঁর সাথে একটি মধুর সহভাগিতা এবং ঘনিষ্ট সম্পর্ক বজায় রাখে। এই জন্যই তিনি আদম ও হাওয়াকে মন ও হৃদয় (বুদ্দিধমত্তা ও আবেগ) দিয়েছেন যার দ্বারা তারা তাঁকে বুঝতে পারবে এবং মহব্বত করবে এবং তিনি তাদেরকে পছন্দ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন যেন তারা সিদ্বান্ত নিতে পারে যে তারা তাঁকে বিশ্বাস করবে কিনা এবং তাঁর বাধ্য হবে কিনা। পছন্দ করার বিষয়টি একেবারেই প্রয়োজনীয় ছিল কারণ জোর করে সত্যিকারের মহব্বত ও বিশ্বস্ততা পাওয়া যায় না। সার্বভৌম মাবুদ আদম ও হাওয়ার নিজেদের পছন্দের জন্য তাদের নিজেদেরকেই দায়ী রাখলেন।

বিষয়টি নিয়ে কোন ভুল চিন্তা করবেন না: যদিও যিনি সৃষ্টিকর্তা এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক তাঁর কোন ব্যক্তি বা কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই, তবুও তিনি গভীরভাবে চান সম্পর্ক করতে।

যেভাবে আমরা চাই যেন অন্যেরা আমাদের জানে এবং মহব্বত করে, ঠিক একই ভাবে আল্লাহ্ চান যেন মানুষ তাঁকে জানে এবং তাঁকে মহব্বত করে যাদেরকে তিনি নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যাদেরকে তিনি "তাঁর নিজের মত করে" সৃষ্টি করেছেন তাদের হৃদয়ের সাথে তাঁর হৃদয়ে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকার ইচ্ছাটা তাঁর অনন্তকালীন বৈশিষ্ট্যের একটি অংশ।

আমি শুনতে পাই লোকেরা বলে যে, "আমি আল্লাহ্‌র একজন দাস এবং এর চেয়ে বেশি কিছু নই!" নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্‌র দাস হিসাবে তাঁর সেবা করা একটি অত্যধিক সম্মানের বিষয় কিন্তু কিতাব একেবারে পরিষ্কার ভাবে বলে কখনোই আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ছিল না যে মানুষ "একজন **দাস** হিসাবে থাকবে বরং এটাই পরিকল্পনা যে সে **সন্তান** হিসাবে থাকবে।" (গালাতীয় ৪:৭) "দাস চিরদিন বাড়ীতে থাকে না কিন্তু **পুত্র** চিরকাল থাকে।" (ইউহোন্না ৮:৩৫) আল্লাহ্ মানুষের মত করেই তাঁর হৃদয়ের ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছেন যা আমাদেরকে বলে যে তিনি আমাদের সম্পর্কে কি পরিকল্পনা করেছেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে:

> এছাড়া "আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'আমি তোমাদের পিতা হব আর তোমরা আমার ছেলেমেয়ে হবে।'"
> (২ করিন্থীয় ৬:১৮)

তাছাড়া, আল্লাহ্ কেবল আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার সঙেগ সন্তানদের প্রতি পিতামাতার যে মহব্বত তার তুলনা করেন না। আমাদের স্রষ্টা এই চিত্রকে অন্য স্তরে নিয়ে যান, মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসার বন্ধন এবং গভীরতাকে কণের প্রতি একজন লোকের ভালবাসার সাথে তুলনা করেন।

> "আমি মাবুদ বলছি যে, সেই দিনে সে আমাকে 'আমার স্বামী' বলে ডাকবে, 'আমার মালিক' বলে আর ডাকবেনা, ... আমি তোমার সঙেগ বিয়ের সম্বন্ধ চিরকালের জন্য পাকা করব; সততা, ন্যায়বিচার, অটল মহব্বত ও দয়ায় আমি সেই সম্বন্ধ পাকা করব। আমি বিশ্বস্ততায় সেই সম্বন্ধ পাকা করব আর তখন তুমি মাবুদকে গভীরভাবে জানতে পারবে।'"
> (হোসিয়া ২:১৬, ১৯-২০)

এই দুনিয়ায় দুইজন ব্যক্তির মধ্যকার সবচেয়ে সন্তুষ্টিজনক সম্পর্কের কথা কল্পনা করুন এবং তারপর এই বিষয়ে চিন্তা করুন: আল্লাহ্ তাঁর সাথে যে সম্পর্ক উপভোগ করার জন্য আমাদের নিমন্ত্রন করেছেন তা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের সম্ভাব্য সম্পর্কের চেয়েও

অধিক চমৎকার এবং অসীম।

আপনার সৃষ্টিকর্তার সাথে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছাড়া আপনার জীবন হয়ে উঠবে অসম্পূর্ণ এবং অসন্তুষ্টিজনক। এই দুনিয়ার কোন সম্পত্তি, আনন্দ, প্রতিপত্তি, লোক, অথবা মুনাজাতই আপনার হৃদয়ে বা অন্তরের শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে না। একমাত্র আল্লাহ্ই পারেন আপনার হৃদয়ের শূন্য স্থানগুলো দখল করতে যা তিনি তাঁর নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

> “যাদের অন্তরে পিপাসা আছে তিনি তাদের পিপাসা মিটান, যাদের অন্তরে খিদে আছে ভাল ভাল বিষয় দিয়ে তিনি তাদের তৃপ্ত করেন।” (জবুর শরীফ ১০৭:৯)

এই বিষয়টি বাদ দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না সত্যিকারের আল্লাহ্ ধর্মীয় কোন উৎসব নিয়ে আনন্দ করেন না, কিন্তু যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তিনি তাদের সাথে একটি খাঁটি সম্পর্ক নিয়ে আনন্দ করেন।

বিভিন্ন ধাপে, আল্লাহ্ উপভোগ করেছেন এবং চিরকাল তিনি উপভোগ করবেন:

- নিজের মধ্যে: চিরকার ধরে অনন্তকালীন পিতা, অনন্তকালীন পুত্র এবং অনন্তকালীন পাক-রূহের মধ্যে মহব্বতের সহভাগিতা প্রবাহিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কিতাবে লেখা আছে যে পুত্র পিতাকে বলছেন, “পিতা… দুনিয়া সৃষ্টি হবার আগে থেকেই তুমি আমাকে মহব্বত করেছো।” (ইউহোন্না ১৭:২৪)
- ফেরেস্তাদের সাথে। তিনি ফেরেস্তাদের সৃষ্টি করেছেন যেন তারা তাঁকে জানে, মহব্বত করে, এবং চিরকাল তাঁর অপার মহিমার প্রশংসা করে। “আল্লাহ্‌র সব ফেরেস্তারা তাঁকে সেজদা করুক।” (ইবরানী ১:৬)
- মানুষের সাথে। আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন যেন ফেরেস্তাদের থেকেও আরও বেশি ঘনিষ্ট সম্পর্ক তাদের সাথে থাকে। রাজা দাউদ লিখেছেনঃ “আমি যখন তোমার হাতে গড়া আসমানের দিকে তাকাই আর সেখানে তোমার স্থাপিত চাঁদ আর তারাগুলো দেখি, তখন ভাবি, মানুষ এমন কি যে, তুমি তার দিকে মনোযোগ দাও? তুমি মানুষকে ফেরেস্তাদের থেকে একটু নীচু করেছ, রাজতাজ (রাজমুকুট) হিসাবে তুমি তাকে দান করেছে গৌরব ও সম্মান।” (জবুর শরীফ ৮:৩-৫) আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যেন তিনি তাঁর লোকদের সাথে থাকতে পারেন। যাহোক, মানুষকে প্রথমে পরীক্ষিত হতে হবে।

দিন ৭: সৃষ্টি সমাপ্ত হইলো

একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্টির বর্ণনা শেষ হয়।

“আল্লাহ্ তাঁর নিজের তৈরী সব কিছু দেখলেন। সেগুলো সত্যিই **খুব চমৎকার** হয়েছিল। এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকাল গেল, আর সেটা ছিল ষষ্ঠ দিন। এইভাবে আসমান ও জমিন এবং তাদের মধ্যেকার সব কিছু তৈরী করা **শেষ** হল। আল্লাহ্ তাঁর সব সৃষ্টির কাজ ছয় দিনে শেষ **করলেন;** তিনি সপ্তম দিনে সৃষ্টির কোন কাজ **করলেন** না।” (পয়দায়েশ ১:৩১; ২:১-২)

আল্লাহ্‌র সৃজনশীল সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা নিয়ে আনন্দ করার সময় ছিল তখন। মাবুদ সপ্তম দিনে এই জন্যই বিশ্রাম করেন নাই কারণ তিনি ক্লান্ত ছিলেন। স্ব-অস্থিত্বশীল ব্যক্তি যার নামের অর্থ “আমিই আছি” তার কখনোই ক্লান্তি নাই। আল্লাহ্ বিশ্রাম করেছেন কারণ তাঁর সমস্ত সৃজনশীল কাজ শেষ হয়ে গেছে।

মাবুদ আল্লাহ্ সন্তুষ্ট ছিলেন।

সবকিছু নিঁখুত ছিল।

কল্পনা করুন এই নিখুঁত দুনিয়ায় দুইজন নিখুঁত মানুষ দাড়িয়ে আছে যারা সুযোগ পেয়েছেন যেন তারা তাদের নিখুঁত সৃষ্টিকর্তার সাথে একটি ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক উপভোগ করতে পারেন। সৃষ্টির শুরুতে বিষয়টি এমনই ছিল।

এছাড়াও, বর্তমানে আমাদের ক্লান্ত দুনিয়া তার নিখুঁত অবস্থা থেকে অনেক দূরে। শয়তান ও অনৈতিকতা, দুঃখও যন্ত্রণা, দারিদ্রতা ও ক্ষুধায়, ঘৃণা এবং জুলুম, রোগ এবং মৃত্যু আমাদের চারিপাশে বিদ্যমান।

আল্লাহ্‌র এই নিখুঁত দুনিয়ায় কি ঘটলো?

এটি হচ্ছে পরবর্তী কাহিনীর অংশ।

১১

ইবলিসের প্রবেশ

> “হে আমার প্রাণ, মাবুদের শুকরিয়া কর; তাঁর কোন উপকারের কথা ভুলে যেয়ো না। হে মাবুদের শক্তিশালী **ফেরেস্তারা** যারা **তাঁর কথার** বাধ্য থেকে তাঁর হুকুম পালন কর… হে মাবুদের **খেদমতকারী শক্তিদলগুলো** যারা **তাঁর ইচ্ছা** পালন করছ… হে **মাবুদের রাজ্যের** সব স্থানে **তাঁর সৃষ্ট** সব কিছু তোমরা তাঁর প্রশংসা কর…!”
>
> --রাজা দাউদ (জবুর শরীফ ১০৩:২;২০-২২)

মানুষ সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ্ অসংখ্য পরিমানে রূহানিক সেবকদল সৃষ্টি করেছেন যাদেরকে ফেরেস্তা বলা হয়। আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিজের সন্তুষ্টি ও শুকরিয়ার জন্য। তারা ছিল “আল্লাহ্র বেহেশতী সেবাদানকারী,” যাদের কাজ ছিল আল্লাহ্কে জানা, তাঁর সেবা করা, তাঁকে উপভোগ করা এবং চিরকাল মাবুদের নাম উচচীকৃত করা। আল্লাহ্ ফেরেস্তাদেরকে পশুর মত হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেন নাই যারা মূলত সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত। মানুষের মত ফেরেস্তাদেরকেও আল্লাহ্ নৈতিক দায়িত্ববোধ দিয়েছেন যাতে তারা নিজেদের জন্য বাছাই করতে পারে যে তারা কি আল্লাহ্র কালামের বাধ্য থাকবে কি না, তাঁর ইচ্ছানুসারে কাজ করবে কি না, এবং তাঁর নামের শুকরিয়া করবে কিনা।

উজ্জ্বল ব্যক্তি/নক্ষত্র

সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিশেষ-সুবিধাপ্রাপ্ত রূহানিক সত্ত্বার বা ফেরেস্তার নাম হল লুসিফার, যার অর্থ হচেছ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।[১২২]

বুদ্ধিদীপ্ত এই ফেরেস্তাকে বর্ণনা করা হয়েছে "সম্পূর্ণ নিখুঁত, জ্ঞানে পূর্ণ এবং সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ।" (ইহিস্কেল ২৮:১২)

যদিও আল্লাহ সব তথ্য প্রকাশ করেননি, কিন্তু তবুও আমরা জানি যে সেই জাঁকজমকপূর্ণ ফেরেস্তার মধ্যে দিয়েই মন্দতা ও গুনাহ্ সর্বপ্রথম পৃথিবীতে প্রবেশ করে।

আল্লাহ্ লুসিফার সম্পর্কে বলেছেন,

> "তোমার সৃষ্টির দিন থেকে তোমার চালচলনে তুমি নির্দোষ ছিলে, কিন্তু শেষে **তোমার মধ্যে দুষ্টতা পাওয়া গেল**!… তোমার সৌন্দর্যের জন্য তোমার দিল অহংকারে ভরে উঠেছে… কারণ তুমি মনে মনে বলেছঃ '**আমি** বেহেশতে উঠবো, আল্লাহ্র তারাগুলোর উপরে **আমার** সিংহাসন উঠাবো; যেখানে দেবতারা জমায়েত হয় উত্তর দিকের সেই… সিংহাসন বসাব; **আমি** মেঘের মাথার উপরে উঠব, **আমি** আল্লাহ্ তালার সমান হব।'"
>
> (ইহিস্কেল ২৮:১৫,১৭; ইশাইয়া ১৪:১৩-১৪)

মাবুদের বাধ্য হওয়া ও তাঁর শুকরিয়া করার পরিবর্তে, লুসিফার পাঁচবার বলেছিল, "আমি হবো বা আমি হয়ে উঠবো!" সে "সর্বশকিতমান মহান আল্লাহ্তা'লার মত" হতে চেয়েছিল।

সে তার নিজের সৌন্দর্যে ও বুদ্ধিমত্তায় অন্ধ হয়ে ভুলেই গিয়েছিল যে কে তাকে এই সমস্ত কিছু দিয়েছিলেন যা এখন তার আছে, এবং এই ফেরেস্তা নিজের সাথেই প্রতারণা করেছিল এই চিন্তা করে যে সে আল্লাহ্তা'লার চেয়েও বেশি জ্ঞানী। তিনি চেয়েছিলেন যে, ফেরেশতারা সেই স্রষ্টার পরিবর্তে তাঁর প্রশংসা করুক যিনি একাই এবাদত ও প্রশংসার যোগ্য।

সেই সাথে লুসিফার বেহেশতের ফেরেস্তাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশকে প্ররোচিত করেছিল যেন তারা এই বিদ্রোহে তাকে সঙ্গ দেয়। [১২৩] এভাবে, সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র আল্লাহ্র আধিপত্যকে উচ্ছেদ করে বেহেশ্তের সিংহাসনে বসার পরিকল্পনা করেছিল।

আল্লাহ্র তৈরী বিশ্বসংসারে গুনাহের প্রবেশ ঘটলো।

গুনাহ্ কি?

গুনাহ্ সম্পর্কে কিতাব আমাদেরকে যা বলে

- "গুনাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্র **কালাম অমান্য** করা।" (১ম ইউহোন্না ৩:৪)
- "সব রকমের **অন্যায়ই** গুনাহ্।" (১ ইউহোন্না ৫:১৭)
- "তাহলে দেখা যায়, সৎকাজ… **না করে**… গুনাহ্ করে।" (ইয়াকুব ৪:১৭)

- গুনাহ্ “আমার মধ্যে সবরকম **লোভ জাগিয়েছে**।” (রোমীয় ৭:৮)
- গুনাহ্ হচ্ছে “আল্লাহ্‌র প্রশংসা পাবার **অযোগ্য হয়ে পড়া**।” (রোমীয় ৩:২৩)

“আল্লাহ্‌র মহিমা গৌরব” আল্লাহ্‌র পূর্ণ পবিত্রতা এবং নিছিদ্র পরিপূর্ণতাকে নির্দেশ করে। “অযোগ্য হয়ে পড়া” এর অর্থ হল নিখুঁত ধার্মিকতার লক্ষ্য প্রধান স্থান থেকে সরে পড়ার মত।

আল্লাহ্‌র পবিত্র প্রকৃতি ও ইচছার সঙেগ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে জীবন-যাপনে ব্যর্থ হওয়াই হচেছ গুনাহ্।

গুনাহ্ এর প্রকৃত রূপে হচেছ অনন্তকালীন সত্তার দ্বারা একটি পছন্দ, তা ফেরেস্তা বা মানুষ সে যেই হোক না কেন, যার দ্বারা সে আল্লাহ্‌কে গৌরব দেওয়া এবং তাকে অনুসরন করার পরিবর্তে সে নিজেকে গৌরবান্বিত করে এবং “তার নিজের পথে” ফেরে। (ইশাইয়া ৫৩:৬)

আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে স্বাধীনভাবে চিনতা বা কাজ করা হল **গুনাহ**। সেই পথটিই লুসিফার ও তার প্রতি সহানুভুতিশীল ফেরেস্তরা বেছে নিয়েছিল। সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভর করার চেয়ে তারা হৃদয়ে গর্বিত ছিল ও নিজেদের পথ বেছে নিয়েছিল।

> “যাদের অন্তর গর্বিত তাদের সবাইকে মাবুদ ঘৃণার চোখে দেখেন; তোমরা নিশ্চয়ই জেনো তারা শাস্তি পাবেই পাবে।”
> (মেসাল ১৬:৫)

ঘৃণাস্পদ এটি একটি কঠিন শবদ যার অর্থ হচেছ খারাপ বিষয়, একটি ঘৃণ্য কাজ, একটি দূষিত কাজ, বা প্রতিমা পূজা। আল্লাহ্ আত্মকেন্দ্রিকতা ঘৃণা করেন। অহংকার হল পাপ।

আপনার বাড়ির মধ্যে পচতে থাকা মৃত শুকর থাকলে যেমন আপনার বমির উদ্রেগ হবে, তার চেয়েও বেশী হবে আল্লাহ্‌র কাছে যদি তাঁর উপস্থিতিতে গুনাহকে বাস করতে দেওয়া হয়। একটি মাত্র গুনাহ্ও আল্লাহ্‌র কাছে অগ্রহণযোগ্য যেমন আমার চায়ের কাপে এক ফোঁটা বিষ অগ্রহণযোগ্য। আমরা কেন আমাদের ঘরে একটি গলিত দেহকে বা আমাদের চায়ের কাপে এক ফোঁটা বিষকে সহ্য করতে পারি না? কারণ তা আমাদের স্বভাবের বিপরীতে।

গুনাহ্ হচেছ আল্লাহ্‌র চরিত্রের বিরুদেধ যাওয়া।

> “হে আল্লাহ্, আমার মাবুদ, আমার আল্লাহ্ পাক, তুমি কি চিরস্থায়ী নও? ...তুমি এত খাঁটি যে, তুমি খারাপীর দিকে তাকাতে পার না এবং অন্যায় সহ্য করতে পার না।”
> (হাবাককুক ১:১২-১৩)

ইবলিস, মন্দ আত্মা এবং দোজখ

লুসিফার অন্যায়ভাবে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব এবং গৌরব চুরি করতে চেয়েছিল বিধায়, আল্লাহ্ তাকে তার বাহিনীসহ, যারা তার পক্ষ নিয়েছিল, তাদেরকে বেহেশ্‌ত থেকে বের করে দিলেন। লুসিফারের নাম পরিবর্তিত হয়ে **শয়তান** হয়ে গেল যার অর্থ হল শত্রু বা প্রতিপক্ষ। তাকে গুনাহের অধিপতি নামেও ডাকা হয় যার অর্থ হল অভিযোগকারী। পতিত ফেরেস্তারা এখন মন্দ আত্মা বা **অপশকিত** নামে পরিচিত যার অর্থ হল যারা জানে।

শয়তান ও তার আত্মাগুলো জানে যে, মাবুদ আল্লাহ্ কে এবং তাঁর সামনে তারা কাঁপতে থাকে; তথাপিও তারা সেই সমস্ত কিছু করার চেষ্টা করছে যেন তাঁকে পরাজিত করতে পারে।

কিন্তু তারা কখনোই জয়ী হবে না।

কিতাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী বলা হয়েছে যে, একটি পূর্ব নির্ধারিত দিনে, ইবলিশ এবং তার সমস্ত মন্দ আত্মাদেরকে সেই স্থানে ফেলে দেয়া হবে যেখানে "ইবলিশ ও তার ফেরেস্তাদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে।" (মথি ২৫:৪১) এই "অনন্তকালীন আগুন" একটি সত্যিকারের স্থান যেখানে আল্লাহ্ সেই সমস্ত কিছু চিরকালের জন্য ফেলে দেবেন যা তাঁর পবিত্র বা পাক চরিত্রের সাথে সম্মত হয় না।

শয়তান ও তার সঙেগ যারা যোগ দিয়েছিল তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য যে স্থানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে গ্রীক নতুন নিয়মে তাকে একটি শবদ ব্যবহার করে প্রকাশ করা হয়েছে যা হল গেহেন্না যার অনুবাদিত অর্থ হল দোজখ।[১২৪] আক্ষরিক অর্থে এর মানে হল একটি জলন্ত ময়লার স্তুপ।

সেনেগালের যেখানে আমি আমার স্ত্রীসহ সন্তানদের নিয়ে থাকতাম তার একটু পাশেই একটি ময়লার স্থান ছিল যেখানে লোকেরা তাদের অব্যবহৃত ময়লাগুলো ফেলে যেত। সেই ময়লার স্তুপটি প্রায়ই ধুমায়িত থাকতো কারণ যারা সেই ময়লার স্তুপের আশেপাশে থাকতো তারা প্রায়ই সেই নোংরা দুর্গন্ধযুকত স্তুপে আগুণ ধরিয়ে দিত। যা কিছু অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হত তা এই আগুনে ফেলে দেয়া হত।

দোজখ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সেই "ময়লার স্তুপ" যেখানে গুনাহের দরুন যারা মারা গেছেন তাদেরকে ফেলে দেয়া হবে। একদিন, ইবলিস, তার ফেরেস্তারা, এবং দোজখের বাসিন্দাদের সেই চূড়ান্ত বিচারের স্থানে ফেলে দেয়া হবে যাকে বলা হয় আগুনের হ্রদ এবং গন্ধক।[১২৫]

গুনাহ্ আল্লাহ্‌র মহাবিশ্বকে চিরকাল দূষিত করবে না।

ইবলিসের উদ্দেশ্য

ইবলিস এবং তার দল এখনও সেই আগুনের হ্রদে ফেলা হয় নাই। তার পরিবর্তে, তারা আমাদের এই পৃথিবীতে এখন কাজ করছে। কিতাব ইবলিসকে এভাবে চিহ্নিত করে "যে রূহ্ আসমানের ক্ষমতাশালীদের রাজা সেই দুষ্ট রূহ্ আল্লাহ্‌র অবাধ্য লোকদের মধ্যে কাজ করছে, আর তোমরা সেই রূহের পিছনে পিছনে চলতে।" (ইফিষীয় ২:২)

এটি বুঝতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে যদিও ইবলিস শক্তিশালী, কিন্তু সে সর্বশক্তিমান নয়। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সে বেহেশ্‌ত থেকে পতিত হয়েছে। মাবুদের সাথে ইবলিসের কোন মিল নেই। ইবলিসকে বলা হয় "এই যুগের দেবতা"। তার লক্ষ্য হচ্ছে লোকদের প্রতিরোধ করা যেন লোকেরা একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌কে জানতে না পারে এবং কি উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটি যেন মানুষ বুঝতে না পারে।

> "আমাদের সুসংবাদ যদি ঢাকা থাকে তবে যারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাদের কাছেই ঢাকা থাকে। অ-ঈমানদার **লোকদের মন এই যুগের দেবতা অন্ধ করে দিয়েছে** যেন তারা সুসংবাদের নূর দেখতে না পায়। … আল্লাহ্‌র হুবহু প্রকাশ।"
> (২য় করিন্থীয় ৪:৩-৪)

ইবলিসের উদ্দেশ্য কি? সে অন্ধ হৃদয়ের লোকদেরকে খোঁজে এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র বার্তা শোনা ও তাতে ঈমান আনা থেকে দূরে রাখে। আল্লাহ্‌র সাথে ইবলিসের যুদ্ধ চলছে। এটা এমন একটি যুদ্ধ যেখানে ইবলিস কখনোই জয়ী হতে পারবে না, কিন্তু সে যা কিছু করা সম্ভব তাই করার চেষ্টা করছে যেন সে তার সাথে যত লোকদেরকে নেয়া সম্ভব নিয়ে যেতে পারে এবং সে প্রত্যাশা করছে যে আপনিও তার সাথে থাকবেন।

আদম ও হাওয়া আল্লাহ্‌র গৌরব এবং সন্তুষ্টির জন্য সৃষ্টি হয়েছিল এটা জানতে পেরে ইবলিস আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যেকার বন্ধুত্বকে নষ্ট করেছিল। অবশ্যই, মাবুদ আল্লাহ্, যিনি "হৃদয়ের গোপন বিষয় জানেন" (জবুর শরীফ ৪৪:২১), তিনি জানতেন যে, ইবলিস কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কি হতে যাচ্ছে।

আল্লাহ্‌র নিজের একটি পরিকল্পনা ছিল।

একটি নিয়ম

মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে মহব্বত করবে কিনা, তাঁর শুকরিয়া করবে কিনা এবং তাঁর বাধ্য হবে কিনা তার সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা আল্লাহ্

মানুষকে দিয়ে ছিলেন। সত্যিকারের মহব্বত কখনোই জোর করে না বা আগে থেকে পরিকল্পনা করে হয় না। মহব্বতের সাথে মানুষের মন, হৃদয় এবং ইচছা জড়িত থাকে। এটি যেমন সত্যি যে আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বসংসারের সার্বভৌম রাজা, ঠিক তেমনি এটাও সত্যি যে তিনি মানুষকে দায়বদধ করেছেন তার সিদধান্তের জন্য যা তার অনন্তকালীন বিষয়কে নির্ধারণ করবে।

এমনকি আল্লাহ্ স্ত্রীলোককে সৃষ্টি করার পূর্বে, তিনি পুরুষকে একটি আদেশ দিয়েছিলেন। যেহেতু আদম মানব সমাজের প্রধান হবে তাই আল্লাহ্ তার সামনে একটি পরীক্ষা দিলেন।

> “পরে মাবুদ আল্লাহ্ তাকে হুকুম দিয়ে বললেন, ‘তুমি তোমার খুশিমত এই বাগানের যে কোন গাছের ফল খেতে পার; কিন্তু নেকী-বদী-জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবে না, কারণ যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।’” (পয়দায়েশ ২:১৬-১৭)

আল্লাহ্র সাধারণ নির্দেশের দিকে লক্ষ্য করুন। আদম বাগানের যে কোন গাছের সুস্বাদু ফল অনায়াসে নিতে পারবে এবং খেতে পারবে শুধুমাত্র একটি গাছ বাদে। আদম যদি অবাধ্য হয় তাহলে কি ঘটবে সেই বিষয়ে আল্লাহ্ তাকে বলেছিলেন। “যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন **নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে**।”

এই কথার অমান্য করা মানে সীমালঙঘন করা যা গুনাহের আরেকটি পরিভাষা বা শবদ। লুসিফারের ক্ষেত্রে, আল্লাহ্ মাবুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলাফল হবে ভয়ানক পরিণতি।

যদিও প্রথম মানুষ নিখুঁত ছিলেন, কিন্তু সে পরিপূর্ণরূপে পরিপক্ক ছিল না। এই একটি মাত্র নিয়মের মধ্যে দিয়ে মানুষকে সুযোগ দেয়া হয়েছিল যেন সে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে পারে। আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যেন আদম হৃদয়ের কৃতজ্ঞতায় ও মহব্বতের দ্বারা তাঁর বাধ্য হওয়ার জন্য সম্মত হয়। আল্লাহ্ তার প্রতি যা করেছেন তার জন্য এটাই হবে সবচেয়ে সহজ বিষয়।

বিষয়টি চিন্তা করুন! আল্লাহ্ আদমকে একটি শরীর, মন ও রূহ্ দিয়েছেন। তাকে সৃষ্টিকর্তার পাক ও মহব্বতের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করার একটি সুযোগ দিয়ে রহমত দান করা হয়েছে। তিনি তাকে একটি সৌন্দর্যে পূর্ণ বাগানে রাখলেন এবং তার জীবনকে সন্তুষ্ট করতেও পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করতে যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছু দিয়ে তিনি পূর্ণ করলেন। সেই সাথে আল্লাহ্ তাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং পছন্দ করার সামর্থ্য দিয়েছেন। তিনি আদমকে একজন সুন্দর স্ত্রী দিলেন এবং

তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা সমস্ত সৃষ্টির প্রতি যত্নবান হয় এবং তাদের খেয়াল রাখে। সর্বপরি, মাবুদ নিজে সেই বাগানে আসতেন যেন তিনি আদম ও হাওয়ার সাথে কথা বলতে পারেন ও তাদের হাঁটা চলা করতে পারেন। আল্লাহ্ তাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন যেন তারা তাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে পারে। এটি একটি নিখুঁত দুনিয়া ছিল।

তারপর একদিন সাপ দেখা দিল।

"আল্লাহ্ কি সত্যিই বলেছেন?"

পয়দায়েশ কিতাবের তৃতীয় অধ্যায়ে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করা আছে।

একদিন যখন আদম ও হাওয়া সেই নিষিদ্ধ গাছের কাছে ছিলেন তখন ইবলিস সাপের বেশে তাদের কাছে প্রকাশিত হল। আমরা জানি এটি ইবলিস ছিল কারণ কিতাব তাকে এভাবে বর্ণনা করে "সেই পুরানো সাপ যাকে ইবলিস বা শয়তান বলা হয়। সে দুনিয়ার সমস্ত লোককে ভুল পথে নিয়ে যায়।" (প্রকাশিত কালাম ১২:৯)

যেভাবে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র একটি পরিকল্পনা আছে, সেইভাবে শয়তানেরও আছে।

> "মাবুদ আল্লাহ্‌র তৈরী ভূমির জীবজন্তুদের মধ্যে সাপ ছিল সবচেয়ে চালাক। এই সাপ একদিন সেই স্ত্রীলোকটিকে বলল, '**আল্লাহ্ কি সত্যিই তোমাদের বলেছেন** যে, বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না?'" (পয়দায়েশ ৩:১)

ইবলিস পুরুষের পরিবর্তে স্ত্রীলোকের সাথে কথা বলতে পছন্দ করেছিল। আপনি কি শুনতে পেয়েছেন শয়তান হাওয়াকে প্রথমে কি বলেছিল?

> "আল্লাহ্ কি সত্যিই **বলেছেন** ... ?"

ইবলিস চায় নি যেন হাওয়া **আল্লাহ্‌র কালামকে** বিশ্বাস করে। সে চেয়েছিল যেন হাওয়া আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। সে চেয়েছিল যেন হাওয়া তার সৃষ্টিকর্তাকে চ্যালেঞ্জ করে যেভাবে লুসিফার করেছিল। আজকের দিনেও শয়তান সত্যের বিপক্ষে যুদ্ধ করছে কারণ এটি তাকে অসম্মান করে এবং তাকে নিরস্ত্র করে দেয়। যেভাবে আলো অন্ধকারকে সরিয়ে দেয়, ঠিক একইভাবে আল্লাহ্‌র কালামও ইবলিসের প্রতারণাকে সরিয়ে দেয়।

ইবলিস হাওয়ার মধ্যে **আল্লাহ্‌র মঙ্গলময়তার** সম্পর্কে সন্দেহ এনে আল্লাহ্‌র চরিত্রের উপর আঘাত এনেছিল।

> "আল্লাহ্‌ কি সত্যিই বলেছেন, 'বাগানের **সব** গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না'?"

ইবলিস আল্লাহ্‌র কালামকে এমনভাবে বিকৃত করেছিল যেন তাদের সৃষ্টিকর্তা যিনি উদারতার সাথে তাদেরকে জীবন দিয়েছেন ও মুক্তভাবে সমস্ত গাছ থেকে খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু একটি গাছ থেকে নয়, যাতে তিনি তাদেরকে সর্বোত্তম জ্ঞান থেকে দূরে রাখতে পারেন।

"তুমি নিশ্চয়ই মারা যাবে না!"

> "জবাবে স্ত্রীলোকটি বললেন, 'বাগানের গাছের ফল আমরা খেতে পারি। তবে বাগানের মাঝখানে যে গাছটি রয়েছে তার ফল সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ বলেছেন, 'তোমরা তার ফল খাবেও না, ছোঁবেও না। তা করলে তোমাদের মৃত্যু হবে।'
>
> "তখন সাপ স্ত্রীলোকটিকে বলল, '**কখনও না, কিছুতেই তোমরা মরবে না**। আল্লাহ্‌ জানেন, যেদিন তোমরা সেই গাছের ফল খাবে সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যাবে। তাতে নেকী-বদীর-জ্ঞান পেয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র মতই হয়ে উঠবে।'" (পয়াদায়েশ ৩:২-৫)

ইবলিস যে শুধুমাত্র হাওয়াকে আল্লাহ্‌র কালাম ও মঙ্গলময়তা সম্পর্কে সন্দেহ করাতে চেয়েছিল তা নয়, সেই সাথে ইবলিস চেয়েছিল যেন হাওয়া **আল্লাহ্‌র ধার্মিকতা** সম্পর্কে এমনভাবে সন্দেহ করে যেন আল্লাহ্‌ নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ গ্রহণ করলে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুদন্ড আরোপ করবেন না।

আল্লাহ্‌ এই বিষয়টিকে পরিষ্কার করেছিলেন:

> "যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার **মৃত্যু** হবে!" (পয়দায়েশ ২:১৭)

ইবলিস এটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, বলেছিল, "তুমি কখনও মরবে **না**!"

ইবলিসের মৌলিক যে পদ্ধতি তা কিন্তু পরিবর্তন হয় নাই। সে প্রতিনিয়ত আল্লাহ্‌র বার্তাকে অস্বীকার ও বিকৃত করে চলেছে। সে

চায় যেন আমরা আল্লাহ্‌র কালাম, তাঁর মঙ্গলময়তা এবং ধার্মিকতাকে সন্দেহ করি।

ইবলিস চায় যেন আমরা চিন্তা করি যে আমাদের সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি যা বলেন আসলে তিনি তা নন।

অতি ধার্মিক ইবলিস

ইবলিস একটু বেশিই ধর্ম অনুরাগী। এই কারণেই বর্তমানে দুনিয়াতে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি ধর্ম রয়েছে। লক্ষ্য করুন কিভাবে শয়তান আল্লাহ্‌র কালামের সাথে অভিনয় করে বলেছিল হাওয়া, "**আল্লাহ্ জানেন** যে যেদিন তোমরা ঐ ফল খাবে তোমাদের চোখ খুলে যাবে।"

ইবলিস সর্বশক্তিমানকে নকল করতে পছন্দ করে। আল্লাহ্‌র সত্যকে নিয়ে তার নিজের মিথ্যার সাথে মিশাতে সে খুবই পারদর্শী। ইবলিস হল সবচেয়ে বড় নকলবাজ, চোর/চৌর্যবৃত্তিবিদ এবং জালিয়াত। এমনকি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় উদভট বিশ্বাস ব্যবস্থাগুলোতেও সত্যের ইঙ্গিত রয়েছে। এটাই তাদেরকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। পুনরায়, আরবীয় প্রবাদে খুব ভাল করে বলা হয়েছেঃ "সাবধানঃ কিছু মিথ্যাবাদী সত্য কথাও বলে!"

একটি নকল ধর্ম শুরু করার প্রথম পদক্ষেপেই ইবলিস হাওয়াকে বলেছিল, "ভাল ও মন্দের জ্ঞান পেয়ে তুমি আল্লাহ্‌র সমান হয়ে যাবে।" যখন ইবলিস হাওয়াকে বললেন, "তুমি আল্লাহ্‌র সমান হবে," সে মিথ্যা বলেছিল, কারণ যে গুনাহ্ করে সে আল্লাহ্‌র মত হতে পারেনা, বরং ইবলিসের মত হয়, যে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বকে অন্যায়ভাবে অধিকার করতে চায়। যাই হোক, যখন ইবলিস বলল, "তুমি ভাল মন্দের জ্ঞান পাবে," সে সত্য কথা বলেছিল, কিন্তু সে সেই তিক্ততা, দুঃখ-কষ্ট, এবং মৃত্যুর কথা বলে নি যা এই জ্ঞানের সাথে যুক্ত ছিল।

লক্ষ্য করুন যে শয়তান মাবুদের কথা বলার সময় শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জাতিবাচক নামটি (আল্লাহ্) ব্যবহার করেছিল। যতক্ষণ আপনি এই ধারণায় থাকেন যে আল্লাহ্ দূরবর্তী এবং তাঁকে জানা যায় না, ততক্ষণ পর্যন্ত ইবলিসও আপনার এক আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস দেখে খুশি থাকে।

> "তুমি বিশ্বাস কর যে আল্লাহ্ এক, তাই না? খুব ভালো! কিন্তু ভূতেরাও তো তা বিশ্বাস করে — এবং ভয়ে কাঁপে!"
>
> (ইয়াকুব ২:১৯)

ইবলিস এবং তার ফেরেস্তারা সবাই এক আল্লাহ্ বিশ্বাস করে যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সামনে ভয়ে কাঁপে। কয়েকটি অধ্যায় পরে এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা হবে। ইবলিস ও তার সাথে পতিত

ফেরেস্তারা জানে যে একজনই মাত্র সত্য আল্লাহ্ আছেন, কিন্তু ওহ, তারা তাঁকে কতই না ঘৃণা করে!

তারা চায় না যেন আপনি রূহে ও সত্যে আপনার সৃষ্টিকর্তা মালিককে জানেন, মহব্বত করেন, বাধ্য থাকেন, এবং তাঁর এবাদত করেন।

সিদধান্ত বা পছন্দ

আদম ও হাওয়ার সামনে সিদধান্ত নেয়ার সেই সময় এসে গেছে যে, তারা মহব্বতের আল্লাহ্‌র কালাম বেছে নিবে নাকি শয়তানের কালাম বেছে নিবে।

বিজয়ের যে সূত্র তা কিন্তু স্পষ্ট ছিল: সৃষ্টিকর্তার জ্ঞানে নির্ভর কর। কত সহজ! আদম ও হাওয়ার যা করার দরকার ছিল তা হল আল্লাহ্‌র অনুপ্রাণিত, অকৃত্রিম কালাম ঘোষণা করে বলা, “আল্লাহ্ মাবুদ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেনঃ ‘নেকী-বদী জ্ঞানের গাছের ফল তোমরা খাবে না।’ আমরা এটি খাব না! এটাই চূড়ান্ত।”

আদম ও হাওয়ার উচিত ছিল প্রলোভন থেকে পালিয়ে যাওয়া জন্য আল্লাহ্‌র অপরিবর্তনীয় কালামের উপরে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো। কিন্তু তারা তা করে নাই।

> “স্ত্রীলোকটি যখন বুঝলেন যে, গাছটার ফলগুলো খেতে ভাল হবে এবং সেগুলো দেখতেও সুন্দর আর তা ছাড়া জ্ঞান লাভের জন্য কামনা করবার মতও বটে, তখন তিনি কয়েকটা ফল পেড়ে নিয়ে গেলেন। সেই ফল তিনি তার স্বামীকেও দিলেন এবং তার স্বামীও তা খেলেন।” (পয়দায়েশ ৩:৬)

হাওয়া সেই ফল খেলেন। আদমও খেলেন।

তাদের পাক ও মহব্বতের সৃষ্টিকর্তার কালামের কাছে সমর্পিত হওয়ার পরিবর্তে তারা আল্লাহ্‌র শত্রুর কাছে নিজেদের সর্মপণ করলো। তারা নিষিদধ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছিল।

যখন আদম সেই নিষিদধ ফল খেলেন, ফলাফল তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হলো।

> “এতে **তখনই** তাদের দু’জনের চোখ খুলে গেল। তারা বুঝতে পারলেন যে, তারা উলঙগ অবস্থায় আছেন। তখন তারা কতগুলো ডুমুরের পাতা এক সঙেগ জুড়ে নিয়ে ঘাগরা তৈরী করে নিলেন। যখন সন্ধ্যার বাতাস শুরু হল তখন তারা আল্লাহ্ মাবুদের গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বাগানের মধ্যে বেড়াচিছলেন। তখন আদম ও তার স্ত্রী

বাগানের গাছপালার মধ্যে নিজেদেরকে লুকালেন যাতে মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে তাদের পড়তে না হয়।” (পয়দায়েশ ৩:৭-৮)

পরিবর্তনটা লক্ষ্য করুন। যখন প্রভু তাদেরকে দেখতে এলেন তখন তাঁর সাথে আনন্দ করার পরিবর্তে তারা এখন ভয় ও লজ্‌জা দিয়ে পূর্ণ।

কি এমন ঘটেছিল যার জন্য এই ঘনিষ্ট সম্পর্কের ব্যক্তিরা মহব্বতের মাবুদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল? কি তাদের বুঝতে সাহায্য করেছে যে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে লুকিয়ে বাঁচতে পারে? কেন আমাদের প্রথম পিতা-মাতা মনে করেছিলেন যে তাদের শরীর পাতা দিয়ে ঢেকে ফেলা উচিত?

তারা গুনাহ্‌ করেছিল।

১২

গুনাহ্‌ ও মৃত্যুর শরীয়ত

“যারা গুনাহে পড়ে থাকে তারা **গুনাহের গোলাম**।”
—নাসারতীয় ঈসা (ইউহোন্না ৮:৩৪)

আদম ও হাওয়া তাদের সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হয়েছিল। ইবলিসের মত, তারাও আল্লাহ্‌র সাথে তাদের যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে এবং গুনাহের গোলাম হয়ে পড়েছে। শিশুদের মতই, যারা তাদের পিতামাতার আদেশের অবাধ্য হয়, আদম ও হাওয়া সেই একমাত্র মাবুদের সাথে থাকতে চায়নি যিনি তাদেরকে মহব্বত করতেন ও যত্ন নিতেন। আনন্দ ও বিশ্বাসের যে অনুভুতি তার পরিবর্তে ভয়, অপবিত্রতা এবং লজ্জার অনুভুতি প্রকাশ পেয়েছিল।

> “যখন সন্ধ্যার বাতাস বইতে শুরু করল তখন তারা মাবুদ আল্লাহ্‌র গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বাগানের মধ্যে বেড়াচ্ছিলেন। তখন আদম ও তার স্ত্রী বাগানের গাছপালার মধ্যে নিজেদের লুকালেন যাতে মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে তাদের পড়তে না হয়।” (পয়দায়েশ ৩:৮)

আদম ও হাওয়া এখন গুনাহ্‌ দ্বারা কলুষিত যার কারণে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা মালিকের কাছ থেকে পালাতে চেয়েছিল। তাদের কাজের এই নতুন ফলাফল তাদেরকে ভাল মন্দ বোঝার জ্ঞান প্রদান করেছিল, যার দরুন তারা এই শিক্ষা পেয়েছিল যে শুধুমাত্র পাক-পবিত্র মানুষই আল্লাহ্‌ পাকের উপস্থিতিতে বাস করতে পারে। আদম ও হাওয়া আর আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়ানোর মত পাক-পবিত্র নেই এবং তারা সেটা জানতেন। মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যকার যে ঘনিষ্ট সম্পর্কের বন্ধন তা ভেঙে গেল।

সম্পর্কটি মরে গিয়েছিল।

একটি ভঙ্গুর শাখা

একদিন, যখন আমি কয়েকজন লোকের সাথে মসজিদের পাশে একটি গাছের নিচে দাড়িয়ে কথা বলছিলাম, সেই কথোপকথন গুনাহ্ এবং মৃত্যুর বিষয়ে রূপ নিল।

আমি একটি গাছের ডাল ভাঙলাম এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই ডালটি কি মৃত নাকি জীবিত?"

তাদের মধ্যে একজন বললেন, "এটি মরে যাচেছ।"

অন্যজন বললেন, "এটি মরে গেছে।"

আমি তাকে তিরস্কার করে বললাম, "আপনি কিভাবে বলতে পারেন যে এটি মরে গেছে? দেখুন এটি এখনও কত সবুজ!"

তিনি উত্তর দিলেন, "এটি দেখতে জীবিত কিন্তু এটি মৃত কারণ এটি তার জীবনের যে উৎস তা থেকে বিচিছন্ন।"

"ঠিক বলেছেন", আমি উত্তরে বললাম। "আপনি কিতাব অনুসারে মৃত্যুর একেবারে সঠিক সংজ্ঞাটাই দিয়েছেন। মৃত্যু মানে ধ্বংস হয়ে যাওয়া নয়, কিন্তু জীবনের উৎস থেকে বিচিছন্ন হয়ে পড়া। এই কারণে, যখন আমাদের কোন ভালবাসার বা প্রিয়জন মারা যায়, এমনকি কবর দেয়ার পূর্বেও আমরা বলি, "সে চলে গেছে।" আমরা এই রকম বলি কারণ আমরা জানি যে ঐ লোকের রূহ্ তার শরীর ছেড়ে চলে গেছে। মৃত্যু মানে হল পৃথক হয়ে পড়া।

পরবর্তীতে, আমি সেই লোকদেরকে আদমকে দেয়া আল্লাহ্‌র যে আদেশ তা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তারপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আল্লাহ্ কি বলেছিলেন যে আদমের প্রতি কি ঘটবে যদি সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে গুনাহ্ করে? তিনি কি আদমকে বলেছিলেন যে, যদি সে সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খায়, তাহলে তাকে অবশ্যই ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে হবে, মুনাজাত করতে হবে, রোজা রাখতে হবে, ভিক্ষা দিতে হবে, এবং কোন মসজিদে বা মন্ডলীতে অংশগ্রহণ করতে হবে?"

"না", তারা উত্তরে বললেন, "আল্লাহ্ বলেছিলেন যে আদম মারা যাবে।"

"ঠিক। আল্লাহ্ পরিষ্কার করে বলেছেন: গুনাহের শাস্তি হবে মৃত্যু। কিন্তু, আমাকে বলুন, আদম ও হাওয়া আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়ার পর এবং সেই নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পর, তারা কি ঐ দিনই মৃত্যুর মুখে পড়ে গিয়েছিল?"

“না!” তারা উত্তরে বললেন।

“ভাল, তাহলে, যখন আল্লাহ্‌ আদমকে এই কথা বলেছিলেন যে ‘যেদিন তুমি ঐ গাছের ফল খাবে সেদিন তোমর মৃত্যু হবে!’ তখন এর দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছিলেন?”

সেখান থেকে আমি মৃত্যুর সংজ্ঞা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলাম: মানুষের তার সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য একটি ত্রি-মাত্রিক পৃথকীকরণ তৈরী হলো।

গুনাহ্‌ দ্বারা সৃষ্ট তিন ধরনের পৃথকীকরণ

১. রূহানিক মৃত্যুঃ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে মানুষের রূহ্‌ ও প্রাণ আলাদা হয়ে পড়া।

প্রথম যেদিন আদম ও হাওয়া আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছিল তারা রূহানিকভাবে মারা গিয়েছিল। একটি ভাঙগা গাছের ডালের মত, আল্লাহ্‌র সাথে আদম ও হাওয়ার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার মৃত্যু হয়েছিল। এবং এর ফলাফল খারাপ হয়েছিল। আদম ও হাওয়ার সমস্ত বংশধরেরাই সেই একই রূহানিকভাবে মৃত “ডালের” অংশ হয়ে পড়লো।

“আদমের সাথে যুকত আছে বলে সকলেই মারা যায় ...”
(১ম করিন্থীয় ১৫:২২)

কিতাবের স্পষ্ট শিক্ষা স্বত্ত্বেও, অনেক লোক যারা বিশ্বাস করে যে আদম বংশের মধ্য দিয়ে মানবজাতি এসেছে, তারা জোড় দিয়ে বলে যে, নবজাতক শিশুরা নিখুঁত, গুনাহ্‌ বিহীন চরিত্র নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

পূর্বের সেই শাখা ডালটির কথা পুনরায় বিবেচনা করুন।

গাছ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার ফলে কোন অংশটি মারা গিয়েছিল? সম্পূর্ণ ডাল এবং তার সঙেগ যুকত সব ছোট ছোট ডালও মারা গিয়েছিল। যদি সেই ছোট টুকরা ডাল ও পাতাগুলো কথা বলতে পারতো, সম্ভবত তারা এইরকম বলত, “এখন এক মিনিট দাড়ান! ডালটি প্রধান গাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে এতে তো আমাদের কোন দোষ নেই! অন্যরা কি করলো তার দ্বারা আমরা তো আক্রান্ত হবো না!”

কিন্তু তারাও আক্রান্ত হয়েছিল।

একইরকমভাবে, আল্লাহ্‌র কালাম ঘোষণা করে যে সমস্ত মানব জাতিই "আদমের মধ্যে দিয়ে" এসেছে। আমরা প্রত্যেকেই সেই একই পতিত "ডালের" অংশ এবং আমরাও একই ফলাফল ভোগ করছি। আমরা এটি পছন্দ করি বা না করি, যখন আদম গুনাহ্ করেছিল তখন তিনি নিজেকে এবং তার মধ্যে দিয়ে আসা সমস্ত মানবজাতিকেই কলুষিত করেছিল।

সেনেগালের যে গ্রামে বসে আমি বই লিখি সেই গ্রাম যেখান থেকে পানি পায় তা বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে। আমাদের গ্রামে একটি কুয়া আছে কিন্তু কেউই তার পানি পান করে না। কিন্তু কেন? কারণ কুয়ার পানি নোংরা। এর পানি স্যালাইনের মত। এই কুয়া থেকে যতটুকু পানি উঠানো হয় তার প্রত্যেক অংশেই লবণ মিশ্রিত থাকে। এক ফোটা পানিও বিশুদ্ধ নয়, না, এক ফোটাও নয়।

এইরকমভাবে, প্রত্যেক ব্যক্তিই যারা আদমের বংশজাত তারা গুনাহের দ্বারা কলুষিত। এই কারণেই ছোট শিশুরাও স্বভাবতভাবেই গুনাহ্ করে। গুনাহ্ তাদের চরিত্রেরই একটি অংশ। ভাল স্বভাবের এবং দয়ালু হতে একটি সচেতন প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের প্রয়োজন হয় যেখানে স্বার্থপর ও কঠিন মনোভাব দেখানোর জন্য কোন বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। প্রবৃত্তিগতভাবে কেন আমরা গুনাহ্ করি সেই সম্পর্কে নবী দাউদ ব্যাখ্যা দিয়েছেনঃ

> "হ্যাঁ, জন্ম থেকেই আমি **অন্যায়ের মধ্যে** আছি; **গুনাহের অবস্থাতেই** আমি মায়ের গর্ভে ছিলাম।" (জবুর শরীফ ৫১:৫) "**জন্ম থেকেই** দুষ্টেরা বিপথে যায়; যারা মিথ্যা কথা বলে, **জন্ম থেকেই** তারা কুপথে থাকে।" (জবুর শরীফ ৫৮:৩) "তিনি দেখলেন, **সবাই** ঠিক পথ থেকে সরে গেছে, সবাই একসঙ্গে খারাপ হয়ে গেছে; ভাল কাজ করে এমন **কেউ নেই একজনও নেই**।"
> (জবুর শরীফ ১৪:৩)

সেনেগালের উলফ লোকদের বেশ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ প্রবাদ রয়েছে যা এই সত্যকে বুঝতে কিছুটা সাহায্য করেছিলো। যেমন, তারা বলেন যে, "একটি ইঁদুর কোন গর্ত না করে সন্তান জন্ম দেয় না।" একইভাবে, গুনাহে-কলুষিত আদম এমন সন্তান জন্ম দিতে পারে না যার কোন গুনাহ্ নেই।

আরেকটি প্রবাদে বলা হয়েছে, "একটি মহামারী কোন আক্রান্ত ব্যক্তির উপর একা একা বা নিজে নিজে যুক্ত হয় না।" মর্মান্তিক কিন্তু সত্য। একটি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া খুঁত বা একটি সংক্রামক ব্যাধির মত, আদমের গুনাহের চরিত্র আমাদের ও আমাদের সন্তানদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে।

> “**একটি মানুষের মধ্যে দিয়ে** গুনাহ্ দুনিয়াতে এসেছিল ও সেই গুনাহের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুও এসেছিল। **সব মানুষ গুনাহ্** করেছে বলে এইভাবে **সকলের কাছেই মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে**।” (রোমীয় ৫:১২)

প্রথম বাক্যাংশটি খেয়াল করুন: “**একজন মানুষের** মধ্যে দিয়ে গুনাহ্ দুনিয়াতে এসেছিল,” এবং শেষ অংশটিঃ “**সব** মানুষ গুনাহ্ করেছে।” আমরা প্রত্যেকেই জন্মগতভাবে এবং আচরণগতভাবে গুনাহগার। আমরা আমাদের গুনাহের জন্য আদমকে দোষ দিতে পারি না। যখন কোন ব্যক্তি মন্দ থেকে ভালটা বোঝার মত যথেষ্ট বয়স হয়, আল্লাহ্ তার কাজের জন্য তাকেই দায়বদ্ধ করেন। [১২৬]

কিতাবে বলা হয়েছে:

“**তোমাদের** অন্যায় মাবুদের কাছ থেকে **তোমাদেরকে** আলাদা করে দিয়েছে। **তোমাদের** গুনাহের দরুন তিনি তাঁর মুখ **তোমাদের** কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়েছেন।” (ইশাইয়া ৫৯:২)

সমস্ত মানবজাতি তার সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে পৃথক ছিল। মানুষ রূহানিকভাবে “অবাধ্যতা ও গুনাহের ফলে **মৃত** ছিল।” (ইফিষীয়২:১)

২. শারীরিক মৃত্যুঃ মানুষের শরীর থেকে তার রূহ্ এবং প্রাণ আলাদা হয়ে পড়া।

আদম ও হাওয়া যখন গুনাহ্ করেছিল তখন তারা শুধুমাত্র রূহানিকভাবেই মৃত্যুবরণ করে নাই, সেই সাথে তারা শারীরিকভাবেও মৃত্যুবরণ করতে শুরু করেছে। যেভাবে গাছ থেকে ডাল আলাদা হয়ে যাওয়ার সঙেগ সঙেগই পাতাগুলো মরে শুকনা হয়ে যায় না, ঠিক একই ভাবে আদম ও হাওয়া তাদের গুনাহের ফলে সেই দিনই শারীরিকভাবে মৃত্যুবরণ করে নাই। অধিকন্তু, তাদের শরীর মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছিল, আর এটি তাদের জন্য এমন একটি শত্রু যার কাছ থেকে তারা কখনোই পালাতে পারবে না।

আদম, হাওয়া এবং তাদের বংশধরদের জন্য এটি শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার ছিল যখন শারীরিক মৃত্যু তাদের জীবনে আসবে। একটি আরবীয় প্রবাদে বলা হয়েছে, “মৃত্যু একটি দ্রুতগামী উটের উপরে চড়ে আসে।” কেউই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ্‌র কালামে বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে:

> “আল্লাহ্ ঠিক করে রেখেছেন যে, প্রত্যেক মানুষ একবার মরবে এবং তার পরে তার বিচার হবে।” (ইবরানী ৯:২৭)

৩. অনন্তকালীন মৃত্যুঃ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে একজন মানুষের শরীর, রূহ্‌ এবং প্রাণ সবকিছু চিরকালের জন্য পৃথক হয়ে পড়া।

একটি জীবন্ত শাখার বৈশিষ্ট্য হল তার পাতা থাকবে, ফুল থাকবে এবং ফল ধরবে। মৃত শাখাগুলোকে একস্থানে জড়ো করা হয় এবং পোড়ানো হয়। যখন আদম আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছিল, সে সেই সুযোগের জন্য বঞ্চিত হয়েছিল যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে: যেন সে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করতে পারে এবং অনন্তকাল ধরে তাঁর সাথে বাস করতে পারে। মানুষকে তৈরী করা হয়েছিল যেন সে চিরকাল বেঁচে থাকে, কিন্তু সে অবাধ্য হয়ে তার সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করল। গুনাহের শাস্তি হল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অনন্তকালের জন্য পৃথক হয়ে পড়া।

যখন আদম ও হাওয়ার শারীরিক ভাবে মৃত্যু হবে তখন যদি আল্লাহ্‌ মাবুদ তাদের গুনাহ্‌ থেকে মুক্তির কোন উপায় না দেন তবে ইবলিস ও তার মন্দ আত্মাদের জন্য যে অনন্তকালীন আগুন তৈরী করা হয়েছে তার মধ্যে তাদের যেতে হবে। কিতাবে এটাকে বলা হয়েছে, “দ্বিতীয় মৃত্যু” কারণ এটি শারীরিক মৃত্যুর পরে ঘটবে। এটাকে “অনন্তকালীন শাস্তি ও”[১২৭] বলা হয়ে থাকে। অস্থায়ী প্রায়শ্চিত্তমূলক স্থানের মধ্য দিয়ে একদিন লোকদের অনন্ত শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার যে ধারণা দেখা যায় তা হচ্ছে মানুষের উদভাবিত।

যদি “অনন্তকালীন শাস্তি” আমাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য বা অযৌক্তিক বলে মনে হয়, তাহলে তার সম্ভবত কারণ হতে পারে আমরা আল্লাহ্‌র চরিত্র বা প্রকৃতি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি, গুনাহের ভার এবং অনন্তকাল সম্পর্কে যে ধারণা সেটি বুঝতে অক্ষম হয়েছি।

পরবর্তীতে আমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং গুনাহের অপবিত্রতা সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

অনন্তকালের ধারণার ক্ষেত্রে, আমরা এটি স্বীকার করতে পারি: অনন্তকাল শবদটি আমাদের মাসনিক ক্ষমতার অতিরিক্ত, যেহেতু আমাদের কাঠামো হচ্ছে সময়।

অনন্তকাল সময়ের উর্ধ্বে বা অসীম।

যদি আমরা কল্পনা করি যে, কেউ একজন লক্ষ লক্ষ বছর দোজখে কাটাচ্ছে তাহলে আমাদের চিন্তা ঠিক নয়। অনন্তকালকে কোন সময় দিয়ে বাধা যায় না। এটি এখন অসীম। যখন কেউ এখানে প্রবেশ করবে তারা গভীরতা বুঝতে পারবে। আপনার কি সেই ধনী ব্যক্তির কথা মনে আছে যার শেষ হয়েছিল দোজখে (তৃতীয় অধ্যায়)? সে এখনও সেখানে আছে।

বেহেশ্তে প্রবেশের যোগ্যতার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ খুবই পরিস্কারঃ

> “নাপাক কোন কিছু কিংবা জঘন্য কাজ করে বা মিথ্যা কথা বলে এমন **কোন লোক** সেখানে কখনো ঢুকতে পারবে না...”
> (প্রকাশিত কালাম ২১:২৭)

এই ক্ষেত্রে কোন সমঝোতা হবে না। আল্লাহ্‌র নিয়ম অনুসারে যেমন কোন কাটা ডাল মরে যায় এবং বিবর্ণ হয়ে যায়, তেমনি আল্লাহ্‌র রূহানিক নিয়ম অনুসারে পাপের দরুন শাস্তি হিসাবে রূহানিক, শারীরিক ও অনন্তকালীন **বিচ্ছেদ** ঘটে।

গুনাহ্‌ এবং লজ্‌জা

এখন সময় হয়েছে আদম ও হাওয়ার কাছে ফিরে যাওয়ার যেখানে আমরা তাদেরকে শেষ দেখেছিলাম; তারা বাগানের গাছের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে লুকানোর চেষ্টা করছিলেন।

গুনাহ্‌ করার পূর্বে আদম ও হাওয়া আল্লাহ্‌র গৌরব ও পরিপূর্ণতা বা উৎকর্ষতা দিয়ে ঘেরা ছিল। তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতিতে সম্পূর্ণরূপে সুখী/স্বাচ্ছন্দ অবস্থায় ছিল। যাহোক, যখনই তারা আল্লাহ্‌র নিয়ম ভাঙগলো, তারা নিজেদেরকে ভিন্নভাবে আবিষ্কার করলো। এখন তারা অস্বস্তিতে পড়লো এবং তা যে শুধুমাত্র তাদের শারীরিক উলঙগতার জন্য তা নয় বরং তাদের রূহানিক উলঙগতার জন্যও।

নিয়ম ভঙগ করার পূর্বে আদম ও হাওয়া আল্লাহ্‌র জ্ঞানের মধ্যে ছিল এবং “তাদের কোন লজ্‌জা ছিলনা।” (পয়দায়েশ ২:২৫) এখন তারা অস্বাভাবিকভাবে নিজের জ্ঞানের আওতায় চলে আসলো এবং আল্লাহ্‌ পাকের সামনে নিজেদেরকে অপবিত্র বলে মনে হতে লাগলো। আদম ও হাওয়া তাদের সৃষ্টিকর্তার বিপক্ষ হয়ে পড়লো। তারা এখন **অ**পবিত্র। তারা এখন আর আল্লাহ্‌র উপস্থিতির উজ্‌জ্বলতায় এবং পবিত্রতায় আসতে চায় না। ঠিক যেভাবে আলো জ্বাললে তেলাপোকা নিজেদেরকে লুকানোর জন্য জায়গা খোঁজে, ঠিক সেই ভাবে তারাও এখন “খারাপ কাজ করার ফলে নূরের চেয়ে অন্ধকারকে বেশি ভালবেসেছে। যে কেউ অন্যায় কাজ করতে থাকেসে নূর ঘৃণা করে। তার অন্যায় কাজগুলো **প্রকাশ** হয়ে পড়বে বলে সে নূরের কাছে আসে না।” (ইউহোন্না ৩:১৯-২০)

আদম ও হাওয়ার কাজ প্রকাশিত হয়ে পড়লো এবং তারা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়লো। তারা নিজেদেরকে সেই পবিত্র বাগানের বাইরের লোক বলে অনুভব করতে লাগলো। আল্লাহ্‌র কণ্ঠস্বরের শব্দ তাদের কাছে ভয়াবহ মনে হলো। তারা আর তাদের সেই পবিত্র ও মহব্বতের সৃষ্টিকর্তার সাথে থাকতে চাইলো না। অধিকন্তু, আল্লাহ্‌ বাগানে এসে তাদেরকে খুঁজতে লাগলেন।

এটি আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্যেরই একটি অংশ যে “তিনি সবসময় হারানোদেরকে খোঁজেন এবং তাদেরকে রক্ষা করেন।” (লূক ১৯:১০)

আল্লাহ্ মানুষকে খুঁজছেন

> “মাবুদ আল্লাহ্ আদমকে ডেকে বললেন, “**তুমি কোথায়**?”
> তিনি বললেন, ‘বাগানের মধ্যে আমি তোমার গলার আওয়াজ শুনেছি। কিন্তু আমি উলঙ্গ, তাই ভয়ে লুকিয়ে আছি।’
> তখন মাবুদ আল্লাহ্ বললেন, ‘তুমি যে উলঙ্গ সেই কথা কে তোমাকে বলল? যে গাছের ফল আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম তা কি তুমি খেয়েছ?’” (পয়দায়েশ ৩:৯-১১)

মানুষকে করা আল্লাহ্‌র প্রথম প্রশ্নটি লক্ষ্য করুন।

“তুমি কোথায়?”

এই ভালবাসাপূর্ণ, ভেদকারী প্রশ্ন করার মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যেন আদম চিহ্নিত করতে পারে যে কোন গুনাহটি তার এবং তার স্ত্রীর সাথে হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন যেন তারা স্বীকার করে যে তারা সীমালঙ্ঘন করেছে। তিনি চেয়েছিলেন যেন তারা বুঝতে পারে যে, তাদের গুনাহ্ তাদের ও তাদের পবিত্র আল্লাহের মাঝখানে চলে এসেছে।

তাদের এই বিপদজনক অবস্থার প্রধান উৎস হল তাদের গুনাহ। তাদের গুনাহই ছিল প্রধান কারন যার জন্য তারা লজ্জাবোধ করছে এবং নিজেদেরকে গাছের আড়ালে ও পাতার আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু আদম ও হাওয়া আল্লাহ্‌র কাছ থেকে লুকাতে পারে নাই, এমনকি তারা তাঁর ধার্মিক ও সর্বজ্ঞ বিচারের কাছ থেকে পালাতেও পারে নাই।

গুনাহ্ মৃত্যুকে অর্জন করেছে

আল্লাহ্ মজার ছলে আদমকে বলেন নাই যেঃ “যেদিন তুমি এই গাছের ফল খাবে সেদিন তুমি নিশ্চয়ই **মরবে।**” (পয়াদায়েশ ২:১৭) আমরা আমাদের হৃদয়ে গভীরে এই কথাজানি যে যারা তাদের সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারা তাঁর কাছ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে।

আমরা বেশিরভাগই সিনেমাতে দেখি যে “খারাপ লোকেরা” মারা যায় এবং “ভাল লোকেরা” বিজয়ী হয়। আমরা কি ঐ “খারাপ লোকদের” জন্য দুঃখবোধ প্রকাশ করি? করিনা, বরং আমরা বলি যে তারা তাদের প্রাপ্য শাস্তি পেয়েছে। গভীর বাস্তবতা হল এই যে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে, আদমের সমস্ত বংশধরেরা হল “খারাপ মানুষ”।

> “**সবাই** ঠিক পথ থেকে সরে গেছে, সবাই একসঙ্গে খারাপ হয়ে গেছে; ভাল কাজ করে এমন **কেউ নেই**, একজনও নেই।”
> (জবুর শরীফ ১৪:৩)

সৃষ্টিকর্তার বিচারের মানদন্ড হিসাবে আমরা সবাই মৃত্যুর শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ্‌র কিতাব এভাবে প্রকাশ করে যে:

"গুনাহ্ এবং মৃত্যুর **নিয়ম**।" (রোমীয় ৮:২)

গুনাহ্ এবং মৃত্যুর নিয়ম দাবি করে যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অবাধ্যতার প্রত্যেকটি কাজের জন্য নিশ্চিত শাস্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পৃথক হয়ে পড়া। এর কোন বিকল্প নেই। গুনাহ্ মৃত্যু নিয়ে আসে।

আল্লাহ্‌র পবিত্র এবং বিশ্বস্ত প্রকৃতির জন্যই তিনি এই নিয়মগুলো বহাল রেখেছেন। আমাদের পূর্ববর্তী বংশধরেরা মাত্র একটি গুনাহের কাজ করার ফলে আল্লাহ্‌র রাজ্যের ধার্মিকতাও জীবন থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে নিয়ে ইবলিসের গুনাহ্ ও মৃত্যুর রাজ্যের সাথে যোগ করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে তারা **রূহানিক** ভাবে মারা গেল, যেভাবে একটি শাখা ডাল প্রধান গাছ থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ে। আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সম্পর্ক মরে গিয়েছিল।

সেই সাথে, তারা **শারীরিক** ভাবেও মৃত্যুবরণ করতে শুরু করলো যেভাবে ডাল আস্তে আস্তে মারা যায়। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মাটির সাথে তাদের শরীর মিশে যাওয়াটা শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সবচেয়ে ভয়ানক বিষয় হলো, যদি না মাবুদ আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্ ও লজ্জার জন্য একটি নাজাতের উপায় না পাঠান, তারা একটি ভয়ংকর রূহানিক মৃত্যুর সম্মুখীন হবে, সারাজীবনের জন্য তারা আল্লাহের কাছ থেকে পৃথক হয়ে ইবলিস ও তার মন্দ আত্মাদের জন্য যে জায়গা প্রস্তুত করা হয়েছে সেখানে **চিরকাল** থাকবে।

কিতাব পরিষ্কারভাবে বলে যে:

"যে **গুনাহ্** করবে সেই **মরবে**" (ইহিস্কেল ১৮:২০)
"**গুনাহ্** যে বেতন দেয় তা **মৃত্যু** ..." (রোমীয় ৬:২৩)
"**গুনাহ্** পরিপূর্ণ হলে পর **মৃত্যু**র জন্ম হয়।" (ইয়াকুব ১:১৫)

ভালোর জন্যই আল্লাহ্ এই গুনাহ্ ও মৃত্যুর নিয়মকে ধরে রেখেছেন। এটা হল নিয়ম।

গুনাহের শাস্তি অবশ্যই সম্পন্ন হবে।

এটি সম্পন্ন হবেই।

১৩

রহমত ও বিচার

এমন কি কাজ আছে যা মানুষ করতে পারে কিন্তু আল্লাহ্ পারে না?

আল্লাহ্‌র কিতাব এই ধাঁধাঁর উত্তর দেয়।

> “আল্লাহ্ তো মানুষ নন যে, মিথ্যা বলবেন; মানুষ থেকে তাঁর জন্মও নয় যে, মন বদলাবেন। তিনি যা বলেন করেনও তা, তাঁর ওয়াদা তিনি সর্বদা পূর্ণ করেন।” (শুমারী ২৩:১৯)

মানুষ প্রত্যেক দিনই মিথ্যা বলে, মন পরিবর্তন করে এবং ওয়াদা ভঙ্গ করে। আল্লাহ্ এই কাজ করতে পারেন না। অসীম ক্ষমতার ও নিখুঁত আল্লাহ্ তিনি তাঁর নিজের চরিত্রের বিরুদ্ধে কাজ করেন না।

> “তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না।” (২য় তীমথিয় ২:১৩)

কিছু সময় আগে, এই ইমেইলটি আমি পেলাম:

প্রেরণ করা | বিষয় | ইমেইলের মতামত

> আপনি বলছেন আল্লাহ্ যথেচ্ছভাবে ক্ষমা করতে পারেন না। আপনি বলছেন যে, আল্লাহ্‌র হাত তাঁর নিজের নিয়ম-কানুনে বাধা। আপনি লিখেছেন: “আল্লাহ্ শুধুমাত্র তাঁর নিজেকে অস্বীকার করা ও নিজের নিয়ম ভাঙ্গা ছাড়া আর সবকিছুই করতে পারেন।” আমাদের পরম দয়ালু স্রষ্টা কেন তাঁর গোলাম ক্ষমা করার ক্ষমতা থেকে নিজেকে বিরত করবেন, যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে? কেন তিনি তাঁর রহমতের সামনে এমন একটি বাধাকে স্থাপন করেন? ...আপনি কি বুঝতে পারেন না যে এর কোন অর্থ নেই? এমনকি যদি তিনি এমন আইন তৈরী করে

থাকেন, তিনিতো সাথে সাথে তা ভেঙেগও ফেলতে পারেন কারণ তিনিতো সর্বশক্তিমান! এটি কি তর্ক করা ঠিক যে আল্লাহ্ যিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী তিনি যেকোন ভাবে তা সীমিত করে রেখেছেন। তিনি যদি চাইতেন, আমাদের সবাইকে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি পরম করুণাময় এবং তিনি সবসময়ই তাঁর গোলামদেরকে ক্ষমার জন্য খোঁজেন যেন তারা বিচারের দিনে জয়ী হতে পারে। সেইদিন আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের উপর রহমত করুন যখন আমাদের সবাইকে একসাথে জড়ো করা হবে এবং প্রত্যেককে বিচার করা হবে!

আগের অধ্যায়ে আমরা যা বিবেচনা বা আলোচনা করেছিলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি এই লোকটির কারণ দর্শানোর মধ্যে কোন সমস্যা দেখতে পাই? আমাদের আল্লাহ্ কি নিজের তৈরী করা আইন অমান্য করতে পারেন এবং তাঁর নিজের পবিত্র চরিত্রের বিরুদেধ যেতে পারেন?

বিচার বিহীন রহমত

কোর্টরুমের এই দৃশ্যের বিষয়টি কল্পনা করুন:

বিচারক তার আসনে বসে আছেন। একজন ব্যাংক ডাকাত এবং ঠান্ডা মাথার খুনি তার সামনে দাড়িয়ে আছে। কোর্টের মধ্যে অনেক সাক্ষী রয়েছে। ডাকাতি হওয়া সেই ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে যিনি খুন হয়েছেন তার স্ত্রী ও পরিবার উপস্থিত আছেন। সংবাদ কর্মীরাও খবরটি ধারন করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।

এই খুনিটি কি শাস্তি পাবে? মৃত্যুজনক শাস্তি? যাবজ্জীবন জেল?

কোর্টরুমের সবাইকে উঠে দাঁড়াতে বলা হলো।

দোষী ব্যক্তির দিকে সরাসরি তাকিয়ে, বিচারক বললেন, “আমি খেয়াল করেছি যে তুমি ভিক্ষা দেয়ার বিষয়ে বিশ্বস্ত ছিলে এবং প্রতিনিয়ত তুমি মুনাজাত করেছো। তুমি যেভাবে মুনাজাতের সময় আঙুল দিয়ে তোমার জপমালা গুনেছো তা অসাধারণ ছিল। আর আমি শুনেছি যে তুমি একজন খুবই অতিথিপরায়ণ মানুষ, সবসময় তুমি অন্যের সাথে তোমার খাবার ভাগ করে খেতে প্রস্তুত থাক। অল্পের জন্য শাস্তি এড়ানো গেল, কিন্তু তোমার ভাল কাজ তোমার মন্দকাজকে ঢেকে দিয়েছে। আমি তোমাকে রহমত করলাম। তুমি নির্দোষ এবং তুমি যেতে পার।”

বিচারক হাতুড়ির বাড়ি দিলেন।

হতাশার দীর্ঘশ্বাস এবং রুদধ কান্নায় রুমটি ভরে গেল…

কোর্টরুমের এই ধরনের দৃশ্যের কথা কখনো শোনা যায় নাই।

বিচারকের দাড়িপাল্লা হয়তো দোষের প্রমাণ দেখানোর প্রতীক হিসাব ব্যবহৃত হতে পারে কিন্তু যখন কোন ব্যক্তিকে দোষী বলে পাওয়া যায়, একটি উপযুক্ত শাস্তি অবশ্যই পাস করতে হবে। দোষী ব্যক্তি "ভাল কাজ" করেছে বা করে নাই তা এর সাথে প্রাসঙ্গিক নয়। আমরা সবাই বিষয়টি জানি।

খারাপ কাজকে ভাল কাজ দিয়ে ঢেকে দেয়ার নিয়ম বা পদ্ধতিটি যদি মানুষের এই পার্থিব আদালতেই কখনো ব্যবহার করা না হয় তাহলে চিন্তা করে দেখুন যে, এই নিয়মটি আল্লাহ্‌র বেহেশতী আদালতে ব্যবহার করাটা কতটাই না অন্যায্য পদ্ধতি হবে?

ন্যায় বিচারক

আল্লাহ্‌ কল্পনার গল্পের বিচারকের মত নয়। আল্লাহ্‌র একটি অন্যতম উপাধী হচ্ছে "**ন্যায়** বিচারক।" (২য় তীমথিয় ৪:৮) চার হাজার বছর আগে, নবী ইব্রাহিম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "সমস্ত দুনিয়ার যিনি বিচারকর্তা তিনি কি **ন্যায়**বিচার না করে পারেন?" (পয়দায়েশ ১৮:২৫)

আল্লাহ্‌ কখনোই রহমত দেখানোর জন্য ন্যায়বিচারকে সরিয়ে রাখেন নাই। তা করলে তাঁর ধার্মিকতার সিংহাসনের ভিত্তি আর টিকে থাকবে না এবং তাঁর পবিত্র নামের যে সুনাম তা নষ্ট হয়ে যাবে।

> "**সততা ও ন্যায়বিচারের** উপর তোমার সিংহাসন দাঁড়িয়ে আছে; **মহব্বত** ও **বিশ্বস্ততা** তোমার আগে আগে চলে।"
> (জবুর শরীফ ৮৯:১৪)

আমাদের ইমেইল সংবাদদাতার পরামর্শ অনুসারে যদি আল্লাহ্‌ তাঁর "সর্বময় ক্ষমতা" তাঁর নিজের তৈরী আইন ভঙ্গ করার জন্য ব্যবহার করেন তাহলে এটা প্রমাণ করে যে যেসকল গুনাহ্‌গারদের "সমস্ত দুনিয়ার বিচারকর্তা" বিচার করবেন, তিনি তাদের থেকেও কম ধার্মিক।

এটা কত অদ্ভুত যে বিচার সম্পর্কে আমাদের মানুষদের একটি গভীর, অন্তর্নিহীত জ্ঞান থাকা, তবুও এই স্পষ্ট সত্যকে আমরা প্রতিরোধ করি যে আমাদের সৃষ্টিকর্তারও বিচার সম্পর্কে একই রকম জ্ঞান আছে! আমাদের হৃদয় থেকে এটা আমরা জানি যে সেই বিচারের কোন মূল্যই নেই যা মন্দতাকে শাস্তি দিকে ব্যর্থ হয়।

নবী ইয়ারমিয়া লিখেছেনঃ

> তোমার **বিশ্বস্ততা মহৎ**। আমার মন বলে. "মাবুদই আমার অধিকার, আমি তাঁরই উপর আশা রাখি।" (মাতম ৩:২৩-২৪)

লক্ষ্য করুন নবী বলেন নাই যে, "তোমার অনুমান যোগ্যতা খুবই

মহৎ!” অথবা “তোমার পরিবর্তনশীলতা মহান!” এই ধরনের দেবতা বা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন ধরনের প্রত্যাশা কি পেতে পারি? আল্লাহ্‌ তাঁর **বিশ্বস্ততায়** মহান। যে সমস্ত মানুষ অভ্যাসগতভাবে বলেন যে, আল্লাহ্‌ “রহমতকারী এবং সহানুভুতিশীল” তারা কখনো কখনো ভুলে যান যে তিনি এমন একজন আল্লাহ্‌ যিনি “বিশ্বস্ত এবং ন্যায়বিচারক।” (১ম ইউহোন্না ১:৯)

একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙিগ আল্লাহ্‌ সম্পর্কে বিকৃত দৃষ্টিভঙিগর দিকে পরিচালিত করে।

আল্লাহ্‌র স্থির চরিত্র/প্রকৃতি

একটি পাখীর উড়ার জন্য কোন্‌ পাখাটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বাম পাখা নাকি ডান পাখা?

অবশ্যই, পাখীর উড়ার জন্য দুটি পাখাই গুরুত্বপূর্ণ! যারা মনে করে যে, পাখির উড়ার জন্য একটি পাখাই যথেষ্ট তারা পাখির যে বৈশিষ্ট্য এবং মধ্যাকর্ষণ শক্তির যে নিয়ম ও বায়ুগতিবিদ্যাকে অবহেলা করে।

ঠিক একইভাবে, যারা মনে করে যে, আল্লাহ্‌ ন্যায় বিচার না করে রহমত দেখাতে পারেন তারা আল্লাহ্‌র যে প্রকৃতি বা চরিত্র এবং গুনাহের ও মৃত্যুর যে নিয়ম তাকে অবহেলা করছে।

আল্লাহ্‌র রহমত এবং ন্যায়বিচার সবসময়ই একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। বাদশা দাউদ লিখেছেনঃ

> “আমি তোমার অটল মহব্বত ও ন্যায়বিচারের কাওয়ালী গাইব;
> হে মাবুদ, আমি তোমার উদ্দেশে প্রশংসার কাওয়ালী গাইব।”
> (জবুর শরীফ ১০১:১)

দাউদ, যিনি কিছু জঘন্য গুনাহ্‌ করেছিলেন, তিনি জানতেন যে তিনি আল্লাহ্‌র রহমত পাওয়ার যোগ্য নন। সংজ্ঞানুসারে, রহমত হচ্ছে আমি যা পাওয়ার যোগ্য নই তা পাওয়া।

ন্যায় বিচার হচ্ছে আমাদের পাওনা শাস্তি পাওয়া।

রহমত হচ্ছে যে শাস্তি পাওয়ার কথা তা না পাওয়া।

যে কারণে দাউদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা কাওয়ালী করতে পেরেছিলেন তা হল তিনি জানতেন যে মাবুদ রহমত দেখানো জন্য একটি উপায় চিন্তা করে রেখেছেন যেন তিনি অযোগ্য গুনাহগারদেরকে ন্যায় বিচার থেকে না সরিয়ে রহমত করতে পারেন। এই কারণেই দাউদ “রহমত ও ন্যায়বিচারের” গান করেছিলেন।

গুনাহের ক্ষমা করা আমাদের আল্লাহ্‌ পাকের জন্য সহজ বিষয় নয়। তিনি কখনোই কোন গুনাহগারকে ন্যায়বিচার না করে তার পাওনা শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দেন না। মানুষ হিসাবে, যদি কেউ আমাদের

বিরুদেধ কোন ভুল করে, আমরা হয়তো তাকে বলি যে, "ঠিক আছে। ভুলে যাও। এটা বড় কোন বিষয় না।" আমরা খুবই উদারতার সাথে একজন লোককে ক্ষমা করে দিতে পারি কিন্তু অসীম পবিত্রতার আল্লাহ্ এভাবে বিচার করেন না।

আল্লাহ্র রহমত কখনোই আল্লাহ্র ন্যায় বিচারকে অবহেলা করে না। তিনি কখনোই বলেন নাই যে, "আমি তোমাকে মহব্বত করি তাই আমি তোমার গুনাহের বিচার করবো না।" আবার তিনি এটাও বলেন নাই যে, "যেহেতু তুমি গুনাহ্ করেছো তাই আমি তোমাকে মহব্বত করি না।" আল্লাহ্ গুনাহগারদেরকে মহব্বত করেন, কিন্তু তাঁকে অবশ্যই পৃথক হয়ে তাদেরকে গুনাহের শাস্তি দিতে হবে।

যদি আল্লাহ্ এই রকম হন, তাহলে কিভাবে তিনি দোষী গুনাহগারদের প্রতি করুনা করতে পারেন?

ন্যায়বিচারের সাথে রহমত

আদম ও হাওয়ার পরিস্থিতি পুনরায় চিন্তা করুন।

যেহেতু **আল্লাহ্** মহব্বতে পূর্ণ এবং দয়ালু, তাই তিনি চাইলেন না যেন আদম ও হাওয়া তাঁর কাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। তিনি চাইলেন যেন তারা তাঁর সাথে চিরকাল বাস করতে পারে এবং অনন্তকালীন আগুনে যেন তাদের জীবন শেষ না হয়ে যায়।

> "কেউ যে ধ্বংস হয়ে যাক এটা আল্লাহ্র ইচছা নয়।"
> (২ পিতর ৩:৯)

যাহোক, যেহেতু **আল্লাহ্ পবিত্র এবং ন্যায়বিচারক,** তিনি আদম ও হাওয়ার গুনাহকে অবহেলা করতে পারেন না। তাঁকে এর শাস্তি দিতেই হবে।

> "তুমি এত খাঁটি যে, তুমি মন্দের দিকে তাকাতে পার না এবং অন্যায় সহ্য করতে পার না।" (হাবাক্কুক ১:১৩)

তাহলে আল্লাহ্ কি করবেন? এমনকি কোন উপায় আছে যাতে গুনাহগারদেরকে শাস্তি না দিয়ে গুনাহের শাস্তি দেয়া যায়? কিভাবে গুনাহের অপবিত্রতা দূর করা যায় এবং পূর্ণ পবিত্রতা উদধার করা যায়? নবী আইয়ুবের প্রশ্নের কি কোন সন্তোষজনক উত্তর আছে, "আল্লাহ্র চোখে কেমন করে **মানুষ নির্দোষ** হতে পারে?" (আইয়ুব ৯:২) আল্লাহ্কে ধন্যবাদ যে উত্তর আছে।

আদম ও হাওয়া এবং আপনার আমার মত গুনাহগারদের প্রতি

"ন্যায়পরায়ণ **এবং** সমর্থক" উভয়ই হবার জন্য ধার্মিক বিচারক কি করছেন তা কিতাব প্রকাশ করে (রোমীয় ৩:২৬)। আপনি কি জানেন ন্যায়বিচার বজায় রেখে তিনি আপনাকে করুণা করার জন্য কী করেছেন?

সামনের দিকে এর উত্তর আছে। যাত্রায় এগিয়ে যান।

আমার দোষ নয়

এখন, আসুন আমরা আমাদের কলুষিত পূর্বপুরুষ এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা যিনি তাদের বিচারক হয়েছিলেন তাদের মধ্যেকার কথোপকথোন শুনি।

> "মাবুদ আল্লাহ্ আদমকে ডেকে বললেন, 'তুমি কোথায়?' তিনি বললেন, "বাগানের মধ্যে আমি তোমার গলার আওয়াজ শুনেছি। কিন্তু আমি উলঙ্গ, তাই ভয়ে লুকিয়ে আছি।" তখন মাবুদ আল্লাহ্ বললেন, "তুমি যে উলঙ্গ সেই কথা কে তোমাকে বলল? যে গাছের ফল খেতে আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম তা কি তুমি খেয়েছ?" আদম বললেন, "যে স্ত্রীলোককে তুমি আমার সঙ্গী হিসাবে দিয়েছ সে-ই আমাকে ঐ গাছের ফল দিয়েছে আর আমি তা খেয়েছি। "তখন মাবুদ আল্লাহ্ সেই স্ত্রীলোককে বললেন, "তুমি এ কি করেছ?" স্ত্রীলোকটি বললেন, "ঐ সাপ আমাকে ছলনা করে ভুলিয়েছে আর সেই জন্য আমি তা খেয়েছি।" (পয়দায়েশ ৩:৯-১৩)

কেন মাবুদ আদম ও হাওয়াকে প্রশ্ন করলেন?

তিনি তাদের প্রশ্ন করেছিলেন সেই একই কারনে যে জন্য পিতামাতারা তাদের অবাধ্য সন্তানদের প্রশ্ন করে থাকেন, এমনকি যখন পিতামাতারা জানেন যে, তার সন্তান কি করেছে। আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যেন আদম ও হাওয়া তাদের গুনাহ্ ও দোষকে চিহ্নিত করে। যাহোক, গুনাহ্ স্বীকার করার পরিবর্তে প্রত্যেকেই একে অন্যকে দোষ দিতে চেষ্টা করলো।

আদম আল্লাহ্ এবং হাওয়াকে অভিযুক্ত করলোঃ এটি আমার দোষ নয়! যে স্ত্রীলোককে তুমি আমায় দিয়েছো এটা তার দোষ!

হাওয়া সাপকে দোষারোপ করলঃ সাপ আমাকে প্রলোভন দেখিয়েছে!

যেহেতু তারা মানুষ রোবট নয়, তাই আল্লাহ্ প্রত্যেককে তাদের কাজের জন্য দায়ী করলেন। তাদের নিজেদের ছাড়া অন্যকে দোষ দেয়ার কিছু ছিল না।

> “দিলে গুনাহের টান বোধ করলে কেউ যেন না বলে, “আল্লাহ্ আমাকে গুনাহের দিকে টানছেন।” কোন খারাপই আল্লাহ্কে গুনাহের দিকে টানতে পারে না, আর আল্লাহ্ও কাউকে গুনাহের দিকে টানেন না। মানুষের **দিলের কামনাই** মানুষকে গুনাহের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং ফাঁদে ফেলে। তারপর কামনা পরিপূর্ণ হলে পর গুনাহের জন্ম হয়, আর **গুনাহ্** পরিপূর্ণ হলে পর **মৃত্যুর** জন্ম হয়।” (ইয়াকুব ১:১৩-১৫)

তাদের সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনা অনুসরণ করার পরিবর্তে, আদম ও হাওয়া তাদের “নিজেদের ইচ্ছাকে” অনুসরণ করলো যা তাদেরকে গুনাহ্ এবং মৃত্যুর পথে পরিচালিত করলো।

হাওয়া ইবলিস দ্বারা প্রলোভিত ও প্রতারিত হয়েছিল। আদম, যাকে আল্লাহ্ নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছের ফল থেকে নিষেধ করেছিলেন, সে জেনেশুনে তার সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হতে সিদ্ধান্ত নিল।

> “আদম ছলনায় ভোলেন নি, কিন্তু স্ত্রীলোক সম্পূর্ণভাবে ভুলেছিলেন এবং আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করেছিলেন।”
> (১ম তীমথিয় ২:১৪)

ইচ্ছাকৃত হোক বা প্রতারিত হয়েই হোক, উভয়ই দোষী, কিন্তু শুধুমাত্র যখন আদম সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খেল এবং কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, “এতে **তখনই** তাদের **দু’জনের** চোখ খুলে গেল।” (পয়দায়েশ ৩:৭)

মানব জাতিকে ধার্মিকতার রাজ্য ও জীবন থেকে গুনাহ্ এবং মৃত্যুর অধীনে পরিচালিত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ আদমকে দায়ী করেন, হাওয়াকে নয়। আল্লাহ্ আদমকে সুযোগ দিয়েছিলেন যেন সে মানবজাতির প্রধান হতে পারে কিন্তু সেই মহান সুযোগের মধ্যে দিয়ে মহা দায়বদ্ধতা আসলো।

আদমের গুনাহ্ আমাদের প্রত্যেককে কলুষিত করেছে কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের পছন্দের জন্য তাকে দোষ দিতে পারি না।

> “**আমাদের প্রত্যেককেই** নিজের বিষয়ে আল্লাহ্র কাছে হিসাব দিতে হবে।” (রোমীয় ১৪:১২)

১৪

বদ্‌দোয়া

অজুহাত দেয়া ও ঢেকে রাখার সময় শেষ।

আদম তার নিজের পথ বেছে নিয়েছিল, কিন্তু সেই পথের পরিণতি সে বেছে নিবে না। মানুষের গুনাহের কারণে বদ্‌দোয়া ও পরিণতির বিষয়ে ন্যায়বিচারকের ঘোষণার ফলে সমস্ত সৃষ্টি নীরব থাকবে।

সর্প বা সাপ

মাবুদ আল্লাহ্‌ “সাপের” নিয়তি সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন।

> তখন মাবুদ আল্লাহ্‌ সেই সাপকে বললেন, “তোমার এই কাজের জন্য ভূমির সমস্ত গৃহপালিত আর বন্য প্রাণীদের মধ্যে তোমাকে সবচেয়ে বেশি **বদ দোয়া** দেওয়া হলো। তুমি সারা জীবন পেটের উপর ভর করে চলবে এবং ধুলা খাবে। আমি তোমার ও স্ত্রীলোকের মধ্যে ও তোমার বংশ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে দিয়ে আসা বংশের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করবো। সেই বংশের একজন তোমার মাথা পিষে দেবে আর তুমি তার পায়ের গোড়ালীতে ছোবল মারবে।” (পয়দায়েশ ৩:১৪-১৫)

এই সাপ কে ছিল যার সঙেগ আল্লাহ্‌ কথা বলছিলেন? সৃষ্টিকর্তা কি একটি সরিসৃপের উপর রাগ করেছিলেন?

কিতাবে আল্লাহ্‌র কালাম কোন কোন সময় দুই-ধরনের বার্তা প্রদান করে, বিশেষ করে গল্প-কাহিনীগুলো এবং ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে। এখানে স্পষ্টরূপে ভাসাভাসা অর্থ রয়েছে আবার অস্পষ্ট গভীর অর্থও বিদ্যমান। এই রায় বা ঘোষণার বিষয়টিও এরকম।

সাপের উপরে যে বদ্‌দোয়া এসেছিল তার দুইটি ধাপ রয়েছে।

ধাপ ১: একটি স্থায়ী দৃষ্টান্ত

প্রথমত, সাপকে বদ্‌দোয়া (বিচারের রায় ঘোষণা) দেওয়ার মধ্যে দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্ মানুষের সামনে একটি স্থায়ী দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন। যে সরিসৃপ প্রাণীকে ইবলিস ব্যবহার করেছিল মানুষকে প্রলোভিত করার জন্য অতঃপর তাকে মাটিতে ভর দিয়ে চলতে হলো। প্রত্যেকটি সাপেরই এই একই বৈশিষ্ট্য আছে। আদম ও হাওয়া গুনাহ্ করার আগে, সম্ভবত অন্যান্য সরিসৃপের মত সাপেরও পা ছিল। বর্তমানে কিছু কিছু প্রজাতির সাপে যেমন অজগর এবং বোয়া নাম অজগর সাপের উপরের পায়ের হাড়ের অবশিষ্টাংশ রয়েছে।[১২৮]

নির্দোষ এবং নিরপরাধ উভয়ের ক্ষেত্রেই গুনাহ্ একটি বিস্তর শাখাপ্রশাখা উৎপন্ন করে। গুনাহের কারণে “সমস্ত সৃষ্টিই যেন এক প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে।” (রোমীয় ৮:২২) এমনকি নিদোর্ষ প্রাণীজগতও প্রভাবিত হয়েছিল।

এই কারণেই মানুষের গুনাহ্ করার সিদ্ধান্তকে **পতন** বলা হয়।

ধাপ ২: ইবলিসের আসন্ন পরিণতি

কিতাব বলে, “কিতাবের মধ্যেকার কোন কথা নবীদের মনগড়া নয়।” (২য় পিতর ১:২০) কিতাব নিজেই কিতাবের শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করে। আল্লাহ্ সাপ এর উপরে তাঁর বদ্‌দোয়ার দ্বিতীয়ার্ধে যা ঘোষণা করেছিলেন তা আমাদের কিতাবের আরও গভীরতার দিকে পরিচালিত করতে বাধ্য করে।

> “আমি তোমার ও স্ত্রীলোকের মধ্যে ও তোমার বংশ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে দিয়ে আসা বংশের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করবো। সেই বংশের একজন তোমার মাথা পিষে দেবে আর তুমি তার পায়ের গোড়ালীতে ছোবল মারবে।” (পয়দায়েশ ৩:১৫)

এই সাপ কে ছিল যার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছিলেন? কিতাব তাকে একজন গর্বীত ফেরেস্তা হিসাবে চিহ্নিত করে যাকে “দুনিয়াতে ফেলে দেয়া হয়েছে।” (ইশাইয়া ১৪:১২) সে হল “সেই **পুরানো সাপ** যাকে **ইবলিস** বা **শয়তান** বলা হয়। সে দুনিয়ার সমস্ত লোককে ভুল পথে নিয়ে যায়।” (প্রকাশিত কালাম ১২:৯)[১২৯]

এই সাপ শয়তান ছাড়া আর কেউ ছিল না।

সাপের জন্য উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করে মাবুদ আল্লাহ্ ইবলিসের এবং তাকে যারা অনুসরন করে তাদের জন্য নিয়তি ঘোষণা করছিলেন। ইবলিসের “**বংশ**” (বংশধর) এবং স্ত্রীলোকের “**বংশ**” (বংশধর) এর মধ্যে “শত্রুতা” (শত্রু ভাবাপন্ন সম্পর্ক) তৈরী হবে। শেষে,

স্ত্রীলোকের বংশ সাপের বংশের “মাথা” পিষে দিবে।

সবকিছুই আল্লাহ্‌র সময় অনুসারে পরিপূর্ণ হবে।

দুই ধরনের “বংশ”

এই দুই ধরনের বংশ বিষয়টি কেমন? সাপের বংশ এবং স্ত্রীলোকের বংশ বলতে আসলে কাদের বোঝানো হয়েছে?

সাপের বংশ তাদেরকেই নির্দেশ করে যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যেভাবে ইবলিস করেছিল। যারা ইবলিসের মিথ্যাকে অনুসরণ করে, রূহানিক ভাবে তাদেরকে ইবলিসের সন্তান বলা হয়।

> “ইবলিসই আপনাদের পিতা আর আপনারা তারই সন্তান; সেই জন্য আপনারা তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে চান। ইবলিস প্রথম থেকেই খুনী। সে কখনো সত্যে বাস করে নি, কারণ তার মধ্যে সত্য নাই। সে যখন মিথ্যা কথা বলে তখন সে তা নিজে থেকেই বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী আর সমস্ত মিথ্যার জন্ম তার মধ্য থেকেই হয়েছে।” (ইউহোন্না ৮:৪৪ কিতাবুল মোকাদ্দস)

এই **স্ত্রীলোকের বংশ** কে?

এটি একটি অনন্য ধারণা। কিতাবের ইতিহাস জুড়ে, একজন ব্যক্তির বংশানুসারীর জন্য মহিলার পরিবর্তে পুরুষকে দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু যখন গুনাহ্ দুনিয়াতে প্রবেশ করলো, আল্লাহ্ স্ত্রীলোকের বংশের কথা বললেন। কেন?

আল্লাহ্‌র এই ঘোষণাটি ছিল প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী যা মসীহ্‌কে নির্দেশ করে, যিনি একজন নারীর বংশে জন্মগ্রহণ করবেন, পুরুষের বংশে নয়। মসীহ্ যার আক্ষরিক অর্থ হল অভিষিক্ত ব্যক্তি, অথবা বাছাই করা ব্যক্তি। পুরাতন নিয়মের সময়ে, লোকদের নেতা হওয়ার জন্য যখনই কোন পুরুষ লোককে আল্লাহ্ বাছাই করতেন তখন কোন একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা অনুমোদিত ব্যক্তি, যেমন একজন নবী, তাকে অভিষেক করতেন (তার মাথায় তেল ঢালতেন) এটা দেখানোর জন্য যে তিনি আল্লাহ্‌র দ্বারা কোন বিশেষ কাজ করার জন্য বাছাইকৃত হয়েছেন।[১৩০]

যাহোক, মসীহ্ অন্য সবার থেকে আলাদা হবেন। তিনি হবেন একজন অভিষিক্ত ব্যক্তি। ইতিহাসের সঠিক মুহূর্তেই আল্লাহ্ একজনকে বাছাই করলেন যিনি এই দুনিয়াতে আসবেন যেন “মৃত্যুর ক্ষমতা যার হাতে আছে সেই ইবলিসকে তিনি নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে **শক্তিহীন** করেন। আর মৃত্যু ভয়ে যারা সারাজীবন গোলামের মত কাটিয়েছে তাদের **মুক্ত** করেন।” (ইবরানী ২:১৪-১৫)

মানব ইতিহাসে যখন গুনাহ্ প্রবেশ করেছিল তখন পর্যন্ত আদম ও হাওয়া এবং তাদের বংশধরদের কাছে প্রত্যাশার আভাসমূলক এই

প্রাথমিক ভবিষ্যদ্বাণী দেয়ার সময়ে আল্লাহ্‌র তাঁর পূর্ণ পরিকল্পনা প্রকাশ করেন নাই। এই তাৎক্ষণিক ওয়াদা অনেক মৌলিক সত্য ধারণ করে যা পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র নবীরা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।[১৩১]

বদ্‌দোয়া

একজন স্ত্রীলোকের বংশ যিনি সাপের মাথা পিষে দেবেন এই সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় মাবুদ আদম ও হাওয়ার গুনাহের ব্যবহারিক প্রতিফল হিসাবে কিছু বিষয় তুলে আনলেন। এই পরিণতিগুলোকে বলা হয় **বদ্‌দোয়া**।

> "তারপর তিনি সেই স্ত্রীলোককে বললেন, 'আমি তোমার গর্ভকালীন অবস্থায় তোমার কষ্ট অনেক বাড়িয়ে দেব। তুমি যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সন্তান প্রসব করবে। স্বামীর জন্য তোমার খুব কামনা হবে, আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে।'
>
> তারপর তিনি আদমকে বললেন, 'যে গাছের ফল খেতে আমি নিষেধ করেছিলাম তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে তা খেয়েছ। তাই তোমার দরুন মাটিকে বদ দোয়া দেয়া হলো। সারা জীবন ভীষণ পরিশ্রম করে তুমি মাটির ফসল খাবে। তোমার জন্য মাটিতে কাঁটাগাছ ও শিয়ালকাঁটা গজাবে, কিন্তু তোমার খাবার হবে ক্ষেত্রের ফসল। যে মাটি থেকে তোমাকে তৈরী করা হয়েছিল সেই মাটিতে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমাকে খেতে হবে। তোমার এই ধুলার শরীর **ধুলাতে ফিরে যাবে**।'" (পয়দায়েশ ৩:১৬-১৯)

সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে আদম ও হাওয়ার বিদ্রোহের জন্য ভয়ংকর মূল্য দিতে হয়েছিল।

পরিবার গঠনের যে আনন্দ তার সাথে এখন সমস্যা ও যন্ত্রণা যোগ হয়েছে। দুনিয়ার মাটি বদ্‌দোয়াপ্রাপ্ হওয়ার জন্য প্রাকৃতিকভাবে যে শস্য, ফলমুল এবং শাক-সবজি উৎপন্ন হতো তার পরিবর্তে এখন প্রাকৃতিকভাবে আগাছা, কাটা এবং শিয়ালকাঁটা উৎপন্ন হচ্ছে। বিশ্রাম এবং আনন্দ এখন সংগ্রাম ও কঠোর পরিশ্রমে রুপ নিয়েছে। সবচেয়ে খারাপ বিষয় হল মানুষের অস্থায়ী জীবন মৃত্যুর ছায়াতলে ডুবে গেল।

মানুষ তার রাজত্ব হারালো। গুনাহ্ একটি বদ্‌দোয়া নিয়ে আসলো।

মৃত্যু কি স্বাভাবিক?

যারা কিতাবকে অস্বীকার করে বা অবজ্ঞা করে তাদের জন্য কঠিন সময়, যন্ত্রণা, হারানোর ভয়, সম্পর্কের বিচ্ছেদ, অসুস্থ্যতা, বার্ধক্য এবং মৃত্যু হচ্ছে স্বাভাবিক। আমাদের এই দুনিয়ায় কেন এই সমস্ত কিছু

আছে বা ঘটছে তা বুঝতে পারার প্রধান যে চাবিকাঠি তা হল গুনাহের অভিশাপ যে সত্য তা বুঝতে পারা। অনেক বুদ্ধিমান লোক মানবজাতির এই করুণ অবস্থাটিকে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব না থাকার প্রমাণ হিসাবে নির্দেশ করে। তারা এরকম মনে করে কারণ তারা এগুলোকে গুনাহের প্রভাব বা প্রবেশ হিসাবে বিবেচনা করে না।[১৩২]

সেনেগালে, কোন কোন লোক বিশেষ করে মানুষের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের সময় বলেন যে, "আল্লাহ্‌ জীবন সৃষ্টির পূর্বে মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন।" অনেকে এই মতের সাথে একমত পোষণ করে সান্ত্বনা খুঁজে পান। কিন্তু এই ধরনের চিন্তা, জ্ঞান ও কিতাব উভয় বিষয়ের বিপরীত, যেখানে মৃত্যুকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে "শেষ শত্রু যে মৃত্যু, তাকেও ধ্বংস করা হবে।" (১ম করিন্থীয় ১৫:২৬)

মন্দতা, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, এবং মৃত্যু স্বাভাবিক মনে হতে পারে, কিন্তু একজন সুস্থ মানুষের শরীরের ক্যান্সারের কোষ থাকাটা যতটা অস্বাভাবিক তার থেকে এই ভয়ংকর বিষয়গুলো বেশি অস্বাভাবিক।

সুন্দর গোলাপ ঝাড়ের মধ্যে থেকে গোলাপ সংগ্রহ করতে কাঁটার সাথে যুদ্ধ করতে হয়, কোমলমতী ছোট শিশুদের মধ্যে জেদ দেখা যায়, যেভাবে স্বামী তার সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি খারাপ আচরণ করে, যেভাবে সন্তান জন্ম দিতে যন্ত্রণাকে সহ্য করতে হয়, রোগ যা একটি শরীরকে ধ্বংস করে ফেলে, বৃদ্ধ বয়সের যে নির্মমতা, মৃত্যুর পরে আমাদের শরীর পুনরায় মাটিতে ফিরে যাওয়ার যে নিষ্ঠুর বাস্তবতা—এগুলো আল্লাহ্‌র মূল পরিকল্পনায় ছিল না। আল্লাহ্‌ সৃষ্টি সম্পর্কে এভাবে পরিকল্পনা করেন নাই যে, তারা নিজেদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে।

গুনাহের প্রবেশের পূর্বে, মানুষ সৃষ্টির উপর রাজত্ব করতো। সমস্ত কিছু আদম ও হাওয়ার কাছে নিখুঁতভাবে সমর্পিত ছিল। দুনিয়া ধার্মিকতা ও শান্তিতে পূর্ণ ছিল। তখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা গুনাহ্‌ এবং মৃত্যুর পথে প্রবেশ করলো, এবং তাদের সঙ্গে কলুষিত ও মৃত মানব সমাজ তৈরী হলো।

সমস্ত সৃষ্টিই প্রভাবিত

কেউ কেউ বলেন, "কিন্তু এটা ঠিক না!", "কেন একজনের গুনাহের কারণে অন্যজন যন্ত্রণা ভোগ করবে?"

আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের পছন্দ অনুসারেই চলি এবং এই পছন্দের কারণে আল্লাহ্‌ আমাদেরকেই দায়ী করেন, কিন্তু সেই সাথে এটাও সত্যি যে আমরা একটি অভিশপ্ত দুনিয়াতে বাস করি। উলফ প্রবাদের পিছনে যে বাস্তবতা তা স্ব-প্রমানিতঃ “একটি মহামারী কখনোই তার মধ্যে নিজেকে সীমাবদধ রাখে না যার মধ্য দিয়ে এটি শুরু হয়েছিল?”

এটাই হচেছ গুনাহের বৈশিষ্ট্য। জীবন আর সুন্দর নেই। আদমের একটি মাত্র গুনাহের কারণে “গোটা সৃষ্টিটাই যেন এক ভীষণ প্রসব-বেদনায় এখনও কাতরাচেছ।” (রোমীয় ৮:২২)

সবকিছুই গুনাহের অভিশাপে প্রভাবিত।

সুখবর হচেছ এই যে শুরু থেকেই আমাদের সৃষ্টিকর্তার একটি মহান নাজাতের পরিকল্পনা ছিল। যেভাবে একজন ঘড়ি-নির্মাতা ঘড়ির মধ্যে এমন একটি কলকবজা তৈরী করেন যার মাধ্যমে এটিকে যেন সময়ের সঠিক মাপের বাইরে গেলে যেন তা সমন্বয় করা সম্ভব হয় ঠিক তেমনি এই দুনিয়ার যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর দুনিয়ায় একটি কলকবজা তৈরী করেছেন যার দ্বারা তিনি ইবলিসের, গুনাহের, এবং মৃত্যুর দ্বারা ঘটিত ধ্বংসাবস্থাকে ঠিক করতে পারেন। শুরু থেকেই, গুনাহের প্রবেশ করার বিষয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল এবং একই ভাবে গুনাহের অভিশাপকে প্রতিরোধ করা এবং যারা তাঁকে বিশ্বাস করবে তাদের প্রতি রহমত দেখানোর বিষয়েও পরিকল্পনা ছিল।

দুর্দশা, যন্ত্রণা এবং মৃত্যু শুরুতে আল্লাহ্‌র কাহিনীর মধ্যে ছিল না, এমনকি এগুলো কাহিনীর শেষেও থাকবে না। একদিন আসবে যেদিন গুনাহ্‌ এবং এর সমস্ত অভিশাপ লুপ্ত হয়ে যাবে। “আল্লাহ্‌ তাদের **চোখের পানি মুছে দেবেন**। মৃত্যু আর হবে না; দুঃখ, কান্না ও **ব্যথা আর থাকবে না**, কারণ আগেরকার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে… এবং সেখানে আর **কোন অভিশাপ থাকবে না**।” (প্রকাশিত কালাম ২১:৪; ২২:৩) এই গৌরবময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা এই যাত্রার শেষের দিকে আরও ভাল করে জানতে পারবো।

আল্লাহ্‌র রহমত

আপনি কি স্মরণ করতে পারেন যে আদম ও হাওয়া নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছের ফল খাওয়ার পরে কি করেছিল?

তারা ডুমুর গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের জন্য পোষাক তৈরী করেছিলো। এটা ছিল মানুষের গুনাহ্‌ এবং লজ্জা লুকানোর প্রথম প্রচেষ্টা। আল্লাহ্‌ আদম ও হাওয়ার নিজেদের প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করেন নাই, তার পরিবর্তে, আল্লাহ্‌ তাদের জন্য কিছু একটা করলেন।

> “আদম ও তার স্ত্রীর জন্য মাবুদ আল্লাহ্ পশুর চামড়ার পোষাক তৈরী করে তাদের পরিয়ে দিলেন।” (পয়দায়েশ ৩:২১)

আল্লাহ্ পশুর চামড়া দিয়ে আদম ও হাওয়াকে পোষাক তৈরী করে দিলেন। এই কাজ করার জন্য রক্তপাত করতে হয়েছিল।

কল্পনা করে দেখুন যে, মাবুদ আল্লাহ্ একজোড়া ভেড়া বা অন্য কোন যোগ্য পশু বাঁছাই করলেন, তাদেরকে কোরবানী দিলেন, এবং তাদের চামড়া দিয়ে আদম ও হাওয়ার জন্য পোষাক তৈরী করে দিলেন। আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের গুনাহের উচচমূল্য, আল্লাহ্র পাক চরিত্র এবং কিভাবে লজ্জাজনকভাবে অনুপোযুক্ত গুনাহগাররা তারা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে তার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছিলেন।

আদম ও হাওয়ার জন্য এই বিশেষ পোষাক দেয়ার মধ্যে দিয়ে তাদের সৃষ্টিকর্তা তাদের প্রতি তাঁর রহমত দেখিয়েছেন যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তারা আল্লাহ্র দয়া পাওয়ার যোগ্য ছিল না, কিন্তু এটাই হচ্ছে অনুগ্রহ — **অপ্রাপ্য** রহমত।

ন্যায্যতা হচ্ছে সেটি যা আমরা পাওয়া যোগ্য
(= অনন্তকালীন শাস্তি)।
করুণা হচ্ছে তাই যা আমরা পাওয়ার যোগ্য নই
(= কোন শাস্তি নেই)।
অনুগ্রহ হচ্ছে তাই যা আমরা পাওয়ার যোগ্য নই
(= অনন্ত জীবন)।

আল্লাহ্র ধার্মিকতা

আদম ও হাওয়ার জন্য পশু হত্যা করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদেরকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি শুধুমাত্র “রহমতের আল্লাই নন” কিন্তু সেই সাথে “তিনি ধার্মিকতার আল্লাহ্।” (জবুর শরীফ ৮৬:১৫; জবুর ৭:৯) গুনাহের শাস্তি নিশ্চিত মৃত্যু। আদম ও হাওয়ার চিন্তার বিষয়টি কল্পনা করুন যখন তারা এই সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে রক্তপাত দেখলো তখন তাদের সেই প্রাণচঞ্চল অবস্থাটি কেমন ছিল। আল্লাহ্ তাদের সামনে একটি প্রাণবন্ত বা অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন: তাদের গুনাহের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু। আদম ও হাওয়ার সেই দিনই মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাদের পরিবর্তে একটি নির্দোষ পশুকে মরতে হলো। আল্লাহ্ নিজেই প্রথম রক্তের কোরবানী দিলেন। পরবর্তীতে তা লক্ষ লক্ষ বার অনুসরণ করা হয়েছে।

সেই সাথে লক্ষ্য করুন যে, আল্লাহ্ নিজে তাদের পশুর চামড়া দিয়ে বানানো “পোষাক পড়ালেন” যা তিনিই সরবরাহ করেছিলেন। আদম ও

হাওয়া তাদের গুনাহ্ এবং লজ্জা লুকানোর চেষ্টা করতো, কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করে নাই। বরং তাদের গুনাহ্ এবং লজ্জা থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর নিজের একটি পরিকল্পনা আছে।

গুনাহগারদের চিৎকার

পয়দায়েশ কিতাবে তৃতীয় অধ্যায় এই সমস্ত কিছুকে এভাবে প্রকাশ করেঃ

> "তারপর মাবুদ আল্লাহ্ বললেন, "দেখ, নেকী-বদীর জ্ঞান পেয়ে মানুষ আমাদের একজনের মত হয়ে উঠেছে। এবার তারা যেন জীবন্তগাছের ফল পেড়ে খেয়ে চিরকাল বেঁচে না থাকে সেই জন্য আমাদের কিছু করা দরকার।" এই বলে মাবুদ আল্লাহ্ মাটির তৈরী মানুষটিকে মাটি চাষ করবার জন্য আদন বাগান থেকে বের করে দিলেন। এইভাবে তিনি তাদের তাড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি জীবন্ত গাছের কাছে যাওয়ার পথ পাহারা দেবার জন্য আদন বাগানের পূর্ব দিকে কারুবিদের রাখলেন, আর সেই সঙেগ সেখানে একখানা জ্বলন্ত তলোয়ারও রাখলেন যা অনবরত ঘুরতে থাকলো।" (পয়দায়েশ ৩:২২-২৪)

আল্লাহ্র ইচছার বিরুদ্ধে যখন লুসিফার ও তার ফেরেস্তারা গিয়েছিল তখন বেহেশ্ত থেকে তাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে, ঠিক একই ভাবে যখন মানুষ ও তার স্ত্রী আল্লাহ্র ইচছার বিরুদ্ধে কাজ করলো তখন তাদেরকেও পৃথিবীর পরমদেশ দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।

এভাবে, মানুষ আল্লাহ্র পবিত্র উপস্থিতি থেকে এবং সেই জীবন গাছ (নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছের সাথে মিলিয়ে ফেলা যাবে না) থেকে বাদ পড়ে গেল। আমাদের এই যাত্রার শেষ দিকে যখন আমরা কিতাবের মধ্যে দিয়ে যাব তখন সেখানে বিশেষ বেহেশতী গাছের আরেকটি আভাস আমরা পাব। জীবন গাছ আল্লাহ্র দেয়া আখেরী জীবনকে নির্দেশ করে, যেটি ঈশ্বর তাদেরই দিবেন যারা তাঁকে এবং তাঁর পরিকল্পনায় বিশ্বাস করে।

নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছের ফল খেয়ে আদম ও হাওয়া সেই অনন্ত জীবনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং অনন্ত মৃত্যুর পথ পছন্দ করেছেন। বেহেশ্ত ও দুনিয়ার সাথে যে আনন্দদায়ক যোগাযোগ ছিল তা বিচিছন্ন হয়ে পড়লো।

আদম ও হাওয়ার একটি মারাত্মক সমস্যা ছিল।

আমাদেরও একই সমস্যা আছে।

১৫

দ্বিগুণ সমস্যা

পালিয়ে যাওয়া আসামী ৩৮ বছর পর পুনরায় গ্রেফতার, ২০০৬ সালের মে মাসের একটি খবরের শিরোনামে বিষয়টি ঘোষণা দেয়া হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে মিঃ স্মিথ যিনি ১৯৬৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার জেলখানা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন যখন তাকে ডাকাতির জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল।

৩৮ বছর ধরে, তার মায়ের কুমারী সময়কার নাম ব্যবহার করে তিনি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন, এবং সর্বশেষ তিনি মধ্য-আমেরিকার ঘন গাছপালার এলাকায় বাস করতে লাগলেন। সেখানে তারা তাকে খুঁজে পায়।

ক্রিক কাউন্টি শেরিফের একজন গোয়েন্দা বললেন, "তিনি নিচের দিকে একটু তাকালেন তারপর তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এঁটা আমি,' "। "তিনি কখনোই কল্পনা করেন নাই যে, লোকেরা তাকে এতদিন ধরে খুঁজতে থাকবে।"[১৩৩]

যেভাবে মিঃ স্মিথ আইনের হাত থেকে পালিয়ে যেতে অসমর্থ ছিলেন তেমনি আল্লাহ্‌র আইন বা শরিয়ত অমান্যকারী কেউই তাঁর সীমাহীন ন্যায়বিচারের আইন ও বিচার থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না।

আর তাহলে এই শরীয়ত ভঙগকারী কারা?

> **"যারা গুনাহ্‌ করে তারা আল্লাহ্‌র কালাম অমান্য করে।** গুনাহ্‌ হল আল্লাহ্‌র কালাম অমান্য করা।" (১ ইউহোন্না ৩:৪)

যে কেউ যিনি আল্লাহ্‌র উত্তম ও নিখুত শরীয়তের অবাধ্য হয় তারাই শরীয়ত ভঙগকারী। এটাই যা লুসিফার করেছিল। এই একই কাজ আদম ও হাওয়া করেছিল। এই একই কাজ আমরাও করেছি।

সকল গুনাহই আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে। অনেক লোক তাদের গুনাহকে ছোট করে দেখে, কিন্তু আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে, সমস্ত অনুতাপহীন লোক, ক্ষমাহীন গুনাহগার, তারা যতই ভাল বা ধার্মিক হোক না কেন সবাই শরীয়ত ভঙ্গকারী।

আশাবাদী মরীচিকার পিছনে দৌড়ানো

কিছুদিন আগে একজন প্রতিবেশী আমাকে বললেন, “আমি একজন খুবই আশাবাদী মানুষ; আমার মনে হয় আমি বেহেশ্তে যেতে পারবো।”

যখন বিচারের সময় আসবে তখন কি এই লোকের আশা ও নিজের প্রচেষ্টা তাকে অনন্তকালীন শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে?

যখন কোন একসময় ক্যালিফোর্নিয়ার মৃত্যু উপত্যকা (পৃথিবীর অন্যতম উত্তাপের মরুভূমি) দিয়ে ভ্রমণ করছিলাম, আমি দেখছিলাম যে কিছু দুরেই মনে হচ্ছে একটি হ্রদ আছে, কিন্তু যতই আমি কাছে যাই “হ্রদ”টি হারিয়ে যায়। কিছুদূর সামনে গিয়ে আমি আরেকটি “হ্রদ” দেখছিলাম। সেটাও হারিয়ে গেল।

এটি ছিল একটি মরীচিকা।

একটি মরীচিকা হচ্ছে বাতাসের বিভিন্ন স্তরের তাপমাত্রা ও ঘনত্বের কারণে আলোক রশ্মি দ্বারা সৃষ্ট প্রতিফলন। হ্রদটি দেখতে সত্যি মনে হয়েছিল কিন্তু আসলে তা সত্যি ছিল না। একইভাবে, একজন গুনাহগার নিজেকে পরিবর্তন করে বেহেশ্তে যাওয়ার আশাবাদী অনুভব করতে পারে, কিন্তু কিতাব সত্যকে প্রকাশ করে। আদমের বংশধরেরা বিচারের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে “শক্তিহীন” (রোমীয় ৫:৬)।

একজন মানুষ যেভাবে শুষ্ক মরুভূমিতে পানি না থাকার কারনে হারিয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে মানবজাতিও গুনাহের কারণে আখেরী জীবন ফিরে পেতে অসহায় হয়ে পড়ে।

> “মাটিতে পানি ঢাললে যেমন তা আর তুলে নেওয়া যায় না সেই ভাবেই আমরা মরব…” (২ শামুয়েল ১৪:১৪)

হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি মরুভূমিতে তাই দেখতে পায় যা সে একটি জীবন-রক্ষাকারী মরূদ্যান হিসেবে বিশ্বাস করে, কিন্তু সেই “মরূদ্যান” শুধুমাত্র ঝলসানো তাপ তরঙ্গ হিসাবেই প্রকাশ পায়। আশাহীন, শুকিয়ে যাওয়া ব্যক্তি মরীচিকার পিছনে ছুটে বেড়ায় যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মৃত্যু হয়।

একজন গুনাহগারের আশা, আন্তরিকতা, এবং আত্ম-ধার্মিকতার বিষয় এমনই হয়।

“একটা পথ আছে যেটা মানুষের চোখে **ঠিক মনে হয়**, কিন্তু সেই পথের শেষে থাকে **মৃত্যু**।” (মেসাল ১৪:১২)

তাদের অপবিত্র অবস্থা মোকাবেলাকরার প্রচেষ্টায়, আজ সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ যেই পথ তাদের কাছে ঠিক মনে হয় সেই পথই অনুসরণ পথই অনুসরণ করছে। তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের শরীর পরিষ্কার করে, মুখস্ত করা মুনাজাত আবৃত্তি করতে থাকে, নির্দিষ্ট খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকে, যাকাত দেয়, মোমবাতি জ্বালায়, আঙগুল দিয়ে জপমালা পড়তে থাকে, একই সূত্র বার বার বলতে থাকে, এবং তারা যেটা ভাল কাজ বলে বিশ্বাস করে তাই করে থাকে। অন্যরা তাদের আত্মিক নেতাদের কাছে নিজেদেরকে সমর্পন করে, যেখানে অন্যজন পবিত্র ও ন্যায় কাজ করছে বলে বিবেচনা করে নিজেকে মেরে ফেলার মধ্যে দিয়ে বেহেশ্ত পাওয়ার প্রত্যাশা করে।

এটা কি মনে হচ্ছে না যে তারা মরীচিকার পিছনে দৌড়াচ্ছে?

নিজের সম্পর্কে সঠিক ধারণা

একটি উলফ প্রবাদে বলা হয়েছে, “সত্য হচ্ছে ঝাল মরিচের মত”।

এমনকি যদি এটি আমাদেরকে অস্বস্তিদায়ক পরিস্থিতিতে নিয়ে ফেলে, আল্লাহ্ আমাদেরকে আমাদের সম্পর্কে ভয়াবহ সত্য বলেন। তিনি চান যেন আমরা আমাদের গুনাহ্ সম্বন্ধে তাঁর কাছে সৎ থাকি। এই সততা ভিন্ন, আমরা সেই মারাত্মকভাবে অসুস্থ প্রতিবেশি নারীর মত যিনি আমার ও আমার স্ত্রীর পরিচিত। তিনি নিজের জন্য একজন সঠিক ডাকতারের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে অস্বীকার করেছিলেন এই জেদ ধরে যে তিনি ভাল হয়ে যাবেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি মারা যান।

দুনিয়ায় থাকাকালীন সময়ে, মসীহ্ একদল আত্ম-ধার্মিক ধর্মীয় নেতাদের বলেছিলেন:

“সুস্থদের জন্য ডাকতারের প্রয়োজন নেই বরং অসুস্থদের জন্যই দরকার আছে। আমি ধার্মিকদের ডাকতে আসি নাই [যারা নিজেদেরকে যথেষ্ট ধার্মিক মনে করে] বরং গুনাহগারদেরই ডাকতে এসেছি।” (মার্ক ২:১৭)

কিতাবের স্বচ্ছতা থাকা সত্ত্বেও অনেক গীর্জা, মসজিদ এবং সমাজগৃহে শুধুমাত্র লোকদের বলা হয় যে তারা কতটা ভাল, অথবা তাদের কেবল আরেকটু চেষ্টা করা দরকার। তারা লোকদেরকে প্রাচীন ধার্মিকতা সম্পর্কে শিক্ষা দেয় না এবং গুনাহের পরিণতি সম্পর্কে শিক্ষা দেয় না।

কানাডার একটি মসজিদের প্রবেশ পথে এই বার্তাটি লাগানো আছে:

আমরা প্রত্যেককে গ্রহণ করি এবং কাউকেই
বলি না যে, সে একজন গুনাহগার

বেহেশ্তের প্রবেশ পথে আল্লাহ্ একটি ভিন্ন বার্তা লাগিয়েছেন:

“নাপাক কোন কিছুই কিংবা জঘন্য কাজ করে…
বেহেশ্তে ঢুকতে পারবে না”
(প্রকাশিত কালাম ২১:২৭)

কিতাবে বলা হয়েছে: “কারণ সবাই গুনাহ্ করেছে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে।” (রোমীয় ৩:২৩) আল্লাহ্ কাউকেই তার মেধা বা কাজ অনুসারে গ্রহণ করবেন না এবং তিনি প্রত্যেককেই গুনাহগার বলেছেন।

শুধুমাত্র তারাই বেহেশ্তের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে যারা আল্লাহ্‌র নিখুঁত বিচারের ও পবিত্রতার মধ্যে দিয়ে গিয়ে গুনাহ্ থেকে শুচি হয়েছেন বা পরিষ্কার হয়েছেন।

আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে সঠিক ধারণা

মহান আল্লাহ্ একদিন নবী ইশাইয়াকে দর্শন দিয়ে তাঁর পবিত্রতা ও অসাধারণ গৌরবের কথা বলেছিলেন। ইশাইয়া লিখেছেন:

“যে বছরে বাদশাহ্ উষিয় ইন্তেকাল করলেন সেই বছরে আমি দেখলাম দীন-দুনিয়ার মালিক খুব উঁচু একটা সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর রাজ-পোষাকের নীচের অংশ দিয়ে বায়তুল-মোকাদ্দস পূর্ণ ছিল। তাঁর উপরে ছিলেন কয়েকজন সরাফ; তাদের প্রত্যেকের ছয়টা করে ডানা ছিল-দুটি ডানা দিয়ে তারা মুখ আর দুটি ডানা দিয়ে পা ঢেকে ছিলেন এবং আর দুটি ডানা দিয়ে তারা উড়ছিলেন। তারা একে অন্যেকে ডেকে বলছিলেন, **‘আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র পবিত্র পবিত্র**; তাঁর মহিমায় গোটা দুনিয়া পরিপূর্ণ।’ তাদের গলার স্বরের আওয়াজে বায়তুল-মোকাদ্দসের দরজার কবজাগুলো কেঁপে উঠলো এবং ঘরটা ধোঁয়ায় পূর্ণ হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, **‘হায়, আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম, কারণ আমার মুখ নাপাক এবং আমি এমন লোকদের মধ্যে বাস করি যাদের**

মুখ নাপাক। আমি নিজের চোখে বাদশাহকে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে দেখেছি।” (ইশাইয়া ৬:১-৫)

বেহেশ্তে আল্লাহ্র সিংহাসনের চারিপাশের প্রজ্বলিত জাঁকজমক এতই মহান যে নিখুঁত এবং পবিত্র ফেরেস্তারাও তাদের মুখ ও পা ঢেকে রাখে। আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা দ্বারা ফেরেস্তারা এতটাই বিস্মিত যে, তারা তাঁর উপস্থিতিতে বসতে পারেন না। তার পরিবর্তে, তারা আল্লাহ্র সিংহাসনের চারিপাশে উড়ে বেড়ান এবং চিৎকার করে বলতে থাকেন, “আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র পবিত্র পবিত্র; তাঁর মহিমায় গোটা দুনিয়া পরিপূর্ণ!”

কেন বেশিরভাগ লোক গুনাহ্ কি তা দেখতে ব্যর্থ হয়? সম্ভবত এর কারণ তারা কখনোই দেখে নাই যে আল্লাহ্ কেমন। তারা কখনোই তাঁর পবিত্র উজ্জ্বল আলোর কথা ভাবেন নাই। ইশাইয়া একজন ধার্মিক নবী ছিলেন, তবুও আল্লাহ্তালার পবিত্র জাঁকজমকের দর্শনের জন্য তিনি নিজের অপবিত্রতা এবং জঘন্যতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। তিনি বললেন “হায় আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম! আমার মুখ নাপাক!” নবী ইশাইয়া জানতেন যে আল্লাহর পবিত্রতার মানদণ্ড অনুযায়ী তিনি এবং গোটা ইসরাইল জাতিই আশাহত অবস্থায় রয়েছে!

পরবর্তীতে, ইশাইয়া লিখেছেনঃ “আমরা সবাই ভেড়ার মত করে বিপথে গিয়েছি; আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের পথের দিকে ফিরেছি … আমরা প্রত্যেকে নাপাক লোকের মত হয়েছি আর আমাদের সব সৎ কাজ নোংরা কাপড়ের মত।” **(ইশাইয়া ৫৩:৬; ৬৪:৬)** ইশাইয়া জানতেন যে, কোন ধার্মিকতার অনুষ্ঠান বা নিজের চেষ্টা কোন কিছুই আল্লাহ্র সামনে তাকে পবিত্র করে তুলতে পারবে না।[১৩৪] আমাদের পবিত্র সৃষ্টিকর্তার বিবেচনায়, “আমরা প্রত্যেকেই নাপাক **সবাই অশুচি জিনিসের** মত।”

নবী আইয়ুব মানুষের কলুষিত অবস্থার বিষয় বুঝতে পেরেছিলেন যখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “**আল্লাহ্র চোখে কেমন করে মানুষ নির্দোষ হতে পারে**? … আমি যদি সাবান দিয়ে নিজেকে ধুয়ে ফেলি আর ক্ষার দিয়েও হাত পরিষ্কার করি তবুও তুমি কাদার গর্তে আমাকে ডুবিয়ে দেবে তাতে আমার কাপড়-চোপড়ও আমাকে ঘৃণা করবে।” (আইয়ুব ৯:২, ৩০-৩১) এবং নবী ইয়ারমিয়া লিখেছেন: “যদিও তুমি সোডা দিয়ে নিজেকে ধোও আর প্রচুর সাবান ব্যবহার কর তবুও তোমার অন্যায়ের দাগ আমার সামনে রয়েছে। আমি আল্লাহ্ মালিক এই কথা বলছি।” (ইয়ারমিয়া ২:২২)

আল্লাহ্ সম্পর্কে সঠিক ধারণা আমাদেরকে নিজেদের প্রতি সঠিক ধারণার দিকে পরিচালিত করে। আমাদের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে অপর্যাপ্ত ধারণা আমাদেরকে ভুল ধারণার দিকে পরিচালিত করে।

কোন মানুষ ময়লা কাপড় পড়ে, রোগের মধ্যে থেকে নিজেকে পরিষ্কার এবং গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারে, কিন্তু আসলে সে তা নয়। একইভাবে, একজন গুনাহগার নিজেকে ধার্মিক বলে মনে করতে পারে কিন্তু আসলে সে তা নয়।

আল্লাহ্র গৌরব বা মহিমা ও ধার্মিকতার সাথে তুলনা করলে আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাও নোংরা কাপড়ের মত।

সবার জন্য একটি শিক্ষা

ইসরাইল জাতিকে গঠন করার মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্‌র একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল অন্য সমস্ত জাতিকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেওয়া। যদিও আল্লাহ্ ইসরাইল জাতির প্রতি সবসময় বিশ্বস্ত ছিলেন, কিন্তু ইসরাইল জাতি সবসময় আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। আল্লাহ্ চান যেন আমরা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। “আমরা যাতে দেখে শিখতে পারি সেইজন্যই এই সব ঘটেছিল, যেন তারা যেমন খারাপ বিষয়ে লোভ করেছিলেন আমরা সেই রকম না করি।” (১ করিন্থীয় ১০:৬)

তৌরাত শরীফের দ্বিতীয় পুস্তক হিজরতে, মূসা লিপিবদ্ধ করেছেন যে কিভাবে ইসরাইল জাতি তাদের গুনাহ্ দেখতে ব্যর্থ হয়েছিল যা আল্লাহ্ দেখেছিলেন। শকতহাতে আল্লাহ্ তাদেরকে মিশর দেশের দাসত্ব থেকে মুকত করেছিলেন। তবুও মাবুদের আরও অনেক বিষয় ও চরিত্র রয়েছে যা তারা বুঝতে পারে নাই। তারা মনে করেছিল যে আল্লাহ্‌র বিচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা যথেষ্ট বাধ্য আছে।

ইসরাইল জাতির লোকেরা খুবই আত্ম-বিশ্বাসী ছিল যে তারা মূসাকে বলেছিলেন,

“মাবুদ যা বলেছেন **আমরা তা সবই করব**।” (হিজরত ১৯:৮)

তারা নিজেদেরকে অসহায় গুনাহগার হিসাবে দেখে নাই, এমনকি তারা আল্লাহ্‌র দাবিগুলোকে নিখুঁত ধার্মিকতার সাথেও অন্তর্ভুকত করে নাই। তারা ভুলে গিয়েছিল যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পৃথক হয়ে পরার জন্য আদম ও হাওয়ার মাত্র একটি গুনাহের প্রয়োজন হয়েছিল। ইসরাইল জাতি যেন তাদের গুনাহ্ দেখতে পায় এবং তাদের লজ্জা উপলবিধ করতে পারে সেই জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে দশটি হুকুম পরীক্ষা দিলেন।

কিতাব বলে যে কিভাবে মাবুদ সিনাই পর্বতে শকিত ও মহিমার সাথে অবতীর্ন হয়েছিলেন। “তৃতীয় দিনের সকালবেলা **মেঘের গর্জন** হতে লাগল এবং **বিদ্যুৎ চমকাতে** থাকলো আর পাহাড়ের উপর একখন্ড **ঘন মেঘ** দেখা দিল। এছাড়াও খুব জোরে জোরে শিংগার আওয়াজ হতে

লাগল। এই সব দেখে শুনে ছাউনির মধ্যকার সমস্ত লোক **কেঁপে** উঠলো।” (হিজরত ১৯:১৬) তারপর মাবুদ আল্লাহ্ দশটি হুকুম দিলেনঃ

দশটি হুকুম

১. **“আমার জায়গায় কোন দেবতাকে দাঁড় করাবে না।”** মাবুদ ছাড়া অন্য কাউকে এবাদত করা গুনাহ। প্রত্যেকদিন আমাদের সমস্ত মন, হৃদয়, প্রাণ ও শকিত দিয়ে আল্লাহ্‌কে মহব্বত করতে ব্যর্থ হওয়া গুনাহ। (হিজরত ২০) [১৩৫]

২. **“পূজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোন মূর্তি তৈরী করবে না, তা আকাশের কোন কিছুর মত বা মাটির উপরকার কোনকিছুর মত হোক কিংবা পানির মধ্যকার কোন কিছুর মত হোক। তোমরা তাদের পূজাও করবে না তাদের সেবাও করবে না।”** এটি কোন মূর্তি বা এবাদতের বিষয়বস্তুর সামনে নত হওয়ার মধ্যে সীমাবদধ নয়। কিন্তু কোন কিছু যা আল্লাহ্‌র স্থান দখল করে তা এই শরীয়তের খেলাপ।

৩. **“কোন বাজে উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র নাম নেবে না।”** আপনি যদি দাবি করেন যে আপনি সত্যিকারের মাবুদের কাছে নিজেকে সমর্পন করছেন কিন্তু তাঁকে খোঁজার জন্য এবং তাঁর কালামের বাধ্য হওয়ার চেষ্টা করছেন না তাহলে আপনি তাঁর নাম বাজে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন।

৪. **“বিশ্রামবারকে পবিত্র করে রাখবে এবং তা পালন করবে... কোন কাজ করা চলবে না।”** আল্লাহ্ ইসরাইল জাতিকে বলেছিলেন যেন তারা সপ্তম দিনে কাজ থেকে বিরত থেকে তাঁকে সম্মান করে।

৫. **“তোমার পিতামাতাকে সম্মান করে চলবে।”** সম্পূর্ণরূপে কোন কিছুর বাধ্য না হওয়াই গুনাহ। কোন শিশু যদি তার পিতামাতাকে অসম্মান করে এমনকি যদি তাদের প্রতি খারাপ আচরণ করে তাহলে তা এই হুকুমের বিরুদ্ধে যাওয়া হবে।

৬. **“খুন কোরো না।”** আল্লাহ্ আরও বলেছেন, “যে তার ভাইকে ঘৃণা করে সে খুনী।” (১

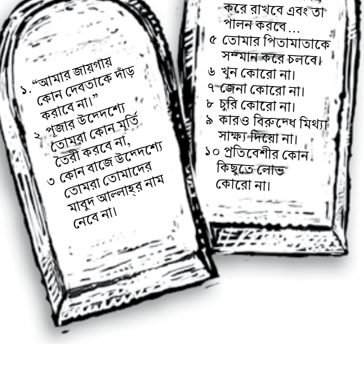

ইউহোন্না ৩:১৫) অন্যকে ঘৃণা করা খুন করার সমান। আল্লাহ্ আমাদের হৃদয় দেখেন এবং সবসময় স্বার্থহীন মহব্বত প্রত্যাশা করেন।

৭. **“জেনা কোরো না।”** এই শরীয়ত শুধুমাত্র শরীরের অনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয় না সেই সাথে এটি মন ও হৃদয়ের অনৈতিক ইচ্ছাগুলোর সম্পর্কেও বলে। “যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে কামনার চোখে তাকায় সে তখনই মনে মনে তার সঙেগ জেনা করল।” (মথি ৫:২৮)

৮. **“চুরি কোরো না।”** আপনার প্রাপ্য যা তার থেকে বেশি নেয়া, আয়কর বা পরীক্ষায় প্রতারণা করা, অথবা চাকরীর ক্ষেত্রে ঠিকমত কাজ না করা এই সবকিছুই চুরি করার শামিল।

৯. **“কারও বিরুদেধ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না।”** কোন ব্যক্তি বা কোন কিছুর সম্পর্কে অল্প সত্যমূলক বিবৃতি প্রদান করা গুনাহের শামিল।

১০. **“প্রতিবেশীর কোন কিছুতে লোভ কোরো না।”** অন্যের কোন জিনিস নেওয়া গুনাহ। আমাদের যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

দোষী!

আল্লাহ্ এই দশটি হুকুম ঘোষণা করার পর, কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে, “বনি-ইসরাইলরা যখন বিদ্যুৎ চমকাতে ও পাহাড় থেকে ধুমা উঠতে দেখলো আর মেঘের গর্জন ও শিংগার আওয়াজ শুনলো তখন **তারা দূরে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো**।” (হিজরত ২০:১৮)

“যখন আল্লাহ্ কথা বলতে লাগলেন!” তখন তারা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না।

তারা পরীক্ষায় ব্যর্থ হলো।

আপনি কি করছেন? আপনি কিভাবে করছেন?

যদি আপনি এই দশটি হুকুমের বিষয়ে ১০০ এর কম স্কোর করেন (এর অর্থ হল দিন ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে ৭ দিন, যেদিন আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন সেই মিনিট থেকে এই পর্যন্ত আপনার নিখুঁত বাধ্যতা), তাহলে আপনি, ইসরাইল জাতির সন্তানদের মত এবং আমার মত, পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন।

> “যে লোক সমস্ত শরীয়ত পালন করেও মাত্র **একটা বিষয়ে** গুনাহ্ করে সে **সমস্ত শরীয়ত অমান্য** করেছে বলতে হবে।”
> (ইয়াকুব ২:১০)

এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে, আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, কিতাব শুধুমাত্র দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি বিক্রিত পুস্তকই নয়; সেই সাথে এটি দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি এড়িয়ে যাওয়া পুস্তকও। এটি জনপ্রিয় না হওয়ার তার অন্যতম একটি কারণ হল এটি আমাদের গুনাহকে প্রকাশ করে এবং আমাদের গর্বকে দূর করে দেয়। এটি বলে যে: "তুমি বলছ, 'আমি ধনী; আমি বড় লোক হয়েছি, তাই আমার কোন কিছুর অভাব নেই।' খুব ভাল, কিন্তু তুমি তো জান না যে, তুমি দুঃখী, দয়ার পাত্র, গরীব, অন্ধ ও উলঙগ।" এবং "দুনিয়াতে এমন কোন সৎ লোক নেই যে সব সময় ভাল কাজ করে, কখনও গুনাহ্ করে না।" (প্রকাশিত কালাম ৩:১৭; হেদায়েতকারী ৭:২০)

আল্লাহ্‌র শরীয়ত আমাদের নিজেদের সম্পর্কে ভাল উপলব্ধি করায় না। এর উদ্দেশ্যও এটি নয়।

কেন এই দশটি হুকুম দেয়া হয়েছে?

তাহলে এই শরীয়তের উদ্দেশ্য কি? যদি কেউই আল্লাহ্‌র মানদন্ড পরিমাপ করতে নাই পারে তাহলে কেন তিনি এটি জানানোর জন্য মাথা ঘামাচ্ছেন?!

এই দশটি হুকুম আল্লাহ্ মানবজাতির জন্য দিয়েছেন তার একটি স্পষ্ট কারণ হল যেন মানব সমাজ একটি পরিষ্কার নৈতিক আদর্শ বজায় রাখতে পারে। কোন সমাজের যদি কোনটি ঠিক আর কোনটি ভুল তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু না থাকে তাহলে তা স্বৈরশাসন অথবা নৈরাজ্যে পূর্ণ হবে। আল্লাহ্ জানেন যে মানবজাতির সমাজে এই হুকুমগুলো প্রয়োজন হবে। এছাড়াও আরও কিছু বিশেষ বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে যার জন্য আল্লাহ্ এই দশটি হুকুম দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র তাঁর শরীয়ত দিয়েছেন যেন "প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু বলার না থাকে, এবং সব মানুষই আল্লাহ্‌র কাছে দোষী হয়ে আছে। শরীয়ত পালন করলে যে আল্লাহ্ মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করবেন তা নয়, কিন্তু **শরীয়তের মধ্যে দিয়েই মানুষ গুনাহের বিষয় চেতনা লাভ করে**।" (রোমীয় ৩:১৯-২০)

দশটি হুকুমের তিনটি কাজঃ

১. আল্লাহ্‌র শরীয়ত আত্ম-ধার্মিক ব্যক্তিদের থামিয়ে দেয়। "কোন ব্যক্তির কিছু বলার থাকবে না এবং সব মানুষই আল্লাহ্‌র কাছে **দোষী** হয়ে আছে।" দশ হুকুম-নামা আমাদেরকে বলে যে: আপনি নিজেকে যতই ভাল মনে করুন না কেন, আপনি কখনোই আল্লাহ্‌র নিখুঁত ধার্মিকতার যে আদর্শ তা সন্তুষ্ট করতে পারবেন না। আপনি একজন শরীয়ত ভাঙগার দায়ে দোষী ব্যক্তি। গর্ব করা বন্ধ করুন![১৩৬]

২. **আল্লাহ্‌র শরীয়ত আমাদের গুনাহকে প্রকাশ করে দেয়।** "কেননা শরীয়তের কারণেই মানুষ গুনাহের বিষয়ে **চেতনা** লাভ করে।" শরীয়ত একটি এক্সরে এর মত। রেডিওগ্রাফী কোন ভাঙগা হাড় বা ক্ষয় হয়ে যাওয়া দাতের ছবি প্রকাশ করতে পারে কিন্তু তা মেরামত করতে পারে না। একইভাবে, "গুনাহের কারণে তাঁর দৃষ্টিতে কোন মানুষই সৎ [ভাল ঘোষণা করার মত] নাই।" দশ হুকুম-নামা একজন গুনাহগারের কাছে একটি আয়নার মত যা তার নোংরা মুখকে প্রকাশ করে। আয়না শুধুমাত্র নোংরা দেখাতে পারে কিন্তু তা দূর করতে পারে না। আল্লাহ্‌র আইন বা শরীয়ত আমাদের গুনাহকে প্রকাশ করে এবং কলুষিত করে কিন্তু তা দূর করতে পারে না।

কয়েক বছর আগে আমি সেনেগালের একটি রোমান ক্যাথলিক মাধ্যমিক স্কুলের গণিত শিক্ষককে আল্লাহ্‌র শরীয়তের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করছিলাম। তার জন্য এটি ছিল একটি বেদনাদায়ক আবিষ্কার। তার কণ্ঠে হতাশা নিয়ে, তিনি বললেন, "ঠিক, তাহলে দেখা যায় যে, দশ হুকুম-নাম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে আমরা আল্লাহ্, যিনি পবিত্র এবং গুনাহের বিচারক, তাঁর সামনে অসহায় গুনাহগারের মত, এবং আমরা আমাদের ভাল কাজের দ্বারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি না অথবা আমাদের মুনাজাত ও রোজা দিয়ে রক্ষা করতে পারি না। তাহলে কিভাবে আমরা আল্লাহ্‌র সামনে গ্রহণযোগ্য হতে পারি? এর সমাধান কি?"

৩. **আল্লাহ্‌র আইন আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সমাধানের দিকেই নির্দেশ করে।** যেভাবে কোন হাসপাতালের এক্সরে ফিজিশিয়ান মানুষকে তার ভাঙগা পায়ের জন্য একজন যোগ্য ডাক্তারের দিকে নির্দেশ করেন যিনি তার ভাঙগা হাড় জোড়া দিতে পারেন, ঠিক তেমনি করে আইন বা শরীয়ত এবং নবীরা আমাদেরকে সেই "ডাক্তারের" দিকে নির্দেশ করেন যিনি "আমাদেরকে শরীয়তের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারেন।" (গালাতীয় ৩:১৩) আমরা তাঁর সম্পর্কে খুব শীঘ্রই শুনতে পাব।[১৩৭]

সাহায্য!

আপনি যদি ডুবে যেতে থাকেন আর সেখানে কাছেই যদি কেউ আপনাকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে এমন কেউ থাকে, তাহলে আপনি কি তার কাছে সাহায্য চাইবেন না?

মৃত্যুজনক শাস্তি থেকে আপনি নিজেকে যে রক্ষা করতে পারেন না তা চিহ্নিত করতে পারা হল বিজয়ের প্রথম ধাপ। মানুষের সাহায্য প্রয়োজন—সেই সাহায্য একমাত্র আল্লাহ্ই করতে পারেন।

সম্ভবত আপনি এই কথা বলতে শুনেছেন: "আল্লাহ্ তাদেরকেই সাহায্য করেন যারা নিজেদের সাহায্য করে।" এই প্রবাদটি হয়তো

আমাদের জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে কিন্তু যখন আমাদের গুনাহের ও রূহানিক মৃত্যুর বিষয় সামনে আসে তখন তার উল্টোটা সত্যি হয়: আল্লাহ্ তাদেরকেই সাহায্য করেন যারা জানেন যে তারা নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারবে না।

আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করেন যারা স্বীকার করে যে তাদের একজন নাজাতদাতা প্রয়োজন।

একটি জনপ্রিয় আফ্রিকান প্রবাদে বলা হয়েছে, "এমনকি যদি কোন কাঠের গুড়িকে অনেকক্ষণ ধরে পানিতে ডুবানো হয়, তা কখনোই কুমির হয়ে যাবে না।"

তেমনিভাবে মানুষ তার কলুষিত চরিত্রের পরিবর্তন করতে এবং নিজেদের ধার্মিক করে তুলতে পারে না।

কলুষিত

আদমের কথা চিন্তা করেন। আল্লাহ্ তাকে মাত্র একটি আইন বা নিয়ম দিয়েছিলেনঃ

নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছের ফল খাবে না।

যদি আদম ও হাওয়া তাদের সৃষ্টিকর্তা-মালিকের বাধ্য থাকতেন তাহলে তারা চিরকাল ধরে বেঁচে থাকতে পারতেন এবং আল্লাহ্র সাথে একটি চমৎকার সম্পর্ক তৈরী করতে পারতেন। কিন্তু তা ঘটে নাই।

আমাদের পুর্বপুরুষ নিয়ম ভাংগলেন এবং আল্লাহ্র সাথে তাদের সম্পর্ক ভেঙেগ গেল। গুনাহগার হিসাবে, তারা তখন আল্লাহ্র কাছ থেকে লুকাতে চেয়েছিলেন। তারা লজ্জা অনুভব করছিলেন এবং নিজেদের চেষ্টায় ডুমুর পাতা দিয়ে তাদের উলঙগতা ঢাকার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের খোঁজ করলেন, তাদেরকে এক ঝলক তাঁর রহমত ও ন্যায়বিচার দেখালেন এবং তাঁর উপস্থিতি থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দিলেন। যতক্ষণ না তিনি কোন উপায় দিচ্ছেন তারা চিরকাল নির্বাসিত থাকবে। তারা নিজেদেরকে কলুষিত করলেন এবং তাদের পবিত্র সৃষ্টিকর্তা ও ন্যায়বিচারকের সামনে নিন্দিত হলেন।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে: পবিত্র এদন বাগান থেকে আদম ও হওয়াকে বের করে দিতে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তাদের কয়টি গুনাহ্ করতে হয়েছিল? একটি মাত্র গুনাহ্। তাদের পূর্বের করা কোন "ভাল কাজ" বা নিজেরদের প্রচেষ্টা তাদেরকে গুনাহের ফলাফল থেকে আলাদা করতে পারে নাই।

"ভাল" হচ্ছে আল্লাহ্র স্বাভাবিক মানদন্ড। যখন আদম গুনাহ্ করলেন, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তিনি আর "ভাল" রইলেন না। তিনি

এমন হয়ে গেলেন যেমনটি এক গ্লাস বিশুদ্ধ পানির মধ্যে একফোটা সায়নাইড দেয়ার মতন। যদি আপনার কাছে এক গ্লাস বিষাক্ত পানি থাকে, তাহলে এর সাথে আরও বিশুদ্ধ পানি মিশালে কি এই বিষ দূর হয়ে যাবে? না। একইভাবে কোন ভাল কাজ আমাদের গুনাহের সমস্যা থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে না। এমনকি যদি ভাল কাজ গুনাহ দূর করতে পারতো, তবুও বাস্তবতা বা সত্যি হচ্ছে এটা যে আমাদের কোন "বিশুদ্ধ পানি" নেই, অর্থাৎ, সত্যিকারের কোন ধার্মিকতার কোন কাজ নেই যা আমাদের গুনাহের স্বভাবের সাথে যা যুক্ত করা যেতে পারে।

আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ।

আদমের অন্তর গুনাহ্‌ দ্বারা কলুষিত ছিল, একইভাবে হাওয়ারও তাই। আমরা প্রত্যেকেই সেই একই কলুষিত উৎস থেকে এসেছি। নবী দাউদ আমাদেরকে আল্লাহ্‌র রায় দিয়েছেন:

> "মাবুদ বেহেশত থেকে নিচে মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, দেখতে চাইলেন কেউ সত্যিকারের জ্ঞান নিয়ে চলে কিনা, দেখতে চাইলেন কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত কাজ করে কিনা। তিনি দেখলেন, **সবাই** ঠিক পথ থেকে সরে গেছে, সবাই **একসঙ্গে** খারাপ হয়ে গেছে; ভাল কাজ করে এমন কেউ **নেই, একজনও নেই**।" (জবুর শরীফ ১৪:২-৩)

আমাদের দ্বিগুণ সমস্যা

একটি শত বছরের পুরানো একটি গল্প বৃটিশ জেলের মধ্যে একজন লোকের কথা বলে যাকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। একদিন জেলখানার দরজা খুলে গেল এবং জেলার ভিতরে প্রবেশ করলেন।

জেলার বললেন, "উঠে দাঁড়াও, আনন্দ কর!"। "রানী তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

জেলারের কথায় সেই লোকটি কোন আবেগ বা অনুভুতিই দেখালেন না তা দেখে তিনি অবাক হলেন।

একটি দলিল হাতে নিয়ে জেলার পুনরায় কথাটি সেই লোকটিকে বললেন, "এই, আমি তোমাকে বলছি, আনন্দ কর!"। "এই যে সেই ক্ষমার দলিল। রাণী তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন!"

"এই সময়, লোকটি তার জামা ছিড়ে ফেললেন এবং একটি ভয়ানক চাহনি দিয়ে বললেন, "আমার শরীরে ক্যান্সার আছে যা আমাকে কয়েকদিন বা সপ্তাহের মধ্যে মেরে ফেলবে। যদি না রাণী এই ক্যান্সারও দূর করতে না পারেন তাহলে এই আমার কাছে কোন ক্ষমার মূল্য নেই।"

লোকটি জানতেন যে তার ক্ষমার চেয়ে আরও বেশি কিছু দরকার ছিল; তার একটি নতুন জীবন দরকার ছিল।

আদম বংশের প্রত্যেকেই এই কলুষিত লোকের মত। ভালমন্দের পছন্দ অনুসারে এবং জন্মগতভাবে গুনাহগার হওয়াটি আমাদেরকে উভয় সংকটের মধ্যে ফেলে: আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে করা আমাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা দরকার এবং আমাদের ধার্মিকতা দরকার, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অনন্তকালীন জীবন দরকার যা আমাদেরকে তাঁর উপস্থিতির মধ্যে বাস করতে যোগ্য করে তুলবে।

সংক্ষেপে, এই হল আমাদের দ্বিমুখী সমস্যা:

- **গুনাহ**: আমরা দোষী গুনাহগার। একমাত্র আল্লাহ্‌ই পারেন আমাদের গুনাহের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং আখেরী শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করতে।

  আমাদের আল্লাহ্‌র **ক্ষমা** প্রয়োজন।
- **লজ্‌জা**: আমরা রূহানিক ভাবে উলঙ্গ। একমাত্র আল্লাহ্‌ই পারেন আমাদেরকে তাঁর ধার্মিকতার কাপড় পড়াতে এবং আমাদেরকে অনন্ত জীবন দিতে।

  আমাদের আল্লাহ্‌র **পরিপূর্ণতা** দরকার।

আমাদের গুনাহ্‌ এবং লজ্‌জা ঠিক করতে দ্বিগুণ নিরাময় দরকার যা আমরা উৎপন্ন করতে পারিনা। সুখবর হচ্ছে আল্লাহ্‌ ইতিমধ্যেই তা সরবরাহ করেছেন।

১৬

নারীর বংশ

একটি হিমশীতল, কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে দুইজন ছোট শিশু একটি গভীর, পিচ্ছিল গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। দুইজনই আঘাত পেল, ভয় পেল এবং নিজেদেরকে অসহায় মনে হল। কেউই কাউকে সাহায্য করতে পারছিলো না কারণ তারা দুইজনই একই বিপদজনক অবস্থার মধ্যে ছিল। যদি না কুয়ার বাইরে থেকে কোন উদধারকারী না আসে তাহলে শীঘ্রই তারা মৃত্যুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। তিনজন ব্যক্তি তাদের সাহায্যের জন্য আর্তনাদ শুনতে পেলেন। কোমড়ে দড়ি বেঁধে একজন লোক সেই অন্ধকার কূয়ার মধ্যে নেমে গেলেন। তারা শিশুদেরকে সেই গর্তের বাইরে নিয়ে আসলো।

তাদের উদধারকর্তা বাইরে থেকে এসেছিল।

যেদিন আদম ও হাওয়া প্রথম গুনাহ্ করেছিলেন, তারা এই দুইজন শিশুর মতই হয়ে পড়েছিলেন। তারা নিজেদেরকে সেই গুনাহের গর্তের মধ্যে থেকে রক্ষা করতে অসহায় ছিলেন যার মধ্যে তারা পড়ে গিয়েছিলেন। যদি তাদেরকে পার্থিব মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে হয় তাহলে পতিত এই মানব জাতির বাইরে থেকে, অর্থাৎ বেহেশত থেকে একজনকে আসতে হবে যিনি তাদেরকে রক্ষা করতে পারবেন।

এই বিষয়ে কোন ভুল করবেন না। মানব জাতির অবস্থা খুবই ভয়াবহ, তাদের কোন নিজস্ব উদ্বারকর্তা বা নাজাতদাতা নেই।

শতশত বছর ধরে কোন রকম ভিন্নতা ছাড়াই, আদমের সমস্ত বংশধর—নারী হোক বা পুরুষ হোক—উত্তরাধিকারসূত্রে পাপের প্রতি অনুগত হবার প্রকৃতি লাভ করেছে। প্রত্যেকেই গুনাহের অভিশাপের নিচে জন্মগ্রহণ করছে।

গুনাহের অভিশাপ ও পরিণতি থেকে গুনাহগারদেরকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ একজন গুনাহবিহীন মানুষকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার

পরিকল্পনা করলেন যিনি গুনাহগারদের সমস্ত গুনাহ্ থেকে উদ্ধার করবেন। যারা গুনাহের সেই গর্ত থেকে রক্ষা পেতে চায়, তিনি তাদের রক্ষা করবেন।

আল্লাহ্‌পাক কিভাবে তা করবেন? কিভাবে একজন আদমের স্বভাবের উত্তরাধিকারী না হয়ে মানুষের পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পারে? যেদিন মানুষ গুনাহ্ করেছিল সেই দিনই আল্লাহ্ তার প্রথম চিহ্ন দিয়েছিলেন।

মাবুদ "সর্পকে" পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছিলেনঃ

> "আমি তোমার ও স্ত্রীলোকের মধ্যে ও তোমার বংশ ও **স্ত্রীলোকের** মধ্যে দিয়ে আসা **বংশের** মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করবো। সেই বংশের একজন তোমার মাথা পিষে দেবে আর তুমি তার পায়ের গোড়ালীতে ছোবল মারবে।" (পয়দায়েশ ৩:১৫)

"স্ত্রীলোকের বংশ" বলার মধ্যে দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্ এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ইনি স্ত্রীলোকের মধ্যে দিয়ে জন্মগ্রহণ করা একজন পুরুষ সন্তান হবেন, যিনি গুনাহগারদেরকে রক্ষা করবে এবং চূড়ান্তভাবে শয়তানের বা ইবলিসের মাথা পিষে দিবে এবং মন্দতা দূর করে দিবে। শত শত যেসকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এটি ছিল তার মধ্যে প্রথম এবং প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণী পরিষ্কারভাবে ইতিহাসের সেই সময়কে নির্দেশ করে যে, যখন মসীহ্ নাজাতদাতা এই পৃথিবীতে আসবেন।

কেন স্ত্রীলোকের বংশ?

কেন মসীহ্ "**স্ত্রীলোকের** বংশ" দিয়ে মানব ইতিহাসে আসবেন? কেন তিনি "**স্ত্রীলোকের** মধ্যে দিয়ে জন্মগ্রহণ করবেন" কিন্তু পুরুষদের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করবেন না? (গালাতীয় ৪:৪)

এর উত্তর হলো: যখন গুনাহগারদের উদ্ধারকর্তা আদমের গুনাহের স্বভাবের বংশকে রক্ষা করতে আসবেন, তাকে অবশ্যই গুনাহের গর্তের বাইরে থেকে আসতে হবে। তাকে বেহেশ্ত থেকে নেমে আসতে হবে।

আল্লাহ্ যখন স্ত্রীলোকের বংশের এই ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করেছিলেন তার অনেক পরে নবী ইশাইয়া লিখেছেন:

> "কাজেই দীন-দুনিয়ার মালিক নিজেই তোমাদের কাছে একটা চিহ্ন দেখাবেন। **তা হলো, একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে**

> **গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে;** তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানূয়েল [যার অর্থ "আমাদের সাথে আল্লাহ্ মাবুদ"]।"
> (ইশাইয়া ৭:১৪)

নাজাতদাতা মানুষের পরিবারে প্রবেশ করবেন এমন একজন যুবতী মহিলার মধ্যে দিয়ে যিনি কখনোই কোন পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্কে জড়িত হন নাই। এটাই হবে মসীহের জন্য আদমের পতিত বংশের কাছে কোন রকম গুনাহের স্বভাবের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে প্রবেশ করার মাধ্যম।

"কিন্তু এক মিনিট অপেক্ষা করুন," কেউ একজন বলেছেন; "মহিলারাও তো গুনাহগার। এমনকি যদি মসীহ্ একজন অনন্য মহিলার মধ্যে দিয়ে জন্মগ্রহণ করেন তবুও কি তিনি তাঁর মায়ের গুনাহের স্বভাবের দ্বারা কলুষিত হবেন না?"

এখন থেকে কয়েক পৃষ্ঠা পরে, আমরা শুনতে পারবো যে, কিভাবে আল্লাহ্‌র পাক-রূহ্ এই আশ্চর্য গর্ভধারণ নিয়ে আসলেন। যাহোক, আসুন প্রথমে আমরা আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার কিছু পরিষ্কার ধারণা নিয়ে আলাপ করি যে, কেন তিনি তাঁর গুনাহবিহীন পুত্রকে একজন কুমারীর গর্ভে এই জগতে পাঠালেন। যেখানে আদমের বংশের সবার মধ্যে গুনাহ্ ছড়িয়ে আছে সেখানে কিভাবে মসীহ্ গুনাহ্ বিহীন জন্মগ্রহণ করতে পারেন?

গুনাহ্ দ্বারা কলঙ্কিত নয়

ইতিমধ্যেই ১৩ অধ্যায়ে আমরা শিখেছি যে, আল্লাহ্ মানব জাতিকে শয়তানের রাজ্যের গুনাহ্ ও মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করার জন্য আদমকে দায়ী করেছেন। হাওয়া প্রতারিত হয়েছিল; আদম নয়। যখন পুরুষদের মত মহিলারাও গুনাহের স্বভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, কিতাব এটি পরিষ্কার করে বলে যে এটি আসলে আদমের সাথে আমাদের সংযোগ যার জন্য আমরা গুনাহের স্বভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করি।[১৩৮]

হিব্রুতে, আদম শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল লাল মাটি। আল্লাহ্ আদমের শরীর পৃথিবীর মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন। আদম গুনাহ্ করার পর, আল্লাহ্ তাকে বলেছিলেন, "তোমার এই ধুলার শরীর **ধুলাতেই মিশে যাবে**।" (পয়দায়েশ ৩:১৯)

বিপরীত দিকে, হাওয়া নামের অর্থ হল জীবন। এই নামটি প্রথম স্ত্রীলোককে দেয়া হয়েছিল, "কারণ তিনি **সমস্ত জীবিত** লোকদের মা হবেন।" (পয়দায়েশ ৩:২০) যেদিন গুনাহ্ পৃথিবীতে প্রবেশ করলো, আল্লাহ্ তাঁর পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন যাতে তিনি আমাদের গুনাহের সমস্যা

নিয়ে কাজ করতে পারেন এবং দুনিয়াকে “**স্ত্রীলোকের** বংশের” মধ্যে দিয়ে অনন্তজীবন দিতে পারেন। (পয়দায়েশ ৩:১৫)

এমনকি যদিও মসীহের শরীর থাকবে এবং রক্ত থাকবে, কিন্তু তিনি আদমের গুনাহের দ্বারা প্রভাবিত রক্তধারার মধ্যে দিয়ে আসবেন না। তিনি গুনাহ্ দ্বারা মিশ্রিত থাকবেন না।

মজার ব্যাপার হলো, জৈবিক ভিত্তিতে বর্তমান সময়ে আমরা জানি যে সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে তা পিতার বংশের (শুক্রানু) উপর নির্ভর করে মায়ের বংশ (ডিম্বানুর) উপর নয়। আমরা এটাও জানি যে, গর্ভধারণের সময় থেকে গর্ভে এমন একটি শিশুর একটি রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থা রয়েছে যা তার মায়ের থেকে আলাদা। চিকিৎসা বিজ্ঞান এটা বলে যে, গর্ভের ফুল একটি অনন্য বাধা গঠন করে যা খাদ্য এবং অকিসজেনকে ভ্রূণের মধ্য দিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার সময় মায়ের রক্তকে পৃথক রাখে।”[১৩৯] এমন কি আল্লাহ্ প্রথম মানুষ সৃষ্টি করার পূর্বেই তিনি মসীহের দুনিয়াতে আসার সমস্ত পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন।

সেই ভাঙগা ডালের কথা স্মরণ করুন। সেই পৃথক, মৃত শাখার মত, মানুষের পরিবারও রূহানিকভাবে মৃত, জীবনের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন। যদিও গুনাহগারদের নাজাতদাতা রূহানিক ভাবে মৃত ও গুনাহে কলুষিত আদমের পরিবারের মধ্যেই বাস করবেন, কিন্তু তিনি সেটা থেকে সৃষ্ট নন। তিনি নিজেই “প্রকৃত আঙগুর গাছ” (ইউহোন্না ১৫:১), যিনি জীবনের প্রকৃত উৎস।

তিনি নিখুঁত হবেন।

“নিখুঁত” বলতে এটা বোঝায় না যে তার শরীরে কখনো ব্রন, আঘাতের দাগ বা ক্ষতচিহ্ন থাকবে না। এর অর্থ হল তিনি চরিত্রে নিখুঁত হবেন। তাঁর মধ্যে গুনাহবিহীন স্বভাব থাকবে। তিনি কখনোই আল্লাহ্র আইন বা শরীয়ত ভঙ্গ করবেন না। তিনি হবেন “পবিত্র/পাক, দোষশূন্য, ও খাঁটি, গুনাহগারদের থেকে আলাদা, এবং আল্লাহ্ তাঁকে আসমানের চেয়েও উপরে তুলেছেন।” (ইবরানী ৭:২৬)

এটা কি কোন আশ্চর্যের বিষয় যে গুনাহবিহীন মসীহ্কে **দ্বিতীয়** মানুষ এবং **শেষ** আদম বলা হয়?

দ্বিতীয় মানুষ

> “কিতাবে এইভাবে লেখা আছে, ‘**প্রথম মানুষ আদম** জীবন্ত প্রাণী হলেন।’ আর **শেষ আদম** জীবনদানকারী রূহ্ হলেন। কিন্তু যা অসাধারণ তা প্রথম নয়, বরং যা সাধারণ তা-ই প্রথম,

> তারপর অসাধারণ। **প্রথম মানুষ** মাটি থেকে এসেছিলেন, তিনি মাটিরই তৈরী; কিন্তু **দ্বিতীয় মানুষ** বেহেশ্‌ত থেকে এসেছিলেন।" (১ করিন্থীয় ১৫:৪৫-৪৭)

এমনকি যেভাবে "প্রথম মানুষ" সম্পূর্ণ মানবজাতিকে ইবলিসের অন্ধকার রাজ্যের অপবিত্রতা ও মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করেছিলেন, তাই "দ্বিতীয় মানুষ" অনেক লোককে শয়তানের রাজ্য থেকে বের হয়ে আসতে এবং আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার ও জীবনের গৌরবময় রাজ্যে প্রবেশ করতে পরিচালিত করবেন। এই কারণে, যে দিন গুনাহ্ মানবজাতিকে কলুষিত করেছিল সেই দিনই মাবুদ শয়তানকে জানিয়ে দিলেন যে, স্ত্রীলোকের বংশ থেকে একজন দুনিয়াতে আসবেন এবং তিনি তাকে আঘাত করবেন এবং পরিশেষে তাকে পিষে দিবেন।

নবী মিকাহ্ এই ওয়াদা করা নাজাতদাতা সম্পর্কে লিখেছেন:

> "হে **বেথেলহেম**-ইফ্রাথা, যদিও তুমি এহুদার হাজার হাজার গ্রামগুলোর মধ্যে ছোট, তবুও তোমার মধ্যে থেকে আমার পক্ষে এমন একজন আসবেন যিনি হবেন ইস্রাইলের শাসনকর্তা, **যার শুরু পুরানো দিন থেকে, অনন্তকাল থেকে**… কারণ তিনি যে মহান সেই কথা তখন দুনিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত সবাই স্বীকার করবে। আর তিনিই শান্তি আনবেন।" (মিকাহ্ ৫:২;৪-৫)

নবী মিকাহ্ মসীহ্ সম্পর্কে শুধুমাত্র এই ভবিষ্যদ্বাণীই করেন নাই যে তিনি "বেথেলহেম"[১৪০] নগরে জন্মগ্রহণ করবেন কিন্তু সেই সাথে তিনি এটাও ঘোষণা দিয়েছেন যে এই নাজাতদাতার অস্তিত্ব "সেই পুরানো দিন থেকে, অনন্তকাল থেকে।"

সেই অনন্তকালীন ব্যক্তি অনন্তকাল থেকে সময়ের মধ্যে আসবেন।

নবীদের করা ভবিষ্যদ্বাণী

নবীরা, যারা ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, মসীহ্ একজন কুমারীর গর্ভে বেহেলহেম নগরে জন্মগ্রহণ করবেন। তারা এটাও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি তাঁর পূর্বে একজন অগ্রদূত পাঠাবেন যে তাঁর আগমন ঘোষণা করবেন। তারা লিখেছেন যে আল্লাহ্‌র বাঁছাই করা ব্যক্তির উপাধী হবে আল্লাহ্‌র পুত্র এবং মনুষ্য-পুত্র। তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি অন্ধদেরকে দেখতে দিবেন, বধির লোক শুনতে পাবে এবং নুলা ব্যক্তি হাঁটতে পারবে। তিনি গাধার পিঠে চড়ে জেরুশালেমে প্রবেশ করবেন এবং তাঁর নিজের লোকেরা তাঁকে

প্রত্যাখ্যান করবে। তাঁকে নিয়ে তামাশা করা হবে, তাঁর গায়ে থুথু দেয়া হবে, তাঁকে অত্যাচার করা হবে এবং সলিবে দেওয়া হবে। তিনি নিজে কোন গুনাহ্ করবেন না কিন্তু অন্যদের গুনাহের জন্য নিজের প্রাণ দিবেন। তাঁকে একজন ধনী লোকের কবরে রাখা হবে, কিন্তু তাঁর শরীর পচন ধরবে না। তার পরিবর্তে, তিনি মৃত্যুকে জয় করবেন, নিজেকে জীবিত করে তুলবেন, এবং বেহেশ্তে ফিরে যাবেন যেখান থেকে তিনি এসেছিলেন।[১৪১]

ইতিহাসের কোন ব্যক্তিটি, যিনি নবীদের বলা এই বাণী পূর্ণ করেছেন?

ইনি সেই একই ব্যক্তি যিনি পৃথিবীর ইতিহাসকে দুইভাগে ভাগ করেছেন।

তার নাম হল ঈসা।

আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা রক্ষা করেন

শতশত বছর ধরে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে তিনি মসীহ্ নাজাতদাতাকে এই দুনিয়ায় ইব্রাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব, এহুদা, দাউদ এবং সোলায়মানের বংশের মধ্যে দিয়ে পাঠাবেন। এইজন্য, মথির লেখা সুখবর (আরবীতে: ইঞ্জিল), যেটি নতুন নিয়মের প্রথম পুস্তক, এভাবে শুরু হয়েছেঃ

> "ঈসা মসীহ্ দাউদের বংশের এবং দাউদ ইব্রাহিমের বংশের লোক। ঈসা মসীহের বংশ তালিকা এই: ইব্রাহিমের ছেলে ইসহাক, ইসহাকের ছেলে ইয়াকুব; ইয়াকুবের ছেলে এহুদা…"

এই দীর্ঘ বংশতালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে "রাজা দাউদ যার পুত্র শলোমন," এবং শেষ হয়েছে "মরিয়মের স্বামী ইউসুফকে দিয়ে, যাদের ঘরে ঈসা জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাকে মসীহ্ বলা হয়" (মথি ১:১-২;১৬)। হিব্রু শবদ মসীহ্ যার যার অর্থ অভিষিক্ত [মনোনিত] ব্যক্তি।[১৪২] এই বংশ তালিকায় ঈসার বৈধ অধিকার যেন তিনি দাউদের সিংহাসনে বসতে পারেন এবং এটি প্রকাশ করে যে, ঈসা ছিলেন সরাসরি ইব্রাহিম, ইসহাক, এবং ইয়াকুবের বংশধর, যাদের কাছে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছিলেন যে, তিনি দুনিয়ার জন্য একটি রহমত পাঠাতে যাচ্ছেন।

সময় এসেছে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করার, আর সেই পরিকল্পনা হল "আল্লাহ্ তাঁর নবীদের মধ্যে দিয়ে পাক-কিতাবের মধ্যে আগেই এই সুসংবাদের ওয়াদা করেছিলেন। সেই সুসংবাদ হল তাঁর পুত্রের বিষয়ে…" (রোমীয় ১:২-৩)

মহান আল্লাহ্‌র পুত্র

লূক লিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে জাকারিয়ার কাছে ফেরেস্তা জিবরাইলের আকর্ষণীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ করা আছে যার দায়িত্ব ছিল বায়তুল মোকাদ্দসের ইমাম হিসাবে লোকদের মুনাজাত ও কোরবানী উৎসর্গ করা। এমনকি যদিও জাকারিয়া এবং তার স্ত্রী এলিজাবেতের সন্তান নেয়ার জন্য অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল, তবুও জিবরাইল তাকে বললেন যে, তার স্ত্রী একজন পুত্র সন্তান প্রসব করবেন, যার নাম তারা দিবেন ইয়াহিয়া। এই ইয়াহিয়া মসীহের অগ্রদূত হবেন।

এই গল্প ধারাবাহিক ভাবে চলছিল যখন জিবরাইল ফেরেস্তা আল্লাহ্‌র ভয়শীল একজন যুবতী মেয়ের কাছে আসলেন যার নাম ছিল মরিয়ম।

> "এলিজাবেতের যখন ছয় মাসের গর্ভ তখন আল্লাহ্ গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রামের মরিয়ম নামে একটি অবিবাহিতা সতী মেয়ের কাছে জিবরাইল ফেরেস্তাকে পাঠালেন। বাদশাহ্ দাউদের বংশের ইউসুফ নামে একজন লোকের সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল।
>
> ফেরেস্তা মরিয়মের কাছে এসে তাকে সালাম জানিয়ে বললেন, "মাবুদ তোমার সঙ্গে আছেন এবং তোমাকে অনেক দোয়া করেছেন।" এই কথা শুনে মরিয়মের মন খুব অস্থির হয়ে উঠলো। তিনি ভাবতে লাগলেন এই রকম সালামের মানে কি।
>
> ফেরেস্তা তাকে বললেন, "মরিয়ম, ভয় কোরো না, কারণ আল্লাহ্ তোমাকে খুব রহমত করেছেন। শোন, **তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম ঈসা রাখবে**। তিনি মহান হবেন। তাঁকে **আল্লাহ্‌তা'লার পুত্র বলা হবে**। মাবুদ আল্লাহ্‌র তাঁর পূর্ব পুরুষ বাদশাহ্ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন। তিনি ইয়াকুবের বংশের লোকদের উপরে চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন। তাঁর রাজত্ব কখনও শেষ হবে না।"
>
> তখন মরিয়ম ফেরেস্তাকে বললেন, **"এ কেমন করে হবে? আমার তো বিয়ে হয় নি।"**
>
> ফেরেস্তা বললেন, **"পাক-রূহ্ তোমার উপরে আসবেন এবং আল্লাহ্‌তা'লার শক্তির ছায়া তোমার উপরে পড়বে। এই জন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তাঁকে ইবনুল্লাহ বলা হবে।... আল্লাহ্‌র কাছে অসম্ভব বলে কোন কিছুই নেই।"** (লূক ১:২৬-৩৭)

গুনাহগারদের নাজাতদাতা

কয়েকমাস পরে, ইউসুফ জানতে পারলেন যে তার বাগদত্তা স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছেন। ভুলবশত তিনি এই কথা চিন্তা করলেন: যে মরিয়ম তার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছেন। তিনি তাদের বিয়ের বিষয়টি ভেঙে দিতে চাইলেন।

> "মরিয়মের স্বামী ইউসুফ সৎ লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি লোকের সামনে মরিয়মকে লজ্জায় ফেলতে চাইলেন না; এই জন্য তিনি গোপনে তাঁকে তালাক দেবেন বলে ঠিক করলেন। ইউসুফ যখন এই সব ভাবছিলেন তখন মাবুদের এক ফেরেস্তা স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে বললেন, 'দাউদের বংশধর ইউসুফ, মরিয়মকে বিয়ে করতে ভয় কোরো না, কারন তার গর্ভে যিনি জন্মেছেন তিনি **পাক-রূহের শক্তিতেই** জন্মেছেন। তার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম রাখবে **ঈসা, কারণ তিনি তাঁর লোকদের তাদের গুনাহ্ থেকে নাজাত করবেন।**'"
>
> (মথি ১:১৯-২১)

পয়দায়েশ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, পাক-রূহ্ হলেন আল্লাহ্পাক নিজেই।[১৪৩] আল্লাহ্ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি অতি আশ্চর্যরূপে তাঁর অনন্তকালীন কালামকে মরিয়মের গর্ভে স্থাপন করেছেন।

ঈসা হচেছ ইংরেজী শবদ যার গ্রীক শবদ হল ইয়েসুস, হিব্রু শবদ ইয়াহোসুয়া থেকে এসেছে, যেটি সংক্ষিপ্ত করে বলা হয় ইয়েসুয়া।

এই নামের অর্থ হলোঃ **"মাবুদ উদধার করেন।"**

> "এই সব হয়েছিল যেন নবীর মধ্য দিয়ে মাবুদ এই যে কথা বলেছিলেন তা **পূর্ণ হয়**: 'একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল।' - এই নামের মানে হল, **'আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্।'**
>
> মাবুদের ফেরেস্তা ইউসুফকে যেমন হুকুম দিয়েছিলেন, ঘুম থেকে উঠে তিনি তেমনই করলেন। তিনি মরিয়মকে বিয়ে করলেন, কিন্তু ছেলের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে মিলিত হলেন না।
>
> পরে ইউসুফ ছেলেটির নাম **ঈসা** রাখলেন।"
>
> (মথি ১:২২-২৫)

আল্লাহ্‌র কালাম পূর্ণ হল

আল্লাহ্‌ তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে শুরু করেছিলেন যে পরিকল্পনা তিনি সেই দিন করেছিলেন যেদিন গুনাহ্‌ দুনিয়াতে প্রবেশ করেছিল। “স্ত্রীলোকের বংশ” জন্মগ্রহণ করতে চলেছে!

মসীহ্‌ কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন সেই বিষয়ে মিকাহের করা ভবিষ্যদ্বাণী আমরা কয়েক পৃষ্ঠা আগেই পড়েছি। মাবুদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিনি বেহেলহেম নগরে জন্মগ্রহণ করবেন যা বাদশাহ্‌ দাউদের নগরী।

কিন্তু সেখানে একটি সমস্যা ছিল।

মরিয়ম ও ইউসুফ নাসারতে বাস করতেন, আর বেহেলহেম অনেক দিনের যাত্রাপথ।

কিভাবে মিকাহর করা ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে?

কোন সমস্যা নাই।

আল্লাহ্‌ রোমান সম্রাজ্যকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার জন্য ব্যবহার করলেন।

> “সেই সময়ে সম্রাট অগাস্টাস সিজার তার রাজ্যের সব লোকদের নাম লেখাবার হুকুম দিলেন। সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরীনিয়ের সময়ে এই প্রথমবার আদমশুমারীর জন্য নাম লেখানো হয়। নাম লেখাবার জন্য প্রত্যেকে নিজের নিজের গ্রামে যেতে লাগল। ইউসুফ ছিলেন বাদশাহ্‌ দাউদের বংশের লোক। বাদশাহ্‌ দাউদের জন্মস্থান ছিল এহুদিয়া প্রদেশের বেথেলহেম গ্রামে।
>
> তাই ইউসুফ নাম লেখাবার জন্য গালীল প্রদেশের নাসারত গ্রাম থেকে বেথেলহেম গ্রামে গেলেন। মরিয়মও তার সঙ্গে সেখানে গেলেন। এরই সঙ্গে ইউসুফের বিয়ে ঠিক হয়েছিল।
>
> সেই সময় মরিয়ম গর্ভবতী ছিলেন এবং বেহেলহেমে থাকতেই তার সন্তান জন্মের সময় এসে গেল। সেখানে **তার প্রথম ছেলের জন্ম হল**, আর তিনি ছেলেটিকে কাপড়ে জড়িয়ে যাবপাত্রে রাখলেন, কারন হোটেলে তাদের জন্য কোন জায়গা ছিল না।” (লূক ২:১-৭)

প্রতিজ্ঞাত মসীহ্‌ তাঁর আগমন কোন আরামদায়ক এবং জাকজমকপূর্ণ স্থানে করেন নি। বরং, তিনি একটি নিচু ছাদের নিচে জন্মগ্রহণ করলেন এবং যাবপাত্রে তাকে শোয়ানো হল যেখানে গরু ছাগলের খাবার রাখা হয়। তিনি এই দুনিয়াতে এমন ভাবে আসলেন যেন দুনিয়ার সবচেয়ে গরীব ও সাধারণ লোক তাঁর কাছে আসতে পারে এবং ভয় না পায়।

ফেরেস্তাদের ঘোষণা

“বেহেলহেমের কাছে মাঠের মধ্যে রাতের বেলায় রাখালেরা তাদের ভেড়ার পাল পাহাড়া দিচ্ছিল। এমন সময় মাবুদের একজন ফেরেস্তা হঠাৎ তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তখন মাবুদের মহিমা তাদের চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। এতে রাখালেরা খুব ভয় পেল।

ফেরেস্তা তাদের বললেন, **‘ভয় কোরো না, কারণ আমি তোমাদের কাছে খুব আনন্দের খবর এনেছি। এই আনন্দ সব লোকেরই জন্য। আজ দাউদের গ্রামে তোমাদের নাজাতদাতা জন্মেছেন। তিনিই মসীহ্, তিনিই প্রভু।** এই কথা যে সত্যি তোমাদের কাছে তার চিহ্ন হল এই-তোমরা কাপড়ে জড়ানো এবং যাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে দেখতে পাবে।’

এই সময় সেই ফেরেস্তার সঙেগ হঠাৎ সেখানে আরও অনেক ফেরেস্তাদের দেখা গেল। তারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বলতে লাগলেনঃ ‘বেহেশ্তে আল্লাহ্‌র প্রশংসা হোক, দুনিয়াতে যাদের উপর তিনি সন্তুষ্ট তাদের শান্তি হোক।’”

(লূক ২:৮-১৪)

দুনিয়ার ইতিহাসে এটি ছিল একটি স্মরণীয় রাত। দীর্ঘ অপেক্ষা শেষ হয়েছিল।

“এবং তিনি **তার** প্রথম সন্তান জন্ম দিলেন …” (লূক ২:৭) [১৪৪]

স্ত্রীলোকের বংশের আগমন হয়েছে। সবকিছুই ঠিক সেই রকমই হচ্ছে যেমন নবীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন-আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে এবং আল্লাহ্‌র সময়ানুসারে। [145]

আল্লাহ্ ঈসার জন্মের কথা ঘোষণা করার জন্য শুধুমাত্র ফেরেস্তাদেরকেই পাঠান নাই, সেই সাথে তিনি এই আনন্দঘন মুহূর্তটাকে সম্মান করার জন্য রাতের আকাশে একটি বিশেষ তারার ব্যবস্থা করলেন। পূর্ব দেশ থেকে একদল পন্ডিত ও ধনী ব্যক্তি সেই তারাটি লক্ষ্য করলো এবং অনুসরণ করলো। তারা জানতেন যে এটি প্রতিজ্ঞাত মসীহের আগমনকে নির্দেশ করে। দূরদেশ পারস্য থেকে যাত্রা করে এই বিখ্যাত ব্যক্তিরা জেরুশালেমে বাদশাহ্ হেরোদের কাছে গেলেন। তাদের একটি প্রশ্ন ছিল:

> “ইহুদীদের যে বাদশাহ্ জন্মেছেন **তিনি কোথায়**? পূর্ব দিকের আসমানে আমরা তাঁর তারা দেখে মাটিতে উবুড় হয়ে তাঁকে সম্মান দেখাতে এসেছি।” (মথি ২:২) [১৪৬]

শিশুর মধ্যে যে ব্যক্তি

তাহলে এই ব্যক্তি কে ছিলেন যিনি গোয়ালঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন, যাবপাত্রে শোয়ানো হয়েছে, যাঁর সম্পর্কে নবীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ফেরেস্তারা যার নাম ঘোষণা করছেন, রাখালেরা যাঁর দেখতে এসেছিল, একটি তারা দিয়ে যাঁকে সম্মান করা হয়েছে এবং যিনি পন্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন?

ফেরেস্তা রাখালদেরকে যা বলেছিলেন আসুন আর একবার তা শুনি:

> “ভয় কোরো না, দেখ, আমি তোমাদের কাছে খুব আনন্দের খবর এনেছি। এই আনন্দ সব লোকের জন্য। আজ দাউদের গ্রামে তোমাদের নাজাতদাতা জন্মেছেন। তিনিই **মসীহ্, তিনিই প্রভু।**”
> (লূক ২:১০-১১)

ঐ ছোট শিশুর মধ্যে যিনি ছিলেন তিনি হলেন স্বয়ং মাবুদ।

১৭

ইনি কে হতে পারেন?

> “লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ানো হরিণেরা কখনও গর্তে বাস করা শাবকের জন্ম দেয় না।”
>
> —উলফ প্রবাদ

যেভাবে হরিণ শুধুমাত্র হরিণ-চরিত্রের শাবক উৎপন্ন করে, একইভাবে গুনাহগার শুধুমাত্র গুনাহপূর্ণ চরিত্রের বংশধরই উৎপন্ন করে। মানুষের পক্ষে কোন উপায়ই ছিল না গুনাহের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসার। তাই সে গুনাহগার মানুষই জন্ম দেয়।

গুনাহগার ব্যক্তি

আমেরিকার চলচিত্র শিল্পের কথা চিন্তা করুন। প্রত্যেক বছর, হলিউড বিভিন্ন বলকবাস্টার সিনেমা প্রযোজনা ও রপ্তানি করছে যেখানে তারা নায়ক-নায়িকাদের এমনভাবে উপস্থাপন করে যে তারা স্বার্থপর, অনৈতিক, স্বেচ্ছাচারী, অকথ্য ভাষায় গালাগালি, ভাংচুর, প্রতিশোধ এবং প্রতারণার চরিত্রকে তুলে ধরে। যারা সিনেমার সংলাপ লেখেন কেন তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরণের গুনাহপূর্ণ চরিত্রকে তাদের সিনেমাতে অন্তর্ভুক্ত করেন? কেন এমনভাবে সিনেমা তৈরী করা হয় না যেখানে “হিরো” ধার্মিক, দয়ালু, স্বার্থহীন, ক্ষমাশীল এবং সৎ থাকে? এর কারণ হল মানবজাতি গুনাহের দ্বারা আক্রান্ত। এমনকি মানুষের কাল্পনিক চরিত্রও কলুষিত হয়ে পড়েছে। এবং হলিউডে এই অপবিত্রতার কোন সীমা নাই।

মানুষের গুনাহের চরিত্র বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন, যদি আপনি আরব দেশের অধিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে হয়তো আপনি শত বছর পুরানো লোক চরিত্র যুহার নামের সাথে পরিচিত। যুহা এবং

তার গাধার গল্প আমাদেরকে হাসায়। শতশত উপাখ্যান এই বুদ্দিধমান চরিত্রটি নিয়ে লেখা হয়েছে যেখানে ভাষা ও মাধ্যমগুলো চরিত্রায়ন করা হয়েছে বুদ্দিধ ও হাস্যরসের মাধ্যমে এবং সচারাচর তা করা হয়েছে স্বার্থপরতা, অপমানজনক মেজাজ, দূষিত চিন্তাভাবনা, প্রতিশোধ, প্রতারণা এবং ওয়াদা ভঙ্গ ইত্যাদি দেখানোর মাধ্যমে। বিষয়টি চিন্তা করুন! এমনকি আমাদের সৃষ্ট সবচেয়ে প্রিয় চরিত্রও কলুষিত হয়ে গেছে। যুহা গল্পের থেকে এখানে একটি ছোট উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

> একজন বন্ধু তার (যুহার) কাছে এল।
> বন্ধু বলল, "তুমি আমাকে কিছু টাকা ধার দিবে বলে ওয়াদা করেছিলে। আমি সেই টাকা তোমার কাছ থেকে নিতে এসেছি।"
> যুহা তাকে বলল, "আমার বন্ধু, আমি কাউকেই আমার টাকা ধার দেই না, কিন্তু আমি তোমার হৃদয়ের সন্তুষ্টির জন্য ওয়াদা করেছিলাম!"[১৪৭]

আমরা এই কাল্পনিক যুহার সাথে নিজেদেরকে তুলনা করতে পারি কারণ আমরাও এমন কিছু ওয়াদা করে থাকি যা আমরা কখনোই পূরণ করি না। আমাদের পতিত মানব স্বভাবের দিক থেকে আমরা ঠিক যুহার মত চরিত্রের লোক।

যাহোক, ইতিহাসে একজনই আছেন[১৪৮] যিনি তাঁর সমস্ত ওয়াদা রক্ষা করেছেন। তিনি সব সময়ই সত্য কথা বলেন। তিনি কখনোই প্রতারণা করেন না, অপমান করেন না, ভয় দেখান না বা প্রতিশোধ নেন না।

তাঁর নাম হল ঈসা।

> "যিনি কোন **গুনাহ্ করেন নি** কিংবা যার মুখে **কোন ছলনার কথা ছিল না।** লোকে তাঁকে যখন অপমান করেছে তখন তিনি তাদের ফিরে অপমান করেন নি, আর কষ্টভোগের সময় **প্রতিশোধ নেবার ভয়ও দেখান নি**।" (১ পিতর ২:২২-২৩)

গুনাহহীন ব্যক্তি

দুনিয়ার গুনাহে কলুষিত সংস্কৃতির বিরুদ্দেধ ঈসার জীবন একটি শক্তিশালী আদর্শ। তিনিই ছিলেন একমাত্র গুনাহবিহীন ব্যক্তি যার জন্ম হয়েছে। তিনি "আমাদের মত করে তিনিও সব দিক থেকেই গুনাহের পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়েছেন অথচ **গুনাহ্ করেননি**।" (ইবরানী ৪:১৫) তাঁর মনে কোন অপবিত্র চিন্তা ছিল না। তাঁর মুখ দিয়ে কখনো নিষ্ঠুর কথা বের হয় নাই। যখন ঈসা তাঁর অন্যান্য ভাই ও বোনদের সাথে ধীরে

ধীরে তাঁর বাড়ি নাসারতে বেড়ে উঠছিলেন,[১৪৯] তিনি স্বাভাবিকভাবেই দশ হুকুম-নামার প্রতি বাধ্য ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র অন্যান্য সমস্ত আইন পালন করেছিলেন—বাহ্যিকভাবে এবং অভ্যন্তরীণভাবে। যদিও ঈসার আমাদের মতই শারীরিক দেহ ছিল, কিন্তু তাঁর মধ্যে আমাদের মত গুনাহের চরিত্র বা স্বভাব ছিল না।

> "আমাদের গুনাহ্ দূর করবার জন্যই মসীহ্ প্রকাশিত হয়েছিলেন। **তাঁর মধ্যে কোন গুনাহ্ নেই**।" (১ ইউহোন্না ৩:৫)

ঈসার বয়স যখন ত্রিশ বছর, দুনিয়াতে তখন তিনি তাঁর কাজ করতে শুরু করলেন।[১৫০] ইবলিস ও আল্লাহ্‌র মধ্যকার যুদ্ধ ধাপে ধাপে বেড়েই চলেছিল। ইবলিস জানতো যে, আল্লাহ্‌র পুত্র তাকে পিষে দিতে আসবেন কিন্তু ঈসা কিভাবে তা করতে যাচ্ছেন তা সে জানতো না।

যে ভাবে শয়তান প্রথম মানুষকে আল্লাহ্‌র আইন অমান্য করার জন্য প্রলোভিত করেছিলো, সেইভাবে সে দ্বিতীয় মানুষ, যিনি নিখুঁত ছিলেন, তাঁকেও প্রলোভিত করার চেষ্টা করতে লাগলো যাতে তাঁকে দিয়ে আল্লাহ্‌র আইনের বিরুদ্ধে কাজ করাতে পারে।

> "তারপর ঈসা পাক-রূহের পরিচালনায় চল্লিশ দিন ধরে মরু ভূমিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সেই সময় ইবলিস তাঁকে লোভ দেখিয়ে গুনাহে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলো। এই চল্লিশ দিন ঈসা কিছুই খান নি; সেই জন্য এই দিনগুলো কেটে যাওয়ার পর তাঁর খিদে পেল।
>
> তখন ইবলিস তাঁকে বললেন, '**তুমি যদি ইবনুল্লাহ হও**, তবে এই পাথরটাকে রুটি হয়ে যেতে বল।'
>
> ঈসা ইবলিসকে বললেন, "পাক-কিতাবে লেখা আছে, 'মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না।'"" (লূক ৪:১-৪)

খেয়াল করে দেখেন ইবলিস ঈসাকে দিয়ে "মন্দ" কোন কিছু করাতে চেষ্টা করে নাই। শয়তান শুধুমাত্র চেয়েছিল যেন এই গুনাহবিহীন ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে নিজের স্বাধীনতায় কাজ করে, যেভাবে আমরা ১১ অধ্যায়ে দেখেছি যে, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা বা কাজ করা হল **গুনাহ**।

বিষয়টি হলো: যদি মসীহ্ একটি মাত্র গুনাহ্ করতেন তাহলে তিনি কখনোই গুনাহ্ ও মৃত্যুর আইনের মধ্যে থাকা আদমের অভিশাপগ্রস্থ বংশধরদেরকে রক্ষা করার কাজ সম্পন্ন করতে পারতেন না।

যেভাবে কোন ঋণগ্রস্থ মানুষ অন্য একজনের ঋন পরিশোধ করার যোগ্যতা রাখে না তেমনিভাবে কোন গুনাহগার ব্যক্তি অন্য

গুনাহগারদের গুনাহের মূল্য পরিশোধ করতে পারেন না। যাহোক, আল্লাহ্‌র পুত্র, যিনি মনুষ্যপুত্র[১৫১] হলেন, তাঁর নিজের কোন গুনাহের ঋণ ছিল না। তিনি চাইলেই মৃত্যু থেকে সরে যেতে পারতেন কারণ তিনি গুনাহ্ থেকে মুক্ত ছিলেন, কিন্তু, আমরা খুব শীঘ্রই আবিষ্কার করবো যে সেটা আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ছিল না।

ইতিমধ্যে, ইবলিস বারবার চেষ্টা করতে লাগলো যেন সে ঈসাকে আল্লাহ্‌র নিখুঁত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে কাজ করাতে পারে। প্রত্যেকবারই ঈসা কিতাবের কালাম ব্যবহার করে উত্তর দিলেন।[১৫২]

> "এরপর ইবলিস তাঁকে একটা উঁচু জায়গায় নিয়ে গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে দুনিয়ার সব রাজ্যগুলো দেখিয়ে বলল, 'এই সবের অধিকার ও সেগুলোর জাকজমক আমি তোমাকে দেব, কারণ এই সব আমাকে দেওয়া হয়েছে। আমার যাকে ইচ্ছা আমি তাকেই তা দিতে পারি। এখন তুমি যদি আমাকে সেজদা কর তবে এই সবই তোমার হবে।'
>
> ঈসা তাকে জবাব দিলেন, 'দূর হও শয়তান! পাক কিতাবে লেখা আছে, "তুমি তোমার মাবুদ আল্লাহ্‌কেই ভয় করবে, কেবল তাঁরই এবাদত করবে।'" (লূক ৪:৫-৮)

আল্লাহ্ যেমন আদমকে সমস্ত সৃষ্টির উপর রাজত্ব করার যে ক্ষমতা দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই এখন ইবলিস যীশুকে সেই রাজত্বের প্রস্তাব দিচ্ছিল, যা শয়তান চুরি করেছিল যখন আদম তাকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।[১৫৩]

আদমের মত, ঈসা ইবলিসের বাধ্য হন **নাই**।

আল্লাহ্‌র কালাম মাংসে মূর্তিমান হলেন।

ঈসার অনুসারীগণ

দুনিয়াতে ঈসার কাজ শুরু করার ঠিক পরপরই, তিনি বারোজন লোককে বাঁছাই করলেন যেন তারা তিনি যেখানে যেখানে যান সেখানে তাঁর সাথে যেতে পারে। অনেক মহিলারাও তাঁকে অনুসরণ করতেন। ঈসা যা কিছু করেছেন ও বলেছেন তার সবকিছুর সাক্ষী এই পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা হয়েছিলেন।

> "এরপর ঈসা গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে ঘুরে আল্লাহ্‌র রাজ্যের সুসংবাদ তবলিগ করতে লাগলেন। তাঁর সংগে তাঁর বারোজন সাহাবী ও কয়েকজন স্ত্রীলোকও ছিলেন। এই স্ত্রীলোকেরা ভূতের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন... ঈসা

ও তাঁর সাহাবীদের সেবা-যত্নের জন্য এরা সবাই নিজের টাকা-পয়সা খরচ করতেন।” (লূক ৮:১-৩)

ঈসা পুরুষ, মহিলা ও শিশু সবাইকে সমান সম্মান দেখিয়েছেন। কিতাবের সুখবরের পুস্তকগুলোতে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেখানে আমরা দেখি যে ঈসা মহিলাদের সাথে সম্মান ও দয়ার সাথে ব্যবহার করতেন যা সেই সময়কার ইহুদী ও রোমীয় সংস্কৃতিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

ঈসা হুনিয়ার সবাইকে অসীম মূল্যবান হিসেবে দেখতেন, কিন্তু তাঁর কথা শোনার জন্য, তাঁকে বিশ্বাস করার জন্য অথবা তাঁকে অনুসরণ করার জন্য কখনোই কাউকে জোর করেন নাই। যত কষ্টই হোক না কেন তাঁর কথা শোনার জন্য এবং সত্যকে আলিঙগন করার জন্য যাদের অন্তর ও হৃদয় ইচ্ছুক ছিল তিনি তাদের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন।

একটি প্রধান প্রশ্ন

অনেক সাধারণ লোকেরা ঈসাকে অনুসরণ করতো, কিন্তু ইহুদী ধর্ম নেতারা তাঁকে অনুসরণ করতো না।

একদিন ঈসা তাদেরকে একটি কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন:

“আপনারা মসীহের বিষয়ে কি মনে করেন? তিনি কার বংশধর?” (মথি ২২:৪২)

তারা এই বলে উত্তর দিলেন যে মসীহ্ দাউদের বংশ থেকে আসবেন। ঈসা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, দাউদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে প্রতিজ্ঞাত নাজাতদাতা হুনিয়ার দিক দিয়ে দাউদের বংশধর এবং একই সাথে তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র। [১৫৪]

এর আগে ঈসা তাঁর সাহাবীদেরকেও এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন:

“‘ইবনে আদম কে, এই বিষয়ে লোকেরা কি বলে?’

তারা বললেন, ‘কেউ কেউ বলে … নবীদের মধ্যে একজন।

‘তারপর তিনি বললেন, ‘তোমরা কি বল, আমি কে?’

শিমোন পিতর বললেন, ‘আপনি সেই মসীহ্, জীবন্ত আল্লাহ্‌র পুত্র।’

জবাবে ঈসা তাকে বললেন, ‘শিমোন ইবনে ইউনুস, ধন্য তুমি, কারণ কোন মানুষ তোমার কাছে এটা প্রকাশ করে নি; আমার বেহেশতী পিতাই তা প্রকাশ করেছেন।’” (মথি ১৬:১৩-১৭)

এখন হোক আর পরেই হোক, আমাদের প্রত্যেককেই এই একই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে: আপনি ঈসা সম্পর্কে কি মনে করেন? তিনি কারপুত্র/বংশধর?

লোকেরা যা বলে

পশ্চিমা অনেক লোকের কাছে, ঈসা নামটি একটি অভিশাপের শবদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

কেউ বলে, তিনি একজন ভাল নৈতিক শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু এর বেশি কিছুই না।

গোঁড়া ইহুদীরা এমনি ঈসার নাম উচচারণ করাও এড়িয়ে যান, তারা তাঁকে শুধুমাত্র "সেই ব্যক্তি" সম্বোধন করে ডাকেন।

হিন্দুদের কাছে ঈসা হলেন তাদের অনেক দেব-দেবতাদের মধ্যকার একজন।

আমার মুসলমান প্রতিবেশীরা আমাকে বলেন: "আমরা ঈসাকে একজন মহান নবী হিসাবে সম্মান করি, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র নন।"

এরকম একটি আলোচনা ছিল যে:

প্রেরণ করা বিষয় ইমেইলের মতামত

আমি সৌদি আরবে বাস করি… আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈসা কেবল একজন নবী ছিলেন, আল্লাহ্‌র পুত্র নন। ঈসা মৃত্যুবরণ করেন নাই। তিনি ফিরে আসবেন এবং প্রত্যেকেই দেখতে পাবে যে তিনি কোন দিকে যোগ দেন। আমি আশা করি যেন আপনার জীবনদশাতেও এটি ঘটে যেন আপনি আমাদের সুন্দর ধর্মটিতে যোগ দেন এবং সত্যিকারের আলো দেখতে পান।

এবং একজন মালয়েশিয়ান লোক লিখেছিলেনঃ

প্রেরণ করা বিষয় ইমেইলের মতামত

আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্‌ একজন এবং তিনি কখনোই মানুষ হতে পারেন না বা মানুষের মত দেখতেও হতে পারেন না… যদি কেউ আল্লাহ্‌কে একজন মানুষ হিসাবে চিন্তা করেন তাহলে তিনি একজন বড় আল্লাহ্‌-নিন্দাকারী।

কোরআন ঈসা মসীহ্‌ সম্পর্কে যা বলে সেখান থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো এসেছে।

কোরআন যা বলে

কোরআন বার বার এই কথা বলে যে ঈসা "একজন নবীর চেয়ে বেশি কিছু নন।" (সুরা ৪:১৭১-১৭৩; ৫:৭৫; ২:১৩৬) তা সত্ত্বেও, মুসলিম লোকেরা যে কিতাবকে প্রচুর সম্মান করেন তা এও ঘোষণা করে যে, ঈসা সমস্ত নবীদের মধ্যে অনন্য ছিলেন, তাঁর কোন জাগতিক পিতা ছিল না, তাঁকে ঈসা ইবনে মারিয়াম, অর্থাৎ "মরিয়মের পুত্র ঈসা" বলে ডাকা হত। (সুরা ১৯:৩৪) কোরআনে নবীদের গুনাহের কথা উল্লেখ করা আছে, কিন্তু ঈসার কোন গুনাহের কথা উল্লেখ করা নাই। তাকে বলা হয় "পবিত্র সন্তান"।[১৫৫] সেই সাথে কোরআন ঈসাকে একমাত্র নবী হিসাবে প্রকাশ করে যার জীবন দানের ক্ষমতা আছে, যিনি অন্ধদের চোখ খুলে দিয়েছেন, কুষ্ঠরোগ সুস্থ করেছেন, এবং মৃতদের জীবন দিয়েছেন।[১৫৬] এছাড়াও কোরআনে একমাত্র ঈসার বিষয়েই লেখা আছে যে তাঁকে এই উপাধীতে ডাকা হয়, তিনি হলেন আল মাসীহ (মসীহ্), রূহ্ আল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র রূহ), এবং কালেমাতুল্লা (আল্লাহ্‌র কালাম)।[১৫৭]

ঈসার স্বতন্ত্রতার সম্পর্কে কোরআনের বিবৃতিগুলো লক্ষ্য করা গেলেও, এটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, কোরআন যেই "মসীহ্, মরিয়মের পুত্র ঈসা" কে চিত্রিত করা হয়েছে তা কিতাবুল মোকাদ্দসের ঈসা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, কোরআনের যে আয়াতটিতে ঈসাকে উপাধিগুলো দেওয়া হয়েছে, সেই আয়াতেই বলা হয়েছে:

"মসীহ্, ঈসা মরিয়মের পুত্র, **শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র একজন সংবাদবাহক ছিলেন**, এবং তার কথা যা তিনি মরিয়মকে বলেছেন, এবং তাঁর রূহ্। সুতরাং আল্লাহ্ এবং তাঁর সংবাদবাহককে বিশ্বাস করা, এবং **ত্রিত্ব না বলা**।' এর থেকে আপনার **থামা** অনেক ভাল! আল্লাহ্ শুধুমাত্র একজনই আল্লাহ্। **"এটা তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকুক যে তিনি পুত্র গ্রহণ করেন।"** (সূরা ৪:১৭১ Pickthall)

সেনেগালে, শিশু এবং বয়স্করা শুধুমাত্র এটা বলেনা যে, "ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র নন! আল্লাহ্‌র কোন সন্তান নেই!" কিন্তু একই বিশ্বাস নিয়ে তারা এটাও ঘোষণা করে যে, "ঈসাকে ক্রুশে দেয়া হয় নাই!"

ঈসাকে যে ক্রুশে দেয়া হয় নাই এই ধারণা তারা কোথা থেকে পেল?

এই ধারণাও কোরআন থেকে আসছে, যেখানে বলা হয়েছে: "আর তাদের কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি মহা-অপবাদ আরোপ করল তারা। আর তারা গর্বের সাথে বলতে লাগল আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র রসুল। **অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না সলিবে দিয়েছে**, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। **তারা নিশ্চয় তাঁকে হত্যা করেন নাই**। বরং

আল্লাহ্ তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ্‌র নিজের কাছে। আর আল্লাহ্ হচেছন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (সূরা ৪:১৫৬-১৫৮)

কিতাবুল মোকাদ্দস কি বলে

কোরআন লেখারও কয়েক শতাব্দীর আগে, চল্লিশজন নবী ও প্রেরিতরা যারা কিতাবের পুরাতন নিয়মে ও নতুন নিয়য়ে মসীহের কাজ ও মসীহের বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে লিখেছেন। তারা মসীহ্ এবং তাঁর কাজের একটি অভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন।

ঈসা “আল্লাহ্‌র পুত্র” বিষয়ক উপাধীর বিষয়ে লিখতে গিয়ে, ইউহোন্না, যিনি প্রায় তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে ঈসার সাথে কথা বলেছেন, তাঁর সাথে হেঁটেছেন, তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন:

> “ঈসা সাহাবীদের সামনে চিহ্ন হিসাবে আরও অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন; সেগুলো এই কিতাবে লেখা হয় নি। কিন্তু এই সব লেখা হল যাতে তোমরা ঈমান আন যে, **ঈসাই মসীহ্, ইবনুল্লাহ,** আর ঈমান এনে যেন **তাঁর মধ্যে দিয়ে জীবন পাও**।” (ইউহোন্না ২০:৩০-৩১)

প্রেরিত ইউহোন্না আরও বলেছেনঃ

> “প্রথমেই কালাম ছিলেন, কালাম আল্লাহ্‌র সঙেগ ছিলেন এবং কালাম নিজেই আল্লাহ্ ছিলেন। আর প্রথমেই তিনি আল্লাহ্‌র সঙেগ ছিলেন। সব কিছুই সেই কালামের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয় নাই... সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতার একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি রহমত ও সত্যে পূর্ণ।” (ইউহোন্না ১:১-৩, ১৪ কিতাবুল মোকাদ্দস)

কয়েক বছর আগে, একজন মুসলিম বন্ধু আমাকে গোপনে বলেছিলেন, “কোরআন ঈসাকে এই উপাধী দেয় যে তিনি কালেমাতুল্লা এবং রূহ-আল্লাহ্। যদি ঈসা আল্লাহ্‌র কালাম ও রূহ্ হয়ে থাকেন তাহলে তিনি আল্লাহ্!”

পরবর্তীতে, অনেকেই আমার বন্ধুকে আল্লাহ্-নিন্দুক হিসাবে এবং শির্ক (আরবিতে: আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা[১৫৮]) করেছে বলে অভিযুক্ত করে। অন্তত তিনি ভাল সঙগতে ছিলেন! একই ভাবে ঈসাও ইহুদী ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

ঈসা বলেছেনঃ

“ ‘**আমি আর পিতা এক।’**

তখন ইহুদী নেতারা তাঁকে মারবার জন্য আবার পাথর কুড়িয়ে নিলেন।

ঈসা তাদের বললেন, ‘পিতার হুকুম মত অনেক ভাল ভাল কাজ আমি আপনাদের দেখিয়েছি। সেগুলো মধ্যে কোন্ কাজের জন্য আপনারা আমাকে পাথর মারতে চান?’

নেতারা জবাবে বললেন, ‘ভাল কাজের জন্য আমরা তোমাকে পাথর মারি না, কিন্তু তুমি আল্লাহ্‌র **নিন্দা** করছ বলেই মারি। **মানুষ হয়েও তুমি নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবি করছ**।’ ” (ইউহোন্না ১০:৩০-৩৩)

লুসিফার যা করতে চেয়েছিল সেই একই বিষয়ে ইহুদীরা ঈসাকে অভিযুক্ত করেছিল: যে অদ্বিতীয়, উচ্চপদ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অধিকারে, তা দখল করা। নিজেকে আল্লাহ্ বলার জন্য তারা ঈসাকে অভিযুক্ত করেছিল।

কিন্তু এর পেছনে তাদের কারণ ছিল।

দেবত্বারোপ নয়, অবতার

ঈসা বা নবীরা কেউই এই শিক্ষা দেন নি যে একজন মানুষ আল্লাহ্ হবেন, বরং, কিতাব এটি পরিষ্কার ভাবে বলে যে, আল্লাহ্ মানুষ হিসাবে জন্ম নিবেন।

উদাহরণস্বরূপ, ঈসা জন্মগ্রহণ করার ৭০০ বছর আগে নবী ইশাইয়া লিখেছিলেনঃ

“যে লোকেরা অন্ধকারে চলে তারা মহা নূর দেখতে পাবে; যারা ঘন অন্ধকারের দেশে বাস করে তাদের উপর সেই নূর জ্বলবে… এই সমস্ত হবে কারণ **একটি ছেলে** আমাদের জন্য **জন্মগ্রহণ করবেন, একটি পুত্র** আমাদের **দেয়া হবে**। শাসন করবার ভার তাঁর কাঁধের উপর থাকবে, আর তাঁর নাম হবে আশ্চর্য পরামর্শদাতা, **শক্তিশালী আল্লাহ্**, চিরস্থায়ী পিতা, শান্তির বাদশাহ।” (ইশাইয়া ৯:২, ৬) [১৫৯]

ইশাইয়া যিনি মসীহের আগমনের বিষয়ে এই কথা লিখেছেন:

> “সুসংবাদ এনেছ যে তুমি, তুমি জোরে চিৎকার কর, চিৎকার কর, ভয় কোরো না; এহুদার শহরগুলোকে বল, **‘এই তো তোমাদের আল্লাহ্!’** ” (ইশাইয়া ৪০:৯)

সৃষ্টির শুরু থেকেই, আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত ছিল অবতার হওয়া (আল্লাহ্র মানুষের শরীর গ্রহণ করা), কিন্তু দেবত্বারোপ নয় (একজন মানুষ নিজেকে দেবতায় রূপান্তর করা)। একজন মানুষ আল্লাহ্ হয়ে উঠেছেন এমন পরামর্শ দেওয়া মানে আল্লাহ্-নিন্দা করা, কিন্তু অনন্ত কালাম মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন এটা স্বীকার করা হচেছ ঈশ্বরের প্রাচীন পরিকল্পনাকে আলিঙগন করা।

কাগজে এবং ব্যক্তিগতভাবে

যদি আপনি কাউকে ভাল করে জানতে চান, তাহলে কোন পদ্ধতিটি সবচেয়ে ভাল?

- আপনার চিঠি লেখার মধ্যে দিয়ে যোগাযোগটাকে সীমাবদ্ধ রাখা।
- অথবা, চিঠি বিনিময় করার কিছু দিন পর, সেই লোকের সাথে সামনা-সামনি দেখা করা এবং একসাথে সময় কাটানো।

কিতাবের এই বিষয়টি সত্যিই বিস্ময়কর যে, আল্লাহ্, যিনি একসময় আদম ও হাওয়ার সাথে কথা বলতেন, হাঁটতেন এবং তিনি তাদের বংশধরদের জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন যেন তারা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে পারে, তিনি কখনোই তাঁর যোগাযোগকে কাগজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখেন নাই। শুরু থেকেই, ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করার পরিকল্পনা করে রেখেছেন। মাবুদ, যিনি শতশত বছর ধরে তাঁর নবীদের মধ্যে দিয়ে তাঁর কালাম প্যাপিরাস স্ক্রলের ও পশুর চামড়ার উপর লিখে লিপিবদ্ধ করেছেন, তিনি ওয়াদা করেছিলেন যে তিনি মানুষের কাছে নিজেকে মানুষের চেহারায় প্রকাশ করবেন। আল্লাহ্ শুধুমাত্র তাঁর কালাম একটি পুস্তকের মাধ্যমে দেয়ার পরিকল্পনাই করেন নাই সেই সাথে তিনি তাঁর কালামকে একটি শরীর দান করেছেন।

> “সেই জন্য মসীহ্ এই দুনিয়াতে আসবার সময় আল্লাহ্‌কে বলেছিলেন, … আমার জন্য **একটা শরীর** তুমি তৈরী করেছ।” (ইবরানী ১০:৫) [১৬০]

> “ঈসায় ঈমানের গোপন সত্য যে মহান তা অস্বীকার করা যায় না। সেই সত্য এই—তিনি **মানুষ** হিসাবে প্রকাশিত হলেন।” (১ তীমথিয় ৩:১৬)

তাঁর গোপন রহস্যের পিছনে?

মানুষের সাথে তাঁর বাস করার পরিকল্পনা বার বার ঘোষণা করা স্বত্ত্বেও, আমি শুনতে পাই যে, অনেকে বলেনঃ “তিনি মানুষ হিসাবে জন্ম নেবেন এটি আল্লাহ্‌র অতীন্দ্রিয় মহিমা থেকে দূরে থাকুক!”

যদিও অবতার বা অর্বিভাবের ধারণাটি উপলব্ধি করা কঠিন, এটি কি সত্যিই আল্লাহ্‌র মহিমার নীচে? অথবা এটি কি আল্লাহ্‌র একটি সমন্বিত অংশ এবং পরিকল্পনা যাতে তিনি লোকদের সাথে একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে পারেন যাদেরকে তিনি নিজের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন? নাকি তিনি যাদেরকে নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের জন্য এটি আল্লাহ্‌র প্রকৃতি এবং পরিকল্পনারি একটি অবিচেছদ্য অংশ?

আমাদের জীবনে আমরা তাদেরকেই ঘনিষ্ট বলে অনুভব করি যাদের আমাদের মতই অভিজ্ঞতা আছে। সেই ব্যকিতই সবচেয়ে ভাল সান্ত্বনা দান ও সাহায্য করতে পারেন যিনি এই একই প্রতিকূলতা এবং দুঃখের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের সৃষ্টিকর্তা হলেন চূড়ান্ত সান্ত্বনাদানকারী।

> “**সেই সন্তানেরা হল রক্ত মাংসের মানুষ। সেই জন্য ঈসা নিজেও রক্ত-মাংসের মানুষ হলেন**… তিনি নিজেই পরীক্ষা সহ্য করে কষ্টভোগ করেছিলেন বলে যারা পরীক্ষার সামনে দাঁড়ায় তাদের তিনি সাহায্য করতে পারেন… আমাদের মহা-ইমাম এমন কেউ নন যিনি আমাদের দুর্বলতার জন্য আমাদের সঙেগ ব্যথা পান না, কারণ **আমাদের মত করে তিনিও সব দিক থেকেই গুনাহের পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন অথচ গুনাহ্‌ করেননি**।” (ইবরানী ২:১৪,১৮; ৪:১৫)

শুরু থেকেই এটি আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ছিল যে, তিনি মানব শরীরের অনেক সীমাবদধতা ও অসন্তুষ্টির মধ্যে দিয়ে যাবেন, তাঁর নখের নিচে ময়লা পড়বে, তিনি ক্ষুধার্ত হবেন, আঘাত পাবেন, এবং আমরা যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাই সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তিনিও যাবেন। যারা এগুলোর বাইরে শিক্ষা দিয়ে থাকেন তারা যে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র নবীদের এবং পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করছেন তা নয় বরং তারা আল্লাহ্‌র প্রকৃতি ও গুণাবলীকেও প্রত্যাখ্যান করছেন। বিশ্বস্ত এবং প্রেমময় সৃষ্টিকর্তা হিসেবে প্রকাশিত যে, আল্লাহ্‌ এবং যিনি চান যেন লোকেরা তাঁকে ব্যকিতগতভাবে জানুক, তাঁকে গ্রহণ করার পরিবর্তে তারা তাঁকে অপ্রত্যাশিত ও অজ্ঞাত বলে ঘোষণা করছে।

সেবা এবং আশীর্বাদ করার জন্য অন্যদের স্তরে নামতে অনিচছুক

হওয়ার মধ্যে “মহিমাময়” কোন কিছু নেই। ইতিহাসে কখনও আমাদের স্রষ্টা আমাদের স্তরে নেমে আসার চিন্তাকে তুচ্ছ করেননি। এটি ছিল তাঁরই পরিকল্পনা এবং তিনি এটি করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। [১৬১]

> “**তিনি নিজে ধনী হয়ে**ও তোমাদের জন্য **গরীব হলেন**, যেন তাঁর গরীব হওয়ার মধ্যে দিয়ে তোমরা ধনী হতে পার।”
> (২ করিন্থীয় ৮:৯)

আপনারও আমার জন্য অনন্তকালীন কালাম আমাদের এই দুনিয়ায় আসলেন। এই দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা যিনি সম্মান ও মহিমায় “ধনী ছিলেন”, তিনি “গরীব হলেন”, সেবকের স্থান গ্রহণ করলেন, যাতে আমরা ধনী হতে পারি, তা অর্থ-সম্পদ দিয়ে নয়, কিন্তু বেহেশতী রহমত দ্বারা যেমন ক্ষমাশীলতা, ধার্মিকতা, অনন্ত জীবন, মহব্বত, আনন্দ, শান্তি এবং পাক-পবিত্র ইচছা।

মহত্বের সংজ্ঞা

অনেকে মনে করেন, আল্লাহ্ এতই মহান যে, তিনি এই দুনিয়ায় রক্ত-মাংসে জন্মগ্রহণ করতে পারেন না। এটা কি হতে পারে যে তারা আসলে এভাবেই চিন্তা করেন, কারণ তাদের কাছে মহত্বের যে সংজ্ঞা, তা আল্লাহ্‌র মহত্বের সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন?

ঈসা মহত্বের সত্যিকারের সংজ্ঞা দিয়েছেন যখন তিনি তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেনঃ

> “তোমরা জান যে, অ-ইহুদীদের শাসনকর্তারা অ-ইহুদীদের প্রভু হয় এবং তাদের নেতারা তাদের উপর হুকুম চালায়। কিন্তু তোমাদের মধ্যে তা হওয়া উচিত নয়, বরং তোমাদের মধ্যে যে **বড়** হতে চায় তাকে তোমাদের **সেবাকারী** হতে হবে, আর যে প্রথম হতে চায় তাকে সকলের গোলাম হতে হবে। **মনে রেখ, ইবনে আদম সেবা পেতে আসেন নি বরং সেবা করতে এসেছেন এবং অনেকের মুক্তির মূল্য হিসাবে তাদের প্রাণের পরিবর্তে নিজের প্রাণ দিতে এসেছেন**।”
> (মার্ক ১০:৪২-৪৫)

সেই ব্যক্তি মহান যিনি নিজেকে সবচেয়ে বেশি নম্র করেন এবং অন্যকে সেবা করেন। [১৬২]

আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের সাথে ঠিক এটাই করেছেন।

বাতাস ও ঢেউ এর মালিক

একদিন ঈসা তাঁর সাহাবীদের সাথে গালীল সাগরে তাদের মাছ ধরার নৌকায় ছিলেন।

> “হঠাৎ সাগরে **ভীষণ ঝড়** উঠলো, আর তাতে নৌকার উপর ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগলো।
>
> ঈসা কিন্তু ঘুমাচ্ছিলেন। তখন সাহাবীরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, ‘হুজুর, বাঁচান; আমরা যে মরলাম!’
>
> তখন তিনি তাদের বললেন, ‘অল্প বিশ্বাসীরা, কেন তোমরা ভয় পাচ্ছ?’ এর পর তিনি উঠে বাতাস ও সাগরকে ধমক দিলেন।
>
> তখন সবকিছু **খুব শান্ত** হয়ে গেল। এতে সাহাবীরা আশ্চর্য হয়ে বললেন, **‘ইনি কি রকম লোক যে, বাতাস ও সাগরও তাঁর কথা শোনে?’**” (মথি ৮:২৪-২৭)

আপনি কিভাবে সাহাবীদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন?

“তিনি কে হতে পারেন?”

স্পষ্টভাবে ঈসা একজন মানুষ ছিলেন। তিনি নৌকায় গভীর ঘুমে ছিলেন; তিনি জানতেন যে কলান্তি, ক্ষুধা এবং পিপাসা কাকে বলে। কিন্তু তারপর তিনি উঠলেন এবং ঝড়কে ধমক দিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে অশান্ত বাতাস শান্ত হয়ে গেল এবং উত্তাল সাগর শান্ত হয়ে পড়লো।

এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেছিল:

> “ইনি কি রকম লোক?”

সহস্র বছর আগে, আল্লাহ্‌র একজন নবী লিখেছিলেনঃ

> “কে আছে তোমার মত শকিতশালী, হে মাবুদ? ... ফুলে ওঠা সাগরের ঢেউ তোমার শাসনে থাকে; তার ঢেউ উঠলে তাকে তুমিই শান্ত কর।” (জবুর শরীফ ৮৯:৮-৯)

ইনি কে হতে পারেন? সুসমাচার এ কথাও বলে যে ঈসা জলের উপর দিয়ে হেঁটেছিলেন।[১৬৩] আরেকবার ঈসার সাহাবীরা “দারুণভাবে অবাক হয়ে গেলেন এবং আশ্চর্য হলেন।” (মার্ক ৬:৫১) কিন্তু ঈসা সাগরের ঢেউকে মানুষকে আশ্চর্য করার জন্য শান্ত করেন নাই; তিনি করেছিলেন যেন তাদেরকে বুঝতে সাহায্য করতে পারেন যে তিনি কে।

দুই সহস্র বছর আগে, নবী আইয়ুব আল্লাহ্ সম্পর্কে একথা বলেছিলেন:

> "**তিনিই** আসমানকে বিছিয়ে দেন আর **সাগরের ঢেউয়ের উপর দিয়ে হাঁটেন**।" (আইয়ুব ৯:৮)

ইনি কে হতে পারেন? আল্লাহ্ আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন যেন আমরা এই বিন্দুগুলোকে সংযোগ করি এবং বুঝতে পারি যে ঈসা কে ছিলেন এবং কে আছেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, বেশিরভাগ লোকই তা করে না।

> "তিনি দুনিয়াতেই ছিলেন এবং দুনিয়া তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল, তবুও **দুনিয়ার মানুষ তাঁকে চিনল না**।" (ইউহোন্না ১:১০)

তিনি কে হতে পারেন? ঈসা নিজেও এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন যখন তিনি একদল শত্রুতাপূর্ণ ধর্মীয় জনতার সাথে কথা বলছিলেন।

"আমি আছি "

> "পরে ঈসা আবার লোকদের বললেন, 'আমিই দুনিয়ার নূর। যে আমার পথে চলে সে কখনো আঁধারে পা দেবেনা, বরং জীবনের নূর পাবে... আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, যদি কেউ আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে তবে সে কখনও মরবে না।'
>
> ইহুদী নেতারা তাঁকে বললেন, '...তোমাকে ভূতে পেয়েছে! ইব্রাহিম ও নবীরা মারা গেছেন, আর তুমি বলছো, 'যদি কেউ আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে সে কখনো মরবে না।' তুমি কি পিতা ইব্রাহিম থেকেও বড়? তিনি তো মারা গেছেন এবং নবীরাও মারা গেছেন। তুমি নিজেকে কি মনে কর?'
>
> জবাবে ঈসা বললেন, '...আপনাদের পিতা ইব্রাহিম আমারই দিন দেখবার আশায় আনন্দ করেছিলেন। তিনি তা দেখে ছিলেন এবং খুশীও হয়েছিলেন।'
>
> ইহুদী নেতারা তাঁকে বললেন, 'তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বছর হয় নি, আর তুমি কি ইব্রাহিমকে দেখেছ?'
>
> ঈসা তাদেরকে বললেন, **'আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করবার আগে থেকেই আমি আছি**।'

এই কথা শুনে সেই নেতারা তাঁকে মারবার জন্য পাথর কুড়িয়ে নিলেন। কিন্তু ঈসা নিজেকে গোপন করে বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে বের হয়ে গেলেন।” (ইউহোন্না ৮:১২, ৫১-৫৩, ৫৬-৫৯)

ইহুদীরা কেন ঈসাকে পাথর মারার চেষ্টা করেছিল? কারন তিনি বলেছিলেন: “যদি কেউ **আমার কালামের** বাধ্য থাকে তাহলে সে **কখনোই মরবে না**,” এবং “ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করবার **আগে** থেকেই **আমি আছি**।” এখানে ঈসা শুধুমাত্র যে নিজেকে কেবলমাত্র এই বলেই দাবি করেননি যে তাঁর মৃত্যুর উপর কর্তৃত্ব আছে এবং তিনি ইব্রাহিমের চেয়ে বড় (যিনি ১৯০০ বছর আগে মারা গেছেন) তাই নয় বরং তিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত নাম **“আমি আছি”** বলেও সম্বোধন করেছেন।[১৬৪]

যারা ঈসার কথা শুনছিলেন তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন। এই কারণেই তারা তাঁকে আল্লাহ্‌র-নিন্দাকারী হিসাবে দোষারোপ করেছিল এবং তাঁকে মারার জন্য পাথর তুলেছিল।

এক আল্লাহ্‌র এবাদত করা

ঈসা সবসময়ই এই শিক্ষা দিয়েছেন যে আল্লাহ্‌ই আমাদের একমাত্র এবাদতের বিষয়বস্তু। এই কারণেই ঈসা বলেছেন, “তুমি তোমার মাবুদ আল্লাহ্‌কেই ভয় করবে এবং কেবল তাঁরই এবাদত করবে।” (মথি ৪:১০) যদিও ইঞ্জিল শরীফে দশ বার দেখা যায় যে, লোকেরা ঈসার সামনে মাথা নত করেছেন এবং তাঁর এবাদত করেছেন।

একদিন, “একজন কুষ্ঠরোগী তাঁর কাছে আসলেন এবং **তাঁর এবাদত** করলেন,[১৬৫] তিনি বললেন, ‘প্রভু, যদি আপনার ইচছা হয় তাহলে আমাকে সুস্থ করুন।’ এরপর ঈসা তাঁর উপর হাত রাখলেন এবং বললেন, ‘আমার ইচছা যেন তুমি সুস্থ হও।’ সঙেগ সঙেগ সেই কুষ্ঠরোগী সুস্থ হয়ে গেলেন।” (মথি ৮:২-৩) এখানে ঈসা কি সেই কুষ্ঠরোগীকে এবাদত করার জন্য জোর করেছিলেন?

না, তিনি শুধুমাত্র তাকে স্পর্শ করলেন এবং তাকে সুস্থ করলেন।

ঈসার মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার পর, থোমা নামের একজন সাহাবী তাঁর পায়ের কাছে উঁবুড় হয়ে তাঁকে বললেন, “আমার মাবুদ এবং **আমার আল্লাহ্‌!**” ঈসা কি তাকে আল্লাহ্‌র নিন্দাকারী হিসাবে তিরস্কার করেছিলেন?

না, ঈসা শুধুমাত্র বলেছিলেন যে, “থোমা, তুমি কি আমাকে দেখেছ বলে ঈমান এনেছ? যারা না দেখে ঈমান আনে তারা ধন্য।” (ইউহোন্না ২০:২৮-২৯)

ঈসা কে এই সম্পর্কে এটি আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয়?

সিদ্ধান্ত আপনার

আমরা প্রত্যেকেই ঈসাকে বিশ্বাস করার বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নেব তা আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ, কিন্তু কেউ তাঁর সম্পর্কে স্ব-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ না করুক। যদি ঈসা একজন "মহান নবী" হয়ে থাকেন, যেভাবে আমার প্রতিবেশী আমাকে বলেছেন, তাহলে তিনি সেটিও ছিলেন যা তিনি নিজের সম্পর্কে দাবি করেছেন: অনন্তকালীন কালাম ও আল্লাহ্‌র পুত্র। ঈসাকে "একজন নবীর চেয়ে বেশি কিছু না" বলে ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে ঈসার সাক্ষ্য এবং নবীদের সাক্ষ্য উভয়কেই অস্বীকার করা।[১৬৬]

একজন সাবেক নাস্তিক এবং বিংশ-শতাবদীর একজন বুদ্ধিজীবী, সি.এস. লুইস, ঈসা সম্পর্কে লিখেছেন:

> "আমি এখানে সেই লোকদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি যারা বোকার মত এই কথা প্রায়ই তাঁর সম্পর্কে বলেঃ 'আমি ঈসাকে একজন মহান নৈতিক শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি আছি, কিন্তু আমি তাঁর দাবি মানতে রাজি নই যে, তিনিই আল্লাহ্।' এটি একটি বিষয় যা আমাদের বলা উচিত নয়। একজন মানুষ যিনি শুধুমাত্র একজন মানুষ ছিলেন এবং ঈসা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন তাতে তিনি একজন মহান নৈতিক শিক্ষক হতে পারে না। হয় তিনি একজন পাগল হবেন নতুবা তিনি দোজখের একজন শয়তান হবেন। আপনাকেই আপনার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হয় এই লোক আল্লাহ্‌র পুত্র ছিলেন এবং আছেন নতুবা একজন পাগল বা খারাপ কিছু। হয় আপনি তাঁকে বোকা বলে ধমক দিতে পারেন, তাঁকে থুথু দিতে পারেন এবং একজন শয়তান হিসাবে তাঁকে মেরে ফেলতে পারেন নতুবা আপনি তাঁর পায়ে কাছে পড়ে তাঁর এবাদত করতে পারেন এবং তাঁকে প্রভু ও আল্লাহ্ বলে ডাকতে পারেন। কিন্তু তাঁকে বোকার মত একজন মহান নৈতিক শিক্ষক হিসাবে ডাকবেন না। তিনি আমাদের কাছে সেভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন নাই। তাঁর উদ্দেশ্যও সেটা ছিল না।"[১৬৭]

"আমাদের স্পষ্টভাবে বলুন"

একজন লোক প্রায়ই প্রত্যেক সময় আমাকে বলেন: "কিতাবে আমাকে দেখান যে কোথায় ঈসা বলেছেন যে, 'আমিই আল্লাহ্'!" ঈসার সময়কার ধর্মীয় নেতারাও তাঁকে বাধ্য করার চেষ্টা করেছিলেন এই একই কথা বলার জন্য।

> ঈসা বলেছেন, "আমিই **দরজা।** যদি কেউ **আমার** মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢোকে তবে সে নাজাত পাবে… সেই সময় ইহুদী নেতারা ঈসার চারপাশে জমায়েত হয়ে বললেন, 'আর কতদিন তুমি আমাদের সন্দেহের মধ্যে রাখবে? তুমি যদি মসীহ্ হও তবে **স্পষ্ট করে আমাদের বল**।'
>
> ঈসা জবাবে বললেন, 'আমি তো আপনাদের বলেছি, কিন্তু আপনারা ঈমান আনেন নি। আমার পিতার নামে আমি যে সব কাজ করি সেগুলোও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়… **আমি আর পিতা এক**।'
>
> **তখন ইহুদী নেতারা তাঁকে মারবার জন্য আবার পাথর কুড়িয়ে নিলেন।**
>
> ঈসা তাদের বললেন, 'পিতার হুকুম মত অনেক ভাল কাজ আমি আপনাদের দেখিয়েছি। সেগুলোর মধ্যে কোন কাজের জন্য আপনারা আমাকে পাথর মারতে চান?'
>
> নেতারা জবাবে বললেন, **'ভাল কাজের জন্য আমরা তোমাকে পাথর মারি না, কিন্তু তুমি কুফরী করছ বলেই মারি। মানুষ হয়েও তুমি নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবি করছ**।'" (ইউহোন্না ১০:৯, ২৪-২৫, ৩০-৩৩)

কেন ধর্মীয় নেতারা তাঁকে পাথর মারতে চেয়েছিলো?

এর কারণ ঈসা বলেছিলেন, "আমিও আমার পিতা **এক**।" তাদের চিন্তায়, ঈসা পিতার সাথে এক হওয়ার যে দাবি করেছিল তা আল্লাহ্-নিন্দা বা কুফরি। অধিকন্তু, এই একই ইহুদীরা প্রতিনিয়তই আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের ঈমান এই বলে ঘোষণা দিতো যে, "আদোনাই এলোহিয়েনু, আদোনাই এখাদ," অর্থঃ "আল্লাহ্ আমাদের মাবুদ, মাবুদ **এক** [একটি বহুবচনের একত্ব]।" ঈসা নিজেকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে ঘোষণা দিচ্ছিলেন যিনি সবসময়ই আল্লাহ্‌র সাথে এক ছিলেন।[১৬৮] এই কারণেই ইহুদীরা তাঁকে আল্লাহ্-নিন্দুক বলে দোষারোপ করতো।

ঈসা কখনোই কালাম ও আল্লাহ্‌র পুত্র হিসাবে তাঁর অনন্তকালীন অস্তিত্বকে জাঁকালভাবে প্রদর্শন করেন নাই। তিনি কখনোই এদিক সেদিক গিয়ে বলে বেড়ান নাই যে, "আমিই আল্লাহ্! আমিই আল্লাহ্!" তার পরিবর্তে, তিনি এই পৃথিবীতে অন্যান্য মানুষের মতই জীবন যাপন করেছেন; পরিপূর্ণ নম্রতায় এবং আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণ বাধ্যতায়।

ঈসাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বলতে পারেনঃ "আমি **আমার ইচ্ছামত কাজ করতে আসি নি**, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন **তাঁরই ইচ্ছামত** কাজ করতে বেহেশ্‌ত থেকে নেমে এসেছি।" (ইউহোন্না ৬:৩৮) ঈসার জীবনের গৌরবময় বিষয় ছিলো এই যে তিনি ছিলেন **আল্লাহ্‌র** মহিমান্বিত

পুত্র, যিনি নিজেকে নত করেছেন যেন তিনি **মনুষ্য**পুত্র হতে পারেন।

যদিও মাবুদ ঈসা ক্ষমতাশালী ছিলেন তবুও তিনি নম্রতার মধ্যে দিয়ে যোগাযোগ করতে পছন্দ করলেন।

একদিন একজন ধনী যুবক ঈসার কাছে আসলেন এবং তাঁকে "**ভাল** শিক্ষক" বলে সম্বোধন করলেন। তাই ঈসা সেই যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন, "**আমাকে** ভাল বলছেন কেন? একমাত্র **আল্লাহ্‌** ছাড়া আর কেউই ভাল নয়।" (লূক ১৮:১৯) [১৬৯] সেই ধনী যুবক বিশ্বাস করেন নাই যে ঈসা আল্লাহ্‌ ছিলেন, কিন্তু ঈসা যিনি বেহেশতী সাধুতার ব্যক্তিরূপ— তিনি তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন যেন তিনি পাজেলের টুকরাগুলোকে এক জায়গায় করেন এবং বুঝতে পারেন যে, তিনি কে।

তিনি চান যেন আমরাও বুঝতে পারি। [১৭০]

কাজ দ্বারা কালামকে সমর্থন করা

ঈসা যে অগণিত আশ্চর্যকাজ করেছেন তা পতিত বিষয়ের উপর ও গুনাহের দ্বারা অভিশপ্ত সৃষ্টির উপর তাঁর কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতাকে প্রকাশ করে। তিনি মানুষের ভাবনা জানতেন, তিনি গুনাহ্‌ ক্ষমা করেছেন, রুটি ও মাছকে হাজারগুণ বৃদ্ধি করেছেন, ঝড়কে শান্ত করেছেন, এবং মন্দ রূহকে চলে যেতে আদেশ দিয়েছেন। তাঁর কালাম দিয়ে বা স্পর্শ দিয়ে, তিনি অসুস্থদেরকে সুস্থ করেছেন, খোঁড়াকে হাঁটতে দিয়েছেন, অন্ধকে দেখতে দিয়েছেন, বধিরকে শোনার শক্তি দিয়েছেন এবং মৃতকে পুনরায় জীবন দিয়েছেন। যেভাবে নবীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মসীহ্‌ ছিলেন দুনিয়াতে "আল্লাহ্‌র বাহু।" [১৭১]

লোকেরা তাদের চোখ দিয়ে দেখেছেন যে ঈসা তাঁর প্রত্যেক পদে পদে তাঁর গোপন রহস্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাজই তাঁর কালামের সত্যতা যাছাই করে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা পড়েছি যে, ঈসা নিজেকে দাবি করেছেন যে "তিনিই জীবন"। কিভাবে তিনি এই দাবি করতে পারেন? তিনি মৃতকে জীবিত হওয়ার নির্দেশ দানের মধ্যে দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন।

একটি ঘটনায়, ঈসা লাসারের কবরের পাশে ছিলেন, যিনি চারদিন আগে মারা গিয়েছিলেন। লাসারের মৃতদেহ একটি গুহার কবরে সমাধী করা হয়েছিল। ঈসা সেই কান্নারত বোনকে বলেছিলেন যেন তিনি কান্না না করেন: কারণ তার ভাই পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবেন।

লাসারের বোন ঈসাকে বললেন, "আমি জানি শেষ দিনে মৃত লোকেরা যখন জীবিত হয়ে উঠবে তখন সেও উঠবে।"

ঈসা বললেন, "**আমিই পুনরুত্থান ও জীবন**। যে আমার উপর ঈমান আনে সে মরলেও জীবিত হবে।" (ইউহোন্না ১১:২৪-২৫)

এই কথা বলবার পর, ঈসা “জোরে ডাক দিয়ে বললেন, **‘লাসার, বের হয়ে এস!’** এবং **যিনি মারা গিয়েছিলেন তিনি কবর থেকে বের হয়ে আসলেন**। তার হাত-পা কবরের কাপড়ে জড়ানো ছিল এবং তার মুখ রুমালে বাঁধা ছিল।

ঈসা লোকদের বললেন, ‘ওর বাঁধন খুলে দাও আর ওকে যেতে দাও।’

যে সব ইহুদীরা সেখানে ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর উপর ঈমান আনলো। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফরীশিদের কাছে গিয়ে ঈসা যা করেছিলেন তা বললেন… **সেই দিন থেকে ইহুদী নেতারা ঈসাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন**… তখন প্রধান ইমামেরা লাসরকেও হত্যা করবেন বলে ঠিক করলেন, কারন লাসারের জন্য ইহুদীদের মধ্যে অনেকেই নেতাদের ছেড়ে ঈসার উপর ঈমান এনেছিল।” (ইউহোন্না ১১:৪৩-৪৬, ৫৩; ১২:১০-১১) [১৭২]

মানুষের হৃদয় কত কঠিন!

কঠিন হৃদয়

ঈসা যেসব দাবি করতেন এবং তাঁর জনপ্রিয়তার জন্য, ইহুদীদের ঈর্ষান্বিত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতারা একটি ব্রত নিয়ে একত্রিত হলেন: ঈসাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে! তারা তাঁর বিরুদ্ধে যে কোন কারণ দিয়ে দোষারোপ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন যাতে তারা তাঁকে দোষ দিয়ে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু কিভাবে আপনি সেই ব্যক্তিকে দোষারোপ করতে পারেন যিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পূর্ণতায় জন্মগ্রহণ করেছেন?

বিশ্রামবারের একদিন, ঈসা মজলিস-খানায় শিক্ষা দিচ্ছিলেন…

> “সেখানে একজন লোক ছিল যার একটা হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। ফরীশিদের মধ্যে কয়েকজন ঈসাকে দোষ দেবার অজুহাত খুঁজছিলেন। বিশ্রামবারে ঈসা লোকটাকে সুস্থ করেন কিনা তা দেখবার জন্য তারা তাঁর উপর ভাল করে নজর রাখতে লাগলেন। ঈসা সেই শুকনা-হাত লোকটিকে বললেন, ‘সকলের সামনে এসে দাঁড়াও।’ তারপর ঈসা ফরীশিদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বিশ্রামবারে ভাল কাজ করা উচিত, না খারাপ কাজ করা উচিত? প্রাণ রক্ষা করা উচিত, না নষ্ট করা উচিত?’
>
> ফরীশিরা কিন্তু কোন জবাবই দিলেন না।
>
> তখন ঈসা বিরক্ত হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং **তাদের অন্তরের কঠিনতার জন্য গভীর দুঃখের সাথে** সেই লোকটিকে বললেন, ‘তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।’

লোকটি হাত বাড়িয়ে দিলে পর তার হাত একেবারে ভাল হয়ে গেল।

তখন ফরীশিরা [ধর্মীয় নেতা] বাইরে গেলেন এবং কিভাবে ঈসাকে হত্যা করা যায় সেই বিষয়ে বাদশাহ্ হেরদের দলের লোকদের [রাজনৈতিক নেতা] সাথে পরামর্শ করতে লাগলেন।

এরপর ঈসা তাঁর সাহাবীদের সাথে সাগরের ধারে গেলেন। অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চললো। ঈসা যে কাজ করেছিলেন... তা শুনে চারদিক থেকে অনেক লোক তাঁর কাছে আসলো যেন তাঁকে স্পর্শ করে সুস্থ হতে পারে।

এবং ভূতেরা যখনই তাঁকে দেখত তখনই তাঁর সামনে মাটিতে পড়ে চিৎকার করে বলত, **'আপনিই ইবনুল্লাহ!'** "

(মার্ক ৩:১-১১)

ভূতদের অর্ন্তদৃষ্টি

ভূতেরা জানতেন যে এই সুস্থতাকারী কে ছিলেন, যে কারণে তারা তাঁকে সঠিক উপাধীতে চিহ্নিত করেছেন এই বলে চিৎকার করে যে, "আপনিই ইবনুল্লাহ!" এই পতিত ফেরেস্তাগুলোর সবাই ঈসার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে পরিচিত ছিল। হাজার হাজার বছর আগে, তারা তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অগাধ প্রজ্ঞার সাক্ষী ছিলেন যখন তিনি এই আসমান ও দুনিয়া সৃষ্টি করেন। তারা সেই দিনের কথাচিন্তা করে কেঁপে উঠেন যেদিন তিনি তাঁর ন্যায় বিচার দিয়ে তাদেরকে বেহেশ্ত থেকে বের করে দেন যখন তারা ইবলিসের বিদ্রোহের সাথে নিজেদেরকে জড়ানোর জন্য সিদ্ধান্ত নেয়।[১৭৩] আর এখন তিনি এখানে এই মানুষের মধ্যে বাস করছেন!

দেওয়ালে লেখাটি ছিল।

তাদের গুরুর কর্তৃত্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল।

গুনাহের অভিশাপ বিপরীত দিকে যেতে শুরু করেছিল।

অনন্তকালীন পুত্র নিজেই, স্ত্রীলোকের বংশধর হিসাবে, তাদের রাজ্যে আক্রমণ করেছিলেন। এভাবে, ভূতেরা "তাঁর সামনে হাঁটু পাতে এবং চিৎকার করে বলে, **'আপনিই ইবনুল্লাহ!'** " ইতিমধ্যে, ধর্মীয় নেতারা "তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো যে কিভাবে **তাঁকে ধ্বংস করে** ফেলা যায়।"

কোন একদিন কয়েকজন অতিথিকে এই কাহিনী বলার পর, তাদের মধ্যে একজন বললেন, "অবিশ্বাস্য! ধর্মীয় নেতাদের চেয়ে ঈসাকে ভূতেরা বেশি সম্মান দেখিয়েছিল!"

অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য।

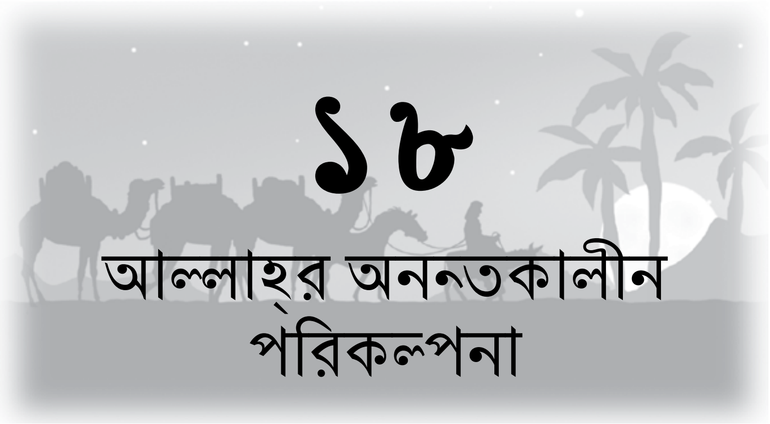

১৮
আল্লাহ্‌র অনন্তকালীন পরিকল্পনা

“অনেকদিন আগে থেকে এ তাঁর মনের মধ্যে ছিল।”

(প্রেরিত ১৫:১৮)

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র মনে একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল। যেদিন গুনাহ্‌ মানুষের পরিবারে প্রবেশ করলো সেই দিন থেকেই আল্লাহ্‌ তাঁর পরিকল্পনা ঘোষণা করতে শুরু করলেন কিন্তু সাংকেতিক ভাবে। কিতাব এই পরিকল্পনাকে উল্লেখ করে “আল্লাহ্‌র **গোপন সত্য**” হিসাবে। (প্রকাশিত কালাম ১০:৭)

আজকের দিন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য মানব জাতির অনেক লোকের কাছে রহস্যই রয়ে গেছে কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না, কারণ “আল্লাহ্‌র কালামের মধ্যে **যে গোপন সত্য** যুগ যুগ ধরে লুকানো ছিল, **এখন তা প্রকাশিত হয়েছে**।” (কলসীয় ১:২৬)

নবীদের থেকে বেশি রহমতপ্রাপ্ত

এখানে একটি দারুণ ও মজার চিন্তা বা ধারণা রয়েছে। যখন আল্লাহ্‌র কাহিনী ও বার্তা বোঝার বিষয় আসে, তখন আপনি এবং আমি আমরা পূর্বের নবীদের, যারা এই কিতাব লিখেছেন, তাঁদের থেকেও বেশি রহমতপ্রাপ্ত।

আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র পূর্ণ প্রকাশ রয়েছে যা তাদের কাছে ছিল না।

আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবের শেষ পর্যন্ত পড়তে পারি কিন্তু তাদের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না।

"যে দোয়া তোমাদের পাবার কথা তার বিষয়ে যে সব নবীরা অনেক আগে বলে গেছেন,তারা এই নাজাতের বিষয় জানবার জন্য অনেক খোঁজ খবর নিয়েছিলেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তাদের দিলে মসীহের রূহ্ আগেই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিলেন যে, মসীহ্কে কষ্টভোগ করতে হবে ও তারপর তিনি মহিমা লাভ করবেন। নবীরা জানতে চেয়েছিলেন মসীহের সেই রূহ্ কোন সময় এবং কোন অবস্থার কথা তাদের জানাচ্ছিলেন। **কিন্তু আল্লাহ্ তাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, তারা যে সব কথা বলছিলেন তার দ্বারা তারা নিজেদের সেবা না করে তোমাদের সেবাই করেছিলেন**। বেহেশ্ত থেকে পাঠানো পাক-রূহের পরিচালনায় যারা তোমাদের কাছে মসীহের বিষয়ে সুসংবাদ তবলিগ করেছেন তারা নবীদের সেই সব কথাই তোমাদের জানিয়েছেন। **এমন কি, ফেরেশতারা পর্যন্ত এই সব বিষয় জানতে আগ্রহী**।" (১ম পিতর ১:১০-১২)

আল্লাহ্ কেন তাঁর পরিকল্পনা সাংকেতিক চিহ্নের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন, "কেন আল্লাহ্ ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই সেই পতিত মানুষদেরকে বলেননি যা তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন? কেন তিনি তাঁর বার্তাকে রহস্যের মধ্যে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন?"

যদিও আমাদের সার্বভৌম আল্লাহ্ দুনিয়ার মানুষের কাছে কোন জবাবদিহীতার জন্য বাধ্য নন, তবুও তাঁর রহমতের জন্য মানব জাতির জন্য তাঁর যে পরিকল্পনা তা কেন রহস্যের মধ্যে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন তা বোঝার অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন। আল্লাহ্ কেন তাঁর পরিকল্পনা ধীরে ধীরে এবং বিবেচনার সাথে প্রকাশ করেছেন তার তিনটি কারণ এখানে উল্লেখ করা হল।

প্রথমত, যেভাবে ৫ম ও ৬ষ্ট অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ধীরে ধীরে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্ মানবজাতিকে অগণিত **নিশ্চিতকৃত** ভবিষ্যদ্বাণী ও চিহ্ন প্রদান করেছেন, এবং সেই সাথে অনেক সাক্ষী নিশ্চিত করেছেন যাতে পরবর্তী প্রজন্ম সুনিশ্চিতভাবে এক সত্য আল্লাহ্র বার্তাকে জানতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এমনভাবে আল্লাহ্ তাঁর সত্য প্রকাশ করেছেন যে শুধুমাত্র যারা অনেক যত্নসহকারে এটি খোঁজ করবে তারাই তা খুঁজে পাবে। "আল্লাহ্ কোন বিষয় গোপন রাখলে তাতে তাঁর গৌরব হয়; বাদশাহরা কোন বিষয় **তদন্ত করে** প্রকাশ করলে তাতে তাদের গৌরব হয়।" (মেসাল ২৫:২) ঠিক যেভাবে একজন চোর একজন পুলিশ

অফিসারকে খুঁজে পায় না, সেভাবে অনেক লোক সত্য খুঁজে পায় না; কারণ তারা তাকে খুঁজতে চায় না।[১৭৪]

তৃতীয়ত, আল্লাহ্ তাঁর পকিল্পনাকে গোপন রেখেছেন এই জন্য যেন তিনি তা ইবলিস ও তার অনুসারীদের কাছ থেকে তা **লুকিয়ে** রাখতে পারেন।

> "আসলে আমরা আল্লাহ্‌র জ্ঞানপূর্ণ গোপন উদ্দেশ্যের কথাই বলি। সেই উদ্দেশ্য লুকানো ছিল এবং দুনিয়া সৃষ্টির আগেই তা স্থির করে রেখেছিলেন যেন আমরা তাঁর মহিমার ভাগী হতে পারি। এই যুগের নেতাদের মধ্যে কেউই তা বোঝে নি; যদি তারা বুঝত তাহলে হে মহিমাপূর্ণ প্রভুকে ক্রুশের উপরে হত্যা করত না।" (১ করিন্থীয় ২:৭-৮)

যদি ইবলিস ও তার সহযোগীরা তাদের পরাজিত করার জন্য আল্লাহ্‌র অবিচ্ছেদ্য পরিকল্পনা বুঝতে পারতো, তাহলে তারা যা করেছিল তা কখনোই করতো না। আল্লাহ্ তাঁর পরিকল্পনা এমনভাবে সাজিয়েছিলেন যে তা ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্র যে করেছিল সেই আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা পূর্ণ করতে সাহায্য করল।

এবং তাহলে সেই পরিকল্পনা কি ছিল?

নাজাত!

আল্লাহ্। দুনিয়াতে একজন গুনাহবিহীন নাজাতদাতা পাঠানোর ওয়াদা করেছিলেন—স্ত্রীলোকের বংশ হিসাবে—যেন তিনি আদমের স্বেচ্ছাচারী, শরীয়ত অমান্যকারী বংশধরকে অনন্তকালীন অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারেন। মানবজাতির ঠিক সঠিক মুহূর্তেই আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করলেন।

> "কিন্তু সময় পূর্ণ হলে পর আল্লাহ্ তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পুত্র স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন এবং শরীয়তের অধীনে জীবন কাটালেন, যেন শরীয়তের অধীনে থাকা লোকদের তিনি **মুক্ত করতে** পারেন।" (গালাতীয় ৪:৪-৫)

মুক্ত করা মানে হল কিনে নেয়ার জন্য যে মূল্য প্রয়োজন তা পরিশোধ করা।

ছোটবেলায় আমি যখন ক্যালিফোরনিয়াতে ছিলাম তখন আমার একটি ছোট কুকুর ছিল। আমি তাকে খাওয়াতাম, তার যত্ন নিতাম ও তার সাথে খেলা করতাম। সে আমাকে অনুসরণ করতো এবং যখন

আমি স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে আসতাম তখন খুবই আনন্দিত হতো। কিন্তু তার একটি সমস্যা ছিল। মাঝে মাঝে সে প্রতিবেশির বাড়িতে চলে যেত যদিও সে সবসময়ই ফিরে আসতো। একদিন ছাড়া।

একদিন আমি আমার স্কুল থেকে ফিরে আসলাম, কিন্তু আমাকে স্বাগতম জানানোর জন্য সেখানে আমার কুকুরটা ছিল না। রাতে ঘুমানোর সময়, তাকে তখনও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নাই। পরবর্তী দিন, আমার বাবা পরামর্শ দিলেন যেন আমি স্থানীয় পশুদের আশ্রয়স্থানে যাই যেখানে স্বল্প সময়ের জন্য কুকুর ও বিড়ালদেরকে রাখা হয়। বেওয়ারিস পশুদেরকে সেখানে রাখা হয়।

আমি সেই আশ্রয়স্থানে কল দিলাম। হ্যাঁ, আমার বর্ণনানুসারেই একটি ছোট কুকুর সেখানে ছিল। শহরের "ডগ ক্যাচার" তাকে ধরে ছিল। আমার কুকুরটি নিজেকে রক্ষা করার জন্য অসহায় ছিল। যদি কেউ তাকে রক্ষা করতে না আসে তাহলে তাকে মেরে ফেলা হবে।

আমি সেই আশ্রয়স্থানে গেলাম। আমি আমার কুকুরটি ফিরে পেতে যাচ্ছিলাম! কিন্তু দরজার কাছের অফিসার আমাকে বললেন যে, যদি আমি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমাকে অবশ্যই এর জন্য একটি মূল্য দিতে হবে। রাস্তায় খোলামেলা ভাবে কুকুর ঘুরে বেড়ানো ছিল আইন বিরুদ্ধ কাজ। আমি সেই মূল্য পরিশোধ করলাম এবং আমার কুকুর মুক্ত হলো। সে সেই ভয়ঙ্কর খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে তার যত্ন নেওয়া ব্যক্তির সাথে ফিরে আসতে পেরে কতটা আনন্দিত হয়েছিল! সে মুক্ত হয়েছিল।

কুকুরের জন্য মূল্য পরিশোধ করার আমার ছোট বেলার অভিজ্ঞতা আমাকে আমার নিজের অবস্থান সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে। একজন বিদ্রোহকারী, গুনাহগার হিসাবে আমাদের কোন উপায় নাই যে, আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি। আল্লাহ্‌ দুনিয়াতে তাঁর পুত্রকে পাঠালেন যেন প্রয়োজনীয় মূল্য প্রদান করে আমাদেরকে মুক্ত করতে পারেন। আমরা যা দিতে পারি এই মূল্য তার থেকেও অধিক ছিল।

> "কেউ কোন মতেই মৃত্যু থেকে কাউকে **মুক্ত** করতে পারে না কিংবা তার **মূল্য দিতে** পারে না —**কারণ জীবন কেনার দাম অনেক, সেই দামের সমান কিছুই নেই**… কিন্তু কবরের হাত থেকে আল্লাহ্‌ মুক্তির মূল্য দিয়ে আমাকে **মুক্ত** করে নেবেন…" (জবুর শরীফ ৪৯:৭-৮,১৫)

এবং তাহলে আমাদের মুক্তির মূল্য কি ছিল?

নবীরা এটি ঘোষণা দিয়েছেন

পয়দায়েশ ৩ অধ্যায়ে, শয়তানের হাত থেকে উদধারের জন্য আল্লাহ্‌র যে সাংকেতিক, প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে আমরা তার সম্মুখীন হয়েছিলাম। আসুন আরেকবার শুনি যে আল্লাহ্‌ ইবলিসকে কি বলেছিলেন।

> “আমি তোমার ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এবং তোমার বংশ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে দিয়ে আসা বংশের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করবো। সেই বংশের একজন তোমার মাথা পিষে দিবে আর তুমি তার পায়ের গোড়ালীতে ছোবল মারবে।” (পয়দায়েশ ৩:১৫)

এই কথাগুলো বলার মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর পরিকল্পনার একটি রহস্যজনক ও সুশৃঙখল রূপরেখা উপস্থাপন করেছেন যার মধ্যে দিয়ে তিনি ইবলিস এবং গুনাহের মোকাবেলা করার একটি উপায় বের করেছিলেন। এই উপায়টি তাঁর ধার্মিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মাবুদ এটা ঘোষণা করছিলেন যে, তিনি মানবজাতির জন্য একজন নাজাতদাতা-মসীহ্‌ প্রদান করবেন যিনি ইবলিসকে তার “মাথা” পিষে দেয়ার মধ্যে দিয়ে পরাজিত করবেন। ভবিষ্যদ্বাণীটি এটাও বলে যে ইবলিস মসীহের “পায়ের গোড়ালীতে” ছোবল মারবে।

> “সে [মসীহ্‌] তোমার [ইবলিসের] **মাথা** পিষে দেবে আর তুমি [ইবলিস] তাঁর [মসীহের] **পায়ের গোড়ালী**তে ছোবল মারবে।”

কিভাবে স্ত্রীলোকের বংশের মধ্যে দিয়ে আসা কেউ ইবলিসের মাথা “পিষে” দিবে? এই পিষে দেয়া শবদটি হিব্রু থেকে নেয়া হয়েছে যার অর্থ হল “ভাঙগা, ক্ষতকরা বা গুড়িয়ে ফেলা”। এই প্রাথমিক ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে ইবলিস ও মসীহ্‌ উভয়ই “আঘাতপ্রাপ্ত” হবেন কিন্তু মাত্র একজনের আঘাত ভয়ানয় বা মারাত্মক হবে। মাথা পিষে দেয়া খুবই ভয়াবহ; কিন্তু গোড়ালীতে আঘাত পাওয়া ততটা ভয়াবহ নয়।

আল্লাহ্‌ এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যদিও প্রতিজ্ঞাত মসীহ্‌ শয়তান ও তার অনুসারীদের দ্বারা “আঘাতপ্রাপ্ত হবেন” তবুও তিনি চূড়ান্তভাবে ইবলিসের উপরে বিজয়ী হবেন।

পরবর্তীতে আল্লাহ্‌ নবী দাউদকে অনুপ্রাণিত করেছেন মসীহ্‌ সম্পর্কে এই কালাম লিখতেঃ

> **“তারা আমার হাত ও পা বিঁধেছে।”** (জবুর শরীফ ২২:১৬)

সেই সাথে দাউদ এটাও বলেছেন যে, যদিও মসীহ্‌কে মেরে ফেলা হবে কিন্তু তাঁর দেহ কবরে ক্ষয় হয়ে যাবে না। প্রতিজ্ঞাত নাজাতদাতা মৃত্যুকে জয় করবেন।

> **“কারণ তুমি আমাকে কবরে ফেলে রাখবেনা, তোমার ভক্তের শরীরকে তুমি নষ্ট হতে দেবে না।”**
>
> (জবুর শরীফ ১৬:১০)

নবী ইশাইয়া মসীহের দুঃখভোগ, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেনঃ

> “**আমাদের গুনাহের জন্যই** তাঁকে **বিদ্ধ করা** হয়েছে; আমাদের অন্যায়ের জন্য তাঁকে চুরমার করা হয়েছে… আসলে মাবুদ তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে চুরমার করেছিলেন আর তাঁকে কষ্ট ভোগ করিয়েছিলেন। মাবুদের গোলাম যখন তাঁর প্রাণকে **দোষের কোরবানী হিসাবে দেবেন** তখন তিনি তাঁর সন্তানদের দেখতে পাবেন আর তাঁর আয়ু বাড়ানো হবে; তাঁর দ্বারাই মাবুদের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।” (ইশাইয়া ৫৩:৫,১০) [১৭৫]

যদিও শয়তান বা ইবলিস মানুষকে প্ররোচিত করেছেন যেন তারা আল্লাহ্‌র মসীহ্‌কে অত্যাচার করে এবং মেরে ফেলে, তবুও সবকিছুই নবীদের ঘোষণা করা পরিকল্পনা অনুসারেই ঘটছিলো। চূড়ান্ত ফলাফল হবে মাবুদ ও তাঁর মনোনিত ব্যক্তির জন্য সর্বোচ্চ জয়।

প্রজ্ঞা ও সতর্কীকরণের কথা

মসীহ্ জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগে দাউদ লিখেছেনঃ

> “**কেন অস্থির হয়ে চেঁচামেচি করছে সমস্ত জাতির লোক?** কেন লোকেরা মিছামিছি ষড়যন্ত্র করছে? **মাবুদ ও তাঁর মসীহের বিরুদ্ধে** দুনিয়ার বাদশাহরা এক সঙ্গে দাঁড়াচ্ছে আর শাসনকর্তারা করছে গোপন বৈঠক… মাবুদ বেহেশতের সিংহাসন থেকে হাসছেন; তিনি তাদের বিদ্রুপ করছেন। তিনি রাগ করে তাদের ধমক দেবেন, তাঁর গজবের আগুণ তাদের মনে ভয় জাগাবে। মাবুদ বলবেন, “**আমি যাকে বাদশাহ্ করেছি** তাঁকে আমার পবিত্র সিয়োন পাহাড়ে বসিয়েছি… তাই হে বাদশাহরা, তোমরা এখন বুঝে-শুনে চল; দুনিয়ার শাসনকর্তারা সাবধান হও। ভয়ের সঙ্গে তোমরা

> মাবুদের এবাদত কর, ভয়-ভরা অন্তরে আনন্দ কর। তোমরা **সেই পুত্রকে** সম্মান দেখিয়ে **চুম্বন** কর, যাতে তিনি তোমাদের উপর গজব নাজেল না করেন আর চলার পথেই তোমরা ধ্বংস হয়ে না যাও; কারণ চোখের নিমেষেই তাঁর রাগ জ্বলে উঠতে পারে। **ধন্য তারা যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়।**”
> (জবুর শরীফ ২:১-২, ৪-৬, ১০-১২)

সেনেগালে, যেখানে কুস্তি হচ্ছে জাতীয় খেলা, সেখানকার লোকদের এই প্রবাদ বাক্যটি আছে:

> “একটি ডিমের কখনোই পাথরের সাথে যুদধ করা উচিত নয়।”

কেন একটি ডিমের পাথরের সাথে যুদধ করা উচিত নয়? কারণ এই প্রতিযোগিতায় ডিমের জয়ী হওয়ার কোন সুযোগই নেই! একই ভাবে, যারা “মাবুদ ও তাঁর মনোনীত ব্যক্তির বিরুদেধ নিজেদেরকে দাঁড় করায়” তারা জয়ী হতে পারবে না। আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে প্রতিহত করার “একটি নিরর্থক প্রচেষ্টা মাত্র।”[১৭৬]

সেনেগালে এইরকম একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে:

> “একজন কাঠুরিয়া যে গাছের নিচে সাক্ষাৎ করে সেই গাছ ইচ্ছাকৃতভাবে কাটে না।”

পৃথিবীর এই শুষ্ক এলাকায় বেশিরভাগ গ্রামের মাঝখানে একটি বড় ছায়াযুক্ত গাছ রয়েছে। এই “সাক্ষাতের স্থানের গাছ” গরমের হাত থেকে লোকদেরকে একটি ছায়াযুক্ত স্থান দেয়: এমন একটি স্থান দেয় যেখানে লোকেরা বিশ্রাম করতে পারে, কথা বলতে পারে এবং চা পান করতে পারে। গ্রামের লোকদের কি প্রতিক্রিয়া হবে যদি কাঠুরিয়া সেই সাক্ষাতের স্থানের গাছ কাটতে শুরু করে? অবশ্যই তারা কাঠুরিয়ার প্রতি তাদের রাগ দেখাবে এবং তৎক্ষণাৎ তাকে গাছ কাটা থেকে থামাবে!

যারা আল্লাহ্‌র উদধার পরিকল্পনার বিরুদেধ নিজেদেরকে দাঁড় করায় তারা এই কাঠুরিয়ার মত যাকে গ্রামবাসীরা তাদের প্রিয় গাছ কাটার হাত থেকে প্রতিহত করবে।

তারা সাফল্য অর্জন করবে না।

> “তাই হে বাদশাহরা… তোমরা সেই পুত্রকে সম্মান দেখিয়ে চুম্বন কর, যাতে তিনি তোমাদের উপর গজব নাজেল না করেন আর চলার পথেই তোমরা ধ্বংস হয়ে না যাও; কারণ চোখের

নিমিষেই তাঁর রাগ জ্বলে উঠতে পারে। ধন্য তারা যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়।” (জবুর শরীফ ২:১০, ১২)

আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার প্রতি অন্ধ

দুনিয়াতে তাঁর পরিচর্যার শেষ সপ্তাহের দিকে ঈসা তাঁর সাহাবীদেরকে এই তথ্য দিতে লাগলেন যে, রাজনৈতিক ও আত্মিক নেতারা তাঁকে একজন বাদশাহ্ হিসাবে গ্রহণ করার পরিবর্তে তারা চাইবে যেন তাঁকে হত্যা করা হয়। যারা ঈসাকে ক্রুশে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করছিলো তাদের কোন ধারণাই ছিল না যে আসলে তারা নবীদের করা ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার জন্য অংশগ্রহণ করছে: মসীহের হাতে ও পায়ে পেরেক মারা হবে এবং এটা আল্লাহ্‌র পরিকল্পনারই একটি অংশ ছিল যাতে তিনি আদমের অসহায় বংশধরদেরকে শয়তানের থাবা থেকে মুক্ত করতে পারেন।

“সেই সময় থেকে ঈসা তাঁর সাহাবীদের জানাতে লাগলেন যে, তাঁকে অবশ্যই জেরুজালেমে যেতে হবে এবং বৃদ্ধ নেতাদের, প্রধান ইমামদের ও আলেমদের হাতে অনেক দুঃখভোগ করত হবে। পরে তাঁকে হত্যা করা হবে এবং তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে।

তখন পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করে বললেন, ‘হুজুর, এ দূর হোক। আপনার উপর এমন কখনো হবে না!’ ঈসা ফিরে পিতরকে বললেন, **“আমার কাছ থেকে দূর হও, শয়তান। তুমি আমার পথের বাধা। যা আল্লাহ্‌র তা তুমি ভাবছ না কিন্তু যা মানুষের তা-ই ভাবছ।”**

(মথি ১৬:২১-২৩)

পিতরের চিন্তা ছিল ঠিক একজন নামকরা বিতর্ক প্রতিযোগীর মত যাকে আমি বলতে শুনেছি যে, “একজন ক্রুশবিদ্ধ মসীহ্ হচ্ছেন একজন বিবাহিত কুমারের মত!”

বিতর্ক প্রতিযোগীর মত পিতর এখনও আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা বুঝতে পারে নাই। তিনি চিন্তা করেছিলেন যে মসীহ্ ক্রুশের পেরেকের কাছে নিজেকে সমর্পিত না করে বরং তখনই তাঁর ওয়াদা করা রাজ্যের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন!

পিতরের এই চিন্তাটি ঠিক ছিল যে আল্লাহ্ ঈসাকে সমস্ত দুনিয়ার সার্বভৌম শাসক হিসাবে নিযুক্ত করবেন কিন্তু তিনি এই চিন্তাটি ভুল করেছিলেন যে মসীহ্ হয়তো ক্রুশের দুঃভোগ ও লজ্জাকে কাটিয়ে যাবেন। পরবর্তীতে পিতর আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা বুঝতে পেরেছিলেন

এবং সাহসের সাথে ঘোষণা করেছিলেন: “নবীরা… ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেছেন। যে মসীহ্‌কে কষ্টভোগ করতে হবে ও তারপর তিনি মহিমা লাভ করবেন!” (১ পিতর ১:১০-১১) [১৭৭]

মসীহের ক্রুশারোপন কোন দুর্ঘটনা হবে না।

আল্লাহ্ এর জন্য “শুরু থেকেই” অপেক্ষা করেছেন ও পরিকল্পনা করেছেন।

নবীরা এই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

স্ত্রীলোকের মধ্যে দিয়ে আসা মনুষ্য এটি পূর্ণ করেছেন।

কিছু দিন আগে এই ইমেইলটি আমার কাছে এসেছিল:

প্রেরণ করা বিষয় ইমেইলের মতামত

আপনি একেবারেই অন্ধ কারণ আপনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ তাঁর একমাত্র পুত্রকে ক্রুশারোপিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন না। বিষয়টি এটি প্রকাশ করে যে, আল্লাহ্‌র সীমাবদধতা আছে এবং তিনি এতই দুর্বল যে তিনি তাঁর পুত্রকে মানুষের হাতে লাঞ্ছিত হতে ও মরতে দিলেন। যার সীমাবদধতা আছে সে দুর্বল এবং তাঁকে আল্লাহ্ বলা যায় না। আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা রয়েছে। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় এবং তাঁর সমান আর কিছুই নেই।

আল্লাহু আকবর।

পিতরের মত এই ইমেইলের লেখকও এখনও বুঝতে পারেন নাই যে, কেন মসীহ্‌কে “**অবশ্যই** মরতে হবে এবং তৃতীয় দিনে আবার জীবিত হতে হবে।”

এই রকম মৃত্যুজনক পরিকল্পনার কি প্রয়োজন ছিল? আমাদের ইমেইল লেখক যেভাবে লিখেছেন, “আল্লাহ্ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী,” তাহলে কেন আল্লাহ্ শয়তানকে দোজখে নিক্ষেপ করলেন না এবং আদমের গুনাহপূর্ণ বংশকে ক্ষমা ঘোষণা করলেন না? মাবুদ এই দুনিয়াকে শুধুমাত্র মুখের কালাম দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তাহলে কেন তিনি শুধুমাত্র মুখের কালাম দিয়ে দুনিয়াকে উদধার করলেন না?

এটির কি প্রয়োজন ছিল যে সৃষ্টিকর্তা-কালামকে মানুষের রূপ নিতে হলো? কেন আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার মধ্যে মসীহের দুঃখভোগ, রকতপাত, মৃত্যু অনতর্ভুক্ত রয়েছে?

আমাদের যাত্রার পরবর্তী অংশ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে।

১৯

কোরবানীর নিয়ম

“রক্তের মধ্যে প্রাণ আছে বলেই তা **গুনাহ্‌ ঢাকা** দেয়।”
—মাবুদ (লেবীয় ১৭:১১)

প্রথম পরিবারের ইতিহাস পয়দায়েশ কিতাবের চতুর্থ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। এখান থেকেই আমরা প্রথম জানতে পারি যে যখন আদম ও হাওয়াকে এদন বাগান থেকে বের করে দেয়া হয় তখন সম্পূর্ণ মানবজাতিকেই বের করে দেয়া হয়। তাদের যত বংশধর জন্মগ্রহণ করবে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে তারা অভিশপ্ত পৃথিবীর শয়তানের বা শত্রুর নিয়ন্ত্রনের মধ্যে থাকবে।

প্রথমজাত গুনাহগার

> “আদম তার স্ত্রী হাওয়ার কাছে গেলে পর হাওয়া গর্ভবতী হলেন, আর **কাবিল** নামে তাঁর একটি ছেলে হল। তখন হাওয়া বললেন, “মাবুদ আমাকে একটি পুরুষ সন্তান দিয়েছেন।”
> (পয়দায়েশ ৪:১)

কাবিল নামের অর্থ হল অর্জন করা। প্রথম সন্তান জন্ম দেয়ার যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যেও হাওয়া বলে উঠলেন, “মাবুদ আমাকে একটি পুরুষ সন্তান দিয়েছেন!” সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন যে কাবিলই হচ্ছে সেই ওয়াদা করা নাজাতদাতা যাকে আল্লাহ্‌ পাঠিয়েছেন যেন তাদেরকে সেই গুনাহের মৃত্যুজনক পরিণতি থেকে উদ্ধার করে।

হাওয়ার এই বিশ্বাসটি ঠিক ছিল যে, ওয়াদা করা নাজাতদাতা “মাবুদের কাছ থেকে” আসবেন। তিনি এই বিশ্বাসেও ঠিক ছিলেন যে, মসীহ্‌ স্ত্রীলোকের বংশের হবেন, কিন্তু যদি তিনি ভেবে থাকেন যে

তার স্বামীর বংশ থেকে ওয়াদা করা নাজাতদাতা আসবেন তাহলে তিনি ভুল ভেবেছেন।

এই ধরনের ভুল ধারণা খুব শীঘ্রই পরিষ্কার হয়ে উঠলো।

আদম ও হাওয়া খুব শীঘ্রই আবিষ্কার করলো যে তাদের প্রিয় ছোট প্রথমজাত সন্তানের জন্মগত গুনাহের স্বভাব ছিল। কাবিল স্বভাবগতভাবেই গুনাহ্ করেছিলো। সে নিজের ইচ্ছা ও গর্ব প্রদর্শন করেছিল—যেভাবে শয়তান ও তার পিতামাতা করেছিল। কাবিল প্রতিজ্ঞাত নাজাতদাতা ছিলেন না। তিনি শুধুমাত্র আর একজন অসহায় গুনাহগারের মতই ছিলেন যার উদধার পাওয়া প্রয়োজন।

এরপরে আদম ও হাওয়ার দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হল এবং মানব জাতির পরিণতি বাস্তবিকভাবে কি হতে যাচ্ছে তা তারা বুঝতে পারলেন।

"পরে তাঁর গর্ভে কাবিলের ভাই **হাবিলের** জন্ম হল।"
(পয়দায়েশ ৪:২)

আদম ও হাওয়া তাদের দ্বিতীয় সন্তানের নাম দিলেন হাবিল, যার অর্থ হল অসারতা বা কিছুই না। ধার্মিক সন্তান জন্ম দেয়ার কোন উপায়ই তাদের ছিল না। গুনাহগারদের জন্য প্রতিজ্ঞাত নাজাতদাতা আদমের গুনাহপূর্ণ বংশের মধ্যে দিয়ে আসতে পারে না। একসাথে, আদম ও হাওয়া শুধুমাত্র তাদের মত আর একজন গুনাহগারকেই জন্ম দিতে পারতো। যদি গুনাহের শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে কোন ধার্মিক ব্যকিতর প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে অবশ্যই মাবুদের কাছ থেকে আসতে হবে।

আমরা পয়দায়েশ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে শিখেছি যে, প্রথম পুরুষ ও স্ত্রীলোক আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে এবং আল্লাহ্‌র মত করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই দারুন সুযোগের মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্বটাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আদম, হাওয়া এবং তাদের বংশধরদের জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল এই যে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার পবিত্র এবং মহব্বতের চরিত্র প্রতিফলন করবে। যাহোক, যখন আদম ও হাওয়া তাদের সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, তখনই তারা তাঁর চরিত্রকে প্রতিফলন করা বন্ধ করে দিল। তৎক্ষণাৎ তারা আল্লাহ্‌র কেন্দ্রিক থেকে স্ব-কেন্দ্রিক হয়ে পড়লো। এবং তারা তাদের মত করেই সন্তান জন্ম দিল।

"আদমের... ছেলে ও মেয়ে জন্ম নিল... **তারা ভিতরে ও বাইরে আদমের মতই ছিল।**" (পয়দায়েশ ৫:৩-৪)

উলফ প্রবাদে বলা আছেঃ "লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ানো হরিণেরা কখনও গর্তে বাস করা শাবকের জন্ম দেয় না।" একইভাবে গুনাহগার

পিতামাতাও ধার্মিক বংশ সৃষ্টি করতে পারে না। কিতাব বলে,

> "**একটি মানুষের মধ্যে দিয়ে** গুনাহ্ দুনিয়াতে এসেছিল এবং সেই গুনাহের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুও এসেছিল। সব মানুষ গুনাহ্ করেছে বলে এইভাবে **সকলের কাছেই** মৃত্যু **উপস্থিত হয়েছে**।" (রোমীয় ৫:১২)

গুনাহগারদের এবাদত

> "**হাবিল** ভেড়ার পাল চরাত আর **কাবিল** জমি চাষ করত। পরে এক সময়ে কাবিল মাবুদের কাছে তার জমির ফসল এনে কোরবানী করল। হাবিলও তার পাল থেকে প্রথমে জন্মেছে এমন কয়েকটা ভেড়া এনে তার চর্বিযুক্ত অংশগুলো কোরবানী দিল।" (পয়দায়েশ ৪:২-৪)

কাবিল ছিল কৃষক এবং হাবিল ছিল একজন মেষপালক। যদিও গুনাহের প্রভাব তাদের চারিপাশে এবং তাদের মধ্যে ছিল তবুও তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মহিমার মধ্যে ছিল এবং তাঁর মহব্বতের যত্নের মধ্যে ছিল। যদিও কাবিল ও হাবিল উভয়ই গুনাহগার ছিল, তবুও আল্লাহ্ তাদেরকে মহব্বত করতেন এবং চাইতেন যেন তারা তাঁকে জানতে পারে এবং তাঁর এবাদত করতে আসে। যাহোক, এটা ঘটার জন্য, তাদের গুনাহের জন্য একটি প্রতিকারের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্ পবিত্র এবং "যারা তাঁর এবাদত করে তাদেরকে রূহে ও সত্যে এবাদত করতে হবে।" (ইউহোন্না ৪:২৪)

স্পষ্টভাবে, এই বালকেরা তাদের পিতামাতা দ্বারা ভালভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত ছিল, যারা এক সময় তাদের সৃষ্টিকর্তার সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক উপভোগ করেছিল। কাবিল ও হাবিল উভয়ই বুঝতে পেরেছিল যে গুনাহ্ ছিল একটি সমস্যা যা তাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে আসতে বাধা দিচ্ছিল। তাদের পিতামাতার মত তারাও আল্লাহ্‌র উপস্থিতি থেকে বাইরে ছিল। যদি তাঁর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক থাকতে হয়, তবে তা অবশ্যই তাঁর শর্তে হবে।

সুসংবাদ ছিল এই যে আল্লাহ্ একটি উপায় উন্মুক্ত করেছিলেন যার মধ্যেদিয়ে কাবিল ও হাবিল তাদের গুনাহকে ঢাকতে পারতো যদি তারা তাঁকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর স্থাপিত পদ্ধতিতে তাঁর কাছে আসে।

আসেন বর্ণনাটি আরেকবার শুনিঃ

> "পরে একসময় কাবিল মানুষদের কাছে তার জমির **ফসল এনে কোরবানী করল।** হাবিলও তার **পাল থেকে প্রথমে জন্মেছে** এমন কয়েকটা ভেড়া এনে তার চর্বিযুক্ত অংশগুলো

> কোরবানী দিল। মাবুদ হাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন। কিন্তু কাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন না। এতে কাবিলের খুব রাগ হল এবং সে মুখ কালো করে রইলো।”
>
> (পয়দায়েশ ৪:৩-৫)

ভাল করে উপস্থাপন করা যে কোন গল্পের সমস্ত বিস্তারিত বর্ণনা সঙেগ সঙেগ দেয়া হয় না। এই বর্ণনাটি শুধুমাত্র বলে যে কাবিল ও হাবিল কি করেছিল। তারা যা করেছিল তা তারা কেন করেছিল তা কিতাবের অন্যস্থানে ব্যাখ্যা করা আছে। উভয় যুবকই একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌র এবাদত করতে চেয়েছিল। প্রত্যেকেই “আল্লাহ্‌র কাছে... একটি কোরবানীর উপহার আনলো।”

কাবিল কিছু হৃদয়স্পর্শী বাছাইকরা ফলমূল এবং শাক-সবজি নিয়ে আসলো যা সে সযত্নে চাষ করেছিল।

হাবিল নিয়ে আসলো কিছু নির্দোষ, নিষ্কলঙক ভেড়া, সেগুলো সে হত্যা করলো এবং পাথরের বেদী তৈরী করে সেগুলোর উপরে সেই মাংসগুলো পুড়িয়ে দিলো। [১৭৮]

বাহ্যিক দিক থেকে, হাবিলের রকতমাখা কোরবানী ছিল নিষ্ঠুর এবং আতঙকজনক যেখানে কাবিলের চাষাবাদ করা কোরবানী ছিল সুন্দর ও মর্মস্পর্শী। তবুও কিতাবে বলা হয়েছেঃ

> “**মাবুদ হাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন কিন্তু কাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন না।** এতে কাবিল খুবই রাগ করলেন এবং মুখ কালো করে বসে রইলেন।”
>
> (পয়দায়েশ ৪:৪-৫)

কেন আল্লাহ্‌ হাবিলের কোরবানী গ্রহণ করলেন কিন্তু কাবিলেরটা গ্রহণ করলেন না?

হাবিল আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে বিশ্বাস করতেন।

কাবিল করতেন না।

কাবিলের ঈমান এবং ভেড়া

কিতাব আমাদের বলে যে যখন আল্লাহ্‌ তাঁর প্রত্যাশাকে কাবিল ও হাবিলের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, তখন হাবিল ঈমান সহকারে আল্লাহ্‌র কাছে এনেছিলেন।

> “**ঈমানের জন্য কাবিলের** [যে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনায় ঈমান আনে নাই] **চেয়ে হাবিলের** [যিনি আল্লাহ্‌র পরিকল্পনায় ঈমান এনেছিলেন] **কোরবানী আল্লাহ্‌র চোখে আরও ভাল**

> **ছিল**, তার ঈমানের জন্যই আল্লাহ্‌ তার কোরবানী কবুল করে তার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, তিনি **ধার্মিক**… ঈমান ছাড়া আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব।” (ইবরানী ১১:৪,৬)

যে ঈমান আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে সেটি হল এমন ঈমান যা তাঁর পরিকল্পনাকে বিশ্বাস করে ও নির্ভর করে।

যখন আদম ও হাওয়া গুনাহ্‌ করলো, তখন গুনাহের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা নিজেরা যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল আল্লাহ্‌ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তার পরিবর্তে, আল্লাহ্‌ একটি পশুকে কোরবানী দিলেন এবং আদম ও হাওয়ার গুনাহ্‌ ও লজ্জা ঢাকা দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। নির্দোষ পশুদেরকে হত্যা করার মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্‌ তাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে “গুনাহ্‌ যে বেতন দেয় তা **মৃত্যু**, কিন্তু আল্লাহ্‌ যা দান করেন তা আমাদের হযরত ঈসার মধ্যে দিয়ে অনন্তজীবন।” (রোমীয় ৬:২৩)

পরবর্তীতে, হাবিল ও কাবিলও এই একই শিক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু মাত্র একজন তা বিশ্বাস করেছিলেন।

হাবিল বিশ্বাসে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, নম্রতা ও বাধ্যতার সাথে তিনি মাবুদকে একটি স্বাস্থ্যবান প্রথমজাত মেষ উপহার দিয়েছিলেন।

কল্পনা করুন যে হাবিল মেষের মাথার উপর তার হাত রাখছেন এবং নম্রতার সাথে মাবুদকে শুকরিয়া জানাচ্ছেন। যদিও হাবিল মৃত্যুজনক শাস্তির যোগ্য কিন্তু তবুও আল্লাহ্‌ এই মেষের রক্ত গ্রহণ করে গুনাহের অস্থায়ী মূল্য পরিশোধ করবেন। পরবর্তীতে, হাবিল ছুরি নিলেন এবং এই শান্ত পশুর গলা চিরে দিলেন এবং দেখছিলেন যে এর জীবন্ত রক্ত স্পন্দিত হচ্ছে।

মেষ কোরবানী দেয়ার মধ্যে দিয়ে হাবিল আল্লাহ্‌র পবিত্র চরিত্র এবং গুনাহ্‌ ও মৃত্যুর যে নিয়ম তাকে সম্মান জানালেন। হাবিলের বিশ্বাসের দরুন আল্লাহ্‌ হাবিলের গুনাহ্‌ ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে ধার্মিক বলে গণ্য করলেন। হাবিল গুনাহের শাস্তি থেকে মুক্ত ছিল কারণ সেই শাস্তি নির্দোষ মেষশাবক বহন করেছিল। হাবিলের কোরবানী সেই পরিপূর্ণ কোরবানীর দিকে ইঙ্গিত দেয় ও চিহ্নিত করে যা আল্লাহ্‌পাক ওয়াদা করেছেন যেন তাঁর মধ্যে দিয়ে

সমস্ত দুনিয়া গুনাহ্ মুক্ত হয়।

এই কারণেই "মাবুদ হাবিলের কোরবানী গ্রহণ করলেন এবং তাকে সম্মান জানালেন।"

কাবিলের কাজ ও ধর্ম

এরপর আসে কাবিলের বিষয়। তিনি কতটাই না ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন! তিনি মাবুদের সামনে তার নিজের হাতে কষ্ট করে চাষ করা বিভিন্ন শ্রেনীর কিছু আর্কষণীয় সবজি ও ফলমূল নিয়ে আসলেন। কিন্তু মাবুদ কাবিল ও তার কোরবানীকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

কাবিলের ভুল এটা ছিল না যে তিনি মিথ্যা আল্লাহ্‌র এবাদত করেছিলেন কিন্তু তিনি সত্য আল্লাহ্‌র সামনে মিথ্যা এবাদত করেছিলেন।

তার সৃষ্টিকর্তার কাছে বিশ্বাস সহকারে না এসে বরং কাবিল তার নিজের ধারণা ও প্রচেষ্টা নিয়ে এসেছিল। আল্লাহ্ কাবিলের পিতামাতার নিজেদের চেষ্টায় ডুমুর গাছের পাতা দিয়ে লজ্জা ঢাকার বিষয়টি গ্রহণ করেন নাই, ঠিক একই ভাবে সবজি দিয়ে নিজ প্রচেষ্টায় করা কোরাবানী তিনি গ্রহণ করবেন না।

কেউ কেউ যুক্তি দেন যে, "কিন্তু কাবিলের যা ছিল সে তাই নিয়েই এসেছিল!"

আল্লাহ্ কাবিলের কি ছিল সেটি বিবেচনা করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন যেন কাবিল মৃত্যুজনক শাস্তির মূল্য হিসাবে—মেষের রক্তের ভিত্তিতে তাঁকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর এবাদত করে। যদি কাবিলের মেষ না থাকতো, তাহলে সে কিছু মেষ হাবিলের কাছ থেকে সবজির বিনিময়ে কিনতে পারতো, অথবা নম্রতার সাথে সে হাবিলের বেদীর সামনে মাবুদের কাছে আসতে পারতো যেখানে মেষের রক্ত পতিত হয়েছে। কিন্তু কাবিলের এর জন্য অনেক গর্ব ছিল। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র এবাদত করার জন্য নিজের হাতের কাজের উপর নির্ভর করতে পছন্দ করলো।

এই কারণেই আল্লাহ্ "কাবিল ও তার কোরবানী গ্রহণ করেন নাই।"

গুনাহের ঋণ

কেন মাবুদ এত অনাপেক্ষিক ছিলেন? কেন তিনি হাবিলের মেষ কোরবানীকে গ্রহণ করলেন কিন্তু কাবিলের সজীব শাক-সবজিকে গ্রহণ করলেন না?

আল্লাহ্ খুব সাধারণ কারণেই কাবিলের কোরবানীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, এর কারণটি হল গুনাহের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু, নিজের কোন প্রচেষ্টা নয়। গুনাহ্ এবং মৃত্যুর নিয়ম, যা তিনি আদমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ

করেছিলেন তার কোন পরিবর্তন হয় নাই। যারাই আল্লাহ্‌র নিয়মভঙগ করবে তাদেরকে সেই ঋণের মূল্য মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরিশোধ করতে হবে। এই বিশ্ব-ভ্রমান্ডের ন্যায় বিচারক কখনোই কোন নিয়ম ভঙগকারীর জন্য হালকা শাস্তির ব্যবস্থা করবেন না।

গুনাহের যে ঋণ তা কোন আত্ম-প্রচেষ্টা বা ভাল কাজ বা আন্তরিকতা দিয়ে পরিশোধ করা করা যায় না।

উদাহরণ, ধরে নিন একটি বড় ব্যাংক আমাকে কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছে। এই বিশাল পরিমাণ টাকা আমি কোথাও বুদ্ধিমত্তার সাথে বিনিয়োগ না করে অযথা উড়িয়ে দিলাম এবং ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলাম। পুলিশ আমার বাড়িতে এল এবং আমাকে আটক করলো। কোর্টে আমি বিচারককে বললাম, "আমি আমার জীবনে কখনোই এই ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারবো না যা আমি নিয়েছি, কিন্তু এই অর্থনৈতিক ঋণ পরিশোধ বা মুছে ফেলার একটি পরিকল্পনা আমার আছে। প্রত্যেকদিন আমি ব্যাংকের সভাপতিকে এক বোল ভাত দিব। সপ্তাহের একদিন আমি এক বেলার খাবার না খেয়ে কোন এক দরিদ্রকে তা দিবো। সেই সাথে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিদিন কয়েকবার করে গোসল করবো যেন ঋণের যে লজ্জা তা আমার শরীর থেকে ধুয়ে যায়। এগুলো আমি করতেই থাকবো যতদিন পর্যন্ত না আমার ঋণ শোধ হয়।"

বিচারক কি আমার এই যুক্তিহীন ব্যবস্থা বা পদ্ধতিগুলো ঋন পরিশোধের উপায় হিসাবে গ্রহণ করবেন? কখনোই না! একই ভাবে এই দুনিয়ার বিচারকও গুনাহের ঋণ পরিশোধের জন্য আবেদন/মুনাজাত, রোজা এবং ভাল কাজকে অনুমোদন দিবেন না। গুনাহের মূল্য পরিশোধ করার মাত্র একটাই উপায় রয়েছে। আর তা হচেছ **মৃত্যু**-আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অনন্তকালীন বিচ্ছিন্নতা।

গুনাহ্‌ ও মৃত্যুর যে নিয়ম তার থেকে এই অসহায় গুনাহগারকে কি উদ্ধারের কোন উপায় আছে?

আল্লাহ্‌কে অনেক শুকরিয়া, উপায় আছে।

কোরবানীর নিয়ম

আমি তাস খেলি না, কিন্তু আমি জানি যে কিছু কিছু তাস আছে যা অন্য তাসকে হারিয়ে দেয়। তাসের যে মূল্য নির্ধারণ করা আছে সেই জন্য কিছু তাস অন্যান্য কম মূল্যের তাসের উপর জয় লাভ করে।

পুরাতন নিয়মের দানিয়াল এবং ইষ্টের কিতাবে বলা হয়েছে যে আগেরকার বাদশাহরা যে নিয়ম তৈরী করতো তা "মিডিয় ও পাসীকদের আইন অনুসারে পরিবর্তন করা বা বদলানো যেত না।" (দানিয়াল ৬:৮) যদি বাদশাহ্‌ কোন আইনের উপর জয়লাভ করতে চাইতেন তাহলে সেই আইন বাতিল করার পরিবর্তে তিনি আরেকটি শকত বা কঠিন আইন

প্রতিষ্ঠা করতেন যেন সেটি পুরাতন আইনকে দাবিয়ে রাখতে পারে।[১৭৯]

একই রকমভাবে, শুরু থেকেই, “গুনাহ্ ও মৃত্যুর নিয়মের” উপর আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার বিজয় আনার জন্য আরেকটি শকিতশালী আইন আনতে হলো, যার নাম “**গুনাহের কোরবানীর নিয়ম**,” (লেবীয় ৬:২৫) অথবা এটিকে অন্যভাবে “**যোগাযোগ কোরবানীর নিয়ম**” (লেবীয় ৭:১১) বলা হয়।

আল্লাহ্, যিনি তাঁর সমস্ত আইন বহাল রাখেন, তিনি কোরবানীর নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করেছেন যাতে তা বৈধভাবে গুনাহ্ ও মৃত্যুর নিয়মের উপর জয়লাভ করতে পারে।

কোরবানী উৎসর্গের নিয়ম হচ্ছে গুনাহগারদের প্রতি রহমতের আইন যেখানে একইসাথে তা গুনাহের বিরুদেধ ন্যায়বিচারও নিয়ে আসে। (আল্লাহ্ কেন রহমত ও ন্যায়বিচার এর পরিপূর্ণ সমতা বজায় রেখেছেন তা পর্যালোচনার জন্য ১৩ অধ্যায় দেখুন)। রক্ত কোরবানী নিয়ম আল্লাহ্‌র এমন একটি উপায় যার মধ্যে দিয়ে গুনাহগারের শাস্তি না হয়ে গুনাহের শাস্তি হয়। এখানে আল্লাহ্ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে কিভাবে তা ঘটে:

> “কারণ **রক্তেত**ই থাকে প্রাণীর প্রাণ। সেই জন্যই তোমাদের প্রাণের পরিবর্তে আমি তা দিয়ে কোরবানগাহের উপরে তোমাদের গুনাহ্ ঢাকা দেবার ব্যবস্থা দিয়েছি। রক্তের মধ্যে প্রাণ আছে বলেই তা **গুনাহ্ ঢাকা** দেয়।” (লেবীয় ১৭:১১)

এই নিয়মটি দুইটি মৌলিক নীতিমালা ধারণ করেঃ

১. **রক্ত জীবন দেয়**—আল্লাহ্ বলেছেন: “**রক্তের মধ্যেই প্রাণীর প্রাণ থাকে।**” কিতাব যা হাজার হাজার বছর আগে ঘোষণা দিয়েছে বর্তমান বিজ্ঞান তা নিশ্চিত করেছে: একটি প্রাণীর রক্তের মধ্যেই তার প্রাণ থাকে। স্বাস্থ্যবান রক্ত জীবন দীর্ঘায়ু করতে ও অপ্রয়োজনীয় সমস্ত দূষিত বিষয় পরিষ্কার করতে যে উপাদান প্রয়োজন তা সরবরাহ করে থাকে। রক্ত খুবই মূল্যবান; রক্ত ছাড়া যে কোন মানুষ বা পশু মৃত।

২. **গুনাহের জন্য মৃত্যুর প্রয়োজন**—আল্লাহ্ আরও বলেছেনঃ “**রক্তের মধ্যে প্রাণ আছে বলেই তা গুনাহ্ ঢাকা দেয়।**” ঢেকে দেয়ার যে ইংরেজী শবদ তা হিব্রু শবদ কাফার থেকে এসেছে যার অর্থ হল “আবরণ তৈরী করা, বাদ দেয়া, পরিষ্কার করা, ক্ষমা করা এবং সমন্বয় করা।”[১৮০] শুধুমাত্র রক্ত ঢালার মধ্যে দিয়েই গুনাহগাররা পরিষ্কৃত হতে পারেন এবং তাদের ধার্মিক ও ন্যায়বিচারক সৃষ্টিকর্তার সাথে মিলিত হতে পারে।

> যেহেতু গুনাহের শাস্তি হল মৃত্যু, তাই আল্লাহ্ বলেছেন যে তিনি কোরবানী হিসাবে রক্ত গ্রহণ করবেন যা মানুষের গুনাহকে ঢেকে দিবে এবং মূল্য পরিশোধ করবে।

একটি বিকল্প

কোরবানীর নিয়মে যে মৌলিক নীতিমালা তাকে এক কথায় বলা যেতে পারে: **প্রতিস্থাপন**। একটির বদলে আরেকটি। একজন গুনাহগারের পরিবর্তে একটি নির্দোষ পশুকে হত্যা করা।

মসীহের দুনিয়াতে আসার পূর্বে মাবুদ আদমের বংশধরদেরকে এটা জানিয়েছেন যে তিনি অস্থায়ী বা স্বল্পকালের জন্য উপযুক্ত কোন পশু যেমন মেষ, ভেড়া, ছাগল বা মহিষের রক্তকে গুনাহের মূল্য হিসাবে গ্রহণ করবেন। এমনকি কবুতর ও ঘুঘুর ছানাকেও কোরবানী করা যাবে।[১৮১] ধনী কি দরিদ্র, ভাল কি খারাপ ব্যক্তি তাতে কিছু যায় আসে না, সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছে আসতে হলে তাদের গুনাহকে চিহ্নিত করতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ্ রক্তের বিনিময়ে তাদের গুনাহের ক্ষমাদান করবেন।

যে পশুটাকে কোরবানী দেয়া হবে তাকে "ত্রুটিমুক্ত/নিখুঁত" হতে হতো।[১৮২] সেটির কোন রোগ, হাড় ভাঙ্গা, কাটা বা দাগ পড়া থাকা যাবে না। এটি নিখুঁততার নিদর্শন ছিল। গুনাহগার ব্যক্তিকে কোরবানী উৎসর্গ করার জন্য "পশুর মাথার উপর হাত রাখতে হত এবং হত্যা করতে হত… এটি হচ্ছে **গুনাহের কোরবানী**।" এরপর পশুর ভুরি বেদীতে পোড়ানো হত।

এই ধরনের কোরবানীর ফলাফল সম্পর্কে মাবুদ আল্লাহ্ কি বলেছেন?

> "তার গুনাহ… তাতে তাকে **মাফ** করা হবে।" (লেবীয় ৪:২৩-২৬)

যখন গুনাহগার ব্যক্তি তাদের হাত নির্দোষ পশুর উপর রাখে, তখন চিহ্নস্বরূপ তাদের গুনাহ্ পশুর উপর গিয়ে বর্তায়। তখন সেই গুনাহ্ বহনকারী পশু সেই ব্যক্তির স্থানে শাস্তি বা মৃত্যুবরণ করে।

গুনাহগারের ক্ষমা হয়!

প্রতিস্থাপনের নীতিমালা অনুসারে, গুনাহের শাস্তি হয় এবং গুনাহগারের ক্ষমা হয়। গুনাহের মৃত্যুজনক যে শাস্তি তা গুনাহগারের পরিবর্তে একটি নির্দোষ পশুর উপর বর্তায়।

গুনাহের কোরবানীর নিয়ম গুনাহগারকে এই শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ্ পবিত্র এবং "**রক্ত**পাত [একটি মৃত্যুজনক শাস্তি] ছাড়া গুনাহের **মাফ** [গুনাহের শাস্তি দূর করা] হয় না।" (ইবরানী ৯:২২)

পশু কোরবানীর মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্ গুনাহের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার করেছেন এবং অসহায় গুনাহগারদের, যারা তাঁকে এবং তাঁর পরিকল্পনায় বিশ্বাস করেছিল, তাদের প্রতি রহমত দেখিয়েছেন। এই কারণে মাবুদে সেদিন তাঁর লোকদেরকে দশটি শরিয়ত দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর আইন অমান্য বা ভঙগ করার মধ্যে দিয়ে যে গুনাহ্ তারা করেছিল তা থেকে মুক্ত হওয়ার এবং আল্লাহ্র কাছে মানুষের ফিরে আসার জন্য কোরবানগাহের উপার তাদেরকে রক্তপাতের কোরবানী বা উৎসর্গ করতে হবে।

> “তোমরা মাটি দিয়ে **আমার জন্য** একটা কোরবানগাহ তৈরী করবে, আর **তার উপর তোমাদের পোড়ানো-কোরবানী** এবং যোগাযোগ-কোরবানীর গরু-ছাগল-ভেড়া কোরবানী দেবে। **যে সব জায়গায় আমি আমার নাম স্মরণ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব সেই সব জায়গায় আমি উপস্থিত হয়ে তোমাদের দোয়া করব।**” (হিজরত ২০:২৪)

গুনাহের-জন্য-রক্ত কোরবানীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যতদিন পর্যন্ত না প্রতিজ্ঞাত মসীহের আগমন ঘটে ততদিন গুনাহের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র যোগ্য মূল্য দেয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। মসীহের উদ্দেশ্য ছিল কোরবানীর আইনের সত্যিকারের যে অর্থ তা পূর্ণ করা।

আল্লাহ্র বিবেচনায়, একজন মানুষের প্রাণের মূল্য সমস্ত পৃথিবীর পশুদের প্রাণের চেয়েও বেশি। পশুদেরকে আল্লাহ্র মত করে সৃষ্টি করা হয় নাই। পশুদের অনন্তকালীন রূহ্ বলে কিছু নেই। সুতরাং, মানুষের গুনাহের ঋণের মূল্য হিসাবে পশুর রক্ত ছিল একটি চিহ্নমাত্র।

পুরাতন নিয়মে যত পশু কোরবানীর বর্ণনা আছে হাবিলের মেষ কোরবানীর ঘটনা ছিল তার মধ্যে প্রথম, এবং সেখানে আমরা দেখতে পাই যে ঈমানদারগণ নির্দোষ, নিখুঁত পশুর রক্ত কোরবানগাহে ঢালার মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্র কাছে এবাদত করতে আসতেন। এই সমস্ত পশু-কোরবানীর ঘটনার মধ্যে একটি কোরবানীর ঘটনা সবচেয়ে বেশি সমাদৃত।

এটি হচ্ছে সেই ঘটনা যা সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানগণ প্রতি বছর স্মরণ করেন বা পালন করেন।

২০

একটি স্মরণীয় কোরবানী

পরিবারের সকলে একত্রিত হয়েছে পশুটিকে মাটিতে শোয়ানো হয়েছে। বয়স্ক থেকে যুবক সবাই ভেড়ার উপর হাত দিয়েছে অথবা বাবার হাতে ছুরি রয়েছে।

তাড়াতাড়ি করে কাটা শেষ হল এবং মাটিতে পশুর প্রাণ গড়াগড়ি খাচেছ।

এই বছরের মত কোরবানী শেষ হলো।

ঈদুল-আযহা, "কোরবানীর উৎসব," যা মুসলমানরা প্রায় চার হাজার বছর আগের পুরাতন কিতাবের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পালন করে যখন আল্লাহ্ ইব্রাহিমের ছেলের পরিবর্তে একটি ভেড়াকে হত্যা করতে দিয়েছিলেন।[১৮৩] কোরআন এই ঐতিহাসিক কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ দেয় যা এরকম: "আর আমি এক **মহান যবেহের** বিনিময়ে **তাকে মুক্ত করলাম।**" (সূরা ৩৭:১০৭)

এই নাটকীয় কাহিনীর গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই পয়দায়েশ কিতাবে ফিরে আসতে হবে।

ইব্রাহিম

ইব্রাহিম[১৮৪] প্রায় ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উর দেশে জন্মগ্রহণ করেন, যাকে বর্তমানে ইরাক বলা হয়। আদমের অন্য সমস্ত বংশধরদের মত, তিনিও গুনাহের চরিত্র নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও ইব্রাহিম পৌত্তলিক দেবতাদের এবাদতকারীদের মধ্যে বড় হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এক সত্য আল্লাহ্‌র এবাদতকারী ছিলেন। ইব্রাহিম বর্তমান লোকদের মত ছিলেন না যারা মনে করেন যে তাদেরকে তাদের পিতামাতার ধর্মের প্রতিই বিশ্বস্ত থাকতে হবে সেটা যাই হোক না কেন।

হাবিলের মত ইব্রাহিমও পশু কোরবানী দিয়ে রক্তপাতের মধ্যে

দিয়েই আল্লাহ্‌র এবাদত করতেন।

যখন ইব্রাহিমের বয়স পচাঁত্তর এবং তার স্ত্রীর বয়স পঁয়ষটিট বছর ছিল, মাবুদ তার কাছে আসলেন এবং বললেন:

> "তুমি তোমার নিজের দেশ, তোমার আত্মীয়-স্বজন এবং তোমার পিতার বাড়ী-ঘর ছেড়ে আমি তোমাকে যে দেশ দেখাব সেই দেশে যাও। **তোমার মধ্য থেকে আমি একটি মহাজাতি সৃষ্টি করব। আমি তোমাকে দোয়া করব** এবং এমন করব যাতে তোমার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর তোমার মধ্য দিয়ে লোকে দোয়া পায়। যারা তোমাকে দোয়া করবে আমি তাদের দোয়া করব, আর যারা তোমাকে বদদোয়া দেবে আমি তাদের বদদোয়া দেব। **তোমার মধ্য দিয়েই দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতি দোয়া পাবে।"** (পয়দায়েশ ১২:১-৩)

আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে ওয়াদা করেছেন যে তিনি তার মধ্য দিয়ে একটি "মহানজাতি" তৈরী করবেন যার মধ্য দিয়ে তিনি সমস্ত দুনিয়ার লোকদের জন্য নাজাত পাঠাবেন। এই জাতি হবে "মহান" কিন্তু তা আকারে নয় বরং গুরুত্বের দিক থেকে। এই মহানজাতিকে বাস্তবে রুপ দিতে আল্লাহ্ ইব্রাহিম ও তার নিঃসন্তান স্ত্রীকে আদেশ দিলেন যেন তারা সেই দেশে যায় যে দেশ তিনি তাদের বংশধরদের দেয়ার ওয়াদা করেছেন, যদিও তখনও তাদের কোন সন্তান ছিল না।

দৃশ্যত অসম্ভব মনে হওয়া আল্লাহ্‌র ওয়াদার বিষয়ে ইব্রাহিম কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন? পিতার বাড়ী ত্যাগ করে কনান দেশ, যেটি বর্তমানে ইসরাইল ও ফিলিস্তিন নামে পরিচিত, তার দিকে রওনা দেয়ার মধ্য দিয়ে ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস দেখিয়েছেন এবং তাঁর বাধ্য হয়েছেন।

ইব্রাহিমের ঈমান

যখন ইব্রাহিম কনান দেশে পৌছালেন, মাবুদ তাকে বললেন, "'এই দেশটাই আমি **তোমার বংশকে** দেব।' যিনি তাকে দেখা দিয়েছিলেন সেই মাবুদের প্রতি ইব্রাহিম তখন সেখানে একটা কোরবানগাহ্ তৈরী করলেন।" (পয়দায়েশ ১২:৭)

আল্লাহ্‌র ওয়াদার মধ্যে আশ্চর্যজনক কিছুই ছিল না। কনান দেশ বিভিন্ন জাতির লোকদের দিয়ে পূর্ণ ছিল। কিভাবে ইব্রাহিম ও তার বংশধরেরা এটিকে ভোগ-দখল করবে? সে এবং তার স্ত্রীর কোন সন্তানই ছিল না।

কল্পনা করুন একজন বৃদ্ধ দম্পত্তি ভিন্ন কোন দেশ থেকে

আপনার দেশে বেড়াতে আসলো। যখন তারা পৌঁছালো, আপনি তাদেরকে বললেন, "একদিন আপনি ও আপনার বংশধরের এই সম্পূর্ণ দেশ জয় করবেন!" বৃদ্ধলোকটি হেসে বললেন, "খুব ভাল! আমারতো কোন সন্তানই নেই! আমি একজন বৃদ্ধলোক; আমার কোন সন্তান নেই এবং আমার স্ত্রীরও সন্তান জন্ম দেয়ার মত বয়স নেই আর আপনি আমাকে বলছেন যে আমার বংশধরেরা বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে এবং এই দেশ ভোগ-দখল করে নেবে? আপনি অসুস্থ নাকি?"

এই ধরণের দোদুল্যমান ওয়াদা আল্লাহ্ ইব্রাহিমের কাছে করেছিলেন। এবং ইব্রাহিম কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাল? কিতাব এই কথা বলে যে "ইব্রাহিম মাবুদের কথার উপর **ঈমান** আনলেন আর মাবুদ সেইজন্য তাকে **ধার্মিক** বলে গ্রহণ করলেন।" (পয়দায়েশ ১৫:৬) আল্লাহ্‌র ওয়াদার প্রতি ইব্রাহিমের শিশুর মত ঈমানের কারণে, আল্লাহ্ তাকে ধার্মিক বলে ঘোষণা দিলেন। আর এই জন্য ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর তিনি মাবুদের বেহেশতী রাজ্যে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

"ঈমান এনেছেন" শবদটির প্রকৃত হিব্রু শবদ হচেছ আম্যান, যেখানে থেকে "আমিন" শবদটি এসেছে যার অর্থ হলো: "তাই হোক!" অথবা "এটি বিশ্বাস যোগ্য এবং সত্য!"

এটা ভুল করবেন না। মাবুদের উপর ঈমান আনার অর্থ হল তিনি যা ঘোষণা দিয়েছেন তা শোনা ও স্বতস্ফূর্তভাবে হৃদয় দিয়ে তাতে সাড়াপ্রদান করা "ইহাই হোক!" এটি এমন শিশুসুলভ বিশ্বাস যা আল্লাহ্‌র সাথে সংযোগ স্থাপন করে। আমরা আল্লাহ্‌র কালামকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করি বা না করি, তা আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে সত্য প্রকাশিত হবেই। ইব্রাহিমের ঈমান এভাবে খাঁটি প্রমাণিত হয়েছিল যে তিনি কঠিন পথ বেঁছে নিয়েছিলেন, মাবুদকে অনুসরণ করার জন্য তিনি তার পিতার ধর্ম বিশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

> "'**ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র কথার উপর ঈমান আনলেন** আর সেইজন্য আল্লাহ্ তাকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন।' সেই জন্য তাকে **আল্লাহ্‌র বন্ধু** বলে ডাকা হয়েছিল।" (ইয়াকুব ২:২৩)

ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র বন্ধু ছিলেন কারণ তিনি আল্লাহর কালামের উপর ঈমান এনেছিলেন। এর অর্থ এই নয় যে, ইব্রাহিম তাঁর জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সবসময় আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিলেন। বিচারিকভাবে, আল্লাহ্ তাঁকে পুরোপুরি ধার্মিক ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু ইব্রাহিম তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নিখুঁত ছিলেন না, তা থেকে কম ছিলেন।

কিতাবে নবীদের গুনাহ্ এবং দুর্বলতাগুলোকে লুকিয়ে রাখা হয় নাই।

ইসমাইল

ইব্রাহিম ও সারী কনান দেশে যাযাবরের মত বাস করতেন, তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতেন ও তাঁবুর মধ্যে থাকতেন। সময়ের সাথে সাথে, ইব্রাহিম পশুসম্পত্তির দিক থেকে অধিক পরিমাণে ধনী হয়ে উঠলেন।

যেদিন আল্লাহ্ ইব্রাহিমের মধ্য দিয়ে এক মহানজাতি সৃষ্টি করবেন বলে ওয়াদা করেছেন তার থেকে দশ বছরেরও অধিক সময় পার হয়ে গিয়েছিল। তখন তার বয়স ছিলো ছিয়াশি বছর এবং তার স্ত্রীর বয়স ছিল ছিয়াত্তর বছর কিন্তু তখনও তাদের কোন সন্তান ছিল না। কিভাবে ইব্রাহিমের মধ্য দিয়ে একটি মহান জাতি উৎপন্ন হতে পারে যদি তাদের কোন সন্তানই না থাকে? ইব্রাহিমও তার স্ত্রী তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র ওয়াদাপূর্ণ হতে "সাহায্য" করবেন।

আল্লাহ্ যেভাবে তাঁর কাজ করার পরিকল্পনা করেছেন সেই জন্য অপেক্ষা না করে তারা তাদের নিজেদের জ্ঞান ও সংস্কৃতি অনুসারে কাজ করল। সারী তার মিশরীয় দাসী হাজেরাকে ইব্রাহিমের কাছে দিলেন যেন তিনি তাঁর সাথে শুতে পারেন এবং তার জন্য একটি সন্তান ধারণ করতে পারেন। বিবি হাজেরা ইব্রাহিমের জন্য একটি সন্তান জন্ম দিলেন এবং তারা তার নাম রাখলেন ইসমাইল।

তের বছর পর, যখন ইব্রাহিমের বয়স নিরানব্বই বছর হল তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং তাঁকে বললেন যে তার নিজের স্ত্রী সারী একটি পুত্রসন্তান জন্ম দিবে।

> "এই কথা শুনে ইব্রাহিম মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন এবং হেসে মনে মনে বললেন, 'তাহলে সত্যিই একশো বছরের বুড়োর সন্তান হবে, আর তা হবে নব্বই বছরের স্ত্রীর গর্ভে!' পরে ইব্রাহিম আল্লাহ্‌কে বললেন, 'আহা, ইসমাইলই যেন তোমার রহমতে বেঁচে থাকে!' তখন আল্লাহ্ বলেলেন, 'তোমার স্ত্রী সারীর সত্যিই ছেলে হবে, আর তুমি তার নাম রাখবে ইসহাক (যার মানে 'হাসা')। তার ও তার বংশের লোকদের জন্য আমি আমার চিরকালের ব্যবস্থা চালু রাখবো। তবে **ইসমাইল** সম্বন্ধে তুমি যা বললে তা আমি শুনলাম। শোন, আমি তাকেও দোয়া করব এবং অনেক সন্তান দিয়ে তার বংশের লোকদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেব। সে-ও বারোজন গোষ্ঠী-নেতার আদিপিতা হবে এবং তার মধ্য থেকে আমি একটা মহাজাতি গড়ে তুলবো। কিন্তু **ইসহাকের** জন্যই আমি আমার ব্যবস্থা চালু রাখব। সামনের বছর এই সময়ে সে সারীর কোলে আসবে।'"
> (পয়দায়েশ ১৭:১৭-২১)

ইসহাক

আল্লাহ্‌ তাঁর ওয়াদা রাখলেন। সারী তার বৃদ্ধ বয়সে ইব্রাহিমের জন্য একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন যার নাম ইসহাক।

> “ইসহাক বড় হলে পর যেদিন তাকে মায়ের দুধ ছাড়ানো হল সেই দিন ইব্রাহিম একটা বড় মেজবানী দিলেন। সারী দেখলেন, মিসরীয় হাজেরার গর্ভে ইব্রাহিমের যে সন্তানটি জন্মেছে সে ইসহাককে নিয়ে তামাশা করছে।” (পয়দায়েশ ২১:৮-৯)

ইসহাকের মধ্য দিয়ে একটি মহান জাতি সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ্‌র যে পরিকল্পনা, অর্থাৎ যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর সত্য স্থাপন ও দুনিয়ার জন্য উদ্ধার বা নাজাত নিয়ে আসবেন সেই বিষয়টিকে ইসমাইল স্বাগত জানায় নাই। তার পরিবর্তে, ইসমাইল তার সৎভাই ইসহাককে নিয়ে তামাশা করেছিল। ইব্রাহিমের চিন্তা এত বৃদ্ধি পেল যে, তিনি ইসমাইল ও হাজেরাকে বাড়ী থেকে বের করে দিলেন। এটি ইব্রাহিমের জন্য একটি মানসিক যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা ছিল কারণ তিনি ইসমাইলকে মহব্বত করতেন।

> “কিন্তু আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে বললেন ‘তোমার বাঁদী ও তার ছেলেটির কথা ভেবে তুমি মন খারাপ কোরো না। সারা তোমাকে যা বলছে তুমি তা-ই কর, কারণ **ইসহাকের বংশকেই** তোমার বংশ বলে ধরা হবে... আল্লাহ্‌ সেই ছেলেটির দেখাশোনা করতে থাকলেন, আর সে বড় হয়ে উঠতে লাগল। সে মরুভূমিতে বাস করত আর তীর-ধনুক ব্যবহারে পাকা হয়ে উঠল। পারণ নামে এক মরুভূমিতে সে বাস করতে লাগল। মিসর দেশের এক মেয়ের সঙ্গে তার মা তার বিয়ে দিল।”
> (পয়দায়েশ ২১:১২, ২০-২১)

যেভাবে মাবুদ ওয়াদা করেছিলেন, সেইভাবে ইসমাইল একটি মহাজাতির পিতা হয়ে উঠলেন যাদেরকে আল্লাহ্‌ অনেক দিক থেকে রহমত করেছেন। কিন্তু তার পরেও মাবুদ ইব্রাহিমকে এই বিষয়ে পরিষ্কার করে বললেন যে, **ইসহাকের বংশকেই** ইব্রাহিমের বংশ বলে ধরা হবে এবং তার বংশের মধ্য দিয়েই দুনিয়ার জন্য নাজাতের যে পরিকল্পনা তা পূর্ণ হবে।

ইসরাইল

পরে, ইসহাক বিয়ে করলেন এবং তাঁর জমজ সন্তান হল যাদের নাম ইস্‌ এবং ইয়াকুব। আল্লাহ্‌ ইয়াকুবকে একটি নতুন নাম দিলেন, তাকে

বললেন, “তোমাকে **ইসরাইল** বলে ডাকা হবে।” (পয়দায়েশ ৩৫:১০) ইয়াকুবের বারোজন ছেলে ছিল যাদেরকে ইসরাইলের বারো বংশের আদিপিতা বলা হয়, এবং তাদেরকে নিয়ে মূসার সময়ে আল্লাহ্ একটি বড় জাতিতে পরিণত করলেন। মাবুদ এই জাতিকে ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের বংশ, তাঁর মনোনিত লোক বলে ডাকলেন।[১৮৫]

কেন তিনি তাদেরকে বাছাই করলেন? তারা কি অন্য জাতি থেকে বেশি ভাল ছিল? না, বরং আল্লাহ্ ইসরাইল জাতিকে বললেন যে “অন্য সব জাতির থেকে তাদের লোক সংখ্যা **অনেক** কম।” (দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৭) আল্লাহ্ এই দুর্বল, তুচ্ছ হিব্রু লোকদেরকে বাছাই করলেন যাতে তিনি যা করতে যাচেছন তার জন্য কোন ব্যক্তি গৌরব বা কৃতিত্ব নিতে না পারে।

এভাবেই মাবুদ আল্লাহ্ কাজ করতে পছন্দ করেন।

> “দুনিয়া যা **মূর্খতা** বলে মনে করে আল্লাহ্ তা-ই বেছে নিয়েছেন যেন জ্ঞানীরা লজ্জা পায়। দুনিয়া **যা দুর্বল বলে মনে করে** আল্লাহ্ তা-ই বেছে নিয়েছেন যেন যা শক্তিশালী তা শক্তিহীন হয়। দুনিয়া যা নীচ ও তুচ্ছ বলে মনে করে, এমন কি, **দুনিয়ার চোখে যা কিছুই নয়** আল্লাহ্ তা-ই বেছে নিয়েছেন যেন দুনিয়ার চোখে যা মূল্যবান তা মূল্যহীন হতে পারে। তিনি **ঐ সব বেছে নিয়েছেন যেন তাঁর সামনে কোন মানুষ গর্ব করতে না পারে।”** (১ করিন্থীয় ১:২৭-২৯)

একটি যোগাযোগের মাধ্যম

আল্লাহ্ এই নতুন জাতিকে একটি মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুললেন যেন তাদের মধ্য দিয়ে তিনি দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত তাঁর বার্তা পৌছে দিতে পারেন। রেডিও, টেলিভিশন ও ইন্টারনেট ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়ার আগেই আল্লাহ্পাক তাঁর এই “যোগাযোগের মাধ্যম” সৃষ্টি করেছেন যা কোন অংশেই তার কার্যকারীতা হারায় নাই। এই জাতির মধ্য দিয়ে সত্য আল্লাহ্ যে সমস্ত শক্তিশালী কাজ করেছেন তা সমস্ত দুনিয়ার লোক জানতে পেরেছিল। উদাহরণস্বরূপ, কিতাবে একজন কেনানীয় স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য লিপিবদধ করা আছে: “মিসর দেশ থেকে আপনাদের বের হয়ে আসবার পর **মাবুদ** কেমন করে লোহিত সাগরের পানি আপনাদের সামনে থেকে শুকিয়ে ফেলেছিলেন তা **আমরা শুনেছি**… **আপনাদের মাবুদ আল্লাহ্ই** বেহেশতের ও দুনিয়ার **আল্লাহ্**।” (ইউসা ২:১০-১১)

অধিকন্তু, এই জাতি থেকেই আল্লাহ্ নবীদেরকে বাছাই করবেন যাদের মধ্য দিয়ে কিতাব লেখা হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই জাতির মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ এমন একটি বংশকে পাঠাবেন যে নিজেই সমস্ত দুনিয়ার জন্য রহমতের মাধ্যম হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, এই বংশধর আর কেউ নন বরং তিনি হলেন সেই ওয়াদাকৃত স্ত্রীলোকের বংশ, প্রতিজ্ঞাত নাজাতদাতা যিনি বেহেশ্ত থেকে একজন গরীব ইহুদী কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করার জন্য নেমে আসবেন।

আমরা সমর্থন করি বা না করি, এই প্রাচীন জাতিই ছিল আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগের মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে তিনি সমস্ত দুনিয়ার জাতির কাছে তাঁর সত্যও অনন্তকালীন রহমত পাঠাতে চেয়েছিলেন। আর এটি শুরু হয়েছিল তখনই যখন মাবুদ ইব্রাহিমকে তার পিতার বাড়ী-ঘর ছেড়ে কনান দেশে যাওয়ার কথা বলেছিলেন।

ইব্রাহিমের সাথে আল্লাহ্ যে চুক্তি করেছিলেন তার দুইটি প্রধান অংশ ছিল:

১) "আমি তোমার মধ্য দিয়ে একটি **মহানজাতি** সৃষ্টি করব এবং আমি তোমাকে দোয়া করব..."
২) "**দুনিয়ার সমস্ত লোক** তোমার মধ্য দিয়ে দোয়া পাবে।"

আল্লাহ্‌র মহব্বত কোন বিশেষ দলের মধ্যে সীমাবদধ নয়। তিনি শুধুমাত্র ইব্রাহিম বা ইসরাইলকে দোয়া করতে চান নি। তাঁর সহানুভূতীশীল দয়ার হৃদয় "দুনিয়ার সমস্ত লোকদের" জন্য কাঁদে। পুরাতন নিয়মের কাহিনীগুলো মধ্য দিয়ে দেখতে পাই যে আল্লাহ্ এই ছোটও একগুয়ে জাতিকে দুনিয়ার সমস্ত ভাষাভাষি ও জাতির লোকদের রহমত করার জন্য ব্যবহার করেছেন।[১৮৬] আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য হচ্ছে এই তুচ্ছ জাতির মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতিকে রহমত করা কিন্তু একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে কিতাবে যখনই অন্য কোন জাতি ইসরাইলকে সমূলে উৎপাটন করতে চেয়েছে তখনই মাবুদ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ তাদেরকে সুরক্ষা দিচ্ছিলেন এইজন্য নয় যে তারা অন্য জাতি থেকে ভাল বরং তারাই ছিল সেই জাতি যাদের মধ্য দিয়ে তিনি সমস্ত দুনিয়াকে তাঁর ক্ষমতাও গৌরব দেখাতে চেয়েছিলেন এবং দুনিয়ার জন্য নাজাত দিতে চেয়েছিলেন। ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের বংশধরকে রক্ষা করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ "দুনিয়ার লোকদের জন্য" তাঁর যে রহমত সেটিকে সুরক্ষিত রাখছিলেন।

সবচেয়ে বড় কথা হল, মাবুদ আল্লাহ্‌র সুনাম রক্ষার বিষয়টি ঝুঁকিতে ছিল। তিনি এই তুচ্ছও দুর্বল জাতির মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতিকে দোয়া করার জন্য নিজের মহান নামে শপথ করেছিলেন।[১৮৭] তিনি তাঁর নামের জন্য ঠিক তাই করবেন যা তিনি করার জন্য ওয়াদা করেছিলেন।

আমরাও কি ঠিক তাই করি না যখন আমাদের অথবা আমাদের পরিবারের সুনাম এই রকম ঝুঁকিতে থাকে?

আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে পরীক্ষা করলেন

আসুন আমরা পুনরায় ইব্রাহিমের সেই স্মরণীয় কোরবানীর কাহিনীতে ফিরে যাই।

বিষয়টি এইরকম: ইব্রাহিমের তখন অনেক বয়স। অনেক বছর আগেই ইসমাইলকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ইসহাক, ইব্রাহিমের পুত্র এবং সারা বাড়িতে রইলেন।

আল্লাহ্ চূড়ান্তভাবে ইব্রাহিমের ঈমান পরীক্ষা করতে চাইলেন। সেই সাথে মাবুদ আল্লাহ্ চাইলেন যেন দুনিয়ার সামনে কিছু নিদর্শনও ভবিষ্যদ্বাণী তুলে ধরতে পারেন যা তিনি নিজেই পরিকল্পনা করেছেন, যেন আদমের মৃত্যুজনক গুনাহ্ থেকে তার বংশধর মুক্ত হতে পারে।

> “এই সমস্ত ঘটনার পর আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে এক পরীক্ষায় ফেললেন। আল্লাহ্ তাঁকে ডাকলেন, “ইব্রাহিম!” ইব্রাহিম জবাব দিলেন, ‘এই যে আমি।’ আল্লাহ্ বললেন, ‘তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলে ইসহাককে, যাকে তুমি এত ভালবাস তাকে নিয়ে তুমি মোরিয়া এলাকায় যাও। সেখানে যে পাহাড়টার কথা আমি তোমাকে বলব তার উপরে তুমি তাকে পোড়ানো-কোরবানী হিসাবে কোরবানী দাও।’” (পয়দায়েশ ২২:১-২)

আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে একটি নির্দিষ্ট পর্বতে যেতে এবং সেখানে কোরবানগাহের উপরে তার প্রিয় পুত্রকে কোরবানী ও পোড়ানোর নির্দেশনা দিলেন। কি ভয়ানক আবেদন! এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ্ আগে কখনই কাউকে করতে বলেন নাই এবং পরবর্তীতে আর কখনই কাউকে করতে বলবেন না। এটি বলা হয়েছিল কারণ আদমের অন্য সমস্ত বংশের মত ইসহাকও গুনাহের মধ্যে ছিলেন এবং এর শাস্তি ছিল একমাত্র মৃত্যু।

> “সেই জন্য ইব্রাহিম খুব ভোরে উঠে একটা গাধার পিঠে গদি চাপালেন। তারপর তার ছেলে ইসহাক ও দু’জন গোলামকে সঙ্গে নিলেন, আর পোড়ানো কোরবানীর জন্য কাঠ কেটে নিয়ে যে জায়গার কথা আল্লাহ্ তাকে বলেছিলেন সেই দিকে রওনা হলেন।” (পয়দায়েশ ২২:৩)

ইব্রাহিম আল্লাহ্কে বিশ্বাস করতেন কিন্তু এটি এত সহজ ছিল না। তিনটি মর্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক দিন হাঁটার পর ইব্রাহিম, তাঁর পুত্র ইসহাক

এবং দুইজন গোলাম তারা সেই কোরবানীর স্থানের কাছাকাছি গেলেন।

> “তিন দিনের দিন ইব্রাহিম চোখ তুলে চাইতেই দূর থেকে সেই জায়গাটা দেখতে পেলেন। তখন তিনি তার গোলামদের বললেন, ‘তোমরা গাধাটা নিয়ে এখানেই থাক; আমার ছেলে ও আমি ওখানে যাব। ওখানে আমাদের এবাদত শেষ করে আবার আমরা তোমাদের কাছে ফিরে আসব।’” (পয়দায়েশ ২২:৪-৫)

ইব্রাহিম গোলামদের বললেন, “আমরা তোমাদের কাছে ফিরে আসব।”

যদি ইসহাককে হত্যা করা হয় এবং কোরবানগাহের উপর পোড়ানো হয় তাহলে কিভাবে ইব্রাহিম ও তার পুত্র ইসহাক “ফিরে আসতে” পারে? কিতাবের অন্যস্থানে এর উত্তর আছে। যেহেতু আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে ইসহাকের মধ্য দিয়ে তিনি একটি মহান জাতি সৃষ্টি করবেন, তাই ইব্রাহিম বিশ্বাস করতেন যে যখন তিনি তার পুত্রকে কোরবানী দিবেন, আল্লাহ্ তাকে পুনরায় জীবিত করবে।[১৮৮] ইব্রাহিম শিখেছিলেন যে, মাবুদ সবসময়ই তাঁর ওয়াদা রক্ষা করেন!

আল্লাহ্ একটি বিকল্প পাঠালেন

> “এই বলে ইব্রাহিম পোড়ানো-কোরবানীর জন্য কাঠের বোঝাটা তার ছেলে ইসহাকের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে আগুনের পাত্র ও ছোরা নিলেন। তারপর তারা দু’জনে একসঙেগ হাঁটতে লাগলেন।” (পয়দায়েশ ২২:৬)

যখন পিতা ও পুত্র পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলেন, তখন ইসহাক বললেন,

> “‘আব্বা!’
>
> ‘জ্বী বাবা, কি বলছ।’
>
> তারপর সে বলল, ‘পোড়ানো-কোরবানীর জন্য কাঠ আর আগুণ রয়েছে দেখছি,
>
> কিন্তু **ভেড়ার বাচ্চা কোথায়**?’
>
> ইব্রাহিম বললেন, ‘ছেলে আমার, **পোড়ানো-কোরবানীর জন্য আল্লাহ্ নিজেই ভেড়ার বাচ্চা যুগিয়ে দেবেন।’**
>
> যে জায়গার কথা আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে বলে দিয়েছিলেন তারা সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানে পৌঁছে ইব্রাহিম একটা কোরবানগাহ তৈরী করে তার উপর কাঠ সাজালেন।

> পরে ইসহাকের হাত-পা বেঁধে তাকে সেই কোরবানগাহের কাঠের উপর রাখলেন। তারপর ইব্রাহিম ছেলেটিকে মেরে ফেলবার জন্য ছোরা হাতে নিলেন।
>
> এমন সময় মাবুদের একজন ফেরেশতা বেহেশ্‌ত থেকে তাকে ডাকলেন, 'ইব্রাহিম, ইব্রাহিম!'
>
> ইব্রাহিম জবাব দিলেন, 'এই যে আমি।'
>
> ফেরেশতা বললেন, 'ছেলেটির উপর তোমার হাত তুল না বা তার প্রতি আর কিছুই কোরো না। তুমি যে আল্লাহ্ ভক্ত তা এখন বুঝা গেল, কারণ আমার কাছে তুমি তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলেকেও কোরবানী দিতে পিছপা হও নি।' ইব্রাহিম তখন চারিদিকে তাকালেন এবং দেখলেন তার পিছনে একটা ভেড়া রয়েছে আর তার শিং ঝোপে আটকা আছে।"
>
> (পয়দায়েশ ২২:৭-১৩ক)

আল্লাহ্ মধ্যবর্তী স্থানে আসলেন। মৃত্যুর শাস্তি থেকে ইব্রাহিমের পুত্র রক্ষা পেয়েছিল।

ইব্রাহিম আশে পাশে তাকালেন, এবং পাশেই, একই পাহাড়ে, তিনি ঝোপঝাড়ের মধ্যে কিছু একটা নড়াচড়া দেখতে পেলেন। এটা কি ছিল…? এটা কি হতে পারে…? হ্যাঁ! আল্লাহ্‌র শুকরিয়া হোক! একটি নিখুঁত "ভেড়া যার শিং ঝোপে আটকা আছে!"

আল্লাহ্ তাঁর নিজের দেয়া "কোরবানীর নিয়ম" অনুসারে একটি বিকল্প সরবরাহ করলেন।

> "তখন ইব্রাহিম গিয়ে ভেড়াটা নিলেন এবং **ছেলের বদলে** সেই ভেড়াটাই তিনি পোড়ানো-কোরবানীর জন্য ব্যবহার করলেন।"
>
> (পয়দায়েশ ২২:১৩খ)

কেন ইব্রাহিমের পুত্র তার মৃত্যুজনক শাস্তি থেকে পালাতে সক্ষম হলেন?

কারণ তার জায়গায় একটি ভেড়া মৃত্যুবরণ করেছিল।

আল্লাহ্ একটি বিকল্প সরবরাহ করলেন।

মাবুদ যুগিয়ে দেবেন

> "ইব্রাহিম সেই স্থানের নাম দিলেন ইয়াহ্ওয়েহ্-যিরি (যার মানে '**মাবুদ যোগান**'); সেই জন্য আজও লোকে বলে, '**মাবুদের পাহাড়ে মাবুদই যুগিয়ে দেন।**'" (পয়দায়েশ ২২:১৪)

ইব্রাহিমের পুত্রের বদলে একটি ভেড়া হত্যা করার পর কেন ইব্রাহিম সেই স্থানের নাম "মাবুদ যোগাবেন" রাখলেন?

কেন ইব্রাহিম এই নাম দেন **নাই** যে, "মাবুদ যুগিয়েছেন"?

"মাবুদ যোগাবেন", বলার মধ্য দিয়ে নবী ইব্রাহিম ভবিষ্যতে ঘটতে যাচ্ছে এমন একটি ঘটনার কথা ঘোষণা করেছিলেন যা প্রায় দুই হাজার বছর পরে ঘটবে। কেননা এই একই পাহাড়ে (যেখানে পরবর্তীতে জেরুজালেম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) মাবুদ আরেকটি কোরবানী করতে যাচ্ছেন যা শুধুমাত্র একজন লোককে মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে না কিন্তু সমস্ত দুনিয়াকে চূড়ান্তভাবে রক্ষা করবেন।

কোরবানী করতে যাওয়ার সময় পাহাড়ের কাছে ইব্রাহিম তার ছেলের কাছে যা বলেছিলেন তা কি আপনি মনে করতে পারেন? তিনি বলেছিলেন,

> **"ছেলে আমার, কোরবানীর জন্য যে মেষ দরকার তা মাবুদ নিজেই যোগাবেন।"**

ইব্রাহিম কিসের বিষয়ে কথা বলছিলেন? আল্লাহ্ কি ইব্রাহিমের পুত্রের পরিবর্তে হত্যার জন্য একটি ভেড়ার বাচ্চা যুগিয়ে দিয়েছিলেন? না, তিনি একটি ভেড়ার বাচ্চা যুগিয়ে দেন নি। আল্লাহ্ একটি ভেড়া দিয়েছিলেন। তাহলে নবী ইব্রাহিম যখন বলেছিলেন যে "মাবুদ নিজেই **মেষ**" যুগিয়ে দিবেন তখন তিনি কি বুঝিয়ে ছিলেন?

এই বিস্ময়কর উত্তরটি খুব শীঘ্রই আসতে যাচ্ছে, কিন্তু প্রথমে আরও কিছু কাহিনী বলার প্রয়োজন আছে।

২১

আরও রকতপাত

আসুন, সত্যে চলি।

যখন আত্‌মিক সত্যের বিষয় আসে তখন আমরা খুব ধীরে শিখি। আল্লাহ্‌ এটা জানেন।

> “এতদিনে তোমাদের ওস্তাদ হয়ে ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু তার বদলে আল্লাহ্‌র কালামের **গোড়ার কথাগুলোই** আবার তোমাদের শিক্ষা দেবার জন্য ওস্তাদের দরকার হয়ে পড়েছে। শকত খাবারের বদলে ছোট ছেলেমেয়েদের মত আবার তোমাদের দুধ খাওয়া দরকার হয়ে পড়েছ।” (ইবরানী ৫:১২)

ওহ্‌!

এই জায়গায় আল্লাহ্‌র আমাদের প্রতি অনেক দয়াবান কারণ যা আমাদের অনেক আগেই শেখার কথা ছিল এখনও তিনি তা ধৈর্য্য ধরে আমাদের শিখাচ্ছেন। আমাদের বোঝার জন্য, তিনি তাঁর কিতাবে শতশত কাহিনী অন্তর্ভুকত করেছেন যা পরিষ্কারভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য প্রকাশ করে:

> “রকতপাত ভিন্ন কোন গুনাহের মাফ হয় না।” (ইবরানী ৯:২২)

আমাদের নিখুঁত পবিত্র সৃষ্টিকর্তার কাছে গুনাহের ক্ষমার বিষয়টা কখনোই সাধারণ বিষয় ছিল না। প্রথম যেদিন দুনিয়ায় গুনাহ্‌ প্রবেশ করেছিল সেই দিন থেকেই আল্লাহ্‌ গুনাহগারদের একটি শিক্ষা দিয়ে আসছেন যে, শুধুমাত্র একটি নিখুঁত কোরবানীই পারে গুনাহের প্রায়শ্চিত্‌ত করতে। এভাবেই আল্লাহ্‌পাক, যিনি ন্যায় বিচারক, তিনি

গুনাহগারকে শাস্তি না দিয়ে গুনাহের শাস্তি দিলেন।

আদম ও হাওয়া গুনাহ্ ঢাকতে নিজেরা যে প্রচেষ্টা করেছিল তা আল্লাহ্পাক প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মূল্য দেয়া ছাড়া আল্লাহ্ গুনাহের ক্ষমা করতে পারেন না। কাবিল ও হাবিলের কাহিনী আমাদেরকে একই শিক্ষা প্রদান করে। একইভাবে ইব্রাহিম ও ইসহাকের কাহিনীও তাই প্রকাশ করে।

> পুরাতন নিয়মের কিতাবগুলো যেমন পয়দায়েশ, হিজরত এবং লেবীয় কিতাবে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের কাহিনী রয়েছে যারা এই কোরবানীর নিয়মের কাছে সমর্পিত ছিলেন।[১৮৯]

"আমি পার হয়ে যাব"

ওয়াদা অনুসারে কিভাবে আল্লাহ্ ইব্রাহিমের বংশধরদেরকে একটি মহান জাতিতে পরিণত করলেন সেই বিষয়ে হিজরত কিতাবে লেখা আছে।

বেহেশ্তিভাবে সাজানো ঘটনাগুলো, যা আল্লাহ্ ইব্রাহিমের কাছে আগেই বলেছিলেন,[১৯০] সেগুলো ক্রমানুসারে ঘটার মধ্য দিয়ে ইসরাইলের বংশ মিসরের রাজা ফেরাউনের দাস হয়ে পড়লো। আল্লাহ্পাক ওয়াদা করলেন যে, তিনি তাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবেন এবং এইভাবে দুনিয়ার কাছে তাঁর এই ছবি প্রকাশিত হল যে কিভাবে তিনি আদমের বংশকে তাদের গুনাহের যে দাসত্ব রয়েছে তা থেকে মুক্ত করবেন।

এই হল ঈদুল ফেসাখ বা উদ্ধারপর্বের কাহিনী।

এই দিকে, মূসার মধ্য দিয়ে মাবুদ মিসর দেশের উপর দশটি ভয়ানক আঘাত নিয়ে আসলেন। প্রথম নয়টি আঘাত যার মধ্য দিয়ে মাবুদ মিসরের মিথ্যা দেবতাদের চ্যালেঞ্জ করেছেন ও হারিয়ে দিয়েছেন তা একমাত্র সত্য আল্লাহ্র কাছে সমপির্ত হতে ও ইসরাইলদেরকে মুক্ত করে দিতে ফেরাউনের প্রতি এই কাজ করে নি।[১৯১] আল্লাহ্ মূসাকে বললেন যেন তিনি লোকদের জানিয়ে দেন যে, মিসর ও ইসরাইলের প্রত্যেক পরিবারের প্রথম সন্তান মারা যাবে। নির্ধারিত দিনের মাঝরাতে, মৃত্যুদূত সেই দেশের উপর দিয়ে যাবে এবং প্রত্যেক ঘরের প্রথম সন্তানকে মেরে ফেলবে।

এটা খুবই খারাপ সংবাদ ছিল।

সুসংবাদ ছিল এটা যে, আল্লাহ্ এই মৃত্যুজনক আঘাত থেকে রক্ষার জন্য একটি উপায় করে দিবেন। মাবুদ মূসাকে বললেন যেন প্রত্যেক পরিবার "এক বছরের ছাগল বা ভেড়ার পাল থেকে বেছে নেওয়া

একটি পুরুষ বাচ্চা, তার শরীরে যেন কোথাও কোন খুঁত না থাকে।” (হিজরত ১২:৫) তারপর নিরূপিত দিনে সেই বাচ্চাটাকে হত্যা করা হবে এবং তার রক্ত ঘরের দরজার চৌকাঠের দু’পাশে ও উপরে লাগিয়ে দেবে। যারা সেই ভেড়ার বা ছাগলের বাচ্চার রক্ত দরজার চৌকাঠে লাগিয়ে রাখবে এবং ঘরের মধ্যে থাকবে, যখন সেই মৃত্যু আঘাত তাদের উপর দিয়ে যাবে তখন তাদরে কোন ক্ষতি হবে না, তারা রক্ষা পাবে।

মাবুদ ওয়াদা করেছেন:

> “**আর আমি সেই রক্ত দেখে তোমাদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যাব**; তাতে মিসর দেশের উপর আমার গজবের বিপদ থেকে তোমরা রেহাই পেয়ে যাবে।” (হিজরত ১২:১৩)

আল্লাহ্ যেভাবে বলেছিলেন সবকিছু সেইভাবেই ঘটেছিল। মিসরের সেই বিশেষ দিনে, আল্লাহ্ সেই সমস্ত প্রথমজাতদেরকে রক্ষা করেছিলেন যারা রক্তের নিচে ছিল; এছাড়া অন্যান্য সবাই, এমনকি ফেরাউনের ছেলেও মারা গেল।

আমরা ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে প্রত্যেক ঘর মৃত্যুর সাক্ষ্যী হয়েছিল। হ্যাঁ, প্রত্যেক ঘর।

হয় একটি মেষের মৃত্যু হবে নতুবা প্রথম সন্তানের মৃত্যু হবে।

সেই রাতে যারা তাদের দরজার চৌকাঠে রক্ত লাগিয়েছিল তারা তাদের দাসত্ব ও জীবনের দুঃখ দুর্দশা থেকে রেহাই পেয়েছিল। তারা মুক্ত হয়েছিল, স্বাধীন লোক হয়েছিল।

তাদের মুক্তির মূল্য কি ছিল?

একটি মেষের রক্ত।

আরেকবার, কোরবানীর নিয়মের কাছে গুনাহ্ ও মৃত্যুর নিয়ম হেরে গেল। পরবর্তী বছরগুলোতে, ইহুদীরা এই উদধারপর্ব পালন করে আসছিল যেখানে তারা একটি পশুর ভোজ করতো যা তাদেরকে সেই মহান উদধারের কথা স্মরণ করিয়ে দিত যা আল্লাহ্ একটি মেষের রক্তের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করেছিলেন।

আল্লাহ্ তাঁর লোকদের পরিচালনা দিচ্ছিলেন

সত্যিকারের উদধারপর্বের রাতে, আল্লাহ্ ইসরাইলদেরকে মিশরে তাদের চারশত বছরের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পরিচালিত করেছিলেন এবং তাদেরকে মরুভূমিতে চালিত করেছিলেন। আল্লাহ্ পরিকল্পনা করলেন যেন তিনি তাদেরকে সেই দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন যার কথা তিনি ইব্রাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের বংশধরদের কাছে ওয়াদা করেছিলেন। তাদের যাত্রাপথে আল্লাহ্ তাদেরকে বিভিন্ন

ভাবে সঙ্গ দিয়েছিলেন।

> "মাবুদ তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দিনের বেলায় মেঘের থামের মধ্যে আর রাতের বেলায় আলো দেবার জন্য আগুনের থামের মধ্যে উপস্থিত থেকে তাদের আগে আগে যেতেন। এতে তারা দিনে ও রাতে সব সময়েই চলতে পারত।"
> (হিজরত ১৩:২১)

মাবুদ যে শুধুমাত্র তাদেরকে আলো দিয়ে মরুভূমিতে পরিচালনা দিয়েছেন তা নয় কিন্তু সেই সাথে তিনি তাঁর শক্তিশালী হাত দিয়ে লোহিত সাগরের মধ্যে পথ প্রস্তুত করেছেন এবং ফেরাউনের সৈন্যদলের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এবং তারপর, যেভাবে তিনি মূসার কাছে ওয়াদা করেছিলেন সেইভাবে তিনি তাদেরকে সিনাই পর্বতের কাছে নিয়ে আসলেন।[১৯২]

ঐ পর্বতের পাদদেশে এই নতুন জাতির প্রায় দুই লক্ষাধিক লোক একবছরের জন্য ক্যাম্প স্থাপন করল। কিভাবে তারা এই শুষ্ক মরুভূমিতে বেঁচে ছিল? আল্লাহ্‌, তাঁর রহমতও দয়ার গুনে তাদেরকে বেহেশ্ত থেকে রুটি এবং পাথর থেকে পানি দিতেন।[১৯৩] যদিও ইস্রায়েলীয়রা ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানানো, তাঁকে বিশ্বাস করা ও তাঁর বাধ্য হতে ব্যর্থ হয়েছে যিনি তাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন, কিন্তু তিনি কখনোই তাদের প্রতি অবিশ্বস্ত হন নাই। যখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করত তখন তিনি তাদেরকে বিচার করতেন এবং যখন তারা বিশ্বাস করতেন তখন তাদেরকে রহমত দিতেন। মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর পছন্দের জাতির মধ্য দিয়ে এমনভাবে কাজ করেছেন যেন চারিপাশের জাতিগুলো তা দেখতে, বিবেচনা করতে ও তাঁর মুক্তির পথ সম্পর্কে জানতে পারে। সেই সাথে আল্লাহ্‌ চাইতেন যেন লোকেরা বুঝতে পারে যে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবেও জানতে পারা সম্ভব।

ইসরাইল জাতিকে দশ হুকুম-নামা (১৫ অধ্যায় দেখুন) এবং অন্যান্য নিয়ম দেয়ার পর তিনি তাঁর লোকদেরকে আদেশ দিলেন যেন তার একটি অনন্য পবিত্র স্থান তৈরী করে যাকে আবাস-তাঁবু বলা হবে।

আবাস-তাঁবু

> "ইসরাইলদের দিয়ে তুমি **আমার** থাকার জন্য একটি পবিত্র জায়গা তৈরী করিয়ে নেবে। **তাতে আমি তাদের মধ্যে বাস করব।** যে নমুনা **আমি তোমাকে দেখাতে যাচ্ছি ঠিক সেই রকম করেই তুমি আমার এই আবাস**-তাঁবু ও **সব আসবাবপত্র তৈরী করাবে।**"
> (হিজরত ২৫:৮-৯)

আল্লাহ্‌র এই প্রাচীন লোকদের এই বিশেষ তাঁবু তৈরী করার উদ্দেশ্য কি ছিল? এবং আল্লাহ্‌ যে “নমুনা” দিয়েছেন তাই হুবহু তৈরী করার কি গুরুত্ব ছিল?

আল্লাহ্‌ এই আবাস তাঁবুর মধ্য দিয়ে তাদেরকে একটি দৃশ্যমান শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে আল্লাহ্‌ কেমন এবং কিভাবে তাঁর কাছে যেতে হবে।

কিতাবে আবাস-তাঁবুও এর তৈরী কাজ সম্পর্কে পঞ্চাশটি অধ্যায় রয়েছে, তাই এখানে সবকিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আমরা এখানে কয়েকটি মৌলিক বিষয় লক্ষ্য করব।

একমাত্র পথ

আল্লাহ্‌ আবাস-তাঁবুর মধ্য দিয়ে এটাই শিখাতে চেয়েছেন যেন দুনিয়া জানতে পারে যে যদিও তিনি পরিপূর্ণরূপে পাক-পবিত্র, কিন্তু তবুও তিনি লোকদের সাথে বাস করতে চান। যাহোক, এখানে আল্লাহ্‌ ও মানুষের মধ্য একটি বড় ব্যবধান/বাধা রয়েছে।

সেই ব্যবধান বা বাধাটি হল গুনাহ।

বিশেষ তাঁবুটি যা মানুষের মাঝে আল্লাহ্‌র উপস্থিতিকে নির্দেশ করে, তা একটি বড় আয়তকার উঠান দ্বারা বেষ্টিত ছিল। উঠানের বেড়া ছিল ব্রোঞ্জের পিলার দিয়ে তৈরী এবং লিলেন জিনিস দিয়ে তৈরী। উচ্চতায় এটি ছিল আড়াই মিটার, এটি যথেষ্ট উচু ছিল কারণ যেন কেউ এর উপর দিয়ে দেখতে না পারে। আল্লাহ্‌ চেয়েছিলেন যেন লোকেরা বুঝতে পারে যে তারা আল্লাহ্‌র উপস্থিতির বাইরে আছে। এবং এটা খুবই খারাপ সংবাদ।

সুসংবাদ ছিল এটা যে আল্লাহ্‌ গুনাহগারদের জন্য একটি পথ দিয়েছেন যেন তারা তাঁর কাছে আসতে পারে। দেয়ালে একটি দরজা ছিল যা নীল, বেগুনী ও টকটকে লাল লিনেন সুতা দিয়ে তৈরী ছিল। শুধুমাত্র একটি পদধতিতে গুনাহগারেরা আল্লাহ্‌র কাছে আসতে পারত তা হল কোন মেষ বা উপযুক্ত পশু কোরবানীর রক্ত নিয়ে দরজার[১৯৪] মধ্য দিয়ে প্রবেশ করা।

মাবুদ ইসরাইলীয়দের বললেন যেন তারা বাবলা গাছ দিয়ে এবং তার উপর ব্রোঞ্জের প্রলেপ দিয়ে একটি বড় কোরবানগাহ তৈরী করে। এই কোরবানগাহটি আল্লাহ্‌র বিশেষ তাঁবু ও দরজার মাঝখানে থাকবে। যারা গুনাহের কোরবানী নিয়ে আসবে তারা তাদের হাত সেই নির্দোষ পশুর মাথায় রাখবে এবং অসহায় গুনাহগারের মত তারা তাদের গুনাহ্‌ স্বীকার করবে। এরপর পশুটিকে হত্যা করা হবে এবং এর মাংস কোরবানগাহের উপর পোড়ানো হবে। এর মধ্য দিয়ে আরেকবার আল্লাহ্‌ মানুষদেরকে দেখাচ্ছিলেন যে গুনাহ্‌ ও মৃত্যুর নিয়মের উপরে একমাত্র কোরবানীর

নিয়মই জয়লাভ করতে পারে। [১৯৫]

আল্লাহ্‌র নিয়ম ছিল একেবারে পরিষ্কার: রক্তপাত ভিন্ন গুনাহের কোন ক্ষমা নেই। আর গুনাহের ক্ষমা ছাড়া আল্লাহর সাথে সম্পর্কের পুনর্মিলন সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ মূসাকে আরও বললেন যেন তিনি কাঠের উপরে স্বর্ণের প্রলেপ দিয়ে একটি সিন্দুক তৈরী করেন। এই সিন্দুকটিকে নিয়ম-সিন্দুক বলা হয়। এটি বেহেশতে আল্লাহ্‌র সিংহাসনের নিদর্শন স্বরূপ। এই নিয়ম-সিন্দুকের মধ্যে আল্লাহ্‌র দেওয়া পাথরের উপরে দশটি শরিয়তের ফলকটি রয়েছে। নিয়ম-সিন্দুকের উপরে সম্পূর্ণ স্বর্ণ দিয়ে তৈরী একটি দয়ার সিংহাসন আছে, এবং তার পাশে যে দু'জন করূব জানু পেতে রয়েছে তারাও সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে তৈরী। করূবদ্বয় হচ্ছেন আল্লাহ্‌র আশ্চর্য ফেরেস্তা যারা বেহেশতে আল্লাহ্‌র সিংহাসনের চারিপাশে দণ্ডায়মান। আল্লাহ্ মূসাকে বললেন যেন তিনি এই নিয়ম-সিন্দুকটিকে আবাস-তাঁবুর একেবারের ভিতরের ঘরে রাখে।

মহা-পবিত্র স্থান

আবাস-তাঁবুটি দুইটি কক্ষে বিভক্ত ছিল। প্রথম কক্ষটিকে বলা হয় পবিত্র স্থান এবং ভিতরের কক্ষটিকে বলা হয় মহা-পবিত্র স্থান। এই অভ্যন্তরীন বা মহা-পবিত্র স্থানটি "সত্যিকার **বেহেশতের** একটি প্রতিচ্ছবি" মাত্র। (ইবরানী ৯:২৪)

মহা-পবিত্র স্থানটি বেহেশত, আল্লাহ্‌র বসবাসের স্থান হিসাবে নির্দেশ করে। এই বিশেষ কক্ষটি একটি ঘনক্ষেত্রের মত যার দৈর্য্য, উচ্চতা, প্রস্থ সবদিক থেকে সমান। আমাদের এই কিতাবের মধ্য দিয়ে যাত্রার শেষের দিকে আমরা দেখতে পাব যে বেহেশতী শহর যেখানে আমরা সমস্ত ঈমানদারগণ একদিন থাকবো, সেটার আকারও একটি ঘনক্ষেত্রের মত।

লোকেরা ক্যাথেড্রাল/প্রধান গীর্জা, গীর্জাঘর, মসজিদ, সমাজঘর, অথবা মন্দিরকে পবিত্র স্থান হিসাবে বলে থাকে, যদিও এই সমস্ত স্থানগুলো সেই লোকদের দিয়েই পূর্ণ থাকে যারা আল্লাহ্‌র মুক্তির পথকে অস্বীকার করে। সত্যিকারের পবিত্রতা কোন বিশেষ ঘরের মধ্যে প্রবেশের ফলে পাওয়া যায় না কিন্তু আল্লাহ্‌র দেয়া ক্ষমা ও ধার্মিকতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়।

পর্দা

আবাস-তাঁবুর বাহ্যিক দিকটা ছিল খুবই সাধারণ; এটি একটি বড় তাঁবু ছিল যা পশুর চামড়া দিয়ে তৈরী। বাইরের দিক থেকে এটি ততটা আকর্ষণীয় ছিল না, কিন্তু ভিতরের দিক থেকে এটি অসম্ভব সুন্দর ছিল। [১৯৬]

আবাস-তাঁবুর কক্ষ দুটি একটি পাতলা কাপড় দিয়ে ভাগ করা ছিল যাকে পর্দা বলা হয়।

> “**নীল, বেগুনে লাল** রংয়ের সুতা এবং পাকানো **মসীনা** সুতা দিয়ে **একটা পর্দা** তৈরী করাবে। ওস্তাদ কারিগর দিয়ে তার উপরে কারুবীদের ছবি বুনিয়ে নেবে।” (হিজরত ২৬:৩১)

এই পর্দা মানুষকে মহা-পবিত্র স্থান থেকে আলাদা রাখে যেখানে আল্লাহ্‌র গৌরব ও নূর অবস্থান করে। প্রত্যেকের জন্য এই পর্দা ঘোষণা করে যে: **বাইরে থাক অথবা মৃত্যুবরণ কর**!

এই বিশেষপর্দা আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার মানকে নির্দেশ করে। এই ধার্মিকতার মানের বিষয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌ মূসার কাছে দশ আজ্ঞা বা নিয়ম দেয়ার মধ্য দিয়ে জানিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ আসলে কি চান সেই বিষয়ে এই দশটি আজ্ঞা বা শরীয়ত খুবই সামান্য বিষয় প্রকাশ করে থাকে। আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত পরিকল্পনা ছিল তাঁর পুত্রকে দুনিয়াতে পাঠানো যিনি দৃষ্টান্ত প্রকাশ করবেন যে তাঁর সাথে চিরকাল বাস করার উপযোগী হয়ে উঠতে কি প্রয়োজন, আর তা হলো: পরিপূর্ণ পবিত্রতা।

মসীহ্‌ হবেন আল্লাহ্‌র সেই মানদন্ড। আল্লাহ্‌ পর্দাটি উদভাবন করেছেন যেন আমরা **তাঁর** সম্পর্কে চিন্তা করি।

এই সৌন্দর্যে পূর্ণ পর্দাটি খাঁটি মসীনা সুতা দিয়ে তৈরী যা মসীহের নিখুঁততার ছবি প্রকাশ করে থাকে। তিনি হবেন পবিত্র, গুনাহবিহীন।

এই খাঁটি কাপড়ের মধ্যে ছিল তিনটি উজ্জ্বল রং: নীল, বেগুনী এবং টকটকে লাল।

নীল = আকাশের রং। মসীহ্‌ হবেন বেহেশত থেকে আগত প্রভু।

লাল = দুনিয়া, মানুষ ও রক্তের রং।[197] মসীহ্‌ একটি দেহ ধারন করবেন এবং দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে রক্ত ঝরাবেন এবং গুনাহগারদের স্থানে নিজে মৃত্যুবরন করবেন।

বেগুনী = বেগুনী হল নীল ও লালের মিশ্রন। মসীহ্‌ একদিকে আল্লাহ্‌, একদিকে মানুষ। বেগুনী হল রাজকীয় রং। যতজন মসীহ্‌কে বিশ্বাস করবে তাদের প্রত্যেকের অন্তরে তিনি আত্মিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। পরবর্তীতে, তিনি দুনিয়াতেও তাঁর রাজ্য স্থাপন করবেন।

বেগুনী রং যেভাবে নীল ও লাল রঙের মধ্যবর্তী রং, ঠিক একই ভাবে মসীহ্‌ আল্লাহ্‌ ও মানুষের মধ্যকার মধ্যস্থতাকারী হবেন।

> “আল্লাহ্‌ মাত্র একজনই আছেন এবং **আল্লাহ্‌ এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র একজন আছেন।** সেই মধ্যস্থ হলেন মানুষ মসীহ্‌ ঈসা। তিনি সব মানুষের মুক্তির মূল্য হিসাবে

নিজের জীবন দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র ঠিক করা সময়ে সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।” (১ তীমথিয় ২:৫-৬)

গৌরবের মেঘ

যখন আবাস-তাঁবু তৈরী করা হয় এবং সবকিছু আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে রাখা হয়, তখন তিনি বেহেশতী সিংহাসন থেকে গৌরবের মেঘের মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতিকে পাঠিয়ে দেন।

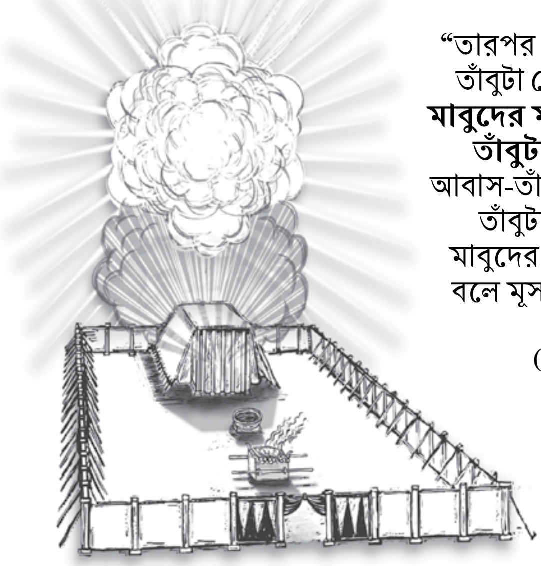

“তারপর মেঘ এসে মিলন-তাঁবুটা ঢেকে ফেলল এবং **মাবুদের মহিমায় আবাস-তাঁবুটা পূর্ণ হয়ে গেল**। আবাস-তাঁবুটা, অর্থাৎ মিলন তাঁবুটা মেঘে ঢাকা এবং মাবুদের মহিমায় পূর্ণ ছিল বলে মূসা সেখানে ঢুকতে পারলেন না।” (হিজরত ৪০:৩৪-৩৫)

মাবুদ মহা পবিত্র স্থানের নিয়ম-সিন্দুকের দয়ার সিংহাসনের করূবদ্বয়ের মাঝখানে তাঁর উজ্জ্বল আলোর উপস্থিতি দিতেন।

আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের সামনে দৃশ্যমানভাবে প্রকাশিত হতেন।

“মাবুদই বাদশাহ্‌; সমস্ত জাতি কেঁপে উঠুক। তিনি কারুবীদের উপরে **সিংহাসনে বসে** আছেন; দুনিয়া টলমল করুক!” (জবুর শরীফ ৯৯:১)

মহাপবিত্র স্থানে তাঁর গৌরব প্রকাশ ও আবাস-তাঁবুর উপরে তাঁর উপস্থিতির মেঘ প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তা দুনিয়ার সমস্ত জাতি ও সেই সমস্ত প্রজন্মকে যারা এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই তাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিচ্ছিলেন: একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌ সমস্ত গুনাহগারদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন যেন তাঁর সাথে একটি সম্পর্ক তৈরী হয় কিন্তু তার জন্য কিছু নির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে।

দৃশ্যমান দৃষ্টান্ত

যারা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে এবং তাঁর লোকদের জন্য যে পরিকল্পনা আছে তা জানতে চান তাদের জন্য আবাস-তাঁবু অগণিত দৃশ্যমান সহায়তা প্রদান করেছিল।

দৃশ্যটি চিত্রিত করুন।

আবাস-তাঁবু সম্পর্কে আল্লাহ্‌ যে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন সেই অনুসারে, দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া ইসরাইলের বারো জাতি সিনাই পর্বতের পাদদেশে যেভাবে তাদের তাঁবু স্থাপন করেছিল তা আকারে একটি ক্রুশের মত ছিল। আবাস-তাঁবু ছিল তাদের ঠিক মাঝখানে যার দক্ষিণ দিকে তিনটি বংশ, উত্তরে তিনটি বংশ, পশ্চিম দিকে তিনটি বংশ এবং পূর্ব দিকে অন্য তিনটি বংশ ছিল।[১৯৮] যখন আল্লাহ্‌র গৌরবপূর্ণ মেঘ আবাস-তাঁবুর উপরে অবস্থান করতো তখন স্বীকার করতে কেউ অস্বীকার করতে পারতো না যে একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌ তাদের মধ্যে ছিলেন।

আবাস-তাঁবু থেকে আরেকটি দৃশ্যমান শিক্ষা হল এই যে, তাঁবুটির চারিপাশে দেয়াল উঁচু সাদা মসীনার কাপড় দিয়ে তৈরী ছিল যার একটিই মাত্র দরজা ছিল। দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকলে একটি কোরবানগাহ ছিল। লোকেরা ততক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র গৌরবের উপস্থিতি থেকে দূরে থাকতো যতক্ষন পর্যন্ত না তারা কোরবানীর দ্বারা রক্তপাত না করে তাঁর কাছে আসতে চাইতো।

> “কারণ রক্তেতই থাকে প্রাণীর প্রাণ। সেই জন্যই তোমাদের প্রাণের বদলে আমি তা দিয়ে কোরবানগাহের উপরে তোমাদের গুনাহ্‌ ঢাকা দেবার ব্যবস্থা দিয়েছি। **রক্তের মধ্যে প্রাণ আছে বলেই তা গুনাহ্‌ ঢাকা দেয়।”** (লেবীয় ১৭:১১)

গুনাহের ক্ষমার জন্য মূল্য হিসাবে মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুই নেই। আর যেহেতু যখনই মানুষ গুনাহ্‌ করত তখনই একটি কোরবানী দেয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব ছিল তাই আল্লাহ্‌ তাদের এই আদেশ দিলেন যেন বছরে প্রত্যেকদিন সকাল সন্ধ্যায় তারা একটি করে মেষ কোরবানী দেয় এবং কোরবানগাহে পোড়ায়। যারা মাবুদকে ও তাঁর পরিকল্পনায় বিশ্বাস করতেন তারা এই দৈনিক কোরবানীর মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্কের পুনরুদ্ধার করাটাকে উপভোগ করতেন।

> “এরপর থেকে সেই কোরবানগাহের উপর **প্রত্যেক দিন নিয়মিতভাবে** দু’টা করে ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী দিতে হবে; তার প্রত্যেকটার বয়স হবে এক বছর। একটা কোরাবানী দিতে হবে সকাল বেলায় আর অন্যটি সন্ধ্যাবেলায়… বংশের পর

> বংশ ধরে মিলন-তাঁবুর দরজার কাছে মাবুদের অর্থাৎ আমার সামনে **নিয়মিতভাবে এই পোড়ানো-কোরবানী** দিতে হবে। **সেখানেই আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করব এবং তোমার সঙ্গে কথা বলব।”** (হিজরত ২৯:৩৮-৩৯, ৪২)

প্রায়শ্চিত্তের বা কাফ্ফারার দিন

তাঁর সত্যকে আরও অধিকভাবে প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে বললেন যে একটি মাত্র পথ আছে যার মধ্য দিয়ে গুনাহগারও সেই মহা-পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারে (বিশেষ কক্ষ যা নিজেই বেহেশতকে চিহ্নিত করে)। বছরে একদিন, একজন বিশেষ মনোনিত ব্যক্তি যাকে মহা-ইমাম বলা হয়, তিনি মহা-পবিত্রস্থানে প্রবেশ করতে পারবেন। প্রায়শ্চিত্তের[১৯৯] এই দিনে মহা-ইমাম পর্দার ওপারে যেতে পারবেন। তিনি তার সঙ্গে কোরবানী দেয়া ছাগলের রক্ত নিবেন এবং দয়ার সিংহাসনের (যেখানে নিয়ম-সিন্দুক রয়েছে) উপরেও সামনে সাতবার সেই রক্ত ছিটাবেন। যদি মহা-ইমাম অন্য কোন দিন আল্লাহ্র উপস্থিতির মধ্যে ঢুকতে চায় তাহলে তিনি মারা যাবেন। যদি ইসরাইল জাতি তাঁর উপরে শুধু বিশ্বাস করে তাহলে এই রক্ত ছিটানোর মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্র তাদের একবছরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।

মিলন-তাঁবুর এই সমস্ত বিস্তারিত বর্ণনা, এর আসবাবপত্র এবং কার্যক্রম, সবকিছুই তৈরী করা হয়েছে যেন দুনিয়ার কাছে একটি প্রাণবন্ত চিত্র হস্তান্তর করা যায় যে কিভাবে গুনাহগারদের গুনাহ্ ঢেকে দেয়া হয় এবং পরিপূর্ণরূপে পবিত্র সৃষ্টিকর্তার সাথে তাদের ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক পূণরুদধারিত হয়। এই সমস্ত কিছুই আগত মসীহ্ ও তাঁর মিশন বা কাজকে নির্দেশ করে।

এভাবেই, শতশত বছর ধরে এই মনোনিত জাতিকে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্ গুনাহের কাছে হেরে যাওয়া দুনিয়ার কাছে শতশত চিত্র প্রেরণ করেছেন এবং অনেক আশ্চর্যমূলক ওয়াদা দেয়ার মধ্য দিয়ে যোগাযোগ করেছেন।

বায়তুল মোকাদ্দস ও এর কোরবানী

মূসা ও ইসরাইলের সন্তানদের দ্বারা তৈরী করা এই বিশেষ তাঁবু যেখানে মাবুদের উপস্থিতি আসতো, তার প্রায় পাঁচশত বছর পরে আল্লাহ্ বাদশাহ্ শলোমনকে নির্দেশনা দিলেন যেন এই অস্থায়ী তাঁবুর পরিবর্তে একটি স্থায়ী তাঁবু (বায়তুল মোকাদ্দস) তৈরী করেন। জেরুজালেমের এই নতুন কাঠামোটির রূপরেখা সেই আবাস-তাঁবুর

সাথে হুবহু মিল ছিল যদিও এটি আকারে আরও বড় এবং এমনকি আরও বেশি সুন্দর ছিল। পুরাতন ইতিহাসে শলোমনের তৈরী বায়তুল মোকাদ্দস ছিল একটি অন্যতম স্থাপত্যবিষয়ক বিস্ময়।

মিলন-তাঁবুর মধ্যে যেভাবে আল্লাহ্‌র গৌরব বেহেশ্‌ত থেকে নেমে এসে মহা-পবিত্র স্থানকে পূর্ণ করতো ঠিক একই ভাবে বায়তুল মোকাদ্দসের উদ্বোধনী দিনে সেই মহিমান্বিত, অকৃত্রিম আল্লাহ্‌র উপস্থিতির আলো নেমে আসলো এবং বায়তুল মোকাদ্দস পূর্ণ করে দিল।

> “সোলায়মানের মুনাজাত শেষ হলেই বেহেশ্‌ত থেকে আগুণ নেমে এসে পোড়ানো ও অন্যান্য কোরবানীর জিনিস পুড়িয়ে ফেলল এবং **বায়তুল-মোকাদ্দস মানুষদের মহিমায় পরিপূর্ণ হল**। সেই জন্য ইমামেরা সেখানে ঢুকতে পারলেন না।”
> (২ খান্দাননামা ৭:১-২)

বায়তুল মোকাদ্দস সেই একই পাহাড়ের মধ্যে তৈরী হয়েছিল যেখানে প্রায় একহাজার বছর পূর্বে ইব্রাহিম তার পুত্রের পরিবর্তে একটি ভেড়ার বাচ্চাকে কোরবানী দিয়েছিলেন।[২০০] এই বিশেষ বায়তুল মোকাদ্দসকে আল্লাহ্‌র কাছে উৎসর্গ করার জন্য বাদশাহ্‌ সোলায়মান ১২০,০০০ ভেড়া ও ২২,০০০ ষাঁড় কোরবানী দেয়ার আদেশ দিলেন।[২০১] এই অতিরিক্ত কোরবানী এক সহস্রাব্দ পরে নিকটবর্তী পাহাড়ে ঝরানোর জন্য মূল্যবান রক্তের অগণিত মূল্যের প্রতীক।

এভাবেই, আদমের, হাবিলের, ইব্রাহিমের, মূসার, দাউদের, সোলায়মানের এবং এরকম লক্ষ লক্ষ লোকের দ্বারা কোরবানী দেওয়া রক্ত বছরের পর বছর ধরে কোরবানগাহে উৎসর্গ করা হয়েছে যেন গুনাহ্‌ ঢেকে দেয়া যায়…

এরপর মসীহ্‌ আসলেন।

"আল্লাহ্ নিজেই মহব্বত" (১ ইউহোন্না ৪:৮)
"আল্লাহ্ মহান" (আইয়ুব ৩৬:২৬)

আল্লাহ্ যিনি নিজেই **মহব্বত,** তিনি চান যেন তাঁর লোকদের সাথে তাঁর একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকে। আল্লাহ্র সামাজিক-মহব্বতের বৈশিষ্ট্য তাঁর কিতাবের প্রথম পুস্তকেই প্রকাশিত হয়েছে।

আল্লাহ্ আদম ও হাওয়াকে "তাঁর নিজের মত করে" সৃষ্টিকরেছেন যেন তিনি তাদের সাথে সহভাগিতা উপভোগ করতে পারেন (পয়দায়েশ ১:২৭)। "আমাদের সঙেগ আল্লাহ্" এই একই বিষয়[২০২] কিতাবুল মোকাদ্দসের শেষ কিতাবেও দেখতে পাওয়া যায় যেখানে তাঁর মুকত হওয়া লোকেরা "তাঁর মুখ দেখতে পাবে" এবং তাঁর সঙেগ চিরকাল সেখানে থাকবে (প্রকাশিত কালাম ২২:৪)। যদি কেউ এই বিষয়টি দেখতে ভুল করে তাহলে সে আল্লাহ্র কিতাবের প্রধান যে বিষয়বস্তু সেটি বুঝতেই ভুল করছে।

আল্লাহ্ যিনি **মহান** তিনি চাইলে যে কোন কিছু করতে পারেন।

> "আমি মাবুদ, সমস্ত মানুষের আল্লাহ্। কোন কিছু করা কি আমার পক্ষে অসম্ভব?" (ইয়ারমিয়া ৩২:২৭)

কোনো প্রকৃত একেশ্বরবাদী এই দাবি করতে পারবে না যে আল্লাহ্ চাইলেই মানুষ হতে পারেন না। যদি এমন কিছু থেকে থাকে যা সর্বশকিতমান করতে পারেন না (নিজের বিপরীত/ নিজেকে অস্বীকার করা ছাড়া), তাহলে তিনি আল্লাহ্র হতে পারেন না।

প্রশন এটা নয় যে: আল্লাহ্ কি মানুষ হতে পারেন?

প্রশ্ন এটা যে: আল্লাহ্ কি মানুষ হওয়াকে বেঁছে নিলেন?

আল্লাহ্‌র সত্যিকারের আবাস-তাঁবু

একহাজার পাঁচশত বছর পর আল্লাহ্ ইসরাইল জাতিকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা একটি অনন্য মিলনতাঁবু বা আবাসতাঁবু নির্মাণ করেন যাতে তিনি "তাদের মধ্যে বাস করতে পারেন" (হিজরত ২৫:৮), কিতাবে লেখা আছে:

> "প্রথমেই কালাম ছিলেন, কালাম আল্লাহ্‌র সঙেগ ছিলেন এবং কালাম নিজেই আল্লাহ্ ছিলেন... সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং **আমাদের মধ্যে বাস করলেন।** পিতার একমাত্র পুত্র হিসাবে **তাঁর যে মহিমা** সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি রহমত ও সত্যে পূর্ণ।"
>
> (১ ইউহোন্না ১:১,১৪)

"তাঁর বাসস্থান স্থাপন" শবদটি একটি গ্রীক শবদ থেকে অনুবাদিত হয়েছে যার অর্থ একটি তাঁবু বা আবাস স্থাপন করা। আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করলে এটি এমন হয় যে: তিনি তাঁর তাঁবু আমাদের মধ্যে স্থাপন করলেন। কিতাবে একজন ব্যক্তির শরীরকে তাঁবু বা বায়তুল মোকাদ্দস হিসাব বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে তাঁর মন ও রূহ্ বাস করে।[২০৩] অধ্যায় ১৬ তে আমরা শিখেছি যে, আল্লাহ্‌র অনন্তকালীন পুত্র একজন শিশু সন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর মানুষের শরীর ছিল সেই তাঁবু যার মধ্যে তিনি বাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

মূসার সময়ে যে আবাস-তাঁবু ছিল যেখানে আল্লাহ্‌র গৌরবময় ও অকৃত্রিম নূরের উপস্থিতি আসতো তার চারিপাশ ছিল পশুর চামড়া দিয়ে তৈরী। কিন্তু ব্যক্তি ঈসার ক্ষেত্রে, আল্লাহ্‌র গৌরবময় ও অকৃত্রিম নূর এবং উপস্থিতি মানুষের চামড়া দিয়ে বেষ্টিত শরীরে বাস করতে এসেছিলেন। এজন্য তাঁর সাহাবীরা বলেছিলেন যে, "পিতার একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি!"

কিতাব এই ঘোষণা দেয় যে ঈসা ছিলেন "**সত্যিকারের এবাদত-তাঁবু** যা মানুষ স্থাপন করে নাই, কিন্তু মাবুদই করেছেন।" (ইবরানী ৮:২)

পুরাতন নিয়মের সময়ে আবাস-তাঁবু, এবং পরবর্তীতে বায়তুল মোকাদ্দস, ছিল সেই স্থান যেখানে গুনাহগারেরা তাদের গুনাহ্ ঢাকা দেয়ার জন্য পশু কোরবানী দিতে পারত। যখন ঈসা ছোট বালক ছিলেন এবং তিনি বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণবয়সের হলেন, তখন তিনি জেরুজালেম বায়তুল মোকাদ্দসে অনেক বার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, কিন্তু আমরা কখনোই তাঁর সম্পর্কে এটা পড়ি নাই যে তিনি গুনাহের

জন্য কোরবানী উৎসর্গ করেছেন। কেন? কারণ তার কোন গুনাহ্ ছিল না। ঈসা "প্রকাশিত হয়েছেন যেন **নিজেকে** কোরবানী দিয়ে তিনি গুনাহ্ দূর করতে পারেন।" (ইবরানী ৯:২৬) তিনি নিজেই হবেন সেই কোরবানীর উৎসর্গ আর রোমীয়দের ক্রুশ হবে সেই কোরবানগাহ্।

আবাস-তাঁবুর চিহ্নের পিছনে ঈসাই ছিলেন প্রকৃত সত্য।

"**আল্লাহ্ মানুষ** হিসাবে প্রকাশিত হলেন" (১ তীমথিয় ৩:১৬)

কোন একটি অনুষ্ঠানের সময় ঈসা জেরুজালেমের মহান বায়তুল মোকাদ্দসের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং লোকদের বললেন:

> "'আল্লাহ্‌র **ঘর** আপনারা ভেঙে ফেলুন, তিন দিনের মধ্যে আবার আমি তা উঠাব।' এই কথা শুনে ইহুদী নেতারা তাঁকে বললেন, 'এই এবাদতখানাটি তৈরী করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল, আর তুমি কি তিন দিনের মধ্যে এটা উঠাবে?'
>
> **ঈসা কিন্তু আল্লাহ্‌র ঘর বলতে নিজের শরীরের কথাই বলছিলেন।** তাই ঈসা মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠলে পর তাঁর সাহাবীদের মনে পড়ল যে তিনি ঐ কথাই বলেছিলেন। তখন সাহাবীরা পাক-কিতাবের কথায় এবং ঈসা যে কথা বলেছিলেন তাতে বিশ্বাস করলেন।'" (ইউহোন্না ২:১৯-২২)

ইহুদীরা বুঝতে পারেন নাই যে "আল্লাহ্‌র ঘর" বলতে আসলে ঈসা তাঁর নিজের শরীরকেই বুঝিয়েছেন। তারা মনে করেছিল যে তিনি জেরুজালেমের অতি প্রাচুর্যে ভরা বায়তুল মোকাদ্দসের কথা বলছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র গৌরবময় ও নূরের উপস্থিতি আর সেই মানুষের তৈরী মহা-পবিত্র স্থানে রইলো না।

এখন আল্লাহ্‌র ঘর হয়েছে ঈসার শরীর।

দুনিয়াতে তাঁর পরিচর্যার শেষের দিকে ঈসা তাঁর তিনজন সাহাবীকে সুযোগ দিয়েছিলেন যেন তারা আল্লাহ্‌র নূর ও গৌরবের সাক্ষী হতে পারে।

> "ঈসা পিতর, ইয়াকুব এবং ইয়াকুবের ভাই ইউহোন্নাকে সঙ্গে নিয়ে একটা উঁচু পাহাড়ে গেলেন। তাদের সামনে ঈসার চেহারা বদলে গেল। **তাঁর মুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল এবং তাঁর কাপড় আলোর মত সাদা হয়ে গেল।**

তখন **একটা উজ্জ্বল মেঘ তাদেরকে ঢেকে ফেলল**। সেই মেঘ থেকে এই কথা শোনা **গেল, 'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট। তোমরা এঁর কথা শোন**!' "

(মথি ১৭:১-৫)

আল্লাহ্‌র যে গনগনে ও খাঁটি উজ্জ্বল আলোর জন্য বেহেশ্‌তে ফেরেস্তারা তাদের মুখ ঢেকে রাখতো তা ছিল মাবুদ ঈসা।

আবাস-তাঁবুর মহা-পবিত্র স্থানে আল্লাহ্‌র যে গৌরবময় উপস্থিতি ছিল, সেই একই উপস্থিতি মাবুদ ঈসার মধ্যে বাস করছিলো।

যে উজ্জ্বল মেঘ আবাস-তাঁবুর উপরে ছিল তা এখন সেই স্থানে রয়েছে যেখানে ঈসা অবস্থান করছেন।

দুনিয়াতে ঈসা ছিলেন আল্লাহ্‌র দৃশ্যমান উপস্থিতি।

আল্লাহ্‌ পুত্রের গৌবরময় উজ্জ্বল নূরের সাথে বেহেশ্‌ত থেকে পিতার বলা কথার সাথে দারুন সম্পর্ক ছিল:

"ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট। তোমরা এঁর কথা শোন!"

আল্লাহ্‌ বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র পুত্র, মনুষ্যপুত্র হওয়ার একহাজার বছর আগে নবী দাউয়ুদ লিখেছেন, "তোমরা সেই **পুত্রকে** সম্মান দেখিয়ে **চুম্বন কর,** যাতে তিনি তোমাদের উপর গজব নাজেল না করেন আর চলার পথেই

তোমরা ধ্বংস হয়ে না যাও; কারণ চোখের নিমেষেই তাঁর রাগ জ্বলে উঠতে পারে। ধন্য তারা, যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়।" (জবুর শরীফ ২:১২)

"পুত্রকে চুম্বন কর" এর অর্থ হল **পুত্রকে সম্মান করা**।

মাঝে মাঝে আমি দেখি যে লোকেরা অনেক ধর্মীয় নেতাদের হাতে ও মাথায় চুম্বন করে যারা নিজেরাই অন্যান্য গুনাহগারদের মতই। এই ধরনের ভক্তি সেই ধরনের লোকদেরকে সম্মানিত করছে যারা নিজেরাই ধুলায় ফিরে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যেই, আল্লাহ্ দুনিয়াকে ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন যে, "যেন **পিতাকে যেমন সবাই সম্মান করে তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে**। পুত্রকে যে সম্মান করে না, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন সেই পিতাকেও সম্মান করে না… কারণ পিতা পুত্রকে মহব্বত করেন।" (ইউহোন্না ৫:২৩,২০)

অগ্রদূত

ইশাইয়া হচ্ছেন সেই দু'জন নবীর মধ্যে একজন যিনি বিশেষভাবে মনোনিত একজন অগ্রদূতের কথা লিখেছেন যিনি "মাবুদের জন্য পথ প্রস্তুত করবেন।" (ইশাইয়া ৪০:৩) সেই অগ্রদূত ছিলেন জাকারিয়ার সন্তান, তরিকাবন্দীদাতা নবী ইয়াহিয়া।[২০৪] যেখানে পূর্ববর্তী নবীরা ঘোষণা করেছিলেন যে, "আল্লাহ্ মসীহ্‌কে দুনিয়াতে পাঠাবেন," সেখানে নবী ইউহোন্না সেই কথাই ঘোষণা করে বলেছিলেন যে "প্রতিজ্ঞাত মসীহ্, মাবুদ, তিনি এসেছেন!"

> "পরে তরিকাবন্দিদাতা ইয়াহিয়া এহুদিয়ার মরুভূমিতে এসে এই বলে তবলিগ করতে লাগলেন, '**তওবা কর, কারণ বেহেশতী রাজ্য কাছে এসে গেছে**!' এই ইয়াহিয়ার বিষয়েই নবী ইশাইয়া বলেছিলেন: মরুভূমিতে একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে জানাচ্ছে, "**তোমরা মাবুদের পথ ঠিক কর**; তাঁর রাস্তা সোজা কর।" (মথি ৩:১-৩)

অনুতাপ

মাবুদের আগমনের জন্য লোকদেরকে প্রস্তুত করতে, লোকদের জন্য ইয়াহিয়ার বার্তা ছিল খুবই সাধারণ।

"**অনুতাপ**/**তওবা করুন**!"

অনুতাপ/তওবা করা শবদটি গ্রীক শবদ মেটানোইয়ো থেকে এসেছে। এর দুইটি অংশ আছেঃ মেটা এবং নোইয়ো। প্রথম অংশটির অর্থ

হল আন্দোলন বা পরিবর্তন। দ্বিতীয় অংশটি হৃদয়ের চিন্তাকে নির্দেশ করে। সুতরাং অনুতাপ বা তওবা করার মৌলিক যে অর্থতা হল হৃদয়ের পরিবর্তন করা; সঠিক চিন্তা দিয়ে মন্দ চিন্তাকে প্রতিস্থাপন করা।

প্রতিদিনকার কার্যক্রমে অনুতাপ বা তওবা করার বিষয়টি বুঝতে, ধরে নেই আমি এক শহর থেকে অন্য শহরে বাসে করে ভ্রমন করতে চাই, হতে পারে বৈরুত থেকে আম্মান পর্যন্ত। আমি আমার ইচছামত যেটা ঠিক বলে বিশ্বাস করি সেই রকম একটি বাসে উঠে পড়লাম এবং সীটে বসে ঘুম দিলাম। কিছু সময় পরে, যখন বাসটি মহাসড়ক দিয়ে দ্রুতগতিতে যাচিছলো, তখন আমি আবিষ্কার করলাম যে এটি দক্ষিণে আম্মানের দিকে যাচেছ না, বরং উত্তর দিকে ইস্তাম্বুলের দিকে যাচেছ! আমার কি করা উচিত?

আমার দুটি পছন্দ আছে:

আমি আমার ভুলকে তোয়াককা না করে আমি বাসের মধ্যেই থেকে যেতে পারি এবং ভুল গন্তব্যের দিকে যেতে পারি।

অথবা, আমি নিজেকে নম্র করতে পারি এবং আমি যে ভুল বাস পছন্দ করেছি তা স্বীকার করার মধ্য দিয়ে হৃদয়ের পরিবর্তন এনে অনুতাপ বা তওবা করতে পারি। অনুতাপের প্রতি আমার আন্তরিকতার প্রমাণ হবে যখন আমি পরবর্তী স্টেশনে বাস থেকে নেমে যাব এবং সঠিক বাসে উঠবো।

সত্যিকারের অনুতাপ একটি লোককে মিথ্যা থেকে ঘুঁরে দাঁড়াতে এবং সত্যে বিশ্বাস করতে পরিচালিত করে থাকে।

অনুতাপকে একটি মুদ্রার দুইপাশের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

একপাশ প্রকাশ করে: **অনুতাপ**!

অন্যপাশ প্রকাশ করে: **বিশ্বাস!**

আল্লাহ্ কি চান তা এই দুইটি বিষয় আমাদেরকে দেখতে সাহায্য করে:

> "… গুনাহ্ থেকে **মন ফিরিয়ে** আল্লাহ্‌র দিকে তাদের ফিরতে হবে এবং আমাদের হযরত ঈসার উপর **ঈমান** আনতে হবে।"
> (প্রেরিত ২০:২১)

অনুতাপ হল নাজাতের জন্য আপনি যা বিশ্বাস করছেন সেই সম্পর্কে মনের পরিবর্তন হওয়া। আর ঈমান বা বিশ্বাস হল আল্লাহ্‌র নাজাতের উপর নির্ভর করা।

অনুতাপ ভিন্ন সত্যিকারের কোন ঈমান নেই।

ফলে, নবী ইয়াহিয়ার বার্তাটি কিছু এমন যে: "তোমার ভুল চিন্তাধারার জন্য অনুতাপ বা তওবা কর! স্বীকার কর যে তুমি নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পার না এবং বেহেশ্ত থেকে যে প্রতিজ্ঞাত বাদশাহ্-

মসীহ্ আসছেন তাঁকে গ্রহণ কর! তিনি এসেছেন যেন তুমি শয়তান, গুনাহ্ এবং মৃত্যুর হাত থেকে মুকত হও—শুধুমাত্র তখনই তুমি এই সব থেকে মুকত হতে পার যদি তুমি নিজের উপর নির্ভর করা বন্ধ কর এবং তাকে বিশ্বাস করতে শুরু কর!”

যারা আল্লাহ্র কাছে তাদের গুনাহপূর্ণ কাজের কথা স্বীকার করেছে তারা ইয়াহিয়ার কাছে নদীতে তরিকাবন্দী গ্রহণ করেছেন। এই জন্য ইয়াহিয়াকে বলা হয় তরিকাবন্দীদাতা বা বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া। পানিতে তরিকাবন্দী নেয়া গুনাহকে ধুয়ে দিতে পারে না এবং পারেও নাই। নদীতে ডুব দেয়া ছিল লোকদের জন্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করার একটি পদধতি যে তারা আল্লাহ্র বার্তাকে অন্তরে গ্রহণ করেছে যে মসীহ্ যিনি আসছেন তাঁকে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে গুনাহের অনুতাপ করেছেন।

মনোনিত ব্যক্তি

ঈসা দুনিয়ায় তাঁর পরিচর্যার একেবারে শুরুতে ইয়াহিয়ার কাছে আসলেন যেন তিনি জর্ডান নদীতে তরিকাবন্দি নিতে পারেন। গুনাহহীন মসিহের অনুতাপ করার কিছুই নেই, কিন্তু তরিকাবন্দি নেয়ার মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকে পতিত মানুষের সাথে গণনা করলেন যাদেরকে তিনি মুকত করতে এসেছেন।

ঈসার তরিকাবন্দি নেয়াটা যে চিত্র তৈরী করেছে তা কখনও ভোলা যায় না। এটি একমাত্র সত্য আল্লাহ্র জটিল ত্রিত্বের রহস্যের আরেকটি আভাস/চিত্র প্রদান করে।

> “তরিকাবন্দী নেবার পর **ঈসা** পানি থেকে উঠে আসবার সঙেগ সঙেগই তাঁর সামনে আসমান খুলে গেল। তিনি **আল্লাহ্র রূহ**কে কবুতরের মত হয়ে তাঁর উপরে নেমে আসতে দেখলেন। তখন **বেহেশ্ত থেকে বলা হল**, ‘ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।’” (মথি ৩:১৬-১৭)

সৃষ্টির প্রথম দিনেই পিতা, পুত্র এবং পাক-রূহের উপস্থিতির বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছিল। যাহোক, ইতিহাসের এই মূল মুহূর্তে, আরও পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্ তাঁর বহুবচনের একত্বতাকে প্রকাশ করেছিলেন। কিতাবের মধ্য দিয়ে আমাদের এই যাত্রায় এটি তেমনই একটি বিশেষ স্থান যেখানে প্রত্যেক ভ্রমনকারীর থামা প্রয়োজন, কিছু ছবি তোলা প্রয়োজন এবং সেইগুলোকে প্রতিফলন করা প্রয়োজন।

চিত্রটি এই রকম। চমকপ্রদ ও উজ্জ্বল আকাশের নিচে **আল্লাহ্র পুত্র** (সেই কালাম যার দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে) নদীর

পানির থেকে উঠে আসলেন। একইসময়ে, **আল্লাহ্‌র রূহ্‌** (সেই রূহ যিনি সৃষ্টির প্রথম দিনে পানির উপরে চলাফেরা করছিলেন) বেহেশ্‌ত থেকে কবুতরের আকারে ঈসার উপরে নেমে আসলেন। এবং, পরিশেষে, বেহেশ্‌ত থেকে **পিতা আল্লাহ্‌র** কণ্ঠস্বর শোনা গেল: "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।"

পূর্বের ত্রিশটি বছর ঈসা নাসারথ গ্রামের একটি দরিদ্র পরিবারে বাস করেছেন। যদিও এই বছরগুলো তিনি সমাজের চোখের বাইরে ছিলেন কিন্তু বেহেশ্‌তি পিতা তাঁর চোখ সবসময়ই তাঁর প্রিয় পুত্রের উপরে ধরে রেখেছেন। এবং এখন আমরা ঈসার জীবন সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রায় শুনতে পাচ্ছি: **"আমি খুবই সন্তুষ্ট।"**

জন্মগ্রহণ করেছেন এমন আর কোন মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ এই কথা বলবেন না। শুধুমাত্র হযরত ঈসাই তাঁকে সমস্ত দিকে থেকে— বাইরের দিক থেকে বা ভিতরের দিক থেকে, সন্তুষ্ট করেছেন। যেহেতু পুত্র বেহেশ্‌ত থেকে এসেছেন তাই তিনি ছিলেন পাক-পবিত্র, অকলুষিত, এবং যে কাজের জন্য তিনি এসেছিলেন তার জন্য উপযুক্ত/যোগ্যতা সম্পন্ন। তিনি ছিলেন মসীহ্‌, মনোনিত ব্যক্তি, আল্লাহ্‌র বাঁছাই করা লোক। আল্লাহ্‌ তাঁকে তেল দিয়ে অভিষেক করেন নাই যেভাবে বাদশাহ্‌ এবং ইমামদের করা হত[২০৫]) , কিন্তু তিনি তাঁকে তাঁর নিজের রূহ্‌ দিয়ে অভিষেক করেছেন।

> "**আল্লাহ্‌** নাসরতের **ঈসাকে পাক-রূহ্‌** এবং শক্তি **দিয়ে অভিষেক করেছিলেন**..." (প্রেরিত ১০:৩৮)

ঈসাই ছিলেন সেই মনোনিত ব্যক্তি যার সম্পর্কে সব নবীরা লিখেছেন।

আল্লাহ্‌র মেষশাবক

> " পরের দিন ইয়াহিয়া ঈসাকে তার নিজের দিকে আসতে দেখে বললেন, **'ঐ দেখ! আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক, যিনি মানুষের সমস্ত গুনাহ্‌ দূর করেন!'**" (ইউহোন্না ১:২৯)

নবী ইয়াহিয়ার ঘোষণা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ দিয়ে পূর্ণ।

- "ঐ দেখ! **আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক**..."
  যারা ইয়াহিয়ার কথা শুনছিলেন তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে মেষ-শাবক কথার অর্থ কি। যখন থেকে গুনাহ্‌ দুনিয়াতে প্রবেশ করেছিল, লোকেরা কোরবানীর জন্য মেষ নিয়ে আসত। পনের

শতাব্দী ধরে প্রত্যেকদিন সকালে ও সন্ধ্যায় কোরবানগাহের উপর মেষ কোরবানী হয়ে আসছে। আর এখন আল্লাহ্‌র নিজের মেষ-শাবক সেই দৃশ্যে উপস্থিত! দুই সহস্র বছর আগে, ইব্রাহিম তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, "কোরবানীর জন্য আল্লাহ্‌ নিজেই কোরবানীর **মেষ-শাবক** যুগিয়ে দিবেন।" (পয়দায়েশ ২২:৮) আল্লাহ্‌ অবশ্য ইব্রাহিমের পুত্রের বদলে একটি বিকল্প যুগিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু সেটি "মেষ-শাবক" ছিল না। এটা ছিল একটি "ভেড়া"। (পয়দায়েশ ২২:১৩) ইব্রাহিমের ভবিষ্যদ্বাণীতে যে "মেষ-শাবকের" কথা বলা হয়েছে তা ছিল মসীহ্‌ নিজে। ইব্রাহিম ঈসা মসীহের কথাই নির্দেশ করেছিলেন। এই কারণেই ঈসা বলেছেন, "ইব্রাহিম আমারই দিন দেখার আশায় আনন্দ করেছিলেন। তিনি তা দেখেছিলেন আর খুশীও হয়েছিলেন।" (ইউহোন্না ৮:৫৬)

- "... যিনি গুনাহ দূর **করেন** ..."
  আদমের সময় থেকে নির্দোষ প্রাণীর রক্ত তাদের গুনাহকে ঢেকে দিত যারা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর পরিকল্পনায় বিশ্বাস করত, কিন্তু ঈসা যা করতে এসেছিলেন তা ছিল ভিন্ন। তিনি চিরকালের জন্য গুনাহের শাস্তিকে দূর করতে এসেছেন।

- "... **দুনিয়ার** সমস্ত মানুষের"
  অতীতে, গুনাহের জন্য কোরবানী করা রক্ত উৎসর্গ করা হত একজন ব্যক্তি, পরিবার অথবা একটি জাতির জন্য। ঈসা মসীহের রক্ত দুনিয়ার সমস্ত মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত গুনাহ্‌ থেকে চূড়ান্ত এবং পরিপূর্ণরূপে মুক্ত করবে।

আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক সমস্ত মানুষের গুনাহ্‌ দূর করেন বলতে কি এটা বোঝায় যে যতলোক জন্মগ্রহণ করবে তাদের গুনাহ্‌ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা এমনি এমনি আল্লাহ্‌র দ্বারা ক্ষমা হয়ে যাবে? না। যেদিন থেকে গুনাহ্‌ দুনিয়াতে প্রবেশ করেছে সেইদিন থেকেই আল্লাহ্‌ চেয়েছেন যেন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে ও তাঁর যোগানের উপর বিশ্বাস করে। [২০৬]

> "তিনি নিজের দেশে আসলেন, কিন্তু তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে গ্রহণ করল না। তবে **যতজন** তাঁর উপর **ঈমান এনে তাঁকে গ্রহণ করল** তাদেরকে প্রত্যেককে তিনি আল্লাহ্‌র সন্তান হবার অধিকার দিলেন।" (ইউহোন্না ১:১১-১২)

ছায়া এবং চিহ্ন

অতীতে, গুনাহের কোরবানীর জন্য যে নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক মেষ কোরবানী দেওয়া হত তা ছিল "ভবিষ্যতের সব উন্নতির বিষয়ের **ছায়ামাত্র**।" (ইবরানী ১০:১)

ছায়াকে যে বস্তুটি ছায়া ফেলে তার সাথে মিলিয়ে ফেলা যাবে না। যদি আপনি মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটেন এবং কোন বন্ধু আপনার বরাবর হাঁটে তাহলে আপনি সেই বন্ধুকে দেখার আগে তার ছায়া দেখতে পাবেন। কিন্তু যখন তিনি আপনার সামনে দাড়াঁবেন তখন কি আপনি সেই বন্ধুর ছায়ার পরিবর্তে তার দিকে তাকিয়ে কথা বলবেন না?

কিতাবের পুরাতন নিয়ম হচ্ছে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা করা ছায়ার মত যা মসীহের আগমনের ঘোষণা ও রূপরেখা প্রদান করে। আল্লাহ্‌ চান যেন আমরা তাঁর দিকে তাকাই এবং তাঁর কথা শুনি।

> "কারণ ষাঁড় ও ছাগলের রক্ত **কখনই** গুনাহ্‌ দূর করতে **পারে না**। সেইজন্য **মসীহ্‌** এই দুনিয়াতে আসবার সময় আল্লাহ্‌কে বলেছিলেন, 'পশু ও অন্যান্য কোরবানী তুমি চাও না, **কিন্তু আমার জন্য একটা শরীর তুমি তৈরী করেছ।** পোড়ানো কোরবানীতে এবং গুনাহের কোরবানীতে তুমি সন্তুষ্ট হও নি। পরে আমি [মসীহ্‌] বলেছিলাম, 'এই যে, **আমি এসেছি**; কিতাবে আমার আসার বিষয় লেখা আছে। হে আল্লাহ্‌, তোমার ইচ্ছা পালন করতে আমি এসেছি... দ্বিতীয় ব্যবস্থাটা বহাল করবার জন্য তিনি আগের ব্যবস্থাটা [পশু কোরবানী] বাতিল করে দিলেন। আল্লাহ্‌র সেই ইচছামতই ঈসা মসীহের শরীর **একবার**ই কোরবানী দেবার দ্বারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আমাদের পাক-পবিত্র করা হয়েছে।" (ইবরানী ১০:৪-৭, ৯-১০)

আল্লাহ্‌ যে চূড়ান্ত কোরবানী দিতে যাচেছন পশুর রক্ত কোরবানী ছিল তার চিহ্নস্বরূপ। পশুদেরকে আল্লাহ্‌র মত করে সৃষ্টি করা হয় নাই। একটি মেষের মূল্য কোন ভাবেই একজন মানুষের মূল্যের সমান নয়। যেভাবে আপনি কোন খেলনা গাড়িকে কোন গাড়ি বিক্রির লোকের কাছে নিয়ে সত্যিকার গাড়ির দামে বিক্রি করতে পারেন না, তেমনি কোন মেষের রক্ত মানুষের গুনাহের ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। এরজন্য একটি সমান বা তার থেকেও বেশি মূল্যের কোরবানী প্রয়োজন।

আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক ঈসা সেই কোরবানী দিতে দুনিয়াতে এসেছেন।

একজন দুর্বল পরিকল্পনাকারী?

কয়েক বছর আগে, আমি একজন দর্শনশাস্ত্রবিদের সাথে আলাপ করছিলাম। হযরত ঈসা “দুনিয়ার সমস্ত মানুষের গুনাহ্ দূর করেন” বিষয়টির প্রতি উত্তরে তিনি লিখেছিলেন:

> প্রেরণ করা বিষয় ইমেইলের মতামত
>
> যারা ২০০০ বছর আগে জন্মেছে এবং মারা গেছে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে? মনে হচ্ছে যে, ঈসায়ীদের আল্লাহ্ একজন ভাল পরিকল্পনাকারী নয় এবং তিনি একজন দেরিতে চিন্তা করার ব্যক্তি, কারণ মানবজাতির জন্য গুনাহের ক্ষমার পথ খুঁজে পেতে তাঁর কয়েক সহস্র বছর সময় লেগেছে।

মনে হচ্ছে এই ব্যক্তি, যিনি পরবর্তীতে মারা গিয়েছিলেন, তিনি লক্ষ লক্ষ যে মেষ কোরবানী দেয়া হয়েছে এর পিছনের অর্থ এবং শতশত যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো করা হয়েছে যা সেই দিনকে নির্দেশ করে যখন মসীহ্ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত মানবজাতির গুনাহের শাস্তি নিজে সহ্য করবেন, তার অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। শুরু থেকেই আল্লাহ্‌র উদ্ধারের পরিকল্পনা ছিল এই যে, “যারা ঈমান আনে তাদের জন্য ঈসা মসীহ্ তাঁর রক্তের দ্বারা, অর্থাৎ তাঁর জীবন্ত কোরবানীর দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন। যদিও তিনি তাঁর সহ্যগুনের জন্য মানুষের **আগেকার** গুনাহের শাস্তি দেন নি তবুও তিনি ন্যায়বান।” (রোমীয় ৩:২৫-২৬)

আল্লাহ্ গুনাহগারকে যেভাবে বর্তমান সময়ে ক্ষমা করেন তেমনি করে ঈসা মসীহের আসার পূর্বেও যারা তাঁর ওয়াদা ও যোগানের উপর বিশ্বাস করতেন তাদেরকে তিনি ক্ষমা করতেন।

অবশ্যই, সেখানে ভিন্নতা ছিল।

যে সকল বিশ্বাসীরা ঈসা মসীহের আসার আগে জীবিত ছিলেন তাদের গুনাহ্ ঢেকে দেয়া হয়েছিল। গুনাহগারদের ঋণ তাদের নথি বই থেকে চিরকালের জন্য মুছে দেয়ার বিষয়টি শুধুমাত্র ঈসা মসীহের রক্তপাত করা ও মৃত্যুকে জয় করার পরেই হয়েছিল।

আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক ঈসা দুনিয়াতে আসার পূর্বে একজন ব্যক্তির কোরবানগাহের উপর পশু কোরবানী দেওয়াটা ছিল কিছুটা এমন যে একজন ব্যবসায়ী যিনি তার সমস্যার জন্য ব্যাংক থেকে লোন বা ঋণ নিয়েছেন।

একজন ধনী বন্ধুও এই ঋণের সাথে স্বাক্ষর করলেন এই ওয়াদা করে যে যদি সেই ব্যবসায়ী তার ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন তাহলে তিনি তা পরিশোধ করবেন। প্রত্যেক বছরই সেই ব্যবসায়ী লোন পরিশোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন আর ঋণ আরও গভীর থেকে গভীর হচ্ছে। এবং

প্রত্যেক বছরই সেই ব্যবসায়ীর ধনী বন্ধু ব্যাংকে নতুন করে স্বাক্ষর করছেন যে তিনি ঋণশোধ করবেন। ব্যাংকের ঋণ পরিশোধনা করার জন্য ব্যর্থ ব্যবসায়ী জেলখানায় যাওয়ার হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পেলেন? কারণ ছিল তার সেই বিশ্বস্ত ধনী বন্ধু যিনি তার পক্ষে জামিন দিয়ে তার ঋণ ঢেকে রেখে ছিলেন।

পুরাতন নিয়মের পশু কোরবানী ছিল একজন গুনাহগারের "জামিনের নোটের মত" যা অল্প সময়ের জন্য আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি রেকর্ড রাখেন তাঁর সমতাকরনের নিখুঁত ইতিহাসে তিনি ওয়াদা করেছেন যে গুনাহ্ ঢাকা দেয়ার জন্য তিনি নিখুঁত, দাগহীন পশুর রক্ত গ্রহণ করবেন। কিন্তু পশুর রক্ত কোন মানুষের গুনাহের ঋণ বাতিল করতে পারে না। এটি প্রতিবছর গুনাহের জন্য একটি স্মরণচিহ্ন মাত্র। "পশু কোরবানীগুলো প্রত্যেক বছরই নিজেদের **গুনাহের কথা তাদের মনে করিয়ে দেয়**, কারণ ষাঁড় ও ছাগলের রক্ত কখনই গুনাহ্ দূর করতে পারে না।" (ইবরানী ১০:৩-৪)

গুনাহ্ একটি মারাত্মক সমস্যা যা শুধুমাত্র আল্লাহ্র অনন্তকালীন পুত্রের রক্তের মধ্যে দিয়েই সমাধান করা যায়। ঈসা, আল্লাহ্র মেষ-শাবক, দুনিয়াতে মানুষের গুনাহের ঋণ পরিশোধ করতে এসেছিলেন।

আপনি কি মনে করেন?

আল্লাহ্ কি "একজন দুর্ভাগা পরিকল্পনাকারী এবং একজন ধীরস্থির চিন্তার ব্যক্তি"? নাকি নবী ইয়াহিয়া ও তাঁর অনুসারীদের যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল যার জন্য তারা নাসরতের ঈসাকে "মসীহ্ হিসাবে… যার কথা মূসা তার শরীয়তে, এবং অন্যান্য নবীরা তাদের লেখায় লিখেছেন" এবং "যিনি আল্লাহ্র মেষ-শাবক যিনি সমস্ত মানুষের গুনাহ্ দূর করেন" বলে চিহ্নিত করেছেন? (ইউহোন্না ১ অধ্যায়)

আমাদের সৃষ্টিকর্তা যিনি উত্তম পরিকল্পনাকারী, আমাদের গুনাহের ঋণ পরিশোধ করার অন্য কোন পরিকল্পনা কখনই তাঁর ছিল না। তাঁর নিরবধি দৃষ্টিভঙ্গিতে, তাঁর প্রিয় পুত্র সবসময় ছিলেন, আছেন এবং চিরকাল থাকবেন:

> "…এই **মেষ-শাবককে** দুনিয়া সৃষ্টির আগেই হত্যা করবার জন্য ঠিক করা হয়েছিল।" (প্রকাশিত কালাম ১৩:৮)

এই বইয়ে উল্লেখিত মানুষ ও
নবীদের কালানুক্রমিক ক্রম দেওয়া
হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দস
নিজেই শত শত মানুষের নাম এবং
গল্প লিপিবদ্ধ করে।

আদম এবং হাওয়া সময় শুরু হয়
হাবিল ও কাবিল
শিস
|
নূহ (মহা বন্যা) ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ
ব্যাবিলনের মানুষ
|
আইয়ুব
ইব্রাহিম ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ
ইসমাইল
ইসহাক
ইয়াকুব
এহুদা
ইউসুফ
|
মূসা (আবাসতাঁবু)
১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ
|
দাউদ ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ
সোলায়মান (বায়তুল মোকাদ্দস)
ইলিয়াস
আল-ইয়াসা
ইউনুস
আমোস
হোসিয়া
ইশাইয়া ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ
মিকাহ
ইয়ারমিয়া
হাবাক্কুক
দানিয়াল
ইহিস্কেল
জাকারিয়া ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ
মালাখি
|
জাকারিয়া এবং এলিজাবেত
মরিয়ম এবং ইউসুফ
তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া।
ঈসা মসীহ্ খ্রিস্টাব্দ শুরু

২৩

কিতাবের পূর্ণতা

“**ওয়াদা** হচ্ছে মেঘ; বৃষ্টি হচ্ছে তার **পূর্ণতা**।”— আরবীয় প্রবাদ

হাজার হাজার বছর ধরে নবীরা দুনিয়াতে একজন নাজাতদাতা পাঠানোর যে ওয়াদা আল্লাহ্ করেছেন তা বলেছেন, কিন্তু “সময় পূর্ণ হলে পর আল্লাহ্ তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পুত্র স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন ...” (গালাতীয় ৪:৪)

আল্লাহ্‌র নবীগণ ওয়াদার মেঘ সরবরাহ করেছেন।

আর তার পূর্ণতার বৃষ্টি ছিল নাসারতের ঈসা।

সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনায় কোন অতিরিক্ত কিছু ছিল না। “আল্লাহ্ তাঁর **নবীদের মধ্য দিয়ে** পাক-কিতাবের মধ্যে আগেই **এই সুসংবাদের ওয়াদা করেছিলেন।** সেই সুসংবাদ হল তাঁর পুত্রের বিষয়ে। সেই পুত্রই ঈসা মসীহ্ ...” (রোমীয় ১:২-৩)

কিতাব হচ্ছে সেই মেঘ; আর মসীহ্ হচ্ছেন বৃষ্টি।

গাধার পিঠে করে জেরুজালেমে প্রবেশ

ঈসা তাঁর কাজ সম্পর্কে জানতেন। পাঁচশত বছর আগে নবী জাকারিয়া একটি ঘটনার কথা লিখেছিলেন যা মসীহের কোরবানী মৃত্যুর সম্পর্কে পূর্ব ঘোষণা।

> “হে সিয়োন-কন্যা, খুব আনন্দ কর। হে জেরুজালেম, তুমি জয়ধ্বনি কর। **দেখ, তোমার বাদশাহ্ তোমার কাছে আসছেন; তিনি ন্যায়বান ও তাঁর কাছে উদ্ধার আছে;**

তিনি নম্র, তিনি গাধার উপরে, গাধীর বাচ্চার উপরে চড়ে আসছেন।” (জাকারিয়া ৯:৯)

ঈসা এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছেন। চারটি সুসংবাদের পুস্তকই এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। মথি, যিনি ঈসার একজন সাহাবী, যিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তিনি লিখেছেন:

“ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা জেরুজালেমে… তখন ঈসা দু’জন সাহাবীকে এইবলে পাঠিয়ে দিলেন, “তোমরা ঐ সামনের গ্রামে যাও। সেখানে গেলেই দেখতে পাবে **একটা গাধা বাঁধা আছে এবং একটা বাচ্চাও তার সঙ্গে আছে**। সেই দু’টা খুলে আমার কাছে নিয়ে আস। কেউ যদি কিছু বলে তবে বোলো, ‘হুজুরের দারকার আছে।’ তাতে তখনই সে তাদের ছেড়ে দেবে। “এটা হল যেন নবীর মধ্য দিয়ে এই যে কথা বলা হয়েছিল **তা পূর্ণ হয়**: **“তোমরা সিয়োন কন্যাকে বল, তোমার বাদশাহ্ তোমার কাছে আসছেন। তিনি নম্র। তিনি গাধার উপরে, গাধীর বাচ্চার উপরে চড়ে আসছেন**।’” (মথি ২১:১-৫)

এই ভাবে ঈসা নিজেকে জাতির কাছে তাদের বাদশাহ্ হিসাবে অর্পণ করলেন, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল—যেভাবে নবীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। [২০৭]

গাধার পিঠে করে জেরুজালেমে প্রবেশ করার পর কি ঘটবে সেই সম্পর্কে সুসমাচারে বিস্তারিত লিপিবদধ আছে। তিনি বায়তুল মোকাদ্দসে গেলেন এবং যারা সেখানে ব্যবসা করছিলেন তাদের দোকান ধরে উল্টে দিলেন। তারপর ঈসা সেই অবাক হয়ে যাওয়া বিক্রেতাদের বললেন, “পাক-কিতাবে আল্লাহ্ বলেছেন, ‘আমার ঘরকে এবাদত-ঘর বলা হবে; কিন্তু তোমরা এটাকে ডাকাতের আড্ডাখানা করে তুলেছ।’ এরপরে অন্ধ ও খোঁড়া লোকেরা বায়তুল মোকাদ্দসে ঈসার কাছে আসল, আর তিনি তাদের সুস্থ করলেন।” (মথি ২১:১৩-১৪)

পরবর্তী কিছু দিন, ঈসা বায়তুল মোকাদ্দসে থাকলেন এবং লোকদের আল্লাহ্‌র সত্য কালাম সম্পর্কে শিক্ষা দিলেন। ধর্মীয় নেতারা তাঁকে এমন কিছু বলার মধ্য দিয়ে ফাঁদে ফেলতে চাইল যাতে তারা তাঁকে দোষারোপ করতে পারে, তাঁকে ক্রুশে মৃত্যুর জন্য দোষ খুঁজে পায়, কিন্তু তারা সেখানে ব্যর্থ হয়েছে। ঈসা বেহেশ্তি বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদের প্রশ্নগুলোকে নিয়ন্ত্রন করলেন আর প্রত্যেকেই আশ্চর্য হয়ে গেল। [208]

তারপর সেই সময় আসলো।

সময় এসে গেছে

ঈসাই হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি পূর্বেই জানতেন: কখন তিনি মারা যাবেন, কোথায় তিনি মারা যাবেন, কিভাবে তিনি মারা যাবেন, এবং কেন তিনি মারা যাবেন।

> "এই সব কথার শেষে ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন, '**তোমরা তো জান আর দুই দিন পরেই উদধার-ঈদ, আর ইবনে আদমকে ক্রুশের উপরে হত্যা করবার জন্য ধরিয়ে দেওয়া হবে।**' সেই সময়ে মহা-ইমাম কাইয়াফার বাড়ীতে প্রধান ইমামেরা ও ইহুদীদের বৃদধ নেতারা একত্র হলেন এবং ঈসাকে গোপনে ধরে এনে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করলেন। কিন্তু তারা বললেন, 'ঈদের সময়ে **নয়**; তাতে লোকদের মধ্যে হয়তো গোলমাল শুরু হবে।'" (মথি ২৬:১-৫)

ধর্মীয় নেতারা তাকে ধরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা তাঁকে "ধরতে চাইল, কিন্তু **তখনও তাঁর সময় হয় নি** বলে কেউ তাঁর গায়ে হাত দিল না।" (ইউহোন্না ৭:৩০)

তারপর একদিন সেই কাঙিখত দিন আসল।

যিহুদা নামের একজন ঈসার সাহাবী, যিনি বাইরের দিক থেকে ঈসার সাহাবী ছিলেন ভিতরের দিক থেকে নয়, বায়তুল মোকাদ্দসে ইমামের কাছে গেলেন এবং ঈসাকে তাদের হাতে ধরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। ইমামেরা তাকে ত্রিশটি রুপার মুদ্রা দিতে রাজি হল। বিশ্বাসঘাতক তার এই চিত্র পুরাতন নিয়মের অনেক ওয়াদাকে পূর্ণ করেছিল। [২০৯]

সুতরাং ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন, "**সময় এসেছে।**" (ইউহোন্না ১২:২৩)

এটি ছিল আল্লাহ্‌র মেষ-শাবকের মৃত্যুবরণ করার সময়।

উদধার-ঈদের সপ্তাহ

জেরুজালেমের সরু রাস্তা স্থানীয় ও বিদেশীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল যারা কোরবানীর উদধার-ঈদের বার্ষিক পর্বে যোগ দিতে এসেছিলেন। মেষ ও এড়ে ষাঁড়ের ব্যা-ব্যা শবেদ বাতাস পূর্ণ হয়ে গেল। ক্রেতারা নিখুঁত মেষ কেনার জন্য দর কষাকষি করতে লাগলো।

এটি ছিল উদধার-ঈদের সপ্তাহ।

এক সপ্তাহ ধরে যে উৎসব হয় উদধার-ঈদ তার একটি অংশ যা আল্লাহ্ পনের শতাবদী আগে স্থাপন করেছিলেন। এটি ছিল তাঁর লোকদের জন্য একটি অনুষ্ঠান যার মধ্য দিয়ে তারা তাদের পিছনের ইতিহাস স্মরণ করত যে কিভাবে মাবুদ তাঁর জাতিকে দাসত্ব থেকে

এবং মেষের রক্ত তাদের ঘরের দরজায় লাগানোর মাধ্যমে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতেও এটি ছিল একটি প্রত্যাশার দিন যেদিন মসীহ্‌ উদধার-ঈদের গভীর অর্থ পূর্ণ করবেন।

যাহোক, কেউ কেউ এটা বুঝতে পেরেছিল যে নাসারতের ঈসা তাঁর রক্তকে চূড়ান্ত কোরবানী হিসাবে দিতে যাচ্ছেন এবং মূসার সময় থেকে বছরের পর বছর ধরে যে মেষ কোরবানী দেয়া হচ্ছিল তার চিহ্ন পূর্ণ করতে যাচ্ছেন। মূসার কাজ ছিল লোকদেরকে মানুষের শারীরিক অত্যাচার থেকে মুক্তকরা যেখানে মসীহের কাজ ছিল শয়তানের, গুনাহের এবং মৃত্যুর শাস্তি থেকে মানুষকে মুক্ত করা।

ধর্মীয় নেতারা ঈসাকে মারার ষড়যন্ত্র করতে লাগলো, কিন্তু "ঈদের সময়ে **নয়**; তাতে লোকদের মধ্যে হয়তো গোলমাল শুরু হবে।" (মথি ২৬:৫) যদিও ঈসা সেই ঈদের উৎসবের সময়েই মৃত্যুবরণ করার সিদধান্ত নিলেন! উদ্বার-ঈদের অনুষ্ঠানের সময়ই আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক হত হবেন। [২১০] সবকিছুই আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অনুসারেই হচ্ছিল।

হাস্যকরভাবে, যারা আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তারাই সেই পরিকল্পনাকে পূর্ণ করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। শয়তান আস্তে আস্তে করে বুঝতে পারছিল যে ধর্মীয় নেতাদের দিয়ে ঈসাকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে সে নিজেই নিজের সর্বনাশকে ডেকে আনছিল! কিতাবে এই বিষয়টিকে বলা হয়: "... **সেই উদ্দেশ্য লুকানো ছিল এবং দুনিয়া সৃষ্টির আগেই আল্লাহ্‌ তা স্থির করে রেখেছিলেন**... এই যুগের নেতাদের মধ্যে কেউই তা বোঝে নি; যদি তা বুঝত তাহলে সেই মহিমাপূর্ণ প্রভুকে ক্রুশের উপরে হত্যা করত না।" (১করিন্থীয় ২:৭-৮)

রুটি এবং পেয়ালা

উদধার-ঈদ পালনের জন্য সেইদিন ঈসা এবং তাঁর সাহাবীরা একটি গোপন ঘরের উপরের রুমে জড়ো হলেন। কোরবানীর খাবার এবং তীক্ত রস খাবার পর, ঈসা রুটি হাতে নিলেন এবং শুকরিয়া জানিয়ে তা ভাঙলেন, এরপর তা সবাইকে ভাগ করে দিয়ে তাদেরকে এই বলে খেতে বললেন, "আমাকে মনে করবার জন্য এই রকম কোরো।" (লূক ২২:১৯)

এই ভাঙা রুটি এটি প্রকাশ করে যে তাঁর শরীর থেতলানো হবে এবং তাদের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত হবে।

পরে তিনি পেয়ালায় করে সাহাবীদেরকে আঙুর ফলের রস দিলেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের বললেন "এই পেয়ালা" হল "সেই

রক্ত যা মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র নতুন ব্যবস্থা আমার এই রক্তের দ্বারাই বহাল করা হবে।” (মথি ২৬:২৮)

এই পেয়ালা ঈসার রক্তকে নির্দেশকরে যা প্রতিজ্ঞাত নতুন ব্যবস্থা শুরুর জন্য পাতিত হবে।

এই দুটি চিহ্ন আল্লাহ্‌র নবীদের বার্তার প্রধান অংশকে নির্দেশ করে: যে আমাদের সৃষ্টিকর্তা মানুষের শরীর গ্রহণ করবেন যাতে তিনি আদমের গুনাহের জন্য দুঃখ ভোগ করতে পারেন ও নিজের রক্ত দিতে পারেন।

তাঁর সাহাবীদেরকে অনেক আশ্চর্যমূলক ওয়াদা ও সত্য[২১১] দ্বারা সান্তনা দেয়ার পর ঈসা তাদেরকে পাশের গেৎশিমানী বাগানের দিকে নিয়ে গেলেন। নিজেকে মাটির সাথে উবুঁড় হয়ে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি এই মুনাজাত করলেন, “আমার পিতা, যদি সম্ভব হয় তবে এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছ থেকে দূরে যাক। তবুও আমার ইচছামত না হোক, তোমার ইচছামতই হোক।” (মথি ২৬:৩৯)

কি “সেই পেয়ালা” যা ঈসা সহ্য করতে পারছিলেন না? এটি ছিল গুনাহের যন্ত্রণার পেয়ালা যা তাঁকে তাঁর পিতার কাছ থেকে পৃথক করে দিয়েছে এবং আপনার আমার পরিবর্তে যে দোজখের যাতনার অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করতে যাচেছন।

তিনবার এই একই মুনাজাত করে পুত্র স্বইচছায় পিতার ইচছার কাছে সমর্পিত হলেন। যেভাবে নবী দাউদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মসীহ্ তাই পুনরুদধার করবেন যা তিনি নেন নি। “আমি যা চুরি করি নি তা-ও আমাকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে।” (জবুর শরীফ ৬৯:৪)

ঈসাই হবে গুনাহের জন্য পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত কোরবানী।

গ্রেফতার

পিতার সাথে তাঁর কথা বলা শেষ হওয়া মাত্রই বাগানের মধ্যে সৈন্যদের পায়ের শবদ শোনা গেল যাদেরকে প্রধান ইমামেরা, ধর্ম শিক্ষকরা ও প্রাচীন নেতারা পাঠিয়েছেন। তাদের মশাল, তলোয়াড় ইত্যাদি নিয়ে তারা সেই একমাত্র ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে আসলো যিনি ঝড় থামিয়েছেন, ভূত তাড়িয়েছেন এবং মৃতদের জীবন দিয়েছেন।

> “**তাঁর নিজের উপর যা ঘটবে ঈসা তা সবই জানতেন।** এইজন্য তিনি বের হয়ে এসে সেই লোকদের বললেন, “আপনারা কাকে খুঁজছেন?”
>
> তারা বলল, ‘নাসরতের ঈসাকে।’
>
> ঈসা তাদের বললেন, “**আমিই** সেই।” … ঈসা যখন তাদের বললেন, ‘**আমিই** সেই’ তখন তারা পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে

> গেল। ঈসা আবার তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনারা কাকে খুঁজছেন?”
>
> তারা বলল, ‘নাসরতের ঈসাকে।’
>
> ঈসা তাদের বললেন, ‘আমি তো আপনাদের বলছি যে, **আমিই** সেই।’” (ইউহোন্না ১৮:৪-৮)

যারা ঈসাকে গ্রেফতার করতে এসেছিলেন তাদের কাছে তিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র নিজের নাম “আমিই” ব্যবহার করে পরিচয় দিচ্ছিলেন।[২১২] স্পষ্টভাবে, যদি ঈসা তাদের সাথে যান তাহলে তার কারণ হবে যে তিনি নিজেই তা করতে চেয়েছেন।

যখন সৈন্যরা ঈসাকে ধরতে কাছে আসলেন, তখন ঈসার সাহাবী পিতর তার ছোরা বের করলেন কিন্তু শুধুমাত্র প্রধান ইমামের দাসের কান কাটতেই সমর্থ হলেন। ঈসা অনুগ্রহ করে সেই লোকটির কান সুস্থ করে দিলেন এবং পিতরকে বললেন,

> “তোমার ছোরা খাপে রাখ, ছোরা যারা ধরে তারা ছোরার আঘাতেই মরবে। তমি কি মনে কর যে আমি আমার পিতাকে ডাকলে তিনি এখনই আমাকে হাজার হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে দেবেন না? **কিন্তু তাহলে পাক-কিতাবের কথা কিভাবে পূর্ণ হবে**? **কিতাবে তো লেখা আছে এই সব এভাবেই ঘটবে।”** (মথি ২৬:৫২-৫৪)

যারা ধর্মের নামে ভাংচুর করে থাকে তাদের সবার জন্য ঈসা কি দারুন একটি বিপরীত শিক্ষা প্রদান করলেন! যদিও ঈসা জানতেন যে এই লোকেরাই তাঁকে নিয়ে তামাশা করবে, তাঁকে অত্যাচার করবে এবং তাঁকে মেরে ফেলবে, কিন্তু তবুও তিনি তাদের প্রতি ধৈর্য্য ধরলেন এবং তাদেরকে ঘৃণা ও প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে দয়া দেখালেন।

নবীদের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী

তারপর, যারা তাঁকে গ্রেফতার করতে আসলো ঈসা তাদের বললেন, “আমি কি ডাকাত যে, আপনারা ছোরা ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছেন? আমি প্রত্যেক দিনই বায়তুল-মোকাদ্দসে বসে শিক্ষা দিতাম, আর তখন তো আপনারা আমাকে ধরেন নি।”

এরপর কিতাবে এই কথা বলা হয়েছে:

> “কিন্তু এই সব ঘটনা ঘটল **যাতে পাক-কিতাবের নবীরা যা লিখেছেন তা পূর্ণ হয়**। সাহাবীরা তখন সবাই ঈসাকে ফেলে পালিয়ে গেলেন।

যারা ঈসাকে ধরেছিল তখন **তাকে** মহা-ইমাম কাইয়াফার কাছে **নিয়ে গেল**।” (মথি ২৬:৫৫-৫৭)

কেন একজন ব্যক্তি যারঁ বাতাসের উপরে এবং ঢেউয়ের উপরে ক্ষমতা থাকা স্বত্ত্বেও নিজেকে গ্রেফতার করতে, আবদ্ধ করতে অনুমোদন দিলেন।

তিনি তাঁর পিতার প্রতি বাধ্যতা ও মহব্বতের জন্য এটি করলেন।

তিনি আপনাকে ও আমাকে অনন্তকালীন বিচার থেকে রক্ষা করার জন্য এটি করলেন।

তিনি এটি করেছেন যেন “নবীদের বলা কিতাবের কথা পূর্ণ হয়।”

শত শত বছর আগে, নবী ইশাইয়া লিখেছিলেন, “তিনি জবাই করতে নেয়া **ভেড়ার বাচ্চার মত হলেন**।” (ইশাইয়া ৫৩:৭)

নবী ইব্রাহিম বলেছিলেন, “পোড়ানো কোরবানীর জন্য আল্লাহ্ নিজেই **ভেড়ার বাচ্চা** যুগিয়ে দেবেন।” (পয়দায়েশ ২২:৮)

এবং নবী মূসা লিখেছেন, “ইমাম **একটা পুরুষ ভেড়া** নিবেন এবং সেটি কোরবানী দিবেন… যেখানে গুনাহের কোরবানী ও পোড়ানো-কোরবানীর পশু কাটা হয় সেখানে সেই **ভেড়াটা জবাই করতে হবে।**” (লেবীয় ১৪:১২-১৩)

বিদ্রুপের বিষয়টি ভুলে যাবেন না।

ইমাম, যাদের কাছে বায়তুল মোকাদ্দসের কোরবানীর ভেড়া হত্যা করা ও পোড়ানো কোরবানী উৎসর্গ করার দায়িত্ব ছিল, তারাই ঈসাকে হত্যা করার জন্য গ্রেফতার করল। যদিও তাদের কোন ধারণাই ছিল না যে তারা সেই **মেষকেই** কোরবানী দিচ্ছেন যার বিষয়ে সমস্ত নবীরা লিখেছেন।

ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হওয়া

“সেই লোকেরা ঈসাকে নিয়ে মহা-ইমামের কাছে গেল। সেখানে প্রধান ইমামেরা, বৃদ্ধ নেতারা ও আলেমেরা একসঙ্গে জমায়েত হলেন।” (মার্ক ১৪:৫৩)

ইহুদীদের ধর্মীয় নেতারা রাতের বেলায় একটি অবৈধ সভার আয়োজন করলেন।

“প্রধান ইমামেরা ও মহাসভার সমস্ত লোকেরা ঈসাকে হত্যা করবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের খোঁজ করছিলেন, কিন্তু কোন সাক্ষ্যই তারা পেলেন না। ঈসার বিরুদ্ধে অনেকেই মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল কিন্তু তাদের সাক্ষ্য মিলল না…

> তখন মহা-ইমাম সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি কোন জবাবই দেবে না? তোমার বিরুদ্ধে এই লোকেরা এই সব কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?'
>
> ঈসা কিন্তু জবাব না দিয়ে চুপ করেই রইলেন।
>
> মহা-ইমাম আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি গৌরবময় আল্লাহ্‌র পুত্র মসীহ্‌?'
>
> ঈসা বললেন, "আমিই সেই। আপনারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ডান দিকে ইবনে আদমকে বসে থাকতে দেখবেন এবং আসমানের মেঘের সঙ্গে আসতে দেখবেন।"
>
> এতে মহা-ইমাম তার কাপড় ছিঁড়ে বললেন, 'আর সাক্ষীর কি দরকার? আপনারা তো শুনলেনই যে, ও কুফরী করল।'"
>
> (মার্ক ১৪:৫৫-৫৬, ৬০-৬৩)

কেন মহা-ইমাম এত রেগে গেলেন, তার গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ফেললেন এবং ঈসাকে আল্লাহ্‌-নিন্দার দায়ে দোষী করলেন? তিনি এমন করলেন কারণ ঈসা মসীহ্‌ নিজেকে আল্লাহ্‌র পুত্র এবং মনুষ্যপুত্র বলে ঘোষণা দিয়েছেন যা সমস্ত নবীরা তাদের লেখনিতে লিখেছিলেন। এমনকি ঈসা নিজেকে আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত নাম "আমিই" ধরে ডেকেছেন। এবং "আপনারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ডানদিকে ইবনে আদমকে বসে থাকতে দেখবেন এবং আসমানের মেঘের সঙ্গে আসতে দেখবেন।" এইকথা তিনি কিতাবে নবীদের লেখা থেকে বলেছেন এবং নিজিকে দুনিয়ার বিচারকর্তা হিসাবে ঘোষণা।[২১৩]

এই কারণেই "মহা-ইমাম তার গায়ের কাপড় ছিড়ে ফেললেন এবং বললেন,

> 'আর সাক্ষীর আমাদের কি দরকার? আপনারা তো শুনলেনই যে, ও কুফরী করল। আপনারা কি মনে করেন?'
>
> **তারা সবাই ঈসাকে মৃত্যুর শাস্তি পাবার উপযুক্ত বলে স্থির করলেন।**
>
> তখন কয়েকজন তাঁর গায়ে থুথু দিলেন এবং তাঁর মুখ ঢেকে তাঁকে ঘুষি মেরে বললেন, "তুই না নবী? কিছু বল্‌ দেখি!" তারপর রক্ষীরা তাঁকে নিয়ে গিয়ে চড় মারতে লাগলেন।"
>
> (মার্ক ১৪:৬৩-৬৫)

সাতশত বছর আগে নবী ইশাইয়া মসীহের ইচ্ছাকৃত দুঃখভোগের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন: "যারা আমাকে মেরেছে আমি তাদের কাছে আমার পিঠ পেতে দিয়েছি আর যারা আমার দাঁড়ি উপড়িয়েছে তাদের কাছে আমার গাল পেতে দিয়েছি। যখন আমাকে

অপমান করা ও আমার উপর থুথু ফেলা হয়েছে তখন আমি আমার মুখ ঢেকে রাখিনি।” (ইশাইয়া ৫০:৬)

রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা নিন্দিত

দিনের বেলায়, ইমামেরা ও ধর্মীয় নেতারা ঈসাকে পন্তীয় পিলাতের কাছে নিয়ে গেল যিনি ছিলেন যিহুদা রাজ্যের রোমীয় গভর্ণর। ধর্মীয় নেতারা পিলাতের কাছে চাচ্ছিলেন যেন ঈসাকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে ক্রুশে মৃত্যু দেয়া যায়। ইতিহাসের সেই সময়ে, ইহুদীরা রোমান শাসনের অধীনে ছিল এবং কোন অপরাধীকে তারা সরাসরি মৃত্যুর শাস্তি শোনাতে পারতেন না।দ

ঈসাকে পরীক্ষা করা সময়ে তিনবার পন্তীয় পিলাত এই ঘোষণা দিয়েছিলেন, “আমি তাঁর কোন দোষ পাই না,” কিন্তু জনতা ইমামদের প্ররোচনায়, প্রকৃতপক্ষে শয়তানের প্ররোচনায় উচচস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, “**তাঁকে মৃত্যু দাও, তাঁকে মৃত্যু দাও, ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও**!”[২১৪]

পিলাত ধর্মীয় নেতাদের চাপে পড়ে ঈসাকে রোমান আইন অনুসারে সর্বোচচ শাস্তি প্রদান করলেন: ভীষন চাবুক মারার মধ্য দিয়ে ক্রুশের উপরে হত্যা করলেন।

> “তখন পীলাত বারাব্বাকে লোকদের কাছে ছেড়ে দিলেন, কিন্তু ঈসাকে ভীষণভাবে চাবুক মারবার হুকুম দিয়ে ক্রুশের উপরে হত্যা করবার জন্য দিলেন।
>
> তখন প্রধান শাসনকর্তা পীলাতের সৈন্যরা ঈসাকে নিয়ে তাঁর বাড়ীর ভিতরে গেল এবং সমস্ত সৈন্যদলকে ঈসার চারদিকে জড়ো করল। তারা ঈসার কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে তাকে লাল রংয়ের পোষাক পরাল। পরে তারা কাঁটালতা দিয়ে একটা তাজ গেঁথে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল, আর তাঁর ডান হাতে একটি লাটি দিল। তারপর তাঁর সামনে হাঁটু পেতে তাঁকে তামাশা করে বলল, ‘মারহাব ইহুদীদের বাদশাহ।’
>
> তখন তার গায়ে থুথু দিল এবং সেই লাঠি দিয়ে তাঁর মাথায় বার বার আঘাত করল। তাঁকে তামাশা করবার পর সেই পোষাক খুলে নিল এবং তার নিজের কাপড়-চোপড় পরিয়ে তাকে সলিলে হত্যা করবার জন্য নিয়ে চলল।” (মথি ২৭:২৬-৩১)

আল্লাহ্‌র পর্বত

এইভাবে, গৌরবের প্রভুকে—যাঁর পবিত্র দেহ এখন কাটা মাংসের একটি রক্তাক্ত খন্ড, যাঁর মাথায় কাঁটার তৈরী মুকুট পড়ানো হয়েছে,

তারপর পিঠের উপরে বড় একটি কাঠের ক্রুশ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে— তাঁকে শহরের বাইরে সেই পাহাড়ের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল যেখানে প্রায় দুই হাজার বছর আগে নবী ইব্রাহিম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন:

> **“পোড়ানো-কোরবানীর জন্য আল্লাহ্ নিজেই ভেড়ার বাচ্চা যুগিয়ে দিবেন… তিনি সেই স্থানের নাম দিলেন ইয়াহওয়েহ-যিরি (যার মানে ’মাবুদ যোগান’)।”**
>
> (পয়দায়েশ ২২:৮, ১৪)

সবকিছু একস্থানে গিয়ে মিলিত হয়েছে: জাতি, কাজ, ব্যক্তি, স্থান। সবকিছুই নবীদের বলা ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ঘটছিলো।

সেই সময়টা যুগ যুগের লেনদেনের সময় ছিল।

২৪

সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ

ক্রুশে দেওয়া ছিল যে কোন বিষয়ের জন্য সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম পদধতি। রোমান শাসকরা এটিকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসঘাতক অপরাধীর জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন।

সৃষ্টিকর্তা যখন দুনিয়াতে আসলেন তখন আমরা তাঁকে ক্রুশে দেয়াটাকেই বেঁছে নিয়েছিলাম।[২১৫]

> "সৈন্যরা দু'জন দোষী লোককেও হত্যা করবার জন্য ঈসার সঙ্গে নিয়ে চলল। যে জায়গাটাকে মাথার খুলি[২১৬] বলা হত সেখানে পৌঁছে তারা ঈসাকে ও সেই দু'জন দোষীকে ক্রুশে দিল-একজনকে ঈসার ডান দিকে ও অন্যজনকে বাঁ দিকে।"
>
> (লূক ২৩:৩২-৩৩)

ক্রুশে মৃত্যুবরণ!

ক্রুশবিদধকরণ একজন উপদ্রুত ব্যক্তিকে সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্রণা এবং সম্ভাব্য সর্বাধিক অমর্যাদা দেওয়ার জন্য উদভাবন করা হয়েছিল।

আমি কখনো দেখি নাই এমনকি দেখতেও চাই না যে, একজন চিত্র শিল্পী অথবা সিনেমাতে পর্যাপ্তরূপে ঈসার ক্রুশে থাকাকালীন যন্ত্রণা ও লজ্জাকে পরিপূর্ণরূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, চিত্রশিল্পীরা এবং লেখকেরা তাঁর গায়ে ছোট একটা কাপড়ের খন্ড দিয়ে থাকেন, কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতা এই যে রোমান সৈন্যরা ক্রুশের উপরের দোষী ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ক্রুশে টাঙ্গাতো এবং তাদের হাতে ও পায়ের গোড়ালীতে বড় বড় পেরেক ঢুকিয়ে দিত।

ক্রুশের উপরে মৃত্যু ছিল লজ্জাজনক, যন্ত্রণাদায়ক ও ধীরগতির।

আপনার, আমার ও সমস্ত আদমের বংশের জন্য ঈসা নিজের ইচ্ছায় এই যন্ত্রণা ও লজ্জাজনক শাস্তিকে কাঁধে তুলে নিলেন। ঈসার উপরে যে তীব্র যন্ত্রণা দেয়া হয়েছিল তা আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে যে, এই শাস্তি আমাদের গুনাহের জন্য আমাদের পাওয়ার কথা ছিল।

রোমান শাসকরা যখন ক্রুশে দিয়ে মৃত্যুর বিষয়টি আবিষ্কার করেছে তার আরও অনেক শতাবদী পূর্বে নবী দাউদ ক্রুশের উপরে মসীহের যন্ত্রণার কথা বর্ণনা করেছেন:

> “আমার চারপাশে একদল দুষ্ট লোক কুকুরের মত করে আমাকে ঘিরে ধরেছে; **তারা আমার হাত ও পা বিঁধেছে।** আমার হাড়গুলো আমি গুণতে পারি; সেই লোকেরা আমাকে হাঁ করে দেখছে আর আমার দিকে তাকিয়ে আছে… ও তো মাবুদের উপর ভরসা করে, তাহলে তিনিই ওকে রক্ষা করুন; তিনিই ওকে উদধার করুন, কারণ ওর উপর তিনি সন্তুষ্ট।”
> (জবুর শরীফ ২২:১৬-১৮, ৮)

এবং নবী ইশাইয়া বলেছেন:

> “কারণ তিনি নিজের ইচছায় প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁকে গুনাহগারদের সাথে গোনা হয়েছিল; তিনি অনেকের গুনাহ্ বহন করেছিলেন আর গুনাহগারদের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।” (ইশাইয়া ৫৩:১২)

সুখবর থেকে উদধৃত নিচের অংশটি থেকে আসুন দেখি কতগুলো ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা আমরা আবিষ্কার করতে পারি যা আমরা এই মাত্র পড়লাম।

> “যে জায়গাটাকে মাথার খুলি বলা হত সেখানে পৌছে তারা ঈসাকে ও সেই দু’জন দোষীকে সলিবে দিল-একজনকে ঈসার ডান দিকে ও অন্যজনকে বাঁদিকে। তখন ঈসা বললেন, **“পিতা, এদের মাফ কর, কারণ এরা কি করছে তা জানে না।”** তারা গুলিবাঁট করে ঈসার কাপড়-চোপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। লোকেরা দাঁড়িয়ে দেখছিল।

ধর্ম-নেতারা ঈসাকে ঠাট্টা করে বলতেন, "সে তো অন্যদের রক্ষা করত। যদি সে আল্লাহ্‌র মসীহ্‌, তাঁর বাছাই-করা বান্দা হয় তবে নিজেকে রক্ষা করুক।" সৈন্যরা তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগল।

যে দু'জন দোষী লোককে সেখানে সলিবে টাংগানো হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ঈসাকে টিটকারী দিয়ে বলল, "তুমি নাকি মসীহ্‌? তাহলে নিজেকে ও আমাদেরকে রক্ষা কর।"

তখন অন্য লোকটি তাকে বকুনি দিয়ে বলল, তুমি কি আল্লাহ্ কে ভয় কর না? তুমি তো একই রকম শাস্তি পাচ্ছ। আমরা উচিত শাস্তি পাচ্ছি। আমাদের যা পাওনা আমরা তা-ই পাচ্ছি, কিন্তু এই লোকটি তো কোন দোষ করে নাই।" তারপর সে বলল, "ঈসা, আপনি যখন রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন তখন আমার কথা মনে করবেন।"

জবাবে ঈসা তাকে বললেন, "**আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সঙ্গে জান্নাতুল-ফেরদৌসে উপস্থিত হবে।"**

তখন বেলা প্রায় দুপুর। সূর্য আলো দেওয়া বন্ধ করল এবং সারা দেশ অন্ধকার হয়ে গেল। বেলা তিনটা পর্যন্ত সেই রকমই রইল…" (লূক ২৩:৩৩-৩৬, ৩৯-৪৫)

লেনদেন

বহু শতাব্দি ধরে অগনিত লোক ক্রুশের এই মহা যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। ৭০ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেমের পতনের পর রোমান সৈন্যরা একদিন পাঁচশত ইহুদীকে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করেছিল।[২১৭] কাউকে কাউকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত দিনের পর দিন ক্রুশে ঝুলিয়ে রাখা হত। ক্রুশের উপরে ঈসা অনেক অল্প সময় মাত্র ছয় ঘন্টার দুঃখভোগ করেছেন কারণ তিনি মারা গিয়েছিলেন। তাহলে কি তাঁর দুঃখভোগকে অনন্য বা আলাদা করেছে?

ঈসার মৃত্যুর বিষয়ে একটি অন্যতম বিশেষ পার্থক্য হল এই যে তাঁর মৃত্যুর সম্পর্কে নবীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আরেকটি পার্থক্য হল এই যে, যদিও অনেকেই ক্রুশের উপরে তাদের রক্ত দিয়েছেন কিন্তু ঈসার রক্ত ছিল পরিপূর্ণ নিখুঁত রক্ত। এবং যে বর্ণনা আমরা মাত্র পড়লাম সব মিলিয়ে সেটিও ঈসার মৃত্যু সম্পর্কে একটি অনন্য মাত্রা।

"তখন বেলা প্রায় দুপুর। সূর্য আলো দেওয়া বন্ধ করল এবং **সারাদেশ অন্ধকার হয়ে গেল**। বেলা তিনটা পর্যন্ত সেই রকমই রইল।" (লূক ২৩:৪৪)[২১৮]

ঈসাকে সকাল ৯টার দিকে সলিবে দেয়া হয়। বেলা বারোটা থেকে তিনটা পর্যন্ত সমস্ত দুনিয়া অন্ধকারে ছেয়ে গেল। কেন? এই তিন ঘন্টায় দুনিয়া থেকে লুকানো অবস্থায় সর্বকালের সেরা ঘটনাটি ঘটেছিল। ঐ সময় আল্লাহ্ আমাদের গুনাহের সাথে মোকাবেলা করছিলেন যেন অনন্তকালীন সময়ে আমাদেরকে গুনাহের সাথে মোকাবেলা করতে না হয়।

অতিপ্রাকৃতিক ঐ অন্ধকারের সময়ে আমাদের বেহেশতী পিতা তাঁর প্রিয় ধার্মিক পুত্রের উপর আমাদের গুনাহের অনন্তকালীন যে শাস্তি তা ঘনীভূত করছিলেন। এই জন্যই আল্লাহ্‌র পুত্র ঈসা দেহরূপ রক্ত মাংসের শরীর ধারন করেছিলেন।

> "আমাদের গুনাহ্ দূর করবার জন্য মসীহ্ তাঁর নিজের জীবন কোরবানী করে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করেছেন। কেবল আমাদের গুনাহ্ নয়, কিন্তু সমস্ত মানুষের গুনাহ্ দূর করবার জন্য তিনি তা করেছেন।" (১ ইউহোন্না ২:২)

সাত শতাবদী আগে নবী ইশাইয়া ইতিমধ্যেই যুগের এই ঘটনার কথা বর্ণনা করে রেখেছেন:

> "আমদের গুনাহের জন্যই তাঁকে বিদধ করা হয়েছে; আমাদের অন্যায়ের জন্য তাঁকে চুরমার করা হয়েছে। যে শাস্তির ফলে আমাদের শান্তি এসেছে সেই শাস্তি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে; তিনি যে আঘাত পেয়েছেন তার দ্বারাই আমরা সুস্থ **হয়েছি... মাবুদ আমাদের সকলের অন্যায় তাঁর উপর চাপিয়েছেন**... জবাই করতে নেয়া ভেড়ার বাচচার মত তিনি চুপ করে থাকলেন... আসলে মাবুদ তাঁর ইচছা অনুসারে তাঁকে চুরমার করেছিলেন আর তাঁকে কষ্ট ভোগ করিয়েছিলেন। মাবুদের গোলাম যখন তাঁর প্রাণকে দোষের কোরবানী হিসাবে দেবেন তখন তিনি তাঁর সন্তানদের দেখতে পাবেন আর তাঁর আয়ু বাড়ানো হবে; তাঁর দ্বারাই মাবুদের ইচছা পূর্ণ হবে। তিনি তাঁর কষ্টভোগের ফল দেখে তৃপ্ত হবেন; মাবুদ বলছেন, আমার ন্যায়বান গোলামকে গভীরভাবে জানবার মধ্য দিয়ে অনেককে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হবে, কারণ তিনি তাদের সব অন্যায় বহন করবেন।" (ইশাইয়া ৫৩:৫-৭, ১০-১১)

ক্রুশের উপরে ঐ সময়গুলো যখন সমস্ত দুনিয়া অন্ধকারাচছন্ন হয়েছিল, তখন আল্লাহ্‌র আমাদের সমস্ত গুনাহের অপবিত্রতা ও দোষ তাঁর একমাত্র গুনাহহীন পুত্রের উপর স্বেচছায় অর্পণ করলেন।

পিতা ও পুত্রের মধ্যে আসলে কি ঘটেছিল তা আমরা হয়তো কখনোই বুঝতে পারবো না, কিন্তু একটি বিষয় আমরা বলতে পারি তা হলো: এটি ছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট ঘটনা।

একা!

ঘন অন্ধকার যখন দুনিয়া ঢেকে দিয়েছিল, "তখন ঈসা জোরে চিৎকার করে বললেন, 'ইলী, ইলী, লামা শবক্তানী', অর্থাৎ '**আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ**?'" (মথি ২৭:৪৬)

কেন ঈসা ক্রুশের উপর থেকে এইরকম উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠলেন? তিনি এভাবে চিৎকার করলেন কারণ আল্লাহ্ তাঁকে ত্যাগ করেছেন যেন তিনি গুনাহের মূল্য দিতে পারেন...

একা.

আমাদের প্রত্যেকের গুনাহের জন্য ঈসা তিনভাবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পৃথক হয়ে পড়ার যন্ত্রণা ভোগ করেছেন:

- তিনি আত্মিক বা রূহানিক মৃত্যুর অভিজ্ঞতা পেয়েছেন। বেহেশতী পিতা তাঁর পুত্রের উপর থেকে তাঁর পবিত্র মুখ সরিয়ে নিয়েছেন যার উপর তিনি সমস্ত মানুষের গুনাহের ভার তুলে দিয়েছিলেন।
- তিনি শারীরিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। যখনই ঈসা মারা গেলেন, তখন তাঁর রূহ্ ও আত্মা তাঁর শরীর ছেড়ে চলে গেল।
- সেই সাথে তিনি দ্বিতীয় মৃত্যুর স্বাদও গ্রহণ করলেন। তিনি আপনার ও আমার জন্য দোজখের তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করলেন।

দোজখ হচ্ছে এমন একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিচ্ছিন্ন স্থান যা আল্লাহ্ ত্যাগ করেছেন; যেখানে ভাল কিছু নেই; যে স্থানে বেহেশতী পিতার মহব্বতের উপস্থিতি শূন্য। ক্রুশ থেকে প্রথম ও শেষবারের মত আল্লাহ্‌র পুত্র তাঁর বেহেশ্তি পিতার কাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়লেন। ঈসা এই ভয়ানক তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করলেন যেন আমাদের তা সহ্য করতে না হয়।

আল্লাহ্‌র পবিত্র মেষ-শাবক আমাদের গুনাহের বহনকারী হইলেন, আমাদের পরিবর্তে তিনিই মরলেন। তিনিই গুনাহের সমস্ত ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন, যন্ত্রণা ভোগ করলেন, লজ্জা, কাটার মুকুট ও পেরেকের যন্ত্রণা ভোগ করলেন। কোরবানগাহে দুনিয়া ও বেহেশ্তের মধ্যে ঈসা তাঁর জীবন দিয়ে আমাদের গুনাহের জন্য পূর্ণ ও চূড়ান্ত "পোড়ানো-কোরাবনী" হলেন। [২১৯]

কয়েক ঘন্টার দোজখ?

ঈসা আমাদের জন্য দোজখের যন্ত্রণা ভোগ করলেন। কিন্তু কিভাবে একজন লোক সমস্ত মানবজাতির জন্য শাস্তির মূল্য দিতে পারে? কিভাবে ঈসা কয়েক ঘন্টার মধ্যে সমস্ত শাস্তি ভোগ করলেন?

তিনি এটি করতে পারেন কারণ তিনিই মাবুদ আল্লাহ্।

যেহেতু তিনি মাবুদ আল্লাহ্ তাই আমাদের গুনাহের মূল্য দেয়ার জন্য তাঁকে চিরকাল ধরে কাজ করার প্রয়োজন নেই যা আমাদের করতে হত। আল্লাহ্র কালাম ও অনন্তকালীন পুত্রের নিজের কোন গুনাহ্ ছিল না যার জন্য তাঁকে মূল্য দিতে হবে, এমনকি সময় তাঁকে বেধে রাখতে পারেনা, তিনি সময়ের উর্ধ্বে।

যেহেতু তিনি মাবুদ তাই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি “সবার হয়ে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ” (ইবরানী ২:৯) করতে সমর্থ্য ছিলেন।

যেভাবে মাবুদ আল্লাহ্র জন্য এই জটিল দুনিয়া সৃষ্টি করতে কোন সুনির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয় নাই (যদিও তিনি এই কাজ ছয় দিনে করতে পছন্দ করলেন) ঠিক একই ভাবে সলিবে মানুষের সমস্ত গুনাহ্ থেকে মুক্ত করতে তাঁর কোন নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন নেই (যদিও তিনি ছয় ঘন্টায় এই কাজ করলেন)।

আল্লাহ্র কাছে সময় কিছুই না।

> “যখন পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি হয় নি, জগৎ ও দুনিয়ার সৃষ্টি হয় নি, তার আগে থেকেই আখেরাত পর্যন্ত তুমিই আল্লাহ্ … তোমার চোখে হাজার বছর যেন চলে যাওয়া গতকাল, যেন রাতের একটা প্রহর মাত্র।” (জবুর শরীফ ৯০:২, ৪)

“সমাপ্ত হইল!”

> “এরপরে সব কিছু শেষ হয়েছে জেনে পাক-কিতাবের কথা যাতে পূর্ণ হয় সেই জন্য ঈসা বললেন, “**আমার পিপাসা পেয়েছে**”। সেই জায়গায় সিরকায় পূর্ণ একটা পাত্র ছিল। তখন তারা একটা স্পঞ্জ সেই সিরকায় ভিজাল এবং এসোব গাছের ডালের মাথায় তা লাগিয়ে ঈসার মুখের কাছে ধরল। ঈসা সেই সিরকা খাওয়ার পরে বললেন, “**শেষ হয়েছে**”। তারপর তিনি মাথা নীচু করে তাঁর রূহ্ সমর্পণ করলেন।” (ইউহোন্না ১৯:২৮-৩০)

তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে, তিনি একটি ঘোষণা দিলেন:

“সমাপ্ত হইল!”

উকিতটি একটি গ্রীক শবদ তেতেলেসটাই থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। রোমান ব্যবসায়ীক দুনিয়ায় এটি ছিল খুবই সাধারণ একটি শবদ। সম্পূর্ণরূপে ঋন পরিশোধ নির্দেশ করতে এটি ব্যবহার করা হত। পুরাতন সময়ের রশিদে এই লেখাটি লেখা থাকতো “তেতেলেসটাই” যার অর্থ হলো:

“সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ।”

তেতেলেসটাই এই শবদটি কোন একটি কাজ সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হত। কোন দাসকে যদি কোন কাজের জন্য পাঠানো হত তাহলে সেখান থেকে ফিরে প্রতিবেদন বা রিপোর্ট হিসাবে সে বলতে পারতো, “তেতেলেসটাই” যার অর্থ হলো:

“কাজ সম্পন্ন হয়েছে।”

সুখবর লেখকেরা লিখেছেন যে “ঈসা **জোরে চিৎকার করে** প্রাণ ত্যাগ করলেন।” (মার্ক ১৫:৩৭)

এটি ছিল তুরীধ্বনির মত চিৎকার!

আল্লাহ্‌র মেষ-শাবকের কোরবানী সম্পর্কে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও চিহ্ন নির্দেশ করা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়েছে।

মনুষ্যপুত্র ও আল্লাহ্‌র পুত্র ঈসা স্পষ্টভাবে অভিশাপের কারণ যে **গুনাহ্‌** তার বিরুদ্ধে মোকাবেলা করেছেন। আদমের বংশধরদের গুনাহের মূল্য হিসাবে যে মূল্য প্রদান করার প্রয়োজন ছিল তিনি সেই মূল্য প্রদান করেছেন। গুনাহের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র যে ধার্মিকতার আচরণ ও ক্রোধ তা সন্তোষজনক ছিল। তাঁর আইন বা শরীয়ত প্রয়োগ করা হয়েছে।

সমাপ্ত হয়েছে। সম্পূর্ণরূপে মূল্য প্রদান করা হয়েছে। কাজ সম্পন্ন হয়েছে!

> “তোমরা জান, জীবন পথে চলবার জন্য তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া বাজে আদর্শ থেকে সোনা বা রূপার মত ক্ষয় হয়ে যাওয়া কোন জিনিস দিয়ে তোমাদের **মুকত** করা হয় নি; তোমাদের মুকত করা হয়েছে নির্দোষ ও নিখুঁত মেষ-শাবক **ঈসা মসীহের অমূল্য রকত দিয়ে**। দুনিয়া সৃষ্টির আগেই আল্লাহ্‌ এর জন্য তাঁকে ঠিক করে রেখেছিলেন, কিন্তু এই শেষ সময়ে **তোমাদের জন্য**ই তিনি প্রকাশিত হয়েছেন।”
>
> (১ পিতর ১:১৮-২০)

শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে, লক্ষ লক্ষ নির্দোষ পশুর রকত প্রবাহিত হয়েছে। এখন ঈসার পবিত্র রকত তাঁর গুণাহবিহীন শরীর থেকে প্রবাহিত হল। "ঈসা মসীহের এই মহামূল্যবান রকত" শুধুমাত্র অস্থায়ীভাবে গুনাহ্ ঢেকে দেয়ার জন্য পতিত হয় নাই; এটি চিরকালের জন্য গুনাহকে মুছে দেবে। এটাই হল আল্লাহ্র প্রথম চুকিত যা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

> "মাবুদ বলেন, 'সময় আসছে যখন আমি ইসরাইল ও এহুদার লোকদের জন্য **একটা নতুন ব্যবস্থা** স্থাপন করব… সেইজন্য আমি তাদের অন্যায় মাফ করব, তাদের গুনাহ্ আর কখনও মনে রাখব না।'" (ইয়ারমিয়া ৩১:৩১,৩৪)

কিতাবের নতুন নিয়মে বলা হয়েছে: "আল্লাহ্ এই ব্যবস্থাকে **নতুন ঘোষণা** করে আগের ব্যবস্থাকে পুরানো বলে **অচল** করে দিলেন।" (ইবরানী ৮:১৩) আর কোন গুনাহের কোরবানী করার প্রয়োজন নেই। মসীহের সলিবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কোরবানগাহের উপর পশু কোরবানীর নিয়ম অচল হয়ে গেছে।

যেভাবে মাবুদ আল্লাহ্ প্রথম রকত কোরবানী সম্পন্ন করেছিলেন (যখন আদম ও হাওয়া গুনাহ্ করেছিল), ঠিক সেইভাবেই তিনি গ্রহণযোগ্য চূড়ান্ত কোরবানী সম্পন্ন করলেন।

যেভাবে ইব্রাহিম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, "পোড়ানো-কোরবানীর জন্য আল্লাহ্ নিজেই ভেড়ার বাচচা" যুগিয়ে দিবেন। (পয়দায়েশ ২২:৮) আল্লাহ্ ইব্রাহিমের পুত্রকে রক্ষা করলেন কিন্তু তিনি "নিজের পুত্রকে রেহাই দিলেন না বরং আমাদের সকলের জন্য তাঁকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিলেন।" (রোমীয় ৮:৩২)

ঈসা গুনাহের নিয়ম ও মৃত্যুকে সন্তুষ্ট করার জন্য রকত দিলেন এবং কোরবানীর নিয়ম পূর্ণ করলেন।

অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তিনি চিৎকার করে বললেন, "**সমাপ্ত হইল!**"

ছেড়া পর্দা

তাহলে ঈসার "সমাপ্ত হইল" ঘোষণা করার পর কি ঘটলো?

> "এর পরে ঈসা জোরে চিৎকার করে প্রাণ ত্যাগ করলেন। **তখন বায়তুল-মোকাদ্দসের পর্দাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল।**" (মার্ক ১৫:৩৭-৩৮)

পুরাতন ইতিহাসবিদরা বর্ণনা করেছেন যে বায়তুল-মোকাদ্দসের পর্দা হাতের তালুর মত এত পুরু বা মোটা এবং ভারি ছিল যে এটা নাড়ানোর জন্য ৩০০ পুরুষ মানুষের প্রয়োজন হয়েছিল। [২২০]

কি এমন ঘটলো যার দরুন এই মোটা পর্দা চিড়ে দুইভাগ হয়ে গেল?

২১ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ্ তাঁর জাতির লোকদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা এই বিশেষ পর্দাটি সমাগম-তাঁবু বা মিলন-তাঁবুতে ঝুলিয়ে রাখে এবং পরবর্তীতে তা বায়তুল মোকাদ্দসের ঝুলায়। এই পর্দাটি লোকদেরকে মহা-পবিত্রস্থান থেকে আলাদা রাখতো যেখানে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির নূর অবস্থান করত। পর্দাটি নীল, বেগুনীও লাল রং-এর সুতা দিয়ে তৈরী ছিল যা আল্লাহ্‌র নিজের পুত্রকে নির্দেশ করতো যিনি বেহেশ্‌ত থেকে দুনিয়াতে আসবেন। সেই সাথে এটি সৃষ্টিকর্তার থেকে মানুষের পৃথক হয়ে পড়ার বিষয়টিও স্মরণ করিয়ে দিত। শুধুমাত্র তারাই আল্লাহ্‌র সেই অনন্তকালীন বাসস্থানে যেতে পারবে যারা আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ ধার্মিকতা অনুসারে জীবন যাপন করেন।

বছরে একটি নির্ধারিত দিনে, বিশেষভাবে মনোনিত মহা-ইমামই শুধুমাত্র সেই মহা-পবিত্র স্থানে যাওয়ার জন্য পর্দাভেদ করতে পারতেন। মহা-ইমামের জন্য মৃত্যুবরণ না করে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করার একমাত্র পথ ছিল কোরবানী দেয়া পশুর রক্ত (যা ঈসার রক্তকে নির্দেশ করে) নিয়ে প্রবেশ করা। সেই সাথে ইমামকেও পবিত্র মসীনার কাপড় (মসীহের ধার্মিকতা) পড়তে হত। মহাপবিত্র স্থানের ভিতরে মহা ইমামের প্রবেশের পর সাক্ষ্য-সিন্দুকের অনুগ্রহ সিংহাসনের সামনে ও সিংহাসনের উপর সাতবার (পূর্ণতার চিহ্নস্বরূপ) রক্ত ছিটাতে হত। সাক্ষ্য-সিন্দুকের ভিতরে ছিল আল্লাহ্‌র শরীয়ত যা প্রত্যেক গুনাহগারের মৃত্যুর বিষয়ে নির্দেশ দিত। কিন্তু গুনাহগারদের পরিবর্তে একটি নির্দোষ পশুর মৃত্যুকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর রহমত দেখালেন।

পনের শতাব্দি ধরে এই পর্দা এই সাক্ষ্য দিয়ে আসছিল যে, আল্লাহ্ মহা-পবিত্র এবং ঈসা মসীহের রক্ত ভিন্ন গুনাহ্ থেকে রক্ষার আর কোন স্থায়ী প্রায়শ্চিত্ত নেই। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র গুনাহহীন মনোনিত ব্যক্তিই, গুনাহের মূল্য দিতে পারেন। আর মহা-পবিত্র স্থানের পর্দা এই বিষয়টিই প্রকাশ করে। এই কারণে সময় হলে পর, আল্লাহ্ তাঁর নিজের পুত্রকে পাঠালেন যেন তিনি আল্লাহ্‌র শরীয়তের প্রতি পরিপূর্ণ বাধ্যতার একটি জীবন কাটাতে পারেন এবং তারপর স্বইচ্ছায় আদমের বংশের দ্বারা যে শরীয়ত ভাঙা হয়েছিল তার জন্য পরিপূর্ণ মূল্য প্রদান করতে তাঁর নিজের রক্ত দিতে পারেন।

সুতরাং কে এই পর্দাকে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চিড়ে দু’ভাগ করে

ফেললেন? আল্লাহ্‌র নিজেই তা করলেন। এটি পুত্রের “কাজ সমাপ্ত” করার জন্য পিতা আল্লাহ্‌র কাজ ছিল “আমিন!”[২২১]

আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট ছিলেন।

আর কোন গুনাহের কোরবানী নয়

ক্রুশে ঈসা মসীহের কোরবানীর মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত (গুনাহের ক্ষমা ও আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের পুনরুদ্ধার) সম্পন্ন হয়েছিল। দুনিয়ার গুনাহের জন্য পরিপূর্ণ ও নিখুঁত কোরবানীর রক্ত পতিত হয়েছিল।

আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য গুনাহের কোরবানী হিসাবে বাৎসরিক আর কোন পোড়ানো কোরবানী করার দরকার নেই।

বায়তুল-মোকাদ্দসের বা মহা-ইমামের যে কার্যক্রম বা অনুষ্ঠান তা আর প্রয়োজন নেই।

প্রত্যেকের জন্য একটি কোরবানী হয়ে গেছে। ছায়া ও চিহ্নের পিছনের যে বাস্তবতা তা প্রকাশিত হয়েছে। “এটি সমাপ্ত হয়েছে।”

সমস্ত ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ্‌ নিজে বলেছেন:

> “‘আমি তাদের গুনাহ্‌ ও অন্যায় আর কখনও মনে রাখব না।’ তাই আল্লাহ্‌ যখন গুনাহ্‌ ও অন্যায় মাফ করেন তখন গুনাহের জন্য কোরবানী বলে আর কিছু নেই। **ভাইয়েরা, ঈসা মসীহের রক্তের গুনে সেই মহাপবিত্র স্থানে ঢুকবার সাহস আমাদের আছে।** মসীহ্‌ আমাদের জন্য একটা নতুন ও জীবন্ত পথ খুলে দিয়েছেন, যেন আমরা পর্দার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ তাঁর শরীরের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হতে পারি। এছাড়া আমাদের একজন মহান ইমামও আছেন, যাঁর উপরে আল্লাহ্‌র পরিবারের লোকদের ভার দেওয়া হয়েছে। সেই জন্য ঈমানের মধ্য দিয়ে যে নিশ্চয়তা আসে, এস, আমরা সেই পরিপূর্ণ নিশ্চয়তায় খাঁটি দিলে আল্লাহ্‌র সামনে যাই; কারণ দোষী বিবেকের হাত থেকে আমাদের দিলকে রক্ত ছিটিয়ে পাক-সাফ করা হয়েছে এবং পরিষ্কার পানি দিয়ে আমাদের শরীরকে ধোয়া হয়েছে।” (ইবরানী ১০:১৭-২২)

মৃত

যখন ঈসা মারা গেলেন তখন শুধুমাত্র বায়তুল মোকাদ্দসের পর্দাই ছিঁড়ে যায় নি কিন্তু সেই সাথে ভূমিকম্প হয়েছিল এবং আতঙ্কগ্রস্থ লোকেরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

> “সেনাপতি ও তার সঙেগ যারা ঈসাকে পাহারা দিচ্ছিল তারা ভূমিকম্প ও অন্য সব ঘটনা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে বলল, ‘সত্যিই উনি ইবনুল্লাহ ছিলেন।’” (মথি ২৭:৫৪)

পরবর্তীতে, তিনি সত্যিই মারা গেছেন কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য একজন রোমান সৈন্যে একটি বর্ষা ঈসার শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন। রক্ত ও পানি বের হয়ে আসলো আর এর দ্বারা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হল যে তিনি মারা গেছেন। সৈনিকের এই কাজ আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছিল। [২২২]

কবর দেওয়া হল

> “সন্ধ্যা হলে পর অরিমাথিয়া গ্রামের ইউসুফ নামে একজন ধনী লোক সেখানে আসলেন। ইনি ঈসার উম্মত হয়েছিলেন। পীলাতের কাছে গিয়ে তিনি ঈসার লাশটা চাইলেন। তখন পীলাত তাকে সেই লাশটা দিতে হুকুম দিলেন। ইউসুফ ঈসার লাশটা নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার কাপড়ে জড়ালেন, আর যে নতুন কবর তিনি নিজের জন্য পাহাড়ের মধ্যে কেটে রেখেছিলেন সেখানে সেই লাশটা দাফন করলেন। পরে সেই কবরের মুখে বড় একটা পাথর গড়িয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।” (মথি ২৭:৫৭-৬০)

নবী ইশাইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মসীহের মৃত্যুর দ্বারা “তিনি ধনীর সংগী হয়েছিলেন।” (ইশাইয়া ৫৩:৯) আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে পূর্ণ হতে চলছিল। এমনকি যদিও, ঈসার সাহাবীরা তখনও সেই পরিকল্পনা বুঝতে পারেন নাই। তারা সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে ঈসা ছিলেন সেই মসীহ্‌ যিনি এই দুনিয়াতে তাঁর রাজ্য স্থাপন করতে যাচেছন কিন্তু যখন তারা দেখলো যে তিনি মারা গেছেন, তখন তার সঙেগ সঙেগ তাদের প্রত্যাশাও মরে গেল। তাদের আশ্চর্যকাজ সাধনকারী প্রভু ও প্রিয় বন্ধু মারা গেছেন এবং তার দাফন হয়ে গেছে।

তারা হয়ত ভেবেছিল যে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে।

অদভুতভাবে, যদিও ঈসার সাহাবীরা তাঁর ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি তৃতীয় দিনে আবার জীবিত হবে, কিন্তু খারাপ ধর্মীয় নেতারা সেটা ভুলে যান নি।

> “পরের দিন প্রধান ইমামেরা ও ফরীশিরা পীলাতের কাছে জমায়েত হয়ে বললেন, ‘**হুজুর, আমাদের মনে পড়েছে, সেই ঠগটা বেঁচে থাকতে বলেছিল, ‘আমি তিন দিন পরে**

বেঁচে উঠব।’ সেইজন্য হুকুম দিন যেন তিন দিন পর্যন্ত কবরটা পাহারা দেওয়া হয়। না হলে তাঁর সাহাবীরা হয়তো এসে তাঁর লাশটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে লোকদের বলবে, ‘তিনি মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছেন।’ তাহলে প্রথম ছলনার চেয়ে শেষ ছলনাটা আরও খারাপ হবে।’

তখন পীলাত তাদের বললেন, ‘পাহারাদারদের নিয়ে গিয়ে আপনারা যেভাবে পারেন সেই ভাবে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করুন।’

তখন তারা গিয়ে পাথরের উপরে সীলমোহর করলেন এবং পাহারাদারদের সেখানে রেখে কবরটা কড়াকড়িভাবে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলেন।” (মথি ২৭:৬২-৬৬)

ঈসার কবরের পাথরের উপর সীলমোহর মেরে দেয়া হয়েছিল। সেই কবরের চারিপাশে রোমান সৈন্যরা কড়াকড়িভাবে পাহারা দিচ্ছিলেন। এটা মনে হচ্ছিল যে, এইভাবে নাসারতের ঈসার কাহিনী শেষ হয়ে যাবে।

এরপর রবিবার সকাল আসল।

২৫

মৃত্যু পরাভূত হয়েছে

আদম সম্পর্কে কিতাব বলে যে, “আর তিনি **মারা গেলেন।**” (পয়দায়েশ ৫:৫) এখানে আদমের পার্থিব কাহিনীর শেষ। আদমের বংশধরদের ক্ষেত্রেও তার কোন পরিবর্তন হয় নাই। পয়দায়েশ পুস্তকের পাঁচ অধ্যায় পর্যন্ত তাদের বংশধরদের সমাধী স্তম্ভের রেকর্ড লিপিবদধ রয়েছে।

“আর তিনি মারা গেলেন।
… আর তিনি মারা গেলেন।
… আর তিনি মারা গেলেন।
… আর তিনি মারা গেলেন।
… আর তিনি মারা গেলেন।”

গুনাহে আক্রান্ত প্রত্যেকটি পুরুষও স্ত্রীলোকের ইতিহাস এই রকম। তারা বেঁচে ছিলেন, মারা গেলেন, এবং কবরপ্রাপ্ত হলেন; বংশের পর বংশ ও শতাবিদর পর শতাবিদ ধরে এমনটি চলে আসছিল।

কিন্তু মসীহের কাহিনী কবরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় নি।

শূন্য কবর

“বিশ্রামবারের পরে সপ্তার প্রথম দিনের খুব ভোরে মগদলীনি মরিয়ম ও সেই অন্য মরিয়ম কবরটা দেখতে গেলেন। তখন হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প হল, কারণ মাবুদের একজন ফেরেশতা বেহেশ্ত থেকে নেমে আসলেন এবং কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে দিয়ে তার উপর বসলেন। তার চেহারা বিদ্যুতের মত ছিল আর তার কাপড়-চোপড় ছিল ধবধবে সাদা। তার ভয়ে পাহারাদারেরা কাঁপতে লাগল এবং মরার মত হয়ে পড়ল।

ফেরেশতা স্ত্রীলোকদের বললেন, "তোমরা ভয় কোরো না, কারণ আমি জানি, যাঁকে সলিবে হত্যা করা হয়েছিল তোমরা সেই ঈসাকে খুঁজছ। **তিনি এখানে নেই। তিনি যেমন বলেছিলেন তেমন ভাবেই জীবিত হয়ে উঠেছেন।** এস, তিনি যেখানে শুয়ে ছিলেন সেই জায়গাটা দেখ। তোমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর সাহাবীদের বল তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং তাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন। তারা তাঁকে সেখানেই দেখতে পাবে। দেখ, কথাটা আমি তোমাদের জানিয়ে দিলাম।"

সেই স্ত্রীলোকেরা অবশ্য ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু তবুও খুব আনন্দের সঙেগ তাড়াতাড়ি কবরের কাছ থেকে চলে গেলেন এবং ঈসার সাহাবীদের এই খবর দেবার জন্য দৌড়াঁতে লাগলেন। এমন সময় ঈসা হঠাৎ সেই স্ত্রীলোকদের সামনে এসে বললেন, "**আসসালামু আলাইকুম।**"

তখন সেই স্ত্রীলোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে পা ধরে তাঁকে সেজদা করলেন। ঈসা তাদের বললেন, "**ভয় কোরো না**; তোমরা গিয়ে ভাইদের গালীলে যেতে বল। তারা সেখানেই আমাকে দেখতে পাবে।" (মথি ২৮:১-১০)

মৃত্যু মসীহ্‌কে ধরে রাখতে পারল না। যেহেতু তাঁর নিজের কোন গুনাহছিল না, তাই আল্লাহ্‌ তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করলেন। ঈসা শুধুমাত্র দুনিয়ার গুনাহের জন্য মূল্য প্রদান করেছেন এমন নয় কিন্তু সেই সাথে তিনি মৃত্যুর উপর বিজয়লাভ করেছেন। তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন!

শয়তান এবং তার অনুসারীরা অবশ্যই কম্পিত হয়েছিল।
আর ধর্মীয় নেতারা প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়েছিল।

> “সেই স্ত্রীলোকেরা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন সেই পাহারাদারদের কয়েকজন শহরে গেল এবং যা যা ঘটেছিল তা প্রধান ইমামদের জানাল।
>
> তখন ইমামেরা ও বৃদ্ধ নেতারা একত্র হয়ে পরামর্শ করলেন এবং সেই সৈন্যদের অনেক টাকা দিয়ে বললেন, “তোমরা বোলো, ‘আমরা রাতে যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন তাঁর সাহাবীরা এসে তাঁকে চুরি করে নিয়ে গেছে।’ এইকথা যদি প্রধান শাসনকর্তা শুনতে পান তবে আমরা তাকে শান্ত করব এবং শাস্তির হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করব।”
>
> তখন পাহারাদারেরা সেই টাকা নিল এবং তাদের যেমন বলা হয়েছিল তেমনই বলল। আজও পর্যন্ত সেই কথা ইহুদীদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।” (মথি ২৮:১১-১৫)

ঈসার শত্রুরা জানতেন যে তাঁর কবর শূন্য। সত্যকে ঢাকার জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠছিলেন। তারা চায়নি যেন লোকেরা জানতে পারে যে, যে লোককে তারা মেরে ফেলেছে তিনি পুনরায় জীবিত হয়েছেন!

মৃত্যু পরজিত হয়েছে

এদন বাগানে আল্লাহ্‌ আদমকে সতর্ক করে বলেছিলেন যে যদি তিনি তার সৃষ্টিকর্তার আদেশ অমান্য করেন, তাহলে তিনি **“অবশ্যই মারা যাবেন।”** শয়তান বলেছিল “তোমরা কোনভাবেই মরবে **না**” এবং এর মধ্য দিয়ে আদম ও তার সমস্ত বংশধরকে অনন্তকালীন মৃত্যু ও ধ্বংসের পথে পরিচালিত করেছিল। হাজার হাজার বছর ধরে পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং তাদের সন্তানেরা এই নিষ্ঠুর মৃত্যুর খপ্পরে পড়ে আসছে। তারপর আল্লাহ্‌র পুত্র মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ করলেন, পরাজিত করলেন এবং অনন্তজীবনের যে দরজা তা খুলে দিলেন।

> “**আদমের সঙ্গে যুক্ত আছে বলে** যেমন সমস্ত মানুষই **মারা যায়**, তেমনি **মসীহের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তাদের সবাইকে জীবিত করা হবে।**” (১ করিন্থীয় ১৫:২২)

ঠিক গতকাল একজন বয়স্ক প্রতিবেশী মহিলা আমাকে বললেন, “জীবনে যে একটি বিষয়কে আমি ভয় পাই তা হল মৃত্যু।” আমি সেদিন খুবই আনন্দিত ছিলাম তাকে এটা বলতে পেরে যে একজন আছেন যিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গিয়ে আবার জীবিত হয়েছেন, এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জয় লাভ করেছেন।

> “সেই সন্তানেরা হল রক্ত-মাংসের মানুষ। সেইজন্য ঈসা নিজেও রক্ত-মাংসের মানুষ হলেন, যাতে মৃত্যুর ক্ষমতা যার হাতে আছে সেই ইবলিসকে তিনি নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শক্তিহীন করেন। আর মৃত্যুর ভয়ে যারা সারা জীবন গোলামের মত জীবন কাটিয়েছেন তাদের মুক্ত করেন।” (ইবরানী ২:১৪-১৫)

ধরেনিন ঈসা শুধুমাত্র আমাদের গুনাহের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হন নাই। তাহলে মৃত্যু এখনও ভয়ের বিষয়ই থাকবে।

মৃত্যুকে জয় করে মাবুদ ঈসা এটা প্রমাণ করলেন যে মানুষের সবচেয়ে ভয়ের শত্রু ও শয়তানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র মৃত্যুর চেয়েও তিনি বেশি মহান ও শক্তিশালী। কারণ ঈসা মৃত্যুকে পরাজিত করেছেন আর যারা তাঁকে বিশ্বাস করে ও তাঁর উপর নির্ভর করে তাদের এই জীবন বা পরবর্তী জীবনে ভয়ের কিছুই নেই।

আল্লাহ্‌র বার্তা খুবই সহজবোধ্য: আপনি যদি তাঁর পুত্রকে বিশ্বাস করেন যিনি আপনার জন্য ক্রুশে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তৃতীয় দিনে আবার জীবিত হয়েছেন, তাহলে তিনি আপনাকে মৃত্যুর যে বেড়িকাঠ সেখান থেকে রক্ষা করবেন এবং তাঁর অনন্তজীবন দিবেন।

দুনিয়ার জন্য এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র সুখবর যা গুনাহ্‌ জিম্মি করে রেখেছিল।

> “মসীহ্‌ আমাদের গুনাহের জন্য **মরেছিলেন**, তাঁকে **দাফন করা** হয়েছিল, **কিতাবের কথামত** তিন দিনের দিন তাঁকে মৃত্যু থেকে **জীবিত করা হয়েছে।**” (১ করিন্থীয় ১৫:৩-৪)

সমস্ত ঈমানদারদের জন্য ঈসা মসীহ্ বলেছেন:

"আমি জীবিত আছি বলে তোমারাও জীবিত থাকবে… ভয় কোরো না। আমিই প্রথম ও শেষ, আমিই চিরজীবনত। আমি মরেছিলাম, আর দেখ, এখন আমি যুগ যুগ ধরে চিরকাল জীবিত আছি। আমার কাছে মৃত্যু ও কবরের চাবি আছে।"
(ইউহোন্না ১৪:১৯; প্রকাশিত কালাম ১:১৭-১৮)

শয়তান পরাজিত

ঈসা যখন মৃত্যুর রাজ্যে প্রবেশ করলেন এবং তিনদিন পরে সেখানে থেকে ফিরে আসলেন, যুদেধর এই সময়ে তিনি উচচস্থান গ্রহণ করলেন—একটি বিষয় বা সুবিধা যা তিনি কখনোই ত্যাগ করবেন না।

শয়তান একজন পরাজিত শত্রু। যদিও সে এবং তার অনুসারীরা প্রাণপণ যুদধ করেছে, কিন্তু তারা জয়ী হতে পারে নাই।

আপনি কি বুঝতে পারছেন যে কিভাবে আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করছেন যা তিনি এদন বাগানে আদম ও হাওয়ার গুনাহ্ করার দিনে করেছিলেন? সেই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এই যে স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে নারীর বংশ (হযরত ঈসা) সর্প (শয়তান) দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হবেন, এবং সেই আঘাতই শয়তানের সর্বনাশ ডেকে আনবে।

"ইবলিসের কাজকে ধ্বংস করবার জন্যই ইবনুল্লাহ প্রকাশিত হয়েছিলেন।" (১ ইউহোন্না ৩:৮)

তাঁর মৃত্যু, দাফনও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে ঈসা গুনাহের অভিশাপের উপর বিজয় লাভ করেছেন, গুনাহের অভিশাপ ছিল:

"… এই ধুলার শরীর **ধুলাতেই** ফিরে যাবে।" (পয়দায়েশ ৩:১৯)

হাজার হাজার বছর ধরে শয়তানের মৃত্যুর কবলে পড়ে আদমের সমস্ত বংশধরের শরীর ক্ষয় হয়ে ধুলায় মিশে গেছে। কিন্তু এখন এমন একজন আছেন যার শরীর ধুলায় মিশে যায় **নাই**!

কেন তাঁর শরীর কবরের মধ্যে ক্ষয় হয়ে যায় নাই?

তাঁর শরীরের উপরে মৃত্যুর কোন ক্ষমতা ছিল না কারণ তিনি ছিলেন গুনাহহীন ব্যক্তি। এক হাজার বছর আগে নবী দাউদ এই কথা ঘোষণা করেছিলেন:

> “তুমি আমাকে কবরে ফেলে রাখবে **না**… শরীরকে তুমি **নষ্ট** হতে দেবে না।” (জবুর শরীফ ১৬:১০ কিতাবুল মোকাদ্দস)

সেই পবিত্রজন আমাদের জন্য শয়তানকে, গুনাহকে এবং মৃত্যুকে জয় করেছেন।

প্রমাণ

ঈসা মসীহের মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের অসংখ্য ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ রয়েছে।[২২৩]

কবরটি শূন্য ছিল।

তাঁর মৃত দেহ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নাই।

স্ত্রীলোকেরা ছিলেন প্রথম সাক্ষী যারা শূন্য কবর দেখেছেন, ফেরেশতার কথা শুনেছেন, ঈসাকে জীবিত দেখেছেন, তাঁকে স্পর্শ করেছেন এবং তাঁর সাথে কথা বলেছেন। যদি সুখবরে যা বলা হয়েছে তা নিয়ে গবেষণা করা হয়, তাহলে আপনি কি মনে করেন সেই চারজন ব্যক্তি যারা ঈসার বিষয়ে লিখেছেন তারা কি মিথ্যা মিথ্যা সেই প্রথম স্ত্রীলোকদেরকে সবকিছুর জন্য কৃতিত্ব প্রদান করবেন?!

পুনরুত্থানের পরে ঈসা বিভিন্ন জায়গায় দেখা দিয়েছেন। দশ বছরের মধ্যে, শতশত বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীগণ তারা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তারা সেই পুনরুত্থিত ঈসার সঙেগ হেঁটেছেন ও কথা বলেছেন।

সাহাবীরা ঈসার দুঃখভোগ ও মৃত্যু দেখেছেন। তাদের হৃদয় মর্মাহত ছিল। তাদের প্রত্যাশা ছাইয়ের মধ্যে চাপা পড়েছিল কারণ তাদের একটি ভুল ধারণা ছিল যে মসীহ্ কখনও মরতে পারেন না। তারা মর্মাহত ও ভয় পেয়ে যার যার বাড়ীতে ফিরে গেলেন। তারপর কিছু একটা ঘটল। তারা ঈসাকে জীবিত দেখেতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তাদের মনে পড়লো যে কিভাবে ঈসা তাদের বলেছিলেন যে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তৃতীয় দিনে আবার বেঁচে উঠবেন।[২২৪] অবশেষে তারা নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী বুঝতে পারল।

পুরানো এই কাপুরুষগুলো এখন মসীহের জন্য সাহসী সাক্ষীতে পরিণত হল।

ঈসার মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠার পরই পিতর, যিনি ভীত ও দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন, তিনি সেই জেরুজালেমের রাস্তায় ভয়হীন কণ্ঠে যারা ঈসাকে ক্রুশে দিয়েছিল সেই লোকদের কাছে এই কথা ঘোষণা করতে শুরু করলেন:

> “আপনারা সেই পবিত্র ও ন্যায়বান লোকটিকে... **যিনি জীবনদাতা তাঁকেই আপনারা হত্যা করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ মৃত্যু থেকে তাঁকে জীবিত করে তুলেছেন**; আর আমরা তার সাক্ষী... এখন ভাইয়েরা, আমি জানি আপনাদের নেতাদের মত আপনারাও না বুঝেই ঈসাকে ক্রুশের উপর হত্যা করেছিলেন। **কিন্তু আল্লাহ্ অনেক দিন আগে সমস্ত নবীদের মধ্য দিয়ে বলেছিলেন** তাঁর মসীহ্‌কে কষ্টভোগ করতে হবে; **আর সেই কথা আল্লাহ্ এইভাবেই পূর্ণ করলেন**। এইজন্য আপনারা তওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরুন যেন আপনাদের গুনাহ্ মুছে ফেলা হয়।”
>
> (প্রেরিত ৩:১৪-১৯)

পিতর ও অন্যান্য সাহাবীদের জন্য, যিনি তাদের অনন্তজীবন দিয়েছেন তাঁর জন্য কোন যন্ত্রণাই সহ্য করা কঠিন কিছু হবে না।

ঈসার সাহাবীদেরকে (যাদেরকে ঈসায়ীও বলা হত[২২৫]) গ্রেফতার করা, তাড়না দেয়া, তাদের নিয়ে হাস্যরস করা এবং অনেককেই মাবুদ ঈসার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য মেরে ফেলা হয়েছে।পিতরকেও অত্যাচার করা হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস অনুসারে, তাকে উল্টো করে ক্রুশে দেয়া হয়েছিল। তবুও পিতর ও অন্যান্য সাহাবীরা আনন্দের সাথে এই অত্যাচার ও যন্ত্রণাকে গ্রহণ করেছেন কারণ তারা জানতেন যে তাদের নাজাতদাতা এবং মাবুদ মৃত্যুও দোজখকে জয় করেছেন।[২২৬] তারা জানতেন যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন, ধার্মিক বলে গণ্য করেছেন এবং তাদেরকে অনন্তজীবন দিয়েছেন। মৃত্যু আর তাদেরকে ভয় দিতে পারত না কারণ তারা জানতেন যে, যদিও তাদের শরীর মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু তাদের রূহ্ ও আত্মা চিরকাল বেহেশতে “মাবুদের সঙেগ থাকবে”। (২ করিন্থীয় ৫:৮)

কোনকিছুই এখন আর তাদেরকে ভীতগ্রস্থ করতে পারবে না। দুনিয়ার জন্য তাদের একটি বার্তা ছিল, সেই বার্তা যা তাদের জীবনের থেকেও বেশি মূল্যবান ছিল।

এথেন্সের পুরাতন শহরের বিদ্রুপকারী ও সন্দেহ প্রবণ জনতার জন্য একজন ঈসার অনুসারী এই বার্তা দিয়ে গেছেন:

> “এখন আল্লাহ্ **সব জায়গায়** সব লোককে **তওবা** করতে হুকুম দিচ্ছেন, কারণ তিনি এমন একটা দিন ঠিক করেছেন যে দিনে **তাঁর নিযুক্ত লোকের দ্বারা তিনি ন্যায়ভাবে মানুষের**

বিচার করবেন। তিনি সেই লোককে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলে সব মানুষের কাছে এর প্রমাণ দিয়েছেন।”
(প্রেরিত ১৭:৩০-৩১)

উপসংহারটি ছিল খুবই সহজ ও সাধারণ: তওবা কর! এটা চিন্তা করা বন্ধ করুন যে আপনি নিজে নিজে আল্লাহ্ বিচার থেকে বাঁচতে পারবেন। তার পরিবর্তে, সম্পূর্ণরূপে নাজাতদাতার উপর নির্ভর করুন যিনি আমাদের গুনাহের জন্য তাঁর নিজের রক্ত দিয়েছেন এবং মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন।

ইতিবাচক প্রমাণ

কিতাবে আপনি ও আমি নিশ্চিত হতে পারি যে ঈসাই দুনিয়ার নাজাতদাতা এবং বিচারকর্তা? আমরা মাত্রই উত্তরটি পড়েছি। আল্লাহ্ “**তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলার মধ্য দিয়ে** এর **প্রমাণ** দিয়েছেন।”

ঈসাই যে এক ও একমাত্র নাজাতদাতা তা প্রমাণ করার জন্য আর কি প্রমাণ প্রয়োজন? কেন আমরা অন্য কারো হাতে আমাদের অনন্তকালীন গন্তব্যকে গচ্ছিত রাখবো? দুঃখজনকভাবে, দুনিয়ার লোকেরা মৃত মানুষদেরকে শ্রদ্ধা করে বা ভক্তি করে যারা জীবিত থাকাকালীন সময়ে আল্লাহ্‌র কাহিনী ও বার্তাকে অস্বীকার করেছিল। কেন লোকেরা আল্লাহ্‌র মনোনিত ব্যক্তি যিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন ও নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ করেছেন তাঁর উপর নির্ভর না করে এমন ব্যক্তির উপর তাদের ঈমান রাখেন যারা মৃত্যুকে জয় করতে পারেন নাই এবং যারা আল্লাহ্‌র কালামকে অস্বীকার করেছেন?

যেভাবে নবীদের করা ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে কিতাবুল মোকাদ্দস আল্লাহ্‌র কালাম, ঠিক একই ভাবে তৃতীয় দিনে ঈসার মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়াটাও প্রমাণ করে যে, একমাত্র তিনিই আমাদেরকে অনন্তকালীন মৃত্যু থেকে মুক্ত করতে পারেন এবং আমাদেরকে অনন্তজীবন দিতে পারেন।

সমস্ত মানুষের নাজাতদাতা

কিতাব খুবই পরিষ্কার। ঈসার মৃত্যুও জীবিত হওয়ার বার্তা “সকলের জন্য”। এটি জোর দেয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ কেউ কেউ হয়তো বলতে চাইবে যে ঈসা শুধুমাত্র ইহুদী জাতির জন্য এসেছিলেন।

কোন কিছুই সত্য থেকে দূরে থাকতে পারে না।[২২৭]

এটা সত্যি যে মসীহের দুনিয়ার সেবা কাজ ছিল ইহুদী জাতিকে কেন্দ্র করে, কিন্তু ঐ জাতির কাছে আসার উদ্দেশ্য হল সমস্ত দুনিয়াকে নাজাত দান করা। সাতশত বছর আগে নবী ইশাইয়া আল্লাহ্‌র পুত্রের প্রতিতাঁর ওয়াদার কথা লিখে রেখেছেন: "আমি অন্য জাতিদের কাছে তোমাকে আলোর মত করব যেন তোমার মধ্য দিয়ে সারা দুনিয়ার লোক নাজাত পায়।" (ইশাইয়া ৪৯:৬)

ঈসা এটা জেনেই এই দুনিয়াতে এসেছিলেন যে ইহুদী নেতারা তাঁকে তাদের রাজা হিসাবে গ্রহণ করতে প্রত্যাখ্যান করবে। তিনি আরও জানতেন যে সেই প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়েই তিনি গুনাহের মূল্য পরিশোধ করবেন এবং দুনিয়াকে নাজাত প্রদান করবেন।

> "তিনি দুনিয়াতেই ছিলেন এবং তাঁর দ্বারাই দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, তবু দুনিয়ার মানুষ তাঁকে চিনল না। তিনি নিজের দেশে আসলেন, কিন্তু তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে গ্রহণ করল না। তবে **যতজন তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁকে** গ্রহণ করল তাদের প্রত্যেককে তিনি আল্লাহ্‌র সন্তান হবার অধিকার দিলেন।" (ইউহোন্না ১:১০-১২)

ঈসা মসীহ্‌ই সমস্ত লোকের নাজাত দাতা, কিন্তু শুধুমাত্র "যারা **তাঁর উপর** ঈমান আনবে" **(তিনিকে** এবং **তিনি** গুনাহগারদের রক্ষা করার জন্য **কি করেছেন)** শুধুমাত্র তারাই "আল্লাহ্‌র সন্তান হবার অধিকার পাবেন।"

আমার প্রিয় বন্ধুগণ, আল্লাহ্ আপনাদেরকে মহব্বত করেন এবং তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে আপনাকে যোগ্য করেছেন। অধিকন্তু, তিনি কখনই আপনাকে তাঁর উপর ঈমান আনার জন্য জোর করবেন না।

তিনি আপনার উপর এই সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়েছেন।

> "কারণ আল্লাহ্ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন **যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে** সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।"
> (ইউহোন্না ৩:১৬ কিতাবুল মোকাদ্দস)

আর কোন সন্দেহ নেই

যেদিন প্রভু ঈসা মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন সেই দিনই তিনি দু'জন সাহাবীদের সাথে হাঁটছিলেন এবং কথা বলছিলেন যারা তখনও পর্যন্ত বুঝতে পারেন নাই কে কেন মসীহ্‌কে রক্ত দেওয়া এবং পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। ঈসা তাদেরকে বললেন:

> “আপনারা কিছুই বোঝেন না। আপনাদের মন **এমন অসাড় যে, নবীরা যা বলেছেন তা আপনারা বিশ্বাস করেন না।** এই সমস্ত কষ্ট ভোগ করে কি মসীহের মহিমা লাভ করবার কথা ছিল না?” এরপরে তিনি মূসার ও সমস্ত নবীদের কিতাব থেকে শুরু করে গোটা পাক-কিতবের মধ্যে **তাঁর নিজের** বিষয়ে যা যা লেখা আছে তা সবই তাদের বুঝিয়ে বললেন।”
> (লূক ২৪:২৫-২৭)

অবশেষে তাদের সমস্ত বিভ্রান্তি পরিষ্কার হয়ে গেল। কিভাবে তারা এতটা অন্ধ হয়ে রইল? মসীহ্ কোন ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক শত্রুদেরকে ধ্বংস করতে আসেন নাই বরং তিনি তার চেয়েও বড় শত্রুর উপর বিজয় লাভ করতে এসেছেন: শয়তান, গুনাহ, মৃত্যু এবং দোজখ!

ঐদিনের পর, জেরুজালেমের উপরের ঘরে ঈসা তাঁর সাহাবীদের দেখা দিলেন। তিনি তাদেরকে তাঁর হাত ও পায়ের পেরেকের ক্ষত চিহ্ন দেখালেন, তাদের সাথে খেলেন এবং তাদেরকে বললেন:

> “আমি যখন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম তখন বলেছিলাম, **মূসার তৌরাত শরীফে, নবীদের কিতাবে ও জবুর শরীফের মধ্যে আমার বিষয়ে যে যে কথা লেখা আছে তার সব পূর্ণ হতেই হবে**।’ পাক-কিতাব বুঝবার জন্য তিনি সাহাবীদের বুদ্ধি খুলে দিলেন এবং তাদের বললেন, ‘লেখা আছে, মসীহ্‌কে কষ্ট ভোগ করতে হবে এবং তিন দিনের দিন মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে। আরও লেখা আছে, জেরুজালেম থেকে শুরু করে সমস্ত জাতির কাছে মসীহের নামে এই খবর তবলিগ করা হবে যে, তওবা করলে গুনাহের মাফ পাওয়া যায়। তোমরাই এই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী।’” (লূক ২৪:৪৪-৪৮)

ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন যে তারা সমস্তজাতির কাছে “এই বিষয়ের সাক্ষী হবে”। বার্তাটি খুবই পরিষ্কার ছিল: বেহেশতী মাবুদ গুনাহগারদের সমস্ত শাস্তির মূল্য পরিশোধ করলেন এবং সমস্ত লোকের মৃত্যুর উপর বিজয় লাভ করলেন। তাঁর সামনে তওবা (হৃদয়ের পরিবর্তন) করলে এবং প্রভু ঈসা এবং তাঁর কাজের উপর ঈমান (হৃদয় দিয়ে নির্ভর করা) আনলে, আল্লাহ্ আপনাকে মাফ করবেন এবং অনন্তজীবন দান করবেন।

বিশ্রামের জন্য আমন্ত্রন

সৃষ্টির সপ্তম দিনের কথা চিন্তা করুন।
ঐ দিনে আল্লাহ্ কি করেছিলেন? তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

কেন তিনি বিশ্রাম নিলেন? তিনি বিশ্রাম নিলেন কারণ তার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। “...আল্লাহ্ তাঁর সব সৃষ্টির কাজ ছয় দিনে **শেষ করলেন**; তিনি সপ্তম দিনে সৃষ্টির কোন কাজ করলেন না।” (পয়দায়েশ ২:১-২)

আল্লাহ্র সৃষ্টির কাজে আর কোন কিছু যোগ করার ছিল না। কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। একইভাবে আল্লাহ্র মুক্তির কাজে আর কোন কিছু যোগ করার নেই। “এটি সমাপ্ত হয়েছে।”

যেভাবে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির কাজ শেষ করার জন্য বিশ্রাম নিয়েছেন এবং আনন্দ করেছেন, ঠিক একই ভাবে তিনি আপনাকে আমাকে আমন্ত্রন জানাচ্ছেন যেন আমরাও নাজাত পেয়ে কাজ থেকে বিশ্রাম পাই এবং আনন্দ করি। “কারন আল্লাহ্ যেমন তাঁর সৃষ্টির কাজ শেষ করে **বিশ্রাম নিয়েছিলেন** ঠিক তেমনি যে লোক **আল্লাহ্র দেওয়া বিশ্রামের জায়গায় যায়, সেও তার কাজ থেকে বিশ্রাম পায়**।” (ইবরানী ৪:১০)

যখন সমস্ত দুনিয়ার দশ হাজার ধর্ম চিৎকার করে উঠল “কিছুই শেষ হয় নাই। এটা কর! ওটা কর! আরও চেষ্টা কর!” তখন ঈসা বললেন, “তোমরা যারা ক্লান্ত ও বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছ, তোমরা সবাই আমার কাছে এস; **আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।**” (মথি ১১:২৮)

আল্লাহ্ আপনার জন্য যা করেছেন তাতে কি আপনি বিশ্রাম নিচ্ছেন ও আনন্দ করছেন?

প্রভুর সাথে চল্লিশ দিন

মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার পর ঈসা তাঁর সাহাবীদের সাথে চল্লিশ দিন কাঁটালেন। আল্লাহ্র রাজ্য সম্পর্কে তিনি তাদেরকে অনেক কিছু শিক্ষা দিলেন। তারা একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল এবং তাঁর পুনরুত্থিত শরীর স্পর্শ করল-একটি স্থায়ী, মহিমান্বিত শরীর যা সময় ও স্থানের উর্ধ্বে-যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তারাও একদিন এই একই শরীর প্রাপ্ত হইবে।

সাহাবীরা ঈসার সঙ্গে হেঁটেছেন, কথা বলেছেন, এবং তাঁর সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছেন। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে খুব শীঘ্রই তিনি তাদের ছেড়ে চলে যাবেন, কিন্তু পিতা আল্লাহ্ তাদের জন্য একজন সহায় পাক-রূহকে তাদের মধ্যে পাঠিয়ে দিবেন। তাঁর রূহ্ তাদেরকে পরিচালনা দিবে এবং দুনিয়াতে তাঁর পক্ষে সাক্ষী হওয়ার জন্য তাদেরকে শক্তিশালী করবেন তারপর একদিন তিনি-মাবুদ ঈসা-এই দুনিয়াতে ধার্মিকতার সাথে বিচার করার জন্য ফিরে আসবেন।

ঈসার পুনরুত্থানের চল্লিশ দিনের দিন, জেরুজালেমের পশ্চিম দিকের জৈতুন পাহাড়ে তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে দেখা করলেন।

এটা ছিল তাঁর "পিতার বাড়ীতে" ফিরে যাওয়ার সময়। (ইউহোন্না ১৪:২)

বেহেশ্তে চলে যাওয়া

"সেই সময়ে একদিন ঈসা যখন সাহাবীদের সঙেগ ছিলেন তখন তাদের এই হুকুম দিয়েছিলেন, 'তোমরা জেরুজালেম ছেড়ে যেয়ো না, বরং আমার পিতার ওয়াদা করা যে দানের কথা তোমরা আমার কাছে শুনেছ তার জন্য অপেক্ষা কর। ইয়াহিয়া পানিতে তরিকাবন্দি দিতেন, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে পিতার সেই ওয়াদা অনুসারে পাক-রূহে তোমাদের তরিকাবন্দি হবে... **পাক-রূহ্ তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর জেরুজালেম, সারা এহুদিয়া ও সামেরিয়া প্রদেশে এবং দুনিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।'**

এই কথা বলবার পরে সাহাবীদের চোখের সামনেই **ঈসাকে তুলে নেওয়া হল** এবং তিনি একটা মেঘের আড়ালে চলে গেলেন।

ঈসা যখন উপরে উঠে যাচ্ছিলেন তখন সাহাবীরা একদৃষ্টে আসমানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এমন সময় সাদা কাপড় পরা দু'জন লোক সাহাবীদের পাশে দাড়িয়ে বললেন, 'গালীলের লোকেরা, এখানে দাড়িয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন? **যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল সেই ঈসাকে যেভাবে তোমরা বেহেশতে যেতে দেখলে সেইভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।'"** (প্রেরিত ১:৪-১১)

বেহেশ্তে বিজয় উৎযাপন

ঠিক যেভাবে নবীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আল্লাহ্‌র পুত্রকে "উর্ধ্বে তুলে নেয়া হল।"[২২৮] যিনি প্রায় তেত্রিশ বছর আগে স্বেচ্ছায় বেহেশতের মহিমা ত্যাগ করে ঠাটটা-বিদ্রুপকারীদের কাছে আসলেন তিনি আজ তাঁর বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছেন! কিন্তু তাঁর বিষয়টা কিছুটা ভিন্ন ছিল। তিনি যিনি মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে তৈরী করলেন এখন তিনিই মানুষের রূপে জন্ম নিলেন।

আল্লাহ্ পুত্রের বেহেশতে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে কিতাবে খুব বেশি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয় নাই। কিন্তু আমরা এটা জানি যে: এটি সত্যিই একটি গৌরবময় ঘটনা ছিল!

আমরা কল্পনা করতে পারি যে অসংখ্য ফেরেশতা এবং আদমের বংশধরেরা তাদের শ্বাস রোধ করে রেখেছেন কারণ মাবুদ বেহেশতের

দরজায় প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। তারা তাঁকে আল্লাহ্‌র পুত্র এবং গৌরবের প্রভু হিসাবে ভাল করে চিনতেন কিন্তু এখন তারা মনুষ্যপুত্র এবং আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করতে যাচ্ছেন।

সম্পূর্ণ বেহেশ্‌ত নিশ্চুপ।

হঠাৎ করে তূরিধ্বনির মধুর শব্দে এবং ফেরেশতাদের উচ্চস্বরে ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেই নিশ্চুপতা ভেঙেগ গেল: "হে শহরের দরজা, তোমাদের মাথা আরও উপরে তোল; হে পুরানো দিনের দরজা, তোমাদের পাল্লা সম্পূর্ণভাবে খুলে যাক; গৌরবের বাদশাহ্‌ ভিতরে ঢুকবেন।" (জবুর শরীফ ২৪:৭)

দরজা সম্পূর্ণরূপে খুলে গেল এবং বজ্রধ্বনি তাঁকে স্বাগত জানালো কারণ যিনি বিজয়ী, আল্লাহ্‌র নিজের পুত্র, কালাম, মেষ-শাবক, যুদ্ধ জয়কারী মনুষ্যপুত্র—**প্রভু ঈসা** আসছেন!

গৌরবের সিংহাসনের মধ্য দিয়ে তিনি পিতার সিংহাসনের কাছে গেলেন। ফিরে তিনি অসংখ্য আদমের বংশধরদের দেখলেন। এবং এরপর তিনি সিংহাসনে বসলেন। [২২৯]

কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

মুক্তি পাওয়া অসংখ্য লোক তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বসলেন এবং একত্রিত কণ্ঠস্বরে ঘোষণা করলেন:

> **"যে মেষ-শাবককে মেরে ফেলা হয়েছিল, তিনিই ক্ষমতা, ধন, জ্ঞান, শক্তি, সম্মান, গৌরব ও প্রশংসা পাবার যোগ্য!**
> (প্রকাশিত কালাম ৫:১২)

এটা অবশ্যই কি দারুন উৎযাপন ছিল! কি দারুন উৎযাপন এটি। এই উৎযাপন কোনদিনও শেষ হবে না।

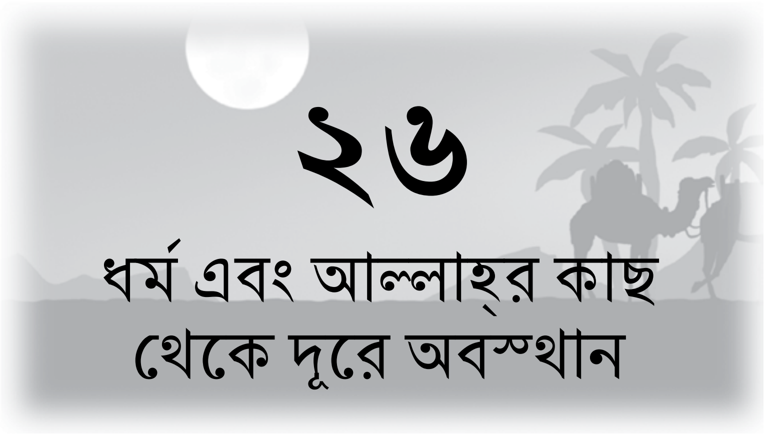

২৬

ধর্ম এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে অবস্থান

সম্ভবত আপনি এই প্রবচন শুনেছেন: প্রতিফলন সবসময় ২০/২০। ২০/২০ বিষয়টি উত্তর আমেরিকার অপ্টোমেট্রিস্ট-এর একটি চোখ পরিক্ষার মানদন্ড/মাপকাঠি। যদি আপনার চোখ ২০/২০ হয় তাহলে আপনার কোন চশমা লাগবে না।

হিনসাইড হচ্ছে যা কিছু ঘটে গেছে তা ফিরে দেখা। হিন্ডসাইড আমাদেরকে দেখতে সাহায্য করে যা কিছু আমরা বা অন্য কেউ করেছে, কিন্তু সেটি সাধারণত অনেক দেরিতে হয়ে থাকে। এইধরনের হিন্ডসাইট খুব বেশি একটা কাজের নয় বা সাহায্যকারী নয়।

যাহোক, যখন বহু শতাবদী ধরে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র কাহিনী এবং বার্তা বোঝার বিষয় আসে তখন হিন্ডসাইড খুবই উপকারী। এটি আমাদেরকে প্রধান প্রধান বাধাঁগুলো অতিক্রম করতে এবং ভুল থেকে সত্যকে আলাদা করতে সাহায্য করে। এই কারণেই ঈসা তাঁর সাহাবীদের বলেছেন:

> "**কিন্তু ধন্য তোমরা, কারণ তোমাদের চোখ দেখতে পায়** এবং তোমাদের কান শুনতে পায়। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যা যা দেখছ তা **অনেক নবী ও আল্লাহ্‌ ভক্ত লোকেরা দেখতে চেয়েও দেখতে পায় নি**, আর তোমরা যা যা শুনছ তা তারা শুনতে চেয়েও শুনতে পায়নি।"
>
> (মথি ১৩:১৬-১৭)

আমরা যারা মসীহের দুনিয়াতে আসার পরবর্তী সময়ে জন্মেছি ও বেঁচে আছি আমরা ধন্য কারণ আমরা পিছনের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করতে পারছি, সম্পূর্ণ কিতাবকে অধ্যয়ন করতে পারছি, এবং আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ পরিকল্পনাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি।

এই কথা মনে রেখে এবং কিতাবের মধ্যে দিয়ে আমাদের যাত্রায় আমরা যা শিখেছি তার ভিত্তিতে আসুন আমরা আর একবার শুরুর কিতাবে (পয়দায়েশ পুস্তকে) ফিরে যাই।

হিন্ডসাইডের দৃষ্টিতে কাবিল ও হাবিল

পয়দায়েশের চতুর্থ অধ্যায়ে এটা একদম পরিষ্কার যে: কাবিল ও হাবিল উভয়ই গুনাহের সমস্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। যখন তারা বৃদ্ধি পেয়ে উপযুক্ত বয়সে আসলো, উভয়েই আল্লাহ্‌র এবাদত করার চেষ্টা করল কিন্তু আল্লাহ্‌ একজনের এবাদত গ্রহণ করলেন।

> "মাবুদ হাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন, কিন্তু কাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন না।" (পয়দায়েশ ৪:৪-৫)

কিতাবীয় হিন্ডসাইডে, এখন যখন আমরা গুনাহ্‌ গারদের নাজাতদাতা ঈসা মসীহের কাহিনী শুনি, তখন এটি বুঝতে খুবই সহজ হয় যে কেন হাজার হাজার বছর আগে, "আল্লাহ্‌ হাবিলের কোরবানী **কবুল করেছিলেন** কিন্তু কাবিলের কোরবানী **কবুল করেন নাই।"**

হাবিলের নিখুঁত মেষ ঈসার বিষয়ে নির্দেশ করে যিনি আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক, যিনি গুনাহগারদের জন্য তাঁর রক্ত সেচন করবেন। কাবিলের সবজি ঈসার বিষয়ে নির্দেশ করে না।

যেখানে হাবিল সামনের বিষয় দেখতে পেয়েছিল যে কি ঘটতে যাচেছ, আর বর্তমানে আমরা পিছনে ফিরে দেখতে পাই যে ঈসা তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য কি করেছেন।

> "ঈসার রক্ত সমস্ত গুনাহ্‌ থেকে **আমাদের পাক-সাফ করে।"** (১ ইউহোন্না ১:৭)

নাজাতকারী ঈমান

আল্লাহ্‌ কাবিলকেও ক্ষমা করেছিলেন যেভাবে তিনি বর্তমানে গুনাহগারদের ক্ষমা করে থাকেন। যখন কোন গুনাহগার তার গুনাহ্‌ বা অধার্মিকতাকে স্বীকার করে এবং মাবুদ ও তাঁর নাজাতকে বিশ্বাস করে, সেই ব্যক্তি গুনাহের ক্ষমা লাভ করে এবং মাবুদের ধার্মিকতার পুরস্কার পায়। এটি সব যুগের সব নবী ও ঈমানদারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করেছি যে, ইব্রাহিম "মাবুদকে বিশ্বাস করতেন, এবং এর জন্য তিনি আল্লাহ্‌র কাছে **ধার্মিক** বলে গণিত হলেন।" (পয়দায়েশ ১৫:৬) ইব্রাহিমের ক্ষেত্রে "মাবুদকে

বিশ্বাস করতেন” অর্থ হল ইব্রাহিমের আত্মবিশ্বাস ছিল যে মাবুদ আল্লাহ্ যা বলেছেন তা সত্য। ইব্রাহিম আল্লাহ্র কালামে বিশ্বাস করতেন। তার বিশ্বাস শুধুমাত্র আল্লাহ্র উপরই ছিল।

নবী ইব্রাহিমের মত, বাদশাহ্ দাউদও আল্লাহ্র ওয়াদার উপর বিশ্বাস করতেন। আনন্দ চিত্তে বাদশাহ্ দাউদ লিখেছেন, “ধন্য সেই লোক, যার আল্লাহ্র প্রতি বিদ্রোহ মাফ করা হয়েছে, যার গুনাহ্ ঢাকা দেওয়া হয়েছে। ধন্য সেই লোক, যার অন্যায় মাবুদ মাফ করেছেন আর যার অন্তরে কোন ছলনা নেই।” (জবুর শরীফ ৩২:১-২) সেই সাথে দাউদ আরও দাবি করেছেন, “আমি জানি সারা জীবন ধরে তোমার মেহেরবানী ও অটল মহব্বত আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসবে; আর আমি চিরকাল মাবুদের ঘরে বাস করব।” (জবুর শরীফ ২৩:৬)

যারা মাবুদ ঈসার পূর্বে জীবিত ছিলেন যেমন হাবিল, ইব্রাহিম এবং দাউদ, তাদের প্রত্যেকের গুনাহের ঋণ ঢেকে দেওয়া হয়েছে কারণ তারা মাবুদ ও তাঁর পরিকল্পনার উপর বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু যখন মসীহ্ মারা গেলেন, তখন চিরকালের জন্য রেকর্ড বই থেকে তাদের গুনাহ্ মুছে ফেলা হল।

বর্তমানে আমরা মসীহের সময়ের পরে বাস করছি। আল্লাহ্র সুখবর হল এই যে যদি আপনি মাবুদ ঈসা আপনার জন্য তাঁর মৃত্যু ও বিজয়ী পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়ে যা করেছেন তা বিশ্বাস করেন তাহলে আল্লাহ্ তাঁর রেকর্ড বই থেকে আপনার সমস্ত গুনাহের ঋণ মুছে ফেলবেন, মসীহের মধ্যে দিয়ে আপনার জীবনে ধার্মিকতা দিবেন, এবং এমন একটি স্থানের নিশ্চয়তা দিবেন যা হচ্ছে “চিরকাল মাবুদের সাথে থাকার ঘর”।

এই সব কিছু এমনকি তার থেকেও বেশি সবকিছুই আপনার জন্য যদি আপনি বিশ্বাস করেন।

মাবুদ ঈসার উপর বিশ্বাস করা হল আপনার সমস্ত বিশ্বাস তাঁর উপরে এবং তিনি আপনার জন্য যা করেছেন তার উপরে রাখা। বিশ্বাসের অর্থ আরও ভাল করে বুঝতে হলে, কল্পনা করুন যে আপনি এমন একটি ঘরের মধ্যে দিয়ে হাঁটছেন যেখানে অনেক চেয়ার আছে। কিছু কিছু একেবারেই ভাঙগা। অন্যগুলো দুর্বল এবং ভেঙেগ যায় যায় এমন। কিছু কিছু আছে দেখতে খুবই চমৎকার, কিন্তু ভাল করে লক্ষ করলে দেখতে পাবেন যে তাদেরও কিছু দুর্বল স্থান রয়েছে এবং এগুলোর উপর বিশ্বাস করা যায় না। যখন আপনি দেখছেন যে সেখানে কোন শকত চেয়ার নেই, তখন আপনার চোখ এমন একটার উপর পড়ল যেটি খুবই শকত ও ভাল ভাবে তৈরী। আপনি সেটির কাছে হেঁটে গেলেন এবং বসে পড়লেন। আপনি আপনার বিশ্বাস সেটির উপর রাখলেন। আপনি সেই চেয়ারে বসে বিশ্রাম নিলেন। আপনি জানেন যে এটি আপনাকে ধরে

রাখতে পারবে এবং কোন ভাবেই আপনাকে ভেঙেগ পড়তে দিবে না।

যারা মাবুদ ঈসাতে বিশ্রাম নেয় এবং তাঁর সমাপ্ত করা কাজে বিশ্বাস করেন তিনি কখনই তাদেরকে হতাশ করবেন না।

ভয়াবহ বিশ্বাস

আমাদের বিশ্বাস বিষয়বস্তু অনুসারে ভাল। প্রত্যেকেরই বিশ্বাস আছে, কিন্তু প্রত্যেকেরই একই বিশ্বাসের বিষয়বস্তু নেই।

হাবিল আল্লাহ্ এবং তাঁর ক্ষমা ও ধার্মিকতার উপর তার বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

কাবিল তার নিজের ধারণা ও প্রচেষ্টার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

কাবিল ও অন্যান্য সবাই যারা তাদের গুনাহের সমস্যার জন্য আল্লাহ্র নাজাতের পথকে অস্বীকার করেছেন তাদেরকে একজন বেদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যাকে আমি টেলিভিশনে দেখেছিলাম। লোকটিকে একটি বড় কোবরা সাপে কামড় দিয়েছিল কিন্তু তিনি সাপের বিষ বিরোধী এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন নিতে অস্বীকার করছিলেন যা তার জীবন বাঁচাতে পারে। তিনি চিন্তা করেছিলেন যে তিনি সর্পের বিষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।

সেই লোকটির বিশ্বাস ছিল, দারুন শক্ত বিশ্বাস, মূল্যহীন বিশ্বাস। তিনি ডাক্তারের উদধারের উপর বিশ্বাস করার পরিবর্তে তিনি নিজের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

তার পছন্দের জন্য তাকে জীবন দিয়ে মূল্য দিতে হল।

কিতাব খুবই পরিষ্কার। আল্লাহ্র নাজাতের উপর বিশ্বাস না করে নিজেদের প্রচেষ্টার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হল "কাবিলের পথ অনুসরণ করা" এবং তাদের জন্য "চিরকালের ভীষণ অন্ধকার জমাকরে রাখা হয়েছে।" (এহুদা ১:১১,১৩) কাবিলের ধারণা ছিল যে, একজন ব্যক্তি নিজের প্রচেষ্টায় আল্লাহ্র রহমত অর্জন করতে পারেন, যা সবসময়ই আল্লাহ্র নাজাতের পরিকল্পনার বিপরীত।

তবুও বর্তমানে অনেক লোক "কাবিলের পথই" অনুসরণ করছে।

মানুষের মাপকাঠি/দাড়িপাল্লা

একদিন কয়েকজন ধর্মীয় এহুদী নেতারা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "'তাহলে আল্লাহ্র কাজ করবার জন্য **আমাদের কি করতে হবে**?' ঈসা তাদের বললেন, 'আল্লাহ্ যাঁকে পাঠিয়েছেন **তাঁর উপর ঈমান আনাই** হল আল্লাহ্র কাজ।'" (ইউহোন্না ৬:২৮-২৯) এই জিজ্ঞাসা করার উত্তর হিসাবে তারা "কাজ" চেয়েছিল। কিন্তু ঈসা তাদের বললেন,

“তাঁর উপর ঈমান আনার” কথা।

এতে করে এহুদীদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব আরও বেড়ে গেল।

আমার বোন ও তার স্বামী পাপুয়া নিউ গিনির উঁচু দ্বীপে বাস করে। তারা সেখানে বিভিন্ন উপজাতি লোকদেরকে বিভিন্ন ব্যবহারিক উপায়ে সাহায্য করে এবং তাদেরকে এক সত্য আল্লাহ্ এবং অনন্তজীবন সম্পর্কে তাঁর বার্তা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। এখানে একজন ব্যক্তি যিনি “আল্লাহ্‌র কথা” (পাপুয়ানরা যাকে কিতাব বলে থাকেন) শুনেছিলেন, তার সাথে কথাবার্তার একটি সংক্ষিপ্ত নোট দেয়া হল:

> **“ঈসাই জীবন রুটি” এই বিষয়ে শিক্ষা শোনার পর ঐ লোকটি বলল, ‘এটাতো খুবই সহজ, আমি আমার সারা জীবন কাজ করেছি যাতে আল্লাহ্‌র চোখে আমি পরিষ্কার হই এবং বেহেশতের পথ খুঁজে পাই, আর এখানে আপনি আমাদেরকে বলছেন যে আমাদেরকে শুধুমাত্র ঈসার উপরে ঈমান আনতে হবে?’**
>
> **আমি তাকে বললাম যেন তিনি পুনরায় শোনেন যে ঈসা কি বলেছেন, ‘আমিই জীবন রুটি।’ (ইউহোন্না ৬:৩৫) তখন আমি তাকে ইউহোন্না ৬:২৯ আয়াত পড়ে শুনলাম। ‘আল্লাহ্ যাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করাই হল আল্লাহ্‌র কাজ’ সেই সাথে তিনি ইউহোন্না ৩:১৬ আয়াতও পড়লেন: ‘যতজন তাঁকে বিশ্বাস করবে তারা বিনষ্ট হবে না কিন্তু অনন্তজীবন পাবে।’ আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যদি আমাদের সাহায্য আল্লাহ্‌র দরকার হয়, তাহলে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য তিনি কি যথেষ্ট শক্তিশালী নন?**
>
> **তিনি হেসে বললেন, ‘অবশ্যই নয়! আল্লাহ্‌র আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই।’**
>
> **তাহলে, আল্লাহ্‌র কালাম অনুসারে, আপনাকে বেহেশতে নিতে আল্লাহ্‌র কি আপনার কাজের সাহায্য দরকার?**
>
> লোকটি তার মাথা নাড়ালেন এবং গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।”

আল্লাহ্‌র বার্তা/কালাম এত পরিষ্কার হওয়া স্বত্ত্বেও, সমস্ত দুনিয়ার লোকেরা, বিভিন্ন সমাজগৃহ, মণ্ডলী, এবং মসজিদ-এর বিভিন্ন জাতির লোকেরা সেই ধারণাতেই আবদধ হয়ে আছেন যে বিচারের দিনে আল্লাহ্ আমাদের ভাল ও মন্দ কাজের ভার বড় পাল্লায় করে ওজন করে দেখবেন। তারা মনে করেন যে যদি তারা কোনভাবে ৫১%

ভাল কাজের ভার তৈরী করতে পারেন তাহলে তারা বেহেশতে যেতে পারবেন, কিন্তু যদি ৫১% বা তার চেয়ে বেশি মন্দ কাজের ওজন হয় তাহলে তারা দোজখে যাবে।

এই ধরনের ভাল কাজ বা মন্দকাজ মাপার কোন পদ্ধতি দুনিয়ার কোন কোর্টেই ব্যবহার হয় না। আল্লাহ্‌র বেহেশতী দরবারেও এর কোন ব্যবহার নাই।

ভাল করে ভাবেন।

আপনি কি সত্যিই চান যেন আপনার অনন্তকালীন গন্তব্য আপনার নিজের ভাল কাজ বা প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করে হোক?

আপনি শুকরিয়া জানান যে এই ধরনের কোন দাড়িপাল্লার কথা কিতাবে পাওয়া যায় **না**।

আল্লাহ্‌র মানদন্ড

আল্লাহ্‌ চান পরিপূর্ণতা।

শুধুমাত্র তারাই আল্লাহ্‌র সাথে বাস করতে পারবে যারা তাঁর ধার্মিকতার উপহার গ্রহণ করেছে। যদি বিচারের দিনে গুনাহের এক কণাও আপনার রেকর্ডে পাওয়া যায় তাহলে আপনি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেন না।

আল্লাহ্‌ চান নিখুঁত ধার্মিকতা।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, গুনাহ্‌ আল্লাহ্‌র কাছে খুবই ন্যাককারজনক বিষয় যা আমাদের ঘরে পশুর ক্ষয়মান মৃত দেহের মত। পশুর মৃত দেহের উপরে সুগন্ধজনিত স্প্রে মারলে কি ঘরের দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতা দূর হয়ে যাবে? না। ঠিক একই ভাবে আমাদের কোন

ধর্মীয় রীতিনীতি আমাদের অপবিত্রতাগুলোকে দূর করতে পারে না যা আমাদেরকে আল্লাহ্র সামনে অগ্রহণযোগ্য করে তোলে।

যেভাবে আমাদের চায়ের কাপে এক ফোঁটা বিষ তেমনিভাবে একটি মাত্র গুনাহও আল্লাহ্র কাছে অসহ্যনীয়। চায়ের সাথে অতিরিক্ত পানি মিশালেও কি বিষের যে প্রাণঘাতী গুণ তা কি দূর হয়ে যাবে? না! ঠিক একইভাবে আমাদের কোন ভাল কাজও আমাদের অনন্তকালীন বিচার থেকে রক্ষা করতে ও পবিত্র করে তুলতে পারে না।

তাই যখন আমাদের গুনাহের ঋণ পরিশোধ করা বা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে নিজেদেরকে ঠিক করে উপস্থাপন করার বেলায় আমরা একেবারেই অসহায়। কিন্তু মাবুদকে শুকরিয়া যে আমরা অসহায় নই। তাঁর উপস্থিতিতে এবং পবিত্রতায় চিরকাল তাঁর সাথে বাস করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তিনি তা ইতিমধ্যেই দিয়েছেন।

বিশ্বাস ও কাজ

যারা মাবুদ ঈসা মসীহের উপরে বিশ্বাস করে, যাদের গুনাহ্ পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ্ বলেন: "আল্লাহ্র রহমতে ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত পেয়েছ। এটা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয় নি, তা আল্লাহ্রই দান। এটা কাজের ফল হিসাবে দেওয়া হয় নি, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে।" (ইফিষীয় ২:৮-৯)

বেহেশতে কোন দর কষাকষি চলবে না।

নাজাত "অনুগ্রহের বা রহমতের দান।" নাজাত হল "আল্লাহ্র দেয়া উপহার।" এটি একটি অযাচিত উপহার যা শুকরিয়ার সাথে গ্রহণ করা হয়েছে, এটি কোন অর্জিত মেডেল নয় "যেন কেউ গর্ব করতে পারে।" তবুও, দুঃখজনকভাবে, বেশিরভাগ ধর্মপ্রাণ লোকেরা এই বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন, যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যের এই লোকের সাথে হয়েছে:

> প্রেরণ করা | বিষয় | ইমেইলের মতামত
>
> ঈমানের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো, একসত্য আল্লাহে ঈমান আনা, ভাল কাজ করা, মন্দকাজ থেকে দূরে থাকা। এগুলোই হল আমাদের নাজাত।

অনন্তকালীন বিচার থেকে রক্ষা পাওয়া ও আল্লাহ্র সাথে বাস করাটা যদি আমাদের নিজেরদের প্রচেষ্টার উপরই নির্ভর করে তাহলে কেমন করে আমরা জানবো যে আমরা বেহেশতে যাওয়ার মত যথেষ্ট ভাল কাজ করেছি অথবা যথেষ্ট পরিমানে মন্দতা থেকে দূরে থেকেছি? এভাবে কখনই আমরা নাজাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারব না।

প্রায় তিন সহস্রাবদ আগে, নবী ইউনুস ঘোষণা করেছিলেন: "উদধার

মাবুদের কাছ থেকেই আসে।” (ইউনুস ২:৯ কিতাবুল মোকাদ্দস)
আল্লাহ্‌র শুকরিয়া হোক!

> “আল্লাহ্‌র রহমতে **ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত পেয়েছ।** এটা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয় নি, তা আল্লাহ্‌রই দান। এটা **কাজের ফল হিসাবে দেওয়া হয় নি**, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে।” (ইফিষীয় ২:৮-৯)

আল্লাহ্‌র কালাম খুবই পরিষ্কার: গুনাহের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করা অর্থ হল আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নাজাতের উপহারকে অস্বীকার করা।

তাহলে গুনাহকে এড়িয়ে চলা ও ভাল কাজ করা কোথায় উপযুক্ত হয়? পরবর্তী আয়াত আমাদের বলে যে:

> “আমরা আল্লাহ্‌র হাতের তৈরী। আল্লাহ্‌ মসীহ্‌ ঈসার সঙ্গে যুক্ত করে আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করেছেন **যাতে** আমরা **সৎকাজ করি।** এই সৎকাজ তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, যেন আমরা তা করে জীবন কাটাই।” (ইফিষীয় ২:১০)

এখানে পার্থক্যটা খুবই পরিষ্কার। আমরা ভাল বা সৎ কাজ **করার ফলে** নাজাত পাই না। আমরা ভাল/সৎকাজ করার **জন্য** নাজাতপ্রাপ্ত হয়েছি।

> “আর আমাদের আল্লাহ্‌তালা এবং নাজাতদাতা ঈসা মসীহের … ঈসা মসীহ্‌ আমাদের জন্য নিজের জীবন দিয়েছেন, যেন **সমস্ত গুনাহ্‌ থেকে** আমাদের মুক্ত করতে পারেন এবং তাতে এমন একদল লোককে পাক-সাফ করতে পারেন যারা কেবল তাঁরই হবে এবং যারা **অন্যদের উপকার করতে আগ্রহী হবে।”** (তীত ২:১৩-১৪)

এই বইয়ের মুখবন্ধটি শুরু হয়েছে আমার বন্ধুর প্রতি একটি গ্রামের বয়স্ক লোকের মন্তব্য দিয়ে: “তুমি যে ভাল কাজ করেছ এর জন্য তুমি বেহেশতে যাওয়ার যোগ্য …”

আল্লাহ্‌র কালাম এই বয়স্ক লোকটির চিন্তার ভুলটি প্রকাশ করেছে।

কেউই তার “ভাল কাজ” করার উপর ভিত্তি করে “বেহেশতে যাওয়ার যোগ্যতা” রাখে না। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র দেয়া অনন্ত জীবনের উপহার গ্রহণ করেছে তারা মন্দতা থেকে নিজেকে দূরে রাখবে

এবং আল্লাহ্র গৌরবের জন্য ভাল কাজ করবে এবং অন্যদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ হবে।

ফলই গাছের মূল নয়

নাজাতের জন্য ভাল কাজ কখনই **প্রয়োজন** ছিল না, কিন্তু সবসময় তা হবে নাজাতের **ফলাফল**। উদাহরণস্বরূপ, ঈসা তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন:

> "একটা নতুন হুকুম আমি তোমাদের দিচ্ছি-তোমরা একে অন্যকে মহব্বত কোরো। যদি তোমরা একে অন্যকে মহব্বত কর তবে সবাই বুঝতে পারবে তোমরা আমার সাহাবী।"
>
> (ইউহোন্না ১৩:৩৪-৩৫)

যেভাবে ঈসা লোকদের মহব্বত করতেন ও যত্ন নিতেন, সেইভাবে লোকদের মহব্বত করা ও যত্ন নেয়া কি নাজাত পাওয়ার পূর্বশর্ত? না। যদি তাই হত, তাহলে আমাদের কেউই বেহেশতে যেতে পারতাম না কারণ ঈসাই একমাত্র যিনি পরিপূর্ণরূপে ও সবসময় লোকদেরকে মহব্বত করতে পারেন।

লোকদের যত্ন নেয়া ও মহব্বত করা কি সত্যিকারের বিশ্বাসীদের জীবনের একটি চরিত্র ? অবশ্যই। "**যদি** তোমরা একে অন্যকে মহব্বত কর তবে **সবাই বুঝতে পারবে** তোমরা আমার সাহাবী।"

আল্লাহ্র লোকেরা তাদের জীবন-আচরণের মধ্যে দিয়েই তাদের বিশ্বাসকে প্রকাশ করে। [২৩০]

নাজাতের ফলাফল ও নাজাতের মূল বিষয়টির পার্থক্য বুঝতে পারাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মসীহে বিশ্বাসীদের উচিত একটি পবিত্র, মহব্বতের, স্বার্থহীন ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের (নাজাতের ফল) মধ্যে দিয়ে মাবুদের দেয়া নাজাতের উপহারের (নাজাতের মূল) জন্য তাঁকে শুকরিয়া জানানো।

আল্লাহ্র লোকেরা তাঁর রহমত পাওয়ার জন্য ভাল কাজ করে না; তারা ভাল কাজ করে কারণ আল্লাহ্ তাদেরকে অযাচিত রহমত দান করেছেন।

মিথ্যা ধর্ম

কাবিলই হল "নিজে করা" ধর্মের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ্র কাছে মেষ কোরবানীর রক্ত নিয়ে আসার পরিবর্তে তিনি নিজের ধারণা ও প্রচেষ্টা নিয়ে এসেছিলেন। এভাবে, কাবিলের মুনাজাত আল্লাহ্র কাছে অগ্রহণযোগ্য ও ঘৃণার যোগ্য ছিল।

> “মাবুদের শরীয়তের কথা যদি কেউ শুনেও না শোনে, **তবে তার মুনাজাত পর্যন্ত ঘৃণার যোগ্য হয়।**” (মেসাল ২৮:৯)

আল্লাহ্‌র শরীয়তে গুনাহ্‌ ঢাকা দেয়ার জন্য মেষ বা অন্য কোন উপযুকত কোরবানীর রকত প্রয়োজন ছিল। যেহেতু কাবিল আল্লাহ্‌র প্রয়োজন অনুসারে আসে নাই, “তাই তার মুনাজাত পর্যন্ত ঘৃণার যোগ্য ছিল [একটি ঘৃণিত কাজ]”

কাবিলের ধর্ম ছিল কিন্তু তা ছিল মিথ্যা ধর্ম। তার উৎসর্গ প্রতিজ্ঞাত মসীহ্‌ ও সলিবে তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে প্রকাশ করে না। সুতরাং:

> “মাবুদ হাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন, কিন্তু কাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন না। এতে কাবিলের খুব রাগ হল আর সে মুখ কালো করে রইল। এই অবস্থা দেখে মাবুদ কাবিলকে বললেন, ‘কেন তুমি রাগ করেছ আর কেনই বা মুখ কালো করে আছ? যদি তুমি ভাল কাজ কর তাহলে কি তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে না?’ ” (পয়দায়েশ ৪:৪-৭)

মাবুদ অনেক দয়ার সাথে কাবিলের সাথে কথা বলেছিলেন, তিনি তাকে অনুতাপ করার সময় দিয়েছিলেন যেন সে তার অধার্মিকতার পথ থেকে ফিরে আসে এবং আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার পকিল্পনায় নির্ভর করে।

কাবিল শুধুমাত্র রাগ করেছিলেন। তিনি তার নিজ প্রচেষ্টার সুন্দর ধর্মকে ভয়ানক মেষের রকেতর সাথে বদলাতে চান নি। আল্লাহ্‌র নামে তিনি নিজের পছন্দ করা পথে কাজ করেছেন।

আর সেই কাজ তাকে কোন দিকে পরিচালিত করল?

শত্রুতাপূর্ণ ধর্ম

> “এরপর একদিন মাঠে থাকবার সময় কাবিল তার ভাই হাবিলের সঙেগ কথা বলছিল, **আর তখন সে হাবিলকে হামলা করে হত্যা করল।**” (পয়দায়েশ ৪:৮)

গুনাহের উৎসর্গ হিসাবে একটি মেষ হত্যা করতে গর্বিত কাবিল তার নিজের ভাইকে হত্যা করতে খুব বেশি গর্ব বোধ করে নাই।

কাবিল পরবর্তী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সিস্টেমের একটি স্থান করে দিয়েছিল যা উপহাসের, নির্যাতনের এমনকি তাদেরকে প্রকাশ করবে যারা তাদের নিয়ম ও প্রথার নির্দেশনার প্রতি সমর্পিত হতে অস্কীকৃতি জানাবে।

কাবিলের মত বর্তমান পৃথীবিতেও অনেক ধর্মীয় লোকেরা যুদধ-

হাঙগামা ও হত্যাকে তাদের ধর্ম রক্ষার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। তাদের এই কাজের মধ্য দিয়ে তারা দুনিয়ার কাছে এটাই ঘোষণা করছে যে তারা তাদের বিশ্বাসে কতটা দুর্বল বা অরক্ষিত এবং তাদের সৃষ্টিকর্তার উপর কত অল্প আস্থা/নির্ভরতা রয়েছে।

আমেরিকায় বাস করেন এমন একজন লোকের সাথে আমার ইমেইল-এর মাধ্যমে কথা হয়েছে, যিনি লিখেছিলেন:

> পরেরণ করা বিষয় ইমেইলের মতামত
>
> আমার সামনে শেষ যে ব্যক্তি পবিত্র নবীজির বিরুদ্ধে কুফরী করেছিল তার উভয় পাশের দাঁত তিন সেকেন্ডের মধ্যে ফেলে দিয়েছি। এটা ভেবে আমার ভাল লেগেছিল যে, পরিবর্তিত সময়ে সে শুধু ঠোঁট দিয়েই কুফরী করবে, দাঁত দিয়ে নয়।
>
> সময় এসেছে, মুশরিকরা/পৌত্তলিকরা পরিবর্তীত হবে নতুবা মরবে।

এই লোকের কথা ও কাজ একেবারে ঈসা মসীহের শিক্ষার বিপরীত, “তোমরা যারা শুনছ তাদের আমি বলছি, **তোমাদের শত্রুদের মহব্বত কর**। যারা তোমাদের ঘৃণা করে তাদের উপকার কর। যারা তোমাদের অবনতি চায় তাদের উন্নতি চেয়ো। যারা তোমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তাদের জন্য মুনাজাত কোরো।” (লূক ৬:২৭-২৮)

ঠিক একইভাবে, ক্রুশের উপরে ঈসা তাদের জন্য মুনাজাত করেছেন যারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল, **“পিতা এদের মাফ কর, কারণ এরা কি করছে তা জানে না।”** (লূক ২৩:৩৪) [২৩১]

অননুতপ্ত কাবিল

কাবিলের গল্পে, তার ভাইকে হত্যা করার পর, আল্লাহ্‌ কাবিলকে অনুতাপ করার একটা সুযোগ দিলেন যেন সে তার ভুল চিন্তা ও মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসে।

> “তখন মাবুদ কাবিলকে বললেন, ‘তোমার ভাই হাবিল কোথায়?’
>
> কাবিল বলল, ‘আমি জানি না। আমার ভাইয়ের দেখাশোনার ভার কি আমার উপর?’
>
> তখন মাবুদ বললেন, ‘তুমি এ কি করেছ? দেখ, জমি থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত আমার কাছে কাঁদছে। জমি যখন তোমার হাত থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত গ্রহণ করবার জন্য মুখ খুলেছে তখন জমির বদদোয়াই তোমার উপর পড়ল।’”
>
> (পয়দায়েশ ৪:৯-১১) [২৩২]

কাবিল তার গুনাহ্ স্বীকার করতে এবং নম্রতার সাথে আল্লাহ্‌র কাছে মেষের রক্ত নিয়ে আসতে অস্বীকার করল। তার পরিবর্তে, "কাবিল মাবুদের সামনে থেকে চলে গেল।" (পয়দায়েশ ৪:১৬)

কাবিল কখনই অনুতপ্ত হয় নাই। আল্লাহ্‌র পথ অনুসরণ করার পরিবর্তে সে নিজের ধ্যান ধারণার পথই অনুসরণ করতে লাগল। কাবিল একটা শহর তৈরী করেছিল, কিন্তু এটি ছিল এমন একটি সমাজ যারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র কাছে সত্যিকারের সমর্পন করা থেকে দূরে থাকত। [২৩৩] কাবিলের মত, তার বংশধরেরাও নিজেদের ধ্বংসাত্মক পথে নিজেদের মত করে জীবন যাপন করতে লাগল।

পয়দায়েশ কিতাবের চতুর্থ অধ্যায়টিতে লেমকের কাহিনীও লিপিবদ্ধ করা আছে যিনি ছিলেন কাবিলের ৬ষ্ট বংশ। লেমক তার পূর্ববংশধরদের মতই একজন দাম্ভিক, গুপ্ত, প্রতিশোধ নেয়া, এবং হত্যা করার লোক ছিলেন। তার সন্তানেরা অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় আবিষ্কার করেছিল। অনেক বিষয়ে তাদের অনেক ভাল ধারণা ছিল, কিন্তু তারা আল্লাহ্‌কে জানতো না।

তারা যে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র নাজাতের পথ থেকেই সরে গিয়েছিল তা নয়, সেই সাথে তারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করা থেকেও দূরে সরে গিয়েছিল।

অননুতপ্ত মানবজাতি

কাবিলের ৯ম বংশধরদের পরেই, মানবজাতিকে আল্লাহ্ এভাবে মূল্যায়িত করলেন:

> "মাবুদ দেখলেন দুনিয়াতে মানুষের নাফরমানী খুবই বেড়ে গেছে, আর তার দিলের সব চিন্তা-ভাবনা সব সময়ই **কেবল খারাপের দিকে** ঝুঁকে আছে।" (পয়দায়েশ ৬:৫)

নবী নূহের সময়ে, দুনিয়াতে একমাত্র সে এবং তার পরিবারই ছিল যারা তখনও তাদের সৃষ্টিকর্তা মাবুদের উপর বিশ্বাস করতেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষের একগুয়ে অস্বীকারের কারণে সমস্ত পৃথিবীতে মহাবন্যা নেমে আসল। বন্যা থেকে রক্ষার জন্য তিনি রহমত করে একটি উপায় দিলেন কিন্তু মাত্র আটজন ব্যক্তি রক্ষা পেলেন। নূহ এবং তার স্ত্রী, এবং তাদের তিন সন্তান সাম, হাম ও ইয়াফস এবং তাদের স্ত্রীরাই একমাত্র আল্লাহ্‌র বার্তার উপর বিশ্বাস করেছিল। (পয়দায়েশ ৬-৮)।

> "যা তখনও দেখা যায় নি সেই বিষয়ে আল্লাহ্ নূহকে সাবধান করেছিলেন। নূহ আল্লাহ্ ভক্ত ছিলেন বলে আল্লাহ্র কথায় **ঈমান এনে** একটা জাহাজ তৈরী করেছিলেন, যেন তার পরিবার রক্ষা পায়। নূহ **তার ঈমানের দ্বারাই** দুনিয়াকে দোষী বলে প্রমাণ করেছিলেন এবং আল্লাহ্র কাছে ধার্মিক বলে গ্রহণযোগ্য হবার অধিকার পেয়েছিলেন, যা কেবল **ঈমানের ফলেই** পাওয়া যায়।" (ইবরানী ১১:৭ কিতাবুল মোকাদ্দস)

যদিও বর্তমানের অনেক বিজ্ঞানীরা কিতাবের মহাবন্যার বিষয় নিয়ে উপহাস করে,[২৩৪] কিন্তু তাদের কেউই এটা অস্বীকার করে না যে বর্তমান সময়ের অনেক শুকনা স্থান কোন এক সময় পানির নিচে ছিল এবং বড় বড় মরুভূমি ও পাহাড়ের মাটির নিচে লক্ষ লক্ষ সামুদ্রিক বস্তু খুঁজে পাওয়া গেছে। বৃষ্টির পরে যে রংধনু দেখা যায় তা কিন্তু কেউ অস্বীকার করতে পারে না, যদিও তারা এই বিষয়ে উপহাস করে যে এটি আল্লাহ্র ওয়াদার একটি চিহ্ন যে তিনি আর কখনই বন্যা দ্বারা পৃথিবীকে ধ্বংস করবেন না।

বিদ্রোহী এবং বিভ্রান্তিকর

এমনকি বন্যা দ্বারা বিচারিত হবার পর যখন একটি নতুন প্রজন্ম শুরু হল, তার কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই লোকেরা পুনরায় তাদের সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো এবং তাদের নিজেদের ইচ্ছানুসারে চলতে লাগল। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ্ মানুষকে বললেন যেন তারা ছড়িয়ে পড়ে এবং "সম্পূর্ণ পৃথিবীকে ভরে তোলে।" (পয়দায়েশ ১:২৮; ৯:১) তাহলে মানুষের কি করা উচিত? তারা ঠিক তার উল্টোটা করল।

> "এস, **আমরা নিজেদের** জন্য একটা শহর তৈরী করি এবং এমন **একটা উঁচু ঘর** তৈরী করি **যার চূড়া গিয়ে আকাশে ঠেকবে। এতে আমাদের সুনামও হবে আর আমরা** সারা দুনিয়ায় **ছড়িয়েও পড়ব না।**" (পয়দায়েশ ১১:৪)

তাদের নিজেদের বিদ্রোহী পরিকল্পনা ও গৌরবের বিষয়টি লক্ষ্য করুন। তাদের জন্য আল্লাহ্র মঙ্গলজনক পরিকল্পনাকে অনুসরণ করার পরিবর্তে তারা তাদের নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধিতে তৈরী পরিকল্পনাকে অনুসরণ করেছিল এবং নিজেদের নাম গৌরবান্বিত করতে চেয়েছিল। সম্ভবত তারা চিন্তা করেছিল যে এই "আকাশ ছোঁয়া উঁচু দালান তৈরী" করার মধ্য দিয়ে হয়তো তারা আরেকটি বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। তারা বর্তমান দিনের অনেক ধর্মীয় লোকদের মত

ছিল যারা প্রত্যাশা করেন যে, নিজেদের চেষ্টায় কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তারা আল্লাহ্‌র বিচারের দিন থেকে পালাতে পারবে।

আল্লাহ্‌ মানুষের এক জায়গায় বাস করার পরিকল্পনাকে থামিয়ে দিলেন। মাবুদ জানতেন যে এই ধরনের পরিকল্পনা দ্রুত দুর্নীতির দিকে পরিচালিত করবে এবং মানবজাতিকে ধ্বংস করে দিবে। এটা মনে রাখা দরকার যে ঐ সময় পর্যন্ত "সারা দুনিয়ার মানুষ কেবল একটি ভাষাতেই কথা বলত এবং তাদের শব্দগুলোও ছিল একই" (পয়দায়েশ ১১:১), আসুন দেখি আল্লাহ্‌ কি করলেন।

> "মাবুদ বললেন, 'এরা একই জাতির লোক এবং এদের ভাষাও এক; সেইজন্যই এই কাজে তারা হাত দিয়েছে। নিজেদের মতলব হাসিল করার জন্য এরপর এরা আর কোন বাধাই মানবে না। কাজেই এস, আমরা নিচে গিয়ে তাদের ভাষায় গোলমাল বাধিয়ে দেই যাতে তারা একে অন্যের কথা বুঝতে না পারে।'
>
> **তারপর মাবুদ** সেই জায়গা থেকে **তাদের** সারা দুনিয়াতে **ছড়িয়ে দিলেন**। এতে তাদের সেই শহর তৈরীর কাজও বন্ধ হয়ে গেল। এইজন্য সেই জায়গার নাম হল **ব্যাবিলন**, কারণ সেখানেই মাবুদ সারা দুনিয়াতে ভাষার মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই তিনি তাদের দুনিয়ার সব জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।" (পয়দায়েশ ১১:৬-৯)

একে অন্যের ভাষা বুঝতে না পেরে লোকেরা দালান তৈরীর কাজ বন্ধ করে দিল এবং সমস্ত দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ল যেভাবে আল্লাহ্‌ প্রথম থেকেই তাদের জন্য এই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। "এই কারণে এই স্থানের নাম হল **ব্যাবিলন।**"

ব্যাবিলন মানে হল "বিভ্রান্তিগ্রস্থ হওয়া।"

আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করলে সবসময়ই তা বিভ্রান্তিমূলক পরিস্থিতি পরিচালিত করে।

অধিকাংশই ভুল

নূহের সময়কার লোক এবং যারা বাবিলে উঁচু দালান তৈরী করতে চেয়েছিল তাদের কাছ থেকে একটি শিক্ষা পাওয়া আছে:

বেশিরভাগই ভুল ছিল।

যদিও গুনাহগারেরা এই বিষয় ভেবে সান্ত্বনা পাচেছ যে লক্ষ লক্ষ লোক তাদের মতদর্শন অনুসরণ করছে, অথচ আল্লাহ্‌র বিচারের দিন

তাদের উপর আসছে না। আজ পর্যন্ত অনেক লোক এই চিন্তা করছে যে আল্লাহ্‌ এবং তাঁর বার্তা সম্পর্কে তাদের যে ধারণা তা অবশ্যই সত্য কারণ অনেক লোক সেই একই বিষয় বিশ্বাস করে।

ব্রিটেনের একজন লোক এই নোটটি পাঠিয়েছেন:

> প্রেরণ করা বিষয় ইমেইলের মতামত
>
> যদি আপনি নিজেকে দোজখের হাত থেকে রক্ষা করতে চান তাহলে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি যে ধর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে তা অনুসরণ করুন...

যদি সংখ্যায় দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া কোন সত্যকে প্রমাণ করতে পারত তাহলে কাবিলের বংশধর, নূহের সময়কার লোকেরা, এবং ব্যাবিলনের বাসিন্দারাও ঠিক ছিল। কিন্তু তার ভুল ছিল, একেবারেই ভুল ছিল।

> "সরু দরজা দিয়ে ঢোকো, কারণ যে পথ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তার দরজাও **বড়** এবং রাস্তাও **চওড়া**। **অনেকেই** তার মধ্য দিয়ে ঢোকে। কিন্তু যে পথ জীবনের দিকে নিয়ে যায় তার দরজাও **সরু**, পথও **সরু**। খুব **কম** লোকই তা খুঁজে পায়।"
>
> (মথি ৭:১৩-১৪ কিতাবুল মোকাদ্দস)

আল্লাহ্‌র অপ্রতিরোধ্য পরিকল্পনা

আসুন প্রথম পরিবারের কাছে ফিরে যাই এবং দেখি যে, কাবিল হাবিলকে হত্যার পর কি হল।

> "পরে আদম আবার তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীর একটি ছেলে হল। তাঁর স্ত্রী তার নাম রাখলেন **শিস**। হাওয়া বললেন, 'কাবিল হাবিলকে খুন করেছে বলে **আল্লাহ্‌ হাবিলের জায়গায় আমাকে আর একটি সন্তান দিলেন।** পরে শিসের একটি ছেলে হল। তিনি তার নাম রাখলেন আনুশ। সেই সময় থেকে লোকেরা **মাবুদের এবাদত করতে শুরু করল।**"
>
> (পয়দায়েশ ৪:২৫-২৬)

লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র যে ইচ্ছা ও পরিকল্পনা ছিল যে তারা তাঁকে বিশ্বাস করবে তা খর্ব হয়ে যায় নি।

শিস নামের অর্থ হল "অন্য একজনের স্থানে নিয়োজিত হওয়া।" হাওয়া বুঝতে পেরেছিলেন যে আল্লাহ্‌র কাবিল যাকে মেরে ফেলেছিল সেই হাবিলের পরিবর্তে আরেকটি বংশকে তৈরী করতে যাচ্ছেন। এটি হবে শিসের বংশধর যার মধ্যে দিয়ে সেই প্রতিজ্ঞাত স্ত্রীলোকের বংশ

জন্মগ্রহণ করতে যাচেছ। মরিয়ম, সেই অবিবাহিতা কুমারী মেয়ে যিনি ঈসার মা হয়েছিলেন, তিনি শিসের বংশের লোক ছিলেন। সেই সাথে আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুসারে তিনি ইব্রাহিম ও দাউদের বংশেরও লোক ছিলেন।

শয়তান আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে যতই নষ্ট করার চেষ্টা করুক না কেন, মাবুদ যে পরিকল্পনা "দুনিয়া সৃষ্টি হওয়ার আগেই" করে রেখেছেন তা সামনের দিকে চলতে থাকলো।

কোন কিছুই এবং কেউই তা থামাতে পারবে না।

মাবুদের নাম

হাবিলের মত, শিসও আল্লাহ্‌ এবং তাঁর ক্ষমার উপরে বিশ্বাস করতেন এবং "মাবুদের নাম" ধরে ডাকলেন। (পয়দায়েশ ৪:২৬) সময়ের সাথে সাথে, সেই লোকদের দিয়ে দুনিয়া পরিপূর্ণ হয়ে গেল, ব্যবিলনের লোকেরা যারা নিজেদের নামের সুনাম করতে চেষ্টা করল, সেখানে হাবিল ও শিসের মত অনেক লোক ছিল যারা মাবুদকে বিশ্বাস করত এবং **মাবুদের নাম** ধরে ডাকতেন।

আমার কোন কোন বন্ধু বলেছেন যে আল্লাহ্‌র একশতটি নাম আছে, কিন্তু তারা শুধুমাত্র নিরানব্বইটা নাম জানে। সম্ভবত যে নামটি তাদের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে তা অর্থ কি হতে পারে "মাবুদ রক্ষা করেন"?

এটা কোন নাম?

হ্যাঁ, এটি হল **ঈসা**।

তিনি কে এবং তিনি কি করেছেন, তা বিশ্বাস না করা হচেছ আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পিত না হওয়া।

আসুন আমরা ইহুদী ধর্মের বিদ্রোহী লোকদের জন্য প্রেরিত পৌলের মুনাজাতটি শুনি:

> "ভাইয়েরা, বনি-ইসরাইলদের জন্য আমার দিলের গভীর ইচছা ও আল্লাহ্‌র কাছে আমার মুনাজাত এই যে, তাঁরা যেন নাজাত পায়। তাদের সম্বন্ধে আমি এই সাক্ষ্য দিচিছ যে, **আল্লাহ্‌র প্রতি** তাদের **গভীর আগ্রহ** আছে, কিন্তু কি করে **আল্লাহ্‌র গ্রহণযোগ্য হওয়া যায় তা তারা জানে না। আল্লাহ্‌ মানুষকে কেমন করে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন সেই কথায় মনোযোগ না দিয়ে নিজেদের চেষ্টায়** তারা তাঁর **গ্রহণযোগ্য হতে চাইছিল।** সেই জন্যই **আল্লাহ্‌ যে উপায়ে মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন তা তারা মেনে নেয় নি।** মসীহ্‌ই শরীয়ত পূর্ণ করে তাঁর শক্তি বাতিল করেছেন, যেন

তাঁর উপর যারা ঈমান আনে তাঁরা আল্লাহ্‌র গ্রহণযোগ্য হয়… যদি তুমি ঈসাকে প্রভু বলে মুখে স্বীকার কর এবং দিলে ঈমান আন যে, আল্লাহ্‌ তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন তবেই তুমি নাজাত পাবে… পাক-কিতাব বলে যে, 'যে কেউ তাঁর উপর ঈমান আন সে নিরাশ হবে না।' ইহুদী ও অ-ইহুদীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ সকলের প্রভুই এক। যারা তাঁকে ডাকে তিনি তাদের উপর প্রচুর দোয়া ঢেলে দেন। পাক কিতাবে আছে, '**উদধার পাবার জন্য যে কেউ প্রভুকে ডাকে সে নাজাত পাবে।**'" (রোমীয় ১০:১-৪,৯,১১-১৩ [যোয়েল ২:৩২])

অযোগ্য নাকি যোগ্য?

ধরে নিন আমি এক লক্ষ ডলারের একটি ব্যাংক চেক আপনার নামে লিখছিলাম। চেকটি দেখতে ঠিক মনে হলেও তা কাজ করবে না (অযোগ্য)। কেন?

আমার ব্যাংক হিসাবে এত টাকা নেই!

এখন, কি হবে যদি এই দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি আপনার নামে একটি এক লক্ষ ডলারের চেক লেখে?

কোন সমস্যা নাই। কারণ চেকটি যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

ঐ একই ব্যাংক যে আমার নামের চেকটি বাতিল করে দিয়েছে সেই আবার এই ধনী ব্যক্তির চেকটি যোগ্য বলে বিবেচনা করবে।

আমাদের দুনিয়া অনেক লোকে পূর্ণ যারা আল্লাহ্‌র কাছে অনেক নামের মধ্যে দিয়ে আসতে চেষ্টা করছে, কিন্তু, পবিত্র আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে যিনি তাঁর নিজের পুত্রকে মানুষের গুনাহের ঋণের মূল্য পরিশোধ করতে পাঠিয়েছেন, তাঁর নামের কাছে অন্য নাম অযোগ্য নাম বলে বিবেচিত হবে।

যেভাবে ঐ ব্যাংক আমার নামে এক লক্ষ ডলারের চেক গ্রহণ করবে না, ঠিক একইভাবে **ঈসা**র নাম ভিন্ন আর কোন নামেই আল্লাহ্‌ গুনাহের ক্ষমা করবেন না এবং অনন্তজীবন দিবেন না।

"নাজাত আর কারও কাছে পাওয়া যায় না, কারণ সারা দুনিয়াতে আর **এমন কেউ নেই** যার নামে আমরা নাজাত পেতে পারি।" (প্রেরিত ৪:১২)

আপনি কি চান যেন আল্লাহ্‌র রেকর্ড বই থেকে আপনার গুনাহের ঋন মুছে ফেলেন এবং আপনাকে তাঁর ধার্মিকতার সম্পদ দিয়ে পূর্ণ করেন? আপনি কি গুনাহের অভিশাপের উপর বিজয়ী হতে চান এবং চিরকালের জন্য আমাদের সৃষ্টিকর্তার সাথে একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক

উপভোগ করতে চান?

তাহলে তা শুধু একটি নামই করতে পারে।

"রক্ষা পাবার জন্য যে কেউ **মাবুদকে** ডাকবে সেই রক্ষা পাবে।" (যোয়েল ২:৩২)

"আপনি ও আপনার পরিবার **হযরত ঈসার** উপর ঈমান আনুন, তাহলে নাজাত পাবেন।" (প্রেরিত ১৬:৩১)

আপনি কি হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করেন যে, প্রভু ঈসা মসীহ্ আপনার গুনাহের শাস্তির জন্য দুঃখভোগ করেছেন, মরেছেন, এবং পুনরায় জীবিত হয়ে উঠেছেন? তাহলে "আপনি রক্ষা পাবেন।"

শুধুমাত্র দুইটি ধর্ম

আমরা আমাদের এই যাত্রা শুরু করেছিলাম এটা দিয়ে যে আমাদের দুনিয়াতে বর্তমানে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি ধর্ম প্রচলিত আছে।

আসলে তা মাত্র দুইটি।

- একটি হচ্ছে মানুষের নিজের অর্জন যা বলে যে তুমি নিজেই **নিজেকে রক্ষা কর।**
- আরেকটি হল বেহেশতী অর্জন যা বলে যে **তোমার একজন নাজাতদাতা প্রয়োজন।**

যখন আপনি নিজেকে নিজে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন, যে কোন ধর্ম বা নাম তা করবে। কিন্তু যখন আপনি দেখবেন যে আপনার একজন নাজাতদাতা প্রয়োজন, শুধুমাত্র তখন একটি নামই তা করতে পারবে।

আর সেই নাম হচ্ছে ঈসা।

"সব নবীরাই **তাঁর** বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, **তাঁর উপর** যারা ঈমান আনে তারা প্রত্যেকে **তাঁর** গুনে গুনাহের মাফ পায়।" (প্রেরিত ১০:৪৩)

তৃতীয় খন্ড
যাত্রার শেষ

অভিশাপ মুক্ত করা

২৭ ১ম ধাপ: আল্লাহ্‌র অতীত কার্যাবলী
২৮ ২য় ধাপ: আল্লাহ্‌র বর্তমান কার্যাবলী
২৯ ধাপ ৩: আল্লাহ্‌র ভবিষ্যৎ কার্যাবলী
৩০ বেহেশ্তের একটি রূপরেখা
উপসংহার
শেষ টিকা
যাত্রার প্রতিফলন

২৭

১ম ধাপ: আল্লাহ্‌র অতীত কার্যাবলী

> “**আজকেই** তুমি আমার সঙ্গে জান্নাতুল-ফেরদৌসে উপস্থিত হবে।” —হযরত ঈসা মসীহ্‌ (লূক ২৩:৪৩)

কয়েক মিনিট আগে, আমার ল্যাপটপের ব্যাটারীর চার্জ প্রায় একেবারে শেষ পর্যায়ে ছিল, কিন্তু এখন এটি আবার নতুন ভাবে চার্জ সংগ্রহ করছে। চার্জ বিহীন হওয়া থেকে কিভাবে এটিকে রক্ষা করা হল?

আমি একটি বৈদ্যুতিক সকেটে এটিকে সংযোগ দিয়েছি।

ল্যাপটপ, মোবাইল, বা টর্চলাইট যেটাই হোক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদেরকে কোন শক্তি উৎসের সাথে সংযোগ দেয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা শেষ হয়ে যেতে থাকবে-এর চার্জ ফুরিয়ে যেতে থাকবে।

আদমের বংশধরেরা অনেকটা এই মৃত ব্যাটারীর মত। যেদিন আমরা মাতৃগর্ভে আসি সেদিন থেকেই আমরা মরতে শুরু করি এবং গুনাহের এই অভিশাপ থেকে কাটিয়ে যাওয়ার কোন বিপরীত রাস্তা নেই।

যেহেতু আমরা আমাদের যাত্রার শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করেছি, তাই আমি আপনাদেরকে একজন অদ্ভুত ফ্রেঞ্চম্যানের গল্প বলতে চাই যার ভবিষ্যৎ ঠিক মৃত ব্যাটারীর মত অসহায় বলে মনে হচ্ছিল।

দুর্দশাগ্রস্ত

১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে ২৬ বছর বয়সী ব্রুনোর সাথে আমার দেখা হয়েছিল।

অনেক বছর আগে, এই যুবক লোকটি জীবনের মানে সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। ভিতরে ভিতরে তিনি নিজেকে শূন্য মনে

করতেন, এবং এমন শূন্যতা বোধ করতেন যেকোন ধরনের আনন্দই তা পূর্ণ করতে পারতো না।

বালক থাকাকালীন সময়েই ব্রুনো লক্ষ্য করলেন যে, যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন তারা যা তবলিগ করতে বলেছেন তারা নিজের জীবনে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। একজন বিদ্রোহী কিশোর হিসাবে সে এমন একটি হুনিয়া দেখল যা অন্যায্যতায় পূর্ণ। ১৮ বছর বয়সেই ব্রুনোর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে উঠলো ছুটির দিনে বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে আড্ডা দেয়া, মদ খাওয়া এবং নিজের দৈন্যদশা ভুলে যাওয়া। গাড়ি দূর্ঘটনায় তার বান্ধবী মারা গেলে পর তার হতাশা আরও বেড়ে গেল। সে আল্লাহ্‌র উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো।

ব্রুনো সিদ্ধান্ত নিল যে, সে ভারতে আসবে। হয়ত সে এই বহুধর্মের মধ্যে জীবনের অর্থ বা মানে খুঁজে পেয়েছিল। কঠিন সমুদ্রযাত্রা শেষ করে ব্রুনো ইন্ডিয়ার এমন একটি জনবহুল শহরে পোঁছালো যেখানে সে মানুষের অবিশ্বাস্য হুর্দশা ও অত্যধিক ধর্মীয় চাপের সম্মুখীন হয়েছিল। ব্রুনোর নিজের ভাষায় সে বলেছিল, "আমি এমন লোকদেরকে দেখতে পেলাম যাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের অবস্থা আমার থেকেও বেশি শোচনীয়।"

প্রায় একবছর ইন্ডিয়াতে কাটানোর পর ব্রুনো বুঝতে পারল যে, যদি তাকে চূড়ান্ত বিশ্বাস খুঁজে পেতে হয় তাহলে আল্লাহ্‌কেই নিজেকে তার কাছে প্রকাশ করতে হবে। আর তাই সে তার সৃষ্টিকর্তার কাছে এই সাধারণ মুনাজাতটি করল, "তুমি যদি সত্যিই থেকে থাক, তাহলে আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ কর!"

একদিন যখন ব্রুনো কলকাতা শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল, তখন সে একটি দোকান দেখতে পেল যেখানে লেখা আছে: কিতাবুল মোকাদ্দস ঘর। কোন কিছু চিন্তা না করেই সে ধাককা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল এবং কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনাদের কাছে কি ফ্রেঞ্চ ভাষায় কোন কিতাব আছে?" তাদের কাছে একটিই মাত্র ফ্রেঞ্চ ভাষায় কিতাবুল মোকাদ্দস ছিল।

সে কিতাবটি কিনল এবং পড়তে শুরু করল।

কিতাবের অনেক কিছুই তাকে আশ্চর্য করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, পড়তে পড়তে সে কিতাবের দশ হুকুম-নামর মধ্যে প্রথম হুইটাতে গিয়ে আটকে গেল যেখানে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন যে, "আমার জায়গায় **কোন দেবতাকে দাড় করাবে না**। পূজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোন মূর্তি তৈরী করবে না... তোমরা **তাদের পূজাও করবে না**, তাদের সেবাও করবে না।" (হিজরত ২০:৩-৫) তাছাড়া ব্রুনো দেখল যে তার চারিপাশে অনেক মন্দির রয়েছে যেখানে লোকেরা মূর্তির কাছে মাথা নত করছে। এবং সে যখন তার নিজের ধর্মের কথা চিন্তা করল যার মধ্য দিয়ে সে বড় হয়েছে, তখন সে দেখতে পেল যে, ধর্মীয় যে সমস্ত লোকদের সে

জানে তারাও তো আল্লাহ্‌র আজ্ঞা ভঙের দোষে দোষী কারণ তারাও মরিয়ম ও সাধুদের মূর্তির সামনে মাথানত করে এবং মুনাজাত করে।

কিতাবের আরেকটি আয়াত তার অন্তরে দাগ কাটলো, আর তা হলো: "এই তৌরাত কিতাবের মধ্যে যা লেখা আছে তা যেন সব সময় তোমার মুখে থাকে। এর মধ্যে যা লেখা আছে তা যাতে তুমি পালন করবার দিকে মন দিতে পার সেই জন্য দিনরাত তা নিয়ে তুমি গভীরভাবে চিন্তা করবে। তাতে সব কিছুতে তুমি সফল হবে এবং তোমার উন্নতি হবে।" (ইউসা ১:৮)

সে যে সত্য খুঁজছিল তা এই কিতাবেই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এই কথা বিশ্বাস করে ব্রুনো ইন্ডিয়া ছেড়ে পুনরায় ফ্রান্সে চলে গেল। যাহোক, ধারাবাহিকভাবে কিতাব পড়ার পরিবর্তে সে বইয়ের তাকে কিতাবটি রেখে দিল এবং পুনরায় তার পুরানো জীবনে ফিরে গেল যা তাকে আরও তিক্ত করে তুলল এবং হৃদয়কে শূন্য করে দিল।

চার বছর চলে গেল।

একদিন যখন ব্রুনো তার অর্থহীন জীবনের কথা চিন্তা করছিল তখন হঠাৎ করে তার কিতাবের একটি আয়াতের কথা মনে পড়ে গেল যেখানে আল্লাহ্‌ ওয়াদা করেছেন যে: "যখন তোমরা **আমাকে** গভীরভাবে **জানতে** আগ্রহী হবে তখন আমাকে জানতে পারবে।" (ইয়ারমিয়া ২৯:১৩) তখন ব্রুনো মুনাজাত করল, "ঠিক আছে আল্লাহ্‌, আমি তোমাকে আমার সমস্ত দিল দিয়ে খোঁজ করব এবং দেখবো যে, তোমার করা ওয়াদা সত্যি নাকি মিথ্যা।"

বাড়ী থেকে নিজেকে আলাদা করার জন্য সে আরেকটি ভ্রমন করার সিদধান্ত নিল, আর এবার সে আফ্রিকাতে যাবে। আর যখন সে রাস্তা দিয়ে যাত্রা করতে লাগল, সেতার কিতাবটি পড়তে লাগল এবং মুনাজাত করতে লাগল, "আল্লাহ্‌, তোমার সত্যে আমাকে পরিচালিত কর এবং মিথ্যা থেকে আমাকে দূরে রাখ।" সাহারা মরুভূমি পার করার পর সে উত্তর সেনেগালে এসে পৌঁছাল। সে তার প্রথম রাত সেই শহরেই কাটাল যেখানে আমি ও আমার পরিবার বাস করতাম।

পরের দিন সকালে ব্রুনো শহরের মধ্যে হাঁটতে বের হল। কলকাতার মত দরজায় লাগানো একটি চিহ্নে তার দৃষ্টি আটকে গেল। যেখানে বলা হয়েছে:

ইকোউটেজ! কার ল'ইটারনাল ডাইউ এ পারলি!
(শোন! মাবুদ আল্লাহ্‌ বলছেন!)

ব্রুনো সেখানে প্রবেশ করল।

এটা ছিল আমার অফিস। আমি আমার কাজের জায়গা থেকে দেখতে পেলাম যে একজন দাড়িয়ালা লোক একটি নীল রঙের পুরানো ছোট একটি বই—যে কিতাবটি তিনি ইন্ডিয়া থেকে কিনেছিলেন তা নিয়ে

দাঁড়িয়ে আছেন। আমি এখনও তার করা প্রথম প্রশ্নটি শুনতে পাই:

“আপনি কি, ক্যাথলিক নাকি প্রোটেস্ট্যান্ট?”

আমি উত্তর দিলাম যে, “আমি শুধুমাত্রই একজন ঈসায়ী, ঈসার একজন অনুসারী।” ব্রুনো একটু আশ্চর্য হল এবং এই উত্তরে সে একটু খুশীও হল কারণ কিতাব পড়ার সময় সে লক্ষ্য করেছিল যে, কিতাবে কোথাও ক্যাথলিক অথবা প্রোটেস্ট্যান্টদের কথা লেখা নেই, বরং কিতাবে ঈসায়ীদের বিষয়ে অনেক লেখা আছে যারা মাবুদ ঈসার অনুসারী। পরবর্তীতে ব্রুনো আমাকে বলেছিলেন যে, যদি আমি তার প্রশ্নের উত্তরে বলতাম যে “আমি একজন ক্যাথলিক” বা “আমি একজন প্রোটেস্ট্যান্ট”, তাহলে সে সেখান থেকে বের হয়ে যেত। সে ধর্মের বিষয়ে খুবই কলান্ত ছিল। সে আসলে সত্যিটা জানতে চাইত।

পরবর্তী কিছু দিন সে আমাকে অনেক প্রশ্ন করতে লাগল। আর আমি কিতাব থেকে আল্লাহ্‌র উত্তর খুঁজে পেতে তাকে সাহায্য করতাম। তার যখন যাওয়ার সময় হল (তিনি চাইছিলেন যেন তিনি দক্ষিন আফ্রিকাতে যেতে পারেন) আমি তাকে বললাম, “আপনার কিতাবটি পুনরায় পড়েন এবং লক্ষ্য করেন আল্লাহ্ আপনার জন্য কি করেছেন।”

ছয় সপ্তাহ পর, আমার স্ত্রী এবং আমি ব্রুনোর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম যেখানে সে লিখেছে যে, সে পাশেই জেলেদের একটি গ্রামে বাড়ী ভাড়া নিতে যাচেছন। মাত্র সে সম্পূর্ণ কিতাব পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম উভয় পুনরায় পড়া শেষ করেছে।

তিনি সম্পূর্ণ কিতাবেই ঈসাকে দেখতে পেয়েছেন।

ব্রুনোর নিজের ভাষায়, “একদিন রাতে আমি বাইরে একা দাঁড়িয়ে আছি আর ঈসার করা একটি ওয়াদার কথা আমার অন্তরে আসল, “তোমরা যারা কলান্ত ও বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছ, তোমরা সবাই আমার কাছে এস; **আমি তোমাদের বিশ্রাম দিব**।” (মথি ১১:২৮) আমি তখন আমার জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা, যন্ত্রণা ও তিকততার বিষয়গুলো স্মরণ করতে লাগলাম আর আমার অন্তরে একটি মহা দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। আমি জানতাম যে, যদি আমি ঈসাকে অনুসরণ করি তাহলে আর কখনোই আমি আমার লালসা ও ইচছাগুলো দ্বারা পরিচালিত হব না। সবশেষে আমি নিজেকে সমর্পণ করলাম। আল্লাহ্ আমার চোখ খুলে দিলেন। আমি বিশ্বাস করতে লাগলাম যে ঈসা আমার জন্য সলিবে তাঁর রকত ঝড়িয়েছেন এবং আমার জন্য তিনি পুনরায় জীবিত হয়েছেন। আমার অন্তরে শান্তি আসতে লাগল। আমি কাঁদতে শুরু করলাম এবং কোনভাবেই আমার কান্না থামাতে পারছিলাম না। আমার গুনাহের যে বোঝা তা চলে গেল! ব্রুনো বলেছিলেন যে, “এন সোম্মি, জে সুইস নি

দে নৌভেউ!” (“সংক্ষেপে, আমার নতুন জন্ম হল!”)

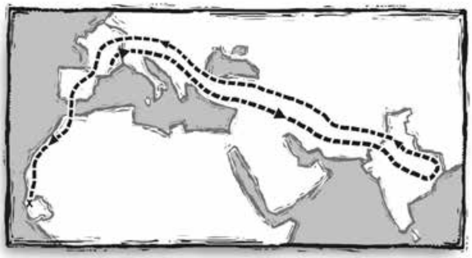

ব্রুনো যার খোঁজ করছিলেন তা খুঁজে পেলেন: একটি পরিষ্কার হৃদয় এবং বিবেক, সৃষ্টিকর্তার সাথে তার একটি সম্পর্ক এবং আখেরী জীবন। এখন তিনি বুঝতে পারছিলেন যে কেন তিনি এই দুনিয়ায় এসেছেন এবং তিনি কোথায় যাচেছন।

তার খোঁজ করা শেষ হয়েছিল।

কিতাব বলে যে: “যদি কেউ **মসীহের সঙেগ** যুক্ত হয়ে থাকে তবে সে নতুনভাবে সৃষ্টি হল। তার **পুরানো সব কিছু মুছে গিয়ে সব নতুন হয়ে উঠেছে।**” (২ করিন্থীয় ৫:১৭)

সঙেগ সঙেগ ব্রুনোর জীবনে ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আসতে শুরু করল। উদাহরণস্বরূপ, যদিও সে তার এগার বছর বয়স থেকেই ধুমপান করত, কিন্ত প্রভু তার এই অভ্যাস থেকে তাকে মুক্ত করলেন। তার অতীত জীবনের মদ্যপান, নিজেকে নিয়ে মগ্ন থাকা এবং অনৈতিক জীবনাচরণ একটি লজ্জাজনক স্মৃতিতে পরিণত হল। ধীরে ধীরে এখন সে কিতাব বুঝতে শুরু করল এবং মুনাজাত করা স্বাভাবিক নিশ্বাস গ্রহণ করার মতই হয়ে উঠল।

অন্যস্থানে যাওয়ার পরিবর্তে ব্রুনো আরও ছয়মাস সেনেগালে থেকে গেল এবং কিতাব অধ্যয়ন করতে লাগল। তিনি ঈসাতে বিশ্বাসীদের সাথে সময় কাটাতে লাগলেন এবং আল্লাহ্ তার জীবনে কি করেছেন তা অন্যদের বলতে লাগলেন।

ব্রুনো একটি নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হল।

যদিও ব্রুনোর সাথে প্রথম সাক্ষাত হয়েছিল প্রায় দুই দশক হয়ে গেছে তবুও আমরা একে অন্যের সংস্পর্শে রয়েছি। বর্তমানে “নতুন ব্রুনো” ফ্রান্সে বাস করছেন যেখানে তিনি এবং তার স্ত্রী প্রভুর সাথে চলছেন এবং মাবুদের জ্ঞানে ও দোয়ায় তাদের চার সন্তানকে বড় করে তুলছেন।

এর অর্থ কি এই যে ব্রুনোর জীবনে আর কোন মানসিক যন্ত্রণা, যুদধ এবং ব্যথা নেই? না, সে এবং তার পরিবার উভয়ই বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন ও পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তারা একা নন।

প্রভু নিজে তাদের সঙেগ আছেন।

আল্লাহ্‌র ত্রি-ধাপীয় পরিকল্পনা

সম্ভবত কেউ কেউ মনে করছেন: "এক মিনিট দাঁড়ান। যদি ঈসা আমাদের জন্য শয়তান, গুনাহ্‌ এবং মৃত্যুকে পরাজিত করে থাকেন, তাহলে কেন মানুষেরা এমনকি যারা ঈসাতে বিশ্বাস করে তারাও বিভিন্নভাবে সমস্যার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছেন? কেন আমাদের এই দুনিয়া এখনও মন্দতা ও শত্রুতায় পরিপূর্ণ? ওয়াদাকৃত সেই নাজাত বা পরিপূর্ণতা তাহলে কোথায়?"

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর মানব ইতিহাসের জন্য আল্লাহ্‌র পূর্বের পরিকল্পনার বিষয়বস্তুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় যার তিনটি ধাপ রয়েছে:

ধাপ ১: আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে গুনাহের **শাস্তি** থেকে রক্ষা করবেন।
ধাপ ২: আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে গুনাহের **ক্ষমতা** থেকে মুক্ত করবেন।
ধাপ ৩: আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে গুনাহের **উপস্থিতি** থেকে রক্ষা করবেন।[২৩৫]

নতুন নিয়ম থেকে নিচের উক্তিটি আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার তিনটি ধাপের সারমর্ম প্রদান করে—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ:

> "এক ভীষণ মৃত্যুর হাত থেকে তিনি **আমাদের রক্ষা করেছিলেন** [ধাপ ১] এবং **এখনও করছেন** [ধাপ ২]। আমরা তাঁর উপর এই আশা রাখি যে **তিনি সব সময়ই আমাদের রক্ষা করতে থাকবেন** [ধাপ ৩]।" (২ করিন্থীয় ১:১০)

মনে রাখার বিষয় এটা যে কিতাবের মধ্য দিয়ে এই যাত্রায় আমরা আল্লাহ্‌র এই তিনটি পরিকল্পনার বিষয়ে লক্ষ্য রাখবো যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ চিরকাল ইবলিস, গুনাহ্‌ এবং মৃত্যুর প্রভাব থেকে আমাদের রক্ষা করবেন। আমাদের যাত্রার চূড়ান্ত বিষয়টি হবে একটু বেশি দৃষ্টি আকর্ষণীয় কারণ এটি আমাদেরকে স্বয়ং পরমদেশের একটি আভাস প্রদান করবে।

গুনাহ্‌ থেকে মুক্তি: ধাপ ১

আদম এবং হাওয়া যখন শয়তানের কথা শুনেছিল তখন তা সৃষ্টিকর্তা মালিকের সাথে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট করেছিল এবং তাদের ও তাদের সমস্ত বংশধরদের উপর গুনাহের অভিশাপ বয়ে

এনেছিল। প্রকৃত, নিখুঁত পৃথিবী হঠাৎ করে এমন একটা জায়গায় পরিণত হয়ে উঠল যেখানে লোকেরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিজেদেরকে লুকাতে এবং যার যার পথে হাঁটতে শুরু করল। জীবন দুঃখ এবং বেদনা, রোগ এবং বিকৃতি, দারিদ্র এবং ক্ষুধা, দুঃখ এবং কলহ, বার্ধক্য এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে উঠলো।

গুনাহ্‌ অভিশাপ নিয়ে আসলো। কিন্তু সঠিক সময়ে, আল্লাহ্‌ যেভাবে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই আল্লাহ্‌র অনন্তকালীন পুত্র বেহেশ্‌ত ছেড়ে আদমের বংশধরদেরকে ইবলিস, গুনাহ্‌ এবং মৃত্যুর হাত থেকে থেকে রক্ষা করার জন্য একজন নারীর গর্ভে নেমে আসলেন।

> "অনেক দিন আগে নবীদের মধ্য দিয়ে **আল্লাহ্‌** আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে নানা ভাবে অনেক বার অল্প অল্প করে কথা বলেছিলেন। কিন্তু **এই দিনগুলোর শেষে তিনি তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কথা বলেছেন।** আল্লাহ্‌ তাঁর পুত্রকে সব কিছুর অধিকারী হওয়ার জন্য নিযুক্ত করলেন। পুত্রের মধ্য দিয়েই তিনি সব কিছু সৃষ্টি করলেন। আল্লাহ্‌র সব গুণ সেই পুত্রের মধ্যেই রয়েছে; পুত্রই আল্লাহ্‌র পূর্ণ ছবি। পুত্র তাঁর শক্তিশালী কালামের দ্বারা সব কিছু ধরে রেখে পরিচালনা করেন। **মানুষের গুনাহ্‌ দূর করবার পরে পুত্র বেহেশতে আল্লাহ্‌তা'লার ডান পাশে বসলেন।**" (ইবরানী ১: ১-৩)

প্রভু ঈসা গুনাহের অধীনে ছিলেন না।

তিনি গুনাহ্‌ অভিশপ্ত সৃষ্টির প্রত্যেকটি উপাদানের উপর তাঁর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর মুখের কালাম বা তাঁর হাতের স্পর্শ দিয়ে তিনি মন্দ আত্মা তাড়িয়ে দিয়েছেন, অন্ধদের দেখতে দিয়েছেন, কুষ্ঠরোগীদের সুস্থ করেছেন, এবং মৃতকে জীবিত করে তুলেছেন। তিনি পানির উপর দিয়ে হেঁটেছেন, ঝড় থামিয়েছেন, এবং ক্ষুধার্তদের জন্য খাবারের যোগান দিয়েছেন। তিনি গুনাহ্‌ ক্ষমা করেছেন এবং ভাঙগা হৃদয়ে শান্তি দিয়েছেন।

তারপর তিনি সেই কাজ করেছেন যার জন্য তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

তিনি কষ্টভোগ করলেন, মৃত্যুবরণ করলেন, এবং তাঁর পিতার মহিমা প্রকাশের জন্য তৃতীয় দিনে জীবিত হয়ে উঠলেন, কালাম পূর্ণ করলেন, এবং যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছিল তাদের মুক্ত করলেন।

> "শরীয়ত অমান্য করবার দরুন যে বদদোয়া আমাদের উপর ছিল, **মসীহ্‌ সেই বদদোয়া নিজের উপর নিয়ে আমাদের মুক্ত করেছেন।** পাক-কিতাবে এই কথা লেখা আছে, "যাকে

> গাছে টাংগানো হয় সে বদদোয়া প্রাপ্ত।” আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে যে দোয়া করেছিলেন সেই দোয়া মসীহ্ ঈসার মধ্য দিয়ে যে অ-ইহুদীরাও পেতে পারে, আর যেন আমরা ঈমানের মধ্য দিয়ে ওয়াদা-করা পাক-রূহ্ পেতে পারি, সেইজন্যই মসীহ্ সেই বদদোয়া নিজের উপর নিয়েছিলেন।”
>
> (গালাতীয় ৩:১৩-১৪ [দ্বিতীয় বিবরণ ২১:২৩])

মহা অনুগ্রহ

ঈসা, যিনি আল্লাহ্‌র শরিয়ত নিখুঁতভাবে পালন করেছেন, এবং শরীয়ত ভঙগকারীদের মুক্ত করতে এসেছেন “নিয়ম কানুনের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য [যার জন্য প্রয়োজন নিখুঁত বাধ্যতা], তিনি নিজে আমাদের জন্য অভিশপ্ত হলেন!” ঈসা নিজের ইচ্ছায় আমাদের পাওনা শাস্তি তাঁর কাঁধে নিলেন যেন আমরা অনন্ত শাস্তি থেকে মুক্তি পাই।

এমন কি ঈসা যখন ক্রুশে কষ্টভোগ করছিলেন, তখনও তিনি গুনাহের অভিশাপ থেকে আমাদের যে উদ্দেশ্য তা প্রকাশ করেছেন।

ঈসাকে দুজন ডাকাতের মাঝখানে ক্রুশে দেয়া হয়েছিলো যাদেরকে ধোঁকা, চুরি, এবং খুনের কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিলো। চলুন আমরা আবার ও সেই বিষয়টি শুনি যা মাবুদ এবং সেই দুজনের মধ্যে হয়েছিল। প্রথমে, দুজনই ঈসাকে নিয়ে ঠাটটা করেছিল, কিন্তু যখন সময় পেরিয়ে যাচ্ছিলো, তাদের মধ্যে একজন অনুতপ্ত হলেন।

> “যে দু’জন দোষী লোককে সেখানে সলিবে টাংগানো হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ঈসাকে টিটকারি দিয়ে বলল, “তুমি নাকি মসীহ্? তাহলে নিজেকে ও আমাদের রক্ষা কর।
>
> তখন অন্য লোকটি তাকে বকুনি দিয়ে বলল, “তুমি কি আল্লাহ্‌কে ভয় কর না? তুমি তো একই রকম শাস্তি পাচ্ছ। আমরা উচিত শাস্তি পাচ্ছি। আমাদের যা পাওনা আমরা তা-ই পাচ্ছি, কিন্তু এই লোকটি তো কোন দোষ করে নি।” তারপর সে বলল, “ঈসা, আপনি যখন রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন তখন আমার কথা মনে করবেন।”
>
> জবাবে ঈসা তাকে বললেন, “আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সঙেগ জান্নাতুল-ফেরদৌসে উপস্থিত হবে।” (লূক ২৩:৩৯-৪৩)

এই দুজন নিয়মভঙগকারী তারা মৃত্যুবরণ করতে এবং দোজখে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো। তারপর, শেষ সময়ে তাদের মধ্যে একজন

তার গুনাহ্ বুঝতে পারলো এবং গুনাহবিহীন নাজাতদাতা যিনি তাদের মাঝখানে ক্রুশে মরলেন তাঁর উপর ঈমান আনল।

ঈসা তাকে একটি ওয়াদা করলেন:

> “আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সঙেগ জান্নাতুল ফেরদৌসে উপস্থিত হবে!”

শয়তানের জন্য এবং তার মন্দ ফেরেস্তাদের জন্য যে জায়গা প্রস্তুত করা হয়েছে সেই জায়গায় অনন্তজীবন কাটানোর পরিবর্তে, এই ক্ষমা পাওয়া নিয়ম ভঙগকারীদের অনন্তজীবন কাটবে তাদের সৃষ্টিকর্তা নাজাতদাতার সাথে।

কি দারুন পরিবর্তন!

আল্লাহ্‌র মেষশাবকের উপর ঈমানের ভিত্তিতে, সেই লোকের গুনাহের মূল্য দেয়ার জন্য ঈসা তাঁর রক্ত ঝড়ালেন। তার সব গুনাহ্ হিসাব বই থেকে মুছে ফেলে ঈসা মসীহ্ ধার্মিকতার সম্মান দিলেন, এবং চিরদিনের জন্য তার নাম মেষশাবকের জীবন পুস্তকে যোগ করলেন। এই সেই পুস্তক যেটা চিরদিনের জন্য তাদের নাম বহন করবে যারা আল্লাহ্‌র নাজাতের উপহারকে গ্রহণ করেছে।

এই অসহায় গুনাহগারদের জন্য, গুনাহের অভিশাপ অনন্তকালের জন্য পরিবর্তিত হয়েছিল।

খুনিদের কি ক্ষমা হবে?

এই ইমেলটি একজন অনুসন্ধানকারীর কাছ থেকে এসেছিল:

> প্রেরণ করা বিষয় ইমেইলের মতামত
>
> আমি জানতে চাই আপনি কিভাবে “ন্যায়বিচারক এই শবদটিকে ব্যাখ্যা করেন এই বক্তব্যের আলোকে যে “আমাদের গুনাহে্র জন্য ঈসা (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) আমাদের জায়গায় মারা গেলেন। তাহলে এটার মানে কি এই যে আমার সারা জীবন ধরে করা গুনাহের জন্য আমাকে আর হিসাব দিতে হবে না? একজন খুনি, এই পৃথিবীতে যার বিচার হয়েছে এবং ঈসা তার জন্য মূল্য দিয়েছেন বলে যে তাকে পরবর্তীতে তাকে মুক্ত করা হবে… এটা গ্রহণ করা আমার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে আমরা প্রত্যেকে যেন সঠিক পথে পরিচালিত হই!

গুনাহগারদের পরিবর্তে সলিবে ঈসার মৃত্যুবরণ করা কি ন্যায় বিচারের সাথে সঙগতিপূর্ণ? একজন “খুনিও” কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ক্ষমা পেতে পারে? আসুন প্রথমে কিছু আত্‌মসাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে শেষ প্রশ্নটির সমাধান করি যেখানে অনেক খুনি ক্ষমা পেয়েছেন এবং পরিবর্তিত হয়েছেন।

মানুষ খেকো

কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদক ও নৃবিজ্ঞানী ডন রিচার্ডসন তার লর্ডস অফ দ্য আর্থ বইয়ে ইয়ালির লোকদের সম্পর্কে বলেছেন— যারা ইন্দোনেশিয়ার ইরিয়ান জায়া পর্বতে বাস করে তারা ভয়ানক ও নরখাদক। বহু শতাবদী ধরে তাদের একটি রীতি ছিল যে তারা প্রতিবেশী গ্রামের শত্রু লোকদেরকে নির্যাতন করত, মেরে ফেলত এবং তাদের মাংস খেত। প্রতিশোধ এবং ভয় ছিল একটি “স্বাভাবিক” জীবনযাত্রা।

পরবর্তীতে তাদের কাছে সুখবর আনা হলো।

ইয়ালি এবং পার্শ্ববর্তী উপজাতিরা গুনাহের ক্ষমা এবং ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে নতুন জীবন সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সুসংবাদ শুনেছিল। অনেকে তাঁর উপর ঈমান আনলো। তাদের চিন্তাভাবনা এবং জীবন যাপনের ধারা পরিবর্তন হলো। আল্লাহ্‌র সন্তান হিসাবে তাদের পুনরায় জন্ম হল। এখন তাদের নতুন স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মানদন্ড তৈরী হয়েছে। যারা আগে একে অপরকে ঘৃণা করতো তারা এখন ভাইয়ের মতো হয়েছে। তাদের পূর্বের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টির জন্য তারা ইয়ালি গ্রামগুলোর সাথে একটি উন্নতমানের সংযোগ পথ তৈরী করল। [২৩৬]

যখন থেকে আল্লাহ্‌র পাক-রূহ্‌ তাদের মন পরিবর্তন করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন: “তোমরা একে অন্যের প্রতি দয়ালু হও, অন্যের দুঃখে দুঃখী হও, আর আল্লাহ্‌ যেমন মসীহের মধ্য দিয়ে তোমাদের মাফ করেছেন তেমনি তোমরাও একে অন্যকে মাফ কর।” (ইফিষীয় ৪:৩২) তখন থেকে এই পুরাতন নরখাদকেরা আগে যাদের ক্ষতি করতে চাইতো সেই লোকদের প্রতি তারা মমতা দেখাচেছ।

একজন হতাশাগ্রস্থ মেয়ে

ইমা সিঙগাপুরের একটি কঠোর মুসলিমপন্থি বাড়িতে বড়ো হয়েছিল। তার বাবা-মা’র বিবাহ বিচেছদ এবং অকার্যকর পারিবারিক জীবনের কারণে, ১৬ বছর বয়সে তিনি নিজেকে খুন করার সিদধান্ত নেয়।

ইমা তাদের বাসার দশতলা এপার্টমেন্টের বারান্দা থেকে লাফিয়ে মৃত্যুবরণ করবে বলে পরিকল্পনা করে। যখন সে তার পরিকল্পনা

বাস্তবায়ন করতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে সে রাগে এবং হতাশায় নিজের অজান্তেই চিৎকার করে আল্লাহ্‌কে বলতে লাগল, “যদি আপনি সত্যি হয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে কোন না কোন ভাবে বলেন!” তারপর সে সিড়ির বেয়ে দশ তালার বারান্দার কাছে গেলো…

একটু সামনেই একটা কিতাবুল মোকাদ্দস রাখা!

সেতা তুলে নিলো এবং তাড়াতাড়ি করে দৌঁড়ে তার কক্ষে ফিরে গেলো। কিতাবের এই আয়াতটি খোলা ছিল:

“**মাবুদ আমার পালক, আমার অভাব নেই।** তিনি আমাকে মাঠের সবুজ ঘাসের উপর শোয়ান, শান্ত পানির ধারেও আমাকে নিয়ে যান। **তিনি আমাকে নতুন শক্তি দেন**; তাঁর নিজের সুনাম রক্ষার জন্যই আমাকে ন্যায় পথে চালান। ঘন অন্ধকারে ঢাকা উপত্যকা পার হতে হলেও আমি বিপদের ভয় করব না, কারণ তুমিই আমার সঙ্গে আছ; তোমার মুগুর আর লাঠি দূর করে দেয় বিপদের ভয়। শত্রুদের মধ্যে তুমি আমার সামনে খাবারে সাজানো টেবিল রেখে থাক; আমার মাথায় দাও তেল; আমার পেয়ালা উপচে পড়ে। **আমি জানি সারা জীবন ধরে তোমার মেহেরবানী ও অটল মহব্বত আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসবে; আর আমি চিরকাল মাবুদের ঘরে বাস করব**।” (জবুর ২৩)

আর ইমা যখন জবুর শরীফের এই অংশটুকু পড়লো, সে আল্লাহ্‌র সত্যতা এবং ভালোবাসায় মুগ্ধ হলো। এর অল্প সময় পরেই, সে ঈসা মসীহ্র উপর ঈমান আনলো, যিনি বলেছেন “**আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক তার মেষদের জন্য নিজের জীবন দেয়।**” (ইউহোন্না ১০:১১)

ইমা তাঁর একজন মেষ হয়ে উঠলো। সে আর কখনই নিজেকে হত্যা করতে চায়নি। এর পরিবর্তে, সে এখন একজন সুখী স্ত্রী এবং পাঁচজন সন্তানের মা। তার জীবনের লক্ষ্য ঈসা মসীহের মধ্যে সে যা পেয়েছে তা অন্যদের খুঁজে পেতে সাহায্য করা—আল্লাহ্‌র অপরিসীম ভালোবাসা।

আমি যখন এই গল্পটি ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য ইমাকে একটি মেইল পাঠাই তখন তিনি ফিরতী ইমেইলে আল্লাহ্‌র মহব্বত সম্পর্কে আরও বেশ কিছু কথাযুক্ত করে আমার কাছে পাঠান। সমস্ত বিশ্বে মহিলারা যেখানে বেশ সম্ভাবনাময় চ্যালেঞ্জ এবং

অনেক চাপের মধ্যে দিয়ে সময় পার করছেন, তখন ইমা তার জীবনের প্রতিটা দিন শকিত, আনন্দ এবং মাবুদের অসীম মহব্বত এবং যত্ন খুঁজে পান।

একজন নির্দয় মানুষ

সবশেষে, তার্ষ শহরের শৌল এর কথা চিন্তা করুন, যিনি একজন মৌলবাদী ধর্মীয় নেতা ছিলেন এবং তিনি আল্লাহ্‌র নামে মানুষ খুন করতেন।

শৌলের জন্ম ইসা মসীহের সময়ে, এশিয়া মাইনর (আধুনিক তুরস্ক) তার্ষ শহরে হয়েছিল। শৌল বিশ্বাস করতেন না যে, ঈসা মসীহ্ ছিলেন এবং তিনিই আল্লাহ্‌র পুত্র। ঈসা বেহেশ্তে ফিরে যাওয়ার কিছুদিন পরে, শৌল যিহুদী উচচ আদালত থেকে সমস্ত ঈসায়ীদের গ্রেপ্তার, বিচার এবং হত্যা করার নির্দেশ এনেছিলেন। তিনি ভাবতেন যে ঈসায়ী ঈমানদার ইহুদীদের কারাবন্দি করে, চাবুক মেরে এবং মৃত্যুদন্ড দিয়ে তিনি আল্লাহ্‌র সেবা করছেন।[২৩৭] একদিন একটি ঘটনা ঘটে যখন শৌল ও তার লোকেরা একদল ইহুদি ঈসায়ীদের গ্রেফতার করার জন্য আরেকটি যাত্রায় যাচ্ছিলো।

> "পথে যেতে যেতে যখন তিনি দামেস্কের কাছে আসলেন তখন আসমান থেকে হঠাৎ তাঁর চারদিকে আলো পড়ল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শুনলেন কে যেন তাঁকে বলছেন, "শৌল, শৌল, কেন তুমি **আমার** উপর জুলুম করছ?"
>
> শৌল জিজ্ঞাসা করলেন, "**প্রভু**, আপনি কে?" তিনি অবাক হয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন মাবুদ আমাকে কি করতে হবে?
>
> তিনি বললেন, "আমি **ঈসা**, যাঁর উপর তুমি জুলুম করছ। এখন তুমি উঠে শহরে যাও। কি করতে হবে তা তোমাকে বলা হবে।" (প্রেরিত ৯:৩-৬)

শৌলের মতে তিনি ঈসার মুখোমুখি হয়েছেন। পুরাতন কিতাবের একজন ছাত্র হিসাবে, হঠাৎ করেই তিনি বুঝতে পারলেন যে ঈসাই হল সেই মসীহ্ যার বিষয়ে সব নবীরা লিখে গিয়েছেন।

সব থেকে বড় বিরোধী সব থেকে মহান নায়ক হয়ে গেলো।[২৩৮]

শৌল, পরবর্তীতে সে তার নাম পরিবর্তন করে পৌল রাখেন (যার অর্থ হল "ক্ষুদ্র"), সাক্ষ্য দিয়েছেন:

> “যদিও আমি আগে মসীহের **নিন্দা করতাম** আর **জুলুমবাদ** ও **বদরাগী** ছিলাম তবুও আমাকে তিনি এই কাজে নিযুক্ত করেছেন। আমাকে তিনি দয়া করেছেন, কারণ আমি ঈমান আনি নি বলে আমি না জেনেই সেই সব করতাম। আমাদের প্রভু আমাকে অশেষ দয়া করেছেন এবং মসীহ্ ঈসার সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে যে বিশ্বাস ও মহব্বত আসে তা দান করেছেন। এই কথা বিশ্বাসযোগ্য এবং সম্পূর্ণভাবে গ্রহণেরও যোগ্য যে, **গুনাহগারদের নাজাত করবার জন্যই মসীহ্ ঈসা দুনিয়াতে এসেছিলেন। সেই গুনাহগারদের মধ্যে আমিই প্রধান**।”
> (১ তীমথিয় ১:১৩-১৫ কিতাবুল মোকাদ্দস)

ঈসা মসীহের বিশেষত্ব

“খুনিরাও” কি আল্লাহ্র ক্ষমা পেতে পারে এবং পরিবর্তন হতে পারে?

এটাই হয়েছিলো ইরিয়ান এর নরখাদকের সাথে এবং সিঙ্গাপুরের ইমার সাথে এবং, তার্ষ নগরের শৌল এর সাথে। ঈসার পাশের ক্রুশের অনুতাপকারী খুনির সাথেও এটা হয়েছিলো। কারাগারের বাইরে অথবা ভিতরে, সারা পৃথিবীর গুনাহগারদের সাথে এটাই ঘটছে যখন তারা আল্লাহ্র বার্তায় ঈমান এনেছে।

গুনাহগার খারাপ লোকদের মন পরিবর্তন করানো এবং নাজাত দেয়া হল ঈসার “সেরা” বিশেষত্ব। আর এটাই হল আল্লাহ্র দয়া এবং অনুগ্রহ।

অবশ্যই, গুনাহের পরিণতি বা ফলাফল রয়েছে।

সলিবে সেই ডাকাত এখনো তার গুনাহের জন্য কষ্টভোগ করছে। সে কখনো এই পৃথিবীর শান্তি ও আনন্দ যা প্রভুকে জানা, তাঁর জন্য জীবন যাপন করা, অন্যদের সাহায্য করা যেন তারা তাঁকে জানতে পারে তার মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় তা পায় নি।

তবুও, যেভাবে গুনাহগারকে ক্ষমা করা হয় এবং আল্লাহ্র সামনে ঈমানদার বিবেচনা করা হয় তা সব সময়ই একই রকম: তা হল লোকেরা তাদের গুনাহ্ পূর্ণ জীবনকে চিহ্নিত করবে এবং আল্লাহ্র নাজাত এর উপর ঈমান আনবে।

ঈসা মসীহের উপর ঈমান না আনা হল সেই ক্রুশে সেই ডাকাতের প্রাণ হারানো মতো অবস্থা যে মন পরিবর্তন করেন নাই।

রহমত ও ন্যায়বিচার একসাথে

আমরা শুনেছি যে, লেখক কয়েক পাতা আগে জিজ্ঞাসা করেছেন: “কিভাবে আপনি ‘**ন্যায়বিচার**’ শব্দটি ‘ঈসা আমাদের গুনাহের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন’ এই উক্তিটির আলোকে ব্যাখ্যা করবেন?” পূর্বে আহমেদও একই প্রশ্ন করেছিলেন:

> প্রেরণ করা বিষয় ইমেইলের মতামত
>
> আল্লাহ্ কি এতো মহান ও শক্তিশালী নন যে তিনি তার পুত্রের বলিদান ও কষ্ট দেয়া ছাড়াই লোকদের গুনাহ্ মুছতে পারেন না???!

আমরা অনেকবার দেখেছি যে, যেহেতু আল্লাহ্ মহান তাই ন্যায়বিচার ও ঈমানের দিক থেকে-তিনি মানুষের গুনাহ্ “মুছে ফেলতে” পারেন না, যদি না মানুষের গুনাহের ঠিকভাবে বিচার এবং শাস্তি হয়।

আপনার কি মনে আছে, ১৩ অধ্যায়ে ন্যায়বিচার সম্পর্কে সেই গল্পটি, যেখানে সে কোন বিচার ছাড়াই দয়া পেয়েছিল? তার কাজ সমস্ত বিচার সভার রাগ জাগিয়ে তুলেছিল।

আল্লাহ্পাক এই রকম বিচারক নন। তাঁর চরিত্র ও সুনামের ক্ষেত্রে ধুলা পরিমাণ খুঁতও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি কখনোই অন্যায়ভাবে বিচার করে দয়া করেন না। এই কারণে, তিনি তাঁর মহান ভালবাসা প্রকাশ করতে তাঁর একমাত্র পুত্রকে বেহেশ্ত থেকে এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন যেন তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ্র দয়া এবং ন্যায়বিচারের সমন্বয় দেখাতে পারেন।

> “**অটল মহব্বত ও বিশ্বস্ততার মিলন ঘটবে**; ন্যায় এবং শান্তি একে অন্যকে চুম্বন করবে। দেশের মাটি থেকে বিশ্বস্ততা গজিয়ে উঠবে; বেহেশ্ত থেকে ন্যায় নীচে তাকিয়ে দেখবে।”
>
> (জবুর শরীফ ৮৫: ১০-১১)

কারণ ঈসা আমাদের জন্য আল্লাহ্র রাগ সহ্য করেছেন, আল্লাহ্ পারেন “বেহেশ্ত থেকে নিচে তাকাতে” এবং তাঁর ক্ষমার উপহার, নিখুঁত অনন্ত জীবন দান করতে। আমাদের জায়গা নিয়ে ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্র ন্যায়বিচার, দয়া এবং অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। যেমন আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি:

ন্যায় বিচার হল আমাদের পাওনা গ্রহণ করা।
দয়া হচ্ছে আমরা যা পাই না কিন্তু চাই।
অনুগ্রহ হচ্ছে আমরা যার যোগ্য নই তা গ্রহণ করা।

যারা ঈসাকে বিশ্বাস করে তারা তাই পায় যা অন্য কেউ পাওয়ার যোগ্য নয় আর তা হল গুনাহ্ থেকে মুক্তি, ঈসার নিজস্ব ধার্মিকতা, আল্লাহ্র পরিবারে জায়গা এবং অনন্তজীবন। যে ঈসাকে গ্রহণ করে না সে অনন্ত শাস্তি পায়, যা অন্য সবাই পাবার যোগ্য।

ঈসা আসার সাত শতাব্দী আগে নবী মিকাহ্ লিখেছিলেন: "শত্রুরা ইসরাইলের শাসনকর্তার গালে লাঠি দিয়ে **আঘাত করছে**।" (মিকাহ্ ৫:১) এই বিষয়ে একটু চিন্তা করুন! সমস্ত দুনিয়ার বিচারকর্তা মানুষের দেহ ধারণ করলেন অকৃতজ্ঞ গুনাহগার মানুষের দ্বারা মৃত্যুবরণ করতে যাদেরকে তিনি উদ্ধার করতে এসেছেন!

এর থেকে উত্তম ন্যায়বিচার, দয়া এবং অনুগ্রহ আর হয় না।

> "**যখন আমাদের কোন শক্তিই ছিল না তখন ঠিক সময়েই মসীহ্ আল্লাহ্র প্রতি ভয়হীন মানুষের জন্য, অর্থাৎ আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন।** কোন সৎ লোকের জন্য কেউ প্রাণ দেয় না বললেই চলে। যিনি অন্যের উপকার করেন সেই রকম লোকের জন্য হয়তো বা কেউ সাহস করে প্রাণ দিলেও দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ যে আমাদের মহব্বত করেন তার প্রমাণ এই যে, আমরা গুনাহগার থাকতেই মসীহ্ আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন।" (রোমীয় ৫:৬-৮)

ন্যায় ও ন্যায়ের সমর্থনকারী

তাঁর পরিকল্পনার প্রথম স্তরে, নিজের নিখুঁত মানদন্ড ঠিক রেখে আল্লাহ্র গুনাহগারদের ক্ষমার একটি পথ প্রস্তুত করে দিলেন। "যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে **তাদের জন্য** তিনি **ন্যায্য** ও **ন্যায়ের** সমর্থনকারী উভয়ই।" (রোমীয় ৩:২৬)

আল্লাহ্ ন্যায় বিচারক কারণ তিনি গুনাহের উপযুক্ত সাজা দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাদের পক্ষ সমর্থনকারী যারা তাঁর পাঠানো নাজাতদাতা মসীহের উপর ঈমান আনে।

যখনই আমি আমার নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করা বন্ধ করেছি এবং ঈসা মসীহ্, তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপর ঈমান এনেছি তখনই তাঁর ধার্মিকতায় তিনি আমার অপরাধের পুরানো বই সীলমোহর করে দিয়েছেন।

ন্যায় বিচার সম্পন্ন হইল!

ন্যায়বিচার এর অর্থ হল আল্লাহ্র বিচারের আইন দ্বারা ধার্মিক

হিসাবে ঘোষণা করা। তিনি আমার সমস্ত পুরানো বিষয় পরিষ্কার করেন এবং আমাকে ধার্মিক বলে ঘোষণা করেন।

তিনি এটা কিভাবে করেন?

তিনি এটা করতে পারেন কারণ, তিনি ক্রুশে তিনি আমার গুনাহের শাস্তি ভোগ করেছেন।

যখন আদম গুনাহ্ করেছিলেন, তখন আল্লাহ্ সমস্ত মানুষকে গুনাহগার ঘোষণা করলেন। কিন্তু যখন ঈসা মৃত্যুবরণ করলেন এবং আবার জীবিত হলেন, আর এই কথা যারা বিশ্বাস করেন তাদের প্রত্যেককে তিনি ধার্মিক হিসাবে ঘোষণা করলেন।

> "যেমন একজন মানুষের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে অনেককেই **গুনাহগার বলে ধরা হয়েছিল**, তেমনি একজন মানুষের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে অনেককেই **ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হবে।**" (রোমীয় ৫:১৯)

এমনকি আদমের গুনাহ্ অশুচিতা ও মৃত্যুর জন্ম দিয়েছিল, যেখানে ঈসার মৃত্যু এবং পুনরুত্থান শুচিতা এবং জীবন দান করে।

> "**আদমের সঙ্গে যুক্ত** আছে বলে যেমন **সমস্ত মানুষই মারা যায়**, তেমনি **মসীহের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তাদের সবাইকে জীবিত করা হবে।**" (১ করিন্থীয় ১৫:২২)

যখন সেই ধার্মিক বিচারক বেহেশ্ত থেকে নিচে তাকান, তখন তিনি কি আপনার মধ্যে আদম এবং তাঁর অধার্মিকতাকে দেখতে পান? নাকি তিনি আপনার মধ্যে ঈসা মসীহ্‌কে এবং তাঁর খাঁটি ধার্মিকতাকে দেখতে পান?

বেহেশ্তের বিচার সভায় কোন তৃতীয় বিকল্প নেই।

মানুষের দ্বৈত সমস্যা

পয়দায়েশ তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা পড়েছি যে, যখন আদম এবং হাওয়া তাদের সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হয়েছে, তখন তারা তাদের নিজেদের মধ্যে একটি দ্বৈত সমস্যা নিয়ে আসল, তা হল গুনাহ্ এবং লজ্জা।

গুনাহের দরুন তারা লুকাতে বাধ্য হয়েছে।

লজ্জার দরুন তারা তাদের উলঙ্গতা ঢাকার চেষ্টা করেছে।

আল্লাহ্ তাঁর ন্যায়বিচারের জন্য তাদের নিজেদের তৈরী ডুমুর গাছের পাতার পোষাক গ্রহণ করেনি যা দিয়ে তারা নিজেদেরকে ঢেকেছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নিজের দয়ায় তাদের জন্য পশু কোরবানীর পর তার চামড়া দিয়ে তাদের জন্য জামা বানিয়ে দিয়েছেন।

পশুর রক্ত সেই বিষয়টিকেই চিহ্নিত করে যা তাদের গুনাহ ঢাকার জন্য প্রয়োজন ছিল, এবং পশুর চামড়া তাদের লজ্জা নিবারনের জন্য প্রয়োজন ছিল।

আমরা আমাদের পুর্বপুরুষের গুনাহ্ এবং লজ্জা বহন করি। আল্লাহ্র সামনে আমরা সম্পূর্ণরূপে গুনাহগার এবং রূহানিকভাবে উলঙগ। আমাদের লজ্জার কারণে আমরা তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত নই। আমাদের **তাঁর ক্ষমা** এবং **তাঁর পরিপূর্ণতার** প্রয়োজন।

আমাদের দ্বৈত সমস্যাকেও দুটি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে সারমর্ম করা যায়:

১। আমরা কিভাবে আমাদের গুনাহ্ থেকে **পরিষ্কার** হতে পারি, যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা থেকে আলাদা করে দিয়েছে?

২। আমরা কিভাবে পরিপূর্ণ তার **জামা পড়তে** পারি, যাতে আমরা তাঁর সাথে চিরজীবন বাস করতে পারি?

আল্লাহ্র দ্বৈত সমাধান

একমাত্র আল্লাহ্র কাছে মানুষের গুনাহ্ এবং অধার্মিকতার প্রতিকার আছে। যখন আল্লাহ্র গুনাহবিহীন পুত্র, ক্রুশে তার রক্ত ঢেলে দিলেন, তখন তিনি **আমাদের শাস্তি** নিজে বহন করলেন এবং তিনিই একমাত্র যিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে **তাঁর ধার্মিকতা** দিতে চান।

"আল্লাহ্ আমাদের হযরত ঈসাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন আমরা তাঁরই উপর ঈমান এনেছি। **আমাদের গুনাহের জন্য** ঈসাকে **মৃত্যুর** হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং **আমাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করবার জন্য** তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছিল।"
(রোমীয় ৪:২৪-২৫ কিতাবুল মোকাদ্দস)

"যদি কেউ মসীহের সঙেগ যুক্ত হয়ে থাকে তবে সে নতুনভাবে সৃষ্ট হল। তার পুরানো সব কিছু মুছে গিয়ে সব নতুন হয়ে উঠেছে। তিনি মসীহের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের সঙেগ আমাদের মিলিত করেছেন, ঈসা মসীহের মধ্যে কোন গুনাহ্ ছিল না; কিন্তু আল্লাহ্ **আমাদের গুনাহ্** তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাঁকেই গুনাহের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন

মসীহের সঙেগ যুক্ত থাকবার দরুন **আল্লাহ্‌র পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা হয়।**” (২ করিন্থীয় ৫:১৭-১৮,২১)

যে মুহুর্তে আপনি আপনার নিজের এবং আপনার ধর্মের উপর বিশ্বাস করা ছেড়ে দিবেন এবং ঈসার প্রতি আপনার আশা রাখেন এবং তিনি আপনার জন্য যে নিখুঁত রক্ত দিয়েছেন তার প্রতি আস্থা রাখেন:

১) তিনি আপনাকে গুনাহের অপবিত্রতা থেকে পাক-পবিত্র করবেন এবং

২) তিনি আপনাকে তাঁর নিখুঁত ধার্মিকতায় আবৃত করবেন।

আল্লাহ্‌ অন্য কোন প্রতিকার রাখেন নাই।

আল্লাহ্‌র বিনিময় কার্যক্রম

ঈসা তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমাদের সমস্ত গুনাহ্‌ তুলে নিয়েছেন এবং আমাদেরকে তাঁর ধার্মিকতা দিয়েছেন। এটাই হল আল্লাহ্‌র মহান বিনিময় কার্যক্রম: **আমার গুনাহের পরিবর্তে তাঁর ধার্মিকতা।**

কেন কেউ এমন মহান উপহার প্রত্যাখ্যান করবে?

কিন্তু সব থেকে দুঃখজনক বিষয় হল এই যে, বেশীরভাগ মানুষ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে। তা সত্ত্বেও, তাঁর উপহার এখনও আছে: যারা আল্লাহ্‌র নাজাতের উপহার গ্রহণ করে তাদের ধার্মিক বলা হয়। কিন্তু যারা গ্রহণ করে না তাদের নিজের গুনাহের ফল ভোগ করতে হবে, এটি কোন কাল্পনিক, বা সাময়িক যন্ত্রণাভোগ নয়, বরং শয়তান এবং তার মন্দ রূহদের জন্য যে দোজখ প্রস্তুত করা হয়েছে সেখানে চিরকাল যন্ত্রণাভোগ করবে।

অনেক ধর্মীয় লোক জোর দিয়ে বলেন যে, “প্রত্যেককে অবশ্যই তার নিজের গুনাহের জন্য মূল্য দিতে হবে।” একটি ধারা প্রচলিত আছে যে, যারা আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও ধার্মিকতার দানকে প্রত্যাখ্যান করে তারা এই কাজ করবে। যাহোক, তাদের গুনাহ্‌ কখনও পরিশোধ করা হবে না, কারণ এটি চিরস্থায়ী ঋণ। তাছাড়া হারিয়ে যাওয়া গুনাহগারেরা যখন অনন্তকাল আগুনের হ্রদে তাদের গুনাহের ঋণ শোধ করতে থাকবে, তারা কখনোই আর বেহেশ্তে বাস করার জন্য প্রয়োজনীয় ধার্মিকতা অর্জন করতে পারবে না। একমাত্র আল্লাহ্‌ পারেন অসহায় গুনাহগারদের ক্ষমা ও ধার্মিকতা দিতে যা তাঁর সাথে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয়।

নাজাতদাতা এই দুনিয়াতে আসার সাতশ বছর আগে, নবী ইশাইয়া আল্লাহ্‌র মহান বিনিময় কার্যক্রমের বিষয়ে লিখেছেন:

> “আমরা প্রত্যেকে **নাপাক** লোকের মত হয়েছি, আর **আমাদের** সব **সৎ কাজ নোংরা কাপড়ের মত**। আমরা সবাই পাতার মত শুকিয়ে গেছি, আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের পথের দিকে ফিরেছি। **আর মাবুদ আমাদের সকলের অন্যায় তাঁর উপর চাপিয়েছেন।** আমার প্রাণ আমার আল্লাহ্‌কে নিয়ে আনন্দ করবে, **তিনি আমাকে উদধারের কাপড় পরিয়েছেন আর সততার পোশাকে সাজিয়েছেন।**” (ইশাইয়া ৬৪:৬; ৫৩:৬; ৬১:১০)

আপনি কি আল্লাহ্‌র সামনে এখনও নাপাক ? নাকি আপনি ঈসা মসীহের রক্ত দিয়ে **পাক-সাফ** হয়েছেন?

আপনি কি স্ব-ধার্মিকতার নোংরা পোশাক পরে আছেন? নাকি আপনি ঈসার ধার্মিকতার **পোশাক পরে** আছেন ?

এগুলো সব মিলে একটা প্রশ্ন হয়।

> “আমাদের দেওয়া খবরে কে **ঈমান** এনেছে?” (ইশাইয়া ৫৩:১)

আপনি কি তাঁর খবরে ঈমান এনেছেন? আপনি কি তাঁর সত্যের জন্য অন্য সব বিষয় পরিত্যাগ করেছেন?

“যাতে তোমরা জানতে পার যে”

আল্লাহ্‌র কালাম বলে: “**তোমরা যারা** ইবনুল্লাহ্‌র উপর **ঈমান এনেছ**, তোমাদের কাছে আমি এই সমস্ত লিখলাম **যাতে তোমরা জানতে পার** যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ।” (১ ইউহোন্না ৫:১৩)

অনেক বছর আগে, আমি একজন ধার্মিক মহিলার সাথে আল্লাহ্‌র উপহার এবং অনন্তজীবনের বিষয়ে কথা বলেছিলাম। যদিও, তিনি নিজেকে ঈসায়ী বলে দাবি করেন, কিন্তু তিনি কখনোই আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা এবং ঈসা মসীহের উপর তার ঈমান আনেনি।

যখন আমি তাকে বললাম যে, “আমি জানি আমার মৃত্যুর পর আমি বেহেশতে যাবো”, তিনি খানিকটা রাগের সাথে আমাকে উত্তর দিলেন, “ওহ, তাহলে আপনি মনে করেন যে, আপনি এত ভালো যে আপনি সোজা বেহেশতে যাবেন, তাই না?”

আমি উত্তর দিলাম “না” এই জন্য নয় যে আমি অনেক ভালো। কিন্তু আল্লাহ্ অনেক মহান সেই জন্য। একমাত্র তিনিই আমাদেরকে বলেছেন যেন আমরা ‘**জানতে** পারি যে (আমাদের) জন্য অনন্তজীবন আছে’ যদি তিনি যা আমদের জন্য করেছেন তার উপরে আমরা ঈমান আনি।

> “গুনাহ্ যে বেতন দেয় তা **মৃত্যু**, কিন্তু আল্লাহ্ যা দান করেন তা আমাদের হযরত মসীহ্ ঈসার মধ্য দিয়ে অনন্ত **জীবন**।”
> (রোমীয় ৬:২৩)

আলী যেভাবে জানতে পারলেন

এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে আমি আলীর কথা বলেছিলাম, যে তার পরিবারের কাছ থেকে পরিত্যাকত হয়েছিল কারণ সে আল্লাহ্‌র বার্তার উপর ঈমান এনেছিল।

ব্রুনোর মতো, আলীরও ২৬ বছর বয়স ছিল যখন আমার সাথে তার প্রথম দেখা হয়। যাহোক ব্রুনোর মত আলী আনন্দময় জীবন খুঁজে নাই তার পরিবর্তে সে হৃদয় দিয়ে সব সময় তার ধর্ম পালন করতো এবং সুনির্দিষ্ট ভাবে দোয়া পড়ত, মাসব্যাপী রোজা পালন করত, এবং অন্যান্য লোকদের সাথে ভাল আচরণ করার চেষ্টা করত। তবুও অন্তরে সে একটি অশান্তি অনুভব করত।

আলী এই ভেবে রাত জাগতো যে, “আমি তো আমার ধর্ম সঠিক ভাবে পালন করছি—তাহলে কেন আমি আখেরী জীবন সম্পর্কে এত বিঘ্নিত বা ভয়গ্রস্থ? “হে আল্লাহ্, মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাবো এটা জানার কি কোনো উপায় নেই?”

আলী এই প্রশ্নটি তার বাবা এবং এলাকার ধর্মীয় গুরুদের সামনে করেছিলেন, “কিভাবে আমি নিশ্চিত হতে পারি যে, আমি বেহেশ্তে যেতে পারবো?” সবাই এক কথায় বলে দিলো, “তুমি এটা জানতে পারবে না। এমনকি কেউ তাদের ভাগ্য জানে না শুধু আল্লাহ্ জানেন।”

তাদের উত্তর আলীকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না।

স্কুলে ও বাসায় বসে আলী কোরআন থেকে শিখেছেন যে, ঈসা হলেন মরিয়াম এর ছেলে, এবং তিনি একজন ধার্মিক নবী ছিলেন যিনি একজন কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি আরও শিখেছেন যে ঈসা অনেক মহান অলৌকিক কাজ করতেন—এবং তাঁকে মসীহ্ আল্লাহ্‌র কালাম এবং আল্লাহ্‌র রূহ্ খেতাব দেয়া হয়েছে। তিনি চিন্তা করলেন, “হয়তো ঈসা নবী আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।”

আলী সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি একটি বই খুঁজে বের করবেন যা ঈসার সম্পর্কে বলে। কয়েক সপ্তাহ পর আমাদের দেখা হলো। আমি তাকে একটা কিতাবুল মোকাদ্দস দিলাম, যেটা সে গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। প্রায় এক বছর কিতাব খোঁজার পর আলী যা আবিষ্কার করলেন তা তিনি নিজের ভাষায় বলেছেন:

> আমি শিখেছি যে সমস্ত নবী ঈসাকেই নির্দেশ করেছিলেন। আমি পড়েছি যেখানে ঈসা নিজের সম্পর্কে বলছেন, “**আমিই**

> **পথ, সত্য আর জীবন।** আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না। আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর কথায় ঈমান আনে, **তার অনন্ত জীবন আছে। তাকে দোষী বলে স্থির করা হবে না।**” (ইউহোন্না ১৪:৬, ৫:২৪)

> এই আয়াত এবং অন্যান্য আয়াতগুলো আমাকে ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে বুঝতে এবং তাঁকে গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে যে: তিনিই একমাত্র মুক্তিদাতা যিনি আমার জন্য রক্ত ঝড়িয়েছেন এবং নাজাত নিশ্চিত করার জন্য মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন। আমি তাঁর উপর আমার ঈমান এনেছি কারণ তিনি আমার জন্য দুঃখভোগ করেছেন এমনকি আমার স্থানে আমার গুনাহের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। যেই মুহূর্তে আমি ঈমান এনেছি ঠিক সেই মুহূর্তেই যে শান্তি আমি আমার অন্তরে পেয়েছি তা আমি আগে কখনও পাই নাই। কি দারুন পরিবর্তন।
>
> আমি আর আমার অনন্তকালীন বিষয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হব না কারণ আমি জানি যে, প্রভু আমার সমস্ত গুনাহের জন্য সম্পূর্ন মূল্য প্রদান করেছেন যা আমাকে দোষী করেছিল। আমি এখন জানি যে আমি বেহেশ্তে যাব, আর তা আমার ভাল বিষয়ের জন্য নয়, বরং ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে নাজাতের অনুগ্রহের কারণে। এখন আমি সমস্ত কিছুতেই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাই, আর তা আমার নাজাত অর্জনের জন্য নয়, কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করেছেন এবং আমার মন পরিবর্তন করেছেন সেই জন্য।

আলীর জন্য গুনাহের যে অভিশাপ তা মুক্ত হয়েছে। আজ সে, তার স্ত্রী, এবং তার সন্তানেরা মৃত্যুর পর কোথায় যাবে তারা যে শুধুমাত্র সেটাই জানে এমন নয় বরং সেই সাথে তারা এটাও জানে যে কেন তারা এই দুনিয়াতে আছে: তাদের স্রষ্টা-নাজাতদাতাকে জানতে, মহব্বত করতে এবং তাঁর সেবা করতে এবং অন্যকেও পরিচালনা করতে যেন তারাও তাঁকে চিনতে পারে।

মৃত্যু: ঈমানদারদের সেবক

মসীহের এই দুনিয়াতে আসা, গুনাহের অভিশাপ থেকে মুক্তির পরিকল্পনার চূড়ান্ত ধাপের পরিপূর্ণতা এনেছে। তাঁর জীবন, মৃত্যু, কবরপ্রাপ্ত হওয়া, এবং পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তিনি গুনাহ্ ও মৃত্যুর

শকত দেয়াল ভেঙেগ দিয়েছেন। ক্রুশে টাঙগানো সেই ডাকাত, সেই নরখাদক, ইমা, শৌল, আলী, ব্রুনো, এবং যারা আল্লাহ্‌র বার্তার উপর ঈমান এনেছে তারা প্রত্যেকেই আশীর্বাদপ্রাপ্ত।

ঈসায়ী ঈমানদারদের জন্য এই নিষ্ঠুর মৃত্যুকে এমন একজন নম্র সেবক বা দাসের ভূমিকায় পুনঃ নিয়োগ দেয়া হয়েছে যার কাজ হল আল্লাহ্‌র আদেশমত বেহেশতের দরজা উন্মুক্ত করা। যেমন কালাম বলে: "মাবুদের কাছে তাঁর ভক্তদের **মৃত্যুর মূল্য অনেক বেশী**।"[২৩৯] (জবুর ১১৬:১৫)

"মূল্যবান" শবদটি যে "মৃত্যু"কে বর্ণনা করতে পারে তা কি কেউ কখনো ভেবেছিল? আল্লাহ্ কে শুকরিয়া যে তিনি এটা করেছেন— তাদের জন্য করেছেন যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে।

> "**মৃত্যু তোমার জয়** কোথায়? মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়? কিন্তু আল্লাহ্‌র ধন্যবাদ হউক। তিনি আমাদের ঈসা মসীহ্ দ্বারা আমাদের জয় প্রদান করেন।" (১করিন্থীয় ১৫:৫৫, ৫৭)

অতীতের পাপের অভিশাপ বাতিল হয়েছে।

২৮

২য় ধাপ: আল্লাহ্‌র বর্তমান কার্যাবলী

> “আমার শরীয়ত আমি তাদের মনের মধ্যে রাখব এবং তাদের দিলেও তা লিখে রাখব।”
>
> — মাবুদ (ইয়ারমিয়া ৩১:৩৩)

বেশিরভাগ লোক গুনাহের এই মারাত্মক অভিশাপের বিষয়ে খুব বেশি চিন্তা ভাবনা করে না, বরং বেশিরভাগ গোলামীর জীবনযাপন করে থাকে যাকে বলা হয় জীবনের প্রতিদিনের অভিশাপ।

দুনিয়ার বেশিরভাগ লোক দুর্ভাগ্য, অসুস্থতা এবং মৃত্যুর ভয়ে বাস করে। অনেকে খাবার কেনা বা ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত টাকা না থাকার বিষয়ে চিন্তা প্রকাশ করেন। অন্যরা দুর্ভাগ্য, কালো যাদু বা খারাপ চোখকে ভয় করে, তাদের সাথে উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলার বিষয়ে সতর্ক থাকে যেন কোনও খারাপ কথা শুনতে না হয় এবং তাদের সুখের পরিবর্তে দুর্ভাগ্য না আসে। অশুভ আত্মা ও বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য কিছু লোক নিজের উপর এবং তাদের সন্তানদের উপর এবং সেই সাথে তাদের বাড়ীতে তাবিজ-কবজ বেঁধে রাখে। সুরক্ষার জন্য অনেকেই পানীয় পান করেন বা মন্ত্র পাঠ করে থাকেন।[২৪০]

সৌভাগ্যক্রমে, যারা তাদের সৃষ্টিকর্তা-নাজাতদাতাকে জানেন এবং বিশ্বাস করেন তাদের এইরকম সতর্কতার প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি সমস্ত মন্দ শক্তির তা আসলই হোক বা কল্পনার হোক তার থেকে বেশি শক্তিশালী। মুমিনের জন্য ভয় পাওয়ার কিছুই নেই কারণ ঈসা মসীহের সবকিছুর উপরে ক্ষমতা আছে, এমনকি মৃত্যুর উপরেও।

শুধুমাত্র অনন্তকালীন জীবনের গুনাহের অভিশাপ থেকেই মুক্তি দিতে ঈসা মসীহ্‌ আসেননি বরং আমাদের প্রত্যেকদিনের জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে এসেছেন।

গুনাহ্‌ থেকে মুক্তি: ধাপ ২

কিতাবে বলা হয়েছে, “কিন্তু সন্তানেরা, তোমরা আল্লাহ্‌র। তোমরা সেই ভন্ডদের উপর জয়ী হয়েছ, কারণ এই দুনিয়াতে যে আছে, তার চেয়ে **যিনি তোমাদের অন্তরে আছেন তিনি মহান**।” (১ ইউহোন্না ৪:৪)

তিনি কে **যিনি** ঈমানদারদের **অন্তরে** আছেন?

ক্রুশে মৃত্যুবরণের পূর্বের রাতে ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন:

> “আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর **একজন সাহায্যকারীকে** পাঠিয়ে দেবেন, সেই সাহায্যকারীই **সত্যের রূহ্‌**। দুনিয়ার লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ তারা তাঁকে দেখতে পায় না এবং তাঁকে জানেও না।
>
> তোমরা কিন্তু তাঁকে জান, কারণ **তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন** আর **তোমাদের অন্তরে বাস করবেন**।
>
> আমি তোমাদের এতিম অবস্থায় রেখে যাব না; **আমি তোমাদের কাছে আসব**। তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই এই সব কথা আমি তোমাদের বলেছি। **সেই সাহায্যকারী**, অর্থাৎ **পাক-রূহ্‌** যাঁকে পিতা **আমার নামে** পাঠিয়ে দেবেন, তিনিই সব বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সেই সব তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন।
>
> আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি; দুনিয়া যেভাবে দেয় আমি সেইভাবে দিই না। **তোমাদের মন যেন অস্থির না হয় এবং মনে ভয়ও না থাকে**।” (ইউহোন্না ১৪:১৬-১৮, ২৫-২৭)

আরেকজন সাহায্যকারী

ঈসা তার সাহাবীদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি বেহেশ্‌তে ফিরে যাবার পর তাঁর পিতা তাদের জন্য “**আরেকজন সাহায্যকারী**” পাঠাবেন … “পাক রূহ”।

গ্রিক শবদ প্যারাকলেটস থেকে ইংরেজিতে হেলপার শবেদর অনুবাদ করা হয়েছে যার অর্থ হল, সাহায্যকারী, সান্তনাদানকারী, পরামর্শদাতা, উপদেষ্টা। কিতাবে প্যারাকলেটস আল্লাহ্‌র পুত্র এবং পাক-রূহ্‌ উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে।[২৪১]

যেভাবে পুত্র এই দুনিয়াতে এসেছিলেন আমাদের গুনাহের শাস্তি থেকে বাঁচাতে, সেভাবে, পাক-রূহ্‌ এসেছেন বিশ্বাসীদের গুনাহের শক্তি থেকে বাঁচাতে।

পাকরূহ সবসময় আল্লাহ্‌র সাথে ছিলেন, এমনকি পুত্রও সবসময় আল্লাহ্‌র কাছে ছিলেন। এই কারণে, আল্লাহ্‌র কিতাবে তাকে "**আল্লাহ্‌র** রূহ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।" (পয়দায়েশ ১:২)

অনেকেই মনে করেন যে এমনকি অনেকে বিশ্বাসও করেন যে,[২৪২] পাক-রূহ্ একজন ভবিষ্যতের নবী (বা ফেরেস্তা জিবরাইল ছিলেন!) যা কেবল নবীদের কিতাবগুলোর বিরোধীতা করে না, বরং তা মাবুদ ঈসা যা বলেছিলেন ও করেছিলেন তার বিরুদ্ধেও যায়।

ঈসা তার সাহাবীদের বলেছিলেন যে, তিনি ক্রুশে মারা যাবার পর আবার জীবিত হয়ে উঠবেন, এবং তিনি বেহেশ্তে ফিরে যাবেন যেন পাক-রূহ্ দুনিয়াতে আসতে পারে এবং যারা আল্লাহ্‌র বার্তায় ঈমান আনবে তাদের অন্তরে বসবাস করতে পারেন। পুত্র উপরে যাবেন এবং রূহ্ নিচে আসবেন। ঈসা তাঁর সাহাবীদের বলেছেন: "আমি তোমাদের সত্যি কথা বলছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই **সাহায্যকারী** তোমাদের কাছে আসবেন না। কিন্তু **আমি যদি যাই তবে তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব**।" (ইউহোন্না ১৬:৭)

ইতিহাসের এই মুহূর্ত পর্যন্ত, পাক-রূহ্ বিশ্বাসীদের সাথে মাঝে মাঝে তাদের ক্ষমতা, পরিচালনা ও আশীর্বাদ করার জন্য ছিলেন। যাহোক, ঈসা সবার গুনাহের সমস্যা সমাধান করার পরেই পাক-রূহ্ বিশ্বাসীদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাস করতে পারবেন।

ঈসা মসীহ্ একটা বিশেষ সময়ের কথা ঘোষণা করেছিলেন। "সেই সাহায্যকারীই সত্যের রূহ্। তিনি **তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন** আর তোমাদের দিলে বাস করবেন।" (ইউহান্না ১৪:১৭)

পাক-রূহের আগমন

ঈসা মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠার পরে, কিতাব বলে:

> "সেই সময় একদিন ঈসা যখন সাহাবীদের সঙ্গে ছিলেন তখন তাঁদের এই হুকুম দিয়েছিলেন, "তোমরা জেরুজালেম ছেড়ে যেয়ো না, বরং **আমার পিতার ওয়াদা করা যে দানের কথা** তোমরা আমার কাছে শুনেছ **তার জন্য অপেক্ষা কর**। ইয়াহিয়া পানিতে তরিকাবন্দী দিতেন, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে পিতার সেই ওয়াদা অনুসারে **পাক-রূহে** তোমাদের তরিকাবন্দী হবে। **তবে পাক-রূহ্ তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর জেরুজালেম, সারা এহুদিয়া ও সামেরিয়া প্রদেশে এবং দুনিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।"** (প্রেরিত ১: ৪-৫, ৮)

পঞ্চাশত্তমীর দিনে ঠিক এটাই ঘটেছিল,[২৪৩] ঈসা পুনরুত্থানের পঞ্চাশ দিন পরে এবং তিনি বেহেশ্তে যাওয়ার দশ দিন পরের ঘটনা।

> "এর কিছু দিন পরে পঞ্চাশত্তমী-ঈদের দিনে সাহাবীরা [পুরুষ এবং মহিলা মিলে ১২০ জন ঈমানদার (প্রেরিত ১:১৪)] এক জায়গায় মিলিত হলেন। তখন হঠাৎ আসমান থেকে জোর বাতাসের শব্দের মত একটা শব্দ আসল এবং যে ঘরে তাঁরা ছিলেন সেই শব্দে সেই ঘরটা পূর্ণ হয়ে গেল। সাহাবীরা দেখলেন আগুনের জিভের মত কি যেন ছড়িয়ে গেল এবং সেগুলো তাঁদের প্রত্যেকের উপর এসে বসল। **তাতে তাঁরা সবাই পাক-রূহে পূর্ণ হলেন।"** (প্রেরিত ২:১-৪)

নতুন নিয়মের প্রেরিত কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই চমকপ্রদ ঘটনার কথা লেখা আছে। পাক রূহের শক্তিতে ঈসার সাহাবীরা বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় ও লোকদের সামনে যারা এশিয়া, আরবও দুনিয়ার অন্যান্য স্থানে থেকে জেরুজালেমে জড়ো হয়েছিল তাদের কাছে আল্লাহ্‌র সুখবর ঘোষণা করতে শুরু করলেন।

সেই একই দিনে পাক-রূহ্ তিন হাজার বিশ্বাসীদের উপরে এসেছিলেন যারা আল্লাহ্‌র বার্তায় ঈমান এনেছিল এবং অনন্ত জীবনের উপহার গ্রহণ করেছিল। বিশ্বাসীদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলো।

প্রেরিত পুস্তকে এই বিষয়ে লিপিবদধ আছে যে, কিভাবে পুনরুত্থিত মসীহের সুখবর সম্পূর্ণ রোম সামরাজ্যের প্রাথমিক ঈসায়ীদের কাছ ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ঘটনা কোন তলোয়ারের শক্তি দিয়ে নয় কিন্তু আল্লাহ্‌র মহব্বত এবং পাক-রূহের দ্বারা সমস্ত রোম সাম্রাজ্যের ছড়িয়ে পড়েছিল।

ডেকে আনা

বর্তমানে এই দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র প্রধান কাজ হল "অন্য লোকদের (জাতি) তাঁর নামের জন্য ডেকে আনা।" (প্রেরিত ১৫:১৪)

পঞ্চাশত্তমীর দিনে পাক রূহের আগমন বিশ্বাসীদের একটি বিশেষ পরিবারের জন্ম দেয় যার নাম হল মন্ডলী। মন্ডলীর সঠিক গ্রিক শব্দ হল একলেসিয়া, যার সাধারণ অর্থ হল, সমাবেশ অথবা ডেকে আনা। বর্তমান সময়ে মন্ডলী শব্দটি অনেক ডিনোমিনেশনের ভুল ধারণার ধাঁধার মধ্যে ডুবে আছে। অনেক লোক যারা নিজেদের ঈসায়ী বলে দাবি করেন, তাদের জীবনযাপন সরাসরি ঈসার নামকে অসম্মান করে। অনেকেরই ধর্ম আছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সত্যিকারে

সম্পর্ক নাই। তারা কখনো তাদের গুনাহ্‌ ঈসা মসীহের রক্তে ঈমান আনার মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার করে নাই।

সুসংবাদ হল এই যে, আল্লাহ্‌ সব জায়গায় সমস্ত লোকদেরকে তাঁর পুত্রের প্রতি ঈমান আনার জন্য, তাঁর বিশেষ নতুন সৃষ্টি হওয়ার জন্য, এবং ঈমানদারদের পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান যারা তাঁর সাথে অনন্তকাল থাকবে।

ঈসা মসীহের আসার আগে যারা আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার উপর ঈমান এনেছে (পুরাতন নিয়মে) তারাও তাঁর পরিবারে সদস্য, কিন্তু শুধু তারাই ঈসা মসীহের "জীবন্ত মন্ডলীর দেহ হিসাবে পরিচিত হবে যারা "ঈসা আসার পর" তাঁর উপর ঈমান এনেছে। মন্ডলীকে বলা হয় "ঈসা মসীহের দেহ" এবং "কনে"। [২৪৪] যারা ঈসা মসীহের উপর ঈমান এনেছে, কিতাবে তাদেরকে বলা হয়েছে:

> "কিন্তু তোমরা তো "**বাছাই করা বংশ হয়েছ**; তোমাদের দিয়ে গড়া হয়েছে ইমামদের রাজ্য; **তোমরা পবিত্র জাতি ও তাঁর নিজের বান্দা** হয়েছ;" যেন অন্ধকার থেকে যিনি তোমাদের তাঁর আশ্চর্য নূরের মধ্যে ডেকে এনেছেন তোমরা তাঁরই গুণগান কর।" (১ পিতর ২:৯-১০)

সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্‌ কিভাবে মানুষকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন তা কিতাবের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আছে কীভাবে আদম গুনাহ্‌ করে নিজেদেরকে এবং সমস্ত মানবজাতীকে আল্লাহ্‌র কাছে থেকে আলাদা করেছেন। যাহোক, কিতাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে আল্লাহ্‌ অশুচি গুনাহগার লোকদের পুনরায় "তাঁর বিশেষ লোক" তৈরী করার জন্য কি কি করেছেন।

আপনি কি আল্লাহ্‌র বিশেষ লোকদের মধ্যে একজন? যদি হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি ইতিমধ্যেই আল্লাহ্‌র অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার কার্যক্রমের দ্বিতীয় ধাপে আছেন।

নাজাতপ্রাপ্ত এবং সীলমোহরযুক্ত

একজন গুনাহগার যিনি আল্লাহ্‌র দেয়া নাজাতের উপহার গ্রহণ করেন তার জীবনে পাক-রূহ্‌ সর্বপ্রথম যে কাজ করেন তা হল তাকে নতুন জীবন দান করেন। যারা তাদের নির্ভরতা নিজেদের উপর করার পরিবর্তে ঈসা মসীহের উপরে করেন এবং ক্রুশের উপরে তাদের জন্য তিনি যা করেছেন তা বিশ্বাস করেন, পাক-রূহের মধ্যে দিয়ে তারা রূহানিক ভাবে নতুন জন্ম লাভ করে।

ঈসা বললেন,

> “মানুষ থেকে যা জন্মে তা মানুষ, আর যা পাক-রূহ্ থেকে জন্মে তা রূহ্। আমি যে আপনাকে বললাম, **আপনাদের নতুন করে জন্ম হওয়া দরকার**, এতে আশ্চর্য হবেন না। আল্লাহ্ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন **যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়**।”
> (ইউহোন্না ৩:৬-৭; ১৬)

“নতুন জন্ম” গ্রহণ করা কি দারুন বিষয়! একজন গুনাহগারের জন্য পুনরায় রূহানিকভাবে জন্মগ্রহণ করা হল জীবন্ত আল্লাহ্র একান্ত কাজ। নতুন ভাবে জন্মগ্রহণ করা সম্ভব কারণ পিতা তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছেন, পুত্র গুনাহের জন্য তাঁর রক্ত ঢেলে দিয়েছেন, এবং পাক-রূহ্ ঈমানদারদের নতুন জীবন দান করেন।

পাক-রূহ্ আমাদের শুধুমাত্র অনন্তজীবনই দান করেন না; তিনি আমাদেরকে চিরদিনের জন্য সীলমোহর করে দেন। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্র সম্পত্তি তৈরী করেন আমার অন্তরে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। সেই সাথে যখন দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার সময় আসে তখন তিনি আমাদেরকে পিতার বাড়ীতে যাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

> “আর তোমরাও সত্যের কালাম, অর্থাৎ নাজাত পাবার সুসংবাদ শুনে মসীহের উপর ঈমান এনেছ। **মসীহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছ বলে আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা করা পাক-রূহ্ দিয়ে তোমাদের সীলমোহর করে রেখেছেন**।” (ইফিষীয় ১:১৩-১৪)

কোন কিছুই একজন সত্যিকার বিশ্বাসীর কাছ থেকে তার অনন্তকালীন নাজাত কেড়ে নিতে পারে না। “পাক রূহ … তার **নিশ্চয়তা** দেয়।”

আবারও গুনাহ্ করার জন্য মুক্ত হওয়া?

সময়ের সাথে সাথে, শুনতে পাই যে লোকেরা অবহেলার সাথে বলে, “ঠিক আছে, আমাকে যেটা করতে হবে তা হল বেহেশতে যাওয়া নিশ্চিত করার জন্য ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনতে হবে যে ঈসা আমার গুনাহের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং আমি যথারীতি গুনাহ্ করে যেতে পারি, তাই নয় কি?”

এই একই যুক্তি ব্যবহার করে, কেউ যদি আপনাকে অনেক হতাশা থেকে রক্ষা করে থাকে, তাহলে আপনি কি আপনার রক্ষাকারীকে বলবেন যে, “ধন্যবাদ! আমি এখন পুনরায় হারিয়ে যাওয়ার জন্য মুক্ত!”?

অথবা একজন পাওনাদার যদি আপনার বড় একটি পাওনা ক্ষমা করে দেন, তখনও কি আপনি ইচছা করেই এমন কাজ করবেন যা তাকে অসন্তুষ্ট করে?

অথবা আপনি যদি পরিষ্কার-পরিচছন্ন জামা-কাপড় পরেন, আপনি কি মনে করেন যে, "ভাল! আমি এখন ময়লার মধ্যে নামতে পারি!"?

এই রকম মন মানসিকতা অভাবনীয়।

তাহলে যখন গুনাহ্ এবং তার ফলাফলের বিষয় আসে তখন কেন আদমের বংশধরেরা এমন চিন্তা করে?

উত্তরটি অবশ্যই দুঃখজনক। আমাদের অন্তরে গুনাহের একটা শক্তিশালী প্রভাব আছে, এমনকি আমাদের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য যে, গুনাহ্ ভালো এবং এটা স্বাভাবিক। অবশ্যই, এসব কথা নতুন কিছু না। আদম এবং হাওয়া তারাও জ্ঞানবান হওয়ার **ইচ্ছায়** নিষিদ্ধ ফল খেয়ে সেই একই গুনাহ্ করেছিলেন। (পয়দায়েশ ৩:৬)

এটা বোঝা প্রয়োজন যে একজন গুনাহগার যে মুহূর্ত থেকে আল্লাহ্র বার্তার উপর ঈমান আনে, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই সে আর গুনাহের মধ্যে থাকে না। সেই পাওনা বোঝা সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা হয়ে গেছে। ঈমানদারেরা এখন মসীহের খাঁটি ধার্মিকতার পোশাক পরেছে।

পাক-রূহ্ নতুন জন্মপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে এই পাক-পবিত্র বোধশক্তি তৈরী করে যে গুনাহ্ একটি খারাপ বিষয়, ভাল বিষয় নয়। সেই সাথে তিনি আল্লাহ্র লোকদেরকে উৎসাহিত করেন যেন তারা এমন জীবন যাপন করেন যা তাঁর পাক চরিত্র এবং আচার ব্যবহারকে প্রকাশ করে। বেহেশ্তের পরিবারের সদস্য হিসেবে, নতুন জন্মপ্রাপ্ত লোক তার পরিবারের সম্মান রক্ষা করার জন্য জীবন যাপন করবে।

প্রত্যেক সত্যিকারের বিশ্বাসীদের জীবনে বেহেশ্তী ব্যক্তিত্ব বাস করেন। আর তাই যখন বিশ্বাসীরা পাক-রূহ্ এবং মাবুদের জন্য জীবন যাপন করাকে অস্বীকার করেন তখন কিতাব তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য এই কথা বলে:

> "তোমরা আল্লাহ্র পাক-রূহ্ কে **দুঃখ দিয়ো না**, যাঁকে দিয়ে আল্লাহ্ মুক্তি পাবার দিন পর্যন্ত **তোমাদের সীলমোহর করে রেখেছেন।"** (ইফিষীয় ৪:৩০)

ঈসা মসীহে বিশ্বাসীরা কখনোই তাদের নাজাত হারাতে পারে না যা তারা ঈমান আনার মধ্য দিয়ে পেয়েছে, কিন্ত তারা কাফেরদের মত জীবন-যাপন করে "পাক-রূহকে কষ্ট দিতে পারে"। যখন মাবুদের লোকেরা এই দুনিয়ার **মধ্যে** থাকে তখন তারা আর এই দুনিয়ার নয়, যেমন (তিনি) এই দুনিয়ার নন।" (যোহন ১৭:১৬)

এমনকি মাবুদ ঈসা এই দুনিয়ার নাপাক কাজকে ঘৃণা করতেন, তাই তাঁর সাহাবীদের উচিত তা করা।

> “তাহলে কি আমরা এই বলব যে, আল্লাহ্‌র রহমত যেন বাড়ে সেইজন্য আমরা গুনাহ্‌ করতে থাকব? **নিশ্চয়ই না।** গুনাহের দাবি-দাওয়ার কাছে তো আমরা মরে গেছি; তবে কেমন করে আমরা আর গুনাহের পথে চলব?” (রোমীয় ৬:১-২)

> “সেইজন্য তোমাদের গুনাহ-স্বভাবের মধ্যে যা কিছু আছে তা ধ্বংস করে ফেল। তাতে আছে সব রকম জেনা, নাপাকী, কুবাসনা, খারাপ ইচছা এবং লোভ যাকে এক রকম প্রতিমাপূজা বলা যায়। যারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য তাদের উপর এই সব কারণেই আল্লাহ্‌র গজব নেমে আসছে। তোমরাও আগে ঐ রকম ভাবেই চলতে, কিন্তু এখন রাগ, মেজাজ দেখানো, হিংসা, গালাগালি এবং খারাপ কথাবার্তা তোমাদের কাছ থেকে দূর কর। একজন অন্যজনের কাছে মিথ্যা কথা বোলো না, কারণ **তোমাদের পুরানো “আমি” কে** তার কাজ শুদধ কাপড়ের মত ছিঁড়ে ফেলে **তোমরা তো নতুন “আমি” কে পরেছ**। এই নতুন “আমি” আরও নতুন হতে হতে **তার সৃষ্টিকর্তার মত হচেছ,** যেন সেই সৃষ্টিকর্তাকে তোমরা পরিপূর্ণভাবে জানতে পার।”
> (কলসীয় ৩: ৫-১০)

বিশ্বাসীদের মধ্যে আল্লাহ্‌র জীবন

এমনকি আল্লাহ্‌র পুত্র এসেছেন ঈমানদারদেরকে গুনাহের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে, আর আল্লাহ্‌র রূহ্‌ এসেছেন ঈমানদারদের প্রতিদিনের গুনাহ্‌ থেকে রক্ষা করার জন্য।

এটা কিভাবে কাজ করে, এখানে বলা হল।

যে মুহূর্ত থেকে একজন ব্যক্তি মসীহের উপরে ঈমান আনে এবং রূহানীকভাবে জীবন যাপন করে তখন আল্লাহ্‌র রূহ্‌ সেই ব্যক্তির মধ্যে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়। পাক-রূহ্‌ ঈমানদারদের মধ্যে নতুন স্বভাব স্থাপন করেন যা মাবুদকে সন্তুষ্ট করতে চায়। এটার অর্থ এই নয় যে সে স্বার্থপর, এবং গুনাহের স্বভাব পরিবর্তিত হয়েছে। এই গুনাহের স্বভাব তখনই সম্পূর্ণভাবে দূর হবে যখন আমরা বেহেশতে আল্লাহ্‌র সঙেগ থাকব। এই দুনিয়াতে থাকাকালীন সময়ে ঈমানদাররা সম্পূর্ণ গুনাহের স্বভাব থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। যাহোক, যখন তারা মাবুদকে অসন্তুষ্ট করেন তখন তাদের গভীর শোক করা উচিত। [২৪৫]

প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জীবনে পুরাতন স্বভাব (আদম থেকে পাওয়া) এবং নতুন স্বভাবের (পাক-রূহের মাধ্যমে পাওয়া) মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। অন্তরে বাস করা ঈসা মসীহের রূহ্ ঈমানদারদেরকে একটি আকাঙ্ক্ষা তৈরী করে যাতে তারা আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করতে পারে। তিনি তাঁর লোকদের এই শিক্ষা দেন যে, যদিও গুনাহ্ "**অল্প সময়ের** জন্য আনন্দ দিতে পারে" (ইবরানী ১১:২৫), "কিন্তু তার শেষ ফল হল **মৃত্যু** ... কিন্তু এখন তোমরা **গুনাহের হাত থেকে ছাড়া** পেয়ে আল্লাহ্র গোলাম হয়েছ। তাতে লাভ হল এই যে, তোমরা **পবিত্রতায় বেড়ে উঠছে**।" (রোমীয় ৬:২১-২২) পাক-রূহ্ বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশাল পরিবর্তন সৃষ্টি করে।

"পাক-রূহের ফল হল:
মহব্বত, আনন্দ, শান্তি,
সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব,
বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও নিজেকে দমন।
এই সবের বিরুদ্ধে কোন আইন নেই।" (গালাতীয় ৫:২২-২৩)

নিজের ধর্মীয় প্রচেষ্টা কখনও রূহানিক ফল প্রদান করে না। যখন ধর্মীয় নিয়ম কানুন একজন ব্যক্তির বাহ্যিক আচরনকে নিয়ন্ত্রন করে তখন পাক-রূহ্ একজন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ স্বভাব পরিবর্তন করে।

আল্লাহ্ আপনার জীবনের পরিচালক হতে চান। অনুসরণ করার জন্য অনেক বড় বড় নিয়মকানুন এর তালিকা না দিয়ে বরং তিনি আপনার জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী হতে চান। তিনি আপনার মধ্যে বাস করতে চান যেন তিনি আপনার মধ্য দিয়ে অন্যদের দোয়া করতে পারেন এবং তাঁর নিজের নামের গৌরব হয়।

তালিকা নাকি মহব্বত?

গল্পটি এমন একজন লোকের বিষয়ে যার স্ত্রী মারা গিয়েছে। সেই লোকটি তার বাড়ী পরিষ্কার করার জন্য এবং কাপড় ধোয়ার জন্য একজন মহিলাকে নিযুক্ত করেন যিনি সপ্তাহে তিন দিন কাজের জন্য আসেন। লোকটি সেই মহিলাকে দিয়ে যে কাজটি করাতে চান তার একটি তালিকা তৈরী করে ফ্রিজের গায়ে লাগিয়ে রাখেন যেন সেই মহিলা সেই অনুসারে তার কাজ করতে পারে। এবং অবশ্যই তিনি মহিলার কাজের জন্য তাকে বেতন দেন।

সময়ের সাথে সাথে লোকটি সেই মহিলাকে ভালবাসতে শুরু করেন এবং সেই মহিলাকে তার স্ত্রী হতে বললেন। সেও তা মেনে নিলেন। তাদের বিবাহের পর, সেই লোকটি কাজের তালিকাটি ফ্রিজ

থেকে তুলে ফেললেন। সেই লোকটি তাকে বেতন দেওয়াও বন্ধ করে দিলেন। কেন? কারণ সেই “কাজের মহিলাটি” এখন তার প্রিয় স্ত্রী হলেন! এখন তিনি আনন্দের সঙেগ বাড়িটি পরিষ্কার করেন, কাপড় পরিষ্কার করেন এবং বাড়ির এমন সমস্ত কাজ করেন, যা তালিকার মধ্যে কখনোই ছিল না। কেন? কারণ সে তার স্বামীকে ভালবাসেন এবং তাকে সন্তুষ্ট করতে চান এবং তার সেবা করেন। সেই ফ্রিজের কাজের তালিকা এখন তার হৃদয়ে লেখা আছে।

আল্লাহ্‌ তাঁর নিজের লোকদের প্রতিও এমনটি করে থাকেন।

> “পরে আমি বনি-ইসরাইলদের জন্য যে ব্যবস্থা স্থাপন করব তা হল, আমার শরীয়ত আমি **তাদের মনের মধ্যে** রাখব এবং **তাদের দিলেও তা লিখে রাখব**। আমি তাদের আল্লাহ্‌ হব আর তারা আমারই বান্দা হবে।” (ইয়ারমিয়া ৩১:৩৩)

এই ফ্রিজের তালিকার মতই লোকেরা ধর্মকে একটি বড় কাজের তালিকার মত চিন্তা করে যা তাদের সম্পূর্ণ করতে হয় এই চিন্তা নিয়ে যে যদি আল্লাহ্‌ চান তাহলে হয়তো বিচারের দিনে প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমরা ক্ষমা পেয়ে যাব।

গৌরবের আল্লাহ্‌ আপনার সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। তিনি যে শুধুমাত্র আপনার শাস্তি বহন করেছেন এবং আপনাকে আখেরী জীবন দান করেন তাই নয় বরং সেই সাথে তিনি আপনার মধ্যে আসতে চান এবং পাক-রূহের মধ্যে দিয়ে আপনার অন্তরে বাস করতে চান যদি আপনি তাঁর দেয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

যা আপনি কখনই পূর্ণ করতে পারবেন না এমন কোন বড় কাজের তালিকা আপনার উপরে চাপিয়ে দেয়ার পরিবর্তে তিনি আপনাকে একটি আকাঙক্ষা দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন যেন আপনি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেন এবং মহব্বত ভরা হৃদয় নিয়ে তাঁর সেবা করতে পারেন। মহব্বতে পূর্ণ একটি সম্পর্ক ভাল কাজের জন্য যে উৎসাহ দিতে পারে তা কোন ধর্মীয় নিয়ম-কানুনের তালিকা দিতে পারে না। এই কারনেই:

> “... **মহব্বতের** মধ্য দিয়েই সমস্ত শরীয়ত পালন করা হয়।” (রোমীয় ১৩:১০)

ধর্ম আপনাকে নতুন জীবন ও বেহেশতের একটি প্রতিশ্রুতি দিতে পারে কিন্তু পাক-রূহ্‌ই কেবল তা আমাদেরকে দিতে পারেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আপনাকে আল্লাহ্‌র মহব্বত, আনন্দ, শান্তি ও অনন্ত সুরক্ষায় পূর্ণ করতে পারেন।

> “এই আশা আমাদের লজ্জায় ফেলে না, কারণ আল্লাহ্ তাঁর দেওয়া **পাক-রূহের দ্বারা আমাদের দিল তাঁরই মহব্বত দিয়ে পূর্ণ করেছেন।**” (রোমীয় ৫:৫)

আনন্দচিত্তে বাধ্যতা

অবশ্যই, বিশ্বাসীরা যখন প্রভুকে ও লোকদেরকে তাদের সমস্ত অন্তরের মহব্বত দিয়ে সেবা করে তখন এর অর্থ এই নয় যে, তারা বাধ্য হওয়ার জন্য তাদের কোন আদেশ নেই। উদাহরণস্বরূপ, ঈসা বেহেশ্তে ফিরে যাওয়ার আগে তাঁর সাহাবীদের বলেছেন:

> “তখন ঈসা কাছে এসে তাঁদের এই কথা বললেন, “বেহেশতের ও দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে। এইজন্য **তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার উম্মত কর**। পিতা, পুত্র ও পাক-রূহের নামে **তাদের তরিকাবন্দী দাও।** আমি তোমাদের যে সব হুকুম দিয়েছি **তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও**। দেখ, যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময় আমি তোমাদের সঙেগ সঙেগ আছি।” (মথি ২৮:১৮-২০)

ঈসা মসীহ্ তাঁর অনুসারীদের নাজাতের সুখবর “সমস্ত দুনিয়াতে” প্রচার করতে আদেশ দিয়েছেন। একজন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাজাত গ্রহণ করার পরে, তাঁকে এই শিক্ষা দেওয়া উচিৎ যেন সে ঈসা যা আদেশ করেছেন সেই “সমস্ত কিছু ভালোভাবে দেখা”। যেমন, ঈসা তাঁর সাহাবীদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যেন তারা তাদের শত্রুদেরকে মহব্বত করে এবং সবার আনন্দের সাথে দাসরূপ নেতা হয়ে উঠে। ঈসা মসীহের সাহাবীদের মনোভাব এমন হওয়া উচিত যেন তারা সমস্ত দুনিয়াতে একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌কে জানাতে, তাঁর উপর নির্ভর করতে এবং তাঁর গৌরব ছড়িয়ে দিতে পারে।

সেই সাথে ঈসা তাঁর সাহাবীদের বলেছেন যেন তারা নতুন বিশ্বাসীদেরকে “পিতা, পুত্র এবং পাক রূহের নামে তরিকাবন্দি দেন।” এটা লক্ষ্য করেন যে “তাঁর **নামে**” (একবচন), (বহুবচন) নয়। শুধুমাত্র যারা নিজেদেরকে অসহায় গুনাহগার হিসাবে গন্য করেন এবং মাবুদ ঈসার মৃত্যু, জীবনও পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে, তারাই একমাত্র সত্য আল্লাহ্ যিনি পিতা, পুত্র এবং পাক-রূহ, তাঁর সাথে অনন্তকালীন সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে।

যারা আল্লাহ্‌র বার্তায় ঈমান আনে তা দেখানোর জন্য তারা নদীর পানিতে বা অন্য কোন স্থানের পানিতে তরিকাবন্দি নিয়ে থাকে।

বাপ্তিস্ম বা তরিকাবন্দি কেন?

একজন ঈমানদারের কী গুনাহ্ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে পানিতে ডুব দেয়া প্রয়োজন? না, ঈসা মসীহ্ বিশ্বাসীদের জন্য তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যা করেছেন তার মধ্যে দিয়ে ইতিমধ্যেই তাদের গুনাহ্ থেকে আল্লাহ্ পরিষ্কার করে দিয়েছেন এবং ধার্মিক বলে গণ্য করেছেন। পানিতে তরিকাবন্দী হল অভ্যন্তরীণ সত্যতার একটি বাহ্যিক চিহ্ন। যখন আমরা আল্লাহ্র বার্তায় ঈমান আনি, তখন আমাদের নাজাতদাতা ও নতুন মালিকের প্রতি বাধ্যতা দেখানোর জন্য পানিতে তরিকাবন্দী নেওয়া উচিত, কিন্তু এটা এমন নয় যে তরিকাবন্দী নিলেই আমরা বেহেশ্তের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ি। [২৪৬]

তাহলে তরিকাবন্দী কিসের জন্য উপযুক্ত? এটি বাহ্যিকভাবে একজন ঈসায়ী ঈমানদারের পরিচয় বহন করে যে তিনি ঈসা মসীহের মৃত্যু, কবরপ্রাপ্ত হওয়া, এবং পুনরুত্থানের উপর ঈমান এনেছেন। একজন বিশ্বাসীর কাছে পানিতে তরিকাবন্দী হল আল্লাহ্র মুক্তির পরিকল্পনার উপর ঈমান ঘোষণা করা। পানি মৃত্যুকে প্রতিফলিত করে। যখন একজন ব্যক্তিকে পানির নিচে ডুবানো হয়, তখন এটা বোঝানো হয় যে “ঈসা আমার গুনাহের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং কবরপ্রাপ্ত হয়েছেন।” এবং যখন সে পানির মধ্য থেকে উঠে আসে তখন এটা প্রকাশিত হয় যে “ঈসা আমার জন্য মৃত্যুকে জয় করেছেন।” কারন তিনি আমার জন্য তাঁর মৃত্যুবরণ করা, কবরপ্রাপ্ত হওয়া, এবং পুনরুত্থিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এটা বোঝা যায় যে, আমি গুনাহ্ থেকে পরিষ্কৃত হয়েছি, ধার্মিক গণিত হয়েছি এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়েছি।”

বিষয়টি ভুল বুঝবেন না। আল্লাহ্র সামনে একজন গুনাহগারের গ্রহণযোগ্য তাকে বল ঈসা মসীহের নিখুঁত ধার্মিকতা ও শেষ করা কাজের মধ্যে দিয়েই পাওয়া যায়। একজন ক্ষমা প্রাপ্ত গুনাহগার হিসাবে, আমি জানি যে আমি সদাপ্রভুর সাথে চিরকাল বেঁচে থাকব। আমি ভাল সেই জন্য নয় বরং আমি “**তাঁর মধ্যেই** রয়েছি।” “শরীয়ত পালন করবার দরুন যে আমি ধার্মিকতা নয়, কিন্তু মসীহের উপর ঈমানের দরুন আল্লাহ্ আমাকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেছেন। এই **ধার্মিকতা আল্লাহ্র কাছ থেকে আসে এবং তা ঈমানের উপর ভরসা করে**।” (ফিলিপীয় ৩:৯)

ধর্মীয় ব্যক্তিরা আপনাকে শিক্ষা দিবে যেন আপনি নিজের দিকে লক্ষ্য করেন এবং নিজের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করেন। কিন্তু আল্লাহ্র সুখবর আপনাকে ঈসা মসীহ্ এবং তাঁর অনবদ্য ধার্মিক তার দিকে লক্ষ্য করতে শিক্ষা দিবে।

ঈমানদারদের জন্য কোন বিচার নেই?

গুনাহগারদের অনন্তকালীন শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্য ঈসা প্রয়োজনীয় যা কিছু করেছেন তা অনেকের মনেই আরেকটি প্রশ্ন তৈরি করে। একজনই-মেইলে জিজ্ঞাসা করেছেন:

> বিষয় ইমেইলের মতামত
>
> গুনাহগার মানুষের গুনাহ্ থেকে মুক্তির জন্য ঈসা যদি ক্রুশে তাঁর রক্ত ঝরান, তাহলে কি বিচার দিনের যে উদ্দেশ তা বাতিল হয়ে যাবে?

না, আমাদের গুনাহের জন্য সলিবে ঈসার জীবন দেওয়া এটা বাতিল ঘোষণা করেনা যে ঈমানদারকে আল্লাহ্‌র কাছে তাদের সব কিছুর হিসাব দিতে হবে না। কিতাব বলে: "বিচার শুরু হবার সময় হয়েছে এবং **তা আল্লাহ্‌র পরিবারের লোকদের থেকেই শুরু করা হবে।** আর যদি সেই বিচার আমাদের থেকেই শুরু করা হয় তবে যারা আল্লাহ্‌র দেওয়া সুসংবাদ মেনে নেয়নি তাদের অবস্থা কি হবে?" (১ পিতর ৪:১৭)

দুই রকম বিচারের দিন

কিতাবে দুই রকম আলাদা আলাদা বিচারের দিনের কথা বর্ণনা আছে। প্রথমে ধার্মিকদের পুনরুত্থান ও বিচার হবে এবং তার পরে, অন্যায়কারীদের পুনরুত্থান ও বিচার হবে। [২৪৭]

• **ধার্মিকদের বিচার**: আপনি এই বিচার দিনের অংশ হতে চান। এই দিনে ঈসার বিচারের জায়গায় এমন কোন প্রশ্ন হবে না যে কারা বেহেশতে যাবে আর কারা নরকে যাবে। এই দুনিয়াতে থাকাকালীন সময়ে যারা ঈসার উপর ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার উপহার গ্রহণ করেছে তারা ইতিমধ্যেই বেহেশতে উপস্থিত থাকবে। যাহোক, ঈমানদারেরা তাদের কাজের মূল্যের উপর ভিত্তি করে তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পুরস্কার পাবে অথবা শাস্তি পাবে। একজন ঈমানদার যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করেছে এবং নম্র ভাবে অন্যের সেবা করেছে, কষ্টের সময়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখেছে, মহব্বত করেছে, এবং তাঁর কালাম প্রচার করেছে, এবং মাবুদের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে তারা পুরস্কৃত হবে। যেখানে একজন আত্মকেন্দ্রিক ঈমানদার "যার ক্ষতি হবে; সে রক্ষা পাবে, কিন্তু তা শুধুমাত্র আগুনের শিখার মধ্য থেকে বেঁচে যাওয়া" (দেখুন ১ করিন্থীয় ৩:১১-১৫)। কিতাবুল মোকাদ্দসে পাঁচটি পৃথক "মুকুটের" কথা লেখা আছে যা বিশ্বাসীরা গ্রহণ করবেন এবং কৃতজ্ঞতার

সাথে এবাদতে প্রভুর পায়ে দিবে। ২৪৮ “বিচারের জন্য আমরা **সবাই** তো আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াব। তাহলে দেখা যায়, **আমাদের প্রত্যেককেই** নিজের বিষয়ে আল্লাহ্‌র কাছে হিসাব দিতে হবে।” (রোমীয় ১৪:১০-১২)

• **অধার্মিকদের বিচার**: আপনি কখনোই এই ভয়ানক বিচারের অংশ হতে চাইবেন না যাকে বলা হয় সাদা সিংহাসনের বিচার। এই ভয়ানক ঘটনা তাদের জন্য ঘটবে যারা এই দুনিয়ায় থাকাকালীন সময়ে আল্লাহ্‌র নাজাতে নিয়মের উপর ঈমান না এনে মারা গিয়েছে। সেখানে এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকবে না যে তারা কোথায় যাবে বেহেশ্‌তে অথবা নরকে। প্রত্যেককে নরকের আগুনের হ্রদে ফেলে শাস্তি দেয়া হবে, যদিও তাদের প্রত্যেকের শাস্তির পরিমাণ তাদের কাজ অনুযায়ী আলাদা আলাদা হবে। “**প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে** বিচার করা হল। পরে মৃত্যু ও কবরকে আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল। এই আগুনের হ্রদে পড়াই হল দ্বিতীয় মৃত্যু। যাদের নাম সেই জীবন্ত কিতাবে পাওয়া গেল না, তাদেরও আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল।” (প্রকাশিত কালাম ২০:১১-১৫)

সুখবর হল এই যে যারাই এই লেখা পড়ছেন তাদের আর ধ্বংস হতে হবে না কারণ মাবুদ ঈসা সবাইকে গুনাহের শাস্তির থেকে বাঁচানোর জন্য এই সুযোগ দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র সন্তান

আপনি ইতিমধ্যে দেখেছেন যে, যে মুহূর্ত থেকে আপনি মাবুদ ঈসা ও আপনার জন্য তিনি যা করেছেন তাঁর উপর ঈমান এনেছেন তখন থেকেই আপনি আল্লাহ্‌র পরিবারের সদস্য হয়ে পড়েছেন।

আল্লাহ্ আর বেশি দূরে থাকবেন না।
তিনি আপনার পিতা হবেন।

> “তবে যতজন তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁকে গ্রহণ করল তাদের প্রত্যেককে তিনি **আল্লাহ্‌র সন্তান** হবার অধিকার দিলেন।” (ইউহোন্না ১:১২) **“তোমরা সন্তান বলেই আল্লাহ্ তাঁর পুত্রের রূহকে তোমাদের দিলে থাকবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।** সেই রূহ্ আল্লাহ্‌কে **আব্বা**, অর্থাৎ **পিতা** বলে ডাকেন!
> (গালাতীয় ৪:৬)

এই দুনিয়া অনেক রকমের ধর্মে পরিপূর্ণ তবে তা ভিন্ন ভিন্ন চিত্র বর্ণনা করে, ধর্মীয় রীতিনীতি যা লোকদের সাথে আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু এর ঠিক বিপরীতে, আল্লাহ্ তাঁর পুত্রকে এই দুনিয়ায় পাঠালেন যিনি তাঁর বেহেশতী পিতাকে প্রকাশ করেছেন এবং গুনাহগারদের মহব্বত করেন। যারা তাঁর পুত্র ঈসা মসীহ্‌কে গ্রহণ

করেন, তিনি তাদের পরিষ্কার করেন, এবং মসীহের নিখুঁত নতুন পোশাক পরিধান করান, এবং তাঁর পাক-রূহকে তাদের অন্তরে পাঠান।

পাকিস্তানের বিলকিস শেখ তার লেখা "আমি তাঁকে পিতা বলে ডাকি" বইতে লিখেছেন, তিনি অনেক অনুসন্ধান করে আল্লাহ্র একমাত্র সত্য বার্তা আবিষ্কার করেছেন। অনেক মাস কিতাবুল মোকাদ্দস এবং তার ধর্মীয় কিতাবের সাথে তুলনা করে, তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন যা তিনি সৃষ্টিকর্তার কাছে সত্য জানার জন্য কান্না করে বলেছিলেন।

> "আমি দুই হাতে দুইটা কিতাব ধরে দাঁড়িয়েছি। আমি বলেছিলাম, "কোনটা পিতা?" "কোনটা তোমার কিতাব?" তারপরে একটি অসাধারণ ঘটনা ঘটল। আমার জীবনে এর আগে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। আমি আমার অভ্যন্তরে একটি কন্ঠ শুনতে পেলাম, একটা কন্ঠ যা আমার সাথে স্পষ্টভাবে কথা বলছিল, এবং মনে হচ্ছিল যে আমি আমার সাথে বার বার একই কথা বলে যাচ্ছি। তা ছিল একেবারে সজীব, দয়ায় পূর্ণ, এবং সম্পূর্ণ ক্ষমতার সাথে।
>
> **"কোন কিতাবে তুমি আমাকে পিতা হিসাবে দেখতে পাও?"**
>
> আমি নিজেই নিজেকে উত্তর দিচ্ছিলাম, 'কিতাবুল মোকাদ্দস'। যার মধ্যে আমি পেয়েছিলাম।"[২৪৯]

এই পাকিস্তানি মহিলার মত, আল্লাহ্ আমারও পিতা। যেদিন আমি আল্লাহ্র বার্তায় ঈমান এনেছিলাম সেই দিনই আমি রূহানিকভাবে নতুন জন্মপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। কোনকিছুই আল্লাহ্র পরিবারের সদস্য হওয়া থেকে আমাকে আটকাতে পারে নাই। ঈসা বলেছেন, "আমার মেষগুলো আমার ডাক শোনে। আমি তাদের জানি আর তারা আমার পিছনে পিছনে চলে। আমি তাদের **অনন্ত জীবন** দিই। **তারা কখনও বিনষ্ট হবে না** এবং কেউই আমার হাত থেকে তাদের কেড়ে নেবে না।" (ইউহোন্না ১০:২৭-২৮)

সম্পর্ক এবং সহভাগিতা

কি হয় যখন আমি গুনাহ্ করি? এটা কি আমাকে আবারো আল্লাহ্র কাছ থেকে আলাদা করে দেয়?

একজন সন্তান যখন তার পার্থিব পিতার অবাধ্য হয়, এর কারনে কি তাকে পরিবার থেকে আলাদা করে দেয়া হয়?

না।

একজন সন্তানের অবাধ্যতা তার পরিবার থেকে তাকে বিতাড়িত করে না। পিতামাতার সাথে তার যে রক্তের সম্পর্ক তা অস্বীকার করা যায়না। আর এটাতো আল্লাহ্‌র সাথে আপনার রূহানিক বন্ধন। কোনো কিছুই আপনাকে আল্লাহ্‌র সন্তান হওয়ার জায়গা থেকে সরাতে পারে না। ঈমানের কারণে "যে বীজ ধ্বংস হয়ে যায় এমন কোন বীজ থেকে তোমাদের **নতুন জন্ম** হয়নি, বরং যে বীজ কখনও ধ্বংস হয় না তা থেকেই তোমাদের জন্ম হয়েছে। সেই বীজ হল আল্লাহ্‌র জীবন্ত ও **চিরস্থায়ী** কালাম।" (১ পিতর ১:২৩) আল্লাহ্ আপনার বেহেশতী পিতা। ঈসা মসীহের ধার্মিকতার যে কাপড় আপনাকে পড়ানো হয়েছে তা কখনোই কেড়ে নেয়া হবে না। পাক-রূহ্ কখনো আপনাকে ছেড়ে যাবেন না।

আপনি অনন্তকালের জন্য সুরক্ষিত।

> "আমি এই কথা ভাল করেই জানি, মৃত্যু বা জীবন সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে কোন ব্যাপারই আল্লাহ্‌র মহব্বত থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না। আল্লাহ্‌র এই মহব্বত আমাদের হযরত ঈসা মসীহের মধ্যে রয়েছে।" (রোমীয় ৮:৩৮-৩৯)

আমার কোনো কাজই আল্লাহ্‌র সাথে আমার যে অনন্তকালীন **সম্পর্ক** তা থেকে আলাদা করতে পারে না। যাহোক, গুনাহ্ আল্লাহ্‌র সাথে আমার প্রতিদিনের **সহভাগিতাকে** প্রভাবিত করতে পারে।

অবস্থান ও শর্ত

ধরুন একজন পিতা তার সন্তানকে বাগানে কাজ করতে বললেন, কিন্তু তার পরিবর্তে সেই ছেলে তার বন্ধুদের সাথে ফুটবল খেলতে চলে গেলো। সন্তান হিসাবে বাবার সাথে তার যে সম্পর্কের অবস্থান তার কোন পরিবর্তন হবে না, কিন্তু পিতার সাথে সন্তানের সহভাগিতার যে শর্ত বা মর্যাদা তা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যখন সেই সন্তান বাসায় ফিরে আসবে তাকে প্রশ্ন করা হবে; তাকে কিছু শক্ত কথা বলা হবে এবং শৃঙখলার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সেই পুত্রকে তার অবাধ্যতার কথা স্বীকার করতে হবে যাতে সে পুনরায় পিতার সাথে একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক উপভোগ করতে পারে।

যারা আল্লাহ্‌র পরিবারের মধ্যে আছেন তাদের ক্ষেত্রেও একই রকম হবে। যখন তাঁর সন্তানেরা গুনাহ্ করেন তখন তিনি তাদের শৃঙখলার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যান।

> "ছেলে আমার, মাবুদের শাসন অগ্রাহ্য কোরো না, তিনি বকুনি দিলে তা তুচ্ছ কোরো না; কারণ **বাবা যেমন** তাঁর প্রিয়

ছেলেকে ভীষণ বকুনি দেন, ঠিক তেমনি মাবুদ যাকে মহব্বত করেন তাকেই বকুনি দেন।” (মেসাল ৩:১১-১২)

আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের প্রতিদিনের সহভাগিতা বিষয়ে, কিতাব বলে:

“যদি আমরা বলি যে, আল্লাহ্‌ ও আমাদের মধ্যে **যোগাযোগ-সম্বন্ধ** আছে অথচ অন্ধকারে চলি তবে আমরা মিথ্যা কথা বলছি, সত্যের পথে চলছি না। যদি আমরা বলি আমাদের মধ্যে গুনাহ্‌ নেই তবে আমরা নিজেদের ফাঁকি দিই। তাতে এটাই বুঝা যায় যে, আমাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র সত্য নেই। **যদি আমরা আমাদের গুনাহ্‌ স্বীকার করি তবে তিনি তখনই আমাদের গুনাহ্‌ মাফ করেন** এবং সমস্ত অন্যায় থেকে আমাদের পাক-সাফ করেন, কারণ তিনি নির্ভরযোগ্য এবং কখনও অন্যায় করেন না।” (১ ইউহোন্না ১:৬,৮-৯)

আমাদের মধ্যে বসবাসকারী পাক রূহ্‌ আল্লাহ্‌র সন্তানদেরকে এই শিক্ষা দিতে চান যেন তারা গুনাহকে ঘৃণা করে এবং প্রতিরোধ করে তা যতই ছোট বা বড় গুনাহ্‌ হোক না কেন। তিনি চান যেন আমরা গুনাহের প্রতি সংবেদনশীল থাকি যাতে অন্যেরা সেই গুনাহের ব্যাপারে কিছু বলতে না পারে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করি, অথবা যে আমার সাথে অন্যায় করেছে আমি তার সাথে খারাপ আচরণ করি, অথবা এমন কিছু বলি যেটা সম্পূর্ণ সত্যি না, তাহলে পাক-রূহ্‌ আমাকে আমার গুনাহের জন্য দোষী করবেন।

এর প্রতিকার হল মাবুদের কাছে “(নিজের) গুনাহ্‌ স্বীকার করা” এবং তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্য ক্ষমা চাওয়া। যখন আমি তা করি, তখন পুনরায় আমি আমার মাবুদের সাথে সুন্দর এবং দারুন সহভাগিতা রক্ষা করতে পারব।

আপনি কি পার্থক্যটা বুঝতে পারছেন?

ঈসা মসীহের সাথে যুক্ত থাকায়, আল্লাহ্‌র সামনে আমার **অবস্থান** নিখুঁত, কিন্তু আমার প্রত্যেকদিনের জীবনে, আমার **শর্ত/মর্যাদা** নিখুঁতের থেকে একটু কম।

আমার **জন্য** তাঁর নাজাতের কাজ চিরজীবনের জন্য শেষ হয়েছে, কিন্তু আমার **মধ্যে** তাঁর কাজ চলতে থাকবে যতক্ষণ না আমার তাঁর সাথে বেহেশ্তে দেখা হয়।

একটি উদ্দেশ্যের জন্য মুক্ত হওয়া

পাক-রূহ্ আল্লাহ্‌র লোকদের কথাবার্তা, চিন্তা ভাবনা, এবং আচার ব্যবহার পরিবর্তন করতে চান। তিনি বলেন:

> "আমি পবিত্র বলে তোমাদেরও পবিত্র হতে হবে।"
> (১ পিতর ১: ১৬)

তিনি তাঁর সাহাবীদেরও বলেছেন: "তাই বলি, তোমরা বুদ্ধিহীন হয়ো না, বরং প্রভুর ইচ্ছা কি তা বুঝে নাও। মাতাল হয়ো না, তাতে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বে। তার চেয়ে বরং **সম্পূর্ণভাবে পাক-রূহের অধীনে থাক**, আর জবুর শরীফের কাওয়ালী, প্রশংসা ও রূহানী গজলের মধ্য দিয়ে তোমরা একে অন্যের সঙ্গে কথা বল; তোমাদের দিলে প্রভুর উদ্দেশে কাওয়ালী গাও।" (ইফিষীয় ৫:১৭-১৮ কিতাবুল মোকাদ্দস)

পাক-রূহ্ আমাদের ব্যক্তিত্বকে দমনে রাখেন না; বরং তিনি আমাদের মুক্তভাবে জীবন যাপন করতে এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে বিজয়ী জীবনযাপন করতে বলেছেন। আল্লাহ্ আমাদের একটা উদ্দেশ্য নিয়ে রক্ষা করেছেন। আমাদের ডাকা হয়েছে যেন আমাদের কথাবার্তা, চিন্তা চেতনা, এবং যা করি তা দিয়ে আল্লাহ্‌কে উচ্চে প্রকাশ করতে পারি।

> "তোমরা কি জান না, তোমাদের দিলে যিনি বাস করেন এবং যাঁকে তোমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পেয়েছ, **সেই পাক-রূহের থাকবার ঘরই হল তোমাদের শরীর**? তোমরা তোমাদের নিজেদের নও; অনেক দাম দিয়ে তোমাদের কেনা হয়েছে। তাই আল্লাহ্‌র গৌরবের জন্য তোমাদের শরীর ব্যবহার কর।"
> (১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০)

যারা সুখবরের উপর ঈমান এনেছে তাদের জন্য এটা কতই না জীবন পরিবর্তনকারী একটি সত্য! আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত উপস্থিতি আমাদের মধ্যে বসবাস করেন! এর ফলে আমরা তাঁর কাছে সমর্পিত হই যাতে আমাদের জীবন দিয়ে তাঁর গৌরব হয় এবং অন্যরা আশির্বাদ পায়।

লোকদের জীবনে পাক-রূহের কাজের সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বলা যায়।

তিনি সান্ত্বনা দেন, শক্তি দেন, পরিচালনা দেন, বুদ্ধি দেন, এবং নির্দেশনা দেন।

তিনি ঈমানদারদের কিতাব বুঝতে সাহায্য করেন। [২৫০]

তিনি তাদেরকে সঠিকভাবে দোয়া করতে শিখান যা আল্লাহ্‌র সাথে তাদের যুক্ত করে। [২৫১]

তিনি তার লোকদেরকে বিশেষ ক্ষমতা দেন যেন তারা অন্যদের সাহায্য করতে এবং বৃদ্ধি করতে পারে।[২৫২]

তিনি ঈসার অনুসারীদের যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করার এবং সাক্ষ্য দেয়ার ক্ষমতা দান করেন। ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন:

> "দেখ, আমি নেকড়ে বাঘের মধ্যে ভেড়ার মত তোমাদের পাঠাচ্ছি। এইজন্য সাপের মত সতর্ক এবং কবুতরের মত সরল হও। সাবধান থেকো, কারণ মানুষ বিচার-সভার লোকদের হাতে তোমাদের ধরিয়ে দেবে এবং তাদের মজলিস-খানায় তোমাদের বেত মারবে... লোকেরা যখন তোমাদের ধরিয়ে দেবে তখন কিভাবে এবং কি বলতে হবে তা ভেবো না। কি বলতে হবে তা তোমাদের সেই সময়েই বলে দেওয়া হবে। **তোমরাই যে বলবে তা নয়, বরং তোমাদের পিতার রূহ্‌ তোমাদের মধ্য দিয়ে কথা বলবেন।"** (মথি ১০:১৬-২০)

তাঁর প্রতিমূর্তির নিশ্চয়তা

সংক্ষেপে, পবিত্র আত্মার কাজ হল লোকদের পক্ষে মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র যে আসল উদ্দেশ্য রয়েছে তা পূরণ করা, আর তা হল একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তির প্রতিফলন ঘটানো এবং অনন্তকালের জন্য তাঁর সাথে অন্তরঙ্গ সহভাগিতা উপভোগ করা।.

> "এছাড়া আমাদের দুর্বলতায় পাক-রূহ্‌ আমাদের সাহায্য করেন। আমরা জানি যারা আল্লাহ্‌কে মহব্বত করে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ নিজের উদ্দেশ্যমত যাদের ডেকেছেন তাদের ভালোর জন্য সব কিছুই এক সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌ যাদের আগেই বাছাই করেছিলেন তাদের তিনি **তাঁর পুত্রের মত হবার জন্য** আগেই ঠিক করেও রেখেছিলেন, যেন সেই পুত্র অনেক ভাইদের মধ্যে প্রধান হন।" (রোমীয় ৮:২৬,২৮-২৯)

আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের জীবনের প্রতিটি ঘটনা এবং পরীক্ষাকে তাদেরকে "আল্লাহ্‌র পুত্রের প্রতিমূর্তিতে" ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবহার করেন।

আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রথম পুস্তকে বলা হয়েছে প্রথম নারী এবং পুরুষ তারা "আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে" সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করে মানুষই সেই প্রতিমূর্তিকে নষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যাহোক, সঠিক সময়ে আল্লাহ্‌ তাঁর নিখুঁত ও গৌরবময় পুত্রকে এই দুনিয়াতে পাঠালেন।

গুনাহের মধ্যে দিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে ফিরে আসার জন্য ঈসার ধার্মিকতার জীবন, মৃত্যু, এবং পুনরুত্থান ছিল আল্লাহ্‌র কাজের প্রথম ধাপ। কিন্তু, আমরা এই অধ্যায়ে দেখছি যে তাঁর আরও অনেক পরিকল্পনা রয়েছে।

যেই মুহূর্ত থেকে আপনার এবং আমার মতো অসহায় গুনাহগাররা আল্লাহ্‌র নাজাতের সুখবরের উপর ঈমান আনে, তখন তিনি তাঁর পাক-রূহ্‌ আমাদের দেন, আমাদের পুনরায় তাঁর প্রতিমূর্তি হতে সাহায্য করেন, এবং কথায়, চিন্তায়, কাজে, এবং উৎসাহে আমরা তাঁর মতো হতে শুরু করি। এটা হল গুনাহের অভিশাপ থেকে মুক্তির কাজের দ্বিতীয় ধাপ।

আল্লাহ্‌ চান যেন তাঁর সন্তানেরা ঈসা মসীহের চরিত্র এবং আচার ব্যবহার ধারণ করে। এটাই হল ঈসায়ী জীবনের লক্ষ্য। তবুও, আমাদেরকে ঈসা মসীহের মত তৈরী করার যে কাজ পাক-রূহ্‌ প্রতিনিয়ত করে যাচেছন তা সেই দিনই সম্পূর্ণ হবে সেদিন আমরা তাকে সরাসরি যেদিন দেখতে পাবো। [২৫৩]

> **“দেখ, পিতা আমাদের কত মহব্বত করেন! তিনি আমাদের তাঁর সন্তান বলে ডাকেন, আর আসলে আমরা তা-ই।** এইজন্য দুনিয়া আমাদের জানে না, কারণ দুনিয়া পিতাকেও জানে নি।
>
> প্রিয় সন্তানেরা, এখন আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান, কিন্তু পরে কি হব তা এখনও প্রকাশিত হয় নি। তবে আমরা জানি, মসীহ্‌ যখন প্রকাশিত হবেন তখন **আমরা তাঁরই মত হব**, কারণ তিনি আসলে যা, সেই চেহারাতেই আমরা তাঁকে দেখতে পাব। যে কেউ মসীহের উপর এই আশা রাখে সে নিজেকে খাঁটি করতে থাকে যেমন মসীহ্‌ খাঁটি।” (১ ইউহোন্না ৩:১-২)

কারণ, যারা তার উপর ঈমান এনেছে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পুত্রের নাজাত দানের যে কাজ এবং পাক-রূহের পরিবর্তন করার যে কাজ, তার ফলে শয়তানের শক্তি অকার্যকর হয়ে পড়েছে এবং আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার রাজ্যে মহব্বত, আনন্দ, এবং শান্তি পুনঃস্থাপিত হচেছ।

উদ্দেশ্য-পূর্ণ জীবন যাপন এবং অধীর আগ্রহের সাথে আমরা আল্লাহ্‌র কাজের শেষ ধাপের জন্য অপেক্ষা করছি যখন তিনি শয়তান, গুনাহ্‌ এবং মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে দিবেন।

প্রভু ঈসা আবার আসছেন।

২৯

ধাপ ৩: আল্লাহ্‌র ভবিষ্যৎ কার্যাবলী

> “শান্তিদাতা আল্লাহ্‌ **শীঘ্রই** শয়তানকে তোমাদের পায়ের নীচে ফেলে গুঁড়িয়ে দেবেন।” (রোমীয় ১৬:২০)

বিশ্বাসীদের কাছে আল্লাহ্‌র এই রহস্যময় প্রতিজ্ঞা মানবজাতির কাছে সেই দিনই করা হয়েছিল যেদিন মানুষ গুনাহে পতিত হয়েছিল: স্ত্রীলোকের সন্তান সাপের মাথা ধ্বংস করবেন।

সমস্ত ভূমন্ডলের সৃষ্টিকর্তা মালিক যে সব প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি তা পূর্ণ করবেন। কিন্তু তিনি তা করবেন তার সময় এবং পরিকল্পনা অনুসারে।

গুনাহ্‌ থেকে মুক্তি: তৃতীয় ধাপ

ঈসা মসীহ্‌ তাঁর প্রথম আগমনের সময় গুনাহের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করার মধ্য দিয়ে শয়তানকে পরাজিত করেছিলেন। বিশ্বাসীদের জন্য দোজখ নয় কিন্তু বেহেশত নিশ্চিত। ফলে শয়তানের যে প্রধান অস্ত্র মৃত্যু তার কর্তৃত্বকে হারিয়েছে। **গুনাহের শাস্তি** ঘুচে গেছে।

ঈসা মসীহ্‌ বেহেশতে ফিরে যাবার পর তিনি তাঁর পাক-রূহকে পাঠিয়ে দিয়েছেন একজন “সাহায্যকারী” হিসাবে যেন তিনি তাঁর লোকদের প্রতিদিনকার জীবনের উপর শয়তান ও গুনাহের যে প্রভাব তা থেকে রক্ষা করতে পারেন এবং তাদেরকে পুনরায় আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে ফিরিয়ে আনতে পারেন। **গুনাহের ক্ষমতা** নষ্ট হচ্ছে।

যাহোক, এটি শুধুমাত্র তখনই হবে যখন ঈসা মসীহ্‌ দুনিয়াতে পুনরায় ফিরে আসবেন যেন তাঁর লোকদেরকে তিনি **গুনাহের হাত থেকে** রক্ষা করতে পারেন এবং শয়তানকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারেন।

যা আসছে

আল্লাহ্‌র নবীরা ঈসা মসীহের প্রথম আগমন সম্পর্কে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তেমনি তারা তাঁর দ্বিতীয় আগমনেরও বিষয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।[২৫৪] এবং যেভাবে তাঁর প্রথম আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল ঠিক একই ভাবে দ্বিতীয় আগমনের কথাও পূর্ণ হবে। তিনি যেদিন আসবেন সেদিন বেহেশ্‌ত থেকে এই প্রতিধ্বনি শোনা যাবে:

> **"তখন বেহেশতে জোরে জোরে বলা হল, "দুনিয়ার রাজ্য এখন আমাদের মাবুদ ও তাঁর মসীহের হয়েছে, তিনি চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন।"** (প্রকাশিত কালাম ১১:১৫)

যখন মাবুদ ঈসা এ দুনিয়াতে ফিরে আসবেন, তখন আদমের সন্তানেরা আর তাঁকে কাঁটার মুকুট পরাবে না এবং সলিবে দিবে না। এমনকি তখন বিনা কারণে তারা তাঁর নাম নিবে না এবং বলবে না যে, তিনি শুধুমাত্র একজন নবী ছাড়া আর কিছুই নন। রাজার সাথে এমন খারাপ ব্যবহার আর কখনোই হবে না।

কিতাবে পরিষ্কার লেখা আছে। যখন ঈসা পুনরায় ফিরে আসবেন, "প্রত্যেকটি হাঁটু পাতবে।" (ইশাইয়া ৪৫:২৩; ফিলিপীয় ২:৯-১১) কিন্তু এইসব ঘটার আগে অন্যান্য যে ওয়াদাগুলো রয়েছে অবশ্যই তা পূর্ণ হতে হবে।

বেহেশ্‌তে আনন্দ

দুনিয়ার সমস্ত জাতি তাদের সৃষ্টিকর্তা মালিকের সামনে হাঁটু পাতার আগে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটবে, তাহলো ঈসা মসীহ্‌ দুনিয়াতে ফিরে আসবেন তাঁর নাজাত প্রাপ্ত লোকদের বেহেশ্‌তে নিয়ে যেতে।

> "জোর গলায় হুকুমের সঙেগ এবং প্রধান ফেরেশতার ডাক ও আল্লাহ্‌র শিংগার ডাকের সঙেগ প্রভু নিজেই বেহেশ্‌ত থেকে নেমে আসবেন। মসীহের সঙেগ যুক্ত হয়ে যারা মারা গেছে তখন তারাই প্রথমে জীবিত হয়ে উঠবে। তার পরে আমরা যারা জীবিত ও বাকী থাকব, আমাদেরও আকাশে প্রভুর সঙেগ মিলিত হবার জন্য তাদের সঙেগ মেঘের মধ্যে তুলে নেওয়া হবে। আর এইভাবে আমরা চিরকাল প্রভুর সঙেগ থাকব।"
> (১ থিষলনীকীয় ৪: ১৬-১৭)

এই গোপন আশ্চর্যজনক ঘটনা যেকোন সময় ঘটতে পারে। যখন এটা ঘটবে, বেহেশ্‌তে যে সমস্ত মৃত ঈমানদারদের রূহ্‌ বাস করে, এবং যে সমস্ত ঈমানদারগণ জীবিত অবস্থায় বাস করছে তারা প্রত্যেকেই,

“মাবুদের সাথে দেখা করার জন্য উপরে উঠে আসবে।”[২৫৫] যারা ঈসা মসীহে ঈমান এনেছিল তারা সঙেগ সঙেগ পরিবর্তীত হয়ে ঈসার মতো হয়ে উঠবে। তারা নতুন দেহ পাবে, যা চিরদিনের জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠবে এবং যা সময় ও স্থানের উর্ধ্বে।

কিছু সময় “এক সাথে থাকার পর,” বিশ্বাসীরা দুনিয়াতে থাকাকালীন সময়ে স্বার্থহীনভাবে আল্লাহ্‌র গৌরবের জন্য এবং অন্যদের আশীর্বাদের জন্য যা কিছু করেছেন, তার জন্য প্রত্যেকেই পুরস্কৃত হবে।[২৫৬] পরে, আল্লাহ্‌র লোকেদেরকে চিরজীবনের জন্য “পাক-পবিত্র করে এবং নিখুঁতভাবে” তাদের অনন্তকালীন “বরের” সামনে উপস্থিত করা হবে,[২৫৭] যিনি তাঁর জীবন তাদেরকে অনন্তকালীন বিচার থেকে উদধার করার জন্য দিয়েছেন।

> “এস, আমরা মনের খুশীতে খুব আনন্দ করি আর তাঁর প্রশংসা করি, কারণ মেষ-শাবকের বিয়ের সময় হয়েছে এবং তাঁর কনে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। উজ্জ্বল, পরিষ্কার ও মিহি মসীনার কাপড় তাকে পরতে দেওয়া হয়েছে। সেই কাপড় হল আল্লাহ্‌র বান্দাদের বাধ্যতা।” তারপর সেই ফেরেশতা আমাকে বললেন, “এই কথা লেখ, ‘মেষ-শাবকের বিয়ের ভোজে যাদের দাওয়াত করা হয়েছে তারা ধন্য।’”
>
> (প্রকাশিত কালাম ১৯:৭-৯)

এই সম্পর্ক অনন্তকাল ধরে উপভোগ করা হবে যা কখনো শেষ হবে না।

দুনিয়ায় দুঃখের সময়

এদিকে দুনিয়াতে আসার বিষয়ে কিতাব একটি “মহাকেলশপূর্ণ”[২৫৮] সময়ের কথা বর্ণনা করে যে, আল্লাহ্‌র এই একগুয়ে পৃথিবীর উপর তাঁর রাগ ঢেলে দিবেন এবং তাঁর পুত্রের দ্বিতীয় আগমনের পথ প্রস্তুত করবেন। সেই সময়কে ইয়াকুবের দুঃখের সময়” ও বলা হয়। (ইয়ারমিয়া ৩০:৭) সেই সময় থেকে শাস্ত্রাংশগুলোকে মধ্যে একটি অনুতাপ আনার জন্য এটিকে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সেই সময়ে একজন সচল ও শকিতশালী শাসনকর্তার কথা কিতাবে বলা হয়েছে যাকে বলা হয় “ঈসার শত্রু” এবং “পশু” (১ ইউহোন্না ২:১৮; প্রকাশিত কালাম ১৩) যে দুনিয়াতে আসবে। অনেকেই তাকেও তার কাজকে অন্ধের মত অনুসরণ করবে এবং মিথ্যা নবীদের মতকাজ করবে। দুনিয়ার সমস্ত ব্যকিতকে “ডান হাতে বা কপালের উপর একটা চিহ্ন গ্রহণ করতে বাধ্য করল। ফলে সেই চিহ্ন ছাড়া কেউ কিছু কিনতে

বা বিক্রি করতে পারল না। সেই চিহ্ন হল সেই জন্তুটার নাম বা তার নামের সংখ্যা।” (প্রকাশিতকালাম ১৩:১৬)

যারা আত্মসমর্পণ করবে না তাদের মাথা কেটে ফেলা হবে। এই মিথ্যা মসীহ্ শান্তি ও উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিবে কিন্তু এর পরিবর্তে সে লোকদেরকে ধোঁকা, ধ্বংস ও মৃত্যুর পথে নিয়ে যাবে।

হরমাগিদন

আল্লাহ্‌র নবীর কিতাবে অনেকবার শেষ যুদ্ধের বিষয়ে লিখেছেন যেটা মাবুদ ঈসা বেহেশ্‌ত থেকে দুনিয়ায় আসার পর হবে। এই নাটকীয় ঘটনাটি জর্ডান নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এস্রদারলোন সমভূমিতে হবে। কিতাবেও এই প্রাচীন এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রকে হরমাগিদোন হিসাবে বলা হয়েছে, যার অর্থ, জবাই করার পর্বত।

> “সেই ভূতগুলো কেরামতী কাজ করছিল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সেই মহান দিনে যুদ্ধ করবার জন্য তারা সারা দুনিয়ার বাদশাহদের একসঙ্গে জমায়েত করল। ঈসা বলছেন, “দেখ, আমি চোরের মত আসব। ধন্য সেই লোক, যে জেগে থাকে এবং নিজের পোশাক পরে থাকে, যেন তাকে উলঙ্গ হয়ে ঘুরতে না হয় আর লোকে তার লজ্জা দেখতে না পায়। হিব্রু ভাষায় যে জায়গার নাম **হরমাগিদোন**, ভূতেরা সেই বাদশাহদের সেখানে জড়ো করল।” (প্রকাশিত কালাম ১৬:১৪-১৬)

নবী জাকারিয়াও মসীহের ফিরে আসার বিষয়ে একটি নাটকীয় বর্ণনা করেছে।

> “মাবুদের এমন একটা দিন আসছে যেদিন জেরুজালেমের লোকদের জিনিস লুট হয়ে তাদের সামনে ভাগ করে নেওয়া হবে। জেরুজালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য মাবুদ সমস্ত জাতিকে জমায়েত করবেন। শহর দখল করা হবে, ঘর-বাড়ী লুটপাট করা হবে ও স্ত্রীলোকদের সতীত্ব নষ্ট করা হবে। শহরের অর্ধেক লোক বন্দী হয়ে অন্য দেশে যাবে কিন্তু বাকী লোকেরা শহরে থাকবে।” (জাকারিয়া ১৪:১-২)

“সমস্ত জাতি” জেরুজালেমে জড়ো হবে। এটি হবে একটি ব্যাপক হত্যাকান্ডের সমান।

মসীহের দ্বিতীয় আগমন

যখন সব আশা শেষ হয়ে যাবে এবং সমস্ত নগরের কোথাও সাহায্য পাওয়া যাবে না, তখন তারা মাবুদের কাছে নাজাতের জন্য আসবে। তারপর যার নাম "নাজাতদাতা মাবুদ" তিনি বেহেশ্‌ত থেকে নেমে আসবেন। তাদের হতবাক এবং অবাক করে দেওয়ার জন্য, তাদের নাজাতদাতা **ঈসা** ছাড়া অন্য কেউ হবেন না, যাকে তারা

ক্রুশে দিয়েছিলেন! কিন্তু এবার একটি গভীর দুঃখার্ত ও অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে তারা তাদের রাজাকে গ্রহণ করবে।

> "আমি দাউদের বংশ ও জেরুজালেমের বাসিন্দাদের উপরে আমার রূহ্‌ ঢেলে দেব; তিনি রহমত দান করেন ও মুনাজাতের মনোভাব দেন। তাতে **তারা আমার দিকে, অর্থাৎ যাঁকে তারা বিঁধেছে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখবে।** একমাত্র সন্তানের জন্য বিলাপ করবার মত করে তারা তাঁর জন্য বিলাপ করবে এবং প্রথম সন্তানের জন্য যেমন শোক করে তেমনি ভীষণভাবে শোক করবে।" (জাকারিয়া ১২:১০)

অবশেষে ইহুদী জাতির রূহানিকভাবে অন্ধ লোকদের চোখ খুলে যাবে এবং তারা জানতে পারবে ও বিশ্বাস করবে যে মাবুদ ঈসাই ছিলেন ও হলেন একমাত্র নাজাতদানকারী মসীহ্‌।[২৫৯]

এরপরে যা ঘটবে তা ঈসার ইতিহাসের যুদ্ধের সবচেয়ে কার্যকরী দৃষ্টান্ত, কালাম, ঈসা শুধুমাত্র বলবেন আর শত্রুরা ধুলিসাৎ হয়ে যাবে।

> "**তারপর মাবুদ বের হবেন এবং** যুদ্ধের সময় যেমন করেন সেইভাবে তিনি জাতিদের বিরুদ্ধে **যুদ্ধ করবেন**। সেই দিন তিনি এসে জেরুজালেমের পূর্ব দিকে জৈতুন পাহাড়ের উপরে দাঁড়াবেন; তাতে জৈতুন পাহাড় পূর্ব থেকে পশ্চিমে চিড়ে যাবে এবং অর্ধেক উত্তরে ও অর্ধেক দক্ষিণে সরে গিয়ে একটা বড় উপত্যকার সৃষ্টি করবে।
>
> যে সব জাতি জেরুজালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে মাবুদ মহামারী দিয়ে তাদের আঘাত করবেন। তারা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই তাদের গায়ের গোশ্‌ত **পচে যাবে** এবং তাদের চোখের গর্তের মধ্যে চোখ **পচে যাবে** ও মুখের মধ্যে জিভ্‌ **পচে যাবে।**
>
> সেই দিনটা অন্য কোন দিনের মত হবে না—দিনও হবে না, রাতও হবে না; দিনটার কথা কেবল মাবুদই জানেন। সেই দিনের শেষে আলো হবে।

> **মাবুদই হবেন গোটা দুনিয়ার বাদশাহ্‌।** সেই দিন লোকে আল্লাহ্‌কে **একমাত্র মাবুদ বলে স্বীকার করবে, কেবল তাঁরই নামে এবাদত করবে।"** (জাকারিয়া ১৪:৩-৪, ১২, ৭, ৯)

সবশেষে একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌ সম্মানীত ও গৌরাবান্বিত হবেন।

রাজত্ব পুনরুদধার

কয়েক শতাবদী আগে নবী জাকারিয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেই একই বিষয়ে আল্লাহ্‌র নবী দানিয়ালের কাছেও প্রকাশ করেছেন:

> "রাতের বেলায় আমার সেই স্বপ্নের মধ্যে আমি তাকিয়ে **মনুষ্যপুত্রের মত একজনকে আকাশের মেঘের মধ্যে আসতে দেখলাম**। তিনি সেই বৃদ্ধ জনের কাছে এগিয়ে গেলে পর তাঁকে তাঁর সামনে নিয়ে যাওয়া হল। সেই ইবনে আদমকে **কর্তৃত্ব**, সম্মান ও **রাজত্ব**, করবার ক্ষমতা দেওয়া হল যেন সমস্ত জাতির, দেশের ও ভাষার লোকেরা তাঁর সেবা করে তাঁর **রাজত্ব** চিরস্থায়ী; তা শেষ হবে না আর তাঁর রাজ্য কখনও ধ্বংস হবে না।" (দানিয়াল ৭:১৩-১৪)

রাজত্ব শবদটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

যখন আল্লাহ্‌ প্রথম পুরুষ এবং মহিলা সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি তাদের "সমস্ত জীবন্ত সৃষ্টি যা দুনিয়াতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যেতে পারে তাদের উপর **রাজত্ব** দিলেন।" (পয়দায়েশ ১:২৬,২৮) যখন আদম তার সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে গেল তখন সে শয়তানের কাছে সেই রাজত্ব দিয়ে দিলো। কিন্তু এই দুনিয়ার রাজত্ব, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা যা "প্রথম মানুষ" আদমের হাতে দেওয়া হয়েছিল তা তিনি পরিত্যাগ করলেন তবে "দ্বিতীয় মানুষ" ঈসা তা পুনরায় অর্জন করবেন। [২৬০]

আল্লাহ্‌ ঈসার সাহাবী ইউহোন্নার কাছে নবী জাকারিয়া ও দানিয়ালের পরিপূরক একটি দর্শন দিলেন:

> "পরে আমি দেখলাম বেহেশত খোলাই আছে, আর সেখানে একটা সাদা ঘোড়া রয়েছে। যিনি সেই ঘোড়ার উপরে বসে ছিলেন তাঁর নাম হল বিশ্বস্ত ও সত্য। তিনি ন্যায়ভাবে বিচার ও যুদ্ধ করেন। তাঁর চোখ জ্বলন্ত আগুনের মত আর তাঁর মাথায় অনেক তাজ ছিল। তাঁর গায়ে এমন একটা নাম লেখা ছিল, যে নাম তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। তাঁর পরনে

> ছিল রক্তে ডুবানো কাপড়, আর **তাঁর নাম হল "আল্লাহ্‌র কালাম।"** বেহেশতের সৈন্যদল সাদা পরিষ্কার মসীনার কাপড় পরে সাদা ঘোড়ায় চড়ে তাঁর পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। তিনি যেন সমস্ত জাতিকে আঘাত করতে পারেন সেইজন্য তাঁর মুখ থেকে একটা ধারালো ছোরা বের হয়ে আসছিল। তিনি লোহার দন্ড দিয়ে সব জাতিকে শাসন করবেন এবং আংগুর মাড়াই করবার গর্তে তিনি আংগুর পায়ে মাড়াবেন। এই আংগুর মাড়াই করবার গর্ত হল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ভয়ংকর গজব। তাঁর পোশাকে ও রানে এই নাম লেখা আছে, **"বাদশাহদের বাদশাহ, প্রভুদের প্রভু।"**
>
> (প্রকাশিত কালাম ১৯:১১-১৬)

যখন রাজাদের রাজা ফিরে আসবেন, তখন তিনি "বেহেশ্‌তের সৈন্য বাহিনী দিয়ে ঘেরা থাকবেন এবং রাজকীয় পোশাক পরিধান করবেন," বেহেশ্‌তের অসংখ্য ফেরেস্তা এবং আদমের বংশধরেরা সেখানে থাকবেন।[২৬১] ঈসা মসীহের প্রথম আগমনের সময় যে শক্তি ও গৌরব প্রদর্শিত হয়েছিল তার তুলনায় দ্বিতীয় আগমনের সময় আরও বেশি শক্তি এবং গৌরব তিনি দেখাবেন।

হৃদয়ে বেহেশতী নিয়ম

বলুন তো, যদি আপনি একা একটি বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটেন তাহলে কার সাথে আপনার দেখা হবে—একটি সিংহ নাকি একটি মেষের সাথে?

মসীহ্‌ যখন প্রথমবার দুনিয়াতে এসেছিলেন তখন তিনি "মেষশাবকের" মত এসেছিলেন যাতে গুনাহগারদের রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু যখন দ্বিতীয়বার তিনি আসবেন তখন তিনি "সিংহের মত" আসবেন যেন গুনাহগারদের বিচার করতে পারেন।[২৬২]

প্রথমবারে ঈসা যখন দুনিয়াতে ছিলেন তখন তিনি প্রচার করেছেন যে, "গুনাহ্‌ থেকে মন ফিরাও কারণ বেহেশ্‌ত কাছে এসে গেছে।" (মথি ৪:১৭) কিন্তু গুনাহ্‌ থেকে মন ফিরানো ও তাদের বাদশাহকে গ্রহণ করার পরিবর্তে ইহুদী ও পরজাতীয়রা তাদের বাদশাহকে সলীবে দিল। এভাবে, অজান্তেই তারা আল্লাহ্‌র প্রাচীন পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণ করল। আর সেই পরিকল্পনা ছিল মসীহ্‌কে দুনিয়ার গুনাহগারদের গুনাহের মূল্য স্বরূপ রক্তপাত করতে হবে।

সুখবর হল এই যে যখনই গুনাহগারেরা মাবুদ ঈসা ও তাদের জন্য তিনি যা করেছেন সেই বিষয়ের উপরে তাদের বিশ্বাস স্থাপন করবে, তখনই আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরে তাঁর নিয়ম স্থাপন করবেন এবং তাদেরকে তাঁর চিরকালীন প্রজা করবেন।

আপনি কি জানেন যে প্রত্যেক সত্যিকারের বিশ্বাসীরা ইতিমধ্যেই বেহেশতের নাগরিক হয়ে গেছেন?

> “কিন্তু আমাদের আসল বাসস্থান তো বেহেশত; সেখান থেকে আমাদের নাজাতদাতা হযরত ঈসা মসীহের আসবার জন্য আমরা আগ্রহের সঙেগ অপেক্ষা করছি। তিনি আমাদের দুর্বলতায় ভরা শরীর বদলিয়ে তাঁর মহিমাপূর্ণ শরীরের মত করবেন। যে শক্তির দ্বারা তিনি সব কিছু নিজের অধীনে আনেন সেই শক্তির দ্বারাই তিনি এই কাজ করবেন।”
> (ফিলিপীয় ৩:২০-২১)

পৃথিবীতে বেহেশতী শাসন

ঈসা যখন আবার ফিরে আসবেন তখন তিনি জেরুজালেমে তাঁর রাজ্য স্থাপন করবেন, যেখান থেকে তিনি সমস্ত দুনিয়ার উপর হাজার বছর ধরে রাজত্ব করবেন। শেষ পর্যন্ত, তাঁর রাজ্য আসবে এবং তাঁর ইচ্ছা সিদ্ধ হবে, “যেমন বেহেশ্তে তেমনি এই দুনিয়াতেও সিদ্ধ হবে।” (মথি ৬:১০) কোনও জাতির মধ্যে মন্দতাকে আর সহ্য করা হবে না, “তিনি লোহার দন্ড দিয়ে সব জাতিকে শাসন করবেন।” (প্রকাশিত কালাম ১৯:১৫)

অনেক লোক বিশ্বাস করেন না যে আল্লাহ্‌র পুত্র শারীরিকভাবে দুনিয়াতে ফিরে আসবেন। যদিও কিতাবে এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলা আছে। যেভাবে আল্লাহ্‌র পুত্র তাঁর প্রথম আগমনের সময় শরীর নিয়ে এই দুনিয়াতে এসেছিলেন এবং পুনরুত্থানের পর শরীর নিয়েই বেহেশতে ফিরে গেছেন, তেমনি ভাবে তিনি পুনরায় শরীর সহকারেই ফিরে আসবেন। যখন মনুষ্যপুত্রকে বেহেশতে তুলে নেয়া হয় তখন ফেরেস্তারা সাহাবীদের এই কথা বলেছিলেন:

> “গালীলের লোকেরা, এখানে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন? যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল **সেই ঈসাকে** যেভাবে তোমরা বেহেশতে যেতে দেখলে **সেইভাবেই তিনি ফিরে আসবেন**।” (প্রেরিত ১:১১)

শয়তানকে বন্দি করা

মাবুদ ঈসা কিভাবে হাজার বছর ধরে রাজত্ব করবেন সেই বিষয়ে আল্লাহ্‌র কিতাবে অনেক কিছু রয়েছে। আমরা কেবল প্রধান ঘটনাগুলোর সারমর্ম বলতে পারি।

ঈসা যখন পৃথিবীতে ফিরে আসবেন তখন তাঁর অন্যতম প্রথম কাজ হবে শয়তানের সাথে, এসেই “সর্প” যে প্রথম মানব জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল।

> “এর পরে আমি একজন ফেরেশতাকে বেহেশ্‌ত থেকে নেমে আসতে দেখলাম। তাঁর হাতে ছিল হাবিয়া-দোজখের চাবি আর একটা মস্ত শিকল। তিনি সেই দানবকে, অর্থাৎ সেই পুরানো সাপ যাকে ইবলিস ও শয়তান বলা হয় তাকে ধরে এক হাজার বছরের জন্য বাঁধলেন এবং হাবিয়া-দোজখে ফেলে দিলেন। পরে তিনি তাতে তালা দিয়ে তার উপর সীলমোহর করলেন, যেন এই এক হাজার বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়ার জাতিদের আর সে ভুল পথে নিয়ে যেতে না পারে; তার পরে কিছু দিনের জন্য তাকে অবশ্যই ছেড়ে দেওয়া হবে।”
> (প্রকাশিত কালাম ২০:১-৩)

শয়তানকে সম্পূর্ণ হাজার বছরের জন্য বেঁধে রাখা হবে এবং আলাদা করে রাখা হবে। দুষ্টতার পতন হবে এবং ধার্মিকতার রাজত্ব শুরু হবে। শেষ পর্যন্ত “বেহেশতে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া হোক, দুনিয়াতে যাদের উপর তিনি সন্তুষ্ট তাদের শান্তি হোক।” (লূক ২:১৪)

আল্লাহ্‌র যে ধার্মিকতার রাজ্যত্বের জন্য দুনিয়া আকুল হয়ে আছে তা বাস্তবে পরিণত হবে।

> “ঐ সব বাদশাহদের সময়ে বেহেশতের আল্লাহ্‌ এমন একটা রাজ্য স্থাপন করবেন যেটা কখনও ধ্বংস হবে না কিন্তু **সেই রাজ্যটা নিজে চিরকাল থাকবে।**” (দানিয়াল ২:৪৪)

সত্যিকারের সমর্পণ

প্রায় তিন হাজার বছর আগে রাজা সোলায়মান[২৬৩] মসীহের ভবিষ্যতের শাসন সম্পর্কে লিখেছেন, যখন দুনিয়ার প্রত্যেক জাতি এবং ব্যক্তি তাঁর কাছে সত্যিকারভাবে সমর্পিত হবে। আজকে অনেকেই একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পিত হওয়ার দাবি করে, কিন্তু সেই দিনে সত্যিই সমস্ত লোক তাঁকে চিনবে এবং তাঁর কাছে সমর্পিত হবে।

> “**তাঁর আমলে** আল্লাহ্‌ ভক্তেরা যেন প্রচুর দোয়া পায়; যতদিন চাঁদ থাকবে ততদিন তাদের জীবন উন্নতিতে ভরে উঠুক। **তাঁর রাজ্যের সীমা** সাগর থেকে সাগর পর্যন্ত, ফোরাত নদী থেকে দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত হোক।। মরুভূমির লোকেরা তাঁর কাছে নত হোক, আর তাঁর শত্রুরা তাঁকে পায়ে ধরে সালাম করুক।। তর্শীশ (ইউরোপীয় দেশসমূহ) আর দ্বীপগুলোর (দূর মহাদেশ) বাদশাহরা তাঁকে খাজনা দিক; সাবা ও সবা দেশের (আফ্রিকা ও আরব)

> বাদশাহরাও তাঁর পাওনা উপহার তাঁকে দিক।
> **সমস্ত বাদশাহরা তাঁর কাছে মাথা নীচু করুক, আর সমস্ত জাতি তাঁর সেবা করুক।**
> যে সব অভাবী, অত্যাচারিত ও অসহায় **লোকেরা সাহায্যের জন্য কাঁদছে তাদের তিনি উদধার করবেন**। অসহায় ও অভাবীদের তিনি দয়া করবেন আর অভাবীদের বাঁচাবেন। জুলুম ও হামলার হাত থেকে তিনি তাদের প্রাণ রক্ষা করবেন; **তাঁর চোখে তাদের রক্তের দাম অনেক। তিনি অনেক দিন বেঁচে থাকুন**; সাবা দেশের সোনা তাঁর কাছে আসুক। সব সময় তাঁর জন্য মুনাজাত হতে থাকুক; সারা দিন ধরে তাঁর উপর দোয়া ঝরে পড়ুক।
> **দেশে প্রচুর শস্যের ফলন হোক,** তা পাহাড়গুলোর চূড়ার উপরেও হোক। ক্ষেতের ফসলে লেবাননের বনের মত শন্ শন্ শবদ উঠুক; শহর থেকে বেরিয়ে আসা লোকেরা যেন মাঠের ঘাসের মত প্রচুর পরিমাণে বৃদিধ পায়।
> **তাঁর সুনাম চিরকাল স্থায়ী হোক**; সূর্য যতদিন আলো দেবে ততদিন তাঁর সুনাম বহাল থাকুক। **তাঁর মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতি যেন দোয়া পায়; তারা তাঁকে ধন্য বলুক।** আল্লাহ্ মাবুদ, যিনি ইসরাইলের আল্লাহ্, তাঁর প্রশংসা হোক; কেবল তিনিই অলৌকিক চিহ্ন দেখান।
> চিরকাল তাঁর মহিমাপূর্ণ নামের প্রশংসা হোক; সারা দুনিয়া তাঁর মহিমায় পূর্ণ হোক। আমিন, আমিন।” (জবুর ৭২:৭-১৯)

জবুর শরীফের এই আয়াতে ঈসার ভবিষ্যৎ রাজ্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ধারণা প্রদান করা হয়েছে যেখানে “তাঁর **রাজত্ব** হবে পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত।”

পরিপূর্ণ নিখুঁত রাজত্ব

“তিনি দরিদ্র ও অভাবীদের রক্ষা করবেন।” মসীহের রাজত্ব আজকের দুর্নীতিবাজ, অশান্ত বিশ্বের তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত হবে। পতনের পরে প্রথমবারের মত, সবারজন্য স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে। প্রতিটি শিশু, মহিলা এবং মানুষের জীবন অসীম মূল্যবান হিসাবে সম্মানিত হবে। “তিনি তাদের জীবন নিপীড়ন ও সহিংসতা থেকে মুক্ত করবেন; তাঁর দৃষ্টিতে তাদের রক্ত হবে **মূল্যবান।**”

সংবাদ মাধ্যমগুলো সেই সমস্ত রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতাদের বিষয়ে প্রতিবেদন করে যারা শান্তি ও অস্ত্র কমানোর জন্য কাজ করেন। যাহোক, তাদের সীমিত কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার কারণে এই নেতারা

তাদের কাঙিখত শানিত উৎপন্ন করতে পারছেন না। কিন্তু যখন তিনি ফিরে আসেন, যার কাছে বাতাস এবং ঢেউ আত্মসমর্পন করবে, তখন পৃথিবী সত্য ন্যায়বিচার এবং "প্রচুর **শান্তি** উপভোগ করবে।"

বহু শতাবদী ধরে এই পৃথিবীর রাজা ও শাসকরা বেঁচে ছিলেন এবং **মারা গেছেন**। কিন্তু রাজাদের রাজা ঈসার বিষয়ে কিতাব বলে যে: "তাঁর নাম **চিরকাল** স্থায়ী থাকবে।" মনুষ্যপুত্রের পরিচালনায় যিনি গুনাহ্‌ ও মৃত্যুর উপরে জয়লাভ করেছিলেন, পৃথিবী এক অতুলনীয় শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হবে।

> "হ্যাঁ, সমস্ত বাদশাহরা **তাঁর** কাছে মাথা নীচু করুক। **তাঁর** মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতি যেন দোয়া পায়; তারা **তাঁকে** ধন্য বলুক।"
> (জবুর ৭২:১১, ১৭)

মাবুদ স্বয়ং নিজেই এই পরিশ্রান্ত দুনিয়াকে তাঁর একমাত্র ধার্মিকতার রাজত্ব দিয়ে স্থাপন করবেন, যেখানে আদমের উদ্বারপ্রাপ্ত বংশধরেরা গৌরবময় দেহ এবং পাক স্বভাবের অধিকারী হয়ে তাঁর সাথে রাজত্ব করবে যা আগে কখনো হয়নি।

তাঁর রাজত্ব দুর্নীতি মুকত থাকবে।

> "প্রথম বারে যারা জীবিত হয়ে উঠেছিল সেই লোকদের উপর দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন শকিত নেই, বরং তারা আল্লাহ্‌ এবং মসীহের ইমাম হবে এবং সেই **হাজার বছর মসীহের সঙ্গে রাজত্ব করবে।** কিন্তু সেই হাজার বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃত লোকেরা জীবিত হল না।" (প্রকাশিত কালাম ২০:১-৩)

যেখানে সমস্ত ধরনের রাজত্ব যেমন এক তরফা, সর্বগ্রাসী, গণতান্ত্রিক, ধর্মীয় রাজত্ব ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু তাঁর রাজত্ব কখনও ব্যর্থ হবে না।

এটি তাঁর মতই নিখুঁত রাজত্ব হবে।

শান্তির রাজপুত্র

ইতিমধ্যে আমরা অনেক নবীদের ভাববাণীর মধ্য দিয়ে মসীহের প্রথম আগমনের বিষয়ে লক্ষ্য করেছি। যেমন, নবী মিকাহ্‌ বলেছেন যে মসীহ্‌ বেথেলেহেমে জন্ম গ্রহণ করবেন। কিন্তু আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে নবী মিকাহের ভবিষ্যদ্বাণী এটাও বলে যে, মসীহ্‌ একদিন সম্পূর্ণ দুনিয়াতে শাসন করবেন?

> "কিন্তু, হে বেথেলহেম-ইফ্রাথা, যদিও তুমি এহুদার হাজার হাজার গ্রামগুলোর মধ্যে ছোট, তবুও তোমার মধ্য থেকে আমার পক্ষে এমন একজন আসবেন **যিনি হবেন** ইসরাইলের

> **শাসনকর্তা**, যাঁর শুরু পুরানো দিন থেকে, অনন্তকাল থেকে। কারণ **তিনি যে মহান সেই কথা তখন দুনিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত সবাই স্বীকার করবে; আর তিনিই শান্তি আনবেন**।”
> (মিকাহ্ ৫:২, ৪-৫)

মিকাহের মত নবী ইশাইয়াও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, একজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং একজন অনন্তকালীন পুত্রকে দেয়া হবে। নবী ইশাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণীও পুত্রের বিশ্বব্যাপী রাজত্বের কথা নির্দেশ করে।

> “কারণ একটি ছেলে আমাদের জন্য জন্মগ্রহণ করবেন, একটি পুত্র আমাদের দেওয়া হবে। **শাসন করবার ভার তাঁর কাঁধের উপর থাকবে,**
> আর তাঁর নাম হবে আশ্চর্য পরামর্শদাতা, শক্তিশালী আল্লাহ্,
> চিরস্থায়ী পিতা, শান্তির বাদশাহ। **তাঁর শাসনক্ষমতা বৃদ্ধির ও শান্তির শেষ হবে না।** তিনি দাউদের সিংহাসন ও তাঁর রাজ্যের উপরে রাজত্ব করবেন; তিনি সেই সময় থেকে চিরকালের জন্য ন্যায়বিচার ও সততা দিয়ে তা স্থাপন করবেন ও স্থির করবেন।” (ইশাইয়া ৯:৬-৭)

শেষে, সমস্ত দুনিয়া আল্লাহ্‌র পুত্রকে তাঁর সঠিক নাম ধরে ডাকবে।

“তাঁর নাম হবে: আশ্চর্যমন্ত্রী,
পরামর্শদাতা,
সর্বশক্তিমান আল্লাহ্,
অনন্তকালীন পিতা, শান্তিরাজ।”

“সেই সময় থেকে **চিরকাল অবধি**” সমস্তজাতি ন্যায়বিচার ও শান্তি উপভোগ করবে।

আল্লাহ্‌র মানুষের সাথে বসবাস করার ইচ্ছা সত্যি হবে। চিরকালের জন্য।

> “সেইদিন অনেক জাতি **আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার বান্দা** হবে। **আমি তোমাদের মধ্যে বাস করব**।”
> (জাকারিয়া ২:১১)

আজকের দিনে সুখবর হল এই যে যাদের অন্তরে মসীহের রূহ্ বাস করে তারা এখনই মহান আল্লাহ্‌র উপস্থিতি ও শান্তি উপভোগ করতে পারবে।

আর অবহেলা নয়

যখন প্রথম আগমনের সময় মাবুদ এই দুনিয়াতে মানুষের মাঝে বাস করেছিলেন তখন তিনি কে ছিলেন তা বেশিরভাগ মানুষ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ লোকই ঈসাকে তাদের বাদশাহ্‌ হিসাবে মানতে অস্বীকার করছে। কিন্তু একটি স্বর্ণালীযুগ আসছে যখন দুনিয়ার সমস্ত রূহ্‌ তাঁকে একমাত্র বাদশাহ্‌ হিসাবে স্বীকার করবে।

> "**মাবুদ** বলেন, প্রত্যেক অমাবস্যায় ও প্রত্যেক বিশ্রামবারে সমস্ত লোক **আমার** সামনে এসে আমার এবাদত করবে।"
> (ইশাইয়া ৬৬:২৩)

আর হাজার হাজার ধর্ম, ডিনোমিনেশন এবং সম্প্রদায় দিয়ে দুনিয়া ভরা থাকবে না। আর কেউ কখনো আল্লাহ্‌র পুত্র ঈসা মসীহের সলিবে মৃত্যু এবং পুনরুত্থান এর ইতিহাস অস্বীকার করতে সাহস করবে না। যদিও সবাই তাঁকে বিশ্বাস করবে না কিন্তু সবাই তাঁর বার্তা ও তাঁর সত্য সম্পর্কে জানতে পারবে।

> "সমুদ্র যেমন পানিতে ভরা থাকে তেমনি দুনিয়া মাবুদের মহিমার জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে।" (হাবাক্কুক ২:১৪)

আর কোন যুদধ নয়

মাবুদের শাসনের সময়ে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে আর কোন শত্রুতা থাকবে না। ইসরাইল ও আশেপাশের দেশের সাথে আর কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না। আফ্রিকা মহাদেশের ভয়ংকর কষ্ট চিরকালের জন্য শেষ হয়ে যাবে। অন্যান্য মহাদেশেও একই বিষয় ঘটবে। যুদধ আর অত্যাচার থাকবে না। সত্যিকারের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং মহৎ উদ্দেশ্য দিয়ে দুনিয়া পূর্ণ থাকবে।

> "**অনেক জাতির লোক এসে বলবে, "চল, আমরা মাবুদের পাহাড়ে উঠে যাই**, চল, ইয়াকুবের আল্লাহ্‌র ঘরে যাই। তিনি আমাদের তাঁর পথ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবেন আর আমরা তাঁর পথে চলব।
>
> তিনি জাতিদের মধ্যে বিচার করে দেবেন; অনেক দেশের লোকদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করবেন। তারা তাদের তলোয়ার ভেঙে লাঙলের ফাল গড়বে আর বর্শা ভেঙে

> গড়বে ডাল ছাঁটবার ছুরি। এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে আর তলোয়ার উঠাবে না; **তারা আর যুদ্ধ করতে শিখবে না।**”
> (ইশাইয়া ২:৩-৪)

যেহেতু লোকেরা একমাত্র সত্যিকারের মাবুদ আল্লাহ্‌কে জানবে ও তাঁর এবাদত করবে তাই সমস্ত দুনিয়াতে শান্তি ও একতা বিরাজ করবে।

বাবিলের বিভ্রান্তির অবসান ঘটবে। পুনরায়, সমস্ত দুনিয়া একটি ভাষায় কথা বলবে:

> “তারপর আমি জাতিদের মুখ পাক-সাফ করব যাতে তারা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমার এবাদত করতে পারে।” (সফনিয় ৩:৯)

অভিশাপ তুলে নেয়া হল

এই হাজার বছর সময়কালে সমৃদ্ধি যোগ করার জন্য মাবুদ দুনিয়া থেকে গুনাহের অভিশাপ তুলে নিবেন।

প্রথম আগমনের সময়ে যখন ঈসা দুনিয়াতে বাস করতেন, তখন তিনি গুনাহের অভিশাপ মুছে ফেলার জন্য তাঁর শক্তি দেখিয়েছেন। তিনি ভূত তাড়িয়েছেন, আশ্চর্য কাজ করেছেন, রোগীদের সুস্থ করেছেন, মৃতকে জীবন দিয়েছেন, হাজার হাজার লোককে খাবার দিয়েছেন, এবং প্রকৃতির উপর তাঁর ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এই সমস্ত কিছু করার মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে তিনিই ছিলেন সেই ওয়াদাকৃত মসীহ্ এবং বাদশাহ।

প্রথম আগমনের সময় ঈসা যে নমুনা দেখিয়েছেন, দ্বিতীয় আগমনের সময় তিনি চিরকালের জন্য তা করবেন।

তিনি শয়তান ও তার অনুসারী রূহদের বেঁধে রাখবেন। তিনি মৃত্যু এবং রোগের গোড়া সহ উপড়ে ফেলবেন। মাটিতে আর ঘাস বা কাঁট উৎপন্ন হবে না। কৃষকেরা প্রচুর ফসল সংগ্রহ করবে যা আগে কখনো হয় নাই। দরিদ্রতা ও ক্ষুধা আর থাকবে না।

ইতিহাসের প্রত্যেকটি জাতি এই স্বর্ণযুগের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

ঈসার প্রথম আগমনের সময় যে সমস্ত লোকেরা ঈসার বেহেশতী রাজ্যকে অস্বীকার করেছিল, দ্বিতীয় আগমনের সময় তাঁর সেই রাজ্য বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হবে।

> “তখন অন্ধদের চোখ খুলে যাবে, বধিরদের কান বন্ধ থাকবে না। তখন খোঁড়ারা হরিণের মত লাফাবে, বোবাদের জিভ্ আনন্দে চিৎকার করবে। মরুভূমির নীচ থেকে জোরে পানি

বেরিয়ে আসবে,আর মরুভূমির নানা জায়গায় স্রোত বইবে। নেকড়ে বাঘ ও ভেড়ার বাচ্চা এক সঙেগ খাবে, সিংহ গরুর মত বিচালি খাবে **আর সাপের খাবার হবে ধুলা**। সেগুলো আমার পবিত্র পাহাড়ের কোন জায়গায় কোন ক্ষতি করবে না কিংবা ধ্বংস করবে না।” (ইশাইয়া ৩৫:৫-৬, ৬৫:২৫)

এমনকি পশুদের রাজ্যেও শানিত স্থাপিত হবে এবং গুনাহ্ প্রবেশ করার আগে যে শাক-সবজি খাওয়ার বিষয়টি ছিল তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু তারপরেও সেই সমস্ত লোকদের অন্তরে গুনাহের শিকড় খুঁজে পাওয়া যাবে যারা ঈসার সেই হাজার বছর রাজত্বের সময় জন্মগ্রহণ করবে। সব যুগের মানুষকে, আদমের বংশধরদের নাজাতের পরিকল্পনার উপর ঈমান এনে আল্লাহ্‌র ক্ষমার উপহার গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে।

আপনি কি খেয়াল করেছেন যে সর্পের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর শেষের দিকে কি বলা হয়েছে? “ধুলা হবে সর্পের খাবার।” সহস্র বছর ধরে সাপ তাদের পেটের উপর ভর করেই চলবে। তাদের ধুলায় হেঁটে চলার বিষয়টি একটি চিহ্ন হয়ে থাকবে যে এখনও আল্লাহ্‌র গুনাহ্ থেকে উদ্ধারের পরিকল্পনার তৃতীয় ও সর্বশেষ ধাপটি হতে চলেছে।

শয়তানের শেষ পতন

আমরা আগেই জেনেছি যে, “সেই পুরানো সাপ” যাকে ইবলিস ও শয়তান বলা হয় তাকে ধরে এক হাজার বছরের জন্য বাঁধা হবে এবং দোজখের সবচেয়ে নিচে ফেলে দেয়া হবে “যেন এই এক হাজার বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়ার জাতিদের আর সে ভুল পথে নিয়ে যেতে না পারে; **তারপরে অবশ্য কিছু দিনের জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে**। (প্রকাশিত কালাম ২০:২-৩)

আল্লাহ্ কেন পুনরায় শয়তানকে ছাড়বেন? কেন তাকে সব সময়ের জন্য বেঁধে রাখলেন না?

মাবুদ তাঁর অসীম বিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শয়তানকে অনন্তকালের জন্য আটকে রাখার আগে তিনি মানুষের গুনাহের অন্তরকে প্রকাশ করার চূড়ান্ত একটি সুযোগ দিবেন। মানুষ যুগের পর যুগ ধরে যেভাবে পরিবর্তীত হয় সেখানে এটা একেবারে স্পষ্ট যে: আদমের বংশধরেরা তাদের গুনাহের স্বভাবের উর্ধ্বে উঠতে পারে না। একমাত্র মাবুদ আল্লাহ্‌ই পারেন গুনাহগারদের ধার্মিক করতে এবং তাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিতে।

> “**অন্তর সব কিছুর চেয়ে ঠগ, তাকে কোন রকমে ভাল করা যায় না।** কেউ মানুষের দিল বুঝতে পারে না। আমি মাবুদ দিল খুঁজে দেখি ও মনের পরীক্ষা করি; আমি মানুষের চলাফেরা ও তার কাজের পাওনা অনুসারে ফল দিই।” (ইয়ারমিয়া ১৭:৯-১০)

মানুষের হৃদয় কতই না চতুর বা ঠগ ? এমনকি মানুষ হাজার বছর একটি নিখুঁত পরিবেশে, নিখুঁত সরকারও বাদশাহের সাথে থাকা স্বত্ত্বেও, যেই মুহুর্তে শয়তান মুক্তি পাবে তারা তার মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করবে এবং তার পক্ষ সমর্থন করবে। তারা আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দী দলে যোগ দিবে এবং তাদের সৃষ্টিকর্তার বিরুদেধ বিদ্রোহ করবে যেভাবে তাদের আদিপুরুষরা আদন বাগানে করেছিল।

এটাই হবে শয়তানের চূড়ান্ত অস্ত্র।

শয়তানের শেষ প্রচেষ্টা

> “সেই হাজার বছর শেষ হয়ে গেলে পর শয়তানকে তার জেলখানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সে তখন গিয়ে সারা দুনিয়ার জাতিদের, অর্থাৎ ইয়াজুজ-মাজুজকে ভুল পথে নিয়ে যাবে এবং যুদেধর জন্য তাদের একসঙেগ জড়ো করবে। এদের সংখ্যা হবে সমুদ্রের বালুকণার মত অসংখ্য। তখন আমি দেখলাম, তারা এগিয়ে গিয়ে আল্লাহ্‌র বান্দাদের থাকবার এলাকা এবং তাঁর সেই প্রিয় শহরটা ঘেরাও করল। **কিন্তু বেহেশ্‌ত থেকে আগুন নেমে এসে তাদের পুড়িয়ে ফেলল।”**
> (প্রকাশিত কালাম ২০:৭-৯)

মাবুদ শয়তান ও তার সৈন্যদলকে জেরুজালেম ঘিরে ফেলা অনুমতি দিবেন কিন্তু যখনই তারা একত্রিত হবে সঙেগ সঙেগ বেহেশ্‌ত থেকে আগুন এসে তাদের গ্রাস করে নিবে। শয়তানও তার পক্ষের সমস্ত লোকের রাস্তা চিরকালের জন্য শেষ হয়ে যাবে।

সর্পের ধ্বংস

এরপর যা কিছু ঘটবে তা ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাঃ

> “**যে তাদের ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিল সেই ইবলিসকে জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল।** সেই জন্তু আর ভন্ড নবীকে আগেই সেখানে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তারা চিরকাল ধরে দিনরাত যন্ত্রণা ভোগ করবে।

> **তারপর আমি একটা বড় সাদা সিংহাসন এবং তার উপরে একজনকে বসে থাকতে দেখলাম। তাঁর সামনে থেকে দুনিয়া ও আসমান পালিয়ে গেল**, তাদের জায়গা আর কোথাও রইল না। তারপর আমি দেখলাম, ছোট-বড় সব মৃত লোকেরা সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এর পর কতগুলো কিতাব খোলা হল। তার পরে আর একটা কিতাব খোলা হল। ওটা ছিল জীবন্ত কিতাব। এই মৃত লোকদের কাজ সম্বন্ধে সেই কিতাবগুলোতে যেমন লেখা হয়েছিল সেই অনুসারেই তাদের বিচার হল। যে সব মৃত লোকেরা সমুদ্রের মধ্যে ছিল, সমুদ্র তাদের তুলে দিল। এছাড়া মৃত্যু ও কবরের মধ্যে যে সব মৃত লোকেরা ছিল, মৃত্যু ও কবর তাদেরও ফিরিয়ে দিল। প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে বিচার করা হল।
>
> পরে মৃত্যু ও কবরকে আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল। **এই আগুনের হ্রদে পড়াই হল দ্বিতীয় মৃত্যু। যাদের নাম সেই জীবন কিতাবে পাওয়া গেল না, তাদেরও আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল।”** (প্রকাশিত কালাম ২০: ১০-১৫)

সমস্ত দ্বন্দ্ব চিরকালের জন্য শেষ হয়ে যাবে।

উজ্জ্বল সিংহাসনের বিচারের জন্য গুনাহের অভিশাপ ইতিহাস হয়ে থাকবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র বিচারের শিক্ষা কেউ কখনো ভুলবে না। সমস্ত সৃষ্টি এই জঘন্য গুনাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার সাক্ষী হয়ে থাকবে।

শেষ পর্যন্ত সাপের মাথা ধ্বংস হবে।

“শয়তানও তার অনুসারীদের জন্য যে অনন্তকালীন আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে” তার মধ্যে শয়তানও তার অনুসারীদেরকে চিরকালের জন্য ফেলে দেয়া হবে। (মথি ২৫:৪১) চিরকালের এই জেলখানা থেকে দোষীরা আর কখনো পালাতে পারবে না। এমনকি তারা আল্লাহ্‌র শাস্তির জন্য তাঁকে দোষারোপও করতে পারবে না। যদিও তারা হাজার বছর একটি নিখুঁত বাদশাহের সাথে দুনিয়াতে থাকবে কিন্তু তারপরেও তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।

মানুষ অজুহাত ছাড়া থাকবে।

একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌ ও তাঁর বার্তার সুনাম চিরকালের জন্য প্রমাণিত থাকবে।

যাদের নাম জীবন পুস্তকে লেখা থাকবে তারা চিরকাল মাবুদের সঙ্গে থাকবে। “কিন্তু জ্বলন্ত আগুন ও গন্ধকের হ্রদের মধ্যে থাকাই হবে ভীতু, বেঈমান, ঘৃণার যোগ্য, খুনী, জেনাকারী, জাদুকর, মূর্তিপূজাকারী এবং সব মিথ্যাবাদীদের শেষ দশা। এটাই হল দ্বিতীয় মৃত্যু।” (প্রকাশিতকালাম ২১:৮) [২৬৪]

শয়তান আর কখনো তার কুৎসিত মুখ তুলে দাঁড়াবে না। সমস্ত সৃষ্টি চিরকালের জন্য একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌র অধীনে সমর্পিত থাকবে।

তাঁর সাথে!

পরবর্তীতে যা হবে তা হবে মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের মত।

> “তারপর আমি একজনকে সেই সিংহাসন থেকে জোরে এই কথা বলতে শুনলাম, **“এখন মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র থাকবার জায়গা হয়েছে। তিনি মানুষের সঙ্গেই থাকবেন** এবং তারা তাঁরই বান্দা হবে। **তিনি নিজেই মানুষের সঙ্গে থাকবেন** এবং তাদের আল্লাহ্ হবেন। তিনি তাদের চোখের পানি মুছে দেবেন। **মৃত্যু আর হবে না; দুঃখ, কান্না ও ব্যাথা আর থাকবে না,** কারণ আগেকার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে।” যিনি সেই সিংহাসনে বসে ছিলেন তিনি বললেন, **“দেখ, আমি সব কিছুই নতুন করে তৈরী করছি।”** (প্রকাশিত কালাম ২১:৩-৫)

পুরাতন নিয়মের প্রথম দুটি অধ্যায় যেমন আল্লাহ্‌র প্রাথমিক সৃষ্টির কথা বর্ণনা করে ঠিক তেমনি নতুন নিয়মের শেষ দুটি অধ্যায় ও নতুন সৃষ্টির কথা বর্ণনা করে। শয়তান, গুনাহ্ এবং মৃত্যু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পুনরায় সবাই নিখুঁত ঐক্যতানে সৃষ্টিকর্তার পাক স্বভাবের মধ্যে একসাথে থাকবে। আর কখনো মানুষ অথবা ফেরেস্তারা গুনাহের শিকার হবে না। প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়া হবে এবং “আল্লাহ্ নিজেই তাদের সঙ্গে থাকবেন এবং তাদের প্রভু হবেন।”

আদমের গুনাহ্ থেকে মুক্ত করা ছাড়াও আল্লাহ্‌র কাজের আরও অনেক বিষয় রয়েছে। “সবকিছুই নতুন” করা হবে। মাবুদের লোকের বেহেশতে আরেকটি গৌরবময় দেহ পাবে যা তাঁর উজ্জ্বল তার সামনে দাঁড়ানোয় উপযুক্ত হবে। সমস্ত জাতি ও বংশের ও সময়ের মুক্ত ঈমানদারগন আল্লাহ্‌র দারুন পরিকল্পনার মধ্যে থাকবে। বিশ্বাসী হিসাবে এটি আমাদের জন্য আনন্দের কারণ হবে যে আমরা তাঁর সাথে থাকতে পারব আর বেহেশতে আমাদের উপস্থিতি হয়ে উঠবে তাঁর আনন্দের কারণ।

“আমাদের সাথে আল্লাহ্” এটা হয়ে উঠবে একটি চিরন্তন সত্য বিষয়।

তাঁর মত!

নাজাতদাতা ও তাঁর লোকদের মধ্যকার সুন্দর ও সুমধুর সহভাগিতা কখনো শেষ হবে না। পার্থিব দুনিয়ায় আদম যা হারিয়েছিল তা

পুনরুদধার করা হবে এবং তা বেহেশতে পুন:গঠিত হবে। যখন আল্লাহ্‌ প্রথম পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন,

> “এস আমরা **আমাদের মত** করে এবং **আমাদের সঙ্গে মিল রেখে** এখন মানুষ তৈরী করি।” (পয়দায়েশ ১:২৬)

সবকিছু সেইভাবেই হবে যেভাবে তিনি পরিকল্পনা করেছেন।

বেহেশত সেই সমস্ত নারী ও পুরুষদের দিয়ে পূর্ণ থাকবে যারা তাদের চরিত্র ও আচার আচরণে তাঁর প্রতিমূর্তি ও তাঁর মত চরিত্র বহন করবে। গুনাহ্‌ করার আর কোন সুযোগ থাকবে না। আল্লাহ্‌র লোকদেরকে ধার্মিকতার সীলমোহর মেরে দেয়া হবে। নবী দাউদ তাঁর লেখার মধ্যে বলেছেন: “কিন্তু আমি যেন **নির্দোষ** হয়ে **তোমার সামনে** থাকতে পারি, যাতে মৃত্যু থেকে জেগে উঠে তোমাকে দেখে আমি আনন্দ পাই।” (জবুর শরীফ ১৭:১৫)

মুক্ত হওয়া পুরুষ, মহিলা ও শিশুরা চিরকালের জন্য আল্লাহ্‌র নতুন সৃষ্টির মধ্যে সুরক্ষিত থাকবে, “**তাঁর পুত্রের মধ্যে** দিয়ে আগেই ঠিক করে রেখেছেন।” (রোমীয় ৮:২৯)

> “প্রিয় সন্তানেরা, এখন আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান, কিন্তু পরে কি হব তা এখনও প্রকাশিত হয় নি। তবে আমরা জানি, মসীহ্‌ যখন প্রকাশিত হবেন তখন **আমরা তাঁরই মত হব**, কারণ তিনি আসলে যা সেই চেহারাতেই আমরা তাঁকে দেখতে পাব।” (১ ইউহোন্না ৩:২)

তাঁর জন্য!

প্রথম থেকেই সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতির মধ্যে তাঁর রাজ্যকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাতে আমরা তাঁর গৌরব, পবিত্রতা, মহব্বত, ন্যায়বিচার, করুণা ও অনুগ্রহ জানতে পারি ও তাঁর এবাদত করতে পারি।

শয়তানের সাথে তাঁর লম্বা যুদেধর মধ্যে সবসময়েই এটা আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ছিল যে “অইহুদীদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে তিনি তাঁর বান্দা হওয়ার জন্য বেঁছে নিয়েছেন।” (প্রেরিত ১৫:১৪) এই দুনিয়াকে জয় করার জন্য যা প্রয়োজন তার সবকিছুই আল্লাহ্‌ গ্রহণ করবেন: একজন নাজাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁরই মত হবে এবং সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিবে, মহব্বত করবে, উপভোগ করবে এবং চিরকাল তাঁর গৌরব করবে।

যে কোন মুহূর্তে আল্লাহ্‌র গুনাহ্‌ থেকে মুক্তির পরিকল্পনার

তৃতীয় ও চূড়ান্ত ধাপ শুরু হয়ে যেতে পারে। আপনি কি প্রস্তুত? ঈসা মসীহের পুনরাগমন আপনার অন্তরে কি আনন্দ উপস্থিত করছে নাকি ভয়?

কিতাব আমাদেরকে শেষ কালের বিষয়ে আরও অনেক অন্তর্দৃষ্টি দেয় যা কিতাবের মধ্য দিয়ে এই যাত্রায় সম্পূর্ণ করার মত সময় আমাদের নেই। এখনকার মত এটা জানাই যথেষ্ট যে আমাদের বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্তা তাঁর কিতাবের শেষ অধ্যায়ে একটি ছোট ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে যাচ্ছেন:

"আর কোন গুনাহের **অভিশাপ রইল না**!"

(প্রকাশিত কালাম ২২:৩)

৩০

বেহেশ্তের একটি রূপরেখা

বিশ্বের জনসংখ্যার বেশিরভাগই মন্দতা সম্পর্কিত ইয়িন-ইয়ং বিষয়টি অনুসরণ করে থাকে। ইয়িন অর্থ হল ছায়া এবং ইয়িং অর্থ হল রৌদ্রজ্জ্বল। সম্ভবত কালো ও সাদার সংমিশ্রনে আঁকা বৃত্তের চিহ্ন আপনি দেখেছেন যা ইয়িন-ইয়ং এর প্রতীক। যদিও এই চিনা মতদর্শনের মধ্যে সত্য রয়েছে তবুও এটি ভাল-মন্দ, ঠিক বেঠিক ও জীবন-মরণের মধ্যে যে পার্থক্য তাকে ঝাপসা করে তোলে। এখানে ভাল ও মন্দকে মানুষের একটি স্বাভাবিক ও সীমাহীন অস্তিত্ব হিসাবে দেখানো হয়েছে।

আমরা যেমনটি দেখেছি, কিতাব ভাল ও মন্দ সম্পর্কে একটি ভিন্ন ধারণা প্রদান করে। কিতাব সমর্থন করে না যে, দুঃখ এবং দুর্দশা আমাদের মহাবিশ্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকবে। কিতাব সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট। এমন দিন আসছে যেদিন মন্দতা, যন্ত্রণা ও মৃত্যু চিরকালের জন্য ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাবে।

এই চিত্রটি আল্লাহ্‌র অপরিবর্তনীয় পরিকল্পনার ছবি বর্ণনা করে:

← অনন্তকাল	[সময়]	অনন্তকাল →
পরিপূর্ণ নিখুঁত	**[ভাল / মন্দ]**	**পরিপূর্ণ নিখুঁত**

বর্তমানের ভাল ও মন্দের মধ্যে একটি মিশ্রন রয়েছে। এটি চিরকাল থাকবে না।[২৬৫]

কিতাবের প্রথম ও শেষ অধ্যায় দুটি একটি গুনাহবিহীন দুনিয়ার বিষয় বর্ণনা করে, এমন একটি দুনিয়া যেখানে আল্লাহ্‌র মহব্বত ও গৌরব যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম ও শেষ দুটি অধ্যায়ের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্‌ গুনাহও এর অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য এবং সেই লোকদেরকে মুক্তির জন্য কাজ করছেন যারা তাঁকে জানে এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল ধরে বাস করতে চায়।

যে কোন ভাল গল্পের মত, আল্লাহ্‌র গল্পেও একটি ভাল সূচনা, মধ্যস্থান ও শেষ রয়েছে।

সূচনা: পয়দায়েশ ১ ও ২:
একটি নিখুঁত দুনিয়া —মন্দতা প্রবেশের আগে।
মধ্যবর্তী: পয়দায়েশ ৩ থেকে প্রকাশিত কালাম ২০:
একটি মন্দতার দুনিয়া —আল্লাহ্‌র হস্তক্ষেপ।
শেষ: প্রকাশিত কালাম ২১ ও ২২:
একটি নিখুঁত দুনিয়া —মন্দতা নির্মূল হওয়ার পর।

সমাপ্তির বই

কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রথম কিতাব যেমন শুরুর কিতাব, ঠিক তেমনি কিতাবুল মোকাদ্দসের শেষ কিতাবটি হল সমাপ্তির কিতাব।

পয়দায়েশ	প্রকাশিত কালাম
◊ সবকিছুর আরম্ভ	√ সবকিছুর সমাপ্তি
◊ বেহেশ্‌ত ও দুনিয়ার সৃষ্টি	√ বেহেশ্‌ত ও দুনিয়ার সৃষ্টি
◊ আল্লাহ্‌ দুনিয়ার জন্য সূর্য সৃষ্টি করলেন	√ আল্লাহ্‌-ই হলেন বেহেশতের আলো
◊ মানুষের প্রতি শয়তানের প্রথম প্রলোভন	√ মানুষের প্রতি শয়তানের চূড়ান্ত প্রলোভন
◊ আল্লাহ্‌র প্রথম বিচার	√ আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত বিচার
◊ গুনাহ্‌ এবং মৃতুর প্রবেশ	√ গুনাহ্‌ এবং মৃত্যু বাতিল করা
◊ “প্রথম আদম” কর্তৃত্ব হারালো	√ ”শেষ আদম” কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপন
◊ আল্লাহ্‌র শয়তানকে ধ্বংস করার ওয়াদা	√ শয়তানকে আগুনের হ্রদে ফেলে দেয়া
◊ প্রথম মেষশাবকের কোরবানী	√ আল্লাহ্‌র মেষশাবকের গৌরব
◊ মানুষকে দুনিয়ার বেহেশ্‌ত থেকে বের করে দেয়া	√ মানুষের বেহেশতে বসবাস
◊ মানুষকে জীবন গাছের থেকে আলাদা করা	√ মানুষ জীবন গাছের ফল খাবে
◊ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে মানুষের পৃথকীকরণ	√ নাজাতপ্রাপ্ত লোকেরা চিরকাল আল্লাহ্‌র সাথে থাকবে

এই তালিকা আরও চলতে পারে কিন্তু নিশ্চয় আপনি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন।

প্রকাশিত কালাম

যেহেতু একসাথে আমরা এই যাত্রা শেষ করছি তাই আমরা আল্লাহ্‌র কাহিনীর শেষ অংশটি প্রতিফলিত করতে চাই যা সত্যিই সম্পূর্ণ নতুন একটি সূচনার উদ্বোধন।

কিতাবের শেষ পুস্তকটি এই আয়াতগুলো দিয়ে শুরু হয়েছে:

> "এই কিতাবের মধ্যে যা লেখা হয়েছে তা ঈসা মসীহ্‌ই প্রকাশ করেছেন। এই সব বিষয় আল্লাহ্ মসীহের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, যেন যে সব ঘটনা কিছুকালের মধ্যে অবশ্যই ঘটতে যাচেছ তা তিনি তাঁর গোলামদের জানান। মসীহ্ তাঁর ফেরেশতা পাঠিয়ে তাঁর গোলাম ইউহোন্নাকে এই সব বিষয় জানিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র কালাম ও ঈসা মসীহের সাক্ষ্য সম্বন্ধে ইউহোন্না যা দেখেছিলেন, সেই সব বিষয়েই তিনি এখানে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কালাম যা এখানে লেখা হয়েছে, যে তা তেলাওয়াত করে সে ধন্য এবং যারা তা শোনে ও পালন করে তারাও ধন্য, কারণ সময় কাছে এসে গেছে **তিনি আমাদের মহব্বত করেন এবং নিজের রক্ত দিয়ে গুনাহ্ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন , চিরকাল ধরে ঈসা মসীহের গৌরব হোক এবং চিরকাল ধরে তাঁর শক্তি থাকুক। আমিন। দেখ, তিনি মেঘের সঙ্গে আসছেন। প্রত্যেকটি চোখ তাঁকে দেখবে; যারা তাঁকে বিঁধেছিল তারাও দেখবে।** এবং দুনিয়ার সমস্ত জাতি তাঁর জন্য জোরে জোরে কাঁদবে। তা-ই হোক, আমিন। মাবুদ আল্লাহ্ বলছেন, "আমিই সেই আলফা এবং ওমিগা (গ্রিক বর্ণমালার প্রথম দুটি বর্ণ) যিনি আছেন, যিনি ছিলেন ও যিনি আসছেন। আমিই সর্বশক্তিমান।" (প্রকাশিত কালাম ১:১-৩,৫-৮)[২৬৬]

আল্লাহ্ এই কালামগুলো "তাঁর দাস ইউহোন্নাকে দিয়েছিলেন।" ইউহোন্না ছিলেন সেই বারো সাহাবীর মধ্যে একজন যিনি মাবুদ ঈসার দুনিয়াতে পরিচর্যা করার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন।[২৬৭] ঈসার বেহেশতে যাবার ষাট বছর পর, পাক-রূহ্ ইউহোন্নাকে কিতাবের এই শেষপুস্তকটি লেখার অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন।

প্রকাশিত অর্থ উন্মোচিত। এই মনোমুগ্ধকর বইটি সেই সমস্ত ঘটনাগুলো উন্মোচন করে যা কোন মানুষ কোনদিন কল্পনাও করতে পারে নাই। এটা একটা রূপরেখা প্রকাশ করে যে কিভাবে মাবুদ তাঁর পবিত্র নামকে উচচীকৃত করেন এবং গুনাহের দরুণ মানুষ যে কর্তৃত্বকে হারিয়েছিল তা পুনরুদ্ধার করেন। সেই সাথে এই কিতবটি আমাদেরকে বেহেশতের একটি পূর্বরূপও প্রদান করে।

সিংহাসন

আল্লাহ্‌র নির্ধারীত কয়েকজন নবী ও প্রেরিতরা আল্লাহ্‌র থাকবার জায়গা সম্পর্কে এক ঝলক বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু প্রেরিত ইউহোন্না এই বিষয়টিকে আরও বেশি পরিষ্কার করেছেন। ইউহোন্না লিখেছেন:

> "এর পরে আমি **বেহেশতের একটা দরজা খোলা** দেখতে পেলাম। শিংগার আওয়াজের মত যাঁর গলার আওয়াজ আগে আমি শুনেছিলাম তিনি আমাকে বললেন, "তুমি এখানে উঠে এস। এই সবের পরে যা কিছু অবশ্যই ঘটতে যাচ্ছে তা আমি তোমাকে দেখাব। আর তখনই আমি পাক-রূহের বশে **বেহেশতে একটা সিংহাসন দেখতে পেলাম।** আমি দেখলাম, **সেই সিংহাসনে একজন বসে আছেন।** তাঁর চেহারা ঠিক হীরা ও সার্দীয় মণির মত। সিংহাসনটার চারদিকে একটা রংধনু ছিল; সেটা দেখতে ঠিক একটা পান্নার মত (দুটা দামি পাথর[২৬৮])।" (প্রকাশিত কালাম ৪:১-৩ কিতাবুল মোকাদ্দস)

ইউহোন্না বেহেশতের সিংহাসন কক্ষের বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক সংগ্রাম করেছেন। এটা এতটা গৌরবময় যে ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আল্লাহ্‌র সিংহাসনের চারিপাশে ফেরেস্তারা ছিল যারা সবসময় ঘোষণা করছিলেন: "তিনি **পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র** সর্বশক্তিমান মাবুদ আল্লাহ্, যিনি ছিলেন আছেন এবং আসবেন!" (প্রকাশিত কালাম ৪:৮)

ইউহোন্না তাই বর্ণনা করতে পেরেছিলেন যা তিনি এই দুনিয়ায় দেখেছিলেন, কিন্তু সবকিছু আরও অনেক বেশি সুন্দর ও চোখ ধাধাঁনো ছিল। তিনি একটি জায়গার দিকে তাকিয়ে ছিলেন যা তীব্র ঝলমলে আলো ও অতি প্রাকৃতিক রং দিয়ে পূর্ণ। তিনি অনেক বজ্রধ্বনি এবং আনন্দের, প্রশংসা ভরা অজস্র কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিলেন কিন্তু ইউহোন্না সব থেকে বেশি মোহিত হয়েছিলেন যিনি সিংহাসনে বসেছিলেন তাঁকে দেখে।[২৬৯]

রোমাঞ্চিত হওয়া

বিশ্বের ধর্মগুলো জান্নাতকে বিভিন্ন উপায়ে বর্ণনা করেছে।

কিছু কিছু বর্ণনা আছে যা ইতিবাচকভাবে বিরক্তিকর। সম্ভবত আপনি এই ধরনের কার্টুন দেখেছেন যে, লোকেরা মেঘের উপর বসে আছে, বীণা বাজাচ্ছে। কিতাবে আল্লাহ্‌র বাস করার স্থান সম্পর্কে এমন বর্ণনা করা হয় নাই।

আবার কেউ কেউ জান্নাতকে পুরুষ কেন্দ্রিক একটি বাগানের সাথে বর্ণনা করেছেন যেখানে ভোগবিলাস বা ইন্দ্রিয় সুখের কোন শেষ নেই। এই ধারণাটাও ভুল। মাবুদ যখন এই দুনিয়ার ছিলেন তখন তিনি

এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, "তাঁর পিতার বাড়িতে নাজাতপ্রাপ্ত লোকেরা না বিয়ে করবে না বিয়ে দিবে, কিন্তু তারা ফেরেস্তাদের মত হবে।" (মথি ২২:৩০)

বেহেশ্‌ত হবে আল্লাহ্‌-কেন্দ্রিক একটি রাজ্য যেখানে অসীম জ্ঞানও মহব্বতের উপস্থিতিতে আনন্দ, বিষ্ময় এবং রোমাঞ্চ ম্লান হবে না। বেহেশ্‌ত এমন একটি স্থান যেখানে দুনিয়ার অন্য সমস্ত কিছুর চেয়ে সম্পর্ক অনেক বড়। আল্লাহ্‌ দুনিয়াতে বিবাহের নকশা সৃষ্টি করেছিলেন যাতে আমরা অনন্তকাল ধরে আল্লাহ্‌ও নাজাতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যকার গৌরবময় সম্পর্ক সম্পর্কে একটি ধারণা পেতে পারি। এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম বিবাহের বিষয়টিও ঈসার সাথে মানুষের যে আনন্দময় সম্পর্ক থাকবে তার কাছে ম্লান হয়ে পড়বে। কিতাবে এটি বলা হয়েছে "একটি **মহান** গোপন সত্য" (ইফিষীয় ৫:৩২) এবং আরও বলা হয়েছে যে, "**মেষ-শাবকের বিয়ের ভোজে** যাদের দাওয়াত করা হয়েছে তারা ধন্য!" (প্রকাশিত কালাম ১৯:৯)

বেহেশ্‌ত হল তাঁর সাথে থাকার বিষয়।

হাজার হাজার বছর আগে যে সমস্ত ফেরেস্তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল তারা এখন আগের চেয়েও আল্লাহ্‌র উপস্থিতির জন্য সশ্রদ্ধ ভীত। আর তাই এটা হবে আদমের মুক্তিপ্রাপ্ত সন্তানদের জন্য। আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের প্রজ্ঞা, ঐশ্বর্য ও পরিপূর্ণতা বুঝতে হলে আমাদের অনন্তকাল সময় লেগে যাবে।

> "হে আল্লাহ্‌, তোমার এই সব পরিকল্পনা আমার কাছে কত দামী! সেগুলো অসংখ্য। যদি সেগুলো আমি গুণি তবে তার সংখ্যা বালু কণার চেয়েও বেশী। আমি যখন জেগে উঠি তখনও আমি **তোমার কাছেই** থাকি।" (জবুর ১৩৯:১৭-১৮)

আল্লাহ্‌র সাথে থাকার যে আনন্দ ও রোমাঞ্চতা কখনোই পুরানো হবে না। এখানে প্রশ্ন এটা নয় যে আমরা কখন বিরক্ত হয়ে উঠবো, বরং প্রশ্ন হল আমরা কি তাঁর দিক থেকে কখনো চোখ সরাতে পারব?

> "**তোমার দরবারে থাকায় আছে পরিপূর্ণ আনন্দ** আর তোমার ডান পাশে রয়েছে চিরকালের সুখ।"
> (জবুর শরীফ ১৬:১১)

সিংহাসন

প্রেরিত ইউহোন্না কেবল যে মাবুদের সিংহাসন এর একটি ঝলক দেখতে পেয়েছিলেন তা নয় বরং তিনি নাজাতপ্রাপ্তদের সিংহাসনও দেখেছিলেন।

> “এর পরে আমি **প্রত্যেক জাতি, বংশ, দেশ ও ভাষার মধ্য থেকে এত লোকের ভিড় দেখলাম যে, তাদের সংখ্যা কেউ গুণতে পারল না**। সাদা পোশাক পরে তারা সেই সিংহাসন ও মেষ-শাবকের সামনে খেজুর পাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা জোরে চিৎকার করে বলছিল; যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, আমাদের সেই আল্লাহ্ এবং মেষ-শাবকের হাতেই গুনাহ্ থেকে নাজাত রয়েছে।” (প্রকাশিত কালাম ৭:৯-১০)

আপনি কি স্মরণ করতে পারেন যে, কিভাবে আল্লাহ্ অব্রাহাম ও তার বংশের মধ্যে দিয়ে আসা সেই নাজাতদাতার মধ্য দিয়ে এই দুনিয়াকে দোয়া করেছিলেন?[২৭০] আল্লাহ্ ইউহোন্নাকে সেই সুযোগ দিলেন যেন তিনি ভবিষ্যত দেখাও আল্লাহ্র ওয়াদার পরিপূর্ণতার জন্য সাক্ষ্য দেয়ার সুযোগ পান।

প্রত্যেক বংশের, প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ভাষা-ভাষীর লোকেরা আল্লাহ্র সিংহাসনের চারিপাশে থাকবেন। কৃতজ্ঞতা ও আনন্দচিত্তে গুনাহ্ থেকে নাজাতপ্রাপ্ত লোকেরা সিংহাসনের সামনে অনন্তকাল ধরে মেষশাবকের শুকরিয়া ও এবাদত করবে যিনি তাঁর রক্ত দিয়ে তাদেরকে অনন্তকালীন মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে দোয়া করেছেন।

> “তাঁরা এই নতুন কাওয়ালীটি গাইছিলেন: ‘**তুমিই ঐ কিতাবটা নিয়ে তার সীলমোহরগুলো খুলবার যোগ্য, কারণ তোমাকে মেরে ফেলা হয়েছিল।** তুমিই তোমার রক্ত দিয়ে প্রত্যেক বংশ,ভাষা, দেশ ও জাতির মধ্য থেকে আল্লাহ্র জন্য লোকদের কিনেছ তুমি তাদের নিয়ে একটা রাজ্য গড়ে তুলেছ এবং আমাদের আল্লাহ্র এবাদত-কাজ করবার জন্য ইমাম করেছ। দুনিয়াতে তারাই রাজত্ব করবে।’
>
> পরে আমি চেয়ে দেখলাম; আর আমি সেই সিংহাসন, প্রাণী ও নেতাদের চারদিকে অনেক ফেরেশতার কণ্ঠস্বর শুনলাম। সেই ফেরেশতারা ছিলেন সংখ্যায় হাজার হাজার, কোটি কোটি। তাঁরা জোরে জোরে এই কথা বলছিলেন: “**যে মেষ-শাবককে মেরে ফেলা হয়েছিল**, তিনিই ক্ষমতা, ধন, জ্ঞান, শক্তি, সম্মান, গৌরব ও প্রশংসা পাবার যোগ্য!”
>
> (প্রকাশিত কালাম ৫:৯-১২)

আমার নাজাতদাতা!

চার হাজার বছর আগে নবী আইয়ুব লিখেছেন:

> “**আমি জানি আমার মুক্তিদাতা জীবিত আছেন**; শেষে তিনি দুনিয়ার উপরে এসে দাঁড়াবেন। আমার চামড়া ধ্বংস হয়ে যাবার পরেও **আমি জীবিত অবস্থায় আল্লাহ্‌কে দেখতে পাব**। **আমি নিজেই তাঁকে দেখব**; অন্যে নয়, কিন্তু আমি আমার **নিজের চোখেই** তাঁকে দেখব। আমার অন্তর **আকুলভাবে তা চাইছে**!” (আইয়ুব ১৯:২৫-২৭)

আইয়ুবের মত আপনার হৃদয়ও কি আল্লাহ্‌কে দেখার জন্য আকুল? আপনি কি তাঁকে আপনার নাজাতদাতা হিসাবে জানেন?

প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিই আইয়ুবের মত প্রত্যাশা করবে। আমার বন্ধুরা, আমি আপনাদের কথা জানি না কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি যে আমি আমার নাজাতদাতাকে সামনা সামনি দেখতে পাব! আমি আল্লাহ্‌র পুত্রের সাথে দেখা করতে এবং কথা বলতে যাচ্ছি, “যিনি **আমাকে** মহব্বত করেছেন এবং **আমার জন্য** তিনি নিজেকে দিয়েছেন।” (গালাতীয় ২:২০)

হ্যাঁ, আমি প্রত্যাশা করছি যে যুগের পর যুগ ধরে আল্লাহ্‌র লোকদের ও তাদের পরিবার ও বন্ধু যারা ইতিমধ্যে আল্লাহ্‌র সাথে আছেন তাদের সাথে একটি দারুণ সহভাগিতার সময় কাটাবো। আমি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে এটা প্রত্যাশা করি যে আপনিও তাদের মধ্যে থাকবেন। কিন্তু সর্বপরি আমি ঈসাকে দেখতে চাই!

তিনি আমার কাছ থেকে আমার দোজখের শাস্তি নিয়ে নিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে, অন্যতম একটি বড় সত্য আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে আর তা হলো:

তিনি চান যেন আমি অনন্তকাল **তাঁর** সাথে থাকি!

যে রাত্রে ঈসাকে সলিবে দেয়া ও শাস্তি দেয়ার জন্য গ্রেফতার করা হয়, তখন তিনি মুনাজাত করেছিলেন:

> “**পিতা, আমি চাই যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ**, আমার মহিমা দেখবার জন্য **তারা যেন আমি যেখানে আছি সেখানে আমার সঙ্গে থাকতে পারে।** সেই মহিমা তুমিই আমাকে দিয়েছ, কারণ দুনিয়া সৃষ্ট হবার আগে থেকেই তুমি আমাকে মহব্বত করেছ।!” (ইউহোন্না ১৭:২৪)

এটাই হল আল্লাহ্‌র বার্তার প্রধান বিষয়। তিনি এভাবেই নকশা করেছেন যে, মানুষ তাঁর সঙ্গে থাকবে কিন্তু তিনি কখনই তাঁর নিমন্ত্রন গ্রহণ করার জন্য আপনাকে জোর করবেন না।

সিদ্ধান্তের বিষয়টি তিনি আপনার উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন।

"যে জয়ী হবে তাকে আমি আল্লাহ্‌র জান্নাতুল-ফেরদৌসের জীবন্ত গাছের ফল খেতে দেব। যারা ঈমান এনেছে যে ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র, একমাত্র তারাই দুনিয়ার উপর জয়লাভ করে।"
(প্রকাশিত কালাম ২:৭; ১ ইউহোন্না ৫:৫)

একটি নিখুঁত বাড়ী

কিতাবের শেষ অধ্যায় দুটিতে ইউহোন্না সেই অনন্তকালীন বাড়ির একটি আভাস দিয়েছেন যেখানে সর্বযুগের বিশ্বাসীগণ একসাথে তাদের সৃষ্টিকর্তা-নাজাতদাতার সাথে বাস করবেন এবং আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের জন্য যা প্রস্তুত করে রেখেছেন তাতে অংশগ্রহণ করবে।

"তারপর আমি **একটা নতুন আসমান** ও **একটা নতুন জমীন** দেখলাম। প্রথম আসমান ও প্রথম জমীন শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সমুদ্রও আর ছিল না। পরে আমি সেই পবিত্র শহরকে, অর্থাৎ নতুন জেরুজালেমকে বেহেশতের মধ্য থেকে এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নেমে আসতে দেখলাম।"
(প্রকাশিত কালাম ২১:১-২)

এই গৌরবময় শহরটি "আল্লাহ্‌র কাছ থেকে" আমাদের কাছে নেমে আসবে। তখন পৃথিবীতে আর কোন আলাদা আলাদা মহাদেশ থাকবে না। পৃথিবীতে একটি মাত্র নিয়ম থাকবে।

"তিনি তাদের চোখের পানি মুছে দেবেন। মৃত্যু আর হবে না; দুঃখ, কান্না ও ব্যথা আর থাকবে না, কারণ আগেকার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে।" (প্রকাশিত কালাম ২১: ৪)

সবকিছু নিখুঁত হবে। বেহেশতের শহর এত গৌরবময় হবে যে কল্পনা করা সম্ভব নয়। এটির বর্ণনা করতে ইউহোন্নারও অনেক কষ্ট হয়েছিল।

"শহরটা চারকোনা বিশিষ্ট—লম্বা ও চওড়ায় সমান। পরে তিনি সেই মাপকাঠি দিয়ে শহরটা মাপলে পর দেখা গেল সেটা লম্বা, চওড়া ও উচ্চতায় দু'হাজার চারশো কিলোমিটার। পরে তিনি দেয়ালটা মাপলে পর সেটার উচ্চতা একশো চুয়াল্লিশ হাত হল। মানুষ যেভাবে মাপে সেই ফেরেশতা সেইভাবেই মেপেছিলেন।

হীরা দিয়ে দেয়ালটা তৈরী ছিল আর শহরটা ছিল পরিষ্কার কাচের মত খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী। সেই শহরের দেয়ালের

ভিত্তিগুলোতে সব রকম দামী পাথর বসানো ছিল।

বারোটা দরজা ছিল বারোটা মুক্তা। প্রত্যেক দরজা এক একটা মুক্তা দিয়ে তৈরী ছিল। **শহরের রাস্তাটা পরিষ্কার কাচের মত খাঁটি সোনায় তৈরী ছিল**। আমি সেই শহরে কোন এবাদত-খানা দেখলাম না, কারণ সর্বশক্তিমান মাবুদ আল্লাহ্ এবং মেষ-শাবকই ছিলেন সেই শহরের এবাদত-খানা।

সেই শহরে আলো দেবার জন্য সূর্য বা চাঁদের কোন দরকার নেই, কারণ **আল্লাহ্‌র মহিমাই সেখানে আলো দেয় এবং মেষ-শাবকই সেখানকার বাতি**। আর সব জাতি সেই আলোতে চলাফেরা করবে।

নাপাক কোন কিছু কিংবা জঘন্য কাজ করে বা মিথ্যা কথা বলে এমন কোন লোক সেখানে কখনও ঢুকতে পারবে না; **যাদের নাম মেষ-শাবকের জীবন্ত কিতাবে লেখা আছে** তারাই কেবল সেখানে ঢুকতে পারবে।”

(প্রকাশিত কালাম ২১: ১৬ -২৪, ২৭)

এই বিশাল শহরটি সমস্ত ক্ষেত্রেই মহিমান্বিত হবে; এমনকি এর রাস্তাগুলো ও “খাঁটি সোনার, স্বচ্ছ কাচের মত।” প্রতিটি উপাদানই মাবুদের গৌরব প্রতিফলিত করার জন্য তৈরী হয়েছে। এই শহরে কোন বায়তুল-মোকাদ্দস নেই বা সূর্য নেই কারণ মাবুদ নিজেই এই শহরের এবাদতখানার কেন্দ্র এবং সমস্ত আলোর উৎস। “মেষশাবকই সেই শহরের আলো।” বেহেশ্ত সেই একই ব্যক্তি দ্বারা আলোকিত হয়ে উঠবে যিনি সৃষ্টির প্রথম দিন বলেছিলেন,

“আলো হোক।” (পয়দায়েশ ১:৩)

সেই শহরের আলো ঠিক সেই রকমই উজ্জ্বল যা সমাগম তাঁবুর ও বায়তুল মোকাদ্দসের মহা-পবিত্র স্থানে ছিল, এবং প্রভু ঈসা নিজেই বলেছেন যে,

“**আমিই** দুনিয়ার **নূর**।” (ইউহোন্না ৮:১২)

এই বেহেশতী শহরটি একটি নিখুঁত ঘনক্ষেত্রের মত হবে যেমনটি সমাগম তাঁবুর মহাপবিত্র স্থান ছিল যা বেহেশ্তের প্রতীকস্বরূপ। এই শহরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, এবং উচ্চতা প্রতিটি দিক থেকে ২২০০ কিলোমিটার (১৫০০ মাইল) হবে। স্পষ্টভাবেই, শহরটি নতুন পৃথিবীর স্তরগুলোর মধ্যে দিয়ে মহাকাশে প্রবেশ করবে।

এই গৌরবের বাড়িতে জন্মগ্রহণকারী সবার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা

থাকবে। যাহোক, সবলোক সেখানে থাকবে এমন নয়, “কিন্তু তারাই সেখানে থাকবে যাদের নাম সেই মেষশাবকের জীবন পুস্তকে লেখা থাকবে।”

শেষ অধ্যায়টি শহরের মধ্যে একটি বাগানের বর্ণনা প্রদান করে।

> “তারপর সেই ফেরেশতা আমাকে জীবন্ত পানির নদী দেখালেন। সেটা স্ফটিকের মত চকচকে ছিল এবং আল্লাহ্‌র ও মেষ-শাবকের সিংহাসনের কাছ থেকে বের হয়ে শহরের রাস্তার মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। সেই নদীর দু’ধারেই **জীবন্তগাছ** ছিল। বদদোয়া আর থাকবে না আল্লাহ্‌র ও **মেষ-শাবকের** সিংহাসন সেই শহরে থাকবে এবং তাঁর গোলামেরা তাঁর এবাদত করবে। তারা **তাঁর মুখ** দেখতে পাবে এবং তাঁর নাম তাদের কপালে লেখা থাকবে। তারা চিরকাল ধরে **রাজত্ব** করবে।” (প্রকাশিত কালাম ২২:১-৫)

একটি নিখুঁত কাহিনী

আল্লাহ্‌র কাহিনী একটি পূর্ণ চক্রের মত।

> “রাস্তার মাঝখানে, এবং নদীর দুপাশে ছিল **জীবন**-গাছ।”

যা একটি সুন্দর বাগানের সাথে শুরু হয়েছিল তা শেষও হবে একটি জাকজমকপূর্ণ শহরের একটি সুন্দর বাগানের সাথে। এদন বাগানের মত এখানে কোন “নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছ এবং ভাল-মন্দ বুঝবার গাছ” থাকবে না, কিন্তু, সেখানে “জীবন-গাছ” থাকবে যেখান থেকে আদম ও হাওয়া গুনাহের মধ্যে দিয়ে সরে গিয়েছিল। সেই পবিত্র শহরে নিখুঁত পবিত্রতা ও অনন্তকালীন জীবনই হবে একমাত্র উপায়।

পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাওয়া এবং বিশ্বাসে জীবন যাপন করা তখন ইতিহাস হয়ে থাকবে।

> “এতে **আল্লাহ্‌র** এবং **মেষশাবকের** সিংহাসন থাকবে এবং তাঁর বান্দারা তাঁর সেবা করবে।” তারা **তাঁর মুখ দেখতে** পাবে। তারা **চিরকালের জন্য রাজত্ব করবে**।”

অসহায় রূহদের বিচারের হাত থেকে রক্ষা এবং তাদেরকে চিরকাল তাঁর সাথে বাস করার জন্য উপযুক্ত করে তুলতে “আল্লাহ্‌ এবং তাঁর মেষ” যে মূল্য প্রদান করেছেন তা কখনোই তাঁর লোকেরা ভুলে যাবে না।

মাবুদ ও তাঁর লোকদের মধ্যে একটি মধুর ও অটুট সহভাগিতা একটি দারুণ স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকবে। আল্লাহ্‌ আমাদের সাথে

ছিলেন এবং আমাদেরও তাঁর সাথে থাকা উচিত, আদম ও হাওয়া যদি কখনও গুনাহ্ না করত তবে বিষয়টি তার থেকেও আরও বেশি মধুর হয়ে উঠতো।

কেন এটি আরও বেশি সুন্দর হয়ে উঠবে?

উত্তরটি **উদধার/নাজাত** শবদটির মধ্যে পাওয়া য়ায়।

> "কারণ তিনি অন্ধকারের রাজ্য থেকে **আমাদের উদধার করে** তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজ্যে **এনেছেন।** এই পুত্রের সঙেগ যুক্ত হয়ে আমরা **মুক্ত** হয়েছি, অর্থাৎ আমরা গুনাহের মাফ পেয়েছি।"
> (কলসীয় ১:১৩-১৪)

আইন-ভঙগকারী হিসাবে গুনাহ্ ও মৃত্যুর অন্ধকারের খারাপ ভাগ্যের শাস্তি **থেকে উদ্বার** পাওয়া এবং তারপর প্রেমের রাজ্যের নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি ছাড়া আর এমন কি আছে যা **এর থেকেও সুন্দর** হতে পারে?

যারা আমাদের সৃষ্টিকর্তা-নাজাতদাতাকে বিশ্বাস করেছে তাদের জন্য তিনি তাই করেছেন। তাঁর মহব্বতের জন্য তাঁর বহুমূল্য রক্ত দিয়ে তিনি অসহায় গুনাহগারদের দোজখ থেকে মুক্ত করেছেন এবং বেহেশতের জন্য উপযুক্ত করে তুলেছেন।

এটাই হল সেই নিখুঁত কাহিনী, নাজাতের কাহিনী যা অনন্তকালের জন্য প্রশংসনীয়।

> "এর পরে আমি প্রত্যেক জাতি, বংশ, দেশ ও ভাষার মধ্য থেকে এত লোকের ভিড় দেখলাম যে, তাদের সংখ্যা কেউ গুণতে পারল না। সাদা পোশাক পরে তারা সেই সিংহাসন ও মেষ-শাবকের সামনে খেজুর পাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা জোরে চিৎকার করে বলছিল: **"যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, আমাদের সেই আল্লাহ্ এবং মেষ-শাবকের হাতেই গুনাহ্ থেকে নাজাত রয়েছে।"** (প্রকাশিত কালাম ৭:৯-১০)

চিরকালীন সুখ

সমস্ত দুনিয়ার লোকেরা এমন কাহিনী পছন্দ করে যেখানে রোমাঞ্চ, উদধার রয়েছে এবং সমাপ্তি অনেক সুখের হয়।[২৭১]

এগুলো এমন ধরনের গল্প যা সাধারণত কোন একজন গ্রামের প্রাচীন কিংবদন্তির দ্বারা রাতের আকাশের নিচে আগুণ জ্বালিয়ে বলা হয়ে থাকে অথবা একটি কাল্পনিক গল্প যা বিছানায় পিতামাতারা তাদের সন্তানদের পড়ে শোনান, বা এই রকমেরই কোন কিছু। এটি কিছুটা এমন হয়ে থাকে যে:

সমস্যায় জর্জরিত একজন তরুণ কুমারী কোন মন্দ শক্তির অধীনে বশীভূত ছিল বশীভূত থাকে, আর হয়তো সে তার সেই অসহায়ত্ব থেকে কোন একজন সাহসী যোদ্ধা বা সুন্দর রাজপুত্রের বা কোন একটি অতি আশ্চর্যজনক শক্তির মধ্যে দিয়ে মুক্তি পায়। তার ভালবাসার রাজপুত্রের দ্বারা মুক্তি পেয়ে, রাজপুত্র তাকে তার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে, যাতে তারা একটি সুন্দর বাড়ীতে বাস করতে পারে।

এবং কিভাবে এই গল্প শেষ হয়?

এবং এরপর তারা সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে লাগল।

লোকেরা কেন এই ধরনের কাহিনী বলেন? তারা এই ধরনের কাহিনী বলেন কারণ আল্লাহ্ মানুষের অন্তরে একটি আকাঙ্খা দিয়েছেন যেন তারা শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পায়, মহব্বত পায়, এবং একটি সুখী জীবন যাপন করতে পারে। এই কারনেই বৃদ্ধ কি শিশু সবাই এই ধরনের গল্প বা কাহিনী পছন্দ করে।

কিন্তু আল্লাহ্‌র কাহিনীতে কোন কাল্পনীক গল্প নাই।

এটি কোন ঐতিহাসিক কাল্পনিক ঘটনা নয় বা প্রত্নতাত্ত্বিক কোন বিষয়ও নয়। এটি কোন আবিষ্কৃত ঘটনাও নয় যা ডজন খানেক লোকদের নিয়ে কয়েক শতাব্দী ধরে লেখা হয়েছে বা এমন নয় যে শতশত নবীরা এগুলোকে ভবিষ্যদ্বাণী করে রেখেছেন। একজন তৈরী করা হিরো কখনো ঈসার মত বেহেশতী জ্ঞানে কথা বলতে পারবে না, এমনকি সে এটাও বলতে পারেনা যে সে তাদেরকে রক্ষা করতে এসেছে:

> “ঈসা তাঁর বারোজন সাহাবীকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন, “দেখ, আমরা জেরুজালেমে যাচ্ছি। আদমের বিষয়ে নবীরা যা যা লিখে গেছেন তা সবই পূর্ণ হবে। তাঁকে অ-ইহুদীদের হাতে দেওয়া হবে। লোকে তাঁকে ঠাট্টা ও অপমান করবে এবং তাঁর গায়ে থুথু দেবে। ভীষণভাবে চাবুক মারবার পরে তারা তাঁকে হত্যা করবে, আর তৃতীয় দিনে তিনি জীবিত হয়ে উঠবেন।”
>
> (লূক ১৮:৩১-৩৩)

অলীক কোন গল্প কাহিনী গুনাহগারদের দোজখের শাস্তি থেকে রক্ষা করে অনন্তকালীন জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না।

আজগুবি কোন গল্প আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তার সাথে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করে দিতে পারে না এবং আমাদের স্বার্থপর ও

গুনাহ্ পূর্ণ হৃদয়কে আল্লাহ্‌র গৌরবের জন্য এবং অন্যদের সেবার জন্য পরিবর্তন করতে পারে না।

একমাত্র আল্লাহ্‌র কাহিনীই এটি করতে পারে।

কারণ এটি সত্যিকারের গল্প।

সারাংশ:

একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌র কাহিনী ও বার্তা হল তাঁর অনন্তকালীন পুত্রকে নিয়ে যিনি একজন মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন, একটি নিখুঁত জীবন যাপন করলেন, তাঁর নিখুঁত রক্ত পাতিত করলেন এবং অসহায় রূহদের শয়তান, গুনাহ, মৃত্যু এবং দোজখের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মৃত্যু থেকে জীবিত হলেন, যাতে তিনি সমস্ত বিশ্বাসীদের সাথে তাঁর অনন্তকালীন জ্ঞানের আনন্দ ও পিতার বাড়ীতে গৌরবের মহব্বত সহভাগিতা করতে পারেন।

এটাই হচ্ছে বেদনাদায়ক দুনিয়ার জন্য আল্লাহ্‌র সুখবর।

তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন তার জন্যই আমরা একটি সুখী জীবনযাপন করতে পারি।

"আমি জানি আল্লাহ্ যা কিছু করেন তা **চিরকাল** থাকে।"

(হেদায়েতকারী ৩:১৪)

আমন্ত্রণ ও সতর্কতা

আল্লাহ্‌র কিতাব এই কালামগুলো দিয়ে উপসংহারিত হয়েছে:

"**আমি ঈসা** আমার ফেরেশতাকে পাঠিয়েছি যেন সে তোমাদের কাছে জামাতগুলোর জন্য এই সব বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে। আমি দাউদের মূল এবং বংশধর, ভোরের উজ্জ্বল তারা।" আমি আলফা এবং ওমিগা, প্রথম ও শেষ, শুরু ও শেষ। **পাক-রূহ্ এবং কনে** (উদ্ধার পাওয়া গুনাহ্‌গার) **বলছেন, "এস।"** আর যে এই কথা শুনছে সেও বলুক, "এস।" যার পিপাসা পেয়েছ সে আসুক এবং **যে পানি খেতে চায় সে বিনামূল্যে জীবন-পানি খেয়ে যাক**।।

যে লোক এই কিতাবের সমস্ত কথা, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালাম শোনে আমি তার কাছে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **কেউ যদি** এর সঙেগ **কিছু যোগ করে** তবে আল্লাহ্‌ও এই কিতাবে লেখা সমস্ত গজব তার জীবনে যোগ করবেন। আর এই কিতাবের সমস্ত কথা, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালাম থেকে **যদি কেউ কিছু বাদ দেয়** তবে আল্লাহ্‌ও এই কিতাবে লেখা জীবন-গাছ ও পবিত্র শহরের অধিকার তার জীবন থেকে বাদ দেবেন।

যিনি এই সব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচেছন তিনি বলছেন,,
"সত্যিই আমি শীঘ্র আসছি।"
আমিন। হযরত ঈসা, এস।
হযরত ঈসার রহমত আল্লাহ্‌র সব বান্দাদের উপর থাকুক। **আমিন**।।" (প্রকাশিত কালাম ২২:১৬,১৩,১৭-২১)

এভাবে, চূড়ান্ত "আমেন" (অর্থ হল, এটি বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য), সেই ব্যক্তির জন্য যিনি সময়ের উর্ধ্বে বাস করেন এবং তাঁর কাহিনী ও বার্তার উপসংহার দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌ এবং মানুষ একসাথে

আপনি কি আদমের সেই উত্তরটি স্মরণ করতে পারেন যখন আল্লাহ্‌র বাগানে এসে আদমকে ডাকছিলেন যে, "আদম তুমি কোথায়?"
আদম লজ্জায় লুকিয়ে উত্তর দিয়েছিল:

"বাগানের মধ্যে আমি তোমার গলার আওয়াজ শুনেছি। কিন্তু আমি উলঙ্গ, তাই ভয়ে লুকিয়ে আছি।" (পয়দায়েশ ৩:১০)

পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাদের সৃষ্টিকর্তা-মালিকের কাছ থেকে লুকাতে চেয়েছিল কারণ তারা গুনাহ্‌ করেছিলেন।
কিন্তু এখন, ইতিহাসের শেষের দিকে, বিশ্বাসী পুরুষ, স্ত্রী ও সন্তানেরা তাদের সৃষ্টিকর্তা-নাজাতদাতার ওয়াদানুসারে যখন তাদের নিতে আসবেন যেন তারা তাঁর সঙ্গে চিরকাল থাকতে পারে তখন তারা কিভাবে সাড়া প্রদান করবেন?
তারা আনন্দের সাথে উত্তর দিবে:

"**আমেন। ঈসা মসীহ্‌ আমিন**!" (প্রকাশিত কালাম ২২:২০)

কি যা এমন বড় রূপান্তর নিয়ে আসল? আদমের অনেক বংশধরেরা এখন আর কেন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে লুকাতে চায় না? তার পরিবর্তে কেন তারা আল্লাহ্‌কে মুখোমুখি দেখার জন্য আকাঙ্খী হয়ে উঠছে?
উত্তরটি একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্য বার্তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়:

"আল্লাহ্‌ আমাদের নাজাত করেছেন এবং পবিত্রভাবে জীবন কাটাবার জন্য ডেকেছেন। আমাদের কোন কাজের জন্য তিনি তা করেন নি, বরং তাঁর উদ্দেশ্য এবং রহমতের জন্যই

> করেছেন। দুনিয়া সৃষ্ট হবার আগে মসীহ্ ঈসার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর রহমত আমাদের দান করেছিলেন, কিন্তু এখন আমাদের নাজাতদাতা মসীহ্ ঈসার এই দুনিয়াতে আসবার মধ্য দিয়ে তিনি সেই রহমত প্রকাশ করেছেন। মসীহ্ মৃত্যুকে ধ্বংস করেছেন এবং সুসংবাদের মধ্য দিয়ে ধ্বংসহীন জীবনের কথা প্রকাশ করেছেন।” (২ তীমথিয় ১:৯-১০)

একটি নিয়মঃ

যেভাবে আদমের জন্য পৃথিবীর বেহেশতী বাগানে আল্লাহ্ একটি নিয়ম পরিষ্কারভাবে দিয়েছিলেন, ঠিক একই রকমভাবে তিনি আদমের বংশধরদের জন্যও বেহেশতী শহরে একটি নিয়ম পরিষ্কার করে বলেছেন:

> “নাপাক কোন কিছু কিংবা জঘন্য কাজ করে বা মিথ্যা কথা বলে এমন কোন লোক সেখানে কখনও ঢুকতে পারবে না; যাদের নাম মেষ-শাবকের জীবন-কিতাবে লেখা আছে তারাই **কেবল** সেখানে ঢুকতে পারবে।” (প্রকাশিত কালাম ২১:২৭)

আপনার নাম কি মেষশাবকের জীবন পুস্তকে লেখা আছে? যদি হয়ে থাকে তাহলে তাঁর কাছ থেকে আপনার জন্য একটি একান্ত ব্যক্তিগত বার্তা রয়েছে:

> “**তোমাদের** মন যেন আর অস্থির না হয়। আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস কর, আমার উপরেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাড়ীতে থাকবার অনেক জায়গা আছে। তা না থাকলে আমি **তোমাদের** বলতাম, কারণ আমি **তোমাদের** জন্য জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি। আমি গিয়ে **তোমাদের** জন্য জায়গা ঠিক করে আবার আসব আর আমার কাছে **তোমাদের** নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে থাকি **তোমরা**ও সেখানে থাকতে পার। ঈসা থোমাকে বললেন, “আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।” - ঈসা
> (ইউহোন্না ১৪:১-৩, ৬)

উপসংহার

এই বইটি লেখা আমার জন্য একটি আনন্দজনক যাত্রা ছিল। আমি আমার গৌরবময় সৃষ্টিকর্তা-নাজাতদাতার গল্প ও বার্তা ধ্যান করে অনেক দোয়া পেয়েছি যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। সম্পূর্ণ বইজুড়েই তাঁর উপস্থিতি ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। সমস্ত শুকরিয়া তাঁর হোক।

আপনাকে ধন্যবাদ

যদিও নামের দীর্ঘ তালিকা থেকে বিরত থাকছি, তবে আমার সুন্দরী স্ত্রী ক্যারোল এবং কিছু মেধাবী বন্ধু-বান্ধবীদের ও পরিবারের সহযোগিতা না থাকলে এই বই সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। প্রচ্ছদ ও চিত্রায়ন আমার ভাই ডেভ করেছেন। আমার হৃদয় থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

> "আল্লাহ্ ন্যায়বিচারক; তাই তোমাদের কাজ আর তাঁর বান্দাদের সেবা-যত্ন করে তোমরা তাঁকে যে মহব্বত দেখিয়েছ এবং দেখাচ্ছ, তা তিনি ভুলে যাবেন না।" (ইবরানী ৬:১০)

সেই সাথে আমি আমার অসংখ্য মুসলিম প্রশ্নকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞ যাদের ইমেইল আমাকে লিখতে অনুপ্রাণীত করেছে।

সর্বপরি, আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমার এই সংক্ষিপ্ত যাত্রায় অংশগ্রহণ করার জন্য। আমি সংক্ষিপ্ত বলব কারণ এটি আরও অনেক বড় হতে পারত। যে সমস্ত আয়াত আমরা পড়েছি তা সম্পূর্ণ কিতাবের মাত্র ৪ ভাগ হয়তো হবে। যদিও আমরা আমাদের যাত্রার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি কিন্তু আসলে আমরা মাত্র শুরু করলাম।

ধারাবাহিক যাত্রা

যদিও যারা একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌র বার্তা বুঝতে চান তাদের জন্য তিনি তা বুঝবার উপযোগী করে সহজ করেছেন কিন্তু তিনি নিজে অনেক জটিল, গভীর এবং অসীম। তাঁর বিষয়ে সব কিছু জানা না মানুষের পক্ষে সম্ভব না ফেরেশতাদের পক্ষে। প্রেরিত ইউহোন্না তার সুখবর পুস্তকের শেষের আয়াতে এই সত্যটি প্রকাশ করেছেন:

> “ঈসা আরও অনেক কিছু করেছিলেন। যদি সেগুলো এক এক করে লেখা হত তবে এত কিতাব হত যে, আমার মনে হয় সেগুলো এই দুনিয়াতে ধরত না।” (ইউহোন্না ২১:২৫)

আমি বলতে পারি, হয়তো এই “এক আল্লাহ্ এক বার্তা” বইটি লেখার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের বিষয় হল কিতাবের কোন আয়াত বাদ দিয়ে কোন আয়াত নেব। সত্যই, আল্লাহ্‌র কালাম অক্ষয়। এটি রূহের জন্য সুস্বাদু ও সন্তুষ্টিজনক। যেভাবে আমাদের লেবাননের বন্ধু আবিষ্কার করেছিল (অধ্যায় ৭), “আমি বুঝতে পারছি যে এটা বলা যথেষ্ট নয় যে, ‘আমি কিতাবুল মোকাদ্দস পড়েছি।’এটি এমন একটি কিতাব যা অবিরাম পড়তে হবে।”

এখন যেহেতু আপনি যাত্রাটি শেষ করেছেন তাই আপনি হয়তো আবার “এক আল্লাহ্ এক বার্তা’র” শুরুর দিকে ফিরে যেতে পারেন যেন আপনি কিতাবের উল্লেখিত কালামগুলো দেখতে পারেন, এবং প্রশ্নের উত্তরের অংশগুলো পড়তে পারেন। সব থেকে উত্তম হল আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তার সম্পূর্ণ গ্রন্থালয়ের একটার পর একটা করে পুস্তক পড়ুন এবং তাঁর কাছে এই মুনাজাত করুন:

> “আমার চোখ খুলে দাও যাতে তোমার শিক্ষার মধ্যে আমি আশ্চর্য আশ্চর্য বিষয় দেখতে পাই।” (জবুর শরীফ ১১৯:১৮)

আপনি যদি মনে করেন যে আপনার আরও বেশি তথ্য দরকার বা পরিষ্কার হওয়া দরকার তাহলে শেষ টিকাগুলো দেখতে পারেন। বইয়ের শেষের দিকে অধ্যায়ের যে পর্যালোচনামূলক প্রশ্ন দেয়া আছে তা দেখার জন্য সময় নিন। এবং আপনার মন্তব্য ও প্রশ্নগুলো আমার কাছে লিখতে ইতস্ততবোধ করবেন না।

এই ৩৫০০ বছর পুরানো দোয়ার কালাম দিয়ে আমি বিদায়ী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি:

> “মাবুদ তোমাকে দোয়া করুন ও রক্ষা করুন; মাবুদের রহমত আলোর মত তোমার উপর পড়ুক, তাঁর মেহেরবানী তোমার উপর থাকুক;, মাবুদ তাঁর মুখ তোমার দিকে ফিরান, এবং তোমাকে শান্তি দিন।” (শুমারী ৬:২৪-২৬)

Paul Dan Bramsen
pdbramsen@rockintl.org
www.One-God-One-Message.com

শেষ টিকা

“যা আমি দেখতে পাইনা তা আমাকে শিখাও” (আইয়ুব ৩৪:৩২)

শেষ টিকা

[১] সাহেল: হালকা শুষ্ক স্থান যা আফ্রিকার সাহারাকে বৃষ্টিযুক্ত স্থান থেকে আলাদা করেছে। সেনেগাল থেকে সুদান পর্যন্ত এটি বিস্তৃত।

[২] একেশ্বরবাদীরা একজন মাত্র আল্লাহে্ বিশ্বাস করে, বহুঈশ্বরবাদীরা অনেক আল্লাহে্ এবং দেবদেবীতে বিশ্বাস করে, সর্বশ্বেরবাদীরা সবকিছুকেই আল্লাহ্‌র অংশ হিসাবে দেখে, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীরা মানুষকে আল্লাহ্‌র চেয়েও বেশি বড় করে দেখে, এবং নাস্তিকেরা দাবি করে যে, আল্লাহ্ বলে কেউ নেই।

অধ্যায় ১: সত্য ক্রয় করা

[৩] “এক আল্লাহ্ এক বার্তায়” এই শবদটি এবং আরও প্রায় ১০০০ এরও বেশি উক্তি যা কিতাবুল মোকাদ্দসের নবীদের কিতাবগুলো থেকে এসেছে। কোন কোন সময় পদের কোন একটি অংশ উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনটি এখানে আছে। মেসাল কিতাবের ২৩ অধ্যায় ২৩ আয়াত, সম্পূর্ণ অংশটি হল: “যে কোন মূল্যেই হোক না কেন সত্য, জ্ঞান, শিক্ষা এবং বিচারবুদ্ধি লাভ কর; কোন কিছুর বদলে তা অন্যকে দিয়ো না।”

[৪] ব্যারেট, ডেভিড বি., জর্জ টি. কুরিয়ান এবং টড এম. জনসন. বিশ্বখ্রীষ্টিয়ান এনসাইক্লোপিডিয়া: আধুনিক বিশ্বের ধর্মগুলো এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের মধ্যে একটি তুলনামূলক গবেষনা। লন্ডন: অকসফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, ২০০১

[৫] “বর্তমানে, কিতাব প্রায় ২৪৭৯টি ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। সম্পূর্ণ কিতাবুল মোকাদ্দস অনুবাদিত হয়েছে কমপক্ষে ৪৫১ ভাষায়, এবং নতুন নিয়ম অনুবাদিত হয়েছে প্রায় ১১৮৫টি ভাষায়। সেই সাথে কিতাবের কিছু কিছু অংশ প্রায় ৮৪৩ টি ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে।” (ইউনাইটেড বাইবেল সোসাইটি, ২০১০, www.ubs-translations.org/about_us)

[৬] ফক্সিস, জন (জি.এ উইলিয়ামসন দ্বারা সম্পাদিত)। ফক্সিস বুক অফ মারটিরায়স। টোরোনটো: লিটিল, ব্রাউন এন্ড কোম্পানী, ১৯৬৫

[৭] “একটি ঈসায়ী জাতি” হিসাবে কোন দেশ সম্পর্কে বলা ঠিক না, যেহেতু মসীহ্ বলেছেন, “আমার রাজ্য এই দুনিয়ার নয়। যদি আমার রাজ্য এই দুনিয়ার হত তবে আমি যাতে ইহুদী নেতাদের হাতে না পড়ি সেইজন্য আমার লোকেরা যুদ্ধ করত; কিন্তু আমার রাজ্য তো এখানকার নয়।” (ইউহোন্না ১৮:৩৬)

[৮] উরামব্রন্ড, রিচার্ড। ঈসার জন্য নির্যাতিত—৩০তম সংস্করণ। বার্টলেসভিলে, ওকে: লিভিং সেক্রিফাইস বুক কো., ১৯৯৮
[৯] ধার্মিকতার পথ রেডিও সিরিজ অনুবাদ হয়ে গেছে বা হচেছ যা প্রায় ১০০ টি ভাষায় সারাবিশ্ব জুড়ে সম্প্রচারিত হচেছ। www.one-god-one-message.com
[১০] কোরানের সম্পূর্ণ আয়াতটি হল: "আর আমি তাদের পেছনে মরিয়মের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্মুখে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারী রূপেও তাকে দিয়ে ছিলাম ইঞ্জিল, এতে রয়েছে হিদায়াত ও আলো এবং (তা ছিল) তার সম্মুখে অবশিষ্ট তাওরাতের সত্যায়নকারী, হিদায়াত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।" (সূরা ৫:৪৬)। যতক্ষণ না উল্লেখ করা হয়, কোরানের যে ইংরেজী অনুবাদ এক আল্লাহ্ এক বার্তায় ব্যবহার করা হয়েছে তা আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী লিখেছেন। কোরানের অনুবাদ। নিউ ইয়র্ক: তাহরিকা টারসিলা কোরান, ২০০৩। নোট: কোরআনে যেভাবে অধ্যায় ভাগ করা হয়েছে তাকে সূরা বলা হয়। কোরানের অনুবাদ ভেদে আয়াত কিছুটা এদিক ওদিক হতে পারে। যখন কোন আয়াতের খোঁজ করা হয় তখন আগে পিছের কয়েকটি আয়াত পড়লে ভাল।
[১১] "আমরা"এরা কারা? কোরআনে বেশিরভাগ সময়ই আল্লাহ্ নিজেকে বহুবচন আকারে প্রকাশ করেছেন। কিতাবেও মাবুদ কোন কোন সময় নিজেকে বহুবচনে প্রকাশ করেছেন। **নোট**: আরবীয় বক্তারা "আল্লাহ্" শবদটিকে দুইভাবে ব্যবহার করেন: ১) "আল্লাহ্" হচেছ আরবের ঈসায়ী, অমুসলিম ও মুসলিমদের কাছে "ঈশ্বর" এর একটি জাতিগত শবদ। যখন এভাবে ব্যবহার করা হয় তখন তা আল্লাহ্ সঠিক নাম হয় না। আরবীয় বক্তাদের মধ্যে কোন দলই জাতিগতভাবে আল্লাহ্ নাম রাখবে না। ২) মুসলিমরা "আল্লাহ্" শবদটি সঠিক নাম হিসাবে ব্যবহার করে। এই বিষয়ে অধ্যায় ৯ এ বিস্তারিত আছে।
[১২] "এক আল্লাহ্ এক বার্তা" বইয়ে ইমেইল উদধৃতাংশগুলো গোপনীয়তার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে যেন তারা তা লিখেছেন তাদের পরিচয় গোপন থাকে।
[১৩] "p.b.u.h" যার সম্পূর্ণ অর্থ হল "পিস বি আপন হিম (তাহার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) লেখাটি প্রায়ই মুসলিম লোকেরা তাদের নবীর নাম লেখা বা বলার পরে ব্যবহার করে থাকে। মোহাম্মদের নামের পরে যে আরবীয় উপায় মুসলিমরা ব্যবহার করে তা হল: সালেআল্লাহু এলাহী ওয়া সালাম (এস.এ.ডবিলউ), যার অর্থ হল: "আল্লাহ্র দোয়া ও শান্তি তাহার উপরে বর্তুক"। তারা এটি কোরানের এই আয়াত অনুসারে করে থাকে: "নিশ্চয় আল্লাহ্ (উর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে) নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোয়া করেন। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরাও নবীর উপর দরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।" (সূরা ৩৩:৫৬)। এই বিষয়টি কিতাবের সঙেগ ঠিক বিপরীত যেখানে বলা হয়েছে" "আল্লাহ্ ঠিক করে রেখেছেন যে, প্রত্যেক মানুষ একবার মরবে এবং তারপরে তার বিচার হবে।" (ইবরানী ৯:২৭)। যখন একজন মানুষ মারা যাবে, তার অনন্তকালীন যে গন্তব্য তা ঠিক হয়ে যাবে। অনন্তকাল ধরে সে যেখানে থাকবে কোন ধরনের দোয়া তা পরিবর্তন করতে পারবে না। (প্রকাশিত কালাম ২২:১১)।
[১৪] [sic] একটি ল্যাটিন শবদ যা "এভাবে" এবং "সুতরাং" হিসাবে ব্যবহার হয়। এটি সাধারণত মুদ্রণকৃত উদধৃতির জন্য ব্র্যাকেটে ব্যবহার করা হয় এটা

বোঝানোর জন্য যে, আসল বিষয়টি ঠিকভাবে উদধৃতি করা হয়েছে যদিও এর মধ্যে ভুল থাকতে পারে। **নোট**: সংক্ষিপ্তকরণ এবং ব্যকরণ ও বানান ঠিক করা ছাড়া (সহজে বুঝতে পারার জন্য) "এক আল্লাহ্ এক বার্তায়" ইমেইল উদধৃতিগুলি যেভাবে পেয়েছি সেভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, "আহমেদের" ইমেইল-এ কোন বড় হাতের অক্ষর ছিল না। এটি সংশোধন করা হয়েছে।

[১৫] গৌরবময় কোরানের অর্থ হল: মোহাম্মদের মারমাডুক পিকথল এর একটি ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ। নিউইর্য়ক: মেরিডিয়ান, ১৯৯৭।

[১৬] উদাহরণস্বরূপ, কোরআনে সূরা ৪০ অধ্যায় ৭০-৭২ আয়াতে বলা হয়েছে: "যারা কিতাব এবং **আমার রাসূলগণকে যা দিয়ে আমি প্রেরণ করেছি** তা অস্বীকার করে, অতএব তারা শীঘ্রই জানতে পারবে, -যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শিকল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে—ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে।" সেই সাথে: "তাদের পশ্চাতে আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি সেই শরীয়ত নিশ্চিত করতে যা তাঁর আগে এসেছে: আমরা তাঁকে **সুখবর** দিয়েছি: তার মধ্যে রয়েছে নির্দেশিকা ও নূর, এবং **তাঁর আগে যে শরীয়ত এসেছে** তার নিশ্চিত করনার্থে: যারা আল্লাহ্কে ভয় করে তাদের জন্য **একটি নির্দেশিকা ও উপদেশ**।" (সূরা ৫:৪৯) "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন **এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন।** আর যে আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, **তাঁর কিতাব সমূহ, তাঁর রাসূলগণ** এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে... নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ওহী পাঠিয়েছি, যেমন ওহী পাঠিয়েছি নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের নিকট এবং আমি ওহী পাঠিয়েছি ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, তার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের নিকট এবং দাউদকে প্রদান করেছি **জবুর শরীফ**।" (সূরা ৪:১৩৬, ১৬৩) এই ধরনের আরও কোরানের উদধৃতির জন্য ৩ অধ্যায় এবং তার পাদটিকাগুলো দেখুন।

[১৭] মেসাল ২৩:২৩। সত্য "ক্রয়ের" পরিবর্তে অনেক লোক সত্যকে "বিক্রি" করে থাকেন এই ভয়ে যে তার পরিবার বা বন্ধুবান্ধবরা কি চিন্তা করবে যদি তারা কিতাবুল মোকাদ্দস অধ্যয়ন করার সময় ধরা পড়ে যায় (যদিও এটি দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ও পুরাতন কিতাব যেটাকে কোরআন বিশ্বাস করার জন্য মুসলিমদেরকে আদেশ দিচ্ছে)।

অধ্যায় ২: বাধাকে অতিক্রম করা

[১৮] ডোয়েল, স্যার আর্থার কোনান। ট্রেজারী অব ওয়ার্ল্ড মাস্টারপিসেস: শার্লক হোমস এর উৎযাপন কেস। আর.আর. ডোন্নেল্লী এন্ড সন্স কোম্পানী, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ১৭। (প্রথম প্রকাশ গ্রেট ব্রিটেনে, ১৮৯১ সালে)।

[১৯] রোমীয় ১৪:১-১৫:৭; মথি ৭:১-৫

[২০] দোয়েলী, পৃষ্ঠা ১৬

[২১] শুমারী ১২

[২২] ২ বাদশাহনামা ৫

[২৩] ইউহোন্না ৪
[২৪] কিতাবুল মোকাদ্দসের এই পুস্তকগুলো দেখুন: দানিয়াল, উযায়ের এবং ইষ্টের
[২৫] ইউহোন্না ৪
[২৬] "শ্রেষ্ট যাত্রা", ন্যাশনাল জিওগ্রাফীক ম্যাগাজিন, মার্চ ২০০৬ পৃষ্ঠা ৬২
[২৭] জবুর শরীফ ৯০:১-১২; মার্ক ৮:৩৬; ২ করিন্থীয় ৪:১৬-১৮; রোমীয় ৮:১৮; ইয়াকুব ৪:১৩-১৫
[২৮] মানব ইতিহাসে, আল্লাহ্ এই দুনিয়ায় ঘটার জন্য বিভিন্ন ধরনের সর্বনাশা ঘটনাকে অনুমোদন দিয়েছেন। নূহের সময়ে, একশত বছর ধৈর্য্য ধরা ও সতর্ক করার পর, আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বে একটি বড় বন্যা পাঠালেন যেখানে মাত্র আটজন ব্যক্তিভিন্ন আর সবাই মারা গেল (পয়দায়েশ ৬-৮)। (অনেক লোক এই বিশ্বজুড়ে বন্যাকে একটি কাল্পনিক ঘটনা মনে করেন যদিও ভৌগলিকভাবে এবং জীবাশ্মগুলে এর সত্যতা প্রমাণ করে।) ইব্রাহিমের সময়কালে, সদম ও ঘমোরার উপরে যে আগুন পড়েছিল তাতে তিনজন ছাড়া সবাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মূসার সময়ে ও তার পরের সময়ে, আল্লাহ্ ইসরাইল জাতিকে কনান জাতি ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন (ইউসা ১-১০)। আল্লাহ্র কাছ থেকে বিশেষ নির্দেশে এই যুদ্ধগুলো ঘটতো এবং প্রায়ই এই ঘটনাগুলোতে বেহেশ্ত থেকে আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটতো, যেমন সাতদিন ধরে ইসরাইল জাতির যিরিহোর দেয়ালের (প্রত্নতত্ত্ববিদরা এটা নিশ্চিত করেছেন) চারিপাশের হাঁটার পর তা ভেঙেগ পড়ে যাওয়া। এই জাতিগুলোর প্রতি বিচার করার আগে আল্লাহ্ শতশত বছর অপেক্ষা করেছেন, তাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন যেন তারা অনুতাপ করে এবং তাদের প্রতিমাপূজা, অনৈতিক কাজও মানুষ কোরবানী থেকে মন ফিরায় (পয়দায়েশ ১৫:১৬; হিজরত ১২:৪০), তবুও তারা আল্লাহ্র লোক যেমন ইব্রাহিম, ইউসুফ, এবং মূসাকেও তাদের সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করেছে। শুধুমাত্র কয়েকজন কেনানীয় অনুতাপ করেছেন এবং একমাত্র সত্য আল্লাহ্ বিশ্বাস করেছেন যিনি মিশরে দশটি আঘাত পাঠিয়েছেন এবং লোহিত সাগরের মধ্যে দিয়ে পথ প্রস্তুত করেছেন। যখন আল্লাহ্ প্রাচীন লোকদেরকে ব্যবহার করেছেন তার বিচার বহন করার জন্য, তিনি তাদের প্রতি ভয়াবহ এবং নিরপেক্ষ ছিলেন। যেমন, তৌরাতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ্ প্রথমে ইসরাইল জাতিকে আঘাত করেছেন (তাদের প্রতিমাপূজা ও জেনার জন্য) যার জন্য ২৪০০০ লোক মারা গিয়েছিল (শুমারী ২৫-৩১)। ইসরাইল জাতির প্রতি বিচার সম্পন্ন করার পরেই মাত্র তিনি তাদেরকে অন্য জাতির কাছে বিচারের জন্য পাঠিয়েছেন যারা দুর্নীতিগ্রস্ত ও মন্দ জাতি ছিল। এই জাতিগুলো নিস্পাপ ছিল এটা বলা মিথ্যা কথা হবে। কিতাব আমাদেরকে বলে যে তারা এতটাই দুর্নীতিগ্রস্ত জাতি ছিল যে "দেশটাও তার লোকদেরকে বমি করে ফেলে দিতে যাচ্ছে।" (লেবীয় ১৮:২৫)। আল্লাহ্র মঙ্গলময়তা এবং ধৈর্য্য অসীম কিন্তু সেই সাথে তাঁর বিচার ও ক্রোধও অনেক ভয়ানক।
[২৯] একটা কারণে আল্লাহ্ মন্দতাকে সঙেগ সঙেগ বিচার করেন না যেন গুনাহগারেরা অনুতাপ করার সময় পায় এবং তাঁর নাজাত গ্রহণ করার সুযোগ পায়: "কিন্তু প্রিয় ভাইয়েরা, এই কথাটা ভুলে যেয়ো না যে, প্রভুর কাছে একদিন এক হাজার বছরের সমান এবং এক হাজার বছর একদিনের সমান। কোন কোন

লোক মনে করে প্রভু তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করতে দেরি করছেন, কিন্তু তা নয়। **আসলে তিনি তোমাদের প্রতি ধৈর্য্য ধরছেন, কারন কেউ যে ধ্বংস হয়ে যায় এটা তিনি চান না বরং সবাই যেন তওবা করে এটাই তিনি চান।"** (২ পিতর ৩:৮-৯)

[৩০] "এক আল্লাহ্ এক বার্তা" বইয়ের অধ্যায় ৮, ১২, ২৮ এবং ২৯ এই তিনটি অসঙগতির বিষয়ে উত্তর দিয়ে থাকে।

[৩১] মথি ৭:১-২০; রোমীয় ১৪ ও ১ করিন্থীয় ৬ এর মধ্যে তুলনা।

[৩২] অনেক ওয়েবসাইট "কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পর্কে ১০১টি পরিষ্কার অসঙগতির" তালিকা পোষ্ট করছে যদিও অনেক বছর আগে "কিতাবুল মোকাদ্দসের ১০১টি **পরিষ্কার** অসঙগতি" নামে একটি প্রবন্ধ পোষ্ট হয়েছিল।" www.debate.org.uk/topics/apolog/contrads

[৩৩] কিতাবুল মোকাদ্দসের যে কোন আয়াত সঠিকভাবে অনুবাদ করার জন্য দুইটি নিয়ম: ১) আশেপাশের বিষয়গুলোও পড়ুন। ২) কিতাবের একটি অংশের সাথে অন্য অংশের তুলনা করুন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্বিতীয় বিবরণ (কিতাবের ৫ম পুস্তকে), মূসা ইসরাইলদের সন্তানদের এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে: "তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে, তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য আমার মত একজন নবী দাঁড় করাবেন। তাঁর কথামত তোমাদের চলতে হবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫) মূসা কি বোঝাতে চেয়েছেন যখন তিনি ইসরাইল জাতিকে বলেছেন যে "তোমাদের মধ্য থেকে, তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে" আল্লাহ্ একজন নবীকে দাঁড় করাবেন? কেউ কেউ বলেন যে মূসা ইসমাইলীয়দের কথা বলছিলেন; আবার কেউ কেউ বলেন যে তিনি ইসরাইলদের কথা বলেছেন। এর আগে পরের বিষয়গুলো সঠিক উত্তর দেয় (যেমন, দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:১৫, ২০; ১৮:২, ৫ ইত্যাদি)। এই "নবী" কে ছিলেন যাকে "দাঁড় করানোর জন্য" আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন? যদিও অনেকে এই ভবিষ্যদ্বাণীকে তাদের বিশেষ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে উপযোগী করার চেষ্টা করে, সঠিক ব্যাখ্যাটি পরে কিতাবে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। পড়ুন ইউহোন্না ৫:৪৩-৪৭, ইউহোন্না ৬:১৪, এবং প্রেরিত ৩:২২-২৬।

[৩৪] BC = খ্রিস্টপূর্ব/ AD = আনো ডোমিনি, অর্থ, "আমাদের প্রভুর বছরে।" আজ অনেকেই BCE ব্যবহার করে (সাধারণ যুগের আগে) এবং CE (সাধারণ যুগ) যা সংক্ষিপ্ত রূপ থেকে "খ্রীষ্ট" কে সরিয়ে দেয় যদিও ইতিহাসে বিভাজন বিন্দু এখনও খ্রীষ্টের জন্ম।

[৩৫] যদি আপনি কোন ব্যাংক থেকে টাকা লোন নিয়ে থাকেন তাহলে আপনি কোন একটি চুকিত পত্রে স্বাক্ষর করেছন—যা হচেছ একটি বৈধ ডকুমেন্ট বা কাগজপত্র। এই চুক্তিতে ব্যাংকের অংশ হচেছ আপনাকে ওয়াদাকৃত টাকা দেয়া আর আপনার অংশ হচেছ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই টাকা ফেরত দেয়া। আপনার অংশের ব্যর্থতা একটি অসন্তোষজনক ফলাফল তৈরী করবে। ঠিক একইভাবে, কিতাব বলে যে সৃষ্টিকর্তা মানুষের জন্য একটি চুক্তিপত্র করেছেন যেখানে তিনি ওয়াদা করেছেন যে আপনি ও আমি যেন তাঁর চিরকালীন রহমত উপভোগ করতে পারি। আল্লাহ্ কিতাবে মানুষের জন্য একটি অনন্য চুক্তি করেছেন (ইয়ারমিয়া ৩১:৩১)।

[৩৬] আমরা কিতাবের এই বেহেশতী ছাপটি অধ্যায় ৫ এ বিবেচনা করব। আল্লাহ্ ঘটার আগেই ইতিহাস ঘোষণা করেছেন এমন শকিতশালী উদাহরণ পাওয়া যাবে দানিয়াল পুস্তুকের অধ্যায় ৭ ও ১২ তে। দানিয়াল মসীহের সময়কার বিশ্ব সাম্রাজ্যের ইতিহাস ৪০০ খ্রিস্টপূর্ব বছরের কথা বর্ণনা করেছিলেন এবং সেই ঘোষণা করা বিষয় এখনও ঘটছে। দানিয়াল প্রায় ৬০০ থেকে ৫৩০ খ্রিস্টপূর্ব আগে সময়ের মধ্যে এগুলো লিখেছেন।

অধ্যায় ৩: বিকৃত নাকি সংরক্ষিত?

[৩৭] আরও বেশ কিছু কোরানের আয়াত যা মুসলিমদেরকে এই বিষয়ে নিশ্চিত করে যে কিতাবুল মোকাদ্দস আল্লাহ্র নিঃশ্বসিত কালাম: সূরা ২:৮৭-৯১, ১০১, ১৩৬, ২৮৫; ৩:৩-৪; ৪:৪৭, ৫৪, ১৩৬, ১৬৩; ৫:৪৩-৪৮, ৬৮; ৬:৯২; ১০:৯৪; ২০:১৩৩; ২১:১০৫; ২৮:৪৩; ২৯:৪৬; ৩২:২৩; ৪০:৫৩-৫৪,৭০-৭২; ৪৫:১৬; ৪৬:১২; ৫৭:২৭, ইত্যাদি।

[৩৮] শতাবিদর পর শতাবিদ ধরে ইহুদী ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা পুরাতন নিয়মকে রক্ষা করে আসছেন। এইবিষয়ে চিন্তা করুন। তারা কিতাদের পবিত্র কিতাবের কোন অবৈধ্য হস্তক্ষেপ মেনে নেবে যেখানে তারা এর জন্য মরতেও রাজি আছে? ইতিহাসে এমন আর কোন নজির পাওয়া যায় নাই যেখানে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় (ঈসায়ী) একটি কিতাবের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে (পুরাতন কিতাব) যা কিনা অন্য কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় (অর্থডকস ইহুদি) দ্বারা সুরক্ষিত ও সংগৃহীত হয়ে ছিল। এটা কি কোন ব্যক্তিকে বাধাগ্রস্থ করবে না যেন সে পুরাতন কিতাব কোন ভাবেই পরিবর্তন করতে না পারে?

[৩৯] পবিত্র আল-কোরান। এম.এইচ শাকির দ্বার অনুবাদিত। তাহরিকে তারসেইল কোরআন ইনকর্পরেটেড, ইলেকট্রোনিক ভার্সন, ১৯৯৩।

[৪০] মেটজগার, ব্রুসএম. এবং মিখায়েল ডি. কোগান। দ্যা অকসফোর্ড কম্প্যানিয়ন টু দ্যা বাইবেল। নিউইয়র্ক: অকসফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৭৫৪।

[৪১] ফুটনোট ৩৭ নম্বর দেখুন।

[৪২] ৭৫০ খ্রীষ্টাবদ পর্যন্ত আমাদের কাছে কোন কোরানীক বা ইসলামীক ডকুমেন্ট নেই (মোহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ১০০ বছর পর)। http://www.debate.org.uk/ debate-topics/historical/is-quran

[৪৩] মেটজগার এবং কোগান, পৃষ্ঠা ৬৮৩।

[৪৪] পুরাতন পান্ডুলীপিতে পাওয়া গেছে এমন একটি উদাহরণ। পুরাতন কিতাবের ২য় বাদশাহনামাতে আমরা পড়েছি: "**আঠারো** বছর বয়সের সময় যিহোয়াখীন বাদশাহ্ হয়েছিলেন এবং তিন মাস জেরুজালেমে রাজত্ব করেছিলেন।" (২ বাদশাহনামা ২৪:৮)। সেই সাথে ২ খান্দাননামাতে বর্ণনা করা হয়েছে: "যিহোয়াখীনের **আট** বছর বয়সে বাদশাহ্ হয়েছিলেন।" (২ খানদাননামা ৩৬:৯) কিভাবে এই পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যায়? কোন কোন বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে যখন যিহোয়াখীন ৮ বছর বয়স তখন তার বাবা তাকে সঙেগ নিয়ে রাজত্ব কাজ করতেন এবং যখন তার বয়স ১৮ বছর হয় তখন তার বাবার মৃত্যুর পর ১৮ বছর বয়সে রাজত্ব শুরু করেন, যা সম্ভব। যাহোক, একটি ব্যাখ্যা এমন যে এই সংখ্যার পার্থক্য হচ্ছে প্রাথমিক শতাবদীর লেখার ফলাফল যেখানে "১৮" এর পরিবর্তে "৮" লেখা হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে এই ভুল নাম্বারটি

সব অনুবাদগুলোতে হবে যা মূল পান্ডুলিপি থেকে অনুকরণ করা হয়েছে। ঘটনা যাহোক না কেন, এই ধরনের পার্থক্য আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র বার্তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, পুরাতন কিতাবের পান্ডুলিপির সম্পূর্ণ অংশ বিভিন্ন লেখার সাথে তুলনা করে বিশেষজ্ঞদের আরও সঠিক হতে সাহায্য করে।

[৪৫] হাদিসে লেখা আছে: "উথমান জাহিদ বিন তাবিথ, আবদুল্লাহ বিন আজ জুবাইর, সাইদ বিন আল-'আজ এবং আবদুর রহমান বিন হারি-বিন হাসেম **কে পান্ডুলিপি সম্পূর্ণ সঠিকভাবে পুনরায় লেখার আদেশ দিয়েছিলেন।** তারা তাই করেছিলেন এবং যখন তাদের অনেক কপি লেখা হলো, উথমান প্রকৃত পান্ডুলিপিটি হাফসাকে ফেরত দিয়েছিলেন। উমান সব প্রদেশে তাদের করা একটি করে কপি পাঠিয়েছিলেন এবং **এই আদেশ দিয়েছিলেন যে কোরআন সর্ম্পকিত সকল প্রকার বস্তু যা অসম্পূর্ণ পান্ডুলিপি বা সম্পূর্ণ কপি হিসাবে আছে তা পুড়িয়ে ফেলা হোক।"** (হাদিস, শাহী বুখারি, ৬ষ্ঠ, নম্বর ৫১০) (হাদিস বলেছে, পুরাতন লেখাগুলো মোহাম্মদের স্ত্রী ও পরিচিত লোকদের দিয়ে লেখা হয়েছে। মুসলিমরা অনেক কিছু হাদিস অনুসারে বিশ্বাস করে এবং চর্চা করে থাকে।)

[৪৬] এমনকি মৃত সাগর পান্ডলীপি আবিষ্কার হওয়ারও আগে যা প্রমাণ করেন যে, কিতাব কোন পরিবর্তন হয় নাই, কেউ কেউ বর্তমান সময়ে পুরাতন কিতাবের সাথে সেপ্টুয়াজিন্ট (পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ যা ২৭০ খ্রীষ্ট পূর্ব সময়ের দিকে সম্পন্ন হয়েছিল) এর সাথে তুলনা করতে পারেন। সেপ্টুয়াজিন্ট এই সত্যতা দাবি করে যে, পুরাতন নিয়ম কিতাব পরিবর্তন হয় নাই এবং তা সংরক্ষিত আছে।

[৪৭] এ্যাবেগ, মার্টিন জুনিয়র., পিটার ফ্লিন্ট এবং ইউগিনি উলরিচ। মৃত সাগর পান্ডুলিপি কিতাব। স্যান ফ্রান্সিসকো: হ্যাপার, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৬।

[৪৮] ম্যাকডোওয়েল, যশ। একটি প্রস্তুতকৃত সুরক্ষা। ন্যাশভিলা: থমাস নেলসন পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৪২-৪৮।

[৪৯] নতুন নিয়মের কিতাব প্রাথমিক গ্রীক লেখা (বেশিরভাগ লেখা, টেক্সাস রিসিপটাস, আলেকজেন্ডারিয়ান লেখা) থেকে অনুবাদিত হয়েছে। নতুন কিং জেমস ভার্সন নতুন নিয়ম প্রধান লেখা থেকে অনুবাদ হয়েছে যেখানে এনআইভি আলেকসজেন্ডারিয়ান লেখা থেকে অনুবাদ হয়েছে। গ্রীক নতুন নিয়মের লেখায় যেখানে "গুরুত্বপূর্ণ" পার্থক্য ঘটেছে তখন বেশিরভাগ অনুবাদে একটি পার্থক্যমূলক নোট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রশ্নের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ হল মার্ক ১৬:৯-২০ এবং ইউহোন্না ৭:৫৩-৮:১১, প্রত্যেকটি ১২ আয়াত অনেক বড়। যেখানে (আলেকজেন্ডারিয়ান লেখায়) এই অংশগুলো কয়েকটি পুরাতন পান্ডুলিপিতে নেই তখন এগুলোকে আরও শতশত (প্রধান লেখা) অন্যান্য স্থানে খুঁজে পাওয়া যায়। এটা মনে রাখবেন যে যত বেশি পুরানো হবে এর অর্থ এই নয় যে, তা তত বেশি নিখুঁত হবে, যেহেতু বিভিন্ন লেখা ভিন্ন ভিন্ন পুরানো কপি থেকে অনুকরণ করা হয়েছে। সম্ভবত যে কপিটা ভুল করা হয়েছে তার মধ্যে ভুলক্রমে ঐ অংশগুলো সংযুক্ত করা ছিল না। ঘটনা যাই হোক না কেন, যে সত্য এই বাদ দেয়া অংশের শিক্ষায় রয়েছে তা কিতাবের অন্য কোন অংশের মধ্যেও আছে। আল্লাহ্‌র বার্তা খাঁটি রয়েছে। পুরানো কয়েকটি পান্ডুলীপিতে

কয়েকটি অংশ বাদ পড়েছে বিধায় কি আল্লাহ্‌র বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করা জ্ঞানের কাজ—সেই অংশ যা আল্লাহ্‌র বার্তাকে পরিবর্তন করতে পারে না?
[৫০] বর্তমান সময়ে, অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেক সিনেমা তৈরী হয়েছে যা কিতাবের উপর সন্দেহ সৃষ্টি করছে। কেউ কেউ কিতাবকে সমালোচনা করছে এই পয়েন্টে যে তা পরস্পর বিরোধী “ভিন্ন সুখবর”। এই “সুখবরগুলো” লেখা হয়েছে মসীহের সময়ের অনেক পরে এবং ঐতিহাসিক কোন সমর্থন ছাড়াই।
[৫১] এই বিবৃতিটি মথি ১১:১৫; ১৩:৪৩; মার্ক ৪:৯, ২৩; ৭:১৬; লূক ৮:৮; ১৪:৩৫; প্রকাশিত কালাম ২:৭, ১১, ২৯; ৩:৬, ১৩, ২২; ১৩:৯ আয়াতেও পাওয়া যায়।

অধ্যায় ৪: বিজ্ঞান এবং কিতাব

[৫২] ওয়েবস্টারস নিউ ওয়ার্ল্ড কলেজ ডিকশনারী। নিউ ইয়র্ক: সাইমন এবং স্কুস্টার, ১৯৯৭। দেখুন: বিজ্ঞান।
[৫৩] বুকাইলি, মরিস। লা বাইবেল, লে কোরআন এট লা সাইন্স। প্যারিস: সেঘারস, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৩৫। ড: বুকাইলির বই এর প্রতি সাড়া প্রদানে, ড: উইলিয়াম ক্যাম্পবেল ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন ও কিতাব বইটি লিখেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণ; মধ্য প্রাচ্য রিসোর্চ, ২০০২। ড: ক্যাম্পবেল সতর্কতার সাথে গবেষণা করেছেন যা অনলাইনে ছয়টি ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। http://answering-islam.org/Campbell
[৫৪] ৫৪ জীববিদ্যার বিবর্তন বলে যে, মানুষের জীবন শৈবাল এবং বানরের কাছ থেকে হয়েছে, যেখানে হাজার হাজার প্রজন্ম র্বিতনের ফলে গাছপালা এবং মানুষে পরিবর্তিত হয়েছে। বিবর্তন অনুসারে, মানুষ, বানর এবং মাছের পোনা একটি সাধারণ বংশের মধ্যে থাকতো। সত্য হচ্ছে এটা যে, না কোন এলোমেলো বিবর্তন অথবা কোন উদ্দেশ্যপূর্ণ সৃষ্টি অধুনিক বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণিত হয়। প্রত্যেকটির জন্যই দরকার বিশ্বাস।
[৫৫] http://www.gma.org/space1/nav_map.html
[৫৬] অতিরিক্ত আয়াত যা হাইড্রোলজিক সাইকেলকে নিশ্চিত করে: জবুর ১৩৫:৭; ইয়ারমিয়া ১০:১৩; হেদায়েতকারী ১:৭; ইশাইয়া ৫৫:১০
[৫৭] নিউজউইক ম্যাগাজিন: “একটি ডিএনএ পরীক্ষা... একজন স্ত্রীলোকের মধ্য থেকে আমাদের সবার সৃষ্টি।” নিউজউইক, জানুয়ারী ১১, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ৪৬-৫২।
[৫৮] টাইম ম্যাগাজিন: “সেখানে একজন পূর্বপুরুষ ‘আদম’ ছিল যার ক্রোমোজোমের জিনগত উপাদান এখন পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে সাধারণ।” সময়, ডিসেম্বর ৪, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ২৯। **নোট:** বিজ্ঞানীরা দাবি করে আমাদের সাধারণ পুরুষ পূর্বপুরুষ আমাদের মহিলা পূর্বপুরুষের মতো একই সময়ের নয়। তাদের দাবি বাইবেলের সাথে সংযুক্ত, যা দেখায় যে আমরা নূহের বংশধর। কিন্তু আমাদের সাধারণ মা হল হাওয়া, যেহেতু নূহের তিন ছেলে এবং তিন পুত্রবধূ ছিল সেহেতু তাদের মধ্য দিয়ে সব লোক এসেছে।)
[৫৯] https://bcmj.org/premise/history-bloodletting
[৬০] www.bible.ca/tracks/matthew-fontaine-maury-pathfinder-of-sea-ps8.htm **নোট:** মৌরি আবিষ্কার করলেন, সমুদ্রে যাওয়ার রাস্তা এতোটাই র্নিধারিত যে, নাবিক সোজাসুজি “তার সমুদ্র পথ আলোকচছটার” সাহায্যে পার

করতে পারে। (রোজওয়াদস্কি, হেলেন এম. ফাথওমিং দা ওসান. কেমব্রিজ, এমএ: দা বেল্কনাপ প্রেস অফ হারর্ভাড ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৪০) যখন ডেভিড লিখেছিলেন “দা পাথ অফ দা সিস,” সমুদ্রগুলো একমাত্র তার কাছে জানা ছিল এবং তার লোকেরা ছিল ভূমধ্যসাগরীয়, গালীল সাগর, মরু সাগর, লোহিত সাগর অঞ্চলে। এই সব পানি পথে “রাস্তা” ছিল না বা লক্ষণযুক্ত পর্যবেক্ষণমূলক স্রোত ছিল না।

[৬১] ওয়ার্ল্ড বুক ইনসাইকেলাপিডিয়া ১৯৮৬; স্টারস।

[৬২] “এক পরিষ্কার অন্ধকার রাতে, খোলা চোখে হাজারো তারা প্রকাশিত হয়েছিল। দুরবীন এবং শকিতশালী টেলিস্কোপ দিয়ে, আমরা অনেক তারা দেখতে পাই যা আমরা কখনও গননা করার আশাও করতে পারি না। যদিও প্রত্যেকটি তারা অনন্য, সব তারা বেশিভাগ ক্ষেত্রে একইরকম।” (কর্নেল ইউনির্ভাসিটি এসট্রোনোমি ওয়েবসাইট: http://curious.astro.cornell.edu/stars.php) কিতাবও এই সাক্ষ্য দেয় যে তারার সংখ্যা গণনা করা যায় না। (পয়দায়েশ ১৫:৫; ২২:১৭)।

[৬৩] রামসে, স্যার উইলিয়াম মিচেল. নতুন নিয়মের বিশ্বস্ততার সাম্প্রতিক আবিষ্কার বহন করছেন। গ্রান্ড রেপিডস, এমআই: বাকের বুক হাউজ, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা ২২২।

[৬৪] জোসিফাস, ফ্লোভিয়্যাস, জোসিফাস: দ্য এসেনশিয়াল ওয়ার্কস। (পৌল এল. মাইয়ের, এডিটর) গ্রান্ডরে পিডস, এম আই: কৃগেল পাবালিকেশনস, ১৯৮৮ পৃষ্ঠা.২৬৮,২৭৭। বইটির মধ্যে পিলাতের শিলালিপির পাথর এবং হেরদের থ্রিয়েটারের ছবি আছে।

[৬৫] ব্রুস, এফ.এফ. নতুন নিয়মের প্রত্নতাত্ত্বিক নিশ্চিতকরন। (প্রকাশিত কালাম এবং বাইবেল। র্কাল হেনরি দ্বারা সম্পাদিত। গ্রান্ড রেপিডস, এমআই: বাকের বুক হাউজ, ১৯৬৯।

[৬৬] জোসিফাস, ফ্লোভিয়্যাস, পুরাতত্ত্ব ১৮: ২, ২; ৪, ৩

[৬৭] কায়ফাসের সমাধি বাকেসর ছবি এবং বিস্তারিত: http://www.kchanson.com/ANCDOCS/westsem/caiaphas.html

[৬৮] গ্লুইক, নেলসন, রিভার ইন দ্যা ডেজার্ট। নিউইয়র্ক: ফারার, স্ট্রস, এবং কুদা হয়, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা ১৩৬। গ্লোক মধ্য প্রাচ্যের খনন বিশেষঙগ।

[৬৯] মর্মোনিজম এমন একটি ধর্ম যা সাড়া বিশ্বজুড়ে লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ অনুসরণ করছে। কিতাবুল মোকাদ্দসের মতো নয়, মর্মোন বইটি প্রত্নতাত্ত্বিকবীদদের দ্বারা নিশ্চিত নয় ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান প্রতিষ্ঠানের ডিসি বলেছেন: “স্মিথসোনিয়ান প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নতুন পৃথিবীর প্রত্নতত্ত্ব এবং [মরমন বইয়ের] বিষয়ের মধ্যে কোন সরাররি সংযোগ দেখতে পান না।” (মার্টিন, ওয়ালটার. দ্যা কিংডম অফ কাল্টস। মিনিয়াপলিস, এমএন: বেথানি হাউস পাবলিসার, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ২০০-২০২)। ৬ অধ্যায়ের একই বিষয়ের ৯১ পাদটীকাগুলি দেখুন। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙিগ যেমন কিতাবুল মোকাদ্দসের সাথে সম্পর্কযুক্ত তেমনি কুরানের সাথেও সম্পর্কিত, দেখুন: http://www.debate.org.uk/?s=archaeology

[৭০] ফ্রি, যোষেফ পি. এবং হাওয়ার্ড এফ. ভোস. প্রত্নতত্ত্ব এবং কিতাবের ইতিহাস। গ্রান্ড রেপিডস, এমআই: জনর্ডাভান, ১৯৯২,পৃষ্ঠা ২৯৪।

[৭১] মুসলিমরা এবং মর্মোনস দুটিই দাবি করে যে, সব থেকে বড় প্রমাণ হল তাদের পবিত্র কিতাব আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে এবং তা দেখা যায় আক্ষরিক লেখার ধরণের মধ্য দিয়ে যা তারা লিখেছেন। একটি মুসলিম ওয়েবসাইট বলে: "সব থেকে বড় পরীক্ষা… কোরআনের:… যখন থেকে কোরআন প্রকাশিত হয়েছিলো, চৌদ্দ শতক আগে, কেউ কখনো কোরআনের সৌন্দর্যে, বাগ্মিতা, এবং জাঁকজমকতার সাথে একটি অধ্যায়ও তৈরি করতে পারেনি…" (www. islam-guide. com/frm-ch1-2.htm). একটি মর্মোন ওয়েবসাইট একই রকম দাবি করে:"মর্মোনের সব থেকে বড় পরীক্ষা:… আপনাকে অবশ্যই অনেকগুলো প্রাচীন হিব্রু কবিতা রেকর্ড ব্যবহার করে এমন ভাবে লিখতে হবে যা পুনরায় আবিষ্কার করা হবে না এবং আপনার রেকর্ড প্রকাশের অনেক বছর পরেও ইংরেজি বলা পৃথিবীতে ঘোষিত হবে।" www.fwrb.org/BOMChallenge.html

[৭২] জবুর শরীফ ১১৯, কিতাবের সব থেকে বড় অধ্যায়, সাহিত্যের জটিলতম রচনাশৈলীর একটি উদাহরণ বহন করে। জবুর ১১৯ হল বর্ণমালা সংক্রান্ত ছন্দোবদ্ধ ধাঁধা বিশেষ, ২২টি বিভাগ এবং প্রত্যেকটি ৮টি পদ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি ৮পদের বিভাগ শুরু হয় একই হিব্রু বর্নমালা দিয়ে। বিভাগ ১, প্রত্যেকটি পদ শুরু হয় আলেফ দিয়ে (হিব্রু বর্ণমালার প্রথম বর্ণ। বিভাগ ২, প্রত্যেকটি ৮পদ শুরু হয় বেথ (বর্ণমালার দ্বিতীয় বর্ণ), এবং সব হিব্রু বর্নমালা দিয়ে শুরু হয়। এটাকে নকল করার চেষ্টা করুন। না, করো না, এর পরির্বতে জবুর ১১৯ পড়ুন এবং এর কথাগুলো নিয়ে নিজের মধ্যে গভীরভাবে ধ্যান করুন। "আমার সব শিক্ষকদের চেয়ে আমি জ্ঞানবান,কারণ তোমার সমস্ত কথা আমি ধ্যান করি।" (জবুর ১১৯:৯৯)

অধ্যায় ৫: আল্লাহ্‌র সীলমোহর

[৭৩] ওয়ালেনফেলস, রোনাল্ড এবং জ্যাক এম স্যাসন। দ্যা এনসিয়েন্ট নিয়ার ইস্ট। ভলিউম IV. নিউইয়র্ক: চার্লস স্ক্রিবনার্স সন্স, ২০০০; আরও দেখুন: কার্ল রোবাক। দ্য ওয়ার্ল্ড ওফ এনসিয়েন্ট টাইমস। নিউইয়র্ক: চার্লস স্ক্রিবনার্স সন্স, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৩৫৫।

[৭৪] "গ্রেট আলেকজান্ডার নয় মাস (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২) অবরোধের পরে শহরটি সংকুচিত করেছিলেন, যদিও তিনি এটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেননি। এই আঘাতের পর থেকে তায়ের সম্পূর্ণভাবে সেরে উঠে নাই.." (এভেরি, ক্যাথরিন বি. এবং যোথাম জনসন। দ্য নিউ সেঞ্চুরি কলাসিকাল হ্যান্ডবুক। নিউইয়র্ক: অ্যাপলটন-সেঞ্চুরি-ক্রাফ্টস, ইনক, ১৯৬২, পৃষ্ঠা ১১৩০)

[৭৫] ম্যাথিউস, স্যামুয়েল ডবিলউ। "ফিনিশিয়ান: সী লর্ডস ওফ এন্টিকুইটি,"ওয়াশিংটন, ডিসি: ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, আগস্ট ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ১৬৫।

[৭৬] পয়দায়েশ ২৬:৩, ২৮:১৫ **নোট:** ইব্রাহিমের বংশের জাতিকে আল্লাহ্‌ যে দেশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ইসহাক এবং ইউসুফ কৌশলগতভাবে "জাতির মাঝখানে স্থাপিত হয়েছিল" (যিহিস্কেল ৫:৫ আরও দেখুন প্রেরিত ১:৮; ২:৫)।

[৭৭] জোসিফাস, ফেলাভিয়্যাস, দ্য কম্পিলিট ওর্য়াকস অব জোসিফাস। (উইলিয়াম উইসটন) গ্রান্ড রেপির্ডস, এম আই: ক্রিগেল পাবলিকেশন, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ৫৬৬-৫৬৮, ৫৮০-৫৮৩, ৫৮৮-৫৮৯।
[৭৮] উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, হিটলারের সময়কালে জার্মানিতে অগণিত ইহুদিরা নিজেদেরকে ইহুদি হিসাবে পরিচয় দিতে চায়নি। তারা জার্মান ভাষায় কথা বলত, জার্মানীদের কর দিত, এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তারা জার্মানের জন্য লড়াই করেছিল। তারপরেও নাৎসিরা তাদের ইহুদি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। এবং কয়েক বছরের মধ্যে, ৬০ লক্ষ লোককে “ব্যাপক হত্যাকান্ডে” নির্মূল করা হয়েছিল... এটাকে বলা হয় ইতিহাসের দলিলভুকত সর্বত্তোম অপরাধ।” (ফিলিপস, জন, ইকসপ্লোরিং দ্য ওর্য়াল্ড ওফ দ্য যিউস। নেপচুন এনজে: লয়িজিয়াক্স ব্রাদার্স, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১০৯) আরও জানতে প্রবন্ধের শিরোনামগুলো দেখুন: “নাৎসিরা ইউরোপে ৬০ লক্ষ ইহুদিদের হত্যা করেছে তা স্বীকার করেছেন।” বোর্নি, এরিক, দ্য পেলিসস্টিন পোস্ট, রবিবার, ডিসেম্বর ১৬, ১৯৪৫।
[৭৯] ইশাইয়া ৪৪:১৮; ইয়ারমিয়া ৫:২১; ইউহোন্না ৫:৩৯-৪৭; ২ করিন্থীয় ৩:১২-১৬; রোমীয় ৯-১১। **নোট:** ২৬০০ বছর আগে, আল্লাহ্ ইহিস্কেলের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে ইস্রায়েলের পুনরায় জন্ম হবে তিনটি স্বতন্ত্র ধাপে। তিনি ইসরাইলকে শুকনো অস্থি নিয়ে উপত্যকা জন্ম দেওয়ার সাথে তুলনা করেছেন, যা একত্র হবে একটি দেহ হিসাবে শেষ পর্যন্ত তাদের নিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে জীবন প্রবেশ করবে। (ইহিস্কেল ৩৭: ১-১৪)।
[৮০] সুসমাচারে লিপিবদ্ধ করা ঈসার জীবনের সাথে পয়দায়েশ ৩৭-৫০এর তুলনা করুন। পড়ার জন্য নির্দেশিত অংশ: যোষেফ মেকস মি থিংক অফ জিজাস, লিখেছেন উইলিয়াম ম্যাকডোনাল্ড। গ্রান্ড রেপিডস, এমআই: গসপেল ফোলিও প্রেস।

অধ্যায় ৬: ধারাবাহিক সাক্ষ্য
[৮১] **“আল্লাহ্ সম্বন্ধে যা জানা যেতে পারে তা মানুষের কাছে স্পষ্ট, কারণ আল্লাহ্ নিজেই তাদের কাছে তা প্রকাশ করেছেন।** আল্লাহ্‌র যেসব গুণ চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তাঁর চিরস্থায়ী ক্ষমতা ও তাঁর খোদায়ী স্বভাব সৃষ্টির শুরু থেকেই পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। **তাঁর সৃষ্টি থেকেই মানুষ তা খুব বুঝতে পারে। এরপরে মানুষের আর কোন অজুহাত নেই।”** (রোমান ১:১৯-২০ কিতাবুল মোকাদ্দস) এমনকি যাদের কিতাব নেই, “শরীয়ত মতে যা করা উচিত তা তাদের দিলেই লেখা আছে, তাদের **বিবেক**ও একই সাক্ষ্য দেয়। তাদের চিন্তা কোন কোন সময় তাদের **দোষী করে, আবার** কোন কোন সময় **তাদের পক্ষেও থাকে।”** (রোমীয় ২:১৫)। তবুও, আরও বেশি সত্য খোঁজার পরিবর্তে, বেশিরভাগ লোক মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে।
[৮২] কিতাবে যে বংশ তালিকা আছে তার বয়স গণনা করে আমরা শিখতে পেরেছি যে আদম ততদিন পর্যন্ত মারা যান নাই যতদিন পর্যন্ত না নূহের বাবা (আদমের পরবর্তী ৯ম বংশ) পঞ্চাশ বছরের বেশি না হন (পয়দায়েশ ৫)।

[৮৩] "তখন জাদুকরেরা ফেরাউনকে বলল, 'এতে আল্লাহ্‌র আঙুলের ছোঁয়া রয়েছে।'" (হিজরত ৮:১৯) আরও দেখুন হিজরত ১২:৩০-৩৩। সম্পূর্ণ কাহিনী জানতে পড়ুন: হিজরত ৫-১৪ অধ্যায়।

[৮৪] মূসা যখন কিতাবের প্রথম অংশটি লিখছিলেন, ধারণা করা হয় যে তৌরাত শরীফের আগে আইয়ুবের কিতাবটি লেখা হয়েছিল (ইব্রাহিমের সময়কালের কাছাকাছি), যা এটাকে সম্পূর্ণরূপে শেষ হওয়া সবচেয়ে পুরাতন কিতাব হিসাবে পরিচিত দেয়। যদি এই তারিখ বা সময় সঠিক হয় তাহলে কিতাব প্রায় ২০০০ বছর আগে লেখা হয়েছে।

[৮৫] ডিহান, ডেনিস। আওয়ার ডেইলি ব্রেড, মে ৬, ২০০৬। গ্রান্ড র‍্যাপিডস, এমআই: আরবিসি মিনিষ্ট্রিজ।

[৮৬] কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেন, "আল্লাহ্‌ কেন মিথ্যা নবীদের অনুমোদন দেন যেন তারা প্রতারণামূলক বার্তা ঘোষণা করতে পারে?" মূসা তার তৌরাত শরীফে এর উত্তর দিয়েছেন। "ধরে নাও, **তোমাদের মধ্যে কোন নবী** বা স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে এমন কেউ দেখা দিল এবং তোমাদের কাছে চিহ্ন বা কুদরতির কথা বলল আর তা সত্যিই ঘটল। সেই লোকও যদি তোমাদের কাছে নতুন এমন দেব-দেবীর সম্বন্ধে বলে 'চল, আমরা দেব-দেবীর কাছে গিয়ে তাদের পূজা করি,' তবে **তোমরা সেই নবী বা স্বপ্ন দেখা লোকের কথা শুনো না।** তোমারা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে তোমাদের সব মনপ্রান দিয়ে মহব্বত কর কিনা তা **তিনি তোমাদের পরীক্ষায় ফেলে** দেখিয়ে দিচ্ছেন।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৩:১-৩)

[৮৭] ১ বাদশাহনামা ১৮; ১ বাদশাহনামা ১৯:১৮; রোমীয় ১১:১৪

[৮৮] স্মিথ, জেমস ই। ওয়াদাকৃত মসীহ্‌ সম্পর্কে কিতাব কি শিক্ষা দেয়। ন্যাসভিলে, টিএন: থমাস নেলসন পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৪৭০-৪৭৪; এবং: ফিলিপস, জন। এক্সপ্লোরিং দ্যা ওয়ার্ল্ড অব দ্যা যিউস। নেপচুন, এনজে: লৌজেক্স ব্রাদার্স, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৮০-৮১।

[৮৯] টেইলর, জন। "জোনস ক্যাপটিভেটেড স্যান ফ্রান্সিসকো'স লিবারেল এলিট," স্যান ফ্রান্সিসকো ক্রোনিক্যাল, নভেম্বর ১২, ১৯৯৮।

[৯০] স্মিথ, যোষেফ। পার্ল অব গ্রেট প্রাইস। যোষেফ স্মিথ—ইতিহাস; ১:১৫-১৬

[৯১] কিতাবের থেকে আলাদা, যা ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব দ্বারা নিশ্চিত হয়েছে যে মর্মোনের কিতাব অপ্রমাণিত। প্রফেসর থমাস স্টুয়ার্ড ফারগুসন মর্মোনিজম'স ওন ব্রিগ্রাম ইয়ং ইউনিভারসিটির প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন এই উদ্দেশ্যে যেন তিনি তাদের "পবিত্র কিতাবের" প্রমাণগুলোকে নিশ্চিত করতে পারেন। প্রায় ২৫ বছর নিবেদিত গবেষণার পর, মর্মোনে বর্ণনাকৃত ফ্লোরা, ফাউনা, টোপোগ্রাফি, জিওগ্রাফি, লোকজন, কয়েনস বা কোন ধরনের বিষয়ই নিশ্চিত করতে পারে নাই। ফারগুসন এভাবে উপসংজ্ঞায়িত করেন মর্মোনের যে জিওগ্রাফিক্যাল বা ভৌগলিক বিষয়টি "কাল্পনিক।" (মার্টিন, ওয়ালটার। দ্যা কিংডম অব দ্যা কাল্ট। মিনেওপোলিস, এমএন: বেথেনি হাউস প্রকাশনা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ২০০-২০২)

অধ্যায় ৭: ভিত্তিমূল

[৯২] কিতাবে ৬৬টি পুস্তক রয়েছে—যার মধ্যে ৩৯টি পুরাতন নিয়মের এবং ২৭টি নতুন নিয়মের। পরবর্তীতে, রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী (যা, অনেক প্রোটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীগুলোর মত, আল্লাহ্‌র কালামের উপর ভিত্তি করে মণ্ডলীর প্রথাগুলোকে বৃদ্ধি করেন) আরও ১১টি অতিরিক্ত পুস্তক নতুন ও পুরাতন নিয়মের সাথে যোগ করা সিদ্ধান্ত নেয়। এই পুস্তকগুলো এ্যাপোক্রাইফা (অথবা ডিউটারক্রনিক্যাল পুস্তক) বলা হয়, যা নতুন ও পুরাতন নিয়মের সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে লেখা হয়। এই পুস্তকগুলোতে মজার মজার ঐতিহাসিক এবং কাল্পনিক বিষয়বস্তু থাকায় ইব্রীয় বিশ্বাসীরা এগুলো কখনোই আল্লাহ্‌র কিতাব বলে গ্রহণ করেন নাই। ১৯৪৭ সালে যে মৃত সাগরের পান্ডুলিপি পাওয়া গেছে সেগুলোও পুরাতন নিয়মের ৩৯টি কিতাবের বিষয়ে বলে, এ্যাপ্রোকাইফা নয়। মসীহ্‌ যখন দুনিয়াতে ছিলেন, তিনি পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতি দিতেন, কিন্তু কখনোই কোন এ্যাপোক্রাইফাল পুস্তক থেকে নয়। নতুন নিয়মেও কখনো এ্যাপোক্রাইফাকে উল্লেখ করা হয় নাই। পুরাতন নিয়মের ৩৯টি পুস্তক আল্লাহ্‌র নবীদের দ্বারা লেখা হয়েছে যাদের কাছে আল্লাহ্‌র সরাসরি কথা বলেছেন, এবং যাদের কাছে তিনি তাঁর কালাম নিশ্চিত করেছেন, "সেই সঙ্গে আল্লাহ্‌ও অনেক চিহ্ন এবং কুদরতি ও শক্তির কাজ দ্বারা আর নিজের ইচ্ছানুসারে পাক-রূহের দেওয়া দান দ্বারা সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন।" (ইবরানী ২:৪) নতুন নিয়মের ক্ষেত্রে, বিশ্বাসীরা যারা মসীহের দুনিয়াতে থাকাকালীন সময়ে বাস করতেন তারা প্রেরিতদের লেখা ও নতুন নিয়মের শাস্ত্রাংশগুলোকে পুরাতন নিয়মের নবী ও শাস্ত্রাংশের সমান বলে গ্রহণ করেছিলেন। এ্যাপোক্রাইফার ক্ষেত্রে এটা বলা যায় না।

[৯৩] লূক ২৪:২৫-৪৮; ইউহোন্না ৫;৩৯-৪৭। পর্যায়ক্রমে আল্লাহ্‌র বার্তা উপস্থাপন করা হয়েছে: www.one-god-one-message.com, www.goodseed.com

অধ্যায় ৮: "আল্লাহ্‌ কেমন?"

[৯৪] কসমোলোজিষ্টরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস বের করার জন্য "একসাথে পর্যবেক্ষনীয় এবং তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা"র উপর ভিত্তি করে চেষ্টা করছেন। (লিয়ব, ইব্রাহিম। "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কালো সময়," সেক্রিফাইস আমেরিকান, নভেম্বর ২০০৬) যেখানে তাদের জ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও **তথ্যের** উপর ভিত্তি করে সেখানে বিশ্বাসীদের জ্ঞান পর্যবেক্ষন ও **উন্মোচন** এর উপর ভিত্তি করে— প্রকাশিত হওয়া যা বেহেশতী স্বাক্ষর বহন করে (যেভাবে আমরা এক আল্লাহ্‌ এক বার্তার অধ্যায় ৫ এবং ৬ এ লক্ষ্য করেছি)। আল্লাহ্‌ তাঁর সত্যকে এমন ভাবে প্রকাশ করেছেন যেন আমরা জানতে পারি যে এটি সত্য।

[৯৫] আইয়ুব কিতাবের ৩৮:৬-৭ নির্দেশ করে যে যখন আল্লাহ্‌ দুনিয়া সৃষ্টি করছিলেন তখন ফেরেস্তারা তা লক্ষ্য করছিল এবং আনন্দ করছিল। আইয়ুব একটি কাব্যিক পুস্তক; ঐ ফেরেশতাদের বর্ণনা করা হয়েছে "সকালের তারা" এবং "আল্লাহ্‌র সন্তান" হিসাবে। এই দুইটি প্রকাশ ভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে প্রকাশ করে না। এই দ্বৈত বর্ণনা হচ্ছে উপমার একটি উদাহরণ, হিব্রু কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য। আইয়ুব ১:৬; ২:১ দেখুন।

[৯৬] কিতাবের ৬৬টি কিতাবের মধ্যে অর্ধেকের বেশিই ফেরেস্তাদের কথা বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: পয়দায়েশ ৩:২৪; ১৬:৭-১১; ১৮:১-১৯:১; ১ বাদশাহনামা ১৯:৫-৭; জবুর ১০৩:২০-২১; ১০৪:৪; দানিয়াল ৬:২২; ইবরানী ১:৪-৭,১৪; ১২:২২ মথি ১:২০; ২:১৩,১৯ ২০; ২২:৩০; ২৬:৫৩; লূক ১ ও ২; ২ থিষলনীকিয় ১:৭, প্রকাশিত কালাম ৫:১১; ১৮:১; ২২:৬-১৬, ইত্যাদি। (প্রকাশিত কালামে ফেরেস্তা বা ফেরেস্তাগণ শবদটি প্রায় ৭০ বারের চেয়ে বেশি ব্যবহার হয়েছে)।
[৯৭] দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১৪; ২ করিন্থীয় ১২:২,৪; ইউহোন্না ১৪:২; জবুর ৩৩:১৩; ১১৫:৩১ বাদশাহনামা ৮:৩৯
[৯৮] ভাইন, ডবিলউ.ই., এম.এ. নতুন নিয়মের কালামের একটি বর্ণনামূলক ডিকশনারী। ওয়েষ্টউড এনজে: ফ্লেমিং এইচ. রেভেল কোম্পানি; ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ২২৯।
[৯৯] আল্লাহ্‌র ছয়দিনের সৃষ্টির কাজ এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেয়া মানব সমাজের জন্য একটি বেহেশতী সময় চক্রের প্রবর্তন করেছে যা এখনও সারাবিশ্বে অনুসরণ হয়ে আসছে। দিন, মাস এবং বছরের মত সপ্তাহ জ্যোতিষবিদ্যার সাথে সম্পর্ক যুক্ত নয়। এটি আল্লাহ্‌র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।
[১০০] প্রবকতাদের দ্বারা "বিগ ব্যাং" নামের একটি কাল্পনিক থিউরি প্রচলিত আছে যে আলো সূর্য ও পৃথিবীর প্রায় ৯,০০০,০০০,০০০ বছর আগে থেকে আছে! (লিয়ব, ইব্রাহিম। "দ্যা ডার্ক এজেস অব দ্যা ইউনিভার্স," সেক্রিফাইস আমেরিকান; নভেম্বর ২০০৬, পৃষ্ঠা ৪৯)।
[১০১] পরবর্তী সময়ে যখনই আপনি এক গ্লাস পানি পান করবেন, হয়তো আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তাকে বলবেন, "ধন্যবাদ!" আমাদের তৃষ্ণা মেটানো এবং জীবিত রাখা ছাড়াও পানির একটি অন্যান্য চমৎকার বিষয় আছে। পানিই একমাত্র তরল পদার্থ যা জমে গেলে বৃদ্ধি পায়; এভাবে এটি কম ঘনত্বের হয় এবং ভেসে থাকে। যদি পানি অন্যান্য পদার্থের মত আচরণ করতো এবং জমে গেলে ঘনীভূত হয়ে যেত তাহলে এটি সমুদ্র, হ্রদ বা নদীর তলদেশে ডুবে যেত। এর বেশিরভাগই গলত না এবং আমাদের পরিষ্কার পানি তলদেশে গিয়ে জমে থাকতো। ভাল বিষয় হচ্ছে এই যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা এই বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন!
[১০২] চাঁদের অন্ধকার দিকটা ১৯৬৮ সালের ২৪শে ডিসেম্বর একজন মানুষ প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন যখন এ্যাপোলো ৮ চাঁদে অবতরণ করে। অদভুতভাবে, ঐ একই দিনে, তিনজন নভোচারী তারা পয়দায়েশ অধ্যায় ১ পড়েছিলেন যা দর্শকরা টেলিভিশনে দেখেছিলেন। (রেনল্ডস, ডেভিড পশ্চিম. এ্যাপোলো: দ্যা এপিক জার্নি টু দ্যা মুন। নিউইউর্ক: হারকোর্ট, ইনকর্পোরেট., ২০০২, পৃষ্ঠা ১১০-১১১)

অধ্যায় ৯: আল্লাহ্‌র মত কেহ নেই
[১০৩] কিতাবের আরও অতিরিকত উদাহরণ যেখানে আল্লাহ্‌ নিজেকে "আমরা" এবং "আমাদের" হিসাবে সম্বোধন করেছেন: পয়দায়েশ ৩:২২; ১১:৭; ইশাইয়া ৬:৮ (নোট: কোরআনে "আল্লাহ্‌" হচ্ছে বহুবচন শবদ। এক আল্লাহ্‌ এক বার্তার ৩ অধ্যায়ে এই বিষয়ে কোরানের আয়াত উদধৃত হয়েছে)।

[১০৪] পয়দায়েশ ১:১-৩ যদিও পয়দায়েশের প্রথম অংশ আল্লাহ্‌র ত্রিত্বের উপস্থিতির বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করে না, কিন্তু পরবর্তীতে কিতাবে এটি প্রকাশিত হয়েছে এবং পরিপূর্ণ ঐক্যতার সাথে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিতাব এটি পরিষ্কার করে যে, সৃষ্টির সময়ে আল্লাহ্‌র তিন ব্যক্তিত্বই উপস্থিত ছিলেন।
[১০৫] যখন দাউদ ইসরাইলের বাদশাহ্‌ হলেন, কিতাব বলে যে: "অবনেরের পিছনে তখন বিন্যামিন গোষ্ঠীর লোকেরা জমায়েত হয়েছিল। তারা **এক দল** হয়ে একটা পাহাড়ের উপরে গিয়ে দাঁড়াল।" (২ শামূয়েল ২:২৫) এই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এই ঘোষণা করতে যে: "মাবুদ **এক**" এবং এটি তাদের ঐক্যতাকে ঘোষণা করে যা বহুবচন বোঝায়।
[১০৬] পুরাতন নিয়মের অনেক আয়াত আল্লাহ্‌র এই জটিল ত্রিত্বতাকে নিশ্চিত করে: পয়দায়েশ ১৭: ১-৩; ১৮:১-৩৩ আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমের কাছে শারীরিক আকারে তা প্রকাশ করেছেন। এটা কোন দর্শন বা স্বপ্ন ছিল না কিন্তু সামনাসামনি তারা কথা বলেছেন। পয়দায়েশ ৩৫:৯-১৫; হিজরত ৩:১-৬; ৬:২-৩; ২৪:৯-১১; ৩৩:১০-১১। হিজরত ৩৩:১১ এর সাথে ৩৩:২০ এর তুলনা করুন। মূসা আল্লাহ্‌র একটি স্বত্ত্বার (পুত্র) সাথে মুখোমুখি কথা বলেছেন কিন্তু আরেকটি স্বত্ত্বা (পিতা) কে দেখার অনুমতি তিনি পাননি। জটিল তাই না? হ্যাঁ। আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ই। ইউহোন্না ১:১-১৮ দেখুন। এখানে পুরাতন নিয়মের আরও অনেকগুলো আয়াত রয়েছে যা আল্লাহ্‌র বহুবাচনিক ত্বত্ত্ব বোঝা ছাড়া এর সঠিক অর্থ বুঝতে পারা যায় না। জবুর ২; জবুর ১১০:১ (মথি ২২:৪১-৪৬ এর সাথে তুলনা করুন); মেসাল ৩০:৪; ইশাইয়া ৬:১-৩ (ইউহোন্না ১২:৪১ তুলনা করুন); ইশাইয়া ২৬:৩-৪; ইশাইয়া ৪০:৩-১১; ইশাইয়া ৪০:১০-১১ (ইশাইয়া ৭:১৪; ৯:৬-৯); ইশাইয়া ৪৮:১৬; ইশাইয়া ৬৩:১-১৪; ইশাইয়া ৪৯:১-৭; ইয়ারমিয়া ২৩:৫-৬; দানিয়াল ৭:১৩-১৪; হোসায়া ১২:৩-৫; মিকাহ্‌ ৫:২; মালাখি ৩:১-২, ইত্যাদি।
[১০৭] লূক ১৫:১১-৩২; সেই সাথে ইউহোন্নার প্রথম চিঠি পড়ুন।
[১০৮] জবুর ২ পড়ুন যেখানে নবী দাউদ মসীহ্‌কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলেছেন। সেই সাথে পুত্রের আরও নাম ও উপধীগুলো বিবেচনা করুন। তাঁকে বলা হয়: "দরজা" (ইউহোন্না ১০) কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তিনি কোন কাঠ বা লোহা দিয়ে তৈরী দরজা। তাঁকে আরও বলা হয়: "জীবন রুটি" (ইউহোন্না ৬) কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তিনি একটি রুটির বস্তু। "আল্লাহ্‌র পুত্র" অর্থ এটাও নয় যে আল্লাহ্‌ একজন স্ত্রী গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর একটি সন্তান হয়েছে। ইউহোন্না ১,৩ এবং ৫ অধ্যায় পড়ুন।
[১০৯] লি সোলেইল, মার্চ ১৪, ১৯৮৪: «Bienfaiteur sincère, il considérait ses 2.000 employés comme ses enfants et partageait leur problèmes, leur soucis et leur joie. Le 'Vieux' comme l'appelaient familièrement et tendrement son personnel, était un grand fils du Sénégal.» (অনুবাদ: "একজন প্রকৃত মানবীয় লোক, যিনি তার ২০০০ কর্মজীবি লোকদেরকে তার নিজের সন্তানের মত বিবেচনা করেন, তাদের সমস্যা সমাধান করেন, যত্ন নেন এবং তাদের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করেন। এই বৃদ্ধলোককে বলা হয় সেনেগালের পুত্র।")

[১১০] আল্লাহ্‌র মত পাক-রূহ্ কখনও আমাদের হৃদয়ে আসার জন্য জোর করবেন না। আল্লাহ্‌র একজন নবী, যার কাছে বেহেশতের এক ঝলক চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে, তিনি পাক-রূহকে বর্ণনা করেছেন এভাবে যে "সিংহাসনের সামনে **সাতটি** বাতি জ্বলছিল। সেই বাতিগুলো আল্লাহ্‌র **সাতটি** রূহ।" (প্রকাশিত কালাম ৪:৫) আরেকজন নবী তাঁকে ব্যাখ্যা করেছেন একজন ব্যক্তি হিসাবে যার সাতটি ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলি রয়েছে: "মাবুদের রূহ, **জ্ঞান**ও **বুঝবার** রূহ, **পরামর্শ** ও **শক্তি**র রূহ, **বুদ্ধি** ও **মাবুদের প্রতি ভয়ের** রূহ।" (ইশাইয়া ১১:২)
[১১১] দুনিয়াতে থাকাকালীন সময়ে আল্লাহ্‌র পুত্র তাঁর সাহাবীদের ওয়াদা করেছেন, "সেই সাহায্যকারী, অর্থাৎ **পাক-রূহ্** যাঁকে **পিতা আমার নামে** পাঠিয়ে দেবেন, **তিনিই** সব বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন, আর **আমি** তোমাদের যা কিছু বলেছি সেই সব তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন।" (ইউহোন্না ১৪:২৬) এই শব্দগুলো পিতা, পুত্র এবং পাক-রূহের মধ্যে একটি নিখুঁত ঐক্যতা প্রদর্শন করে যা সবসময়ই তাদের মধ্যে আছে। যেমন পিতা এবং পুত্র, পাক-রূহ্ একজন ব্যক্তিত্ব ("তিনি…")। পাক-রূহ্ সম্পর্কে আরও জানতে অধ্যায় ১৬, ২২ এবং ২৮ দেখুন। সেই সাথে নতুন নিয়মের চিঠিগুলো এবং প্রেরিতদের কার্যাবলী পড়ুন এবং পাক-রূহের কাজ ও ভূমিকাগুলোর প্রতি গভীর মনোযোগ দিন।
[১১২] সুখবরগুলো থেকে দেখা যায় যে পুত্র পিতাকে বলছেন, "পিতা, দুনিয়া সৃষ্টির **আগে** তোমার সঙ্গে আমার যে মহিমা ছিল সেই মহিমা তুমি আবার আমাকে দাও।" সেই সাথে আমরা আরও দেখতে পাই যে পুত্র বলেছেন: "পিতা… দুনিয়া সৃষ্ট হবার **আগে** থেকেই তুমি আমাকে মহব্বত করেছ।" (ইউহোন্না ১৭:৫, ২৪) আরও দেখুন মিকাহ্ ৫:২; ইশাইয়া ৯:৬। পাক-রূহের ক্ষেত্রে আরেকটি উপাধী হল "**অনন্তকালীন** রূহ।" (ইবরানী ৯:১৪)
[১১৩] হিজরত ২০:২২; ইব্রানি ১২:২৫; লূক ৩:২২; ৫:২৪; ইউহোন্না ১:১-১৮; ৩:১৬-১৯; ১৭:২২; প্রেরিত ৫:৩; ৭:৫১; গালাতীয় ৪:৬; ইত্যাদি।
[১১৪] আরবীয় শব্দে, আল্লাহ্ শব্দটি, এর সত্যিকারের যে অর্থ তা ইংরেজী শব্দ গড/আল্লাহ্ শব্দের সমতুল্য। যেভাবে পুরাতন নিয়মের পয়দায়েশ ১:১ আয়াতে লেখা আছে: "আদিতে **আল্লাহ্** সৃষ্টি করলেন…", অথবা নতুন নিয়মের ইউহোন্না ১:১ আয়াত: "আদিতে কালাম ছিলেন, এবং কালাম **আল্লাহ্‌**র সাথে ছিলেন, এবং কালাম নিজেই **আল্লাহ্** ছিলেন", ঠিক একইভাবে আরবীয় আল্লাহ্ শব্দের যে অর্থ তা হল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বা ব্যক্তিত্ব। এটা বুঝতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সর্বোচ্চ সত্ত্বার একটি ব্যক্তিগত নাম আছে যা মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চান। "আল্লাহ্" মাবুদের সঠিক ব্যক্তিগত নাম নয়, যদিও অনেক লোক এটাই বিশ্বাস করে। এমন কি "ঈশ্বর/গড" ও তাঁর সঠিক ব্যক্তিগত নাম নয়, যদিও অনেকে তা বিশ্বাস করে।

অধ্যায় ১০: একটি বিশেষ সৃষ্টি

[১১৫] গুইননেস, আলমা ই. এবিসি'স অব দ্যা হিউম্যান বডি। কর্পোরেট লেখক: দ্যা রিডার'স ডাইজেস্ট এ্যাসোসিয়েশন, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ২২।
[১১৬] গেটস, বিল। দ্যা রোড এ্যাহেড। নিউইয়র্ক: পেনগুইন গ্রুপ, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ১৮৮।

[১১৭] একটি গভীর রূহানিক সত্যকে বোঝাতে কিতাব মানুষের শরীরের একতার সিস্টেমকে বর্ণনা করেছে: "…গোটা শরীরটা এমন ভাবে বাঁধা আছে যে, প্রত্যেকটি অংশ যার যার জায়গায় থেকে শরীরের সঙেগ যুক্ত থাকে। প্রত্যেকটি অংশ যখন ঠিকভাবে কাজ করে তখন গোটা শরীরটাই মাথার পরিচালনায় বেড়ে ওঠে এবং মহব্বতের মধ্য দিয়ে নিজেকে গড়ে তোলে।" (ইফিষীয় ৪:১৬)
[১১৮] এই ধারণাগুলো জন ফিলিপস-এর পয়দায়েশ পুস্তকের কমেন্ট্রি থেকে নেয়া হয়েছে (ফিলিপস, জন। পয়দায়েশ বিশ্লেষণ। চিকাগো: মডিপ্রেস, ১৯৮০)। **নোট:** কিতাব রূহ, আত্মা ও শরীরের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছে। দেখুন ১ থিষলনীকিয় ৫:২৩; ইব্রানি ৪:১২-১৩; ইউহোন্না ৪:২৪।
[১১৯] ধারণা করা হয় যে পয়দায়েশ ২:১৩-১৪ আয়াত অনুসারে ভৌগলিক তথ্যের ভিত্তিতে এদন বাগান ইরাকে অবস্থিত ছিল। **নোট:** অনেকে এদন বাগানকে জান্নাতুল ফেরদৌসের বাগানের সাথে তুলনা করেন, যদিও কিতাব তা করে না। দুনিয়ার এদন বাগানের সাথে বেহেশতী বাগানের তুলনা করে দ্বিধান্বিত হওয়া উচিত নয়।
[১২০] হেনরি, ম্যাথিউ। ম্যাথিউ হ্যানরির কমেন্ট্রি। গ্রান্ড র‌্যাপিডস, এমআই: যনদারভ্যান, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৭।
[১২১] আদম (আদমহ) হচেছ হিব্রু শবদ যার অর্থ মানুষ, আক্ষরিক অর্থ হল লাল মাটি কারণ তাকে ধুলা থেকে তৈরী করা হয়েছে। হাওয়া (চাভভাহ) অর্থ হল জীবন—"কারণ তাকে সমস্ত জীবিতদের মা বলা হবে।" (পয়দায়েশ ৩:১৯-২০)

অধ্যায় ১১: ইবলিসের প্রবেশ

[১২২] **"হে শুকতারা**, ভোরের সন্তান, তুমিতো আসমান থেকে পড়ে গেছ। তুমি একদিন জাতিদের পরাজিত করেছ আর তোমাকেই এখন দুনিয়াতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।" (ইশাইয়া ১৪:১২) এই আয়াতে, লুসিফারের নামের অর্থ হল শুকতারা যা হিব্রু শবেদ নেই। এটি হচেছ হিব্রু শবদ হেলেল এর ল্যাটিন অনুবাদ যার অর্থ হল উজ্জ্বল ব্যক্তি। ইশাইয়া ১৪ এবং ইহিস্কেল ২৮ দ্বৈত অনুবাদের নিয়মের একটি উদাহরণ সরবরাহ করে। উপরি উপরি এই অংশটি দুনিয়ার বাদশাহের বিষয়ে বলে। ইশাইয়া "ব্যাবিলনের বাদশাহ" এবং ইহিস্কেল "তায়ের এর রাজপুত্রের" বিষয়ে বলা হয়েছে। উভয় অংশ এই বর্ণনা করে যা সাধারণ ব্যক্তির সঙেগ প্রয়োগ করা যায় না। যখন অন্যান্য পুস্তকের আয়াতগুলোর (লূক ১০:১৮; আইয়ুব ১:৬-১২; প্রকাশিত কালাম ১২:১০; ১ পিতর ৫:৮; ইত্যাদি) সাথে এগুলোকে অধ্যয়ন করা হয় তখন এটি পরিষ্কার হয় যে এই অংশগুলো শয়তানের পতনের কথা বলে যা এই দুষ্ট বাদশাহদের পিছনে প্ররোচনাও প্রভাব বিস্তার করে থাকে।
[১২৩] প্রকাশিত কালাম ১২:৪
[১২৪] মথি ১০:২৮; ২৩:৩৩; মার্ক ৯:৪৩-৪৮
[১২৫] প্রকাশিত কালাম ২০:১০-১৫

অধ্যায় ১২: গুনাহ্ ও মৃত্যুর শরীয়ত

[১২৬] একটি সাধারণ প্রশ্ন: শিশু ও ছোটরা মারা যাওয়ার পর কি হবে? তাদের গুনাহের স্বভাবের জন্য কি তাদের বিচার হবে (জবুর ৫১:৫; ৫৮:৩)? ন্যায়

বিচারক ন্যায় বিচারই করবেন (পয়দায়েশ ১৮:২৫)। কোন ব্যক্তি বুঝতে অক্ষম এর জন্য তিনি কোন ব্যক্তিকে দোষী করেন না। তিনি সেই ব্যক্তিদের দ্বায়বদ্ধ করেন যারা আল্লাহ্‌র সত্য জানে এবং খোঁজার চেষ্টা করলেই জানতে পারতো (রোমীয় ২:১১-১৫; জবুর ৩৪:১০; ইশাইয়া ৫৫:৬)। যখন কোন ব্যক্তি কোন নৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়ার মত ক্ষমতা সম্পন্ন হয় তখন তিনি আল্লাহ্‌র সামনে দ্বায়বদ্ধ থাকেন (দ্বিতীয় বিবরণ ১:৩৯; ইশাইয়া ৭:১৬; ২ শামূয়েল ১২:২৩; মথি ১৮:১০; ২ তীমথিয় ৩:১৪-১৭)। একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন যে, কোন বয়সে একজন ব্যক্তি তার গুনাহ্‌ ও সিদ্ধান্তের জন্য দ্বায়বদ্ধ থাকেন। বিষয় যাই হোক না কেন, আমাদের প্রত্যেকের জন্যই আল্লাহ্‌র বার্তা হল: "দেখ, এখনই উপযুক্ত সময়, আজই নাজাত পাবার দিন।" (২ করিন্থীয় ৬:২)।

[১২৭] প্রকাশিত কালাম ২০:১৪-১৫; ২:১১; ২১:৮; মথি ২৫:৪৬

অধ্যায় ১৩: রহমত ও ন্যায় বিচার

এই অধ্যায়ে কোন শেষ টিকা নেই।

অধ্যায় ১৪: অভিশাপ

[১২৮] "পাইথন এবং সংকোচনকারী অজগর... যাদের চামড়ার তলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পায়ের মত আছে, এগুলো আধা ইঞ্চির মত যা মলদ্বারের কাছে থাকে এবং বাইরের দিকে এসে হাটতে সাহায্য করে। সত্যিকারে, যদিও এই ক্ষুদ্র অংশগুলো পা নয় কিন্তু এগুলো উপরের দিকে হাড়ের মত। পুরুষগুলো এখনও উদ্দীপনার জন্য এটি ব্যবহার করে, কিন্তু মিলনের ক্ষেত্রে এবং লড়াই করার সময়, হাটার জন্য নয়। অন্য কোন সাপের পা নেই।" http://usatoday30.usatoday.com/tech/columnist/aprilholladay/2005-06- 10-wonderquest_x.htm অনেকে এই জীববৈজ্ঞানিক বিষয়টিকে তাদের অভিব্যক্তিমূলক ধারণা হিসাবে অনুবাদ করে থাকেন। এখানে যে বিষয়টি জড়িত তা হলো: সাপের গঠনতন্ত্র ঠিক সেই রকমই যা হাজার হাজার বছর আগে কিতাবে ধারন করা হয়েছিল।

[১২৯] সেই সাথে: প্রকাশিত কালাম ২০:২; লূক ১০:১৮ এবং ২ করিন্থীয় ১১:৩, ১৪: "**যেভাবে সর্প হাওয়াকে** তার কুবুদ্ধি দিয়ে **ঠকিয়েছে**," সেইভাবে "**শয়তান নিজে**ও নিজেকে একটি আলোর দূতে রূপান্তর করে।"

[১৩০] হিজরত ২৯:৭; ১ শামূয়েল ১০:১; ২ বাদশাহনামা ৯:৬; জবুর ৪৫:৭

[১৩১] ১৮ অধ্যায়ে তিনটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে কেন আল্লাহ্‌ তাঁর নাজাতের পরিকল্পনা সাংকেতিক আকারে প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে কালানুক্রমে কিতাব অধ্যয়ন করা যাতে শয়তান, গুনাহ্‌ এবং মৃত্যু থেকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্‌র যে পরিকল্পনা তা আবিষ্কার করা যায়। আল্লাহ্‌, তাঁর অসীম জ্ঞানে, তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যক্রমানুসারে প্রকাশ করেছেন, "এটা কর, ওটা কর, এই নিয়ম মান, ঐ নিয়ম মান, এখানে আছে, ওখানে আছে।" (ইশাইয়া ২৮:১০)।

[১৩২] একটি কমিক বইয়ের শিরোনাম, "তুমি এটাকে বুদ্ধিমত্তা বল?" টাইম ম্যাগাজিন একজন বুদ্ধিমান ডিজাইনার (আল্লাহ্‌) এর ধারণাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল করে: "পুনরায় কি আরও অধিক বিচার বুদ্ধি ও মর্যাদা দিয়ে সবকিছু নিয়ন্ত্রন করা যেত না? উদাহরণস্বরূপ: কেমন হত যদি বৃদ্ধ লোকেরা ক্ষয় না

হয়ে বা চামড়া ভাজ না হয়ে কবিতার মত করে উধাও হয়ে যেত?” (হ্যান্ডি, ব্রুস এবং গেলেনিস সুইনি। সময়, জুলাই ৪, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৯০) সেই সাথে, দ্যা ইমপ্রোবাবিলিটি অব গড নামক বইতে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে না বুদ্ধিমান না পরিকল্পিত, যাতে বর্ণনা করা হয়েছে: “আর কোন কি গর্বিত মানুষের ইগো আছে যা এই সাধারণ সৃষ্টির ডিজাইনকে আরও বুদ্ধিদিপ্ত ডিজাইনে পরিণত করতে পারে?” (ব্রুস এবং ফ্রান্সিস মার্টিন, মিখায়েল মার্টিন ও রিক কি মন্নিয়ার এর পুস্তক দ্যা ইমপ্রোবাবিলিটি অব গড এ আছেন। এ্যামহেরেস্ট, নিউইয়র্ক: প্রমিথিউস বুকস, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২২০)।

অধ্যায় ১৫ দ্বিগুণ সমস্যা

[১৩৩] সম্মিলিত প্রেস, মে ২০, ২০০৬ http://forums.anandtech.com/ archive/ index. php/t-1869858.html

[১৩৪] আনুষ্ঠানিকভাবে পা ধোয়ানো ছিল পুরাতন নিয়মের আইনের একটি অংশ (লেবীয় পুস্তক দেখুন)। এর উদ্দেশ্য ছিল গুনাহগারদেরকে আল্লাহ্‌র সামনে তাদের রূহানিক অপবিত্রতার বিষয়ে শিক্ষা দেয়া। যেহেতু তিনি মসীহের মধ্যে দিয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমাও ধার্মিকতা দিয়েছেন, তাই ঐ ধরনের আনুষ্ঠানিকতা এখন আর দরকার নেই। প্রেরিত ১০ এবং কলসীয় ২অধ্যায় পড়ুন। আজকের দিনে অনেক ধর্ম বাহ্যিক পরিষ্কার হওয়ার বিষয়ে জোর প্রদান করে। এই ইমেইলটি লন্ডন থেকে একজন মুসলিম ভাই পাঠিয়েছেন: “সমস্ত অমুসলিম এমনকি ঈসায়ীরাও নোংরা… মুসলিমরা খুবই পরিষ্কার এবং আল্লাহ্‌র কাছাকাছি কারণ তারা পরিষ্কার…”

[১৩৫] আল্লাহ্‌ মৌখিকভাবে আজ্ঞাগুলো ঘোষণা করার পর (হিজরত ২০), তিনি মূসাকে পর্বতের উপরে ডাকলেন এবং তাকে দুইটি পাথরের ফলক দিলেন যেখানে আল্লাহ্‌পাক নিজে আজ্ঞাগুলো লিখেছেন (হিজরত ২৪:১২; ৩১:১৮)। “সেই দুইটা ফলক ছিল আল্লাহ্‌র নিজের হাতের কাজ, আর তার উপর খোদাই করা লেখাটিও ছিল তাঁর।” (হিজরত ৩২:১৬)

[১৩৬] দেখুন লূক ১৮:৯-১৪; ইফিষীয় ২:৮-৯।

[১৩৭] মসীহ্‌ই একমাত্র যিনি আল্লাহ্‌র সমস্ত আইন মেনে চলেন এবং বলতে পারেন, “হে আমার আল্লাহ্‌, আমি তোমার ইচ্ছা পালন করতে পেরে আনন্দিত, তোমার আইন আমার হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে।” (জবুর ৪০:৮) আইন আমাদের তাঁর দিকে নির্দেশ করে। “আইন আমাদের খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসার জন্য আমাদের **শিক্ষক** ছিল, যাতে আমরা **বিশ্বাস দ্বারা** ধার্মিক হতে পারি।” (গালাতীয় ৩:২৪) মানুষের পাপের জন্য আল্লাহ্‌র সমাধান শক্তিশালীভাবে বর্ণিত হয়েছে রোমীয় ৩:২০-২৭।

অধ্যায় ১৬: নারীর বংশ

[১৩৮] “কারন আদম থেকে যেমন সকলের **মৃত্যু** হয়, তেমনি মসীহে সকলে **জীবন প্রাপ্ত** হবে।” (১ করিন্থীয় ১৫:২২); আরও পড়ুন রোমীয় অধ্যায় ৫; গালাতীয় ৪:৪-৫।

[১৩৯] নিউবার্থ প্রেগনেন্সি কেয়ার সেন্টার: www.neobirth.org.za/development. html

[১৪০] "বৈথলেহেম ইফরাথাহ" ছিলো বৈথলেহেমের পুরাতন নাম, জেরুশালেমের দক্ষিন শহর (পয়দায়েশ ৩৫:১৬-১৯; ৪৮:৭)। রাজা দাউদ বৈথলেহেমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (১ শামুয়েল ১৬:১, ১৮-১৯; ১৭:১২), তার সব থেকে মহান বংশধর হিসেবে (মথি ২:১-৬; লূক ২:১-১২)। ইহুদী যারা ঈসার সময়ে ছিল তারা বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল যখন ঈসা গালীলের নাসারতে বেড়ে উঠেছিল (যোহন ৭:৪১-৪২)।
[১৪১] কিতাবীয় প্রসঙেগর জন্য, অধ্যায় ৫ এর ভবিষ্যদ্বাণীর তালিকা দেখুন।
[১৪২] "মসীহ্" এর আরও অর্থ জানার জন্য দেখুন অধ্যায় ১৪, উপশিরনামের মধ্যে: দুটি "বীজ"।
[১৪৩] পয়দায়েশ ১:২, আল্লাহ্র পাক রূহ্ জিবরাইলের বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়নি। ফেরেস্তা জিবরাই ছিল তৈরিকৃত বস্তু। পাক-রূহ্ তৈরিকৃত নয়, আল্লাহ্র নিজের সচল রূহ্। অধ্যায় ৯ এবং ২৮ দেখুন।
[১৪৪] ঈসা জন্মের পরে, মরিয়ম তার স্বামীর সাথে বসবাস করেছিলেন যেভাবে স্বাভাবিক দম্পতি বসবাস করে সেইভাবে, এবং তাদের ছেলে মেয়েও ছিল। (মথি ১৩:৫৫-৫৬; লূক ৮:১৯; ইউহোন্না ৭:৩-১০)।
[১৪৫] নবীরা পূর্বেই বলেছিলেন মসীহ্ একজন কুমারির গর্ভে আসবেন: ইশাইয়া ৭:১৪; তিনি আব্রাহাম, ইয়াকুব, এবং যিহুদার বংশ থেকে আসবেন: পয়দায়েশ ১৭:১৮-২১; ২৬:৩-4; ২৮:১৩-১৪; ৪৯:৮-১০; তিনি রাজা দাউদের রাজকীয় বংশ থেকে আসবেন: ২শামুয়েল ৭:১৬; তিনি বৈথলেহেমে জন্মগ্রহণ করবেন: মিকাহ্ ৫:২।
[১৪৬] মথি ২। রাজা হেরদ অন্য একজন রাজা জন্মগ্রহণ করেছেন এই চিন্তা করে ঈসাকে ধ্বংশ করতে চেয়েছিলেন এবং বৈথলেহেমের সমস্ত দু'বছরের এবং তার কম বয়সের ছেলে শিশুদের হত্যা করার অনুমতি দিয়ে ছিলেন। শয়তান এই সমস্ত কিছুর পিছনে ছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীলোকের বংশকে ধ্বংস করা, যিনি তার রাজ্য আক্রমন করলেন!" যাহোক, ঈসাকে হত্যা করার শয়তানের পরিকল্পনাকে আল্লাহ্ প্রতিরোধ করেছেন যোষেফকে সর্তক করে এবং মরিয়ম এবং ছোট শিশুকে নিয়ে মিসরে আশ্রয়স্থানে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়ার মধ্য দিয়ে। এই সব ঘটনাও নবীদের দিয়ে আগে বলা হয়েছিল (মথি অধ্যায় ২; মিকাহ্ ৫:২; হোসিয়া ১১:১; ইয়ারমিয়া ৩১:১৫)। রাজা হেরদের মৃত্যুর পর, যোষেফ, মরিয়ম, এবং ঈসা নাসারতে ফিরে আসেন যেখানে ঈসা ছোট থেকে পূর্ণবয়স্ক পযন্ত বেড়ে উঠে।

অধ্যায় ১৭: ইনি কে হতে পারেন?

[১৪৭] জায়ুসী, সালমা খাদরার কাছ থেকে সংকলিত। ট্যালস অব জুহা। ইন্টারলিংক বুকস। নরথাম্পটন, এমএ, ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৯।
[১৪৮] এখানে নাসারথের ঈসার সম্পর্কে কিছু অতিপ্রাচীন, অ-কিতাবীয় ঐতিহাসিক লেখকদের রেফারেন্স দেয়া হল: ট্যাসিটাস, রোমীয় ইতিহাসবীদ (২২-১২০ খ্রীষ্টাবদ) [ট্যাসিটাস ১৫:৪৪]; যোসেফাস, ইহুদী ইতিহাসবীদ (৩৭-১০১ খ্রীষ্টাবদ) [এন্টিকিউটিস ১৮:৩]; দ্যা টালমাড, রাব্বিনিক্যাল কমেনটেরি অন দ্যা তৌরাত [দ্যা ব্যাবিলিয়ান টালমাড। স্যানহেড্রিন, ৪৩এ]; গ্রীক নাম লুসিয়ান [দ্যা ডেথ অব পেরিগুইরি, পৃষ্ঠা ১১-১৩ দ্যা ওয়ার্ক অব সামাসোটা, এইচ. ডবিলউ দ্বারা অনুবাদিত। ফোউলার এবং এফ.হি. ফোউলার. ৪ ভলিউম।

অকসফোর্ড: কলারেনডন প্রেস, ১৯৪৯; সেউটোনিয়াস (৬৯-১২২ খ্রীষ্টাব্দ), হাড্রিয়ান সম্রাজ্যের প্রধান সেক্রেটারী [কলাডিয়াস, ২৫]। **নোট:** জে. অসওয়াড স্যানডারস লেখা: "বিষয়বস্তু হচ্ছে যে কিতাবের মসীহ্ হচ্ছে মানুষের কল্পনার সন্তান এবং কোন ঐতিহাসিক কোন বাস্তবতা ছিল না। আরনেষ্ট রিনান মন্তব্য করেছেন যে, ঈসাকে উদধাবন করতে একজন ঈসাকে দরকার। জে. জে. রৌসুয়া দ্বিমত পোষণ করেছেন যে, এটি আরও বেশি অবিশ্বাস্য যে একদল লোক এই ধরনের ইতিহাস লেখার জন্য একমত হতে হবে, যেখানে একজন এর বিষয়বস্তু ঠিক করতে পারে।" (স্যানডারস, জে. ওসওয়াড। দ্যা ইনকমপ্যারাবল ক্রাইষ্ট। মুডি প্রেস। চিকাগো, ১৯৭১, পৃষ্ঠা ৫৭।)

[১৪৯] মথি ১৩:৫৫-৫৬। ঈসা নাসারতে জন্মগ্রহণ করেছেন (মথি ২:২২-২৩; লূক ২:৫১-৫২), তার বাবা যোসেফের সাথে কাঠ মিস্ত্রির কাজ করতেন (মার্ক ৬:৩)। ঈসার নম্রতার বিষয়টি অনেকেই পছন্দ করে নাই যারা চেয়েছেন যে তিনি একজন বিজয়ের নায়ক হবে, কোন নম্র চারক নয়।

[১৫০] "প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে ঈসা তাঁর কাজ শুরু করলেন। লোকে মনে করত তিনি ইউসুফের ছেলে। ইউসুফ আলীর ছেলে…" (লূক ৩:২৩)

[১৫১] ঈসা প্রায়ই নিজেকে "মনুষ্যপুত্র" হিসাবে পরিচয় দিতেন যা মসীহ্‌কে প্রকাশ করতো,"মনুষ্যপুত্র" (গ্রীক: এ্যানথ্রোপস)। কি সুন্দর উপাধী! আমরা এটি পছন্দ করি বা না করি আমরা প্রত্যেকেই "মনুষ্যপুত্র" (কিন)। কিন্তু আল্লাহ্‌র পুত্রের ক্ষেত্রে, তিনি মনুষ্যপুত্র হওয়ার জন্য সম্মত হলেন এবং নিজেকে মানুষ হিসাবে পরিচয় দিলেন। এভাবে, এই উপাধীটি ঈসার বেহেশতীয় ও মনুষ্যের উভয়রে পরিচয়কে জোরপ্রদান করে। পড়ুন দানিয়াল ৭:১৩-১৪; মথি ৮:২০; লূক ৫:২৪; ২২:৬৯-৭০; ইউহোন্না ৫:২৭; ১৩:৩১; প্রকাশিত কালাম ১:১৩-১৮; ১৪:১৪।

[১৫২] উদাহরণস্বরূপ, এই পুরাতন নিয়মের আয়াত যা ঈসা বলেছেন (লূক ৪:৪) তা মূসার তৌরাত শরীফ থেকে নেয়া: দ্বিতীয় বিবরণ ৮:৩।

[১৫৩] মানুষের গুনাহের কারণে শয়তান "দুনিয়ার রাজত্ব নিয়ে নিল" এবং "যে রূহ্ আসমানের ক্ষমতাশীলদের বাদশাহ্ সেই দুষ্ট রূহ্ আল্লাহ্‌র অবাধ্য লোকদের মধ্যে কাজ করছে, আর তোমরা সেই রূহের পিছনে পিছনে চলতে।" (ইউহোন্না ১২:৩১; ইফিষীয় ২:২) আল্লাহ্‌র পুত্র মানুষের গুনাহের কারণে যে রাজত্ব হারিয়েছে তা পুনরুদ্দধার করতে এসেছেন।

[১৫৪] জবুর ১১০ এবং জবুর ২; মথি ২১:৪১-৪৬

[১৫৫] কুরআন ১৯:১৯ তুলনা করুন ৪৮:২; ৪৭:১৯

[১৫৬] কুরআন ১৯:১৯; ৩:৪৫-৫১; ৫:১১০-১১২; ১৯-১৯

[১৫৭] কুরআন ৪:১৭১

[১৫৮] ইসলামের চূড়ান্ত গুনাহ হল "সিরক" (আরবিতে এসোসিয়েশন)। সিরক গুনাহ হল আল্লাহ্‌র সমতুল্য কাউকে মানা বা কোন কিছুকে মানা।

[১৫৯] লক্ষ্য করি প্রতিজ্ঞাত মসীহ্‌কে যে উপাধিগুলো দেওয়া হয়েছে তার দিকে: [আশ্চর্য] মন্ত্রী = একটি উপাধি যা শুধু আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহার করা হয়। এটার মানে সাধারণের বাইরে। পরামর্শ দাতা = মসীহ্ হবেন জ্ঞানের মানুষরূপ। বিক্রমশালী আল্লাহ্ = আল্লাহ্ নিজেই মানব দেহ ধারন করবেন। নিত্যস্থায়ী পিতা = তিনি হবেন অনন্তকালের মালিক। শান্তির রাজা = যারা তাকে বিশ্বাস করে তাদের তিনি, আল্লাহ্‌র সাথে শান্তি (রোমীয় ৫:১), অন্যদের সাথে শান্তি

(ইফিষিয় ২:১৪-১৮), অন্তরে শান্তি (ফিলিপিয় ৪:৭) এবং শেষে চিরজীবনের শান্তির (অধ্যায় ২৯ দেখুন) যোগান দিবেন।

[১৬০] নবী দাউদ আগেই বলেছেন মাবুদের মানুষ হিসেবে এই দুনিয়াতে আসার বিষয়ে: "দেখ, **আমি এসেছি**, যেমন পাক কিতাবে **আমার** বিষয়ে লেখা আছে।" (জবুর ৪০:৭) মালাখি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে আল্লাহ্ একজন পথ প্রস্তুতকারীকে পাঠাবেন যিনি মানুষকে প্রস্তুত করবেন মাবুদের আসার জন্য। (মালাখি ৩:১)

[১৬১] আমাদের মত নিচু পর্যায়ে আসা কি মাবুদের গৌরবকে ছোট করে? ধরুন আপনি এবং আপনার বন্ধু আপনারা দুইজন রূহানিক নেতা সম্পর্কে কথা বলছেন, যাদের নাম ওমর ও হারন। আপনার বন্ধু বললেন, "হারন খেলনা গাড়ি দিয়ে খেলে কিন্তু ওমর খেলে না।" একজনের হারন সম্পর্কে অনেক শ্রদ্ধা আছে, আপনি বলছেন, "কখনই না! হারনের জন্য খেলনা গাড়ি নিয়ে খেলাই ঠিক আছে।" তাৎক্ষনিকভাবে এই ধরনের সাড়া প্রদান করা ঠিক আছে। পরবর্তী গল্প হল যে ওমর ও হারন উভয়ের যুবক ছেলে আছে যারা পছন্দ করে যেন তাদের বাবারা নিচে নেমে এসে তাদের সাথে খেলা করে। এখন কি হবে যদি হারন তার ছেলের সাথে খেলতে পছন্দ করে যেখানে ওমর তা করতে অস্বীকৃতি জানায় কারণে সে মনে করে যে এতে তার মর্যাদার হানি ঘটবে? কে সবচেয়ে ভাল বাবা, মানুষ এবং নেতা, ওমর নাকি হারন? একই ভাবে, যখন লোকেরা বলেন যে, "আল্লাহ্‌র জন্য মানুষ হিসাবে মানুষের কাছে নেমে আসাটা তাঁর জন্য অগৌরবের," তাদের উদ্দেশ্য হয়তো ঠিক,কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র গৌরবকে মহিমান্বিত না করে বরং তা ধ্বংস করে দিচ্ছে।

[১৬২] ইউহোন্না ১৩ ঈসা তাঁর সাহাবীদের পা ধোঁয়ানোর কথা বলেছেন, একজন দাসের কাজ! সুসমাচার পড়া হল একজন উপযুক্ত দাসের বিষয়ে জানা: মাবুদ নিজেই।

[১৬৩] মথি ১৪, মার্ক ৬; ইউহোন্না ৬

[১৬৪] ঈসা মসীহ্ তাঁর অনন্ত অস্তিত্ব ঘোষণা করছিলেন। যদি তিনি কেবল এটিই বলতে চাইতেন যে তিনি ইব্রাহিমের পূর্বেই ছিলেন, তাহলে তিনি হয়তো বলতেন, "ইব্রাহিম থাকার পূর্বেই **আমি** ছিলাম, এর পরির্বতে বলতেন ইব্রাহিমের থাকার আগে আমিই ছিলাম" অধ্যায় ৯ দেখুন ওয়াই.এইচ.ডবিলউ. এইচ এই বিষয়ে (হিজরত ৩:১৪)।

[১৬৫] যারা ঈসাকে এবাদত করে তাদের জন্য যে এবাদতের শবদ ব্যবহার করা হয়েছে সেই একই শবদ আল্লাহ্-পাকের এবাদতের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে। (তুলনা করুন মথি ৮:২ ও প্রকাশিত কালাম ৭:১১ এর মধ্যে। উভয়ক্ষেত্রে, এবাদত হচ্ছে প্রোস্কনিও নামের একটি গ্রীকশবদ যার অর্থ কাউকে উবুড় হয়ে প্রশংসা করা, এবাদত।)

[১৬৬] আপনি যদি এখনও না বুঝে থাকেন যে কিতাব আসলে কি ধারণা দিতে চাচ্ছে তাহলে ৩য় অধ্যায়টি পুনরায় পড়ুন, যার নাম হচ্ছে: "দুর্নীতিগ্রস্ত নাকি সংরক্ষিত?"

[১৬৭] লুউইস। সি.এস. সাধারণ খ্রীষ্টিয়ানিটি। নিউইর্য়ক: ম্যাকমিলান-কোলিয়ার, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬।

[১৬৮] আল্লাহ্‌র জটিল এককত্বের বিষয় পুনরায় দেখতে অধ্যায় ৯ পুনরায় পড়ুন।

[১৬৯] অনেকেই অন্য একটি গল্পের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয় যে গল্পটি হল ঈসাও ধনী যুবক শাসকের গল্প। যুবকটি ঈসার কাছে আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাল গুরু, **অনন্তজীবন** পাবার জন্য আমাকে **ভাল কি** করতে হবে?" (মথি ১৯:১৬; মার্ক ১০:১৭; লূক ১০:২৫) জনতার কাছে যুবক ছেলেটির প্রশ্নটি মনে হতে পারে যে খুবই ভাল প্রশ্ন, কিন্তু মাবুদের কাছে নয়। ঈসা জানতেন যে এই ধর্মীয় লোকটির এখনও আল্লাহ্‌র অসীম পবিত্রতা এবং মানুষের গুনাহের তিক্ততা সম্পর্কে সত্যিকারের ভিত্তিস্তর তৈরী হয় নাই। এই আত্ম-ধার্মিক ব্যক্তি মনে করেছিলেন যে তিনি নিজে নিজে জান্নাতুল ফেরদৌসের পথ অর্জন করতে পারবেন; যে তিনি কোন না কোন ভাবে যথেষ্ট ভাল। সে ছিল সেই ছোট ছেলের মত যে একটি ময়লা কপারের কয়েন হাতের মুঠোয় ধরে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির কাছে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করছেন, "আমি আপনাকে কত দেব যাতে আমি আপনার জায়গা পেতে পারি?" ঈসা সেই লোকটিকে কিভাবে উত্তর দিলেন? তিনি তাকে সেই তৌরাত শরীফে ফেরত পাঠালেন এবং দশ-হুকুমনামার কথা বললেন এই বিষয়টি বোঝানো বা দেখানোর জন্য যে সে তার নিজের চেষ্টায় কখনোই আল্লাহ্‌র নিখুঁত ধার্মিকতা অর্জন করতে পারবে না। তাদের জন্য কোন "অনন্ত জীবন" নেই যারা মনে করে যে তারা এটিকে "ভাল কাজ" করার মধ্য দিয়ে অর্জন করতে পারবে।

[১৭০] ঈসা আরও বললেন: "তোমাদের মন যেন আর অস্থির না হয়। **আল্লাহ্‌র** উপর বিশ্বাস কর, **আমার** উপরেও বিশ্বাস কর… **আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না… যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে।** তুমি কেমন করে বলছ, 'পিতাকে আমাকে দেখান?' তুমি কি বিশ্বাস কর না যে **আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতা আমার মধ্যে আছেন?** যে সব কথা আমি তোমাদের বলি তা আমি নিজে থেকে বলি না, কিন্তু পিতা, যিনি আমার মধ্যে আছেন, তিনিই তাঁর কাজ করছেন। আমার কথায় বিশ্বাস কর যে, আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতা আমার মধ্যে আছেন। তা না হলে অন্তত: **আমার এই সব কাজের জন্য আমাকে বিশ্বাস কর।"** (ইউহোন্না ১৪:১, ৬, ৯-১১)

[১৭১] ইশাইয়া ৫৩:১; ইউহোন্না ১২:৩৮; লূক ১:৫১; আরও দেখুন: ইশাইয়া ৪০:১০-১১; ৫১:৫; ৫২:১০; ৫৯:১৬; ৬৩:৫; ইয়ারমিয়া ৩২:১৭।

[১৭২] আল্লাহ্ দুইজন নবীকে (এলিয় এবং এলিশয়) মৃতদেরকে জীবিত করা ক্ষমতায় ক্ষমতায়িত করা স্বত্ত্বেও, কোন নবীই এটি দাবি করতে পারে নাই যে তিনি জীবনের উৎস। ঈসাই একমাত্র বলেছেন যে, "**আমিই** পুনরুত্থান ও জীবন।"

[১৭৩] মসীহের দুনিয়াতে আসার আগে তিনি বেহেশতে ছিলেন। যখন লুসিফারকে ফেলে দেয়া হয় তখনও তিনি সেখানে ছিলেন। এভাবে, ঈসার তাঁর সাহাবীদের বললেন: "আমি শয়তানকে বেহেশ্‌ত থেকে বিদ্যুৎ চমকাবার মত করে পড়ে যেতে দেখেছি।" (লূক ১০:১৮)

অধ্যায় ১৮: আল্লাহ্‌র অনন্তকালীন পরিকল্পনা

[১৭৪] ইবরানী ১১:৬; ইয়ারমিয়া ২৯:১৩; ইশাইয়া ২৯:১১; মথি ১১:২৫; ১৩:১৩-১৪; লূক ৮:৪-১৫; ইউহোন্না ৬। আল্লাহ্‌র অনেক সত্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে যেন যারা তার খোঁজ করে তারাই যেন তা

খুঁজে পায়। আল্লাহ্ কখনই লোকদের শুনতে, বুঝতে বা বিশ্বাস করতে জোর করবেন না। যারা নিজের ইচ্ছায় খুঁজবে তারাই তাঁর সত্যকে খুঁজে পাবে। যারা নিজের ইচ্ছায় অন্ধ হয়ে থাকবে তারা খুঁজে পাবে না।

[১৭৫] আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী অতীত কাল হিসাবে লেখা হয়েছিল এমন কি যদিও তা ঘটনা ঘটারও শত শত বছর আগে লেখা হয়েছিল? আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে না। যখন সৃষ্টিকর্তা বলেছেন যে, কিছু ঘটবে, তা অবশ্যই ভাল ভাবে ঘটবে। এই জন্য মসীহ্ বলেছেন "মেষ শাবককে দুনিয়া সৃষ্টির আগেই হত্যা করবার জন্য ঠিক করা হয়েছিল।" (প্রকাশিত কালাম ১৩:৮)

[১৭৬] জবুর ২ অধ্যায় পড়ুন, যা মসীহের দুনিয়াতে আগমনের ১০০০ বছর আগে লেখা হয়েছে। কিতাবের অন্যন্য স্থানে, মসীহের দ্বিতীয় আগমন (এক আল্লাহ্ এক বার্তা বইয়ের ২৯ অধ্যায়ে বর্ণনা করা আছে) বেহেশ্‌ত থেকে অনেক পাথর পড়ার সঙেগ সাদৃশ্যপূর্ণ। সেই পাথর সবাইকে পাউডারের মত গুড়ো করে দিবে যারা তাঁর কাছে সমর্পিত হতে অস্বীকার করবে (দানিয়াল ২:৩৪-৩৫; মথি ২১:৩৩-৪৪)

[১৭৭] পিতরের আরও বক্তব্যের জন্য পড়ুন প্রেরিত ২-৫ অধ্যায়; প্রেরিত ১০; ১পিতর ১:১০-১২; ২:২১-২৫; ৩:১৮; ইত্যাদি। সেই সাথে প্রেরিত পৌল যা লিখেছেন তাও বিবেচনা করতে পারেন: "যারা ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের কাছে মসীহের সেই **ক্রুশীয় মৃত্যুর কথা মূর্খতা** ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু আমরা যারা নাজাতের পথে এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের কাছে তা **আল্লাহ্‌র শক্তি... আল্লাহ্‌র মধ্যে যা মূর্খতা** বলে মনে হয় তা মানুষের জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানপূর্ণ, আর যা দুর্বলতা বলে মনে হয় তা মানুষের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিপূর্ণ... কিন্তু দুনিয়া যা মূর্খতা বলে মনে করে আল্লাহ্ তাই বেছে নিয়েছেন যেন জ্ঞানীরা লজ্জা পায়। দুনিয়া যা **দুর্বল** বলে মনে করে আল্লাহ্ তাই বেছে নিয়েছেন যেন যা শক্তিশালী তা শক্তিহীন হয়।" (১ করিন্থীয় ১:১৮, ২৫, ২৭)

অধ্যায় ১৯: কোরবানীর নিয়ম

[১৭৮] হাবিল কিভাবে এই সমস্ত কিছু করার ব্যাপারে জানতেন? আল্লাহ্ তাকে বলেছিলেন। ইব্রীয় ১১:৪ আমাদের বলে যে তিনি "বিশ্বাসে" কোরবানী নিয়ে আসলেন-আল্লাহ্ যে আদেশ ও ওয়াদা করেছেন সেই বিশ্বাসে। পরবর্তীতে, কিতাবে এগুলোকে লিখিত আকারে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যা হাবিল অনেক পূর্বেই বাধ্যতার সাথে উপস্থাপন করেছিলেন। পয়দায়েশ ৪:৪ বর্ণনা করে যে হাবিল তার পশুপালের "প্রথম জাতকে" নিয়ে এসেছিলেন (হিজরত ১৩:১২-১৩ সাথে তুলনা করুন), একটি মেষ এনেছিলেন (দেখুন লেবীয় ৫:৬) এবং তাদের চর্বি উৎসর্গ করেছিলেন (দেখুন লেবীয় ৩:১৬)। এটি বর্ণনা করা হয় নাই যে হাবিল মেষটিকে কোরবানগাহের উপর কোরবানী দিয়েছেন, কিন্তু সম্ভবত তিনি তাই করেছেন যেভাবে তার পরবর্তী বিশ্বাসীরা করে আসছেন। পয়দায়েশ ৮:২০; ১২:৭; ১৩:৪,১৮; ২২:৮-৯; হিজরত ২০:২৪-২৬; লেবীয় ১৭:১১; ইত্যাদি।

[১৭৯] দানিয়াল ৬; ইস্টের ৩:৮; ৮:৭-১৭

[১৮০] স্ট্রং, জেমস। দ্যা একসহসটিভ কনকরড্যান্স অব দা বাইবেল। নিউইয়র্ক: এবিংডং-কোকেসবারী প্রেস, ১৯৪৮, পৃষ্ঠা ৫৭। তুলনা করুন পয়দায়েশ ৬:১৪ ("ঢেকে দেয়া") ও লেবীয় ৫:১৮ ("প্রায়শ্চিত্ত") এর মধ্যে। এই আয়াতে একই হিব্রু শবদ কাফহার (প্রায়শ্চিত্ত) ব্যবহার করা হয়েছে।
[১৮১] লেবীয় ৫:৭
[১৮২] ৫০ বারেরও বেশি সময় কিতাব ঘোষণা করেছে যে কোরবানী হতে হবে "কোন রকম খুঁত ছাড়া।" উদাহরণস্বরূপ, "যদি ভেড়া বা ছাগল দিয়ে এই পোড়ানো-কোরবানী দেওয়া হয় তবে সেটা হতে হবে একটা **নিখুঁত** পুরুষ ভেড়া বা ছাগল।" (লেবীয় ১:১০)

অধ্যায় ২০: একটি স্মরণীয় কোরবানী

[১৮৩] বছরের মধ্যে ঈদ-উল-আযহা হচ্ছে একটি অন্যতম ইসলামীক ছুটির দিন। এটি সেই দিনের কথা নির্দেশ করে যখন আল্লাহ্ কোরবানীর জন্য ইব্রাহিমের ছেলের পরিবর্তে একটি ভেড়া যুগিয়ে দিয়েছিলেন। বিশ্বজুড়ে সমস্ত মুসলিমরা এটা বিশ্বাস করে যে যাকে কোরবানী দিয়ে নেয়া হয়েছিল তিনি ছিলেন ইসমাইল, ইসহাক নয়-যদিও কোরানও কখনও এই বর্ণনা দেয় না যে তিনি ইসমাইল ছিলেন, কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দস বলে যে তিনি ইসহাক ছিলেন। সারা বিশ্বের মুসলিমরা কোরবানীর ঈদ পালন করেন। সেই সাথে মক্কায় হজ যাত্রায় এটিকে চূড়ান্ত ধর্মীয় উৎসর্গ হিসাবে ধরা হয়। হজ যাত্রা সম্পন্ন হয় সকালের মুনাজাতের পর একটি পশু কোরবানী দেয়ার মধ্য দিয়ে (সাধারণত একটি ভেড়া বা গরু দিয়ে)। বেশিরভাগ মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান তাদেরকে এক ধরনের "নতুন জন্ম" প্রদান করে এবং যদি তারা এটিকে পরিপূর্ণরূপে পালন করতে পারে তাহলে তাদের গুনাহ্ ধুয়ে ফেলা হয়েছে। যাহোক, মুসলিমরা এটাও স্বীকার করেন যে এই ধরনের অনুষ্ঠান তাদেরকে নাজাতের নিশ্চয়তা দিতে পারে না কারণ হজ এবং কোরবানী ঈদের পরপরই তারা পুনরায় গুনাহ্ করতে শুরু করে। (কিতাবুল মোকাদ্দসের দৃষ্টিতে পড়ুন ইবরানী অধ্যায় ১০ এবং ইউহোন্না অধ্যায় ৩।)
[১৮৪] প্রথমে ইব্রাহিমের নাম ছিল ইব্রাম। জায়গার সীমাবদ্ধতার জন্য এই অংশের কাহিনীটা এক আল্লাহ্ এক বার্তায় ব্যাখ্যা করা হয় নাই। দেখুন অধ্যায় ১৭। ইব্রাহিমের সম্পূর্ণ কাহিনীর জন্য, পড়ুন পয়দায়েশ ১১ থেকে ২৫; সেই সাথে পড়ুন রোমীয় ৪, গালাতীয় ৪, এবং ইবরানী ১১।
[১৮৫] দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৬-৭; ১৪:২
[১৮৬] এখানে কয়েকটি উদাহরণ আছে যা প্রকাশ করে যে, আল্লাহ্ ইসরাইলদেরকে অ-ইহুদী লোকদের দোয়া করতে ব্যবহার করেছেন: ইউসুফ অনেক মিশরীয়দেরকে রক্ষা করেছিলেন (পয়দায়েশ ৩৭-৫০)। নয়োমী, ইব্রাহিমের একজন কন্যা, দুইজন মোয়াবীয় নারীর জন্য রহমতের লোক ছিলেন, যাদের নাম অর্পা এবং রূথ (পুরাতন নিয়মের রূথের পুস্তক)। নবী ইলাইশা সীদনীয়ের বিধবার জন্য আশীর্বাদের ছিলেন (১বাদশাহনামা ১৭; লূক ৪:২৬)। যোনা, যদিও অনিচ্ছায়, নীনবীয়দের কাছে নাজাতের সুখবর তবলিগ করেছিলেন (যোনা)। বাদশাহ্ সোলায়মান আরবীয় রাণী সাবার জন্য আশীর্বাদের ছিলেন (১ বাদশাহনামা ১০: লূক ১১:৩১)। দানিয়াল

ব্যাবিলনের জন্য আশীর্বাদের কারণ (দানিয়াল ১-৬)। ইষ্টের ও মর্দখয় পারসিয়ান সাম্রাজ্যের জন্য আশীর্বাদ বহন করে এনেছিলেন, ইত্যাদি।

[১৮৭] পয়দায়েশ ১২:২-৩; ২২:১৬-১৮; ইবরানী ৬:১৩-২০; ইউহোন্না ৪:২২; প্রেরিত ১-১০, ইত্যাদি।

[১৮৮] "ইব্রাহিমকে পরীক্ষা করবার সময় তিনি আল্লাহ্‌র উপর ঈমানের জন্যই ঈসহাককে কোরবানী দিয়েছিলেন। যাঁর কাছে আল্লাহ্‌ ওয়াদা করেছিলেন তিনিই তাঁর অদ্বিতীয় ছেলেকে কোরবানী দিতে যাচ্ছিলেন। এ সেই ছেলে যার বিষয়ে আল্লাহ্‌ বলেছিলেন, **"ইসহাকের বংশকেই তোমার বংশ বলে ধরা হবে।"** ইব্রাহিম তাকে কোরবানী দিতে রাজী হলেন, কারণ তাঁর ঈমান ছিল যে, **আল্লাহ্‌ মৃতকে জীবিত করতে পারেন।** আর বলতে কি, ইব্রাহিম তো মৃত্যুর দুয়ার থেকেই ইসহাককে ফিরে পেয়েছিলেন।" (ইবরানী ১১:১৭-১৯)

অধ্যায় ২১: আরও রক্তের ক্ষরন

[১৮৯] আমি পুরাতন নিয়মের "কোরবানীর গল্প" সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলাম কিন্তু যখন ২০০তম গল্পে পৌছালাম তখন গননা করা থামিয়ে দিলাম! "রক্ত," "কোরবানী," "উৎসর্গ," এবং "কোরবানগাহ" এই চারটি শব্দ কিতাবে প্রায় ১৪০০ বারেরও বেশি পেয়েছি (নিউ কিংস জেমস ভার্সন)।

[১৯০] পয়দায়েশ ১৫:১৩-১৪ "তখন মাবুদ ইব্রাহিমকে বললেন: 'তুমি এই কথা নিশ্চয় করে জেনো, তোমার বংশের লোকেরা এমন একটা দেশে গিয়ে বাস করবে যা তাদের নিজেদের নয়। সেখানে তারা অন্যদের গোলাম হয়ে **চারশো বছর** পর্যন্ত জুলুম ভোগ করবে। কিন্তু যে জাতি তাদের গোলাম করে রাখবে সেই জাতির উপর আমি গজব নাজিল করব। **পরে তারা অনেক ধন-দৌলত নিয়ে সেই দেশ থেকে বের হয়ে আসবে।**'" আল্লাহ্‌র এই ওয়াদার পূর্ণতা হিজরত ১:১-১২; ১২:৩৫-৪১ লিপিবদধ করা আছে। আল্লাহ্‌ সার্বভৌম্য। তাঁর পরিকল্পনা সব সময়ই পূর্ণ হয়।

[১৯১] হিজরত ৫-১১

[১৯২] কিছু সময় আগে, সিনাই পর্বতের জ্বলন্ত ঝোপ থেকে, আল্লাহ্‌ মূসার কাছে ওয়াদা করেছেন: "আমিই তোমার সঙেগ থাকব। তুমি মিসর থেকে লোকদের বের করে আনবে আর তোমরা এই পাহাড়েই আমার এবাদত করবে। আমিই যে তোমাকে পাঠালাম এটাই হবে তোমার কাছে তার চিহ্ন।" (হিজরত ৩:১২)

[১৯৩] হিজরত ১৩-১৭; "তিনি পাথর খুলে দিলেন, তাতে পানি বেরিয়ে আসল; শুকনা জায়গার মধ্য দিয়ে তা নদীর মত বয়ে গেল।" (জবুর ১০৫:৪১)

[১৯৪] হিজরত ২৮:৯-১৯; পরবর্তীতে, যখন মাবুদ ঈসা দুনিয়াতে ছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "আমিই **দরজা।** যদি কেউ আমার মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢোকে তবে সে **নাজাত** পাইবে।" (ইউহোন্না ১০:৯) আবাস তাঁবুর সমস্ত উপকরণ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কাজকে নির্দেশ করে।

[১৯৫] "কোরবানীর জন্য আনা সেই পশুটার মাথার উপর কোরবানীদাতা **তার হাত রাখবে** এবং মিলন তাঁবুর দরজার সামনে **সেটা জবাই করবে।** তারপর হারুনের ছেলেরা, অর্থাৎ ইমামেরা তার **রক্ত নিয়ে কোরবানগাহের চারপাশের গায়ে ছিটিয়ে দিবে**... কোরবানগাহের জ্বলন্ত কাঠের উপরে যেখানে পোড়ানো-কোরবানী জ্বলতে থাকবে তার উপরে হারুনের ছেলেরা

এগুলো রেখে **পুড়িয়ে ফেলবে।** এটা আগুনে দেওয়া-কোরবানীর মধ্যে একটা, যার খোশবুতে মাবুদ খুশী হন।" (লেবীয় ৩:২, ৫)

[১৯৬] আবাসতাঁবু নাজাতদাতার এমন এক ধরনের ছবি উপস্থাপন করে যিনি বেহেশ্‌ত থেকে দুনিয়াতে আসবেন। যারা সত্যিই সেই নাজাতদাতাকে জানে, "যিনি সবকিছুতেই সুন্দর" (সোলায়মানের শীর ৫:১৬), তারা আবাসতাঁবুর ভিতরের মত। যারা তাকে জানে না, "তাঁর এমন কোন সৌন্দর্য বা জাঁকজমক নেই যে, তাঁর দিকে আমরা ফিরে তাকাই।" (ইশাইয়া ৫৩:২-৩), তারা আবাস-তাঁবুর বাইরের দিকটার মত।

[১৯৭] আদম (আদমহ) হচ্ছে "মানুষ বা পুরুষ" শবদটির জন্য হিব্রু শবদ এবং যার আক্ষরিক অর্থ হল "লাল মাটি" কারণ আল্লাহ্‌ আদমের শরীর দুনিয়ার মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন।

[১৯৮] শুমারী ৩:২৩-৩৯

[১৯৯] লেবীয় ১৬; বর্তমানে ইহুদীরা দিনটিকে বলে প্রায়শ্চিত্তের দিন, কিন্তু সত্যিকার অর্থ থেকে এই দিনটি সরে গেছে কারণ সেই সময়ে তাদের কোন বায়তুল মোকাদ্দস ছিল না, কোন ইমাম ছিল না এবং কোরবানীর কোন পশু ছিল না। হাস্যকারভাবে, ইহুদী ধর্মমতের একটি চিহ্ন হল বর্তমানের দেয়াল (পশ্চিম দিকের দেয়াল; একটি স্বরণী দেয়াল যা হেরদ বায়তুল মোকাদ্দসের এলাকা বৃদ্ধির জন্য তৈরী করেছিলেন)। ইহুদীরা প্রতিদিন এর সামনে দাঁড়াতো এবং মসীহের জন্য মুজানাত করত—যিনি ইতিমধ্যেই এসে গেছেন! নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ইহুদী জাতি তারা রূহানিক ভাবে অন্ধ ছিল (ইশাইয়া ৬:১০; ৫৩:১; ইয়ারমিয়া ৫:২১; ইহিস্কেল ১২:২; ২ করিন্থিয় ৩:১২-৪:৬)। একদিন তাদের চোখ খুলে যাবে যেদিন তারা বুঝতে পারবে যে ঈসাই সেই একজন যিনি বায়তুল মোকাদ্দসের, ইমাম ও কোরবানীর যে চিহ্ন তা পূর্ণ করেছেন (ইবরানী ৮-১০; ইফিষীয় ২)। রূহানিক অন্ধত্বের দেয়াল ভেঙেগ পড়বে (ইফিষীয় ২:১৪; রোমীয় ৯-১১)। এই বইয়ের ৫ম অধ্যায় দেখুন যার শিরোনাম হল: একজন ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। সেই সাথে পাদটিকাগুলো পড়ুন।

[২০০] ২ খানদাননামা ৩:১, এর সাথে পয়দায়েশ ২২:২ তুলনা করুন। এটা ছিল সেই একই স্থান বা এলাকা যেখানে মুসলিমরা ৭ম শতাবদীতে পাথরের মসজিদের গম্বুজ তৈরী করেছিল।

[২০১] ২ খানদাননামা ৭:৫

অধ্যায় ২২: মেষ

[২০২] কিতাবে আল্লাহ্‌র আরেকটি উপাধীর নাম হচ্ছে ইম্মানুয়েল, যার আক্ষরিক অর্থ হল "আমাদের সাথে আল্লাহ্‌।" (ইশাইয়া ৭:১৪; মথি ১:২৩)

[২০৩] ২ করিন্থীয় ৫:১-৪; ১ করিন্থীয় ৬:১৯; ২ পিতর ১:১৩-১৪; ইফিষীয় ২:২১

[২০৪] ইশাইয়া ৪০:৩-৯; মালাখি ৩:১; লূক ১; ইউহোন্না ১

[২০৫] কিতাবের মধ্যে যখনই আল্লাহ্‌ কোন ব্যক্তিকে ইমাম বা বাদশাহ্‌ হওয়ার জন্য পছন্দ করেন, তখন কোন এক ব্যক্তি যেমন নবী তাকে তেল অভিষেক করেন এটা দেখানোর জন্য যে তিনি কোন একটি বিশেষ কাজের জন্য আল্লাহ্‌র দ্বারা বাছাইকৃত। আল্লাহ্‌র তাঁর পুত্রকে তাঁর নিজের পাক-রূহের মধ্য দিয়ে অভিষেক করেছেন। কিতাবে, তেলকে প্রায়ই পাক-রূহের চিহ্ন হিসাবে দেখা

হত। **নোট:** যেভাবে সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র তিন ব্যক্তিতত্বই উপস্থিত ছিলেন ঠিক তেমনি নাজাত করার ক্ষেত্রেও পিতা, পুত্র এবং পাক-রূহ্ সম্পৃক্ত আছেন।
[২০৬] "ধার্মিক **বিশ্বাস হেতু** বেঁচে থাকবে।" (হাবাককুক ২:৪) তারাই ঈসার কোরবানীর মধ্য দিয়ে উপকৃত হবে যারা বিশ্বাস করেন যে ঈসার কোরবানী তাদের জন্য। এই সত্য আমাদের সেনেগালের রেডিও প্রোগ্রাম "ধার্মিকতার পথ" (www.twor.com; www.lesprophetes.com) এর মধ্য দিয়ে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। অনেক প্রচারে শ্রোতাদের জন্য বিনামূল্যে কিতাব দেয়া হয়েছে। যারাই এই বিষয়ে লিখেছেন এবং চেয়েছেন তারা প্রত্যেকেই এটি বিনামূল্যে পেয়েছেন। এই অফার কি সবার জন্য যারা তাদের মন ফিরাবেন? হ্যাঁ। সব শ্রোতারাই কি বিনামূল্যে কিতাব পাওয়ার জন্য আমাদের কাছে লেখেন? না। বেশিরভাগই এই অফারের সুবিধা গ্রহণ করেন না। ঠিক একইভাবে, তাঁর পুত্রের কোরবানীর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ প্রত্যেকের জন্য ক্ষমা ও অনন্তজীবন দিয়েছেন। যাহোক, আদমের বংশধরদের অল্পই আল্লাহ্‌র এই অফার গ্রহণ করেছেন। দেখুন লূক ১৪:১৫-২৪।

অধ্যায় ২৩: কিতাবের পূর্ণতা

[২০৭] ইশাইয়া ৫৩; জবুর ২২। আরও দেখুন দানিয়াল ৯:২৪-২৭, যা আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার রূপরেখা। সম্পূর্ণ পরিকল্পনার একটি অংশ ছিল: "মসীহ্‌কে হত্যা করা হবে, কিন্তু তাঁর নিজের জন্য নয়।" (দানিয়াল ৯:২৬)
[২০৮] মথি, অধ্যায় ২১ থেকে ২৫
[২০৯] প্রতারণা: দেখুন জবুর ৪১:৯; জাকারিয়া ১১:১২-১৩ এবং মথি ২৬:১৪-১৬; ২৭:৩-১০।
[২১০] যেভাবে ইহুদীরা প্রতি বছর তাদের উদধার ঈদের ভোজ পালন করত, ঈসা সেখানে চূড়ান্ত ও পূর্ণ উদধার ঈদের মেষ হইলেন যাতে তিনি আল্লাহ্‌র ক্রোধ থেকে গুনাহগারদের রক্ষা করতে পারেন। "**আমাদের উদধার**-ঈদের মেষ-শাবক **মসীহ্‌কে** কোরবানী দেয়া হয়েছে।" (১ করিন্থীয় ৫:৭)
[২১১] ইউহোন্নার সুখবর, অধ্যায় ১৩ থেকে ১৭।
[২১২] যারা ঈসাকে গ্রেফতার করতে এসেছিল তিনি তাদেরকে শুধুমাত্র বলেছিলেন, "আমিই তিনি।" "আমিই তিনি" শবদটি হচ্ছে ইংরেজী অনুবাদকদের তৈরী একটি শবদ, কিন্তু "তিনি" শবদটি গ্রীকশবেদর মধ্যে পাওয়া যায় না। ঈসা ঘোষণা করছিলেন যে তিনি কে: "তিনিই" অনন্তকালীন অস্তিত্ব যিনি বেহেশতে থেকে নেমে আসছেন। এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় ছিল না যখন ঈসা উত্তর দিয়েছিলেন, "আমিই," ধর্মীয় নেতারাও সৈন্যরা পিছনের দিকে সরে গেল এবং মাটিতে পড়ে গেল।
[২১৩] "রাতের বেলায় আমার সেই স্বপ্নের মধ্যে আমি তাকিয়ে **ইবনে আদমের মত একজনকে আকাশের মেঘের মধ্যে আসতে দেখলাম!**" (দানিয়াল ৭:১৩) নোট: কারো জামা কাপড় ছিলে ফেলা হচ্ছে চূড়ান্ত ক্ষোপ বা রাখ দেখানোর একটি গতানুগতিক পদধতি। মজার ব্যাপার হল, আল্লাহ্ মূসাকে যে শরিয়ত দিয়েছেন তাতে উল্লেখ আছে, "মহা-ইমাম, অর্থাৎ ভাইদের মধ্যে যার মাথায় অভিষেক-তেল ঢালা হয়েছে… তার চুলের বাধন খোলা… কাপড় ছেড়া চলবে না।" (লেবীয় ২১:১০) এটা করার মধ্য দিয়ে (মথি ২৭:৬৫; মার্ক ১৪:৬৩)

কায়ফা নিজেকে মহা-ইমাম হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছেন। নতুন মহ-ইমাম ছিলেন ঈসা নিজেই যিনি এই দুনিয়াতে নিজের শরীরকে কোরবানী হিসাবে দিতে আসলেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সত্যিকারভাবে গুনাহগারদেরকে পবিত্র আল্লাহ্‌র সঙ্গে পূর্ণমিলন করাতে পারেন। (ইবরানী ২:১৭; ৩:১; ৪:১৪-১৬; ৭:২৬; ৮:১; ৯:১১, ২৫; ১০:১৯-২২)।

[২১৪] ইউহোন্না ১৮:৩৮; ১৯:৪,৬; ইউহোন্না ১৯:১৫; লূক ২৩:২১

অধ্যায় ২৪: সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ

[২১৫] আপনি যদি এখনও এক আল্লাহ্ এক বার্তার অধ্যায় ৮ ও ৯, এবং ১৬ ও ১৭ আয়ত্ব করতে না পারেন তাহলে এই বিবৃতিটি আপনার কাছে আল্লাহ্‌র নিন্দা বা কুফরী বলে মনে হবে। এমনকি আমি শুনেছি যে কেউ কেউ ব্যঙ্গ করে বলেন, "তাহলে যখন 'আল্লাহ্' কুমারীর গর্ভে ছিলেন এবং পরবর্তীতে ক্রুশের উপরে ছিলেন, তখনকে দুনিয়ার দেখভাল করছিলেন?" এই প্রশ্নটি আল্লাহ্ ও যাদের কাছে তিনি কিতাব দিয়েছেন তাদের একটি ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। "ঈসা তাদেরকে উত্তর করে বললেন, 'আপনারা ভুল করছেন, কারণ আপনারা পাক-কিতাবও জানেন না, আল্লাহ্‌র শক্তির বিষয়েও জানেন না।'" (মথি ২২:২৯) যেহেতু আল্লাহ্ সবসময়ই একটি জটিল ত্রিত্বের মধ্যে বিদ্যমান, তাই একই সময়ে পৃথিবীতে থাকা এবং বেহেশতে থাকা তাঁর জন্য কোন সমস্যাই নয়। সূর্য যদি একই সাথে মহাশূন্যে ও দুনিয়াতে আমাদের আলো ও তাপ দিতে পারে, তাহলে সেই সূর্যকে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই সৃষ্টিকর্তার পক্ষে কি একই সময়ে দুনিয়াতে ও বেহেশতে থাকা অসম্ভব?

[২১৬] কালভেরী (ক্রানিয়ন) হচ্ছে হিব্রু গলগাথা শব্দের গ্রীক নাম, যার অর্থ মাথারখুলী নাম স্থান (মথি ২৭:৩৩; মার্ক ১৫:২২; ইউহোন্না ১৯:১৭)। এই যে পাহাড়ের উপরে ঈসাকে ক্রুশে দেয়া হয়েছিল তা পুরাতন জেরুজালেমের বাইরে অবস্থিত এবং এটি দেখতে অনেকটা মাথার খুলির মত এবং এটি সেই পাহাড়ের একটি অংশ যেখানে ইব্রাহিম তার ছেলের পরিবর্তে একটি ভেড়াকে কোরবানী দিয়েছিলেন।

[২১৭] ইতিহাসবিদ যোসেফাস রির্পোট দিয়েছেন যে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেম পতনের পূর্বে, রোমীয় সৈন্যরা "প্রত্যেকদিন প্রায় পাঁচশত ইহুদীদেরকে ধরত; বস্তুত; কোন কোনদিন তারা আরও বেশিও ধরত… সৈন্যরা, মারা বা অত্যাচার করা ছাড়াও তারা ইহুদীদের বিরক্ত করত, যাদেরকে ধরত তাদের পেরেক মারত, একটার পর একটা এবং আরেকটা পর আরেকটা করে তারা তাদেরকে ক্রুশে দিত, ঠাটটা করত; যখন তারা অনেক হয়ে যেন তখন রুমগুলো ক্রুশের জন্য অপেক্ষা করত এবং ক্রুশগুলো শরীরের জন্য অপেক্ষা করত।" যোষেফাস আরও লিখেছেন যে ভুক্তভুগীদের "প্রথমে বেত্রাঘাত করা হত এবং পরবর্তীতে সব ধরনের অত্যাচার করার মধ্য দিয়ে নির্যাতন করা হত…" (যোসেফাস, এন্টিকিউটিস ১১:১, পৃষ্ঠা ৫৬৩)

[২১৮] ইহুদীদের সময় গননা শুরু হয় সকাল ৬টা থেকে। "এখন এটা ছিল তৃতীয় ঘন্টায় (৬:০০+ ৩ ঘন্টা= ৯:০০), এবং তারা তাঁকে ক্রুশে দিল… এখন যখন ষষ্ঠ ঘন্টা (১২:০০ দুপুর) সময় আসল, তখন সমস্ত দুনিয়া নবম ঘন্টা পর্যন্ত অন্ধকারের মধ্যে রইল (১৫:০০)।" (মার্ক ১৫:২৫, ৩৩)

[২১৯] পয়দায়েশ ৮:২০; ২২:২-৮; হিজরত ২৯:১৮। "পোড়ানো কোরবানী" শবদটি পুরাতন নিয়মে ১৬৯ বার পাওয়া যায়। গুনাহের জন্য ঈসা হচ্ছে চূড়ান্ত পোড়ানো কোরবানী। মার্ক ১২:৩৩; ইবরানী ১০:৬-১৪। **নোট:** কেন আল্লাহ্ পাক ক্রুশের উপরে মাবুদ ঈসার কাছ থেকে মুখ সরিয়ে নিলেন সেই বিষয়ে আরও ভাল করে বুঝতে হলে পড়ুন ইশাইয়া ৫৩ এবং জবুর ২২। যে জবুরে বাদশাহ্ দাউদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে মসীহ্ বলবেন, "আল্লাহ্ আমার আল্লাহ্ আমার, কেন তুমি আমায় ত্যাগ করেছ?" (জবুর ২২:১), সেই একই জবুরে তিনি বলেছেন কেন আল্লাহ্ নিজেকে তাঁর পুত্রের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন কারণ "**তিনি পবিত্র!**" (জবুর ২২:৩) আল্লাহ্ ঈসার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন কারণ তিনি পরিপূর্ণরূপে পবিত্র এবং "তিনি খারাপীদের দিকে তাকাতে পারেন না।" (হাবাককুক ১:১৩)। সেই অন্ধকার সময়ে, গুনাহবিহীন সেই মনুষ্যপুত্র খারাপ মানুষের জায়গায় নিজে দুঃখভোগ করছিলেন এবং তাদের গুনাহের জন্য তাকে অপবিত্র হিসাবে ধরা হল। ঈসা, আল্লাহ্র পবিত্র মেষশাবক, গুনাহবহনকারী হয়ে উঠলেন (গুনাহগার না হয়েও তিনি গুনাহগার)। গান লেখক এটাকে খুব ভালভাবে প্রকাশ করেছেন: "এটাই বড় রহস্য! অমর ব্যক্তি মরলেন! কে তার অদভুদ পরিকল্পনা প্রকাশ করতে পারে?" (এমেইজিং লাভ, চার্লস ওয়েসলী, ১৭০৭-১৭৮৮)

[২২০] এডারসেইম, আলফ্রেড। দ্যা লাইফ এবং টাইমস অব জিজাস দ্যা মসীহ্। ১৮৮৩, পৃষ্টা ৬১৪।

[২২১] ইবরানী ৯ ও ১০ পড়ুন। **নোট:** এক আল্লাহ্ এক বার্তার অধ্যায় ২২ এ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র গৌরব, যা একসময় আবাস-তাঁবু ও বায়তুল মোকাদ্দসের মহাপবিত্র স্থানে বাস করত, তা এখন আর পর্দার পিছনে নেই। এটি ঈসার মধ্যে ছিল।

[২২২] ইউহোন্না ১৯:৩১-৩৭; হিরজত ১২:৪৬; জবুর ৩৪:২০; জাকারিয়া ১২:১০; ১৩:৬

অধ্যায় ২৫: মৃত্যু পরাভূত হয়েছে

[২২৩] মথি ২৮; মার্ক ১৬; লূক ২৪; ইউহোন্না ২০-২১; ১ করিন্থীয় ১৫। নোট: অনেকেই ঈসার পুনরুত্থানকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন কিন্তু তারাই বই লেখার মধ্য দিয়ে এই প্রমাণ ঘোষণা করেছেন যে ঈসা সত্যিই মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ: মরিসন, ফ্রাঙক। হু মুভড দ্যা স্টোন? গ্রান্ড র্যাপিডস, এমআই: যর্ডানভান, ১৯৮৭; ম্যাকডোওয়েল, জস। এভিডেন্স দ্যাট ডিমান্ডস এ ভারডিক্ট। ন্যাসভেইল, টিএন: থমাস নেলসন, ইনকর্পোরেট, ১৯৯৩; স্ট্রোবেল, লী। দ্যা কেস ফর ক্রাইস্ট। গ্রান্ড র্যাপিডস, এমআই: যর্দানভান, ১৯৯৮।

[২২৪] ঈসা শুধুমাত্র এটা বলেন নাই যে তিনি "**তৃতীয় দিনে** তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন," (মথি ১৬:২১) কিন্তু তিনি আরও বলেছেন, "যোনা যেমন সেই মাছের পেটে তিন দিনও তিন রাত ছিলেন মনুষ্যপুত্রও তেমনি **তিন দিন ও তিন রাত** মাটির নীচে থাকবেন।" (মথি ১২:৪০) অনেকেই এই বিষয়ে তর্ক করেন যে যদি ঈসাকে শুক্রবার রাতে কবরে দেয়া হয় এবং যদি তিনি রবিবার সকাল পর্যন্ত কবরে থাকেন, তাহলে তা সম্পূর্ণ তিন দিন হয়

না। যাহোক, যে সময়কালে ঈসাকে কবরে শোয়ানো হয়েছিল সেটিকে একটি সম্পূর্ণ দিন হিসাবে গণনা করা হয়েছিল কারণ ইহুদী নিয়ম অনুসারে যত ছোট হোক না কেন দিনের যে কোন অংশকে তারা সম্পূর্ণ দিন হিসাবে গণনা করতেন (যেমন, মথি ২৭:৬৩-৬৪; পয়দায়েশ ৪২:১৭-১৮; ১ শামুয়েল ৩০:১২-১৩; ইষ্টের ৪:১৬-৫:১)। এখানে আরেকটি বিষয় আছে: কিতাবে এটা উল্লেখ করা নাই যে, ঈসা শুক্রবার ক্রুশারোপিত হয়েছে। যেখানে অনেকেই খুব সহজে এটিকে "অসঙগতি" হিসাবে উল্লেখ করবেন কিন্তু সেই অসঙগতিকে পূর্ণ সমাধান করার মত অনেক ভাল ভাল উদাহরণ কিতাবে রয়েছে।

[২২৫] প্রেরিত ১১:২৬; ২৬:২৮; ১ পিতর ৪:১৬

[২২৬] প্রেরিত ৫:৪১ "…ঈসার নামের জন্য প্রেরিতরা যে অপমান ভোগ করবার যোগ্য হয়েছেন সেইজন্য আনন্দ করতে করতে তারা মহাসভা ছেড়ে চলে গেলেন।" পিতরকে জেলখানায় নেয়া হল এবং বেত মারা হল: প্রেরিত ৫; আরও দেখুন প্রেরিত ১২। ঈসা পিতরের মৃত্যুকে শহীদ হওয়া হিসাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: ইউহোন্না ২১:১৮-১৯।

[২২৭] কিছু উদধৃতি যা ঈসা একজন ভদ্রমহিলাকে বলেছিলেন, "আমাকে কেবল ইসরাইল-বংশের হারানো মেষদের কাছেই পাঠানো হয়েছে।" (মথি ১৫:২৪), কিন্তু তারা আপনাকে বলে নাই যে ঈসা সেই মহিলার মেয়েকে সুস্থ করতে যাচ্ছেন! (ঈসার পরিচর্যা ও অ-ইহুদীদের প্রতি সহানুভুতির আরও অনেক উদাহরণের জন্য দেখুন মথি ১২:৪১-৪২; ২১:৩৩-৪৩; লূক ৯:৫১-৫৫; ১০:৩০-৩৬; ১৭:১১-১৯; ইউহোন্না ৪; ১ ইউহোন্না ২:১-২; লূক ২৪:৪৫-৪৮।)

[২২৮] জবুর ৬৮:১৮; ১১০:১; জবুর ২৪

[২২৯] ঈসা "বেহেশতে আল্লাহ্‌তালার ডান পাশে **বসলেন**" কারণ "তিনি আমাদের গুনাহ্ দূর করেছেন।" (ইবরানী ১:৩) "প্রত্যেক ইমাম প্রত্যেকদিন **দাঁড়িয়ে** আল্লাহ্‌র এবাদত-কাজ করেন ও বারবার একইবারে কোরবানী দেন, কিন্তু এই রকম কোরবানী কখনও গুনাহ্ দূর করতে পারে না। ঈসা কিন্তু গুনাহের জন্য চিরকালের মত একটি মাত্র কোরবানী দিয়ে আল্লাহ্‌র ডান দিকে বসলেন।" (ইবরানী ১০:১১-১২) আরও দেখুন ইবরানী ৮:১; ১২:২; প্রকাশিত কালাম ৩:২১।

অধ্যায় ২৬: ধর্ম এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অবস্থান

[২৩০] ইয়াকুব ২:১৮; মথি ৫:১৩-১৬; ইব্রানি ১১

[২৩১] যখন আল্লাহ্ সরকার প্রধানকে অনুমোদন দেন যেন তাদের লোকদেরকে শাসন করতে পারেন এবং তাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে নিয়োগ করেছেন যেন তারা "আল্লাহ্‌র পক্ষে অস্ত্র ধরতে পারেন যাতে মন্দতাকে দূর করতে পারেন।" (রোমীয় ১৩:১-৪; পয়দায়েশ ৯:৬), আল্লাহ্‌র সত্যকে ছড়িয়ে দিতে ভাংচুর বা মন্দতাকে ব্যবহার করা মাবুদ ঈসার শিক্ষার একেবারে বিপরীত, যিনি বলেছেন, "তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছে, 'তোমার প্রতিবেশীকে মহব্বত কোরো এবং শত্রুকে ঘৃণা কোরো।' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, **তোমাদের শত্রুদেরও মহব্বত কোরো। যারা তোমাদের জুলুম করে তাদের জন্য মুনাজাত কোরো**, যেন লোকে দেখতে পায় তোমরা সত্যিই তোমাদের বেহেশতী পিতার সন্তান। তিনি তো ভাল-মন্দ উভয়ের উপরে তাঁর সূর্য উঠান এবং সৎ ও অসৎ লোকদের উপরে বৃষ্টি দেন। যারা তোমাদের মহব্বত করে কেবল তাদেরই যদি

তোমরা মহব্বত কর তবে তোমরা কি পুরস্কার পাবে? খাজনা-আদায়কারীরাও কি তাই করে না? আর যদি তোমরা কেবল তোমাদের নিজেদের লোকদেরই সালাম জানাও তবে অন্যদের চেয়ে বেশি আর কি করছ? অ-ইহুদীরাও কি তাই করে না?" (মথি ৫:৪৩-৪৭) অন্যদিকে, কোরআন বলে: "তোমরা লড়াই কর তাহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিজিয়া দেয়। (কোরান, সূরা ৯:২৯)

[২৩২] "যে কথা তোমরা প্রথম থেকে শুনে আসছ তা **এই-আমাদের একে অন্যকে মহব্বহ করা উচিত**। সেই জন্য আমি বলছি, আমরা যেন **কাবিলের** মত না হই। কাবিল শয়তানের লোক ছিল এবং তার ভাইকে সে খুন করেছিল। **কেন সে তাকে খুন করেছিল? কারণ সে খারাপ কাজ করত, আর তার ভাই ন্যায় কাজ করত।"** (১ ইউহোন্না ৩:১১-১২) দুইটি বিষয় যা কাবিল হাবিলকে খুন করতে উৎসাহিত করেছিল তা হল শয়তান ও ঈর্ষা (মথি ২৭:১৮ তুলনা করুন)।

[২৩৩] কিতাবে নাস্তিকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়: "কাবিল কোথায় তার স্ত্রী খুঁজে পেল? পয়দায়েশ ৫ এর উত্তর দিয়ে থাকে। আদম ও হাওয়ার আরও "ছেলে ও মেয়ে" ছিল। (পয়দায়েশ ৫:৪) স্পষ্টরূপেই, কাবিল তার একজন বোনকেই বিয়ে করেছিল। জিনগত ভাবে এটি তখনও কোন ক্ষতিকর কিছু সৃষ্টি করে নাই। পরবর্তীতে, আল্লাহ্ এই ধরনের পারিবারের মধ্যে বিয়ে নিষেধ করেছেন। এবং হাবিলের মৃত্যুর পরে কি হয়েছিল? হাবিলের শরীর মাটিতে ফিরে যায় কিন্তু তার আত্মা ও রূহ্ জান্নাতুল ফেরদৌসে যায়, যেহেতু আল্লাহ্র তার গুনাহকে ক্ষমা করেছেন এবং বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে তাকে ধার্মিক বলে গননা করেছেন। ইবরানী ১১:৪

[২৩৪] নূহের সময়কালে যে ভৌগলিক বিপর্যয় এবং মহা বন্যা হয়েছিল সেই বিষয়ে মূসা ও অন্যান্য নবীরা বর্ণনা করেছেন: পয়দায়েশ ৭-৮; জবুর ১০৪:৬-৮; আইয়ুব ২২:১৬; মথি ২৪:৩৭-৩৯; ২ পিতর ২:৫-৬।

অধ্যায় ২৭: ধাপ ১: আল্লাহ্র অতীত কার্যাবলী

[২৩৫] এভাবে হোক বা অন্যভাবে, কিতাবের প্রত্যেকটি অংশই এই তিনটি বিষয়বস্তুর কোন না কোনটির সঙেগ সম্পর্কযুকত:

আল্লাহ্ কি করেছেন
আল্লাহ্ কি করছেন
আল্লাহ্ এখনও কি করবেন

ধর্মতাত্ত্বিক শবেদ, কিতাবের এই তিনটি বিষয়বস্তুকে এভাবে ভাগ করা হয়:

১) ন্যায্যতা = যখন আপনি সুসমাচারে বিশ্বাস করেন, তখন আল্লাহ্ পরিপূর্ণরূপে আপনাকে আপনার ঐ **অবস্থানে**ই ধার্মিক বলে ঘোষণা করেন। (রোমীয় ৩-৫)
২) শুদধতা/ পবিত্রকরণ = এখন আপনি ন্যায্যতার মধ্য আছে, আল্লাহ্ আপনার জীবনে কাজ করছেন যেন তিনি আপনাকে ধার্মিকতা **অনুশীলন করতে** সাহায্য করতে পারেন। (রোমীয় ৬-৮ এবং ১২-১৫)

৩) গৌরবান্বিত = বেহেশ্তে আপনি আপনার অবস্থান ও অনুশীলন উভয় দিক থেকেই **পরিপূর্ণরূপে ধার্মিক** থাকবেন। (প্রকাশিত কালাম ২১-২২)

[২৩৬] রিচার্ডসন, ডন। লর্ডস অব দ্যা আর্থ। অকসনার্ড, সিএ: রিগাল বুকস; ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৩৫৪। (ডন রিচার্ডসনের রূপান্তরের আরও কাহিনী পড়তে পড়ুন: পিস চাইল্ড। অকসনার্ড, সিএ: রিগাল বুকস, ১৯৭৫।)

[২৩৭] প্রেরিত ২৬:৯-১১; ৭:৫৮-৬০; ৮:১-৩; ৯:১-২

[২৩৮] প্রেরিত ৯:১-৩১; সেই সাথে প্রেরিত অধ্যায় ১১; ১৩-১৪; ১৬-২৮। প্রেরিত ২২ ও ২৬ অধ্যায়ে, পৌল তার রূপান্তরের গল্প বলেছেন। আরও দেখুন গালাতীয় ১:১৩,২৩; ফিলিপীয় ৩:৬; ১ করিন্থীয় ১৫:৯; ইত্যাদি।

[২৩৯] কিতাবীয় শব্দ "সাধু/ধার্মিক" হচ্ছে এমন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র জন্য বাছাইকৃত বা আলাদা; যাকে বিশ্বাসে তার গুহান ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ কর্তৃক পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষের তৈরী "ধর্মীয় অনুশাসন" লোকদেরকে নিশ্চিতভাবে মেরে ফেলে এবং তাদেরকে এমনভাবে "সাধু" তৈরী করে যা সম্পূর্ণরূপে কিতাবে শিক্ষার বিপরীত (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২-৩; জবুর ৩০:৪; মেসাল ২:৮; দানিয়াল ৭:২১-২৭; মথি ২৭:৫২; প্রেরিত ২৬:১০; ইফিষীয় ১:১, ২:১৯, ইত্যাদি।)

অধ্যায় ২৮: ধাপ ২: আল্লাহ্‌র বর্তমান কার্যাবলী

[২৪০] বেশিরভাগ লোক যে বিষয়টি বুঝতে পারছে না তা হল তারা শত্রুর পক্ষ নিচ্ছে যখন তারা সুরক্ষার জন্য এই ধরনের পদধতি ব্যবহার করে। দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১০-১৪; ইশাইয়া ৪৭:১৩; প্রেরিত ১৯:১৯; গালাতীয় ৫:১৯-২১।

[২৪১] ১ ইউহোন্না ২:১; ইউহোন্না ১৪-১৬ অধ্যায়।

[২৪২] ১ অধ্যায়ে, আমরা আহমেদের একটি ইমেইল উদধৃতি করেছিলাম যেখানে সে তিনি লিখেছিলেন: "… আপনার কিতাবে এমনি পুরাতন নিয়মের মুহাম্মদের আসার (pbuh) বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, এমনি বর্তমানে …" আহমেদ কিতাবের একটি অন্যতম অংশ উল্লেখ করেছেন তা হল ইউহোন্না ১৪ থেকে ১৬।

[২৪৩] পঞ্চাশত্তমি অর্থ হল পঞ্চাশতম। এটি ছিল একটি পুরাতন নিয়মের উৎসব যেখানে ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র রহমতের জন্য তাঁকে শুকরিয়া জানাতো (লেবীয় ২৩:১৬)। শুরু থেকেই, আল্লাহ্‌ পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন যেন তিনি এই দিনে চূড়ান্ত রহমত পাঠাতে পারেন: তাঁর পাক-রূহ্‌।

[২৪৪] ১ করিন্থীয় ১২:২৭; ইফিষীয় ৪:২১; ৫:২৫-৩২; প্রকাশিত কালাম ১৯:৭-৯; ২২:১৭; ইউহোন্না ৩:২৯

[২৪৫] ১ ইউহোন্না ১:৮-১০; ২:১-২; রোমীয় ৬-৮

[২৪৬] যে মুহূর্তেই আপনি আপনার ভুল চিন্তাধারা থেকে অনুতাপ করেন এবং বিশ্বাস করেন যে মাবুদ ঈসা আপনার গুনাহের জন্য মরেছেন এবং জীবিত হয়েছেন, তখনই আপনি মসীহে তরিকাবন্দী গ্রহণ করেন (রোমীয় ৬:৩)। এটা পানি দ্বারা তরিকাবন্দী নয় (এটা পরবর্তীতে হয়), কিন্তু পাক-রূহের দ্বারা (রোমীয় ৬:১-৫; প্রেরিত ১:৫; ১ করিন্থীয় ১২:১৩)। বাপ্তিস্ম বা "তরিকাবন্দী নেয়া" অর্থ হল "একত্রিত হওয়া, পরিচিত হওয়া।" যখন আপনি বিশ্বাস করেন তখন আপনি আল্লাহ্‌র নিজের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে পড়েন, যিনি

সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর গুনাহবিহীন পুত্রের সঙেগ “একত্রিত হয়ে আছেন” (রোমীয় ৬:৫)। আপনার নতুন, অনন্তকালীন অবস্থান হয় “মসীহের সঙেগ।”

[২৪৭] প্রেরিত ২৪:১৫; লূক ১৪:১৪; ইউহোন্না ৫:২৮-২৯; দানিয়াল ১২:২; প্রকাশিত কালাম ২০:৬, ১১-১৫; প্রকাশিত কালাম ২২:১২

[২৪৮] ২ করিন্থীয় ৫:১০। কিতাব বিশ্বাসীদের জন্য পাঁচ ধরনের বিশেষ মুকুট (ট্রফি/পুরস্কার) বলে: ১ করিন্থীয় ৯:২৫; ১ পিতর ৫:৪; ইয়াকুব ১:১২; ১ থিষলনীকিয় ২:১৯-২০; ২ তীমথিয় ৪:৮। এই মুকুটগুলো আমাদের গৌরবের জন্য নয়, কিন্তু তাঁর গৌরবের জন্য (প্রকাশিত কালাম ৪:১০)। আমাদের আল্লাহ্ তাঁর নাজাতপ্রাপ্ত লোকেরা তাঁর নামে ও তাঁর গৌরবের জন্য যে কাজ করেন তা কখনও ভুলে যাবেন না (মথি ১০:৪১-৪২; ইবরানী ৬:১০)।

[২৪৯] শেখ, বিলকিস। আই ডেয়ার টু কল হিম ফাদার। নিউইয়র্ক: ফে্লমিং এইচ. রেভেল কোম্পানী, ১৯৭৮; পৃষ্ঠা ৫৩।

[২৫০] ১ ইউহোন্না ২:২৭; ইউহোন্না ৪:১৪; ১৪:২৬; ১৬:১৩; ইয়ারমিয়া ৩১:৩৩-৩৪; ইফিষীয় ৪:২১

[২৫১] আল্লাহ্‌র সঙেগ সত্যিকারভাবে যুক্ত থেকে আমাদের মুনাজাতের উত্তর পাওয়া এবং যান্ত্রিকভাবে মুনাজাত মুখস্ত বলার মধ্যে অনেক বড় সমালোচনামূলক পার্থক্য রয়েছে। রোমীয় ৮:২৬-২৭; ইফিষীয় ৬:১৮; ১ ইউহোন্না ৫:১৪-১৫; ইউহোন্না ১৪:১৩-১৪; ১৫:৭; ফিলিপীয় ৪:৬-৯

[২৫২] রোমীয় ১২; ১ করিন্থীয় ১২; ইফিষীয় ৪

[২৫৩] ২ করিন্থীয় ৩:১৮; ফিলিপীয় ১:৬; ৩:২০-২১

অধ্যায় ২৯: ধাপ ৩: আল্লাহ্‌র ভবিষ্যত কার্যাবলী

[২৫৪] এখন থেকে কয়েকটি পৃষ্ঠা পরেই আমরা পুরাতন নিয়ম থেকে অনেকগুলো আয়াত পড়তে যাচ্ছি যেখানে নবীগণ মসীহের দুনিয়ায় দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং তাঁর পুনরাগমনের সময়ে কি ঘটনা ঘটবে তার বর্ণনা করেছেন। কিছু কিছু আমরা পাব জাকারিয়া ১৪ অধ্যায়, দানিয়াল ৭:১৩-১৪, জবুর ৭২ এবং ইশাইয়া ৯:৬-৭।

[২৫৫] ১ থিষলনীকীয় ৪:১৩-১৮; ১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫৮

[২৫৬] ২৮ অধ্যায় সাব-টাইটেল: দুইটি বিচারের পদধতি দেখুন।

[২৫৭] ইফিষীয় ৫:২৭ এবং এর আশেপাশের আয়াতগুলো পড়ুন। এই বিষয় বস্তুটি এক আল্লাহ্ এক বার্তা পুস্তকের ১০ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কিতাব সময়ই মাবুদকে “বর” এবং তাঁর লোকদেরকে “কনে” হিসাবে চিত্রায়িত করে আসছে। বিবাহ হচ্ছে আদর্শ উদাহরণ যা আমাদেরকে মাবুদ আল্লাহ্‌র সাথে একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন এবং চিরকাল ধরে তাঁর পরিকল্পনাকে উপভোগ করার জন্য তৈরী করা হয়েছে (ইশাইয়া ৫৪:৫; ৬২:৫; জবুর ৪৫; সোলায়মানের শীল; হোসেয়া ২:১৬, ১৯, ২০; মথি ৯:১৫; ২৫:১-১৩; ইউহোন্না ৩:২৯; ২ করিন্থীয় ১১:২-৩; ইফিষীয় ৫:২২-২৩; প্রকাশিত কালাম ২১:২, ৯; ২২:১৭)।

[২৫৮] মথি ২৪:২১; প্রকাশিত কালাম ৭:১৪; দুর্দশা সম্পর্কিত সম্পূর্ন তথ্য বেশিরভাগ পাওয়া যায় প্রকাশিত কালাম পুস্তকের অধ্যায় ৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত।

[২৫৯] রোমীয় ১১:২৬-২৭। **নোট**: এই ঘটনা পয়দায়েশ ৩৭-৪৫ অধ্যায়ে ইউসুফের কাহিনীতে সূচনা করা হয়েছে। অদভুত গল্প!
[২৬০] ১ করিন্থীয় ১৫:৪৫-৪৭; রোমীয় ৫:১২-২১। "প্রথম আদম" ও "শেষ আদম" শবদগুলোও এক আল্লাহ্ এক বার্তা বইটির ১৬ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যেভাবে আদমের গুনাহ্ সমস্ত মানুষের মধ্যে মৃত্যু নিয়ে আসলো, ঠিক তেমনি ঈসার ধার্মিকতা ও রকতপাত বিশ্বাসীদের জন্য অনন্তজীবন পুনরুদধার করলো।
[২৬১] ২ থিষলনীকিয় ১:৭-১০; প্রকশিত কালাম ১৯:৬-১৪; ইহুদা ১৪; জাকারিয়া ১৪:৫
[২৬২] ইশাইয়া ৫৩:৭; ইউহোন্না ১:২৯; প্রকাশিত কালাম ৫:৫; ২ থিষলনীকিয় ১:৫-১০; ইউহোন্না ৩:১৭-১৮; ১২:৪৭; দানিয়াল ৯:২৪-২৭; জাকারিয়া ১৪ অধ্যায়ের সাথে ইশাইয়া ৫৩ তুলনা করুন। সেই সাথে এই আয়াতগুলোর সাথে "দুঃখ ভোগ" এবং "মহিমা" বিষয়টির তুলনা করুন: লূক ২৪:২৫-২৬; ১ পিতর ১:১০-১২; ইবরানী ২:৯; ফিলিপীয় ২:৫-১১; জবুর ২২; ইত্যাদি।
[২৬৩] জবুর ৭২ এর শিরোনাম হলো: "সোলায়মানের একটি জবুর।" এটা প্রকাশ করে যে সোলায়মান এই জবুরটি লিখেছেন যদিও এটি এই বিবৃতি দিয়ে শেষ হয়েছে: "ইয়াসির ছেলে দাউদের সব মুনাজাতের শেষ এখানেই।" (জবুর ৭২:২০) এই আয়াতটি জবুর পুস্তকের মধ্যে পাওয়া পাঁচটি অংশের মধ্যে দ্বিতীয়টির শেষের সংকেত প্রদান করে। দাউদ ছিলেন এই দ্বিতীয় অংশের প্রধান লেখক।
[২৬৪] কাকে চিরকাল নিন্দা/দোষারোপ করা হবে? যারা "**কাপুরুষ** এবং **অবিশ্বাসী**," এরা হল তারা, যারা তাদের পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবীরা কি করবে বা বলবে সেই ভয়ে আল্লাহ্‌র বার্তাকে কখনো বিশ্বাস করে নাই। যখন ঈসা দুনিয়াতে ছিলেন, যার তাঁর কথা শুনছিল তাদেরকে তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন, "যারা কেবল শরীরটা মেরে ফেলতে পারে কিন্তু রূহকে মারতে পারে না তাদের ভয় কোরো না। যিনি শরীর ও রূহ্ দুটাই জাহান্নামে ধ্বংস করতে পারেন বরং তাঁকেই ভয় কর… আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে এসেছি এই কথা মনে কোরো না। আমি শান্তি দিতে আসি নাই বরং মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি; ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, স্ত্রীকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি। একজন মানুষের নিজের পরিবারের লোকেরাই তার শত্রু হবে। যে কেউ আমার চেয়ে পিতা-মাতাকে বেশি ভালবাসে সে আমার উপযুক্ত নয়। আর যে কেউ ছেলে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাসে সে আমার উপযুক্ত নয়।" (মথি ১০:২৮; ৩৪-৩৭)

অধ্যায় ৩০: বেহেশ্তের একটি রূপরেখা

[২৬৫] মথি ১৩:২৪-৩০। ঈসার এই গল্পটি এই ঘোষণা করে যে ভাল ও মন্দের মিশ্রণ শুধুমাত্র কিছু সময়ের জন্য।
[২৬৬] প্রকাশিত কালামের প্রথম অধ্যায় মাবুদ ঈসা সম্পর্কে একটি ভয়ংকর বর্ণনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, একটি অসম্ভব রকমের বর্ণনা যা অন্য কোন কিতাব, সিনেমা এবং ধর্মে দেখায় যায় নাই।
[২৬৭] মার্ক ৩:১৪-১৯; ইউহোন্না ১৯:২৬-২৭; ইউহোন্না কিতাবের মধ্যে নিচের পুস্তকগুলো লিখেছেন: ইউহোন্নার সুখবর; ১ ইউহোন্না, ২ ইউহোন্না, ৩ ইউহোন্না এবং প্রকাশিত কালাম।

[২৬৮] জেসপার পাথর বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। কারনেলিয়ান পাথর সাধারণ স্বচ্ছ লাল রঙের মত হয়, এর রং নির্ভর করে যখন তারা আলোর কাছে আসে তার উপর।
[২৬৯] দেখুন সিংহাসনের উপর কে। ইউহোন্না ১২:৩৬-৪১ আয়াতের সাথে ইশাইয়া অধ্যায় ৬ (ইশাইয়া র্ভাসন, এক আল্লাহ্ এক বার্তার ১৫ অধ্যায়েও আছে) এর সাথে তুলনা করুন।
[২৭০] পয়দায়েশ ১২:২-৩; মথি ১। (ইব্রাহিমের কাছে আল্লাহ্র ওয়াদা সম্পর্কিত তথ্যের জন্য এক আল্লাহ্ এক বার্তার অধ্যায় ২০ পুনরায় দেখুন।)
[২৭১] উদাহরণস্বরূপ, কাল্পনীক গল্প সিনড্রেলা যা প্রথম চায়নায় বলা হয়, সেই সাথে তা ইউরোপ, আমেরীকা, প্যারিস, ইরাক, মিশন, কোরিয়া, ইন্ডিয়া ইত্যাদি জায়গায় যায়। প্রত্যেক দেশের তার নিজের ভার্সন রয়েছে, কিন্তু বিষয়বস্তু একই। একটি মুক্ত ও অনন্তকালীন জীবনের জন্য সারাবিশ্বের মানুষের হৃদয় খচিত হয়ে আছে। সোলায়মান লিখেছেন: "[আল্লাহ্] সবকিছুর জন্য উপযুক্ত সময় ঠিক করে রেখেছেন। তিনি মানুষের দিলে অনন্তকাল সম্বন্ধে বুঝবার ইচ্ছা দিয়েছেন, কিন্তু তিনি **প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত** কি করেন তা মানুষ বুঝতে পারে না।" (হেদায়তেকারী ৩:১১)

যাত্রার প্রতিফলন

আলোচনা নির্দেশিকা

অধ্যায় পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন

এই অংশে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে তা আপনাকে এই কিতাবের মধ্য দিয়ে যাত্রায় সাহায্য করবে। আপনি কি নবীদের কিতাবগুলো কেন্দ্রীয় বার্তাটি বুঝতে পারেন? আপনি সেই বার্তায় বিশ্বাস করেন? আপনি কি এই আল্লাহ্‌র এই কাহিনী অন্যদের কাছে বলতে প্রস্তুত আছেন? এই চূড়ান্ত অংশটির মধ্যে দিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আপনি বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সঠিক ও পরিষ্কার উত্তর দেয়ার সামর্থ্য অর্জন করতে পারবেন।

আপনি এই পুনরালোচনামূলক প্রশ্নের অংশটি ফটোকপি করে নিতে পারেন। এগুলো আপনার ব্যক্তিগত বাদলীয় অধ্যয়নে, কলাসরুমে, জেলখানায়, বাড়ীতে, বা একটি ডাকযোগের কোর্স হিসাবেও ব্যবহার করতে পারেন।

> “হে আল্লাহ্‌, তুমি আমাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ…
> এবং আমাকে অনন্ত জীবনের পথে চালাও।”
>
> নবী দাউদ (জবুর শরীফ ১৩৯:২৩-২৪)

১

সত্য ক্রয় করা

১. সমস্ত দুনিয়ায় প্রায় ১০০০০ ধর্মের মধ্যে সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করা কি সম্ভব? আপনার ব্যক্তিগত মতামত শেয়ার করুন। (পৃষ্ঠা ৭)

২. কিতাবুল মোকাদ্দস হচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি অনুবাদিত ও বিক্রিত কিতাব। আপনার মতে কেন এটি এত জনপ্রিয়? (পৃষ্ঠা ৮)

৩. এমন তিনটি জিনিসের নাম বলুন যা কোরআন কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পর্কে বলে থাকে। (পৃষ্ঠা ১১)

৪. কোন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করার জন্য আপনার তার সম্পর্কে আগে থেকে কি জানা প্রয়োজন? তাহলে আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে আপনার তাঁর সম্পর্কে কি জানা প্রয়োজন? (পৃষ্ঠা ১১)

৫. আপনার কি মনে হয় এটা কি নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব যে অনন্তকাল ধরে আপনি কোথায় থাকবেন? আপনার উত্তরটি ব্যাখ্যা করুন। (পৃষ্ঠা ১৭-১৮)

আপনার নিজের ভাষায়

মেসাল ২৩:২৩ ব্যাখ্যা করুন। "সত্য ক্রয় করুন, এবং এটি বিক্রি করবেন না, সেই সাথে জ্ঞান ও নির্দেশনা ও বুঝার ক্ষমতা বিক্রি করবেন না।" (পৃষ্ঠা ৭:১)

২

বাধা অতিক্রম করা

১. “আপনি দেখেন, কিন্তু আপনি লক্ষ্য করেন না” শার্লক হোমস ডঃ ওয়াটসনকে বলেছেন। “দেখা” ও “লক্ষ্য করার মধ্যে পার্থক্য কি (২০)

২. তিনটি অজুহাতের তালিকা তৈরী করুন যার জন্য শিক্ষিত লোকেরা সবচেয়ে বেশি বিক্রিত কিতাব পড়ার মত সময় পান না। আপনি কি মনে করে এই অজুহাতগুলোর একটিও কি সঠিক? (১৯-৩৩)

৩. আপনি কি মনে করেন, কোন একজন বিশ্বাসীর লজ্জাকর জীবন-যাপনের জন্য কিতাবের বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করা কি বুদ্ধিমানের কাজ? আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন। (২১-২২)

৪. তিনটি নির্দেশনামূলক নীতিমালার কথা লিখুন যা লোকদেরকে কিতাবুল মোকাদ্দস বুঝতে সাহায্য করতে পারে। (৩০)

৫. একটি বা দুইটি কারণ বলুন যে কেন কিতাবে পুরাতন ও নতুন নিয়ম রয়েছে। (৩১-৩৩)

আপনার নিজের ভাষায়

হোসেয়া ৪:৬ ব্যাখ্যা করুন। “আমার লোকেরা জ্ঞানের অভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।” (১৯)

৩

বিকৃত নাকি সংরক্ষিত?

১. কোরআন অনুসারে, কোন উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ মানুষের কাছে কিতাব প্রকাশ করেছেন (তৌরাত, জবুর, সুখবর)? (৩৫)

২. এমন কোন তিনটি চিন্তামূলক প্রশ্ন আপনি তাদের করতে পারেন যারা দাবি করেন যে কিতাবুল মোকাদ্দস মিথ্যা? (৩৬)

৩. অনেক বিশেষজ্ঞরা কিতাবুল মোকাদ্দসকে ইতিহাসের সেরা ডকুমেন্ট বা তথ্য হিসাবে বর্ণনা করেন। আপনি কি তাদের সাথে একমত? আপনার উত্তরটি ব্যাখ্যা করুন। (৪০-৪২)

৪. কিতাবীয় পাণ্ডুলিপি এবং কিতাবীয় অনুবাদের মধ্যে পার্থক্য কি? (৪২)

৫. দুই থেকে তিনটি সত্যিকারের কারণ উল্লেখ করুন যার জন্য লোকেরা কিতাবকে অগ্রাহ্য করেন। (৪৪-৪৬)

আপনার নিজের ভাষায়

লূক ১৬:৩১ ব্যাখ্যা করুন। "মূসা ও নবীদের কথা যদি তারা না শোনে তবে মৃতদের মধ্য থেকে কেউ উঠলেও তারা বিশ্বাস করবে না।" (৪৫-৪৬)

৪

বিজ্ঞান ও কিতাব

১. তিনটি বৈজ্ঞানীক বিষয়ের নাম বলুন যা হাজার হাজার বছর আগে কিতাবুল মোকাদ্দসে ঘোষণা করা হয়েছিল, যা বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। (৪৮-৫১)

২. কিতাবুল মোকাদ্দস কি অন্ধ বিশ্বাস কে মানে নাকি বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্বাসকে প্রকাশ করে? আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন। (৫১-৫১)

৩. কিভাবে ইতিহাসও প্রত্নতত্ব কিতাবের যথাযথ তাকে প্রমাণ করে? (৫১-৫৪)

৪. সূরা ২:২৩ আয়াত কোরানের কোন প্রমাণটিকে চ্যালেঞ্জ করে? ব্যাখ্যা করুন (৫৫-৫৪)

৫. বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ব এবং গল্প-কাহিনী কি নিজেরা একটি অতি প্রাচীন "পাক-কিতাব" কে আল্লাহ্‌র কালাম হিসাবে প্রমাণ করতে পারে? আপনার অবস্থান ব্যাখ্যা করুন। (৫৪-৫৬)

আপনার নিজের ভাষায়

আইয়ুব ৩৮:৪ ব্যাখ্যা করুন। "আমি দুনিয়ার ভিত্তি স্থাপন করার সময় তুমি কোথায় ছিলে? যদি তোমার বুদ্ধি থাকে তবে বল!" (৪৭)

৫

আল্লাহ্‌র সীলমোহর

১. অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যথার্থতা সম্পর্কে কিতাব যা বলছে সেই বিষয়ে কি আমরা সুনিশ্চিত হতে পারি? ব্যাখ্যা করুন। (৫৭-৫৮, ৬৬)

২. কিতাবে যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পাওয়া যায় এবং ভুত প্রেতের ডাকতার, ভাগ্য-গণনাকারী এবং মধ্যবর্তী ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে? (৫৮)

৩. কিতাবের এমন কোন ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলুন যা ইতিহাস নিশ্চিত করে যে তা পরিপূর্ণ হয়েছে। (৫৮-৬৫)

৪. কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর উদ্দেশ্য কি? (৬৬)

৫. কোন দিক থেকে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা "আল্লাহ্‌র স্বাক্ষর"? (৫৭-৫৮, ৬৬-৬৭)

আপনার নিজের ভাষায়

ইউহোন্না ১৩:১৯ ব্যাখ্যা করুন। "এটা ঘটার আগেই আমি তোমাদের বলছি, যেন ঘটলে পর তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে, আমিই সেই।" (৬৬)

৬

ধারাবাহিক সাক্ষ্য

১. আপনার মতে কেন একজন মানুষের সাক্ষ্য সত্যকে প্রমাণ করতে যথেষ্ট নয়? (৬৯)

২. আল্লাহ্‌র কোন দুটি বিষয়ে সব জায়গার লোকদের কাছে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে? (৬৯)

৩. এমন দশজন লোকের নাম বলুন যাদেরকে আল্লাহ্‌র তাঁর বার্তা লেখার জন্য ব্যবহার করেছেন। (৭০)

৪. কিভাবে একজন সাক্ষীর বিশ্বস্ততাকে পরীক্ষা করা যায়? (৭২)

৫. কিভাবে আমরা একজন সত্যিকারের নবী থেকে একজন মিথ্যা নবীকে আলাদা করতে পারি? (৭৩-৭৭)

আপনার নিজের ভাষায়

মথি ৭:১৫-১৭ আয়াতের উপর মন্তব্য করুন। “ভন্ড নবীদের বিষয়ে সাবধান হও। তারা তোমাদের কাছে ভেড়ার চেহারায় আসে, অথচ ভিতরে তারা রাক্ষুসে নেকড়ে বাঘের মত। তাদের জীবনের যে ফল দেখা যায় তা দিয়েই তোমরা তাদের চিনতে পারবে... প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফলই ধরে আর খারাপ গাছে খারাপ ফলই ধরে।” (৭৩)

৭
ভিত্‌তিমূল

১. পর্বতে দেয়া শিক্ষায়, জ্ঞানীলোক ও বোকা লোকের মধ্যে পার্থক্য কি ছিল? দালানের জন্য কেন ভিত্‌তিস্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ—একইভাবে বিশ্বাসের জন্য? (৭৮-৭৯)

২. পয়দায়েশ পুস্তক (যার অর্থ উৎস) অনেক জীবনের মহান মহান রহস্যের উত্‌তর দিয়ে থাকে। জীবনের কয়েকটি বড় প্রশ্নের নাম কি? (৭৯)

৩. আমরা যখন কোন গল্প বলি তখন কোথা থেকে আমরা শুরু করি? কেন? (৮০)

৪. কোন দিক থেকে আল্লাহ্‌র প্রকাশিত সত্যকে গাছপালা ও বীজের সাথে তুলনা করতে পারি? (৮০-৮১)

৫. লেখকের বন্ধু লেবাননে কি আবিষ্কার করেছিল যখন সে নিজের জন্য কিতাবুল মোকাদ্দস অধ্যয়ন করছিল? (৮২-৮৩)

আপনার নিজের ভাষায়

ইশাইয়া ৫৫:৯ আয়াতে আল্লাহ্‌র ঘোষণার সারাংশ বলুন। "আসমান যেমন দুনিয়ার চেয়ে অনেক উঁচু, তেমনি আমার পথ তোমাদের পথের চেয়ে, আমার চিন্তা তোমাদের চিন্তার চেয়ে অনেক উঁচু।" (৮৪)

৮

আল্লাহ্ কেমন

১. আপনার মতে, কেন, তাঁর প্রথম পুস্তকে আল্লাহ্ তাঁর অস্তিত্ব প্রমানের কোন চেষ্টা করেন নাই? (৮৭-৯০)

২. ফেরেস্তারা কারা এবং আল্লাহ্ কেন তাদের সৃষ্টি করেছেন? (৯১)

৩. কিভাবে আল্লাহ্ একজন হতে পারেন যখন তিনি একই সময়ে একের অধিক স্থানে থাকেন? (৯০, ৯৩-৯৪)

৪. আল্লাহ্‌র ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সম্পর্কে আমাদের জানাটা গুরুত্বপূর্ণ কেন? (৯৫)

৫. আল্লাহ্‌র ছয়টি বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রের কথা তালিকাভুক্ত করুন যা তিনি সৃষ্টির ছয় দিনে প্রকাশ করেছেন। (৯৫-১০২) এই ছয়টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আজকের দিনে আপনি কোনটির জন্য কৃতজ্ঞ? কেন?

আপনার নিজের ভাষায়

জবুর ৩৩:৯ ব্যাখ্যা করুন। “কারণ তিনি বললেন আর সবকিছুর সৃষ্টি হল; তিনি হুকুম দিলেন আর সব কিছু প্রতিষ্ঠিত হল।” (৯৭)

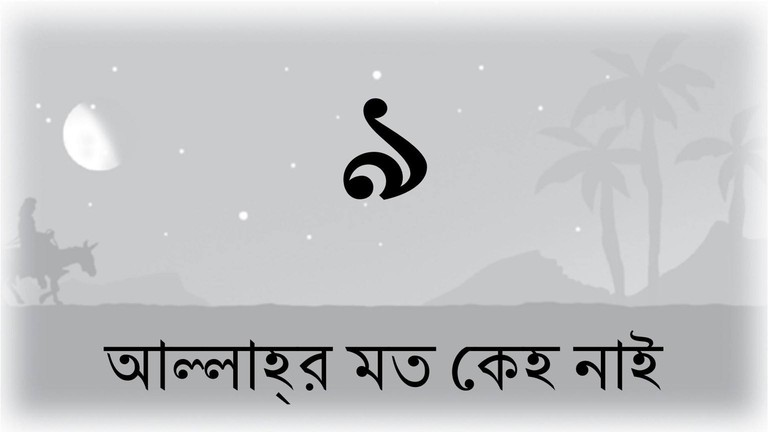

৯

আল্লাহ্‌র মত কেহ নাই

১. প্রথম কিতাব পয়দায়েশে, আল্লাহ্‌, যিনি একক, নিজেকে বহুবচন হিসাবে “আমাদের” এবং “আমরা” হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। এই বিষয়ে আপনি কি ব্যাখ্যা দিবেন? (১০৩-১০৭)

২. আমাদের প্রত্যেকদিনের জীবনে ‘একের ভিতর তিন’ এরূপ কোন বিষয়টি আমাদের সৃষ্টিকর্তার জটিল চরিত্র সম্পর্কে কি আরও ভাল করে বুঝতে সাহায্য করে? ব্যাখ্যা করুন। (১০৭-১০৮)

৩. “আল্লাহ্‌র পুত্র” শবদটি বলতে কোন বিষয়টি বোঝায় না? (১১০-১১২)

৪. তিনটি বিষয় উল্লেখ করুন যা কিতাব পাক-রূহের সম্পর্কে প্রকাশ করে। (১১২-১১৩)

৫. “আল্লাহ্‌কে জানা সম্ভব নয় এই বিষয়ে কিভাবে আল্লাহ্‌র কিতাবের সংজ্ঞা জনপ্রিয় ধারণাগুলো থেকে আলাদা? (১১৫-১১৭)

আপনার নিজের ভাষায়

জবুর ৯:১০ ব্যাখ্যা করুন। “যারা তোমাকে জানে তারা যেন তোমার উপর ভরসা করে, কারণ হে মাবুদ, যারা তোমাকে গভীরভাবে জানতে চায় তাদের তুমি কখনও ত্যাগ কর নি।” (১১৫)

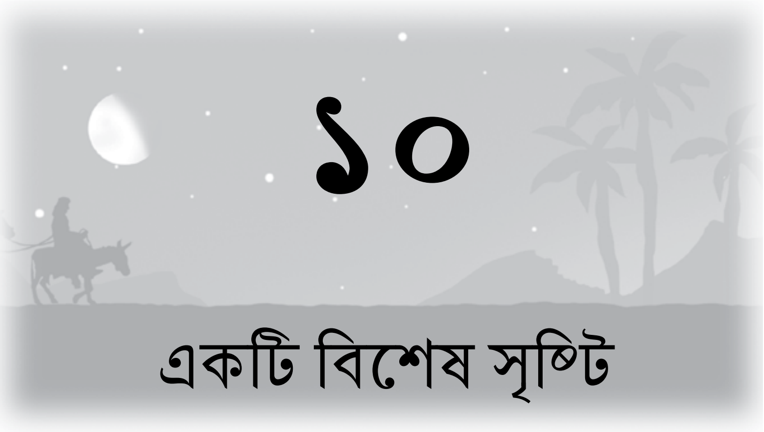

১০

একটি বিশেষ সৃষ্টি

১. প্রথম পুরুষ ও স্ত্রীলোক “আল্লাহ্‌র প্রতি মূর্তিতে” সৃষ্ট হয়েছিল। মানুষের তিনটি বৈশিষ্ট্য বলুন যা এটিকে নিশ্চিত করে। (১১৮-১১৯)

২. কোন “উপকরণ” দিয়ে আল্লাহ্‌ আসমান ও দুনিয়া সৃষ্টি করলেন? তিনি প্রথম মানুষকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করলেন? (১১৯)

৩. দুইটি বিশেষ উদ্দেশ্য বলুন যার জন্য আল্লাহ্‌ মানুষ তৈরী করলেন। (১২১, ১২৬-১৩০)

৪. দুইটি চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য বলুন যা স্ত্রীলোককে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায় এবং মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র যে পরিকল্পনা আছে তার বিরুদ্ধে যায়? (১২৪)

৫. সৃষ্টির সপ্তম দিনের গুরুত্ব কি? (১৩০)

আপনার নিজের ভাষায়

ইউহোন্না ৮:৩৫ ব্যাখ্যা করুন। “গোলাম চিরদিন বাড়ীতে থাকে না কিন্তু পুত্র চিরদিন থাকে।” (১২৮)

১১

ইবলিসের প্রবেশ

১. আল্লাহ্‌ যা কিছু সৃষ্টি করেছিলেন তা চমৎকার ছিল। তাহলে কোথা থেকে শয়তান ও গুনাহ্‌ আসলো? (১৩১-১৩২)

২. আল্লাহ্‌র নবীগণ গুনাহ্‌ সম্পর্কে অনেক পরিষ্কার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাদের মধ্যে থেকে একটি উল্লেখ করুন এবং সেটিকে কোন ব্যক্তিগত গল্পের সাথে দৃষ্টান্ত দিন। (১৩২-১৩৩)

৩. কিতাবে দোজখকে চিত্রায়ন করার জন্য কোন কালাম-চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে? (১৩৪)

৪. শয়তানের একটি অন্যতম লক্ষ্য কি? (১৩৫-১৩৫)

৫. আল্লাহ্‌ কি বলেছেন যে যদি তারা নেকি-বদী-জ্ঞানদায়ক গাছের ফল খায় তাহলে তাদের প্রতি কি ঘটবে? (১৩৬) শয়তান কি ঘটার কথা বলেছিল? (১৩৮)

আপনার নিজের ভাষায়

ইয়াকুব ২:১৯ ব্যাখ্যা করুন। "তুমি বিশ্বাস কর যে আল্লাহ্‌ এক, তাই না? খুব ভাল! কিন্তু ভূতেরাও তো তা বিশ্বাস করে এবং ভয়ে কাঁপে।" (১৩৯)

১২

গুনাহের ও মৃত্যুর শরীয়ত

১. মৃত্যুকে কোন শবদটি দ্বারা ভাল বর্ণনা করা যায়? কিভাবে একটি ভাঙগা ডাল এটিকে দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ণনা করে? (১৪৩)

২. আল্লাহ্ আদমকে বললেন, "যেদিনই তুমি তার ফল খাবে সেই দিনই তুমি নিশ্চয় মরবে।" (পয়দায়েশ ২:১৭) যেদিন তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলেন সেদিন আদম কোন দিক থেকে মৃত্যুবরণ করলেন? (১৪৪, ১৪৬)

৩. কিভাবে আদমের গুনাহ্ আপনার ও আপনার পরিবারকে প্রভাবিত করছে? (১৪৪-১৪৬)

৪. তিন ধরনের মৃত্যুর কথা বর্ণনা করুন যা মানবজাতির উপর বিস্তার লাভ করেছে। আদমের গুনাহের কারণে পৃথক করে দেয়। কোন ধরনের মৃত্যু সবচেয়ে বেশি ভয়ানক? (১৪৪-১৪৮)

৫. কিভাবে গুনাহ্ লজ্জা নিয়ে আসে? (১৪৮-১৪৮)

আপনার নিজের ভাষায়

ইহিস্কেল ১৮:২০ পদে গুনাহের আইন ও মৃত্যু সম্পর্কে যা লেখা আছে ব্যাখ্যা করুন। "যে গুনাহ্ করবে সে-ই মরবে।" (১৫০)

১৩

রহমত ও বিচার

১. মানুষ এমনকি করতে পারে যা আল্লাহ্‌ করতে পারেন না? (১৫১)

২. কল্পনাময় কোর্টের দৃশ্যে, কিভাবে বিচারকের রহমত ন্যায় বিচারকে অস্বীকার করলো? (১৫২-১৫৩)

৩. কেন আল্লাহ্‌ তাঁর রহমত দেখানোর জন্য ন্যায় বিচারকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না? (১৫৩-১৫৫)

৪. কেন আল্লাহ্‌ আদম ও হাওয়াকে প্রশ্ন করলেন যখন তিনি জানতেন যে তারা কি করেছিল? (১৫৬)

৫. সমস্ত মানবজাতির গুনাহের ও মৃত্যুর কোলে পতনের জন্য আল্লাহ্‌ কেন আদমকে দায়ী করলেন? (১৫৭-১৫৭)

আপনার নিজের ভাষায়

জবুর ৮৯:১৪ ব্যাখ্যা করুন। “সততা ও ন্যায় বিচারের উপর তোমার সিংহাসন দাঁড়িয়ে আছে; মহব্বত ও বিশ্বস্ততা তোমার আগে আগে চলে।” (১৫৩)

১৪

অভিশাপ

১. সর্পের কি গুরুত্ব রয়েছে এবং কেন আল্লাহ্ এটিকে অভিশাপ দিলেন? (১৫৮-১৬০)

২. কে এই ওয়াদা করা “স্ত্রীলোকের বংশজাত”? এই শবদটির বিশেষত্ব কি? (১৬০)

৩. কিভাবে অভিশাপ আমাদের দুনিয়াকে প্রভাবিত করেছে তার কয়েকটি পদধতি বলুন। (১৬১-১৬২)

৪. মৃত্যু, দুঃখ, বেদনা কি আল্লাহ্‌র প্রকৃত সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়ম ছিল? ব্যাখ্যা করুন। (১৬১-১৬৩)

৫. আদম ও হাওয়া গুনাহ্ করার পর, তারা লজ্জিত হলেন এবং নিজেদের জন্য ডুমুর গাছের পাতা দিয়ে কাপড় তৈরী করার চেষ্টা করলেন। আল্লাহ্ কি তাদের নিজেদের প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করেছিলেন? তাদের লজ্জা ঢাকার জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে কি সরবরাহ করলেন? (১৬৩)

আপনার নিজের ভাষায়

পয়দায়েশ ৩:২১ আয়াতে যেভাবে “রহমতের” দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে তার ব্যাখ্যা করুন। “আদম ও তার স্ত্রীর জন্য মাবুদ আল্লাহ্ পশুর চামড়ার পোষাক তৈরী করে তাদের পরিয়ে দিলেন।” (১৬৩-১৬৫)

১৫

দ্বিগুণ সমস্যা

১. আমাদের নিজেদের সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা থাকাটা খুবই কঠিন কেন? (১৬৮)

২. কেন আমাদের আল্লাহ্‌র সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকাটা কঠিন? (১৬৯-১৭১)

৩. দশ আজ্ঞার কয়টি আপনি সঠিকভাবে পালন করেছেন? (১৭২-১৭৩)

৪. আয়নার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে, দশ-হুকুমনামার প্রাথমিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন। (১৭৪-১৭৫)

৫. আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মানুষের “দ্বিগুণ সমস্যা” টা কি? (১৭৭)

আপনার নিজের ভাষায়

ইয়াকুব ২:১০ ব্যাখ্যা করুন। “যে লোক সমস্ত শরীয়ত পালন করেও মাত্র একটা বিষয়ে গুনাহ্‌ করে সে সমস্ত শরীয়ত অমান্য করেছে বলতে হবে।” (১৭৩)

১৬

নারীর বংশ

১. কেন মসীহের স্ত্রীলোকের বংশে জন্মগ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু তিনি কোন পুরুষের দ্বারা জন্মগ্রহণ করেন নাই? (১৭৯-১৮১)

২. ব্যাখ্যা করুন যে কেন কিতাবে মসীহ্‌কে "শেষ আদম" ও "দ্বিতীয় মানুষ" বলা হয়েছে। (১৮২)

৩. প্রতিজ্ঞাত মসীহ্ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কমপক্ষে পাঁচটি বিষয় বলুন। (১৮৩ সেই সাথে দেখুন ৬৪-৬৫)

৪. জিবরাইল মরিয়মকে বললেন যে তার গর্ভের সন্তানকে "আল্লাহ্‌র পুত্র" বলা হবে। লূক ১:২৬-৩৭ (পৃষ্ঠা ১৮৫) পুনরায় পড়ুন, পৃষ্ঠা ১১০ ও ১১২ দেখুন (অধ্যায় ৯), এবং আপনার নিজের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন যে, কেন ঈসাকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলা হবে।

৫. "ঈসা" নামের আক্ষরিক অর্থ কি? (১৮৬)

আপনার নিজের ভাষায়

লূক ২:১০-১১ ব্যাখ্যা করুন। "ফেরেস্তা তাদের বললেন, 'ভয় কোরো না, কারণ আমি তোমাদের কাছে খুব আনন্দের খবর এনেছি। এই আনন্দ সব লোকেরই জন্য। আজ দাউদের গ্রামে তোমাদের নাজাতদাতা জন্মেছেন। তিনিই মসীহ্, তিনিই প্রভু।' " (১৮৮-১৮৯)

১৭

ইনি কে হতে পারেন?

১. কিভাবে মসীহ্ অন্যান্য মানুষের থেকে একদম আলাদা ছিলেন? (১৯০-১৯১)

২. কেন ইহুদী ধর্ম গুরুরা ঈসাকে পাথর মারতে চেয়েছিলেন? (১৯৭, ২০৩, ২০৫)

৩. আপনি কি তাদের সাথে একমত যারা বলেন যে ঈসা "একজন নবী ভিন্ন আর কিছুই নন"? কেন বা কেন নয়? (১৯৬, ২০৫)

৪. কোন দিক থেকে ঈসার কাজ তাঁর কালামকে সমর্থন করে? (২০৭)

৫. আপনি কি একমত যে ধর্ম গুরুদের থেকে ভূতেরা ঈসাকে আরও বেশি সম্মান দেখিয়েছিলেন? আপনার অবস্থান বর্ণনা করুন। (২০৮-২০৯)

আপনার নিজের ভাষায়

মথি ২২:৪২ পদে ঈসার প্রশ্নের উত্তর দিন। "আপনারা মসীহের বিষয়ে কি মনে করেন? তিনি কার বংশধর?" (১৯৪-১৯৮)

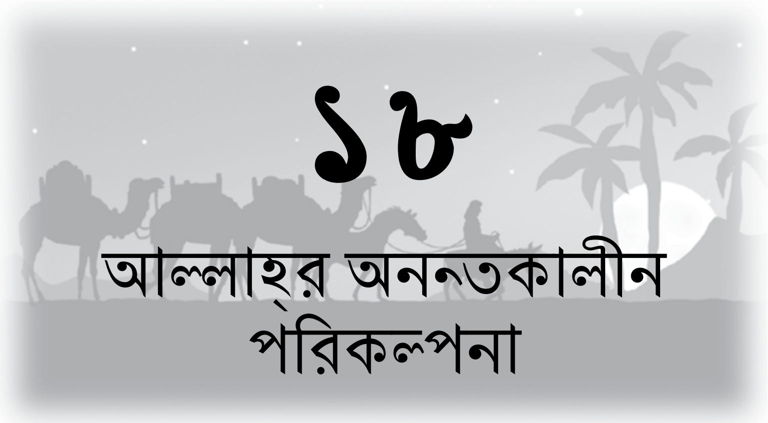

১৮

আল্লাহ্‌র অনন্তকালীন পরিকল্পনা

১. কোন দিক থেকে আপনি নবীদের চেয়েও বেশি সুবিধা বা অধিকার প্রাপ্ত? (২১০)

২. আপনি কিভাবে একজন শিশুর কাছে এটি ব্যাখ্যা করবেন যে "নাজাত" এর অর্থ কি? (২১২-২১৩)

৩. দুইটি প্রধান ঘটনার কথা উল্লেখ করুন যেখানে নবী দাউদ মসীহ্‌ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। (২১৪)

৪. উলফ প্রবাদ থেক আমরা কোন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি পেতে পারি "একটি ডিমের পাথরের সাথে যুদধ করা উচিত নয়"? (২১৬)

৫. ঈশ্বরের উদধারের পরিকল্পনার কোন অংশটি পিতর বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন? (২১৭-২১৮)

আপনার নিজের ভাষায়

গালাতীয় ৪:৪-৫ ব্যাখ্যা করুন। "কিন্তু সময় পূর্ণ হলে পর আল্লাহ্‌ তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পুত্র স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন এবং শরীয়তের অধীনে জীবন কাটালেন। যেন শরীয়তের অধীনে থাকা লোকদের তিনি মুকত করতে পারেন, আর আল্লাহ্‌ তাঁর সন্তান হিসাবে আমাদের গ্রহণ করতে পারেন।" (২১২)

১৯

কোরবানীর নিয়ম

১. কোন অসন্তোষজনক বাস্তবতা আদম ও হাওয়া তাদের প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর আবিষ্কার করেছিল? (২১৯-২২১)

২. আল্লাহ্ হাবিল ও তার কোরবানী গ্রহণ করলেন তার দুইটি প্রধান কারণ বলুন। দুইটি প্রধান কারন বলুন যার জন্য আল্লাহ্ কাবিলের কোরবানীকে অগ্রাহ্য করলেন। (২২২-২২৪)

৩. আপনি কি এমন কিছু জানেন যা করলে আপনার গুনাহ্ মুছে যাবে? ভাল কাজ ও মুনাজাতের দ্বারা কেন গুনাহের ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব? (২২৪)

৪. আল্লাহ্ অবশ্যই সমস্ত গুনাহের শাস্তি দিবেন। এমন কি কোন উপায় আছে যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ গুনাহগারকে শাস্তি না দিয়ে গুনাহকে শাস্তি দিবেন? (২২৫-২২৮)

৫. ব্যাখ্যা করুন যে কিভাবে কোরবানীর আইন, মৃত্যু ও গুনাহের আইনকে পরাজিত করে। (২২৫-২২৮)

আপনার নিজের ভাষায়

"প্রায়শ্চিত্ত" শব্দের সংজ্ঞা দিন এবং লেবীয় ১৭:১১ আয়াতে আল্লাহ্ মূসার কাছে কি বলেছেন তা ব্যাখ্যা করুন। "কারণ রক্তেই থাকে প্রাণীর প্রাণ। সেই জন্যই তোমাদের প্রাণের বদলে আমি তা দিয়ে কোরবানগাহের উপরে তোমাদের গুনাহ্ ঢাকা দেবার ব্যবস্থা দিয়েছি। রক্তের মধ্যে প্রাণ আছে বলেই তা গুনাহ্ ঢাকা দেয়।" (২২২-২২৪)

২০

একটি স্মরণীয় কোরবানী

১. আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমের কাছে ওয়াদা করেছিলেন যে তিনি তার মধ্য দিয়ে একটি মহান জাতি সৃষ্টি করবেন এবং তার বংশধরদেরকে কনান দেশ দিবেন। ইব্রাহিমের কোন বিষয়টা এই দুইটি ওয়াদাকে অসম্ভব বলে মনে করাচ্ছে? (২৩০)

২. আল্লাহ্‌ কেন ইব্রাহিমকে ধার্মিক বলে ঘোষণা দিলেন? “আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস” করার অর্থ কি? (২৩১)

৩. তিনিটি পদধতির কথা বলুন যেভাবে আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতির মধ্যে দিয়ে সমস্ত জাতিকে রহমত দিতে ও তাঁর সত্য জানাতে ব্যবহার করেছেন। (২৩৪)

৪. আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে বললেন যেন তিনি তার পুত্র ইসহাককে পোড়ানো কোরবানী হিসাবে উৎসর্গ করেন। ইব্রাহিম কি এটা বলেছিলেন যে আল্লাহ্‌ তাঁর ওয়াদা ভঙগ করেছিলেন (ইসহাকের মধ্যে দিয়ে যে মহান জাতি সৃষ্টি করার কথা ছিল)? (২৩৭; সেই সাথে শেষ টিকা #১৮৮ দেখুন)

৫. কেন ইব্রাহিমের পুত্র কোরবানগাহে মারা যায় নি? (২২৮-২৩৯)

আপনার নিজের ভাষায়

পয়দায়েশ ২২:১৪ আয়াত থেকে আপনি যা বুঝতে পারেন। “ইব্রাহিম সেই জায়গার নাম দিলেন ইয়াহওয়েহ-যিরি (যার মানে “মাবুদ যোগান”)। সেইজন্য আজও লোকে বলে, ‘মাবুদের পাহাড়ে মাবুদই যুগিয়ে দেন।’” (২৩৯)

২১

আর রকেতর ক্ষরণ

১. উদধার ঈদের ঘটনায় কোন দিক থেকে মিশরীয় সমস্ত বাড়ী মৃত্যুর সাক্ষী হয়েছিল? (২৪২)

২. দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে লিখুন যা সমাগত-তাঁবু থেকে আল্লাহ্ লোকদের দিতে চান। (২৪৩)

৩. নিয়ম সিন্দুক কিসের চিহ্ন স্বরূপ? (২৪৫)

৪. যখন সমাগত-তাঁবু তৈরী শেষ হল, তখন আল্লাহ্ বেহেশ্ত থেকে কি পাঠিয়ে দিলেন? (২৪৭)

৫. পর্দার উদ্দেশ্য কি ছিল? (২৪৫) মানুষের পক্ষে কি পর্দার ওপারে মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করার কোন উপায় ছিল? ব্যাখ্যা করুন। (২৪৯)

আপনার নিজের ভাষায়

ইবরানী ৯:২২ ব্যাখ্যা করুন। “রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না।” (২৪০)

২২

মেষশাবক

১. আল্লাহ্‌র কিতাবের কেন্দ্রীয় বিষয় বস্তু কি? (২৫১)

২. কমপক্ষে দুইটি পদধতির কথা বলুন যেভাবে মসীহ্‌ আবাস-তাঁবুর চিহ্নগুলোকে পূর্ণ করেছেন। (২৫২-২৫৫)

৩. প্রত্যেকদিনকার দৃষ্টান্তগুলো ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করুন যে "অনুতাপ" বলতে কি বুঝায়। (২৫৫-২৫৭)

৪. আল্লাহ্‌ ঈসা সম্পর্কে কি বলেছেন যা তিনি অন্য কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে পারেন না? (২৫৮)

৫. কোন দিক থেকে মেষশাবকের কোরবানী আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অনুসারে মানুষের গুনাহের মূল্য পরিশোধের চিহ্নস্বরূপ? (২৬০-২৬২)

আপনার নিজের ভাষায়

ইউহোন্না ১:২৯ ব্যাখ্যা করুন। "পরের দিন ইয়াহিয়া ঈসাকে তাঁর নিজের দিকে আসতে দেখে বললেন, 'ঐ দেখ আল্লাহ্‌র মেষশাবক, যিনি মানুষের সমস্ত গুনাহ্‌ দূর করেন।'" (২৫৮)

২৩

কিতাবের পূর্ণতা

১. "ওয়াদা হচ্ছে একটি মেঘের মত; আর পূর্ণতা হচ্ছে বৃষ্টি।" ব্যাখ্যা করুন, কিভাবে এই আরবীয় প্রমাণ দুনিয়াতে নাজাতদাতা পাঠানোর জন্য আল্লাহ্‌র যে পরিকল্পনা তার দৃষ্টান্তের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।" (২৬৪)

২. ঈসা তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন যে তাঁকে উদ্ধার ঈদের সময়ে মেরে ফেলা হবে। আপনি কি মনে করেন কেন আল্লাহ্‌ এই রকম একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে তাঁর পুত্রকে মৃত্যুবরণ করার পরিকল্পনা করলেন? (২৬৬-২৬৭ সেই সাথে ২৪১-২৪২ পৃষ্ঠা দেখুন)

৩. সাহাবীদের সাথে তাঁর উদ্ধার ঈদের ভোজের সময়, ঈসা কিছু রুটি ভাঙলেন এবং কাপের সাথে সেগুলো তাদের দিলেন। এই রুটি কিসের প্রতীক? এই কাপ কিসের প্রতীক? (২৬৭)

৪. যখন সৈন্যরা তাঁকে গ্রেফতার করতে আসলো কেন তিনি তাদেরকে বাধা দিলেন না ? (২৬৮-২৬৯)

৫. কেন মহা-ইমাম ঈসাকে কুফরী করার দায়ে দোষারোপ করলেন? (২৭০-২৭২)

আপনার নিজের ভাষায়

পয়দায়েশ কিতাব ২২ অধ্যায়ের ৮ ও ১৪ আয়াতে ইব্রাহিমের দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন। "আল্লাহ্‌ নিজেই ভেড়ার বাচ্চা যুগিয়ে দেবেন□ মাবুদের পাহাড়ে মাবুদই যুগিয়ে দেন।" (২৭২)

২৪

সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ

১. আপনি কি মনে করেন এখনও পর্যন্ত দেওয়া রাষ্ট্র প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডগুলোর মধ্যে নিষ্ঠুরতম মৃত্যুদন্ড কোনটি? ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতারা ঈসার জন্য কোন মৃত্যুদন্ড প্রক্রিয়াটি বেঁছে নিয়েছিলেন? (২৭৪)

২. গুনাহের কারণে সৃষ্ট তিনটি ধাপ কি কি? এই বিষয়ে আপনি কি মনে করেন যে, ঈসা ক্রুশের উপরে তিনটি ধাপের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন? (২৭৮ [মৃত্যুর তিন ধরনের পৃথকীকরন বিষয়টি দেখার জন্য ১৪৩-১৪৮ পৃষ্ঠা দেখুন])

৩. ঈসার ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার কেন প্রয়োজন ছিল? (২৭৬-২৮১)

৪. কিভাবে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে মাবুদ ঈসা গুনাহের অনন্তকালীন যে শাস্তি তা ভোগ করতে পারেন? (২৭৯-২৭৯)

৫. বায়তুল মোকারমের পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ছিড়ে যাওয়া কি গুরুত্ব রয়েছে? (২৮১-২৮৩)

আপনার নিজের ভাষায়

ইউহোন্না ১৯:৩০ ব্যাখ্যা করুন। "ঈসা সেই সিরকা খাওয়ার পরে বললেন, "শেষ হয়েছে।" তারপর তিনি মাথা নিচু করে তাঁর রূহ্ সমর্পণ করলেন।" (২৭৯-২৮১)

২৫

মৃত্যু পরাভূত হয়েছে

১. কারা এই দুর্নাম ছড়িয়েছিল যে ঈসার সাহাবীরা তাঁর শরীর কবর থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে? কেন তারা এই ধরনের কাহিনী তৈরী করল? (২৮৮-২৮৮)

২. মাবুদ ঈসার মৃত্যু, দাফন ও পুনরুত্থান কোন দিক থেকে শয়তানের জন্য পরাজয় ছিল? (২৯০-২৯১)

৩. ঈসা যে জীবিত হয়েছেন তার কি প্রমাণ আপনি উপস্থাপন করতে পারেন? (২৯১-২৯৩)

৪. কিতাবের মধ্যে দিয়ে আমাদের যাত্রার শুরুর দিকে, আমরা দেখেছি যে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির শেষে "বিশ্রাম" নিয়েছিলেন। আল্লাহ্র এই উদধার কাজের বিষয় থেকে আমরা কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখতে পারি? (২৯৫)

৫. ঈসা জীবিত হওয়ার পর চল্লিশ দিন ধরে তিনি কি করেছেন? এখানে আপনি কোন বিষয়টি খুবই রোমাঞ্চকর হিসাবে দেখেন? (২৯৬-২৯৮)

আপনার নিজের ভাষায়

১ করিন্থীয় ১৫:৩-৪ আয়াতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। "পাক-কিতাবের কথা মত ঈসা মসীহ্ আমাদের গুনাহের জন্য মরেছিলেন… তাকে দাফন করা হয়েছিল… এবং কিতাবের কথা মত তাঁকে তিন দিনের দিন মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছে।" (২৮৯)

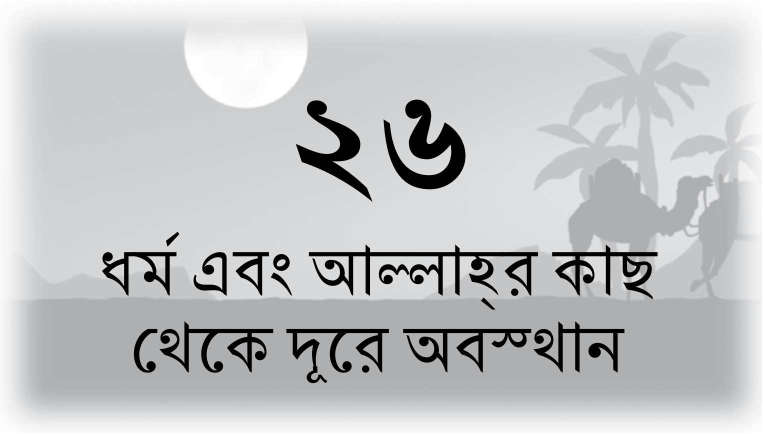

২৬

ধর্ম এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে অবস্থান

১. ঈসার মৃত্যু ও পুনরুত্থানের আগে আল্লাহ্‌ কিভাবে গুনাহের ক্ষমা করতেন? বর্তমানে আল্লাহ্‌ কিভাবে গুনাহের ক্ষমা করেন? গুনাহ্‌ ঢাকা দেয়া ও গুনাহ্‌ বাতিল করে দেয়া বিষয় দুটির মধ্যকার তুলনামূলক একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। (৩০০-৩০২; সেই সাথে পৃষ্ঠা ২৫৮-২৬২ দেখুন)

২. আমাদের বিশ্বাসের পরিমান বা শক্তি চেয়ে কেন বিশ্বাসের বিষয়বস্তু বেশি গুরুত্বপূর্ণ? (৩০২-৩০২)

৩. আপনি কি মনে করেন যদি মানুষের খারাপ কাজ থেকে ভাল কাজ বেশি হয়ে থাকে তাহলে কি আল্লাহ্‌ তাদেরকে বেহেশতে অনুমোদন দিবেন? নাজাতের এই ধারণার উপর আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন। (৩০২-৩০৪)

৪. কিতাব অনুসারে, কিভাবে একজন গুনাহগার অনন্তকালীন বিচার থেকে পালাতে পারে এবং চিরকাল আল্লাহ্‌র নিখুঁত ও পরিপূর্ণ উপস্থিতির মধ্যে বাস করতে পারে? (৩০৪-৩০৭)

৫. ভাল কাজ নাজাতের ফলাফল কিন্তু নাজাতের জন্য আবশ্যিক বিষয় নয়, কেন? (৩০৬-৩০৭)

আপনার নিজের ভাষায়

প্রেরিত ১৬:৩১ ব্যাখ্যা করুন। "আপনি ও আপনার পরিবার হযরত ঈসার উপর ঈমান আনুন, তাহলে নাজাত পাবেন।" (৩১৬)

২৭

ধাপ ১: আল্লাহ্‌র অতীত কার্যাবলী

১. ২৭ অধ্যায়ে লেখা আছে একজন সত্য অন্বেষণকারী লোকের রূপান্তরের কাহিনী লেখা আছে (৩১৯-৩২৩), একজন ক্রুশে টাঙগানো অপরাধীর কাহিনী (৩২৬-৩২৮), একটি নরখাদক উপজাতি কাহিনী (৩২৮-৩২৮), একজন আত্মহত্যাকারী কিশোরী মেয়ের কাহিনী (৩২৮-৩৩০), একজন ধর্মান্ধ লোকের কাহিনী (৩৩০-৩৩১), এবং একজন মুসলিম যুবকের কাহিনী (৩৩৮-৩৩৯)। কোন গল্পটি আপনার বেশি পছন্দের এবং কেন?

২. ক্রুশের উপরে অপরাধীকে ঈসা বললেন, “আজকেই তুমি আমার সাথে জান্নাতুল ফেরদৌসে যাবে!” এই অপরাধীর কি অনুতাপের কারণে তিনি অনন্তকালের জন্য মুক্ত হলেন? সেই সাথে, ঈসার ওয়াদার উপর ভিত্তি করে, ঠিক মৃত্যুর সময়ে সেই নাজাত পাওয়া অপরাধী কোন জায়গাটা নিজের জন্য খুঁজে পেলেন? (৩২৬-৩২৮)

৩. একজন শিশুকে কিভাবে আপনি ন্যায়বিচার, রহমত ও দয়ার ধারণাটি ব্যাখ্যা করবেন? (৩৩২)

৪. মানুষের “দ্বৈত সমস্যা” কি? সেই সমস্যায় আল্লাহ্‌র “দ্বৈত সমাধান” কি? (৩৩৪-৩৩৬)

৫. কিতাব অনুসারে, লোকেরা কি জানতে পারে যে, সে কোথায় অনন্তকাল কাটাবে? আপনি কি জানেন যে, আপনার মৃত্যুর পরে আপনি কোথায় যাবেন? আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন। (৩৩৭-৩৪০)

আপনার নিজের ভাষায়

২ করিন্থীয় ৫:২১ ব্যাখ্যা করুন। “ঈসা মসীহের মধ্যে কোন গুনাহ্‌ ছিল না; কিন্তু আল্লাহ্‌ আমাদের গুনাহ্‌ তাঁর উপরে তুলে দিয়ে তাঁকেই গুনাহের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন মসীহের সাথে যুক্ত থাকবার দরুণ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা হয়।” (৩৩৫-৩৩৭)

২৮

ধাপ ২: আল্লাহ্‌র বর্তমান কার্যাবলী

১. বর্তমানে কেন বেশিরভাগ লোক ভয়ের খপ্পরের মধ্যে বসবাস করে? (৩৪১)

২. কিতাব অনুসারে, পাক-রূহকে এবং যারা মসীহের উপর ঈমান এনেছেন তাদের প্রতি তিনি কি করেন? (৩৪২-৩৪৩)

৩. যিনি আল্লাহ্‌র পাক-রূহের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছেন তিনি কি সেই গুনাহের মধ্যে এবং ধারাবাহিক ভাবে এব আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট জীবন যাপন ধারাবাহিকভাবে করে যাবেন? “তালিকা অথবা মহব্বত” দৃষ্টান্তটি ব্যবহার করে একজন ব্যক্তি যিনি মুখে ধর্মীয় বিষয়গুলো অনুসরণ করেন এবং একজন ব্যক্তি যিনি সত্যিই হৃদয় দিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ককে উপভোগ করেন তাদের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করুন। (৩৪৯-৩৪৯)

৪. পানিতে তরিকাবন্দী নেয়ার সত্যিকারের অর্থ কি? (৩৫২-৩৫২)

৫. একজন বিশ্বাসীর অবস্থান ও একজন বিশ্বাসীর পরিস্থিতি দুটোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। পিতা/পুত্র উদাহরণ ব্যবহার করে এই পার্থক্যটি ব্যাখ্যা করুন। (৩৫৫-৩৫৭)

আপনার নিজের ভাষায়

১ পিতর ১:১৬ ব্যাখ্যা করুন। “আমি যেমন পবিত্র তেমনি তোমরাও পবিত্র হও।” (৩৫৮)

২৯

ধাপ ৩: আল্লাহ্‌র ভবিষ্যৎ কার্যাবলী

১. শয়তান ও গুনাহকে দূর করার জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার তিনিটি ধাপকে বর্ণনা করুন। (৩৬১; সেই সাথে পৃষ্ঠা ৩২৪ দেখুন)

২. কিভাবে মসীহের প্রথম আগমনের তুলনায় দ্বিতীয় আগমন অভ্ভুতপূর্ব ভাবে আলাদা হবে তা ব্যাখ্যা করুন। (৩৬৮)

৩. জবুর শরীফ ৭২:৭-১৯ আয়াত পুনরায় পড়ুন, তারপর তালিকা করুন যে, কিভাবে জগতের শাসনকর্তা ও লোকেরা বাদশাহ্‌ ঈসা মসীহের কাছে নিজেদের সমর্পণ করবেন। (৩৬৯-৩৭১)

৪. ঈসা মসীহের হাজার বছরের রাজত্বের সময়ে আদমের দ্বারা আনিত গুনাহ্‌ সব তুলে নেয়া হবে। এর ফলে দুনিয়াতে কি ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে? (৩৭৪-৩৭৫)

৫. আপনি কি একমত যে প্রকাশিত কালাম ২০:১০-১৫ আয়াত ইতিহাসের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ঘটনার কথা বর্ণনা করে? আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন। (৩৭৬-৩৭৮)

আপনার নিজের ভাষায়

১ ইউহোন্না ৩:২ কি দেখতে পান তা ব্যাখ্যা করুন। "এখন আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান, কিন্তু পরে কি হব তা এখনও প্রকাশিত হয় নি। তবে আমরা জানি, মসীহ্‌ যখন প্রকাশিত হবেন তখন আমরা তাঁরই মত হব, কারণ তিনি আসলে যা, সেই চেহারাতেই আমরা তাঁকে দেখতে পাব।" (৩৭৯)

৩০

বেহেশ্তের একটি রূপরেখা

১. কিভাবে “ইয়েন-ইয়াং” দৃষ্টিভঙ্গি কিতাবুল মোকাদ্দসের সত্যকে অস্বীকার করে? (৩৮১-৩৮২)

২. জান্নাতুল ফেরদৌস সম্পর্কে মানুষের যে ভুল ধারণা আছে তার দুটি উল্লেখ করুন। আল্লাহ্‌র বেহেশতী বাড়ীর সত্যিকারের ফোকাস কি? (৩৮৪)

৩. নাজাতের গল্প যা পয়দায়েশ দিয়ে শুরু হয়ে প্রকাশিত কালাম দিয়ে শেষ হয়েছে। দুই এক মিনিট চিন্তা করে কাহিনীটির সারাংশ লিখুন যে কিভাবে আল্লাহ্ অসহায় লোকদের শয়তান, গুনাহ্ এবং অনন্তকালীন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। (৩৮২, ৩৯০-৩৯৩)

৪. আপনি কি মনে করেন কেন লোকেরা “সুখের সমাপ্তি” মূলক কাহিনী পছন্দ করে? আপনি কি পরবর্তীতে সুখে থাকতে চান? আপনার উত্তরের ভিত্তি কি? (৩৯১-৩৯৫)

৫. কিভাবে কিতাবের মধ্যে দিয়ে এই যাত্রা আপনাকে আশীর্বাদ করেছে?

আপনার নিজের ভাষায়

প্রকাশিত কালাম ২১:২৭ আয়াতে যে চিত্র দেখা যায় তার কোন জায়গায় আপনি উপযুক্ত। “নাপাক কোন কিছু কিংবা জঘন্য কাজ করেবা মিথ্যা কথা বলে এমন কোন লোক সেখানে কখনও ঢুকতে পারবে না; যাদের নাম মেষ-শাবকের জীবন্ত কিতাবে লেখা আছে তারাই কেবল সেখানে ঢুকতে পারবে।” (৩৯৫)

জার্নাল

জার্নাল

ROCK International

গৌরবের রাজা

চলচতি্র

গৌরবের রাজা

নবীদের কিতাবের মধ্য দিয়ে যাওয়া এই কাহিনী আপনাকে সমস্ত দুনিয়ার রাজার সাথে সাক্ষাত করতে আমন্ত্রণ জানায় এবং অন্ধকারের রাজ্য থেকে বিদ্রোহীদেরকে রক্ষা করে তাঁর জন্য চিরকাল আলোর রাজ্যে বাস করার সুযোগের পরিকল্পনা বুঝতে সাহায্য করে। এর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং এনিমেশেন ও ভিডিওর চমৎকার মিশ্রণের কারণে, এই চলচিত্রটি বিশ্বের সমস্ত বয়সের মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

www.rockintl.org/rock-video/bengali-king-of-glory

www.king-of-glory.com

এক আল্লাহ্ এক বার্তা

শেয়ার করুন!

এটি দৃঢ় স্বচ্ছতার সঙেগ দাওয়াত করছে এবং নবীদের সম্পর্কিত বিষয়ে পাক কালামের মধ্য দিয়ে ভ্রমণের বিষয়টি অবগত করছে যা সময়ের ক্ষেত্রে আশা ও নাজাতের বিষয়টি পেশ করে। অনেক ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে।

www.One-God-One-Message.com

"এই বই পড়ার পর কিতাবুল মোকাদ্দসের যুক্তি (যে) সঠিক অর্থ প্রকাশ করে (তা বোঝা যায়) এবং (এটি আমাদের) মনকে নাড়া দেয়। এটি আমার মধ্যে বাইবেল পড়ার বিষয়ে একটি আগ্রহ তৈরী করেছে।" — মোহাম্মদ, মধ্য প্রাচ্য

"বইটি সত্যের একটি খনি; লিখন-শৈলী অনন্য; এটি মানবীয় আগ্রহে পরিপূর্ণ।"
— উইলিয়াম ম্যাকডোনাল্ড, বিলিভার্স বাইবেল কমেন্ট্রি-এর লেখক

Relief Opportunity & Care for Kids

ROCK INTERNATIONAL

Resources Of Crucial Knowledge

www.rockintl.org

রক ইন্টারন্যাশনাল একটি অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান যারা একটি যন্ত্রণাদায়ক জগতে ঈসার কোল হিসেবে কাজ করতে চান; (এটি) এমন একটি জায়গা যেখানে শিশুরা উপশম বোধ করে, সুযোগ পায় এবং বিপদ, মন্দ আসক্তি ও অবহেলার মাঝে যত্ন লাভ করে; (এটি এমন) একটি জায়গা যেখানে যুবক/যুবতী এবং বৃদ্ধ/বৃদ্ধা (নির্বিশেষে) সবার জন্য সংস্থান রয়েছে যেন তারা স্বচ্ছভাবে আজ পর্যন্ত বলা সর্বোত্তম কাহিনী ও বার্তা বুঝতে পারে।